কবিতার কাগজ
দৈনন্দিন
সংকলন

সম্পাদনা

সৌম্যদীপ

COMPLETE COLLECTION

Kobitar Kagoj DOINANDIN

Edited by

SOUMYADEEP

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কাবতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

প্রথম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৪ প্রচার সংখ্যা ১০০০ মূল্যঃ দুই টাকা

শেয়ালদায় কিশোরী ধর্ষিতা

স্টাফ রিপোর্টারঃ একজন স্টাফ রিপোর্টারের যখন তখন ইচ্ছে হতে পারে প্রকাশিতব্য খবরটাকে নিজস্ব ভিউ দিয়ে চেটে দেবার। বিশেষ করে যখন আধুনিক মানুষ শব্দ সম্পর্কে মানসিক অধিকারবোধ সম্পন্ন এবং তুচ্ছ হয়ে পড়েছে – সুতরাং আমার স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তি হয়েছিল যখন আমি রিপোর্ট বানাচ্ছিলাম একটি মেয়ে সম্পর্কে; যাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম ধর্ষিত হতে এবং কেন জানিনা লক্ষ্য করেছিলাম তার পোষাকের অদ্ভুত সাদা রঙকে। আমার প্রথম লাইনটিকে আমি সাজিয়ে নিয়েছিলাম "সাদার ওপর সাদা ...... কিন্তু আমাকে থেমে যেতে হল কারণ কয়েকটি আয়না বলে উঠল – "তুমি কিন্তু আর কখনোই জীবনানন্দ দাশের মত অমান জোর দিয়ে 'সাদা' বলতে পারো না"।



Not with a bang
but with a whimper' it is the beginning

সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জ

ভিড়ের চাপে পিষ্ট ১২০ জন গোয়াড়ী উপজাতির মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : নাগপুর

একটি কমা , অর্ধচ্ছেদ
পূর্ণচ্ছেদ অন্ধকারে ১২০ জীবন
জীবন একে বলবে তুমি
আমি মুখ লুকোতে চাই
আমি মুখ লুকোতে চাই
পারছি কই ....

গোণ্ড আর গোয়াড়ীর মাঝে 'কমা' উবে গিয়ে মৃত্যু হল যাদের, গোয়াড়ী উপজাতির স্বকীয়তার স্বীকৃতির দাবীতে মহারাষ্ট্র বিধান- -সভা ভবনের সামনে করা জমায়েতে, পুলিশের লাঠিচার্জে সক্রিয়তার চাপে; তাদের জন্য কিছু করার নেই আমার।

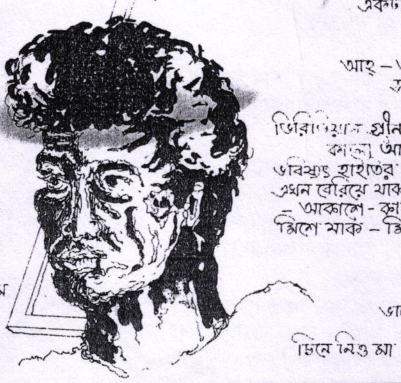
একটা প্রশ্ন বারবার
'কমা' আপাত বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন
উবে যাওয়ায় মৃত্যু হল ১২০ সমগ্রের
তাই আমি বিচ্ছিন্নতাকামী
তাই আমি মুখ লুকোতে চাই
এবং আমি সংরক্ষিত কবি।

হাইতি ঃ সেড্রাস অনুগামীদের হাতে অ্যারিস্টিডে সমর্থক শিল্পী নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ স্টিভেনশন ম্যাগ্লোয়ার

নিশ্চুপ রাত্রি
আমি আর আমার ভাই ফিরছিলাম
বুড়ী মায়ের কাছে
নীরবে - নক্ষত্রেরা আজ যেন
বড় বেশী জ্যোতির্ময়

সেই পুরোনো মাঠটার পাশে
ইস্কুলের লাগোয়া- ব্যাঙ্কি -আমার ভাই
আর আমি
শৈশবের ঝাঁপাঝাঁপি মনে তখন
আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম
ফিকে চাঁদের মত হাসি ওর মুখে
'আমারও বোধ হয়——
চলতে শুরু করলাম মাঠ পেরিয়ে



কয়েকটা মানুষ— ছায়াহীন
চেপে ধরল আমায়
একটা বললো ব্যাটন উঠল মাথার উপর
চাঁদটাকে ঢেকে দিল

আহ্ – আমার সমস্ত শরীর ছিঁড়ে— একটা-
একটা ছবি বেরিয়ে আসছে যেন
ক্রিমসন – ভারমিলিয়ন
ভিরিডিয়ান গ্রীন – টিয়া সবুজ – সেরুলিয়ান নীল
কালো আঁচড়গুলো -- আলোকোজ্জ্বল রেখা
ভবিষ্যৎ হাইতির অসমাপ্ত ছবিটা ওরা চুরি করেছে
এখন বেরিয়ে যাক আমার শরীর থেকে – বাতাসে –
– আকাশে – কাল ভোর সকালের রোদে মিশুক
মিশে যাক – মিশে যাক – ক্রিমসন – ভারমিলিয়ন

প্রেয়সী আমার
জন্মভূমি
ভালোবাসা মা চিনে নিও

চিনে নিও মা

(এরপর চারের পাতায়)

প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার

কদিন আগে ঢেউ এর মত উত্তাল ভয়ে
একের ওপর চার
ওদিকে কাশে দোলা
রাতে দিনের ক্লান্তি মুহূর্তে হিম
শীতল মৃত্যুর দিকে
আধুনিক সমাজে প্রাচীন ব্যাধি
নয়তো মূষিক পুরাতাত্ত্বিক বের করেছে
হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর আগের
মানুষের খিদে – এখনো বাতাস বয়
একের উপর চার
মহলে আলোচনা কলমের বিষাদে
আসরে আবার ঘুম
শোক থেকে জাত শ্লোক
কিংবা শতবর্ষে বিভূতিভূষন
এসেছেন টকটকে ম্যালেরিয়া নিয়ে
শত শত ঐতিহাসিক সমাপ্তি
সময়ে ফিরে আসে উত্তাপ নিয়ে
হাসপাতাল মুখো আর যারা
দেখবে না নির্বাচন নির্মম
ইনফ্লেশানের পাশে মৃত্যুর স্ফীতি
আত্মজর ছটফট
ঘাসফুলে খেলা ফড়িং – এবং মৃত্যু
সারেই উপন্যাসে
হাতে তোর 'হাসে'– হাসে
ছোটো শিউলির ইঁদুর
R ফর RAT
ডেকে আনে TV দেবতাকে
বিদেশের ঘর থেকে টেলিকাস্ট হবে কিছু
একঘরে মহামারী কোথায় পাবে
বিদেশী ওষুধ কে কিভাবে খাবে
চেটে পুটে ডেমারে

সে এক রূপকথারই দেশ .....

বিশেষ প্রতিবেদন : সুদীপ বিশ্বাস

রাজপুত্র পক্ষীরাজ ছেড়ে একখানা হীরো হন্ডার বাদ্দায় রাজাকে তেল দিয়ে চলেছে। কেশবতী তার চুল কেটে স্টেপকাট, শাড়ীকে চুড়িদার বানিয়েছে – সবকিছু ডলারে হিসেব করতে করতে খাজাঞ্চী কেমন ইয়াঙ্কি বনে গেছে, কোটালপুত্র AK-47 আর মন্ত্রীপুত্র ড্রাগনের চাষ করছে শেয়ার মার্কেটে। রাজপুত্র মোটর বাইক এর পেছনে সাত রাস্তার তের জ্যাম তেপান্তরের ব্রীজ পেরিয়ে নিয়ে আসা রাজকন্যাকে বাড়ী পৌছতে পৌছতে 'বাবা র‍্যাপ' গায়। মাঝে মাঝে মিছিলে 'সমবেত স্লোগান' শোনা যায় 'সিঙ মী রেড'। বীরেনবাবুর নীলকমল একা একা কাঁদছে (লালকমল নেই বলে নাকি !!) ডাইনী বুড়ী বলে চলেছে "আঁমার নাঁতি হোঁস যঁদি লোঁহার কঁলাই চিঁবিয়ে দ্যাখা"। চিবুচ্ছে তো – বেশ চিবুচ্ছে রাইটার্সে পান এর সাথে প্রানভোমরা বিশ্বব্যাঙ্কে আর হীরা পান্না চুনী মোতি সুইস ব্যাঙ্কে রাখার পর সবকিছু বেশ চলেছে।

– সুয়োরানী ফ্যাট হয়ে বসে।
সন্ধ্যাবেলায় সোফায় এলিয়ে
ব্যাঙ্গমা বলছে "শালা যত শুয়োরের বাচ্চারা দেশটাকে.........."
ব্যাঙ্গমী খুনসুটি নেড়ে "মরুগগে যাক্ তামাদের কি যায় আসে।"

সম্পাদকীয়

কান পাতলেই চাপা ক্ষোভের ঘন নিঃশ্বাস
করা দরকার একটাকিছু,
সেই আপ-এর বিরুদ্ধে
হৈ চৈ গালাগালি আর আলোচনার পাণ্ডিত্যস্ফুরণে
সাময়িক পরিতৃপ্তি - এই কি শেষ ?!?
তবে কেন আবার - আবারও - বারবার
'সেই আপ' — কী সেটা কেন সেটা
কিভাবে সেটা — কেন ? কেন ?
অজস্র রক্ত রক্ত আর রক্তের একমুখী বাঞ্ছায়
কপালশিরার দপাদপানি
আগুনের হল্কা যেন
ক্ষত শরীরে প্রোথিত শিকড় !!!
নাঃ — আকাশের পানে চোখ
স্বস্তি — আর বিশালতায় বিশ্বাস
হবে - হবেই একদিন এসবের শেষ ॥
আয় না সবাই পাতাই ছিঁড়ি কয়েকটা
খাদ্য জোগায় পাতাই তো।"
সেই কে দ্যাখো সব সেই এর সমাধিতে
জ্বলে বোকো কোনটা তোমায় বেশী জ্বালায়
পোড়ায় বেশী
আর ঘ্রান বিরায়
কবিতা-গান-নাটক-ছবি
আর বস্তাপচা ভালোবাসায়
আশিককে ভেঙেচুরে দুমড়ে দলে নিদরকারে নাও
ওর কাছে তোমার কথা বলা
তোমার জন্যই ওরা
ওদের জন্য তুমি নও। এরাই কবিতা
তাই
এসো ভেঙে ফেলি একে একে
সব উপাসেট কে
শুধু নিজেদের সাড়া দিয়ে
সরে উঠি —
বেড়ে উঠি
জেতে নিই ক্ষোভের বিস্ফোরণে
আর সুচেতনায়
সুন্দরের লক্ষ্যে
আমাদের যখন 'কবি' হয়ে ওঠবার কোনো বাসনা নেই
তখন কোনো কবিতার সাথে মেলো যাই —
সকলেই কবি কেউ কেউ কবি নয়
— যুদ্ধটা তাদেরই বিরুদ্ধে
একটাই কবিতা লেখা হবে
— একদিন হবে
সারা পৃথিবী জুড়ে
আমাদের জীবনে
— প্রজন্ম এসো —

॥ দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল-
স্বাধীন ক্ষোভের মুখপত্র
হয়ে উঠুক ॥

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই
তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে

পৃথিবীর এই ছাপাখানায়
আমরা সবাই পাণ্ডুলিপি ;
প্রিন্টিং মিসটেক হলে পরে,
চেঁচিয়ে বলি হলটা কী ?

সঞ্জয় চ্যাটার্জী

তিনি বললেন ....

তিনি বললেন:
আজকাল কবিতার নামে ছেলেখেলা হচ্ছে॥
কিন্তু তিনি জানেন না,
আজকাল শুধু আম ফুল পাখী নয়
ছেলেখেলা নিয়েও কবিতা হচ্ছে ॥
(যা আগেও অক্ষবিস্তর হতো
তবে আজকালকার ছেলেরা একটু
বড় হয়েছে - এবং খেলাটিও)

মৃন্ময় ঘোষ

অপ্রতিমের ইচ্ছাবশেষ

পার্থ ব্যানার্জী

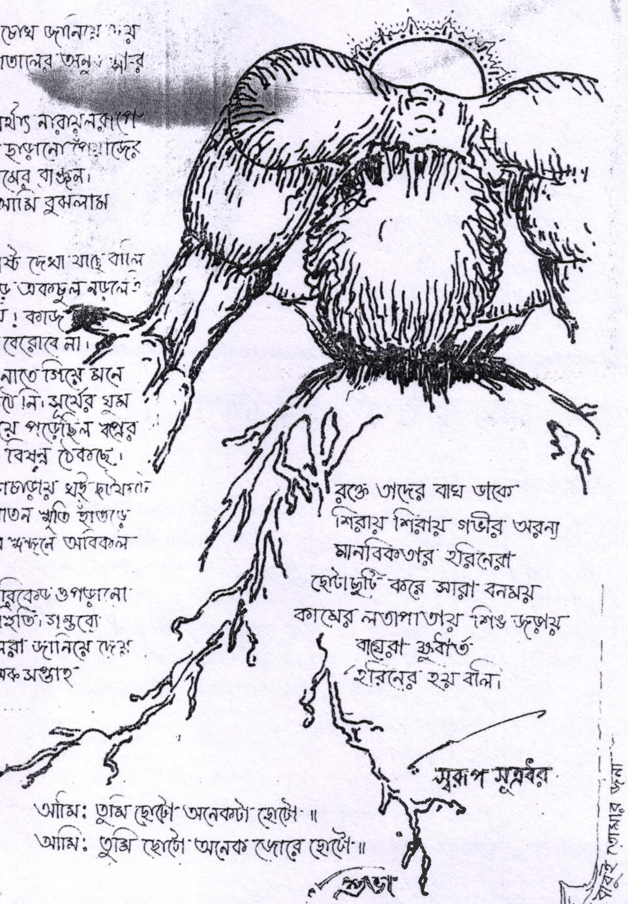
শোনা গেছে অপ্রতিমের ইচ্ছাবশেষ জেনে ফিরে আসছিল .... অপ্রতিম আমার প্রানের বন্ধু ; কিন্তু সে থাকে বহুদূরে, কচ্চিৎ পাই তার হদিশ ; .... ফিরে আসছিল আরও একজন আমি, তার হাতের পাতায় সূর্যটা যেন এক প্যাশুটে পুলিশ রাষ্ট্র, যা কেউ তার হাতে বিরিয়ে দিয়ে বলেছে, অনুভূতির সাথে নিয়ন্ত্রন করো... যতক্ষন না আমরা বিশ্রাম নিয়ে ফিরি..... সীমান্তে আসতে আত্মীদের দীর্ঘ তল্লাসী - এবং তাকে পাঠানো হল গোয়েন্দা দপ্তরে - সেখানকার নকল ভ্রূ-ওয়ালা মহিলা আবিস্কারিকটি সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে অদ্ভুত প্যাশুটে গোলাটি আর যাই হোক বিস্ফোরক নয় এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র লোকটি নিশ্চয় গিলে ফেলেছে। তবুও দশদিন তাকে রাখা হল হালকা পরীক্ষামূলক কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, যা চালিয়েছিল ইলাস্টিক মুখশ্রীর কিছু নারী পুরুষ। শেষে লোকটি আলপিন থেকে আল্পস্ কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেয় নি, সে জবাব দেওয়াতে মোটেই আগ্রহী নয় শুনে আবিস্কারিকটি প্রীত হয়ে তাকে পাঠিয়ে দিলেন উপকূলবর্তী এক শহরের জঞ্জাল সাফ করার বিভাগে কাজ করতে। সূর্য নামক গোলাটা তার কাছে তখনও রয়ে গেছিল (রাষ্ট্র তো আপনার কাছে কিছু কেড়ে নিতে পারে না।) এবং বন্দী অবস্থাতেও সেটা ঘষে ঘষে প্রতিটি পরত হাতড়েছিল........ কিসের খোঁজে তা আমার জানার সুযোগ নেই।

এখন তার অস্তিত্বের প্রত্যেক কিনারে মৃত্যুহীন জরা, এবং তার হুসাবে ভরা স্মৃতি থেকে জানা যায়নি, অপ্রতিমের ইচ্ছাবশেষ..........

ছুঁয়াতার

অতনু করঞ্জাই

১। স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে প্রত্যুষে সজাগ চোখ জানায় দেয় তোমাকে, তোমার সজলী উপস্থিতি মাতালের অনুভবের সাথে মেশানো কফির নির্যাস।
২। গোবিন্দ মর্তে আসার আগে অর্থাৎ নারায়নরূপে নীরস ছিলেন। রস উপলব্ধির মাত্রা ছাড়ানো পেঁয়াজের ফোয়ারার মত ছড়িয়ে গেল মর্তে প্রেমের বাঞ্ছন। তোমার ঘরাবাক্সামার্কা মুখ দেখে আমি বুঝলাম আমার রসহীনতার মাত্রা।
৩। দীঘার সমুদ্রের ফেনাগুলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বালি আঁকড়ে পড়ে আছে। জায়গা ছেড়ে একচুল নড়লে যদি অস্তিত্বের সংকট বোঝা যায় ! কাজ সেরে বাড়ী ফিরে তুমি কি আর বেরোবে না।
৪। টেলিফোনের তার ছিঁড়ে মালা বানাতে গিয়ে মনে পড়লো কাল রাতে আকাশে চাঁদ ওঠে নি। সূর্যের ঘুম ভাঙাতে গিয়ে আশৈশব ধ্যানে জড়িয়ে পড়েছিল স্বপ্নের সীমানা। তোমার মুখটা আজ বড় বিষন্ন ঠেকছে।
৫। অশিক্ষিত হাতের অবিন্যস্ত নাড়াচাড়ায় খই ছাপানো মনের মন্ত্রের ভাঙা অন্বয় থেকে পুরাতন স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায় বেলা শেষের পাখী। তোমার স্পন্দনে অবিকল থাকে অস্তিত্ব।
৬। ট্রেনের ভাতঘুমের মধ্যে জেগে ব্যাগবেণ্ড ওপড়ানো স্বপ্নের সীমানা জানায় তোমার উপস্থিতি। গন্তব্যে পৌছবার আগেই শব্দহীন সর্ষেফুলেরা জানিয়ে দেয় আগামী। তোমাকে দেখিনা আজ এক সপ্তাহ
৭। ....



রক্তে তাদের বাঘ ডাকে
শিরায় শিরায় গভীর অরন্য
মানবিকতার হরিনেরা
ছোটাছুটি করে সারা বনময়
কামের লতাপাতায় শিঙ জড়ায়
বাঘেরা ক্ষুধার্ত
হরিনের হয় বলি।

স্বরূপ সূত্রধর

আমি: তুমি ছোটো অনেকটা হেঁটো ॥
আমি: তুমি ছোটো অনেক জোরে হেঁটো ॥

প্রভা

সবাই তোমার জন্য

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

দৈনন্দিন

সু-শোভনবাবুর প্রতি : জনৈক ছাত্রীর খোলাচিঠি

স্যার,

ছেলেমেয়েরা অশালীন বসে সিঁড়িতে

মহামান্য অধ্যক্ষ প্রমানও পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা এখনও শ্রদ্ধাভক্তি করে শিক্ষকদের সেটাই মুশকিল স্যার; নইলে ওনার ঐ সমস্ত বাক্যনির্গতকারী মুখবিবরে শুকতলা সেঁটে সেঁটে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের। আপনারা অফ পিরিয়ডে লাইব্রেরীতে যেতেন তাই চান আমরাও সেখানে যাই। কি করে হবে বলুন! আপনারা ছিলেন মানুষ আর আমরা তো কুত্তার বাচ্চা নইলে এখনও কি করে আপনাদের পা চেটে চলি স্রেফ একটা 'অ-বৃত্তিমূলক' ডিগ্রীর জন্য। আসলে কেরানী ও তাঁবেদার হবার আগে পা চেটে চলবার ট্রেনি পিরিয়ড তো!! এমনকি সাহিত্যও বুঝতে হয় আপনাদের নোটস্-এর বদ্ধ জালিতে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত মশাই তাই বসে পড়ি, তাই বসে পড়ি

অপরাধ নেবেন না স্যার, প্রবাদই আছে 'হাতি চলে বাজারে - কুত্তা ভাকে হাজারে'

ভয়ের কোনো কারন নেই স্যার, আমাদের প্রজন্মের যারা আপনাদের ঐ চেয়ারে বা চেয়ারগুলোয় বসবে তারা আজও দিনের বেলায় মরা রড লাইটে লাইব্রেরীতেই বসে আছে। কেন যে বলেন 'সকলের জন্য শিক্ষা' - বাজে কথা ওটা। পদ্মপুকুরে কেনোজল ঢোকাতে নেই এটাও বোঝেন না।

রেলের কোন দায়িত্ব নেই : জাফর

স্টাফ রিপোর্টার : দেকবিদিকে পীত সাংবাদিকতায় ভরে গেছে। রেলে দুর্ঘটনায় মৃতদের অগ্নিসংকার করে দেবার পরও মাননীয় রেলমন্ত্রীর কথাটাকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে ব্যবহার করা হল - আসলে তো সমস্ত কর্তব্য-ই সম্পাদিত হয়েছে - মৃতদেহ পোড়ানো আইনানুগ তদন্ত এমনকি মৃত ২৯ জনের জায়গায় ৩০ জনকে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে জনসংখ্যার ভার-ও লাঘব করা হয়েছে আর রাউন্ড ফিগারে এনে হিসেবটাও সুবিবেচনক হয়েছে। এই সাংবাদিকগুলোকে ঐ রেলকামরায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা উচিৎ ছিল, তাহলেই ওরা ঐ চেন টেনে গার্ড থামেনি, অ্যাটেন্ডান্ট ছিল না এসব অপপ্রচার চালাতে পারতো না।

পুলিশ কর্তৃক কিশোরীর ধর্ষনকারীর অন্ডকোষ ছেদন

স্টাফ রিপোর্টার : রিপোর্ট লিখতে গিয়ে অবাক হয়েছি এবং আনন্দ; কারন

এক : নির্যাতিতা কিশোরীর গর্ভকালে পূর্বে 'স্বাভাবিক' ব্যবহার।

দুই : কিশোরীর পিতা কর্তৃক চুপচাপ গর্ভপাত না ঘটিয়ে থানায় এফ. আই. আর করা।

তিন : 'কর্তব্য'রত পুলিশ অফিসার কর্তৃক এমন কর্ম তৎপরতা প্রদর্শন এবং ফিলমি হীরো মার্কা আবেগপূর্ন বিচার ও তৎক্ষনাৎ 'শাস্তি' প্রদান।

প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব শ্রেনীচরিত্র বিরোধী কাজ করেছে

এবিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

মৌলবাদ - কোন মৌল বাদ

ধর্মীয় মৌলবাদ একটি অর্থহীন শব্দ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন'
ধরে নিন আমিই জিজ্ঞাসা করি; আজকের কবি;
অবাক হলেন ? —— স্বাভাবিক।
কারন আপনারা ছিলেন শুধুই কবি - আর আমি ও ছাড়াও হলাম, পার্টটাইম চাকুরে, বাবার ছেলে এবং পার্টিকর্মী
এবং সর্বোপরি মানুষ একজন - শিক্ষিত এবং সচেতন।
তাই আমাকে ফর্মগুলোয় লিখতেই হয় 'আমি কোন জাত'।
তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হয় 'তুমি কোন দল'।
তাই আমাকে রক্ত কিনতে হয় জাত জেনেই পাকিস্থানের ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে।
তাই আমাকে বাধ্য হয়েই হাওড়ায় চড়তে হয় ধর্মীর রিক্সায়
যখন স্ট্যান্ডেই রয়েছে অলিখিত বিভাজন।
তাই আমাকে বাধ্য হয়েই বোম মারতে হয়, মাসাদের শিয়া মসজিদে;
আমি সুন্নী বলে
তাই আমায় বাধ্য হয়েই গুলি করতে হয়, বেলফাস্টের দুজনে প্রটেস্টানকে; আমি ক্যাথলিক বলে।
আর আমি যেহেতু একজন পুরুষ, বারবার চেষ্টা করতেই হয় তসলিমাকে।
কী মৌল ? কোনটা মৌল আমার ?!?

ইস্তাহার

মুহূর্তেরা মরে যায় মরে যাবে
তবু স্বতঃস্ফূর্ত সেই সব মুহূর্ত যা কিছু লেখে
অঙ্কখাতার পেছনে বা ছেঁড়া প্যাকেটে
আমরা মমি করে রাখতে চাই
যদি আর কোনো প্রাতপাদি প্রতিবর্তে মুহূর্তে
— হঠাৎ আলোর ঝলকানি আসে
জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা
অনুভবে - প্রতিবাদে
প্রতিরোধে

"কাকে বলবো কবিতা ....

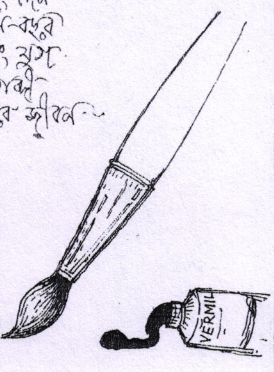


শুধুই মুহূর্তের মমি
গালগপ্পের ফোয়ারা
শুধুই খবরের কাগজের হেডলাইন
ব্যক্তিগত রাগ
আর প্রেম
'স্বতঃস্ফূর্ত' ?
না
দীর্ঘ হতে হবে তাকে
যতই শুকনো হোক;
কবুও সৎ
এবং কবির জীবনের মত।
সার এবং জল
প্রাথমিক অঙ্কুরোদগমের জন্য
পাঠকের হেফাজতে
সকলের সঙ্গে।

"কেমন হবে মুহূর্ত কবিতা

সব সারবদ্ধ মুহূর্তে
সংযোগী, সুসংবদ্ধ হয় কি ?
খবরের কাগজের মত আপাত
সম্পর্কহীন সমস্তই সম্বন্ধ"।
মুহূর্তরা চিরকাল একা
পাশাপাশি থেকেও
সব মানুষের মত।
তবু নির্দিষ্ট থেকে ঘন্টা
এবং দিন
মাস-বছর
এবং যুগ
শতাব্দী
আর জীবন -

সত্যিই কোনো লক্ষ্য ...



অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন -
অথবা কাটিয়ে দেওয়া কেদুদিন
অথবা লড়াই শুধু
অথবা অস্তিত্বের প্রমান
অথবা স্রেফ তাঙ সুস্থতাকে
অথবা সত্যকার সুস্থতা
অথবা পাগলামি
অথবা বোকা আবেগ
অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন
অথবা শুধুমাত্র কম্পন
অস্থিরতা
এবং জীবন
আবারও জীবন



কোনো গড়তে চাওয়া নাকি শুধুই ভাঙা .....

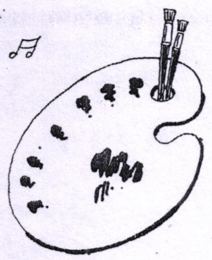
যদিও ভাঙাগড়া
যদিও জীবন
যদিও স্বপ্ন
যদিও সততা
যদিও বেঁচেথাকা
যদিও পাগলামি
যদিও কম্পন
যদিও জীবন
এবং জীবন

তারপরেও ভাঙা
ভাঙতে ভাঙতে গড়া
এবং গড়তে গড়তে ভাঙা
এবং গড়ে ভাঙা
এবং ভেঙেগড়া এবং ভাঙা এবং সিঁড়িভাঙা
যেজন্য জীবন

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ইস্তাহার



জীবন

১০৮ মৌল
জড় সমন্বয়
এবং জীবন
কৃশতা
ছন্দবদ্ধ
সুরে-ভ্যাপাতি বেসুরে
স্নায়ু আর পেশী
আর রক্ত
ছুটোছুটি
শুধু বাঁচতে
এবং জীবন
আর আমি!
বসে থাকা!!
চুপ করে!!!
অসম্ভব
এবং
না

কাজ
এসো করি
যে যা পারি
ছবি
কবিতা
ভালোবাসা
আলোলন
হাসি
গান
রং
শুধু বাঁচি

কোনটা জীবন ....

চলতি জীবনের কিছু কিছু সবুজ
বড় বেশী নকল নকল
আপাতত তাদের ওপর
এক পোচ ধূসরতা ডাপাম
ধূসর কালো ছাইগুলো সরাই
কিছুটা সবুজ আনি এবং আগুন
কাজ এবং বাঁচা
এটাই জীবন আপাতত
এবং ছবি আঁকা

দৈনন্দিন

– রোজ যা হয়
– তাই হতে থাকবে!
– কি কি হয়?
– সবটাই গতানুগতিক–
– খুন জখম
রাজনৈতিক প্যাচ কষাকষি
আর বোদা সাহিত্য নাটক
হিন্দি ফিলিম
– তবু খুদে বিপ্লব
হয় মস্তিষ্কে
⇔ রোজ প্রতিদিন
সেজন্যই দৈনন্দিন।



Soumyadeep

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন ....

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েকটি লাইন লিখে ফেলেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান

যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গণ্য

তা যদি হয় কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সরাসরি গালাগাল
বা হয় প্রেমের আবেদনপত্র
বা স্রেফ মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার বা সংবিধানের
একটি বা দুটি ধারা তবুও।

হাইতি: শিল্পী নিহত

(প্রথম পাতার পর)

এরপর আমি মৃত বলে ঘোষিত হলাম
আমার মৃতদেহটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে
ফেলল বাড়ীর সামনে নর্দমাটায়;
সারা আকাশ জুড়ে আমি রক্তগুটা দেখছি তখন
মা কাঁদছিলো- বড্ড খারাপ লাগলো।

15.10.94
অ্যারিস্টিডে ফিরে এলেন
ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন তো উনি?

19.10.94
পারবেন তো অ্যারিস্টিডে?
ক্লিন্টনকে একটা শুকনো ধন্যবাদ ছাড়া আর
কিছু দেবার দরকার নেই বোধহয়।

23.10.94
এখনও ক্যাবিনেট গঠিত হল না
কী করছো অ্যারিস !?!

28.10.94
পারতেই হবে তোমায়
গণতন্ত্র– সাম্য
আমার দেশবাসীর মুখে দিতে হবে খাবার
নইলে অ্যারিস
.... অ্যারিস শুনছো আমার কথা
তুমি না পারলে পাঁচবছর পরেই আমার
দেশবাসী সেড্রাস-কে বলবে জাতীয় বীর
– রাষ্ট্রপুঞ্জের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যে দেশের
স্বাধীনতা

অ্যারিস

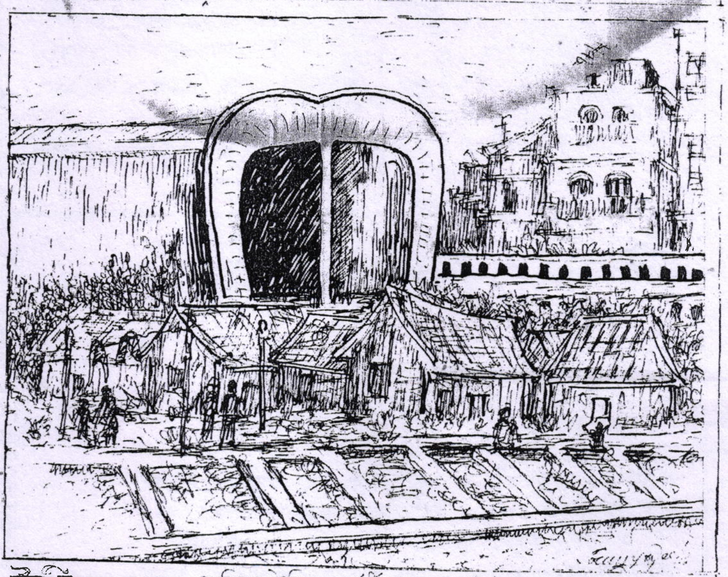
অ্যারিস.............. ওরা যখন পাথরের টুকরো
তোয়ালেতে জড়িয়ে মারছিল আমায়.....
...... আমার ...... ভীষণ ...... যন্ত্রনা............
আমার শরীরে এতটুকু দাগ পড়েনি অ্যারিস
রক্ত ঝরেনি
সব জমে রঙ হয়ে গেছে অ্যারিস
আবেগ অ্যারিস– আবেগ

এসপেরান্‌তো চালু হবে ভারতবর্ষে

স্টাফ রিপোর্টার:
কিন্তু.......
কিন্তু কি?
কিন্তু কি করে বলি বলুন তো?
(অথচ বলাটা একান্ত ভাবে জরুরী)
দেশে চালু হবে এসপেরানতো
পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা হবে ভারতীয় ভাষা
প্রাচুর্যে তা খাপ খায় কিনা এবং রাষ্ট্রসংঘের
টাকার যথেষ্ট কুর্সী তৈরী করতে পারে
কিনা) এসপেরান্‌তো, এসপেরান্‌তো
গহনে শুধোই: এস্‌পেরান্‌তো তোমাকে
আমাকে কথা বলাবে তো?
বিগ ব্যাং ছেড়ে এই আমাদের খল খল
খল ব্যাং ব্যাং যেখানে চিড় খাওয়া শব্দের
আর্কিটেকচার ছন্দে অবচেতনে ঝলক
জ্যামিতি, অতঃপর নৈঃশব্দ্য শঙ্কাতুর;
যেখানে কতেরা চুপ করে আছে শাদা,
সেখানে কথা বলাবে তো, এসপেরান্‌তো?

প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি লটারীর মাধ্যমে

'সকলের জন্য শিক্ষা' দারুন শব্দ।
তাইতে বুর্জোয়ারা বেজায় জব্দ॥
কিন্তু প্রথম শ্রেনীর প্রবেশিকায়,
আর বুদ্ধি কিংবা যোগ্যতা নয়;
কেবল ভাগ্য নিয়ে অবমূল্যন;
'লটারীতেই করতে হবে,
'প্রবেশাধিকার' নির্বারন॥
'সুকুমার মনে জোর আঘাত নয়।
বলো জয় 'বকচ্ছপের' জয়॥



দৈনন্দিনের ফোকাস: প্রযুক্তিগত উন্নতির অন্তর্বর্তী (দমদম ভূগর্ভরেলের পাতাল প্রবেশপথ)

পরবর্তী সংখ্যায়: বিশেষ প্রতিবেদন কলবর্ড এবং বইমেলা উপলক্ষ্যে
অতিরিক্ত কবিতার পাতা ও দৈনন্দিনের প্রকাশসূচী

প্রতিবাদ প্রতিবেদন মতামত কবিতা ছবি পাঠাবেন **এই ঠিকানায়:–**
পার্থ ব্যানার্জী, হোটেল সিসিল, 52/1/1 কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা -73
সরাসরি যোগাযোগ: কফি হাউস মঙ্গল, বৃহস্পতি বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা তিরিশ টাকা বিস্তারিত জানতে হলে নিজের ঠিকানাসহ
পোস্টকার্ডে পাঠান

স্টাফ রিপোর্টার: পার্থ ব্যানার্জী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার, সোমা সেনগুপ্তা,
সম্পাদকের পক্ষে তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা প্রকাশিত।
সম্পাদক: সৌম্যদীপ

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

দ্বিতীয় সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৯৫ প্রচারসংখ্যা ২০০০ মূল্য: দুই টাকা

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

বিজ্ঞান কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার :

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তা
বিজ্ঞানহীন দেশে
হেতু বিজ্ঞান আমদানী :
দেশী-বিদেশী ডিস্,
অনুকরনীয় বিলাস,
হঠাৎ বজ্রাঘাত
পরিশ্রান্তের ঘুম বার বার ভাঙে।
যাদের জন্য বিজ্ঞান তারা অনিশ্চিত
আবারনের প্রবেশ নিষেধ
এরপর শুরু
রক্তদান,
উন্নয়ন খাতে দান,
অতঃপর অপেক্ষা এবং
স্বপ্ন :
অথবা কোন কোম্পানীর শতবর্ষ
ও বিজ্ঞান কংগ্রেস........



FORMING PRAYERS TO BROKEN STONE —— Soumyadeep

চারজন CPIML কর্মীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কমলনা ২৯শে ডিসেম্বর
ওরা সবাই জানে ওরা কি করছে
আমরা সবাই জানি আমরা কি করছি
ওরা যা করছে তা ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য
আমরা যা করছি তা ক্ষমা করার যোগ্য
আমরা ওদের ক্ষমা করছি প্রতিবাদ ক্ষমতাহীন
বলেই; ঈশ্বর সকলকেই ক্ষমা করবেন
কারন আমরা সকলেই তাঁর পুত্র
রাজা আমাদের কোনো রাজাকে ক্ষমা করবেন
না, কারন তিনি শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন
আমরা কিছু এপিটাফ লিখে দেব
পুনরুত্থানের আশা না করেই
রাজা সহাস্যে সেসব এপিটাফ লটকে দিতে পারেন
ক্রুশের গায়ে। এমনকি কিছুদিন বাদে রাজা
কাঁদতেও পারেন 'আমার মৃত সন্তানেরা'-বলে।
আজও বাকি আছে ক্রুশ বিদ্ধ হবার?!?
কি এসে যায় আমার, কোনো সৈনিক বুকে
বর্শার খোঁচা দিল কি দিলনা তাতে,
আর তো রক্ত নেই ওরা জেনে গেছে

বিধায়ক খুন

হস্তিনাপুরের
পৌরসভার সাথে সাথে
অমাত্যদের সরকারী বাসস্থানেও
জঞ্জাল হতাও কর্মসূচীর প্রয়োজনে
সেপ্টিক ভাবে গড়ো তহবিল
ইত্যাদিং বেনোজল ব্যক্তিজীবনেও
কি আশ্চর্য! অইবেলা এসো
আমরা রাজপুরুষেরা
কলামাছি
আজি
সংস্কৃত রাজ্যে এমনতরো নিরাপত্তাহীনতা
হে সে ও
বি দূ
ষক নায়েলা মজনুর সপ্ত
শেষে
হো: হো:

আলজিয়ার্স : মৌলবাদীদের দ্বারা হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : কোনো মৌলই বাদ নেই, তবু মৌলবাদী আছে দেশে এবং বিদেশে। (দেশপ্রেম নামক মৌলটিকে আপাতত পর্যায়সারনীর শেষপ্রান্তে নিষ্ক্রিয়তায় রেখে দেওয়া যাক)।
কোনো নির্বাচিত দলকে সরিয়ে মিলিটারী শাসন কায়েম?!
অন্যায় অন্যায় অন্যায় খু-উ-ব অন্যায়
আর সেইদল 'ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট' যখন একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালায়
অন্যায় অন্যায় অন্যায় খু-উ-ব অন্যায়
!!
অন্যায়-নয়-ন্যায় কোনটা ?
বুঝতেই পারি না নিরপেক্ষতার নিষ্ক্রিয়তার ভাঁওতাবাজীর শিক্ষাশেষে
তবু বার বার চোখ চলে যায় মৃত তালিকায়
=
আটষট্টি জন বিদেশী, দু'জন স্পেনীয় সন্ন্যাসিনী।
ঊনিশ জন সাংবাদিক, ছয়জন বুদ্ধিজীবী
(যাঁরা কলম ধরেছিলেন মৌলবাদের বিরুদ্ধে)
আর তক্ষুনি
নিহত সম্পাদক মমাহে জিয়ানে আর সাংবাদিক মঃ কেনশোর
বর্তমান হয়ে ভর করেন আমার ঘাড়ে
আহ্ ... কলমের ঢাকনিটা....... এক্ষুনি ওটা চাই....... এক্ষুনি

৯ হরিজনকে বিহারে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পাটনা, ২৮শে ডিসেম্বর
সূর্যের আলো অথবা ডিটারজেন্ট কেক খুন করেছে।
সামন্তপ্রভুদের ঐ গুণ্ডাবাহিনীর নাম 'সানলাইট সেনা'
আমার মনে হয় নিশ্চয় ডিটারজেন্ট থেকেই নামটা
নেওয়া – ময়লা পরিষ্কার 'দূর হটে রহে যাওগে'
(জনমুক্তি পরিষদ)
নিন্দে করবো? কঠোর ভাষায়!! – প্রতিবাদ ?
দুস্ শালা তাতে কি এসে যাবে।
আয়নার মুখটায় ও কি শীতল ঘৃণা-ওকি? হাসছে কেন
আমার কলমের দিকে চেয়ে– না: রিপোর্ট আমায়
লিখতেই হবে সৎ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ : গত বুধবার দক্ষিন
বিহারের গড়রা জেলার মাঝিওয়ারা থানার জাগোডি গ্রামের
কাছাকাছি ... ...



সে এক রূপকথারই দেশ ....

বিশেষ প্রতিবেদন : ঋজু রায়। আমাদের সবকিছুই সবসময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অন্তত সাড়ে চুয়াত্তর শতাংশ কম হয়ে থাকে। নবীকরনের ছাড়পত্র, কবিতার লাইসেন্স এবং পেটেন্ট নং, শুক্রানুর সংখ্যা, লোহিত কনিকার গাঢ়ত্ব ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের সরকারী কাগজপত্রে কিছু হিসেব বহির্গত লেনদেনের সঙ্গে জড়িত – অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি জিনিস যেমন কাফ সিরাপ, গাঁজা, নিউজপ্রিন্ট, ইলেকট্রিসিটি, যে সমস্তগুলি খোলাবাজারে বিক্রী নিষিদ্ধ শুধু ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় রাস্তার পাশের দোকানগুলোতে সেখানেও জোগানের চেয়ে চাহিদা সবসময় কম। সেলুনে চুলদাড়ি এবং শব্দদূষনের প্রতিষেধক একই হারে বাড়লেও দেড়েল লোকের সংখ্যাই আপাতত বাজারে বেশী। যাক এ সমস্ত জটিল পরিসংখ্যানগত বিষয় ছেড়ে কমার্শিয়াল ব্রেক হিসাবে একটু ফিচলেমি করা যাক – আপাতত ভারতবর্ষে প্রতি দম্পতির সন্তান সংখ্যা সাড়ে তিন; ভারত বর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির হার ।·৭৫ শতাংশ প্রতি বছর - আগামী প্রজন্মের সেই ভাবী শিশুর উপর জীবনসংগ্রামের বোঝা অন্তত তিনগুন হবে - তাই তার জন্য এখনই একবাক্স ক্যাডবেরী আর মিউচুয়াল ফণ্ড কিনে রাখবো ভাবছি = ডিং ডং....
পাশকোর্সে ফেল করা বিষয় পড়া যাবার মত; বর্তমানে সরকার বাহাদুর আরও একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন শিক্ষাখাতে - যা হল টোকাটুকি বন্ধ করা। কম্পিউটার ব্যবহার করে এ বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন। সেদিন একজন বিনাটিকিটের যাত্রীকে, টিকিট চেকারের কর্তব্য অবহেলা সম্পর্কে প্রতিবাদমূলক সুচিন্তিত মত প্রকাশের জন্য রেলকর্তৃপক্ষের তরফে পুরস্কৃত করা হয়েছে আর ঐ দিনই আমার মাতৃদেবী আমায় অকালকুষ্মাণ্ডের বদলে অপোগণ্ড বলাতেই উচিত্য খুঁজে পেয়েছেন।

সম্পাদকীয়

সেটাকে সাবলেট বিজ্ঞপ্ত করে
আঘাত করতে বলছে দৈনন্দিন
মরে হেজে যাওয়া শিল্পক্ষেত্রে
আঙ্গিকের সব বাধা ভেঙে প্রতিবাদি
সেজন্যই।
যে কোনো মূল্যে আমরা তোমাদের কাগজ হয়ে
উঠতে চাই — পাঠকের নিজস্ব কাগজ —
বলব নাকি ক্লিশে শোনায়

For the reader
With the reader
By the reader

সক্রিয়তার প্রথম ধাপে তোমার ভাবনাগুলো
সাদা-কালোয় আনো — মতটাকে প্রকাশ করো
এই কাগজের মাধ্যমে —

দৈনন্দিনকে রাজনৈতিক তকমা দেবার কাজ শুরু হয়েছে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সাথে সাথেই অরাজনৈতিক কোনো কিছুতে আমরা বিশ্বাসী নই অবশ্যই, কিন্তু আমাদের রাজনৈতিকতা পাথে নিয়ে আসবার রাজনৈতিকতা নয়, শুধু পথ খোঁজবার তাগিদ থেকেই সৃষ্টি এ কাগজের — পথ খোঁজাই এর পথ। কবিতার সামাজিক দায়িত্ব সর্বজন স্বীকৃত — কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে নয় সামগ্রিক ভাবে এ দায়িত্ব বহন করতে চায় দৈনন্দিন। সমস্ত পাঠকের মতপ্রকাশের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার দলিল হয়ে উঠুক দৈনন্দিন।

বইমেলায় প্রকাশিত হল এই দ্বিতীয় সংখ্যা বইমেলা আমাদের উৎসব — বর্ণাচরণের উৎসব; নেহাৎই লটারীতে পাওয়া যে লিখতে এবং পড়তে শেখা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার, কর্তব্য পালনের উৎসব। ইউনেস্কোর অ্যাংলো-এশিয়ান বই পরিষদ বই পরিবহন ও আমদানির উপর সমস্ত রকম কর ও শুল্ক তুলে দিয়ে এক অভিন্ন বইবাজার গড়ে তোলবার যে প্রস্তাব করেছে, আমরা পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা চাই সারা পৃথিবীতে বই এর উপর থেকে সব রকম কর শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা উঠে যাক, সবরকম কর শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞা উঠে যাক আত্মার মত প্রকাশের উপর থেকে —
এই বইমেলা উৎসব হয়ে উঠুক প্রকৃত ধর্মাচরণ — প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াসের প্রশাসনের ছিটে আর বই পাঠ্য এবং অ-পাঠ্য — জড় থেকে বইকে দেওয়া হোক জীবের সম্মান — কিছু তথ্যের সমাহার হিসাবে যখন বই শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞানের জন্য বিক্রীত অথবা বিকৃত তখন আমরা বিশেষ জ্ঞান?
বই যেমন প্রকৃতার্থে দুটি মানুষের যোগাযোগ দৈনন্দিন হয়ে উঠুক বহু মানুষের এক যোগাযোগ মাধ্যম আলোচনা বিতর্কের স্থল। এই বদ্ধ সংস্কৃতির তোবার পাড়ে এসুক পরিবর্তন জনগতি আসুক — প্রতিদিন এসো তোমার অস্তিত্বের বিরল সাড়ি নিয়ে — অপ্রতিহত ভাবে।

দৈনন্দিন তোমার
সৃষ্টিশীল স্বাধীন জোয়ারের
মুখপত্র হয়ে উঠুক

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা

আমাদের পক্ষ থেকে —

গ্রামোফোন পিনের ওপর থেকে:



১

আজ গ্রামোফোনে একটি করুণ বাঁশীর সুর
বেজে চলেছে
আমি বরাবরের মতো,
আমার প্রিয় জায়গা
সেই গ্রামোফোন পিনের উপরে
সমতল জায়গাটায় চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরে
হঠাৎ নীচে তাকিয়ে দেখি
একটা বড়সড় ডেয়ো পিঁপড়ে
রেকর্ডটা যেদিকে ঘুরছে
তার উল্টোদিকে দৌড়ুচ্ছে
ব্যাটা নিশ্চয় ভাবছিল সে খুব এগোচ্ছে,
অনেক ছুটোছুটির পরে
বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে
একটু থেমে ....
উল্টোদিকে ফেরা মাত্র
চোখের পলকে দেখি
সে নেই।

শুভদীপ মণ্ডল



২

ছেলেবেলায় এটা সেটা নাড়া-ঘাঁটা। এটা ধরছি, সেটা ভাঙছি, ওটা ভাঙছি বয়সে আমার বয়ঃবৃদ্ধ পিতামহ আমাকে ছুঁড়ে দিতেন ধরে নিতেন, ছুঁড়ে দিতেন উঁচুতে আবার লুফে নিতেন।
এখন এটা নিশ্চয় সবাই মানবে যে এভাবে রোজ রোজ চলতে পারে না। তাই একদিন তিনি ছুঁড়ে দিলেন এবং শুধু ছুঁড়েই দিলেন, লুফে নেবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া হল না, কারণ আমার রোজকার উঁচুতেওঠার ইচ্ছেটা সেদিন বাড়তে বাড়তে বেড়েই চলল।

হ্যাঁ এরপরে, এরপরে যা যা ঘটল তা বলার আগে
আমি একটু ভেবে নিতে চাই
একটা জায়গায় চুপ করে বসে।

অমিতাভ সেনগুপ্ত

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমা-র সন্ধানে এক সাংবাদিক

অনুভব বিশ্বাস

[**ভনিতা:** এক সম্পাদক আমায় ধরে বসলেন পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি কবিতা লিখতে — আড্ডার আসরে আমার কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি থাকলেও এমত বিদঘুটে প্রস্তাবে উদভ্রান্ত আমি কথাটা শেষ না করেই নেমে এলাম রাস্তায়, আমার মাথায় তোলপাড় করছিল একটা লাইন 'তিলোত্তমার মায়ার জালে ছড়িয়ে গেছে ছবিগুলো" অথচ না বুঝছি তার অর্থ না পারছি অন্যকিছু ভাবতে একটা ঘোরের মধ্যে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়লাম এক সেলুনে — সেখানে আয়নার পরামর্শে আমি খুঁজতে বেরোলাম তিলোত্তমাকে। সেখান থেকেই শুরু এ কবিতার বা প্রতিবেদনের।]

অতএব আমি চললাম তিলোত্তমার সাক্ষাৎকার নিতে, হয়েছিল ছদ্মবেশ, কাঁচাপাকা ফরাসী ছাঁদ দাড়ি আর সাফারি গায়ে আমি তখন একজন পুরোদস্তুর শিল্পী।
যে সিড়িঙ্গে চেহারার কাজললতা ধূর্ত চোখের লোকটি আমার ছবির মডেল খুঁজছি শুনে গতকাল আমায় বলেছিল ভি.আই.পি রোডের মুখে পানের দোকানটায় মার্জারিন খোঁজ করতে; সে আমায় ফিসফিস করে বলল 'আমার সঙ্গে আসুন'
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গলিগুলোতে সাজানো গোছানো সুন্দর বাড়ীর ছায়ায় চলতে চলতে ক্রমাগত কানের কাছে গুনগুন করে একঘেয়ে মন্ত্রের মত তার প্রশংসা করে চলেছিল লোকটি; যার খোঁজে চলেছি।

ছড়িয়ে গেছে ছবি গুলো তিলোত্তমার মায়ার জালে ছড়িয়ে গেছে ছড়িয়ে — গেছে -
'দাঁড়ান'। খুব সুন্দর বাজনা কলিং বেলটার যা বাইরে থেকে শুনতে পেলাম। দরজা খুলল এক সুবেশ তরুণী — এই কি সে?
ভালোলাগল — তবে এ আমার তিলোত্তমা নয় - ঠিক আছে লোকটি চলে গেল।
দুধসাদা বেডকভারের নীচে ময়লা বেডশীটের কোনাটা চটপট ঢেকে দিল সে।
'বসুন। ও বলেছে আপনি আমার ছবি আঁকবেন; সত্যি; নাকি··· মাথাটা কেমন নীচু হল আমার, তাকে সম্মতিসূচক বানিয়ে একটা ফিকে হাসি ঠোঁটে লেগে গেছে বুঝতে পারলাম। ঘরে কোনো আয়না নেই।
'তাহলে তো শরীর দেখবেন আমার — জানেন অনেকদিন আগে এভাবেই শুরু, তারপর ·· তারপর এই যে দেখুন'
আমি অবাক হলাম তার শরীরে একগাদা রং চঙে স্টিকিং প্লাস্টার — 'আচ্ছা আমি তাহলে আগামী বুধবার আসবো'

(ক্রমশ)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার আগে~

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধলো তখন আমি
পাউল নামে একজন জার্মান সদ্যযুবক
যুদ্ধ কি ? কেন হয় ? কার প্রয়োজনে বাধে যুদ্ধ —
জবাব খুঁজতে খুঁজতে একদিন হঠাৎ
কিছুটা প্ররোচনায়, কিছুটা দেশপ্রেমে আর
পৌরুষ জাহির করার উদ্দেশ্যে
আরও সাতজন স্কুলের বন্ধুর সাথে গেলাম যুদ্ধে।
অনাহারে অর্ধাহারে মেরে এবং মরে যখন
স্কুল থেকে আসা একজন মাত্র সাথী জীবিত
তখনও খুঁজছি উত্তর — কারা চায় যুদ্ধ
তারপর একদিন খুব সহজেই
যেদিন আমার ট্রেঞ্চে লাফিয়ে পড়া একজন নিরীহ রাশিয়ান কম্প্যাজিটারকে
ক্রমাগত ছুরি মেরে মেরে
প্রথমবার রক্ত মাখলাম সারা হাতে
সে যখন একটা পুরোদিন ধরে আমার চোখের সামনেই মরল
সেদিনই জানলাম শত্রুও আমার মতই 'মানুষ'
আরো বুঝলাম কেন এই সত্যটা আমাদের জানানো হয়নি
জিতেমোট্টি আর খিলজিক্সে তারা মাথায় যখন
সেতদেরীতে এই সহজ কথাটা ঢুকল
তখন সব পরিষ্কার জলের মত।
আমার এই অর্থহীন জীবনের বোঝাকে কিভাবে বয়ে চলব
যুদ্ধশেষে; ভেবতে ভেবতেই
ফ্রন্ট লাইনে মাটিকে শেষ চুম্বন করলাম যেদিন
সেদিন আমি বাইশ বছরের বৃদ্ধ।



দ্বিতীয় বারও যখন বিশ্বযুদ্ধকে রোখা গেল না
আমি আনা
আনা ফ্রাঙ্ক, বারো বছরের ইহুদী বালিকা।
আমি ঠিক বুঝিনি সেদিন
কেন আমাদের বাড়ীঘর, স্কুল, বন্ধুদের ছেড়ে
একটা গুদামঘরে ইঁদুরদের সাথে বাস করতে আসতে হল।
অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে হাঁটাচলা করতে করতে
বালিকা থেকে কিশোরী
আবার কবে খোলা আকাশ স্বাধীন রোদ দেখব
দিন গুনতে গুনতে হারিয়ে গেল বয়ঃসন্ধির সোনালী দিনগুলো।
আত্মীয় বন্ধুদের যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর পরও
ভয় ঘৃনা শোক হারাতে আশা ছিল
যুদ্ধ একদিন থামবেই —
পা রাখবো পৃথিবীর মাটিতে
যদিও তখন ছুটতে ভুলে যাবো
সেই দিনটা সত্যিই এলো
অনেক অঙ্গহানি করে ঘরে ফেরা সৈনিকের মত
কিন্তু তার আগেই
ইহুদী-সন্ধানী কুকুরের নখ শরীরে সনে গেঁথে
ইহুদী খোঁয়াড়ে মরে স্বাধীন হয়েছি।

তৃতীয়বার যুদ্ধ বাধার আগে
আমাকে একটা কিছু করতেই হবে
ছোটো ছোটো জীবনগুলো যে বড় সার মূল্যহীন মূলধন
সেই কারবার যাতে আর না ফাঁদতে পারে ওরা
দু-দুটো জীবন দিয়ে সত্যকে চিনেছি আমি
তাই আবার যুদ্ধ লাগবার আগে তোমাদের কাছে অনুরোধ
নিজের জীবন দিয়ে খুঁজতে যেও না সেই প্রশ্নের উত্তর
যা সুকৌশলে লুকোনো রয়েছে; কারন
চামচ দিয়ে মাপা একটুখানি জীবন
খুব হিসেবী হয়ে চলতে হবে এবারে

— নন্দিনী নাগ —

দৈনন্দিনের পূর্বসূরী

কনস্তানতিন সিমোনভ
নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট (৪)

অপারেশনের প্রয়োজন পড়লো আমার বোনটির।
তখন সে ভাগ আউটে শুয়ে। বাচ্চা জন্মাবার
কোনো জটিলতা নেই। তবে এক পাইলট তার
বোমাটি ঠিক তাক মতো ফেলে গেছে, তারপর
বেতারে খবর পাঠিয়েছে 'সব ঠিক আছে A.O.K.,'
সাকসেসফুল অপারেশন। সেই বোমার একটা
টুকরো লেগেছে মেয়েটির। তবে কপাল বলতে
হবে। তার পেট এমনভাবে ছেঁদা করে গেছে,
যাতে পেটের বাচ্চার গায়ে একটু আঁচড় বুঝি
লেগেছে। বাচ্চাটি বেঁচে যাবে। পুরো একজন
মানুষ হয়ে উঠবে সে এক সময়।

আর যখন ডাক্তার কাটা ছেঁড়া ক'রে, সুতোটুতো
বাঁধা-ছাঁদা করছিলেন, মাথার ওপরে বোমারুগুলি
তাক মতোই চক্কর মারছিল। অপারেশন টেবিলের
পাশে খাড়া করা এক বাইসাইকেল। দুজন দ্রুত
ঘুরিয়ে চলছিল তার প্যাডেল। বাইসাইকেলের
সেই ডায়নামোর আলোয় কাজ করছিলেন সার্জন।

শেষমেশ কাজ সফল এবং বিমান চালক O.K.
পোয়াতি ক্রমশ সুস্থ এবং খুলেছে সে চোখ O.K.
বাচ্চাটি বেশ রয়েছে এবং অপারেশনও O.K.
মা হয়ে এমন বিপদে পড়েও আমার বোনও O.K.
বাহবা বাহবা আমেরিকা কত হিম্মতদার জাত
রাখলো দেশের ইজ্জত গুনগানে দশদিক মাৎ !

অনুবাদ : তরুন সান্যাল

সার্বিক (৩য় সংখ্যা) পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

যুদ্ধ শেষ — ......

যুদ্ধ শেষ, এবার ঘরে ফেরা
ঠিক দেড় বছর
শান্তিচুক্তি, জমি বন্টন ......
আপাত সমঝোতা – শেষ।
শেষের সেদিন আগল ছাড়া কান্না,
নবজাতককে আনছিল সে —
একটি চিঠি ..... না
চলমান গাড়ীতে নিষ্ঠুরতায় নির্বেদ আমি
আড়াই দিন পর

যুদ্ধ শেষ
একই কাহিনী ... ...
শান্তিচুক্তি, জমিবন্টন ... ...
বন্দী শিবিরে অদ্ভুত অনুভূতিমালা
চুক্তি ও মুক্তি ... ...
জীবন এবং মৃত্যু ... ...
সেনাবাহী ট্রেনগুলো ছাড়লো ... ...
আড়াই দিনে পৌঁছবে প্রিয়তমার অনুভূতিমালায়
অথবা আত্মাহুতিতে
দাসত্বের মুক্তিসূর্য ঝাঁটাবগস নেমে এস,
গোলার বুদ্‌বুদ আরে মেশিনগানের ককবকে
একঘেয়ে জীবনে স্রোতস্বিনী
কথা বল, হে বিচারক আদিম ইতিহাসের
যারা যুদ্ধে ... ...
কাঙের মত মৃত্যু
চেচেনিয়া .... বসনিয়া .... কিংবা
ছিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র দখল
সর্বগ্রাসী-লিপ্সা .... উপশম হোক আদিম ব্যাধির
মুক্ত মানুষ, ক্রন্দনহীন দয়িতা বা আত্মজা
জননী বা জন্মোদান
দ্বন্দ্বের পতনে বিভীষিকাময় সৃষ্টির অবসান
একই সমাজ সকলের।

— সৈকত মুখোপাধ্যায়

'বইমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতার পাতা'

বাঁধনহীনা বাঁধলো আমায়

/ সুমন

এই মনের খোঁজে আকাশ ভাসে তুমির উপর ছড়াছড়ি
এই সাগরে ভাসাভাসি এই চোখের জলে মন ডুবডুব
এই শিকলে বেজায় বাঁধন
কিসের যেন কনাত কন
এই শিকল আমার ভালোলাগে
এই শিকলটাকে ভালোবাসি
এই আশাতেই ভর করে গো ভাঙতে পারি পায়ের বেড়ী
এই পায়ের বেড়ী হাতের শিকল
বাঁধছে আমায় আকাশ জুড়ে
তোমার চোখের
পূর্ণিমাতে আমার
হৃদয় অমাবস্যা কাটে
এই বাঁধনহীনার বাঁধন
ছিঁড়ে বুকের মাঝের
আকাশটাতে লাফাতে যাবো
পেখম রঙিন নকশি
তবু
আমি থাকবো
তোমার
থাকবো তোমার



'TUSSLE' BY SOUMYADEEP

দড়ি জোটে না ছোঁড়ার

কিছুজল ভাঙেচোরে হাঁটুর নীচে,
কিছুজল, ডাম-ডুব কেটে চলার হাতের আগে,
আরোজল কষ্টি হাতে কাগজ জগ নৌকো ভাসার,
আছে জল গলায় কলস ডুবে ভাসার

"ও মন্তু, বাপজা আমার, গায়ের জল-গায়ে শুকুচ্ছে
যাও মানিক - আমাটি মুছে নাও।"

আজো, আজকি তবে… … …
কিছুজল ঝরে পড়ে কেবল মিছে
কিছুজল, বুকের মাঝে ফল্গু পারে,
আরোজল কূল হারানি তুফান নদী পেরিয়ে যাবার,
আছে জল, চোখের কোলে গড়িয়ে নাবার

— অমিতাভ সেনগুপ্ত

বরুণ

তোমাদের কাছ থেকে বারংবার
প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আমি
আমার বৃথা প্রার্থনায় ফুল বাসি হয়ে যায়
অবং
দূরের দরজাগুলোকে মনে হয়
আমার হারিয়ে যাওয়া কিশোর মুখ
দিনকে দিন দূরত্ব দীর্ঘ হয়।

পড়শী মেয়েটা জানে আমাকে
চালচুলোহীন অক ছোকরা বলে
তার বুকের ঘোমটাটানা জল তলিয়ে যায় অতলে
আমি তার আমনে সলে।

পাড়ার স্থবির বারিকচাচা আমাকে
তালের খুড়ো ভেবে—
দশদিন - গায়ে ফেলেছে পিক।

মাটির যুবতী আঁচল জড়িয়ে
গোবর কুড়োনি নালিক
নোংরা যুবকের সাথে অবেলার নাবালে ফিরে গেছে
তাকে আজ কতদিন দেখিনি!

নিঃস্ব হয়ায় বসিয়ে, যে দাইমা
আমাকে রাজকুমারীর গল্প বলতেন
তিনি এখন বস্তির মোহনায় দাঁড়িয়ে…
আজো তিনি সুন্দরতম সেই রাজকুমারীর কথা
বলেননি আমাকে।

এখন নিতান্ত উষ্ণতায়
এক ডানা ছাঁটা পাখীর সাথে
সারারাত স্বপ্ন দেখি।
গতকাল জেনেছি তার কাছ থেকে
আজ যাব অকলঙ্ক শিশুর গোপন ডেরায়
ওদেরকে সূর্যের গল্প বলতে হবে।

— মোঃ লুৎফর রহমান

নিশ্চুপ - বোবা - ফেরারী

বাক্যিতার বন্ধন
তোমার দেহ-মনে।
তবু স্মৃতির মুক্ত বাতাস,
বয়ে বেড়ায় তোমার ঘ্রাণ।
আমার এলোমেলো জীবন
আরো এলোমেলো;
তোমার জন্য সুষমা!
পারোতো আর একটিবার
মানিকতলার জেব্রা ক্রসিং-এ
উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ি-বেয়ে,
দাঁড়িও প্রসন্ন অহঙ্কার;
যেখানে আমি আজও-
'নিশ্চুপ- বোবা- ফেরারী'।

— অমিত কুমার ঘোষাল

প্রতিদিন প্রতিদিন

— সুতেষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

সকালে আমার মত মৃত্যুও আড়মোড়া ভাঙে, দু হাত ওপরে তোলে, হা-ই ওঠে তারও। দু আঙুলে তুড়ি মেরে মৃত্যুও আমার মত হঠাৎ জীবন্ত হয়। সকালের চা-এ মৃত্যুও আমার সঙ্গে দু তিন চুমুক দেয়, দু-খাইস রুটির মধ্যে মাখ করে সেও মাখন মেশায়। আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে সেও বের হয় অজানায়—
দুপুর গড়ায়,
কবোষ্ণ দুপুর জুড়ে আমি ও মৃত্যু।
বিকেলে আদিক-সৌদিক, দূরে আড্ডা… … … … …
… সেও আমার মত ক্লান্ত, একা, বিষণ্ণ একা — হেঁটে - হেঁ-টে…
ঘরে ফেরে। নিশ্ছিদ্র আবার চিরে ঝিঁঝিঁ ডাকে - বিষণ্ণ তক্ষকের ডাকে মন চমকায়।
আমি আর মৃত্যু মিলে সারারাত হল্লা করি। তছনছ করি ঘর
শেষে কাঁদি আকুল জড়িয়ে কাঁদি
মৃত্যু তার দীর্ঘ সবল হাতে স্পর্শ করে আমার নির্জন শরীর, বলে,
খুব নিবিড় করে বলে: 'বাঁচো'

ঐই বাঁধনে

আমার ওই অবিপাগলী ভালোবাসা
যখন নাকি ভাবতে বসে
আমি কেন প্রেমে তার
খেলেখালি ভূরের নাচে বসুন্ধরা ঘোড়ালী
এমন সব লাইন আসে
তার মাথায়
এদিকে আমি মাথার হাজার চুল ছিঁড়েও
একটাও ঐরকম কাব্যি লাইন
বার করতে পারি না যাতে নির্দেশিত করব
তাকে; তাই হঠাৎ হঠাৎই বলে ফেলি:
'তুই আমার না আঁকা ছবি'
অথবা 'জানিস্‌তো আমি-না ভালোবাসি'

— সৌম্যদীপ

টি.এন. শেষন-এর প্রতি : জনৈক ছাত্রের খোলাচিঠি

'দিল চুরানা' মাংতা হ্যায়
চাল পুরানা লাগতা হ্যায়
তেরে বাতেঁ ও শেষন

সরি স্যার

AFTER THE COMMERCIAL BREAK COMING UP
জবান সামাল্‌কে

স্যার
একটি অর্থহীন (অ)ব্যবস্থাকে পুন: এবং ক্লিশে পদ্ধতিগত মহিমান্বিতকরনের যে প্রচেষ্টা আপনি চালিয়ে চলেছেন জনপ্রিয়তার অর্বাচীন উষ্ণতার উত্তাপে উত্তেজিতভাবে, আপনার প্রতিসম প্রতিফলন অদ্বিতীয় 'এন. টি' রামা-রাও যিনি দুটাকা কেজি চাল খাওয়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগনমন জয় করেন (বা ছাগলের দুধ দুইয়ে নেন) কোনো রাজ্যসরকার যার প্রতিবাদ করেন না — তিনি আপনার ঐ বক্তব্য 'বৈষম্যমূলক প্রচার চলবে না'-র এক্তিয়ারের বাইরে কিভাবে রয়ে গেলেন!!
বৈষম্যের শিকার আমরা আবার আপনার কোনো আপাত কার্যকরী চালের অপেক্ষায়।
যদিও যাই হোক আমার কিছু যায় আসে না তবু আগামী নববর্ষে T.V পর্দায় TOP TEN PEOPLE তালিকায় ১ নং 'ভারতবাসী'কে সরিয়ে আপনার উঠে আসা দেখতে চাই।

আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত এক সদ্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষের নাগরিক।

শেষ বিজ্ঞাপন

শীতল। শয়তানের চেয়েও দ্রুত। যেমন প্রথম প্রেম ভেঙে যাবার পর নি:শব্দ পায়ে পেরিয়ে যেতেন অতীত, তেমন পায়ে আসুন আমাদের সংস্থায়। আমরা বিজ্ঞা(প)ন বিক্রি করি।

ভিনরাজ্যের কারখানা থেকে আসা বোকা বোকা বাক্সে ঢালি স্বদেশ ব্যবহারের রহস্যময় গোপন তৃপ্তি। নিখুঁত মানুষের পোষাকের পেছনে টেনে দিই নিয়ন আকাশ, অভিজাত সিগারেটের মৃদু ধোঁয়ার পেছনে জুড়ে দিই খাস্তো শ্রেনীচরিত্রের ফিল্টার আনমনে। নিশ্চিন্ত থাকবে সবাই, ছবি ও শব্দ আজ আর জানে না নির্দেশক আর নির্দেশিতের প্রভেদ। কারন তারা পেছনে তাকিয়ে দেখেছে অর্থ নেই এবং অর্থ আছে। নিশ্চিন্ত থাকবেন আপনি — কারন আমরা জানি (বিনা প্রশ্নেই) আপনার অতীতে বা ভবিষ্যতে থাকাটা সুবিধাজনক নয়, আর আপনি জানেন আপনার যা রয়েছে তা হল বর্তমান — একটি বিজ্ঞাপিতের বিজ্ঞানসম্মত অর্থকরী বিরক্ত জ্ঞাপন।

আপনার বাসস্থানকে তুলে নিন শূন্যে,
আপনি এক্ষুনি চলে আসুন অফিসে
যেখানে রীতিমত একটি যুযু সাবানকে
নিয়ে সমস্যায় পড়েছি আমরা,
আবার ওয়েটিং রুমে বসে আছে কয়েকটি সোনালী ঘড়ি

চলে আসুন আপনি —

ঠিকানা: [illegible]

সিনেমা /

হাম আপকে হ্যায় কৌন একশ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে শুনে আমার অফিসের বোসদা বলল: 'বৌকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জানো 'আমি তোমার কে হই' — কি উত্তর দিল জানো — "মরন" — বোঝো"
ব্যাপারটা শুনে আমারও কেমন যেন মনে হল
পরদিন সটান আমার প্রেমিকা বুবাই-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'আমি তোমার কে হই' ও বলল "ধেৎ"
মাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আমি তোমার কে হই' মা বলল "হাড় জ্বালানি"
বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আমি তোমার কে হই' বাবা বলল "কুলাঙ্গার"
লোকাল কমিটির সেক্রেটারী সুভাষদাকে জিজ্ঞাসা করবার ফলে শুনতে পাওয়া গেল 'কমরেড'
আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'আমি তোমার কে হই'
উত্তর এলো 'আমি তোমার অ-শ-ব'

ইস্তাহার

মুহূর্তরা মরে যায় মরে যাবে
তবু স্বতঃস্ফূর্ত সেই সব মুহূর্ত যা কিছু লেখে
অঙ্কখাতার পেছনে বা ছেঁড়া প্যাকেটে
আমরা মমি করে রাখতে চাই
যদি আর কোনো প্রতিপাদ্য প্রতিবর্ত মুহূর্তে
— হঠাৎ আলোর ঝলকানি আসে
জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা
অনুভবে — প্রতিবাদে
প্রতিরোধে

কাকে বলবো কবিতা ....

শুধুই মুহূর্তের মমি
গালাগালির ফোয়ারা
শুধুই খবরের কাগজের হেডলাইন
ব্যক্তিগত রাগ
আর প্রেম
স্বতঃস্ফূর্ত ?
না
বীজ হতে হবে তাকে
যতই শুকনো হোক;
এবং সৎ
এবং কবির জীবনের মত।
সার এবং জল
প্রাথমিক অঙ্কুরোদগমের জন্য
পাঠকের হেফাজতে
সকলের সঙ্গে।

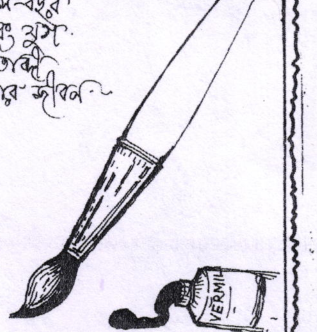


কেমন হবে মুহূর্ত কবিতা

সব সারিবদ্ধ মুহূর্ত
সংযোগী, সুসংবদ্ধ হয় কি ?
খবরের কাগজের মত আপাত
সম্পর্কহীন সমস্তই সম্বদ্ধ।
মুহূর্তরা চিরকাল একা
পাশাপাশি থেকেও
সব মানুষের মত।
তবু মিনিট থেকে ঘন্টা
এবং দিন
মাস-বছর
এবং যুগ
শতাব্দী
আর জীবন

সত্যিই কোনো লক্ষ্য ...

অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন
অথবা কাটিয়ে দেওয়া কিছুদিন
অথবা লড়াই শুধু
অথবা অস্তিত্বের প্রমান
অথবা শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা সুস্থতাকে
অথবা সত্যিকার সুস্থতা
অথবা পাগলামি
অথবা বোকা আবেগ
অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন
অথবা শুধুমাত্র কল্পন
অস্থিরতা
এবং জীবন
আবারও জীবন



কোনো গড়তে চাওয়া নাকি শুধুই ভাঙা .....

যদিও ভাঙাগড়া
যদিও জীবন
যদিও স্বপ্ন
যদিও সহতা
যদিও বেঁচেথাকা
যদিও পাগলামি
যদিও কল্পন
যদিও জীবন
এবং জীবন

তারপরেও ভাঙা
ভাঙতে ভাঙতে গড়া
এবং গড়তে গড়তে ভাঙা



এবং গড়ে ভাঙা
এবং ভেঙেগড়া — এবং ভাঙা এবং সিঁড়িভাঙা
যেজন্য জীবন

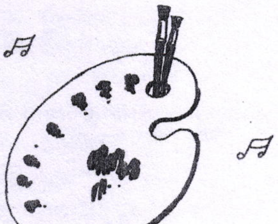
দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ইস্তাহার

জীবন

105 মৌলি
জড় সমন্বয়
এবং জীবন
ব্যস্ততা
ছন্দবদ্ধ
সুরে আপাতি বেসুরে
স্নায়ু আর পেশী
আর রক্ত
ছুটোছুটি
শুধু বাড়তে
এবং জীবন
আর আমি !
বসে থাকা !!
চুপ করে !!!
অসম্ভব
এবং
না



কাজ

এসো করি
যে যা পারি
ছবি
কবিতা
ভালোবাসা
গালাগালি
হাসি
গান
রং
শুধু বাঁচি



কোনটা জীবন ....

চলাতি জীবনের কিছু কিছু সবুজ
বড় বেলা নকল নকল
আপাতত তাদের ওপরে
এক পোচ ধূসরতা আপাদমে
ধূসর কালো ছাইগুলো সরাই
কিছুটা সবুজ আমি এবং আপনি
কাজ এবং বাঁচা
এটাই জীবন আপাতত
এবং ছবি আঁকা



দৈনন্দিন

– রোজ যা হয়
– তাই হতে থাকবে !
– কি কি হয় ?
– সবটাই গতানুগতিক –
– খুন জখম
রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি
আর বোকা সাহিত্য নাটক
হিন্দি ফিলিম
– তবু কুচি বিপ্লব
হয় মস্তিষ্কে
⇔ রোজ প্রতিদিন
সেজন্যই দৈনন্দিন।



Soumyadeep

ভারতে ব্রিটিশ লগ্নি

ঝাঁ-চকা ট্রাম কনকর্ড
মিলে মিশে চলে যায় বৈকুণ্ঠের দিকে।
চলে গেলেই একটা শূন্য।
শূন্যতা ক্লাসঘরের মতো—
লিখতে বাধ্য করে।
শিক্ষকহীন শূন্যনগর
জুনিয়র হাই থেকে চটপট
পাস করে নিয়ে আমি
বন্দীর ছেদিতে অণ্ডকোষ
ছুঁড়ে দিই বিদেশী বনিককুলের পানে
(ফ্রিজশর্ট বরা থাকে
বসে তাঁদের বাচ্চাদের মনে)
শিল্পপিতাদের অপমানে
ঘাড় ঝুলিয়ে রাগে রি রি
করে ওঠে অ্যালসেশিয়ান স্টক-এক্সচেঞ্জ
বিস্মিত বনিককুল আমাকে
চটপট চাকরি দিয়ে দেয়—
অফিসের পথে আমার দু'চাকা রোজ
চাপা দেয় শূন্যতারে
শূন্য শূন্য মানে।

চিনি কেলেঙ্কারী এবং পালাবদল

স্টাফ রিপোর্টার:

কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ
ছুঁলেই, গদিচ্যুত—
যদিও কানারা দর্শনশীল ওরা কাগজে সাথে
এবার 'OUT'
কল্পনাথ রাই... বি শঙ্করানন্দ...
... রামেশ্বর রাও...
'সব্যসাচী পাণ্ডববীর ;
'কানামাছি' বা 'চোর পুলিশ' এর
বালখিল্য নেই
ময়দান ছেড়ে একেবারে সর্বস্ব খুলে
দৃষ্টি পাখীর চোখে
যদিও চুরাহাটি বা চোরাবখরা ৭৪ এ
কেউ তোলেনি, তবুও... ... ...
বলিবাগানে নরসিংহের প্রত্যাবর্তন
এরপর সেতার রামের দু-টাকার চাল
মনে হয় দ্বাপর এলো বলে
ধর্মরাজ্য পত্তন হবেই বোধহয়
বিদেশী বনিক আসছে
কৃষ্ণ আজও 'জ্যোতির্ময়'



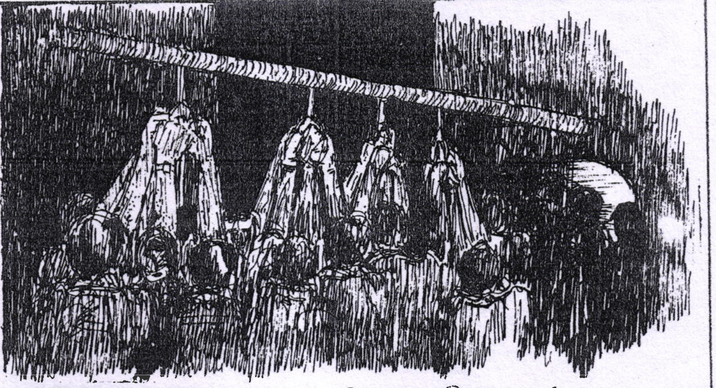
গো চক টং এবং

স্টাফ রিপোর্টার:

প: ব: বর্বর সমাবেশের স্মারক বক্তৃতায় সিঙ্গাপুরের দীর্ঘকায় সুদর্শন, চোখে চশমা, আত্মবিশ্বাসী চলাফেরা এবং 'সুরসিক' (কালারা তো আর শুনতে পায়নি, তিনি হাসছিলেন বলেই হাসছিল) প্রধানমন্ত্রী একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন 'শ্রমিক মালিক পার্থক্য রাখলে শিল্প হয় না'। যদিও এটাটি ছিল শুধুমাত্র বর্বরদের জন্য; মূকরা পরদিন জানতে পারলো একথা কাগজে (কয়েকজন সাংবাদিক আয়োজকদের সাথে ছলনা করবার ফলেই) তবুও তারা বুঝে ফেলল সবকিছু এবং তাই নিয়ে অনর্গল কথা বলতে শুরু করল বর্বরদের উদ্দেশ্যে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয় ওঁদের মতে এই অবান্তর হট্টগোল, যার কোনো অর্থই বোঝা যায় না, শুধু শব্দ; তাই-ই ওঁদের বর্বর করে দিয়েছে অনেক আগেই।

রবিবার এবং সকাল

স্টাফ রিপোর্টার: ১৫ ই ডিসেম্বর
ওদিকে ব্যারেন জেগে ওঠে
এদিকে ফুলন গড়েন একলব্য সেনাদল
লোক আদালত জুড়ে দেয় গাদা গাদা ভাঙা সম্পর্ক, প্রায় লহমায়। প্রয়াগে পুণ্যস্নানে একটিও দুর্ঘটনা নেই - বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে নিষিদ্ধকরণও রাজনৈতিক অভিসন্ধি
সকালবেলা বাসি দুধপুলি আর গোকুল-পিঠের সাথে রানাঘাটে জি. আর. পি দ্বারা তরুণী ধর্ষণ বোকা অভিযোগেই খবর।
জিভের শিল্পায়নের বাসি রস ছিটকে পড়ে খেলার পাতায় - আহা রবিবাসরীয়
এ সপ্তাহ কেমন যাবে..কর্মখালি
ওহো ক্রিকেট ম্যাচ আছে ও পাড়ার সাথে
চলি



দৈনন্দিনের লেন্স : না, কোন প্রতিবাদ নয়, নিত্য হাতল ধরা

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন ....

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায় কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গণ্য
তা যদি হয় কোনো রাজনৈতিক নেতাকে সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদনপত্র
বা শ্রেফ মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার বা তত্ত্ববিধানের
একটি বা দুটি ধারা তবুও।

প্রতিবাদ প্রতিবেদন মতামত কবিতা ছবি
এবং ফটোগ্রাফ পাঠাবেন **এই ঠিকানায়:**
পার্থ ব্যানার্জী, হোস্টেল সিসিল
52/1/1 কলেজ স্ট্রীট, কলি-73

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
তিরিশ টাকা (৩০.)
বিস্তারিত জানতে হলে জবাবী পোস্টকার্ড সহ লিখুন।

সরাসরি যোগাযোগ : কফি হাউস মঙ্গল বৃহস্পতি পাঁচটা থেকে আটটা

স্টাফ রিপোর্টার : পার্থ ব্যানার্জী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার
সুতেজস্ক চট্টোপাধ্যায়, সোমা সেনগুপ্ত।

● পরবর্তী সংখ্যা: একুশে ফেব্রুয়ারী →

সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে মুদ্রিত।

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

তৃতীয় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৫ প্রচারসংখ্যা ১০০০ মূল্য: দুই টাকা

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

জাতীয় সঙ্গীতের ভুল সুর !!!

স্টাফ রিপোর্টার:

ঠিক সুরে ঠিক সুরে ঠিকই সুরে গেয়ে যাও
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ

একই সুরে একই সুরে একই সুরে গেয়ে যাও
{"রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে ছ্যাবলামো" - বাহ্ - প্রতিবাদ, আহ্ প্রতিবাদ মহিলাকন্ঠে এবং তৎপরে তৎপর বুদ্ধিজীবী।}
[আমি জানিনা কজন ভারতীয় স্কুল পেরোবার পর গানটির প্রথম চারলাইন বলতে পারে। আমার কাছে রিপোর্ট অনুযায়ী তথাকথিত শিক্ষিত শতকরা পাঁচজন বাঙালী কোনোরকমে খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে পেরে ওঠেন এটা। ভারতীয়দের অধিকাংশ যে এর অর্থ বোঝেন না এ বিষয়ে সন্দেহ করা নিতান্তই বোকামি।]
ঠিক সুরে ঠিক সুরে ঠিকই সুরে গেয়ে যাও
এক সুরে একই সুরে গেয়ে যাও
{নয়তো গোল্লায় যাও আমলায় যাও তদন্তে যাও - (আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই এ গানের তৃতীয় লাইনটা মনে করতে পারি না বলে)}
আমার রক্তে এ সুর নেই
এ সুরে আমার রক্ত নেই।

কিশোর ধর্মদ্রোহীর মৃত্যুদন্ড

স্টাফ রিপোর্টার: ইসলামাবাদ

সালামত মাসি কাগজ ছুঁড়েছিল
আমি ভাবতেই পারি না কাগজে লেখা গালাগালিতে দেবস্থানের কতটা ভেঙে যেতে পারে। তবু অন্যায় বলা যাবে না, কারন অনেক-অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কতার কাজ রীতিমত বিদ্রোহী এবং ক্ষতিকর হয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। আর ধরা - এগার বছর বয়সে কি এমন হওয়া সম্ভব যে ভাবনা ও অচেতনতার বহি:প্রকাশ এই ঘটনা; আদৌ নয়; পুরধর্মবিদ্বেষ এটা; অবশ্যই সব ধর্মের অধার্মিক নোংরা লোকগুলোর কাছ থেকে আঘাত পাবার ফলেই।
তবু, সালামত মাসি তুমি যদি বেঁচে থাকতে পারো তাহলে ধর্মচ্যুত হয়ো এবং একইভাবে বোমাগুলো ছুঁড়ে দিও চার্চে, মন্দিরে, গুরুদ্বারে আর গুম্ফায়। আর যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাহলে ভারতবর্ষে চলে এসো, এখানে ধর্মের নামে যা খুশী তাই-ই করা যায়। বি.জে.পি তোমায় এম.পি পদের টিকিট দেবে।

(এরপর চারের পাতায়)



HURRY UP PLEASE ITS TIME / HURRY UP PLEASE ITS TIME

হলের পর্দায় আগুন 'অশ্লীল' সিনেমার প্রতিবাদে ?!!

স্টাফ রিপোর্টার: অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আরো এক বিপজ্জনক অশ্লীল ছ্যাবলামো

—এর নাম প্রতিবাদ — বা: — প্রতিবাদের আগুন কাকে পোড়াবে? আমাদের বাবা মায়েদের পোড়াবে কবে? মৃতদেহ বহুদিন - এখন শাটিতে শবের শীৎকারে বাতাস অশ্লীল

পুড়ে খাক হয়ে যাক — গাধার দল
— প্রতিবাদী সব নাম —

এর নাম যদি প্রতিবাদ হয়
আজ থেকে ছেড়ে দিতে রাজী আছি
সব শ্বাস
— বিষ এ অশ্লীল বাতাস

অশ্লীল নাটক বন্ধ হল???

স্টাফ রিপোর্টার: কলিকাতা

অশ্লীল নাটক বন্ধ হল - চালু রইল একই অশ্লীল জীবনযাপন - অশ্লীল, অশ্লীল - আচ্ছা জামা কিনতে গেলে যা গছিয়ে দেয় নাকি দোকানী?? অথবা তাকে অন্যকোনো দোকানে নিশুদ্ধতার বদলে 'ফিসফিস'
বন্ধ করো, বন্ধ করো বাজে কথা
আচ্ছা বেশ জোর করেই বন্ধ করে দাও
কিন্তু একই জোর যখন ফিরে আসে তোমার 'সমাজ উদ্ধারক' আন্দোলনের উপর — শোষক শাসক গালিগালাজ ধ্বনিত ঘৃনা ঘৃনা থুৎকার আহা কত অন্যায় ঘটে গেল, ঘটে গেল মরা কান্না কুমীরে কান্না এবং টপ-তারপর তারপর আমরা আমার ভাইরা এবং এবং তৎপরবর্তীতেও আফিম্ গড়িয়ে যায় - নেশাখোর আমি কখনও অশ্লীলতা সইতে পারি না - লাল ঝান্ডার মতই; যা শিল্প - শিল্পী - তোমাদের - কাপুরুষতার। বুদ্ধদেব, একইজন্মে নির্বান চাও - এক জীবনে বিপ্লব - বদলে যাওয়া সমাজ - অশ্লীল অশ্লীল ভাবনারা বড় অশ্লীল হয় - তোমার এবং আমার - অনৈতিক আবেগ

পঞ্চাশ বছর পর অপরিবর্তিত আউৎস্‌ভিচ

স্টাফ রিপোর্টার: ২৭ শে জানুয়ারী
আমি বলছি আউৎসভিচ আজও আছে;
যতই তার ধ্বংসের পঞ্চাশ বছর পূর্ন হোক;
ইহুদি চর্বির সাবান পোলরা আজ আর ব্যবহার করুক বা না করুক - তবু অনেক চর্বির টুকরো আমার জন্য বাজারে - তালে ঘাম হওয়া অনেক চর্বির কটু গন্ধ পারফিউমের হতশ্বাসে, আমার সিগারেট ফিল্টারে আটকে যায়;
যদিও তার হিসেব অনুযায়ী - অনেক অনেক অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর টাইএর মাখন রং মার্জারিনের নিকেল তারজালি পেরিয়ে কোলেস্টেরলের বাষ্পায় হৃদপিণ্ডে মাকড়সার জালের মত ঝুলে থাকে; তবুও বলছি হ্যাঁ, আমি বলছি আউৎসভিচ আজও আছে যতই বোকাটে অথবা জটিল মনে হোক একটা সময় তুমি বুঝবেই
আউৎসভিচ গ্যাস চেম্বার আজও আছে।



সে এক রূপকথারই দেশ ....

বিশেষ প্রতিবেদন: ঋজু রায়

অরুন বরুন আর কিরনমালা বেরিয়ে পড়ল সেই ফুল খুঁজতে - চলতে চলতে শহরের জঙ্গলে কিরনমালা তার ভাইদের চোখের সামনে হারিয়ে গেল - রাক্ষসপুরীর বার জানালে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়িয়ে থাকে। বরুন ভয়ে চোখ বুজেছিল হঠাৎ খুলে দ্যাখে, বেড়ালটা বেড়া টপকে গেছে আর খ্যাচ খ্যাচ করে হাসছে।
পাথরের উপর বসতেই 'সাত দুগুনে কত হয় - 'চৌদ্দ' - 'হয়নি, হয়নি - ফেল ফেল' হাতে রইল পেনসিল - ভায়া তুমি যখন বলেছিলে তখনও পুরো চৌদ্দ হয় নি, তের টাকা, চৌদ্দ আনা - তিন পাই - এই দ্যাখো বিজ্ঞাপন
"তোমার না থাক আমার সময়ের দাম আছে তোমার সাথে বাজে বকে লাভ নেই - আর একটু বয়স বাড়ুক বুঝতে পারবে।
আর আমরা চল্লিশ বছর হলেই বয়স ঘুরিয়ে দিই - উনচল্লিশ - আটত্রিশ - সাঁইত্রিশ - ব্যস 'তরুনকবি', যাও যাও ভাগো হিঁয়াসে 'বৃদ্ধি ভাল্লাগে না'
'অরুন' ভেবে চলে পক্ষীরাজ তো ন্যাজ নেই কেন? হঠাৎ ব্যাকরন সিং যে ইংরাজীতে নামলেখে ও.A অর্থাৎ ব্যা বুড়ুম করে ঢুসিয়ে দিলে তাকে, হিজবিজবিজ বলল সেই একজন লোক ছিল, সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর নাক ডাকতো - যে সবাই তার ওপর চটা ছিল - একদিন তাদের বাড়ী বাজ পড়েছে আর অমনি সবাই দৌড়ে তাকে দমাদ্দম মারতে লেগেছে ...
সূর্য বললই না 'যত সব বাজে কথা' - আসলে সব সত্যি কথা - রূপকথার দেশের সাচ্চা সত্যি কথা।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয়

এবং

পাঠকের মতামত

আজকাল

দৈনন্দিন

'কবিতা হবে, খবরের কাগজের মত'– মিরোস্লাভ হোলুব যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার আধুনিক কবিকুলের কথাটা তাঁর মাথায় ছিল না। থাকলে অমন একটা মন্তব্য করার আগে তিনি অন্তত দু'বার ভাবতেন! আর তা হলে তাঁর কথাটাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে ধরে নিয়ে 'দৈনন্দিন'-এর মত কোনও কবিতার কাগজ প্রকাশনার পরিকল্পনাও কেউ করতেন না এবং এই প্রতিবেদককেও কষ্ট করে তার প্রাপ্তিস্বীকার লিখতে বসতে হত না। 'দৈনন্দিন' কবিতা নিয়ে নিরীক্ষা করতে চায়, নাকি ঠাট্টা, সেটাই আসলে পরিষ্কার নয়। এক সঙ্গে অনেকগুলো কাঁচা হাতের ছেলেমানুষী কবিতা, সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন আকারে সাজিয়ে দিয়েই প্রকাশক-সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই কবিতার দুনিয়ায় বিপ্লব এনে ফেলার স্বপ্ন দেখেন না। এমনকি পাঠককে চমক লাগানোর জন্য যে সপ্রতিভতার দরকার, সেটাও তাঁদের নেই। ওপরচালাকিও একটা শিল্প, যদি চরকারী প্রকরণ দক্ষ হন। আশা করি, 'দৈনন্দিন'-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি কবিতার কাগজ-এর বদলে কবিতা হয়ে ওঠার চেষ্টাই করবে।

মিরোস্লাভ হোলুবের কথাটি বা তাঁর কবিতাও কাব্যাদর্শ কতটুকু বুঝেছি বা সেই বোঝা কথাটা সঠিক তা বিচার করবার মত কৌলীন্য পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে আসবার মত সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত না হয়ে ওঠায় শুধুমাত্র নিজের অনুভবেই লিখছি কবিতা হবে খবরের কাগজের মত বলতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন কবিতা হবে প্রাঞ্জল সবস্তরের পাঠকের পড়তে পারা যা তা পৌঁছে দেবে বার্তা এবং বোধ সমস্যাতার স্তরে পৌঁছে তা সচেতন করে তুলবে সমগ্রকে, তৈরী করবে জনমত এবং প্রয়োজনে সক্রিয় প্রতিবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আক্ষরিক অর্থেই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে এমন মনে হওয়াকেই আমি ব্যর্থতা বলেই মনে করছি – তবে পত্রিকার বাহ্যিক চেহারা অমন করার স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি ও কল্পনা, সত্তায় ও পোশাকে মিল রাখবার মতই সোজাসুজি। কবিতা হবে খবরের কাগজের মত বলবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছিলেন কবিতা হবে ফুটবল ম্যাচ দেখবার মত অর্থাৎ মিশে যাওয়া সত্তায় উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটে ওঠে সোচ্চার সমর্থন বা বিরুদ্ধতা। সমাপ্তি দলের সমালোচক 'এই কি করছিস পাসটা ওকে দে' বা শিল্পরস পাওয়া যায় অমনতর অভিজ্ঞতা যেন সবাই খেলছি আমরা একই মাঠে একসাথে একই লক্ষ্যে একটা লড়াই সফল মাঠে। দৈনন্দিন কবিতা লিখে শুধু নিরীক্ষা নয় জীবনে তার প্রযুক্তির সফল পেতে চায়। এবং সেই সাথে ঠিক করেন স্ব অন্তরের হতাশার বিপরীতমুখী আলোকেও অধিকার করা আমরা সম্পূর্ণতার সন্ধান চাই। আজ অন্তর্বর্তী সময়ে সবকিছু ঝেড়ে বেছে যাচিয়ে দেখতে চাই একটি নিরুপায় তাই-ই তাঁরা কবিতার দুনিয়ার প্রতি। কবিতার কোনো দুনিয়ার সন্ধান আসত মেলেনি, স্বভাবই অকবিতায় বাস – তবু কবিতা চাই শূন্যতার বিরুদ্ধে জেহাদে। আজ যদিও মনে হয় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা পাপ স্বপ্ন দেখাও পাপ তবুও বিপ্লবের মত একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য কোনো অলীক দুনিয়ায় ঘটে যাবে একথা স্বপ্নেও ভাবি না – এ একটা আন্দোলন এবং আমরা একে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই। পাঠককে চমকে লাগাবার সপ্রতিভতা এবং প্রকরণদক্ষ ওপরচালাকির শিল্প নির্মাণ ক্ষমতা নেই ঐ আমাদের কাছে আশীর্বাদ আমাদের প্রজন্মের সার। মাননীয় প্রতিবেদকের কাছে আমার একান্ত বিনীত অনুরোধ দৈনন্দিনের প্রথম সংখ্যা দেখবার মত প্রতিমাসে অন্তত একবার কষ্ট স্বীকার করুন এবং পরবর্তী সংখ্যার গুণ সম্বন্ধে মতামত দিন – আমাদের কাছে একটা প্রয়োজন – এ কাগজ আপনার কাগজ একে গড়ে তুলুন কবিতা হিসাবে কবিতার লক্ষ্যে। আপনার ভাবনা ও চিন্তার প্রক্রিয় প্রকাশের মাধ্যমে আপনার ভাষা'কে বাস্তবায়িত করতে।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই–তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা.
আমাদের পক্ষ থেকে : ——

একটি কক্ষচ্যুত খণ্ড এবং

মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে পড়ি
পড়ে গিয়ে মেয়েমানুষ হয়ে যাই

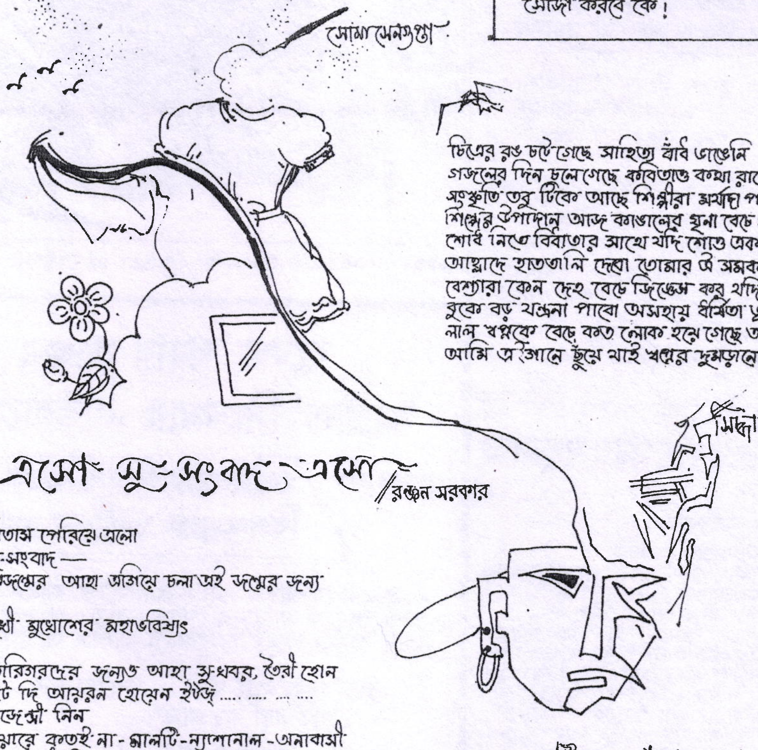
জননীর প্রলাপে
প্রেমিকের স্বৃহিনীর অগোপন আতঙ্কে
বেহায়া জীবনের চশমার ঘামে
মুচলেকা দেওয়া এক নবশালের আড্ডায়
অথবা পরিচিত অপাপবিদ্ধার হৃৎকারী আত্ম-উন্মোচনে
'দার বিবিবিবিকি দৃষ্টির বগলে
বাথরুমের আয়নায়
'তোমাকে ভাবাবোই' স্পন্দনবন্ধনে
অবেলার সুপুরির খোসার হারানো ঘ্রানে
আমূল অকারনে
পুরোনো চড়ায়
মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে পড়ি
পড়ে গিয়ে মেয়েমানুষ হয়ে যাই
আবার মেয়েমানুষ হয়ে যাই ॥

সোমা সেনগুপ্তা

গ্রামোফোন পিনের ওপর থেকে ৩

শুভদীপ মণ্ডল

সেদিন হয়েছে কি জানেন
আমি ইজি চেয়ারে এলিয়ে বসে আছি
–সেই জায়গাতেই
তখন কোত্থেকে একটা মেয়েছেলে এসে
মারল এক লাথি গ্রামোফোন পিনে
তাতেই পিনটা গেল বেঁকে
বেশ ঝাকুনি খেলাম
আমি হাঁচড় পাঁচড় করে দাঁড়িয়েই
চেয়ারটাকে সামলাতে সামলাতে
দেখি পাখী উড়ে যাচ্ছে
আমি তাকে 'বাবা বাবা' ডাকলাম
সে মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে
ফুরুৎ
আমি মিনিট তিনেক মনমরা হয়ে
দাঁড়িয়ে আছি – কে জানি কানের কাছে
ফিসফিস করে বলল –
"পাখী তো ফুড়ুৎ, মনমরা হয়ে থেকে
আর কি হবে বাবা"
আরে দুর শালা –
সে তো দেখলাম, কিন্তু ভাবছি পিনটা
সোজা করবে কে!



চিত্রের রঙ চটে গেছে সাহিত্য বাঁধ ভাঙেনি
গজলের দিন চলে গেছে কবিতাও কথা রাখেনি
সংস্কৃতি তবু টিকে আছে শিল্পীরা মর্যাদা পায়
শিল্পের উপাদান আজ কাঙালের ঘৃনা বেচে খায়
শোধ নিতে বিধাতার সাথে যদি শোও এক বিছানাতে
আহ্লাদে হাততালি দেবো তোমার ঐ সমকামীতায়
বেশ্যারা কেন দেহ বেচে জিজ্ঞেস করব যদি তুমি
বুকে বড় যন্ত্রনা পাবো অসহায় ধর্ষিতা ভূমি
লাল স্বপ্নকে বেচে কত লোক হয়ে গেছে আজ বড়লোক
আমি এ গানে ছুঁয়ে যাই স্বপ্নের দুমড়ানো শোক।

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

এসো সু-সংবাদ এসো

রঞ্জন সরকার

বাতাস পেরিয়ে এলো
সু-সংবাদ —
প্রজন্মের আহা এগিয়ে চলা এই জন্মের জন্য

সুখী মুখোশের মহাভবিষ্যৎ

কারিগরদের জন্যও আহা সু-খবর, তৈরী হোন
হিট দি আয়রন হোয়েন ইট্‌জ্‌ ....
অস্ত্রশস্ত্রী নিন
দুয়ারে কতই না - মালটি-ন্যাশোনাল -অনাবাসী
দেশবাসী দিল সাড়া
আজন্ম অনাহারী সন্ন্যাসী দাও সাড়া গো সাড়া
মোরা সাত-ভাই চম্পা

থোরা থোরা শিখিয়াছি চোস্ত মুখোশ কারবার
পূর্ব থেকে অস্তরাগে মুখোশের কালাতিপাতে খেলা
বাহা.... বাহা.... বাঃ

দিনে দিনে দিনকাল চলেছে গদগদ
দেহ ভালোবেসে.........
খোলামাঠে - মেলামাঠে - হলে - কোনে মুণ্ডহীন
মুখোশলীন বর্নময়
মন্ত্রী - কোটাল - সান্ত্রী - কেরানী - শিক্ষক - কবি - জাদুনেতা
কর্তব্যপদেশে হঠাৎ কখনো
স্মৃতির চামড়ায় ছ্যাকা লেগে, কভু-বা,
উদরদেশে - উদরের নিম্নদেশে খাঁ খাঁ হলে
মুখোশ ঝুলিয়া পড়ে

নিজস্ব মুখের মুখোমুখি, দৈবাৎ অন্যথায়
ধোঁয়ার মুখোশতলে অর্থ ও রাজনীতির প্যাঁচ পয়জার মেরে
মুখোশের গান কলতান

আর মুখোশ-পুং ছুঁইয়া দেখে মুখোশ নারীর নখ দাঁত
সেই প্রজন্ম মুখোশের আহা ঝুঁকে পড়ে।

খস# খস# খস# খস# লিখে চলে বরেণ্য মুখোশোপন্যাসিক...

জীবনানন্দের চাঁদ তবু গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে কীর্তিনাশার দিকে ॥

নাটক আমার ভাল্লাগে না

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

নর্দমা থেকে লোভী মাছির দলের ছেঁকে ধরা
নিয়ে যেতে বাধ্য করা তাদের ঐ নর্দমাতে।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

সর্বত্র পাঁকে ঢাকা – উঠে আসার প্রানপন চেষ্টা
হঠাৎ সূর্যের উদয় হওয়া।

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

আচমকা মেঘ করল, বৃষ্টি নামল,
আকাশে-বাতাসে এবং সুর করে
দু জনই কাঁদতে বসল। একসাথে
সুর ধরে ... ... বেসুরো গলায়।

॥ যবনিকা পাত ॥

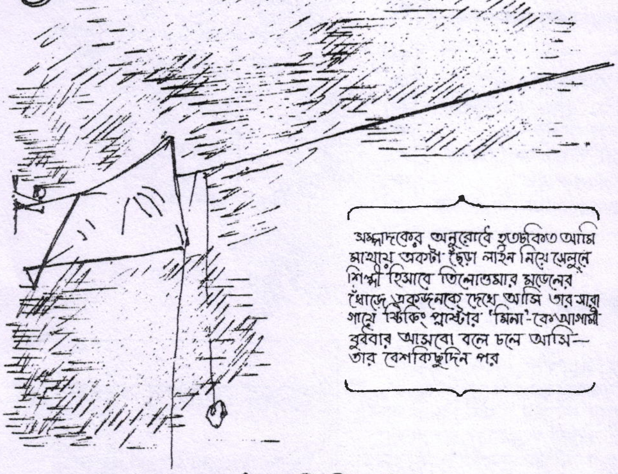
শুভা

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(২) অনুভব বিশ্বাস



সম্পাদকের অনুরোধে হতচকিত আমি মাথায় একটা ছেঁড়া লাইন নিয়ে সেলুনে শিল্পী হিসাবে তিলোত্তমার মডেলের খোঁজে একজনকে দেখে আসি তার সারা গায়ে স্টিকিং প্লাস্টার 'মিনা'-কে আগামী বুধবার আসবো বলে চলে আসি— তার বেশকিছুদিন পর

আকাশে অনেকগুলো পাখী প্রায় টিপটিপে ঘুড়ির মত - আজ সকালে - আবার দাঁত মেজে পায়খানায়, সতেরাতের দোমড়ানো প্যাকেটে চেপ্টে যাওয়া চারমিনারটা ধরাতেই তার ধোঁয়া চোখের সামনে রোদ ফালিতে এনে দিল ....
'তিলোত্তমার মায়ার জালে ছড়িয়ে গেছে ছবিগুলো - আজ প্রায় কুড়ি বাইশ বছর এমন যেন ঠিক এমনই রোজ সকালে - বেশ কিছু বুধবার পেরিয়ে গেছে -
- মাঝে মাঝে এমন পাগলামী আমায় পেয়ে বসে — বইমেলাতে একটা স্টলে ওয়াসিম কাপুরের ধূসর ক্যানভাসে ইলেকট্রিক তারে বেঁধে যাওয়া কেটে যাওয়া ছেঁড়া শাদা ঘুড়ির মাঝে চারটে লাইনে আঁকতে ইচ্ছে করছিল এক বিষণ্ণ নারীর মুখ - তিলোত্তমা কি ? তিলোত্তমা - তিলোত্তমা কাটা ঘুড়ি লটকে আছে শহর তারে - ছড়িয়ে থাকা ছবিগুলো

ছড়িয়ে থাকা ছবিগুলো

আটকে গেছে সোনার ফ্রেমে শক্ত লোহার চার গরাদে
ধুস্ ভাল্লাগে না - চলতে থাকার দুনিয়ার টানা আর পোড়েন মেলার খাপি রুনোট - যা কাচলে আরো জমাট হবে, কেন্দ্রীয় নীতিকে সমর্থন না করলেও সে পথেই চলতে হয় রাজ্যকে, এ আত্মপক্ষ সমর্থন এসে পৌছল না রাষ্ট্রের কিছু করবার নেই বিশ্ব অর্থনীতির প্রকৃতি বিরুদ্ধ-এ সংস্থানে - সকাল.. সকাল অনেকগুলো ফোন বাবা বিরক্ত...তবু আজ যাবার আছে তোমার কাছে ..... আমার প্রেমিকাকে ছুঁয়ে যায় নোংরা প্রৌঢ় হাত... অথবা বন্দী পুরুষাঙ্গ — আমিও লোলচর্ম কোনোদিন ... ...
... ...
... ...।

আমার ঠাকুর্দার রক্ষিতার নাম ছিল শান্তি — নিরুদ্বিগ্ন নিরাপত্তাহীনতা তাঁর অভ্যাসগত হওয়ায় ঠাকুমা নিরাপদ উদ্বিগ্নতায় জ্বালাতেন পেটোয়া প্রতিবেশিনীদের - তাঁর শাড়ী আর গয়না ঠিক দর কষে বুঝে নিতেন বাজার সরকারের কাছ থেকে — তেমনই সরকার এবং আমি, আমরা-র একক - সেন্টিমিটার বড়জোর পনের বা তিরিশ অথবা একশ একসাথে, ফিতে এবং স্কেল অথবা জড়িয়ে থাকা বদ্ধ ক্যান-এ - প্রতিদিন কবিতার সন্ধানে ঘোরা ফেরা, এটা সেটা ফিতে ফেললে মেপে আসা - একই ছাপ প্রতিমুখে প্রতিদিন; আমরা পাঁচজন পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে আলোচনা সেরে ফেলি এবং সমাধানের সূত্র উৎপাদন করে; একই রকমভাবে সরকার নামক আত্মসুখ জনগোষ্ঠী ...... ধ্যাৎ - এটা কবিতা হচ্ছে নাকি ..... না: সম্পাদক মশাই এসব বাদ দিন - কেন যে আপনি মিছিমিছি...... কেমন যে গারদ কোথায় নেই ...... ঝলসাচ্ছে চোখ গুলো সব.... আবার রাতের বিবমিষায় ছড়িয়ে গেছে ছবিগুলো .... তিলোত্তমার মায়ার জালে ... ছড়িয়ে গেছে।
ঘোর লেগে যায় চোখে আমার সখী খুঁজি আয়নাতে
পারিপাটি চুল আজ সাংবাদিক আমি চললুম সবরা স্তূপের পেছনে —
'তিলোত্তমা' — না: আর যাবো না 'মিনা'-র ঘরে
সেদিন তুমি বনলতা, নীড় না চেনা পাখীর মত আমার বুকের অথৈ রাশি উগরে দেব ক্যানভাসে — পালিয়ে যাব ক্ষত থেকে স্টিকিং প্লাস্টার এঁটে দিয়ে; না: আমি তোমার ছবি আঁকবো না — তুমি তিলোত্তমা নও — তুমি আমার বন্ধু হবে? খুঁজবে আমার সাথে তিলোত্তমাকে ?

অনিন্দ্যদা: না, না তুমি বুঝতে পারছো না অনুভব এই শিল্পায়ন একটা বিরাট ধাপ্পা - মানুষকে বোকা বানানো ছাড়া আর কিছু নয়, মূল বিষয় ছেড়ে এই সব দিয়ে তাদের ভুলিয়ে সমস্যা থেকে পালিয়ে নিজের আখের গোছানো.

আমি: কিন্তু অনিন্দ্যদা আমি তো আর কিছুই পারি না, শুধু ছবিটাই আঁকতে জানি, পালিয়ে যাই ক্যানভাসে জঘন্যতা নোংরামিকে ঢেকে সু'-র ছবি আঁকি সবরাকে ধরতে চাই - আর তাতেই দোকানে শিল্পী হয়ে যাই - খ্যাতি। আর সত্যি কথাটা তো এই যে নূনতম রোজগার আমার চাই।

অনিন্দ্যদা: কিন্তু কেন তুমি ন্যূনতময় সন্তুষ্ট নও - কেন তুমি কেড়ে নেবে অন্যের.....

আমি: আপনার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি।
সরকার পক্ষ সেদিন সংসদ থেকে ওয়াক আউট করলেন হি: হি: হেঁ: হেঁ: অসভ্য ঘোড়ার মত হাসি আমার তলপেটে চাপ এনে দিল - আমি সরকারী প্রস্রাবাগারে চোখের সামনে কফ্ ওয়ার্ক, ইন্দ্রিয় ছোটো এবং বাকা — দম বন্ধ করে আছি শ্বাস চাই — শ্বাস....

(ক্রমশ)

'একুশের গান'

আলোর দেশে বন্যা আসে
দারুণ ব্যথায় দুকূল ভাসে
পাখপাখালি ধানের খেতে
সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
সুর ভাসে সুর ভাসে

পথেরি চলায় ক্লান্তি নামে
হৃদয় ভাঙা দেশের ম্যাপে
বিষম কাঁটা তারের ভাসে
একই ভাষার রঙে রসে
সুর ভাসে সুর ভাসে

নতুন দিনের আজ একুশে
বসন্তেরই এই প্রভাতে
কি সুর ওঠে আজ বাতাসে
মিলে মিশে যাবার আশে
সুর ভাসে সুর ভাসে

● সুরকার: দেবব্রত মিত্র
অনিবার্য কারন বশত: এ সংখ্যায় স্বরলিপি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। দায় সম্পাদকের। স্বাধীনতা রইল ইচ্ছেমত সুর করে গাইবার।

অনুবাদ কবিতা :—

আত্মপক্ষ সমর্থন :

দানিল খার্মস

আমি বড়াই করতে চাই না। কিন্তু যখন ভলোদিয়া আমার কানে আঘাত করল আর আমার চোখে থুতু দিল, আমি ওকে এমন ভাবেই তার জবাব দিলাম যে ও তা কখনো ভুলবে না। ওই তখনই আমি ওকে মারলাম ছোট গ্যাস-স্টোভটা দিয়ে, আর সকাল ওকে মেরেছিলাম ইস্ত্রিটা দিয়ে। অতএব ও সাথে সাথেই মারা যায়নি। আর আমি যে সেদিন ওর পা কেটে ফেলেছিলাম তার কোনো প্রমান কোথায় ? ও তখনো বেঁচেছিল। আর আমি যে আন্দ্রিউশাকে মারতে মারতে মেরে ফেলেছিলাম, সেটা শুধুমাত্র আমার ভরবেগ দ্বারা চালিত হয়ে গিয়ে। আমি কোনোমতেই তারজন্য দায়ী নই। কেন আন্দ্রিউশা আর লিজা আন্তোনোভনা সেখানে চলে এল ? কে তাদের ঐ দরজা দিয়ে আসতে দিব্যি দিয়েছিল ?
আমাকে রক্তপিপাসু বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে আমি রক্তটা পান করেছি। আমি শুধু জমে থাকা জায়গাগুলো আর ছোপগুলো চেটে তুলে নিয়েছিলাম। এমনকি সবচেয়ে নিষ্পাপ বিচ্যুতিরও চিহ্ন মুছে দিতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। এবং আমি লিজা আন্তোনোভনাকে ধর্ষন করিনি।
প্রথমত: সে তখন আর কুমারী ছিল না।
দ্বিতীয়ত: আমি একটি শবের সাথে কাজ করছিলাম।
সুতরাং অভিযোগটি অপ্রাসঙ্গিক। যদি সে সন্তানসম্ভবা হয়েই থাকে, তাতে কি যায় আসে ? আমি তার থেকে শিশুটিকে বার করে নিয়েছিলাম, আর যদি সেটি বাঁচতে সক্ষম নাই হয়ে থাকে, তো সেটা আমার দোষ নয়। আমি সেটির মাথাটা ছিঁড়ে ফেলিনি। ওটা ওই সরু ঘাড়টার দোষ। ওটা নেহাৎই জীবনের অনুপযুক্ত ছিল। এটা সত্যি যে আমি কুকুরটাকে মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একটা কুকুরকে মেরে ফেলেছি বলে আমাকে অভিযুক্ত করাটা একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক, যখন ঠিক তার সাথেই তিনজন মানুষ প্রান হারিয়েছে। আমি শিশুটিকে ধরছি না। বলা যাক, এবং আমি সহমত, যে আমার তরফ থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমানে নিষ্ঠুরতা ছিল। কিন্তু আমি ওই শিকার গুলির উপর প্রাতঃকৃত্য সেরেছি বলে আমার বিচার করাটা, যদি কিছু মনে না করেন, একেবারেই অবাস্তব। প্রাত:কৃত্য একটি স্বাভাবিক মানবিক প্রয়োজন। সুতরাং কিভাবে সেটা অশোভন ব্যাপার হতে পারে ? — আমার সপক্ষের অ্যাটর্নির কিছু কিছু ভয় আমি বুঝতে পারি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমি বেকসুর খালাস হয়ে যাব॥

অনুবাদ: পার্থ ব্যানার্জী

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

কিশোর ধর্মদ্রোহীর মৃত্যুদন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : সালামত মাসি

ধর্মাচরণে : মানে আমি : বদলে ওরা : মানে ওরা : আমি তো জেলেই



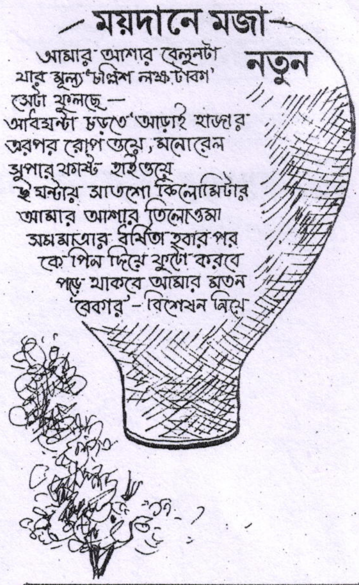
হঠাৎ খেলায় : এবং ধর্মাচরণ : এ পলাশ কৈশোরেই : এবং এই খেলাকে : স্বপ্নকে

তোমরা কেন যে....... খোকারাও জানে মন্দিরে মসজিদে বল লাগলেই
তুঘলকী সব থার্ড আম্পায়ার.........
তোমরা বরং 'মৌলবাদী' 'মৌলবাদী'—
বলে একটু টাকটিক্যালি চিয়ার করো, যতক্ষন পর্যন্ত না
আউট হও।

লংশট - ক্লোজআপ

নিরাপত্তার বাঁধ
পদাতিক ও যানারোহীর প্রতি
"বিশেষ নিষেধাজ্ঞা"
'জরিমানা' – 'জেব্রা ক্রসিং'
ঝাঁপেজে বাসের পূর্ন তালিকা
ও নিরাপত্তারক্ষী

রোড ডিভাইডার কৌঁজদারে
আলো আঁধারে প্রকৃত ঝাঁপেজ
এবং যাত্রীর —
বাঁধ ভাঙা যাওয়া- ফেরার তাড়া
আগের মত
পুতুল হাত নেড়ে চলে নিরাপত্তার



রক্ত এবং হেপাটাইটিস বি

স্টাফ রিপোর্টার : "বন্দে মাতরম্" – দেশপ্রেমের আগুন একদিন সংক্রামিত হয়েছিল মানুষের রক্তে। তার......পর...... নিজেদের মত করে, ভীষন...... নিজেদের মত করে ঘর সাজাবার অঙ্গীকার ছড়ালো মানুষের রক্তে..... তার......পর..... বাংলার শিরায় শিরায় ছড়াল রক্তাক্ততা, দুর্ভিক্ষ.... তার.... পর....: আবার নতুন রং এর স্বপ্ন..... তার.....পর..... আবার নতুন রং এর স্বপ্ন .....তার.... পর... রক্তে ছড়াল শাসন এবং শোষনের বীজ..... রক্তে... তার....পর.....
রক্ত নিস্তব্ধ, নিস্তেজ........ আজ রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে মারন ভাইরাস হেপাটাইটিস বি....... আপনি স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন, প্রতিবাদে রক্ত দিয়েছেন.......গড়তে রক্ত দিয়েছেন, রক্তের ব্যাপারে মিতব্যয়ী হোন ডিসপোজাল সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন ও শিশুকে 'হেপাটাইটিস বি 'এর প্রতিষেধক টিকা দিন। •

জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গাছেরা

স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় গ্রন্থাগারের দশ হাজারের বেশী দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, বই ও পত্রপত্রিকা সংরক্ষনের জন্য কেন্দ্রের ৪৮ কোটি টাকার অত্যাধুনিক ভবন নির্মান ও এমত সব উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়েছে কিছু গাছ। যেহেতু সময়ের সাথে সবই পাল্টায় যেহেতু দীর্ঘ ৬ বছর গিয়ে এই মুহূর্তে পুঁথিপত্র সংরক্ষনের মহেন্দ্রক্ষন এসেছে, এসেছে ভাবার সময় যে উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় রোমান্টিসিজম্ সবের সত্য নয়, যদিও সমস্যাটা সামান্যঃ উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করতে উন্নয়ন ও পরিবেশ পাশাপাশি থাকতে চায় না।

বি.জে.পি.-র নয়া শ্লোগান

স্টাফ রিপোর্টার : নয়াদিল্লী, ২৭শে জানুয়ারী 'রাম, রোটি, ইনসাফ' ছেড়ে বিজেপি নতুন পপুলিস্ট শ্লোগান নিয়েছে 'রোটি, নিমক, পানি' – দু টাকা কেজি চালের অনুসরনে। ছয় রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। কেউই আইনস্টাইন নন, এমন সর্ববিত্তরা বুঝে নিয়েছেন এর পিছনে রয়েছে কোনো অঙ্ক। আসুন না, আলস্য ছেড়ে আমরা ছেলেবেলার মত বোর্ডে করা অঙ্কটা ধরতে চেষ্টা করি!

প্রথমে, রাম + রোটি + ইনসাফ = রামরাজ্য.....①
আমরা জানি, রাম + সিংহাসন = রামরাজ্য.....②
তাহলে রোটি + ইনসাফ = সিংহাসন (?)
পরে, রোটি + নিমক + পানি = রামরাজ্য......③
এবার ① থেকে, রোটি + ইনসাফ = রামরাজ্য – রাম
(পছন্দ?)
② এবং ③ মেলালে
রোটি + নিমক + পানি = রাম + সিংহাসন (!!!)
③ থেকে ② কে বিয়োগ করলে,
রোটি + নিমক + পানি – রাম – সিংহাসন = 0
শেষে ① এবং ③ মেশালে
রাম + ইনসাফ = নিমক + পানি
অর্থাৎ, দুটি বিমূর্ত ধারনার যোগফল
= দুটি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগফল

সব গুলিয়ে গেছে কি? তাহলে শুনুন, সমস্ত অনুসিদ্ধান্ত এবং বিমূর্ত থেকে মূর্তে অবতরন করে আপনাকে জীবনের সরস লবনাক্ত (বিশ্বাসযোগ্য!) স্বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত একান্তভাবে বৈজেপিক।

এসব লেখার দরকার নেই

বিশেষ সংবাদদাতা : মৌর্য মুখার্জী

আজ আবার যাবো বলবো তাদের
'তোদের আঙুরে সন্ত্রাসবাদ জ্বালিয়ে যা'
পরশু যাবো সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত সেমিনারে
বলবো 'এদেশ তোমার আমার'
–'মেরা ভারত মহান'
তাই খসড়া ভাষন বানাচ্ছি রাত ভোর
একশো দশটা সম্পাদকীয় ঘেঁটে।
কালকের দিনটা রাখবো এম.পি
কেনাবেচার বাজার দেখায়....
সম্প্রতি রাজনৈতিক শিল্পীরা শিল্পায়ন
করছেন ফিরিয়েছেন বসে আকো-র
বিষয় কলকাতা...
নামের আনুষ্ঠে প্রয়োজন মেটাতে দেশীয়
রে সি পি তে শিল্পের হ্যামবার্গার খাওয়াবো
প্রভৃতি প্রায় সীমাহীন; তবে হিজড়েদের
হাজিরা সংক্রান্ত সমস্যা আছে ....
অবশ্য সিবে মিট দ্য প্রেস-এর চাপানউতোরে
তবু শুয়োরের বাচ্চারা স্লোগান থামায় না।
কিন্তু :
আমি এসব কেন লিখছি।
আমার বাবা মা দুজনেরই
পরিচয় আছে।

ফুলনদেবী এখন বুদ্ধকন্যা

স্টাফ রিপোর্টার:
বেহমাই গ্রামে কিছু বুদ্ধকন্যা ছিল
এবং বুদ্ধপুত্র
অন্য গ্রামের এক বুদ্ধকন্যা এসে
ভিক্ষু ভাইবোনদের দিল বুলেট
পর্যাপ্ত পরিমানে যাতে পরবর্তী জাতকদের
জাগতিক দুঃখকষ্ট দেখতে না হয়)
কারন তাকে দেখতে হয়েছিল একটু বেশী
হ্যাঁ, এবং কথা বা সারথি ছাড়াই।
এসব দস্যুধর্ম বহুকালের পুরোন বিষয়।
এখন বুদ্ধকন্যা হতে গেলে রেজিস্ট্রেশন
লাগে সরকারের,
সেন্সরবোর্ডের, মেট্রোপলিটান কমিশনারদের......... আর যুদ্ধশান্তির নিরন্তর
উপকথাকে চেপে যাওয়া চাই
বুদ্ধের স্মিত মুখের মতন।

মুক্তারা চিৎকার করে

অজ্ঞাত প্রতিনিধি:
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে খন্যানের কাছে ইটাচুনা কলেজ। অতীত বর্নময়। আছে মুসলমান ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস (ছাত্রাবাস না খাটাল, তর্ক চলবে) আছে দরমা দিয়ে তৈরী বাথরুম। দরমা যতটা (এবং ভাঙা, ততটা ভাঙা একটা পুরুষ ছাগল পর্যন্ত হিসি করতে লজ্জা পাবে)।
খাবার আসে হিন্দু ছাত্রাবাস থেকে। এখন আসছে না। হিন্দু ছাত্রাবাসের রাঁধুনিরা মুসলমান ছাত্রদের জন্য রাঁধবে না। সামনে পার্ট ওয়ান। মুসলমান ছাত্ররা গরীবস্য গরীব (অধিকাংশ)। অধ্যক্ষ চুপ। সংসদ চুপ, ছাত্ররা চুপ।



দৈনন্দিনের লেন্স : অনেক পোষাক আমাদের

দৈনন্দিনকে তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন চেতনার মুখপত্র হয়ে উঠুক ।।

● যোগাযোগের ঠিকানা:
'দৈনন্দিন'
প্রযত্নে: সুদীপ্ত সরকার
৮৮ কে. জি. বোস সরনী
বেলিয়াঘাটা
কলিকাতা-৮৫
সরাসরি:
কফি হাউস, বৃহস্পতিবার
বিকেল ৬টা - ৮টা

স্টাফ রিপোর্টার : পার্থ ব্যানার্জ্জী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার
সুতেজা চট্টোপাধ্যায়, সোমা সেনগুপ্তা

সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মন্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত
মিরোশ্লাভ হোলুব

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ
চেশোয়াভ মিউশ

চতুর্থ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৫ প্রচার সংখ্যা ১০০০ মূল্য : দুই টাকা

এছাড়া প্রশ্ন ফাঁস

স্টাফ রিপোর্টার :

ব্যাপকহারে নয় (ছয়, আ) বিচ্ছিন্ন ঘটনা- জ্যোতি

আমরা চাই না অমবর্ণ্টন হোক ব্যাপকহারে পুঁজির বৃদ্ধিই কাম্য;
সেই সমস্ত ভালো টীচার (অর্থাৎ যাঁরা অন্তত ৪৫% Common দিতে পারেন) -দের যখন 'সীট লিমিটেড' পোস্টার সাঁটতেই হয় এবং অতল্লের ক্ষমতা হয় তা কয়েক তখন প্রশ্ন ফাঁস বিচ্ছিন্নভাবে হওয়াই যুক্তিযুক্ত -কারন শিশুস হয়ে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে শিখার ব্যাপকহারে যেমন অবাস্তব ব্যাপার তেমনই প্রশ্ন ফাঁসও ব্যাপকহারে করা সম্ভব নয়। সব ঠিক ঠাক আছে, কোনোরকম আঙ্কিক গোলমালে নেই বিষয়ও ঘটনাটিতে;
আমরা চাই প্রশ্নফাঁসের ঘটনা যেমন পরীক্ষা ব্যবস্থার আদি থেকে চলে আসছে আজ- পর্যন্ত, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকুক বিচ্ছিন্ন- ভাবে, শুধু ব্যাপকহারে তার প্রচার বন্ধ করুক সংবাদপত্রগুলি- কারন এগুলি সাধারণে ঈর্ষার জন্ম দেয়,
'ব্যাপকহারে নয়' এটা আত্মপক্ষ সমর্থন বলেই বোধহয়- আশ্চর্য ব্যাপার,
ব্যাপকহারে হলে তো এসব কথায় আপত্তি উঠতো না কারন তাতে সকলেই সমান সুযোগ পেত (অবশ্যই প্রচলিত নিয়মানুগ ভাবে, যেমনটি আমরা সকলবিষয়ে পেয়ে আসছি খাতায় কলমে) এবং অযথা জটিলতা এড়ানো যেত।

স্টাফ রিপোর্টার :

স্কুলে শেখা সায়া রুমাল পাজামা সাবান ফিনাইল চানাচুরের বিদ্যে নিয়ে, দোকান খুলে বসে নাকি; মাধ্যমিক পাশ করে?
কিংবা হাল ধরে জমিতে।
খার্ড ডিভিশনেকে 'ছুঁলো সিতারো কো'
একটু মেধাবীকে হাত পা করে খার্ড ডিভিশনের দরজায় পৌঁছে দেওয়া- 'ইহাই ওয়ার্ক এডুকেশনের মুখ্য অবদান'!
গৌন অবদানও আছে
পরীক্ষার আগেরদিন কেবল বই পড়া ছাত্রদের মোটাসোটা ও তৎসহ শিরায় টানেরা দু একদিনের হঠাৎ শরীরচর্চা- নম্বর বাড়ায়,
সঙ্গে ফিক্কা লাগা ব্যথা বলে 'হায়েস স্যারে'।
এই বোকা কান্ড সবাই তুলতে চায়
তবু বাদ দেওয়া হলে, মিছিল, স্লোগান পোস্টার অবরোধ......

*অত্যন্ত সুখবর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষাক্রমে 'কর্মশিক্ষা' বাতিল এবং শারীরশিক্ষা ছাটাই। কারন এগুলির মূল্য- হীনতা প্রমানিত। অন্যগুলি???

সম্পাদক: এখনও কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের বদলে লটারী কুপন চালু হচ্ছে না এ বিষয়টি নিশ্চয় বোধগম্য হচ্ছে না আপনার মত মোটা বুদ্ধির মানুষের কাছে- চিন্তা করবেন না গজান হাতুড়ী কুড়ি এবং কোদাল নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি শিগ্গী পৌঁছে যাবে আপনার দরজায়, দয়া করে ওদের ক্যাডার বলে ভুল করবেন না ওরা নিরীহ বেতনভুক সেলস্‌ম্যান



IN THIS ROOM WOMEN COME AND GO TALKING OF..........

মিছিল ভিখারী আমরা

স্টাফ রিপোর্টার :

মিছিল মানেই
খানজট; 'রাস্তাজোড়া চলমান মাথা';
দৈনন্দিন জীবনের ছন্দপতন'
একবার ভাবুন ঐ রাস্তার ভিখারীর কথা
হ্যাঁ ভাবলেন এক জনদরদী নেতা
দিল্লীতে ঘোষিত হল, মিছিলের দিন-
ভিখারীরা পাবে 'ত্রিশটাকা' ও 'খাবার'

#

মিছিল শেষে
অন্যান্য আশ্বাসের মত এই "ভিখারী দুঃখ নিবারন' চলে গেল দরকষাকষিতে
অবশেষে ভিখারীরা পেলেন
চুক্তির ৫/৬ ভাঙা টাকা
এবং অদৃশ্য খাবার

#

কলকাতার ভিখারীরা ও আমরা চলুন এই অভিনব পন্থাকে নিয়ে একটু রাজনীতি করি জনমুখী বিষয়টাকে ফেলে দিই চিন্তায় একটা 'ইউনিয়ান', নিদেন পক্ষে একটা 'ভিখারী মঞ্চ'।
এত মিছিল প্রায় তিরিশ টাকা রোজই হবে;
না হয় দর কষে হবে তো কিছু
নেই মামার চেয়ে কানামামাই ভালো-
ও; ভয় পাচ্ছেন!
দুষ্ট গরুর চেয়ে গোয়াল খালি করলে কি হবে?
আমাদের হারাবার কিছু নেই
বরং সর্বহারাদের নিয়ে প্রকৃত সংগ্রামই তো হবে; তাই না?

জেলখানা থেকে কবিতা

স্টাফরিপোর্টার :

ওরা জেলে বসে ভাবছে
প্রাচীর ওদের নির্দিষ্ট করেছে গণ্ডীতে
আমাদেরও নির্দিষ্ট প্রাচীর আছে-
'মন ও চিন্তা'
ওরা আকাঙ্ক্ষিত আমাদের স্বাধীনতায়,
মুক্তি চায় 'মুক্তি'-র,
লড়তে বলে তসলিমা-রুশদি-র জন্য,
ভাবে সমাজে স্বাধীন নারীর চিন্তা-চেতনা নিয়ে
ওদেরও মনে অন্তহীন অপেক্ষারত প্রেমিকার ছবি
সেজন্যই আজ পশ্চিমবঙ্গে কারাগার থেকে
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত
ওদের নতুন জীবনের নতুন সূর্য- 'নবার্ক'
গৌতম চৌধুরীর মত কত কবি ওখানে
আমাদেরই মত চার দেওয়ালে বাঁধা থেকে
স্মরন করছে প্রয়াত কবি শক্তিকে
'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' এই দ্বন্দ্ব থেকে
এসো, হয়তো আমরাও মিশে যাব
চারদেওয়ালের বাইরে
সেদিন সত্যিই পূর্বআকাশে গগনে রক্তিম
আভা দেখবে
ওদের- আমার- সবার 'নবার্ক'

[সম্ভবত এই প্রথম কারাগার বন্দীরা ম্যাগাজিন বের করলেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে, তাদের সকলের জন্য আমাদের অভিনন্দন 'শিল্প মানে যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না']

আউৎস্‌ভিচ আজও আছে

স্টাফ রিপোর্টার :

আউৎসভিচ আজও আছে, আধুনিক।
অত্যাচার প্রগতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে
টোকিওর কামিয়াকে শ্মশানের আবহে
হয়ে গেল গ্যাসচেম্বার।
চল্লো হিটলারী সারিন গ্যাস,
পটাশিয়াম সায়নাইডের আতঙ্কের কিংবদন্ তি শক্তিশালী : ১০ জনের মৃত্যু ৫২০০র বেশী আক্রান্ত।
R.D.X যুগ শেষ বোমাতঙ্ক আর নয়
ভেসে আসছে ইতিহাসের পেছনের পাতা থেকে আধুনিক গ্যাসীয় আতঙ্ক
যদিও সারিন নিষিদ্ধ
এইতো ১৯৮২ পর্যন্ত ৬ মিলিয়ন লিটার 'সারিন' আমেরিকায় মজুত ছিল,
নাৎসী হিটলারের মত ৩০০,০০০ টন নয়!
আপাতত আঙুলতোলা 'বৌদ্ধ' গোষ্ঠীর দিকে
সর্বোচ্চ সত্য নামক ন্যাক্কারের ন্যাজের গোষ্ঠীকে ভবিষ্যতের জন্য খিরিচুয়াল আশ্বাস
দশহাজার থেকে বিশহাজার ডলারের বিনিয়োগ, প্রত্যেক চেপে বসে 'সময় যন্ত্রে'
এক্সপ্রেসো কণিকাতে আলতো চুমুক
আর নয় আউৎসভিচ বা ঐ রকম অকল্পিত কিছুর সাথে মনস্তাত্ত্বিক যোগ, ওদিকে অ্যামেনেস্টির বর্ষীয় ছালারা খিতি করতে করতে উপলব্ধি করতে যন্ত্রাংশও জবিষ্যৎ; শিউরলি ঝরা উঠানে সারিনের আদিখ্যেত

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয়

আজকে পরিস্থিতি আমাদের, না মুরুব্বা না খাউকা বলি ধ্যাকারে যখন মুসলিম নিবন্ধের কথা ঘোষণা করেন, হাতের সামনে পেলে আমরা যে কেউই যেন খালি হাতেই তাঁর মুণ্ডু কেটে নেতাম — সাতে ইচ্ছেটা তাইই — এবং এত স্পর্ধা কি করে একজন ব্যক্তির সম্পত্তি হয়ে উঠতে পারে, রাষ্ট্রের সমস্ত লিখিত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যে আলোচনায় যেতে ভীত আমরা অদ্যাবধি আছি। এমনকি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সরকারপক্ষও বিবিসম্বোধন এতই পারিবেশ সৃষ্টি করেন।

আবার ইরানে যখন মহিলাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবার আগে ধর্মের ফতোয়া জারি করা হয়, ইসলাম ধর্ম রক্ষার্থে, কারণ কুমারীদের কোতল করলে তারা নাকি বেহস্তে যায় — আর পাকিস্থানের কাছে ক্রিকেটে ভারত গোহারান হারলে শিকারীলে মুসলিম মহল্লায় যখন বাজী পোড়ে মাথায় আগুন চড়ে যায় —

আবার আলাদা কিংবা মাহিরন এর সাথে সব আড্ডায় তাৎক্ষণিক সরব প্রতিবাদে সহযোদ্ধা (তাদের পক্ষে বক্তা কাফের বা না)

আমাদের সব কাগজে প্রতিবাদ তার মৌল খুঁজে ফেরে 'you should have a objective outlook'.

আবেদমনে। তাহলে এ পরিস্থিতিতে আমাকে সবার আগে জাগিয়ে নিতে হয় আমার কলম — কেননা কোনো পথের নিশানা নেই।

এবং পন্থাবলম্বন, ভ্রান্ততায় পর্যবসিত হতে সময় লাগে না সতিশীল দুনিয়ায় তাই কূপমণ্ডুক হয়ে যাই সময় সময় — শুধু আমিত্বে বিশ্বাস তখন-ই।

সঠিক বিচারশক্তি আনতে আমাদের দমিত ক্রোধ ঘৃণা ভালোবাসা সবকিছুকে যদি একটা কোনো মাধ্যম দিই প্রকাশের — সুস্থ প্রকাশের, যেহেতু প্রকাশের 'যাচ্ছেতাই' কোনো শিল্প — কলম বা তুলি তা যেযাই হোক না কেন — সবার জন্য, আমাদের সবার জন্য — যারা শুধু কবি বা শিল্পী তাদের জন্য নয় — শুধু নিজের আবেগের অনান্য প্রকাশে ক্রোধের প্রশমন এবং পারস্পরিক বিনিময় — নাইবা থাকুক কোনো মূল্য তার সাহিত্য বা অন্যান্য অর্বাচীনে শুধু প্রয়োজন প্রয়োজন এটা।

দৈনন্দিন সেই প্রয়োজন মেটাতে চায় সাধ্য অনুযায়ী ব্যর্থতা প্রতিপদেই টের পাই

তাই-ই সহযোগিতা সমালোচনা এবং সক্রিয়তার আশা রাখি — তোমাদের কাছে।

সম্পাদক সমীপেষু

রাত কত হল খেয়াল আছে?
ওহে 'সুতসো সংগ্রামী'
একটু ঘুম দে...ঘুম......

সমাজটা শোবিরাবি শালা?
স্বপ্নের নোংরা দালাল
রামধনু ডিঙিয়ে পালা....পালা

চাটবি নারীদেহ লোভী জিভ দিয়ে
ভালো কথা বলি শোন, ফিরে মন
সবছেড়ে বিয়ে কর .... বিয়ে

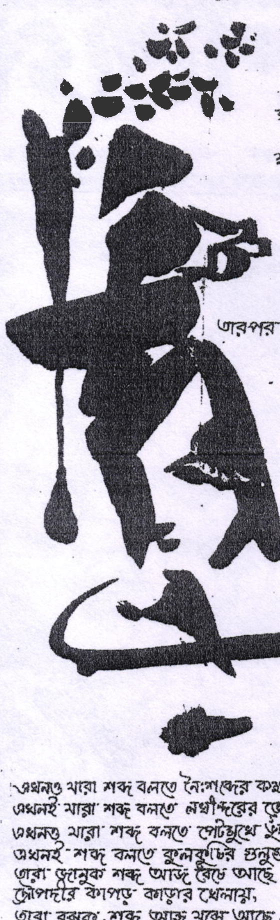
'বাংলা হাইরোগ্লিফিকস' বিদ্ তুই
চোখে আটা ফটোক্রোমাটিক
হাতে নিয়ে কুটাসের ছোরা
খুন কর সরলতা ..... সার পদাতিক

কিং এটা, বাংলা হাইরোগ্লিফিক না
কমলেরার মত
দু টাকার বিনিময়ে পাখী হতে পারে
হতে পারে মলাট, ঠোঙা ....
... যায় না শুধু পড়া

খেপেছিস, খ্যাপার দল, খ্যাপা বনসাই
তবে সূর্যটা বদলে দিয়ে আমাকে ডেকে বল:
কিরে হতাশার মনুমেন্ট
একবার চাখবি তোলাই?

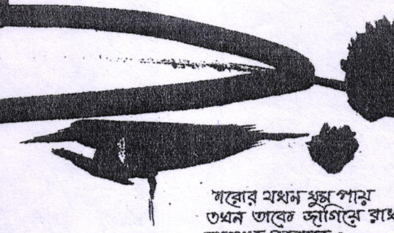
— সোমনাথ চক্রবর্তী

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা।
আমাদের পক্ষ থেকে : —



রাস্তায় মোটরটা বলল...... ঘররর ..... প্যাঁক্
ঘরের ভিতর নীলা বলল ... দেখো কেমন পাতা ঝরছে গাছটার। কার যেন
পাতা সাজছে নীলচে পাতা ঝরার শয্যা। এই বিকেলে শীতের আত্মত্যু
ঝড়ের নীচুগলার গান আর একান্তিক উপলব্ধি ছড়ানো রয়েছে সর্বত্র। নীলার
হাতে ছাপ ফেলে সূর্য ফিরে যায়, মনে হয় আর কখনো ফিরবে না সে।
চুড়িগুলো জানতে চাইলো — এবারে কি রিনিঝিনি বাজতে পারি আমরা
চরাচর চুপ করে রইল।
সূর্য ফিরে গেলে পরে কারা যেন পিপুলগাছের ছায়াছোঁয়া চৌহদ্দি দিয়ে
এসে ঝরাপাতার শয্যায় খুঁজে নিলো নীলার ঘামে মেশা শরীর কোমল
কবুতরী বুক ...... সেই ক্লান্তির অক্লান্ত আস্বাদ......
বিস্রস্ত চুলগুলি হাসলো একটু।
তারপর রাত্রি যখন জামদানী শাড়ীর মত মেলে ধরল তার কালো সবুজ নিজস্ব
রহস্যের ছায়াছবি, তখন সেই তারা সবাই এসে বসল আমার পাশে
অগ্নিকুণ্ড ঘিরে। সবাই যেন তারা আগুনের স্ফুলিঙ্গে অন্ধভাবে
মিশে যেতে থাকল পরস্পর..পরস্পর......এবং তারপর আশ্চর্য
প্রীতিকরভাবে প্রবেশ করল আমার প্রতি কন্দরে, আর
বাইরে ছিটকে পড়লাম আমি......

— পার্থ ব্যানার্জী



এখনও যারা শব্দ বলতে নৈঃশব্দের কণ্ঠপথ ভাবে
এখনই যারা শব্দ বলতে লখীন্দরের ভেলার পোষাক পরে
এখনও যারা শব্দ বলতে পেটমুখে ভুঁই ফোঁড়াফুঁড়ি
এখনই শব্দ বলতে কুলকুচির গুলুগুলু ঝোঁকে
তারা জানুক শব্দ আজ বেঁচে আছে
দ্রৌপদীর কাপড় কাড়ার খেলায়,
তারা বুঝুক, শব্দ আজ যুঝে আছে,
খোজানের গঙ্গাজলের বাড়ী গলগ্রহ হয়ে,
তারা বুঁজুক চোখ কারন শব্দ বাদুড় ঝোলা
হাতে তোর মাথাকাটির মগজালে

বেশ শব্দ, চিঠি দিস ভাই
বেশ শব্দ, মা নই বটে সকলে তোর বাই

— অমিতাভ সেনগুপ্ত

শরীর যখন ঘুম পায়
তখন তাকে জাগিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না
কতক্ষন জাগাবে?
একঘন্টা, দুঘন্টা, পাঁচঘন্টা, দশ-শ ঘন্টা
অথবা একদিন

ওকে ঘুমোতে দাও,
জাগার কথা না ভেবেই।
চলে যাক অশরীরির ভেতরে।

আজ —
পাখী ডাকবেই —
শিশির ঝরবেই —
সূর্য উঠবেই
রোদ নামবেই তার মুখে —

তখন সে জাগবে কি জাগবে না

সে তার ব্যাপার।

— শুভদীপ মণ্ডল





কাব্যি করে বলছ সৃষ্টি
শুনতে লাগছে মন্দ না
হয়ত শিরায় শিরায়
আগুন ধরার
ওটাই হালকা আস্তানা।

তোমরা যাকে ভাবছো কবি
না, না
কাব্য তার কঙ্কালা
মাংসপিণ্ডে কাটার ঘা
ভিতর ভর্তি আবর্জনা।

তোমরা ভাবছ লিখছি যা
তার রসদ জোগায় কল্পনা
না-গো
উপচে পড়া পেনের কালি
আঁকে বাস্তবেরও যন্ত্রনা।

নেই যে দাবী 'আমার শব্দ'
সমাজযুদ্ধে দিতানা
তবু ওগো
ধন্য হব পায় যদি 'ও'
মনের বিস্ফোরনে আস্তানা।

— অমিত ঘোষাল

ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে



মুখ ঢাকে না, মুখোশ গড়ে বিজ্ঞাপনে
ভারোত্তলন প্রতিযোগিতায় 'লাইট-ওয়েট' গ্রুপে 'অপসংস্কৃতি' নামক এক ওজনদার শব্দ তুলতে তুলতে শ্বাসশব্দ প্রশ্ন হয়ে যায় 'শ্লীলে অশ্লীলে আমরা কেমন আছি'? বিশ্রামক্ষণে উপভোগ্য কোনো এক লাস্যময়ী নারীর স্নানের উত্তেজক দৃশ্য—সাবানের বিজ্ঞাপন।

মিছিলে নারীদের সমানাধিকার দাবীর জন্য গলা ফাটানো অথচ মুখে কুলুপ আঁটা, যখন কোনো এক চাকা ছাপ মারা কাপড় কাচার সাবানের বিজ্ঞাপনে স্বামী, স্ত্রীর মুখের উপর ময়লা জামা কাপড় ছুঁড়ে মারে।

✡

সংবাদ থামিয়ে বড় বড় অক্ষর এবং হাস্যকর ছবি SAVE WATER SAVE OIL SAVE ELECTRICITY.
কোনো এক পাখার বিজ্ঞাপনে, স্বামী স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ স্বামীর মনে পড়ে, 'কুছ ভুল গ্যায়া' তারই ফলস্বরূপ অহেতুক সামখানেক পাখার ঘূর্ণন, শক্তির অপচয় এবং 'ভুল যাও'

সাবাস! ☼ !

এই হল আজকের বিজ্ঞাপন সর্বস্তরের মানুষকে মুখোশে আড়াল করে; তাদের মুখোমুখি হবার প্রধান অন্তরায়, মানুষের মানবিক সত্ত্বা আজ অনেকাংশেই বিজ্ঞাপন নির্ভর। তাই ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচবার মতনই, আজ আর দোকানে গিয়ে ফিসফিসিয়ে ছোট্ট প্যাকেটের কথা বলতে হয় না, বরং দৃপ্ত কণ্ঠে চাইতে হয়, '—— প্লীজ'।
যে তথাকথিত সংস্কৃতিবানেরা রাস্তায় অর্ধনগ্ন পোস্টার দেখে লজ্জায় মুখ ঢাকে, তাদেরই বিচারে 'কামসূত্রের' বরাতে জোটে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপনের শিরোপা।
সাবাস!

প্লাজা-ডি-মায়ো-র মায়েরা

মানচিত্রে 'অবিশ্বাসীদের জন্য' :

প্লাজা ডি মায়োর মায়েরা আজও প্রতি বৃহস্পতিবার কান্নায় ভেঙে পড়েন,
আর মুষ্টিবদ্ধ হাত আর প্ল্যাকার্ডে সে চেনা চিৎকার
"নাসোট্রাস নো কুয়েরেমস লা লিস্টা ডি লাস মুয়েরটোস্
কুয়েরেমস লা লিস্টা ডি লস আসেসিনোস ডি নাট্রোস হিজোস"
বুঝতে পারছেন না তাই না, আমিও বুঝি না, শুধু বুঝি যন্ত্রনার কোনো নিজস্ব বর্ণমালা নেই
আর কান্নার ভাষা সার্বজনীন; যেমন আমার জেঠিমা কাঁদেন 'সত্তর দশকের উদ্বাস্তু' কাগজে-কলমে নিখোঁজ 'বিপ্লবদার' জন্য, তেমনই প্লাজা ডি মায়োর মায়েরা প্রতি বৃহস্পতিবার কাঁদেন উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে তিরাশির মিলিটারী শাসনপর্বে চিরতরে গুম হয়ে যাওয়া 'অ্যাভেলা অ্যালা' 'অসিলিও'দের জন্য— প্রায় ন'হাজার মানুষ, হ্যাঁ ন য়ের পেছনে তিনটি শূন্য ওরে গিয়েছিল, টানা আট বছরের মৃত্যু উগরানো অপপ্রবাহের ষড়যন্ত্রে
বেশীর ভাগেরই বয়স ছিল ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ....
জানতে ইচ্ছে করে না আপনার তাদের কি হয়েছিল?
তাদের যদি কিছু হয়েই থাকে তবে কি ভাবে হয়েছিল?
প্রায় একযুগ ধরে এই প্রশ্নের একটাই উত্তর ছিল — জানি না!
তবু সময় তো আপনার আমার মতো বেইমান নয় — একযুগ বাদে সরলো কালো পর্দা
মার্চের প্রথম সপ্তাহে একজন প্রাক্তন নেভি ক্যাপ্টেন, ৪৮ বছর বয়েসী অ্যাডেলফো এফ. স্কিলিংগো; হোরেশিও ভারবিটস্কি নামে এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানালেন ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ এই তিনবছর প্রতি বুধবারে ১৫ থেকে ২০ জন বন্দীকে ট্রাকে করে আনা হতো বুয়েনস্ আয়ার্স এয়ার-পোর্টে, মনভোলা এক ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হবে বলে তথাকথিত ভ্যাকসিনের নামে দেওয়া হতো এক ইঞ্জেকশান, যা তাদের করে দিত যথেষ্ট দুর্বল, তারপর তাদের তোলা হত কখনও বা কোস্টগার্ড স্কাইভ্যান বা নেভি ইলেকট্রায়, যখন তারা আকাশে তখন আবার আরেকটা ইঞ্জেকশান— ব্যস্ পুরোপুরি নক আউট।
এরপর উলঙ্গ করা হতো, সজ্ঞাহীন দুধসাদা কিশোরী, তামাটে যুবক আর প্রতিবাদী যুবতীদের, প্লেনগুলো যখন আটলান্টিকের প্রায় ৪০০০ মিটার উপরে—তখনই শব্দ শোনা যেত টপ-টুপ- টুপ তারপর সব নিশ্চুপ।
স্কিলিংগো স্বীকার করেছেন তিনি সাধুপুরুষ নন — একসাথে দায় নিয়েছেন ৩০টি জীবনের অথবা মৃত্যুর, এইভাবেই আরও ৩০০ জন স্কিলিংগোকে জড়ো করলে অঙ্কটা মেলানো খুব সোজা — তিনশো x তিরিশ = নয় এর পেছনে তিনটি শূন্য
প্রশ্ন করবেন প্লাজা ডি মায়োর মায়েরা এখন কি করছেন — যদি বিপ্লবদার ছিন্নভিন্ন শরীরটাকে ছবি করে আমার জেঠিমার সামনে তুলে ধরতো, যদি বলতো কি ভাবে সে মুখ থুবড়ে ছিল রক্ত মাখা ঘাসে — তখন আমার জেঠিমা যা করতেন তাই করছেন তাঁরা —
নরা বোনাপার্টে, মারিয়া আন্তো কোমেতজ্ আরো অনেক অনেক মা — চোখ কান বন্ধ করে অস্ফুট স্বরে বলছেন, শুনতে চাই না, জানতে চাই না, মানতে চাই না
কেমন বুঝছেন, ঝিম ঝিম করছে মাথা? এতো আমাদের সর্ব-সভ্যতার অতি সঙ্গী মা সমুদ্রের ঢেউ এর মত প্রতি শতাব্দী; প্রতি দশকে ফিরে ফিরে আসে-
কখনও আউসভিচ, আর্জেন্টিনা, কখনও রোয়াণ্ডা নাম নিয়ে .....
মাথায় প্রশ্ন ঘুরছে কেন লিখলাম এসব
আমি তো কোনো মতেই সেই সো মহাপুরুষ নই
যতই বলি এটা ভুল ওটা মিথ্যে
তবু জানি ঐ হিংস্র জমির বুকে টিকি টিকে থাকবেই
আসলে মনে পড়ে গেল সেই ওয়ার্ল্ডকাপের কথা — মারাদোনাবিহীন আর্জেন্টিনা চরম দুঃখে বাঙালীর ঘরে শোক — তাই এখবরটাও ভাবলাম, মানচিত্রে অবিশ্বাসী 'বাঙালীসিরাস' জানুক — অন্তত অলস সময়ে নিদেন পক্ষে দুঃখ টুঃখু হোক।

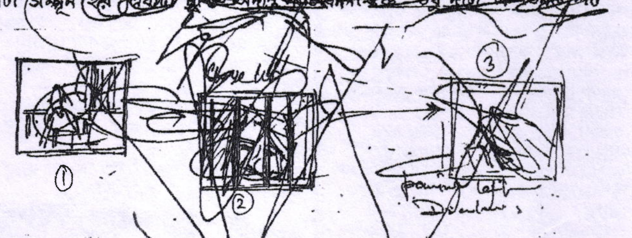
ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

③

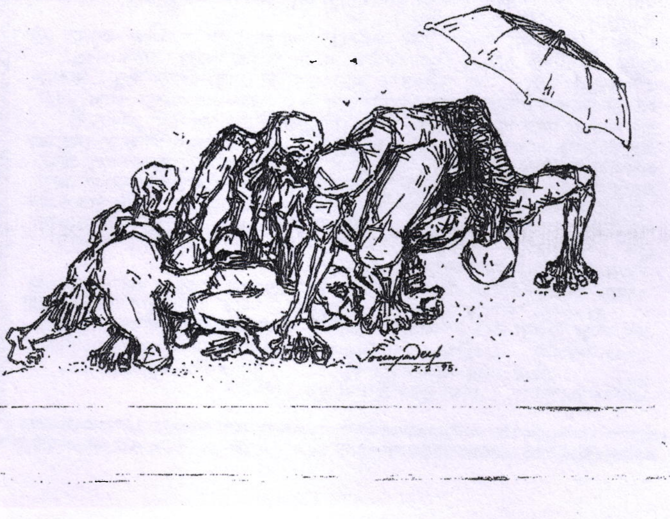
না: আমি আর কিছু ভাববো না - কেননা ভেবে কোনো লাভ নেই - সম্পাদকের নীলচে রামধনু জালে জড়িয়ে গেছি আপাদমস্তক - কবিতা যেন বেশ্যাবৃত্তি মনে হয় থেকে থেকেই - অথচ - না: আমি আর কিছু ভাববো না - শুধু নিক যা ইচ্ছে তাই করুক - [redacted]
ছবিটা সম্পূর্ণ হয়ে [redacted]



আমি এমনই চাইবো - শুধু নোংরামি আর এলোমেলো হস্তমৈথুন আর অন্যান্য সব ঘুষ, চক্রব্যূহ আর সভিকিয়স উঁচু পদের অফিসারা আকুমার এবং হতাশা আর ভাবাভাবনার জঞ্জালের মাঝে - Sudden relief - এমনই হোক না কেন ছবি মনের মত, অথচ মৌসুমীর প্রেমিক আমার বন্ধু অশেষ এর বেকারীর জ্বালা আমার বুকে বাধলো না, দেখতেই পেলাম না মেয়েটির অসহায় অস্থিরতা, শুধুই আলগোছে কয়েকটা শর্ট আর অগোছাল সান্ত্বনা -
আচ্ছা আমি তো মাঝে মাঝেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন এসব চলছে আর তার নিরুত্তরের উত্তরে একটা নিস্তব্ধ গলিতে মস্তিষ্কের সশব্দ মৃত্যুকামনা করতে পারি। কিন্তু সাতকাল যখন [redacted]

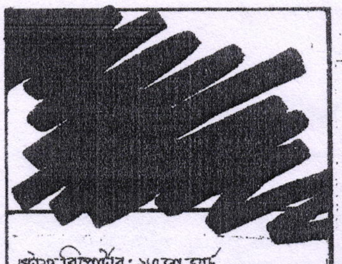
আমি আবার সমস্তকিছুই নতুন করে ভেবে দেখতে চাই - কোথাও কোনো গলদ হয়তো সামান্য বাটার ফ্লাই এফেক্ট নাঃ - আমি আর কিছু ভাববো না কারন ভেবে কোনো লাভ নেই - আমি এখন হেঁটে চলতে চাই রাস্তাটা দিয়ে যেখানে গাড়ীগুলো অলীক অথবা আমার শরীর, নিশ্চুপ আমি ভাসতে ভাসতে হাঁটতে চাই কিছু পথ -
আমার বাবা তাঁর নিজস্ব সততার অহংকারে তাঁর জান্তব প্রতিমায় প্রতিদিনের পুষ্পার্ঘে একটি করে আধুলি জুড়ে দিতেন - এখনও দিয়ে চলেছেন - হয়তো আমৃত্যু, অবশ্য রিটায়ার-মেন্ট থেকে পেনশনের মধ্যবর্তী সময়ে সেই আটআনার হিসেব করা অন্যায় অসঙ্গত - কেননা আমার কোনো অধিকার নেই সেসব পোদ্দারি করবার যখন ঐ টাকাতেই সপ্তাহে একদিন মাংস আমায় বাপের হাতলে ঝোলবার শক্তি জোগায়।
তবুও নতুন করে ভাবতে চাই
কেননা ভাবতেই হয় ভেবতে বাধ্য হই।

(পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি 'ক্রমশ')



দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



স্টাফ রিপোর্টার : ২৩ শে মার্চ

জাতে মাতাল তালে পাগল কবি শক্তি চলে গেলেন। অনেক অনেকদিন আগেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব যা নিয়ে।

সে শৈশবে বই মলাটে লেখা 'তবে কিশক্তি এপিটাফ লেখার বয়সে পৌছে গেলেন' — পড়ে আমি যখন বাবার কাছে এপিটাফ মানে কী জিজ্ঞাসা করেছিলাম — তার সেই হাসি আজও আমায় বেঁচে চলার শক্তি যোগায় — সে হাসি আজও আমায় অবাক করে কেমন এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টার উদ্ভাস ছিল তাতে....

যাকগে তবে, এ অবস্থায় তিনি চলে যাওয়ায় দ্বিধাহীন ভাবে আমি খুশী 'কুমিরবাম' পুনরায় বার করবার চেষ্টায় ছিলেন শুনলাম — তার আগেই হাতে আসা 'বিনোদন বিচিত্রা' (তিনি যার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা) এবং 'মানুষবিকল ওইখানে যেও নাকো তুমি' — দু দুটি অজস্র 'ভাট' জানিয়েছিল সময় হয়েছে। বন্যবাজি কাবকে, নিজ খুশির মাঝেই 'কেন' টিকে খুঁজে পাওয়ায়।

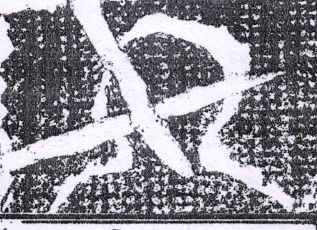
কবি ও কাঙাল শক্তি আমাদের মনে মাঝরাত্তিরে কলকাতার শাসক যুবক হয়েই বেঁচে থাকবেন এবার।

সচিত্র পরিচয়পত্র এবং

স্টাফ রিপোর্টার:

কয়েকদিন আগে সকালের মুরমুরে রোদ্দুরে যখন নাগরিক অধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ছবি তোলা হচ্ছিল রাজনৈতিক দলসকল এগিয়ে এসেছিল ভোটারদের নিজেদের খুঁজে পাওয়ার সহায়তায়, তখন মহানগরীর একটি ছোট কেন্দ্রে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে যায়। একজন বৃদ্ধ-অসংবৃত উন্মাদ, ধরে নেন যে ছবির সাথে সাথে তাঁর মতামত ও বক্তব্যও নেওয়া হবে, কারন ব্যাপারটা তো 'সচিত্র পরিচয়পত্র', আর পরিচয় কিভাবে হতে পারে মতামত ছাড়া ? তো তাঁর যখন ছবি তোলা হচ্ছিল তখন তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন নিজের কথা এবং যথেষ্ট জোর করে তাকে থামাতে হয়। তারপরও সাজসজ্জ করতে থাকায় কর্তব্যরত সাংবাদিকেরা তাঁকে বলে যে এখানে ফটো তোলা হচ্ছে, পোর্ট্রেট আঁকা নয়। জোর করে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃদ্ধকে, এবং তখন তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'বাট হোয়্যার ইজ মাই পিকচার' ?

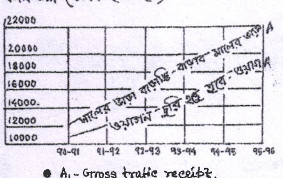
সামান্য বিরতির পর আবার শুরু হয় চিত্রগ্রহনের প্যাচপয়জার.......



বাজেট রেলপথ মেনে চলে

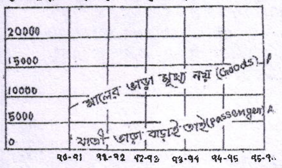
স্টাফ রিপোর্টার:

কার্যফল (টাকা কোটিতে)



- A_1 - Gross trafic receipt.
- A_2 - Total working expence.

রেলওয়ে আয় (টাকা কোটিতে)



বাহবা: যেখানে মৃত্যুর শীতলতা ও বসন্তের উষ্ণ স্পর্শ করে না, ভাড়া বেড়েছে ..... ওদের মূল্য বৃদ্ধিতে কোনো পরিবর্তন নেই,.."

সুতরাং মৃতেরা নিশ্চিন্ত হোন ছুটি ঋতুই আসবে আপনার কাছে। শৈনিক বাহিত মাল ওহ... সার্জনা করবেন যাত্রী.....

নিত্য ভোজাড়ির মত এদের বহনমূল্য বেড়েছে যেমন বাড়লো জনবন্টনমূলক খাদ্যশস্য ও রাসায়নিক সারের ছাড়া মালের ভাড়া, কিন্তু ৯৭ টি নিত্য-নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসের ভাড়া কমলো.........

মন্তব্য: অসাধারন 'ঘাটতিশূন্য বাজেট' (আয় — ব্যয় = শূন্য)

সামনের বছর মুনাফা আয়ের আশংকা ৭৫০ কোটি

তবে, কি হবে ?

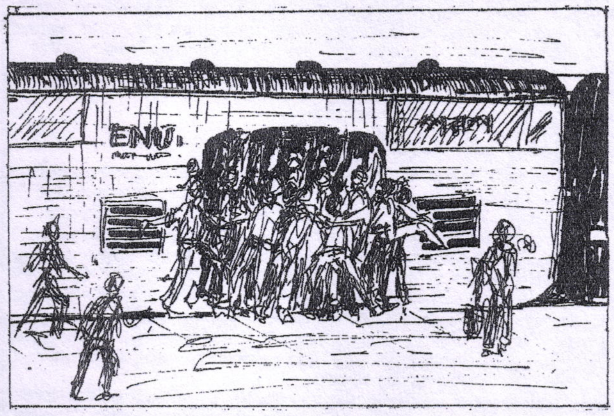
ঘাটতিশূন্য বাজেট কি পাবে ?

বিশেষ: এছাড়া বাড়বে ডাকাতি, বিনা টিকিটের যাত্রী, রিজার্ভ কামরায় অনাহুতদের ভীড়, ওদের কাছ থেকে টাকায় সৌজন্য মূল্য... অন্যমনস্কতার জন্য রেল দুর্ঘটনা ও তৎসহ রেলের ক্ষতি।

স্টাফরিপোর্টারের রাত্রী

কিছু না ভেবেই লিখে চলেছি
সাত সমুদ্র - তের নদীর ওপারের রাজপুত্রের কথা
সময়টা তখন যেমন চলছিল
এখনও তাই
হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ
নরমাংস ভোজী রাক্ষস তেড়ে আসছে
কিন্তু রাজপুত্র কোথায় যাবে
অপুষ্টিতে তার গায়ের ও মাথার জোর
দুটোই হাওয়া —
রাজার রাজ্যপাট কবেই চুকে গেছে
সেপাই... সান্ত্রী..... কিচ্ছুই নেই,
ওদিকে রাক্ষস এখন আর নিজে হাতে মারে না
পাঠায় অসুর সেনা
রাবনের রথ নেই আছে কালো ভ্যান,
তলোয়ার বর্শার বদলে বন্দুক বেয়নেট

বন্দী রাজপুত্র রাজাকে বলে
"বন্দী কেন আমরা ?"
রাজার জবাবে " নীতি এবং আদর্শ "
রাজপুত্র গর্জে ওঠে
'সোনার কাঠি রুপোর কাঠি নড়ে ওঠো
মানবো না এ নিয়ম
দুনিয়ার যত রাজপুত্র রাজকন্যা আছ
রুখে দাঁড়াও "
হঠাৎ তার মনে পড়ে ওরা তো মরছে
ওরা শেকলেশ ঝোলের মুখে,
এরপর ——
হঠাৎ ঝাঁকায় তার ঘুম ভেঙে
তাকিয়ে দেখে বেলা আটটা —
ভীড়ের গাড়ী ঠেলে যেতে হবে
তার অফিস দশটা পাঁচটা।



দৈনন্দিনের লেন্স : যাবই, আমি যাবই . (বনগাঁ লোকাল)

নির্মিত দশচক্র এবং বর্তমান ভবিষ্যৎ

স্টাফ রিপোর্টার

"অ্যাজেন্ডা"

১। অতীতের আলো বন্ধ করা
২। বর্তমানের পোস্টমর্টেম
৩। ভবিষ্যতের কল্পনা

"ভাষন"

ইলতন্ত্রের অবসান ও সাম্যবাদের পুনর্জন্ম ("পুনর্বার চণ্ডীসেন জন্ম নিলা রোমে")

[এরপর বিরতি, দক্ষিন এশিয়ার চরম জলবায়ু অনুকূলে আনতে শীততাপ নিয়ন্ত্রন ও গরম বক্তব্যের লঘু করন, পরবর্তী শীতল নিজস্বতার স্বপ্নকে, পিঠ বাঁচাতে Coca-Cola সেবন]

চিন্তার কিছু নেই আমরা সমাজকে আবার ফিরিয়ে আনছি, আগের ডিক্টেটরশিপ জঘন্য বস্তু (ডিক্টেটরশিপ অব প্রলেটারিয়েট ও ?!) মুক্ত সমাজ ও মত পোষনের স্বাধীনতা দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

— সিদ্ধান্ত

১। দল 'ক', দল 'বি' আমাদের শত্রু
২। এবং সকলেই আমাদের শত্রু (নিজেরাও)
৩। গরীব মানুষ..... হ্যাঁ ওটা পরে হবে......
৪। বেকারী ..... ৫। শিক্ষা......
৬। আদর্শ ?......?
৭। স্বার্থ - ওটা নিজেরা ঠিক করুন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন..........

(আরেক বোতল Coca-Cola)

৮। মুক্ত অর্থনৈতিক উদারতা পোষন ও মিশ্র ব্যবস্থা সমর্থনে......Populist একটা প্রবনতা তৈরী (পরের মিটিং এ শ্রী শ্রী ফিদেল ঠাকুরের যোটক লাগানো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহন......* ইনি নাকি শিবের মত মুক্ত মনের.)

৯। আমাদের লাল শব্দটির প্রয়োজন না মেটা অবধি "It is better to be red than dead" -এর বিরোধিতা [ঠিক যেমনটা হয়েছিল উদার অর্থনীতির বেলায়], পরে বলবো "লাল এর স্বপ্ন দেখা বা দেখানো পাপ...."

১০। দলগত দুর্নীতির ইস্যুটি পরে বিবেচিত হবে সামনে নির্বাচন।

[সমীকরন (সময় ও বিবেচনা) সীমিত হওয়ায়, অসংখ্য অজানা রাশি (সমস্যা থাকায় মান নির্নয় সম্ভবপর নয়, সুতরাং বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে গবেষনায় (পর্যাপ্ত সময় ধরে কুচক্রী অর্থ, ভোজন ও স্বার্থচিন্তা করা) আপাত কিছু সিদ্ধান্ত (পিঠ বাঁচানোর যুক্তি) নেওয়া হয়েছে]

যবনিকা পাতের পর বিদেশী ডিস আহাররত অবস্থায় হোটেল লাউঞ্জে আমার চোখে কোনো নিপীড়িত শ্রমিকের মুখ ভাসে না কারণ, আমি অভ্যস্ত, কারন এটাও শ্রমিকদের বানানো, এবং খেতেও আমায় শ্রম বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। আমার সামনে আমার রাজত্ব, যেখানে আমি দেবসম সেখানে নাবালকদের স্বার্থে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিছু বিষয়ে চিন্তিত। যুক্তিও যদি যুক্তি হিসাবে বলা যায়, প্রতিবেশী বিহারের চেয়ে আমরা 'নির্বাচন', 'পরীক্ষা', 'দুর্নীতি'...... শিল্পে বেশ পিছিয়ে, সেগুলো সমমানে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে সামনে নির্বাচন নিন্দুকেরা এমন প্রচার শুরু করবে, আমার বৈদেশিক বানিজ্য চুক্তি কন্টিনেন্টাল ট্যুর-প্রভৃতি বিষয়গুলো সময় অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (যত অকালকুষ্মান্ডদের নিয়ে সংসার, সময় কাটে যাবে আমি ছাড়া সমাধানও হবে না) .... যাকগে, পরে ভাববো....... । পয়লা বৈশাখ এসে গেল, সিঙ্গাপুর.... থেকে গিফট প্যাকগুলো এসো কিনা কে জানে, বাঙালীর উৎসব.... বাঙালীয়ানা বজায় রাখতে হবে .....

আবার মুম্বাইচ্যুত বাঙালীদের নিয়ে একটা আন্দোলন করলেও হয়, এই ক-য়-সে ..... না করলে আবার ঐ মেয়েটা ইস্যু ধরে ফেলবে..... সবার উপরে বাঙালী সত্য তার উপরে নাই — 'আমরা বাঙালী' ওসব আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়, শ্রেফ জাতীয়.... জাতীয়..... বাংলার মাটি, বাংলার জল (বলেই বেগকোকলা সেবন, ...এখন এদেশেই বানানো হয়......) ধন্য হউক ধন্য হউন.....

অশেষ ধন্যবাদ (চোখে জুড়ে ঘুম ও মুখ জুড়ে হাই)

কবিতা প্রতিবেদন মতামত পাঠাবার ঠিকানা :

দৈনন্দিন : প্রযত্নে সুদীপ্ত সরকার, ৮৮ কে.জি.বোস সরনী, বেলিয়াঘাটা কলিকাতা - ৮৫

সোমনাথ চক্রবর্তী C/o অঞ্জলি দাস, সাটকল, পঞ্চবটীতলা কলিকাতা - ৬৫

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পার্থ ব্যানার্জ্জী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা

সরাসরি যোগাযোগ : কফি হাউস বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা - ৮টা

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মন্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোস্লাভ হোলুব

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

পঞ্চম সংখ্যা জুন-জুলাই ১৯৯৫ প্রচারসংখ্যা ১০০০ মূল্য: দুই টাকা

তথ্যের তত্ত্ব

স্টাফ রিপোর্টার:
ডারার-এ-শরিফ নিউজ রিপোর্টে B.B.C এমন কিছু ফুটেজ দেখিয়েছে, যেমন ট্যাঙ্ক ঘুরছে, দু দলে যুদ্ধ হচ্ছে, হেলিকপ্টার আরও অন্যান্য - একমাত্র বাদে সবকিছুর বিশদটি খতিয়ে দেখছেন।
এবং তারপরই ইতালির রিগিরোতে ডাগ মাফিয়া সংক্রান্ত তথ্যচিত্র, শহরবাসীর দাবীতে যা নির্মিত কৃত্রিম অতথ্যচিত্র। তাই নিয়ে এখন বেকায়দায় B.B.C, অবশ্য যদিও বহুবার নির্ভর করেছি এরই সংবাদের ওপর এবং প্রমানিত সত্যভাবেই - অধঃপতন আদ্যোপই বলা চলে না কারন পূর্বেও বহুবার এমন ঠিক এমনভাবেই সুপরিকল্পিত মিথ্যা পরিবেশন - অবশ্য খাত্রাবকর এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দুলতে থাকা, কিন্তু ক্লান্ত পেন্ডুলাম কখন থেমে যাবে এবং কোথায় তা জানা নেই - তাই নৈরাজ্যবাদী হই এখন সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অবিশ্বাস ও গালাগাল জ্ঞাপন - এটাই ঠিক কারন সত্য হলে তা চাপা পড়ে যাবে না, তোমার নিরীহ চিৎকারে - মিথ্যা হলে......
...নাঃ আমি আশাবাদী হতে চাই না।

মায়ায় ভরা এ সংসদে

বিশেষ সংবাদদাতা:
ত্রিশোর্ধ মায়াবতী, B.S.P র মহাসতী
উত্তর প্রদেশ থেকে হটিয়ে মুলায়ম
কাঁসিরামের আশীর্বাদে, দিব্যি চড়ে B.J.P র কাঁধে
Philistine মায়া বলেন আমি দুঃখের মম

এতে যারা আনন্দিত
তাদের আমরা বলি রোশো
গনতন্ত্রের বুড়ো আঙুল চোষো।
এখন চক্রান্তহীন
শুধু নারীবাদীরা তুলসীতলায় নাচতে পারেন
হয়ে উর্দ্ধবাহু
সব দেখতে সব বুঝতে
পারবে যখন গ্রেট খেল খেল খেল
ছাড়বে রাহু

শোনা যাচ্ছে মায়াবতীর দৃঢ় অঙ্গীকার
পাবলিক মিটিং সর্বনিষেধাজ্ঞা, এই তো শুরু
এরপর চালাবো হিংস্র চাবুক,
জনগনের চামড়া যাতে হয় ক্রমশ পুরু
তারপর কি হবে?
রোজ সকালে কাগজে রাখুন চোখ
আরে মেদবতী মায়াবতীর
দিনে দিনে আরও মেদবৃদ্ধি হোক।

খবরে বাইরে

মুখ ও মুখোশ

বিশেষ সংবাদদাতা:
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শুরু করতে চলেছে "একাত্মতা যাত্রা" শুরু হবে "দশেরার দিন" শেষ হবে ২০ শে অক্টোবর, দেওয়ালীর তিন-দিন আগে। উদ্দেশ্য 'গো মাতা' 'গঙ্গামাতা' ও 'ভারত মাতার প্রতি শ্রদ্ধাপুনরুদ্ধার'। আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি আসল ব্যাপার হল ভোটমাতার গর্ভে Absolute-Hindu-majority-র ভ্রূণ স্থাপন। ১৭৭৬ তো চলে এলো বলে।

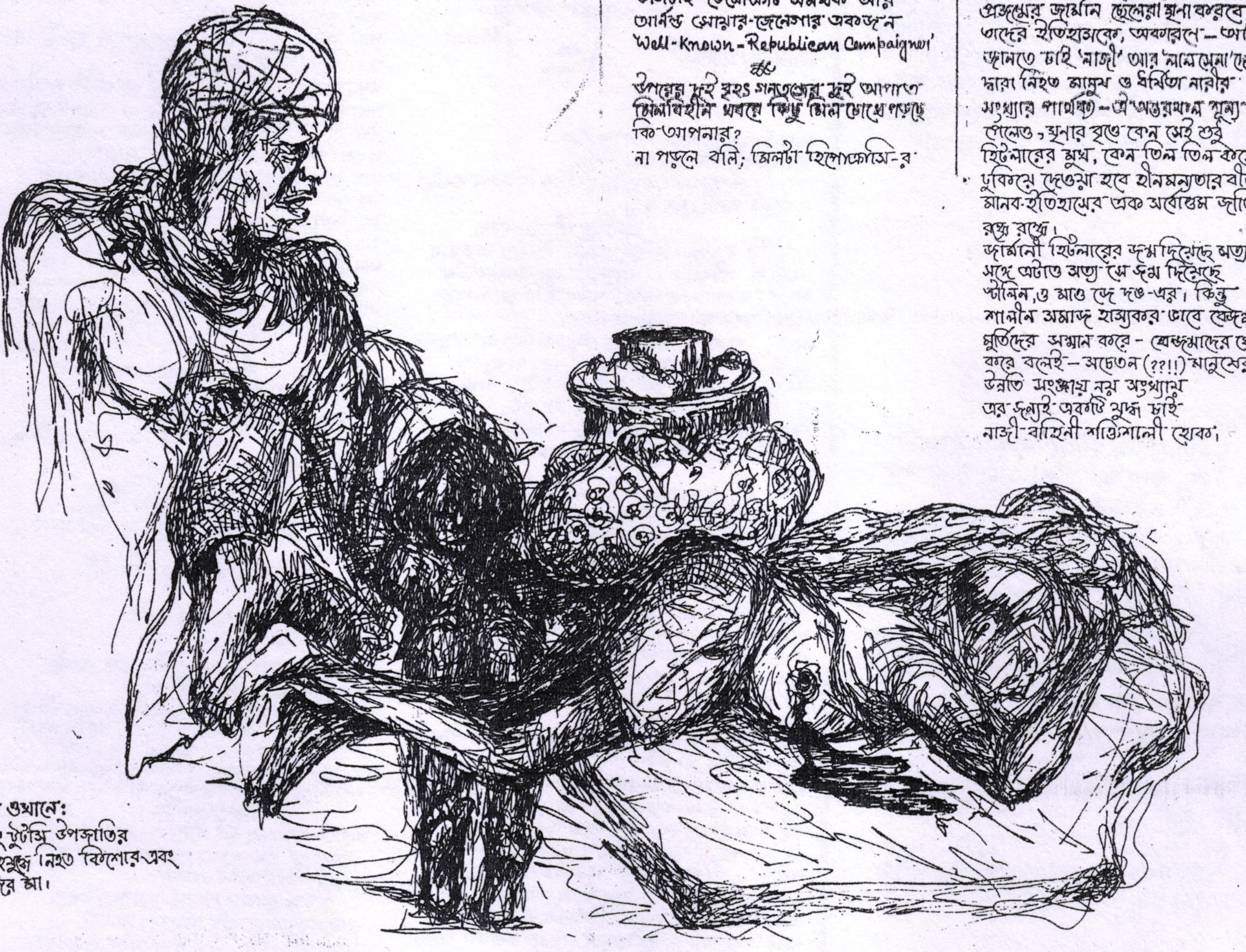
১৭৭৬ এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিক দলের প্রার্থী 'Bob Dole' হলিউডকে দায়ী করেছেন আমেরিকায় হিংসার বাড়বাড়ন্তের জন্যে। আঙুল তুলেছেন অলিভার স্টোনের - ন্যাচারাল-বর্ন-কিলার, টারান্টিনোর পাল্প-ফিকশনের দিকে; অথচ একটি দুম-ধাড়াক্কা মার্কা ফিল্ম 'ট্রু লাইজ' কে তিনি একটি পারিবারিক ছবি বলে যারপরনাই প্রশংসা করেছেন। তাহলে প্রশ্ন জাগছে কেন তিনি বাকি ফিল্মগুলো বা হলিউডের ওপর খেপালেন? আসলে হলিউডের বেশীর ভাগটাই ডেমোক্র্যাট সমর্থক আর আর্নল্ড সোয়ার-জেনেগার একজন 'Well-Known-Republican Campaigner'

উপরের দুই বৃহৎ গনতন্ত্রের দুই আপাত মিলবিহীন খবরে কিছু মিল চোখে পড়ছে কি আপনার?
না পড়লে বলি; মিলটা হিপোক্রেসি-র

উলুখাগড়ার প্রশ্ন

V-E Day

স্টাফ রিপোর্টার:
একইভাবে বিজয় উৎসব পালন ও প্রতি-পালন — বোমা তুলসীপাতাদের ইতিহাস- "যুদ্ধ যুদ্ধ" — যেমন গুটিকয় বোমারু বিমান একটি স্বস্তিকা চিহ্ন, আর মাটি ফুঁড়ে আকাশ ছোঁয়া ধোঁয়ার আছ — তিনটি ছোটো শট — মন্তাজ — "ভয়াবহ ভয়াবহ" — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ - ঘেন্না করো ঐ গোষ্ঠীটিকে — ঐ জাতটিকে, এই অলিখিত সত্য প্ল্যাকার্ড চোখের সামনে এবং চোখ বুঁজে বিশ্বাস করে যাই; করে এসেছি আমরা যেমন মোনালিসা পৃথিবীর সর্বোত্তম ছবি, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি - প্রথম শ্রেনীতে (বর্তমানে K.G ওয়ান-এর জন্য) ভর্তির বাঁধা আবারনু জ্ঞানের প্রশ্ন (অত্যাবশ্যকীয় G.K) তেমনই "ভয়াবহ ভয়াবহ"; অথচ এই তো সেদিন রাতে খাবার পর সোফায় বসে টিভিতে দেখা - সেই মৃত পাখী উপসাগরের তেলে ভাসমান ছবি - শুধু একটু 'ইস' - বেস্ট বেস্ট, অথচ কয়েক দশক পরে এ ছবিটিই একইরকম ভাবে হয়ে যাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মন্তাজের প্রথম শট। তখনও পৈতৃক উত্তরাধিকার প্রাপ্তরা "যুদ্ধ যুদ্ধ ভয়াবহ ভয়াবহ" — কেননা যুদ্ধবিরোধী হতেই হয়।
তবু আমি প্রশ্ন করতেই পারি কেউ পাত্তা দিক বা না দিক, কেন আমার প্রজন্মের জার্মান ছেলেরা ঘৃনা করবে তাদের ইতিহাসকে, সবকরনে — আমি জানতে চাই 'নাজী' আর 'লালসেনা'দের দ্বারা নিহত মানুষ ও ধর্ষিতা নারীর সংখ্যার পার্থক্য — ঐ অন্তরমহল শূন্য পেলেও, ঘৃনার বৃত্তে কেন সেই শুধু হিটলারের মুখ, কেন তিল তিল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে হীনমন্যতার বীজ মানব-ইতিহাসের এক সর্বোত্তম জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
জার্মানী হিটলারের জন্ম দিয়েছে সত্য সঙ্গে এটাও সত্য যে জন্ম দিয়েছে স্টালিন, ও মাও সে তুং-এর। কিন্তু শালীন সমাজ হাস্যকর ভাবে বেজন্মা মূর্তিদের সম্মান করে - বেজন্মাদের ঘেন্না করে বলেই — অচেতন (??!!) মানুষের উন্নতি সংজ্ঞায় নয় সংখ্যায়
এর জন্যেই একটি যুদ্ধ চাই
নাজী বাহিনী শক্তিশালী হোক।



এখানে ওখানে:
টুটু এবং টুটসি উপজাতির মধ্যে গৃহযুদ্ধে নিহত কিশোরে এবং আমাদের মা।

সম্পাদকীয়

ঠিক কতখানি প্রতিষ্ঠান বিরোধী আমরা হতে পারি ?। কতটা সম্ভব সচেতন ভাবে এই প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার যুদ্ধ ? বাধাটা কোথায় ? ঠিক কতখানি স্ববিরোধীমনে থাকে পলে অনুপলে বিচারে বুদ্ধিতে ? ওরা কারা ? আমার বাবা কাকা পরিচিত জনেরা যা যার সাথে পরিচয় হয় আজ নতুন - কেউ তো শত্রু নয় !

পুরোনো সহযোদ্ধা নিজেকে কমিউনিস্ট বলে দাবী করা এ প্রজন্মের যুবক বন্ধুটি যখন ছাদনাতলায় বিয়ের পিঁড়িতে, শুধু মেনু কার্ডে একটুকরো এবড়োখেবড়ো লাল রং ছড়িয়ে দিয়ে এবং তারপর অন্যদুই জনে তর্ক বাধে - যেখানে ঘটনার স্বপক্ষের বক্তার যুক্তি ছিল "কি হবে - এ সমস্ত ওপর ওপর গোঁড়ামি করে - মূল ব্যাপারটা না বদলালে এসবের অর্থ কি ?" মূল ব্যাপারটা কি ? কি সেই মূলগত সমাধান ?

'বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা' - ? সেটা নিয়ে দেওয়াল লিখন ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। ছাদনাতলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও - রেজিস্ট্রি - একই ব্যাপার - এই ব্যবস্থার কাছেই স্বীকৃতি চাওয়া। কি ধরনের আন্দোলন আমরা করতে পারি এবং কিসের এই যুদ্ধ ? — শুধু নিজের সাথে নিজে।

সচেতনতার অর্থ স্ববিরোধের প্রতিচ্ছবি — পরিস্কার। ভালো ছেলে খুব জানে, ভালোই জানে - ভুয়ো শিক্ষা - সব ব্যবস্থা, তবু খারাপ রেজাল্ট অসহ্য তার - দুঃস্বপ্ন, মাইনোরিটি - কারন তার প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও আত্মবিশ্বাস বা অহংচালনকারী।

কোন ব্যবস্থা নম্বর দেয় ? সব জানে সে - তবু কক্ষনো না। বলতে নেই নিজেদের এই দ্বিচারীতা। সম্মান পেতে ভালোলাগে - কে দেবে সেই সম্মান - কোন ব্যবস্থা ? না পেলে অপমানিত হই রিঅ্যাকশন, ওয়ৌচার সময় সময় প্রতিপক্ষ। কে শত্রু আর কে বন্ধু ? তুমি কাদের বিনাশ চাও ? তার চাইতে তুমি নিজেই মরে যাও - বইগুলোকে পুড়িয়ে দাও তারপর হেমেল এ ঢুকে যাও। তুমি বাঁচতে পারো না। সবজি হয়ে যাও

#

এটা কি ভাববাদের সান্ত্বনা ?
খুব সহজ সত্য - তাই না ?

#

সরাসরি বলি
শুধু দ্বন্দ্বগুলোকে ধরে রাখো - একদম সরাসরি যেমন ভাবে ভাবো ঠিক তেমন করে - যেমন করে কষ্ট পাও ঠিক তেমন করে।

না প্রেম নেই (সমালোচনা কোরো না) সামনে যুদ্ধ আছে - ভাবো রাস্তা কোথায় ?

এই দ্বন্দ্ব তোমার ধরা থাক দৈনন্দিনের পাতায় পাতায়

এই মুহূর্তে যে শিশুর জন্ম হলো সে হয়তো পারবে একটা বাঁশ উঁচাতে। দুই বিন্দুর মাঝের সুতোটা হঠাৎই হয়তো টান টান হয়ে পতে দেবে তাকে। তাই এসো বিন্দু দুটো জুড়ে রাখি সময়ের সুতো দিয়ে। এবং

দৈনন্দিন তোমার অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের মুখপত্র হয়ে উঠুক।

প্রকাশিত হোক তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধ ।।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখক তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা
আমাদের পক্ষ থেকে :



ছবি : শুভা

সোমনাথ চক্রবর্তী

শ্রাবনী চলে যাবে আজ তিস্তা তোর্সায়
পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট আছে গাড়ী
আমাকে স্টেশনে আসতে বলেছিল, কারন মিরাক্যল না ঘটলে
মোটামুটি এটাই শেষ দেখা।
ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে
পাগলীটা কাঁদছিল সেদিন, বলছিল নিখিলেশ পারবে না
আমাকে আটকাতে'। — ওকে বোঝানো অসম্ভব ছিল
অথবা বোঝাবার প্রয়োজনই বোধ করি নি যে আমার
পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে।
অথচ দুবছর চাঁদ পেড়ে আনবার স্বপ্ন নিয়ে আমরা দুজন
ভিক্টোরিয়া - আউটরাম - বইমেলা .... যাক্‌গে ওসব।
এপ্রিলের মাঝামাঝি এই দিনটা যথেষ্ট তেতে উঠেছে
পকেটে টিউশানির মাইনের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ,
বয়সটা বেড়েছে, তাই বিনামূল্যে ভাতের থালাটা দেখতে অসম্ভব
লজ্জা পাই বলে মাইনের বেশীরভাগটা অ্যানিমিক মা'র রোগা
হাতে।
ট্রেন আসছে, হাবড়া লোক্যাল, টিকিটটা কাটলে হয়
কিন্তু শ্রাবনীর চোখের দু এক বিন্দু মুক্তোর টানে - আমার
বুকের অস্থির দুরন্তপনাটা বাড়লে ? নিদেনপক্ষে একটা
প্যাকেট চারমিনার তো চাই, ট্রেনটা স্টেশানে ঢুকলো,
উঠে পড়ি তো।
ভিড়ের মধ্যে এগোচ্ছিলাম... তখনই "এই যে টিকিটটা দেখি"
তার সঙ্গে কানে এল, মাইকের নারীকন্ঠ '৩৪৫১ UP তিস্তাতোর্সা
এক্সপ্রেস ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২টো ২৫ মিনিটে ছাড়বে'
আড়চোখে দেখলাম কালো কোটের ঘড়িতে পৌনে দুটো,
ইচ্ছে করছিল না উত্তরটা দিতে তবু দিলাম।
"মানে... টিকিটটা তো কাটি নি"
কালো কোট তাচ্ছিল্যে কুঁচকে যাওয়া ভুরু নিয়ে বলে উঠলো
"হুঁ ফাইন দিন ৫১ টাকা"
বোকার মত বকবকিয়ে উঠলাম "আমার কাছে তো অত টাকা নেই"
চার পাঁচজন উৎসাহী মানুষ দেখছে "কত আছে পকেটে" ?
কী রকম যেন ঢুকরে গিয়ে উত্তর দিলাম "পাঁচ টাকা.."
চার পাঁচ উৎসুক মানুষ শুনলো "আপনি তো ভিকিরির অধম
মশাই", উল্টোদিক থেকে একটা ধাক্কা আসছিল -
কালোকোট আমাকে একজন সুকেশ যুবকের সামনে ঠেলে
দিয়ে বললেন "এই সূর্য, এই মালটাকে দ্যাখ্ তো"
বলেই অন্তপায়ে এগিয়ে গেলেন - খেয়াল করলাম কালো-
কোটের সরু চোখটা হায়নার মত,

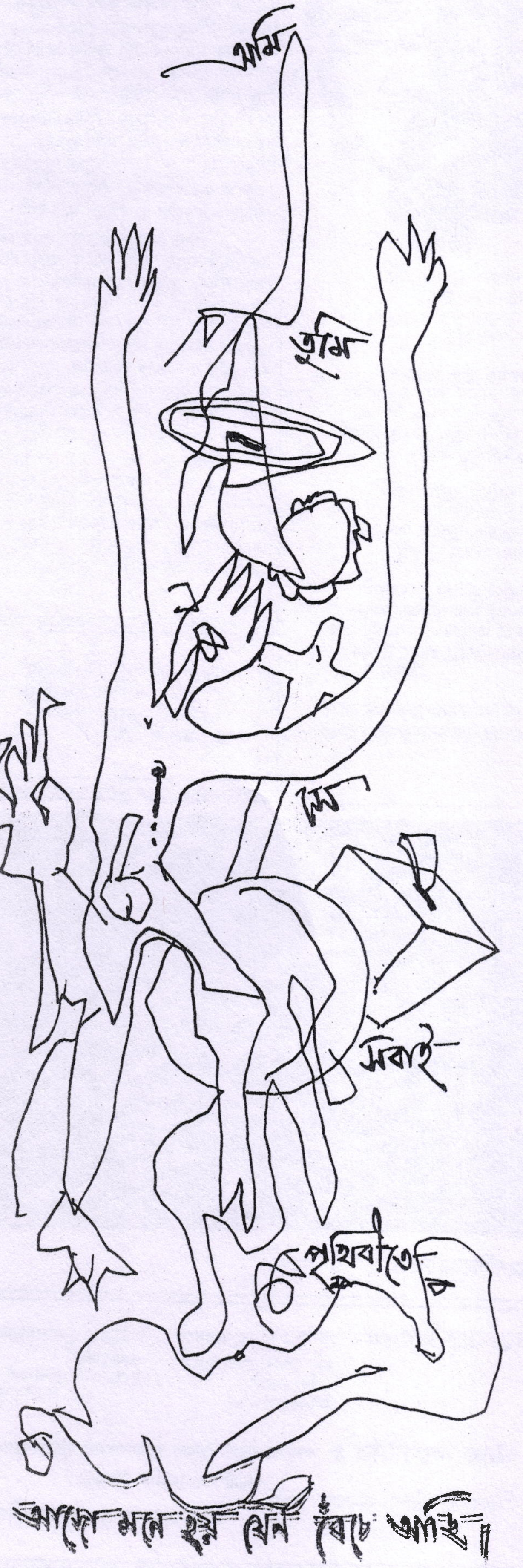
সুকেশ যুবকটির মুখে একটা নৃশংস শীতল ছাপ
নিবিষ্ট মনে কয়েন গুনছে,.... অনেকগুলো -
ওগুলো বোধহয় কিছু ফাঁকাবাজী তার আমারই মত হতভাগ্যে-
-র পারানির কড়ি
শুনতে পাচ্ছি ৩৪৫১ UP তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস.... ....
আড়চোখে দেখতে পাচ্ছি, রেলের ঘড়িতে দুটো বাজতে পাঁচ
"হ্যাঁ আপনি টিকিট কাটেননি কেন ?"
যুবক আমাকে দেখতে পেয়েছে।
এবার একটু সহজ হলাম কারন প্রশ্নটা নতিয়ের ঘোমটা মানায়
না "কি করবো পকেটে পয়সা নেই"
"কোথায় যাচ্ছিলেন ?" যুবকের চোখে মজার ছোঁয়া
একবার ভাবলাম সত্যি বলবো, শুনেছি প্রেমের জন্য সর্বস্ব
কিন্তু যুবককে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।
যদি বলে ওঠে "আপনাদের প্রেম মানে তো, ঝোপের আড়ালে..
চোয়াল শক্ত হলো, বললাম, কলেজ থেকে ফিরছি
অদ্ভুত ভাবে অনেক যুবক হেসে উঠলো
পাশের যে লোকটাকে খেয়াল করি নি তার দিকে হাসি মেশানো
মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো যুবক "শুনছেন প্রদীপদা এ মাল নাকি হবে
চেহারার ছিরিটা দেখুন" — লোকটা মরা মাছের দৃষ্টিতে
আপাদমস্তক দেখে বলল "ছেড়ে দাও সূর্য, ও একটা টিপিক্যাল
বেকার" আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ প্রদীপ লোকটার
পিঠে রাঙোরঙা হাসিমের ডানা, ও কি করে বুঝলো ওরা"
আমাকে ছেড়ে দিলে আমি ভীষন-ভীষন খুশী হবো।
তাহলে যুবকটিকে জানে আমি শ্রাবনীর কাছে যাবো।
এখনও তবে কোন ও কংগ্রেস-এর জিন্দাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে,
কোন কলেজ ?... প্রিন্সিপাল কে ? ... কিসে পড় ?
মাইকে শুনতে পাচ্ছি ৩৪৫১ UP তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস....
দেখতে পাচ্ছি রেলের ঘড়িতে এখন দুটো দশ।

আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি শিথিল হয়ে পড়ছি
আমি ভেঙে পড়ছি আমার কান্না পাচ্ছে - কানের কাছে
বাজছে অসহ্য নারী কন্ঠস্বর - ৩৪৫১ UP তিস্তা তোর্সা
এক্সপ্রেস ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে... আমি বুঝতে পারছি
আমি ভেঙে পড়ছি, 'সুকেশ যুবকের চোখে একটা মরা
পিঁপড়ের ভাসমান দেহ' আমি বুঝতে পারছি আমার
কান্না পাচ্ছে, রেলের ঘড়িতে দুটো কুড়ি -

আমি ভেঙে পড়লাম তাসের ঘরের মত "ছেড়ে দিন
দাদা পায়ে পড়ছি ছেড়ে দিন"
মুখে নৃশংস শীতল হাসি, সুকেশ যুবকের পুরু ঠোঁট নড়ছে
ও কি বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি না,
এখন আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে যন্ত্রবাহিত নারীকন্ঠ
৩৪৫১ UP তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস..... ! শয়তান দয়া কর।
যুবকের কথাগুলোকে আমার চেতনায় আছড়ে পড়তে দাও
ঐ তো শুনতে পাচ্ছি.... কত আছে পকেটে ?
পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম পাঁচ টাকা, পাঁচ টাকা
"চেঁচাচ্ছেন কেন ? টাকাটা দিন।"
আমি দেখছি আমার হাত পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে যুবকের দিকে
"যান চলে যান এবার থেকে টিকিট কাটবেন "
আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো কি কথাটা "ইউনিফর্মড চোর ",
বলতে পারবো না কারন আমার মুক্তির আনন্দে হঠাৎ
করেই গরমের দুপুরে শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।
আমি এখন ছুটছি, হ্যাঁ অশ্বের মত ছুটছি — কানে ভেসে
আসছে অন্ধ, ষাঁড়, পাগল — আমার বয়েই গেল, আমার
লক্ষ্য ৯ নম্বর ৯ নম্বর আমার শ্রাবনী
আমি ৬ নম্বর পেরিয়ে যাচ্ছি
আমি ৭ নম্বর পেরিয়ে যাচ্ছি
আমি ৮ নম্বর কিন্তু.. একি। মাইকের নারীকন্ঠ চুপ
তবে কি ? হতে পারে না হতে পারে না
শ্রাবনী একটু দাঁড়াও আমি আসছি —
৯ নম্বর এ পৌঁছে দেখি গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে
একঝলক দেখলাম, ডিজিটাল ঘড়িতে দুটো সাতাশ,
শ্রাবনী কই ? ওই তো, না না চোখের ভুল
শেষ কামরাটা এখনও প্ল্যাটফর্ম ছাড়েনি,
আমি দৌড়ই .....
আমি কিছুটা দৌড়ে থেমে গেলাম
আসলে থেমে যেতে হল
দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে গাড়ী... আর শ্রাবনী
ম্যাজিকের মত হাওয়াটা উধাও
আমার কী রকম যেন করছে — আমার কি রাগ হচ্ছে ?
নাকি দুঃখ ? নাকি গলার কাছে দলা বাঁধছে কান্না
এখন আমি কি করবো শ্রাবনী ? বাড়ী যাবো ?
হ্যাঁ আমি এখন বাড়ীই যাবো শ্রাবনী
ঘরে গিয়ে গজগজ করবো, একটা কাঁচের গ্লাস ভাঙলেও
ভাঙতে পারি -
তারপর আধখানা চাঁদ উঠলে জানালার ধারে এ বসবো
আবেগের ঝোঁকে আমাকে খবর পাঠাতে হবে
খবর পাঠাচ্ছি আমি শ্রাবনী...
মেঘবর তোমার দরজায় কড়া নেড়ে বলবে
"আবার দেখা হবে" তুমি দেখে নিও শ্রাবনী
"মিরাক্যল" ঘটবে... মিরাক্যল ঘটবে দেখে নিও।

জীবন

সৌম্যদীপ



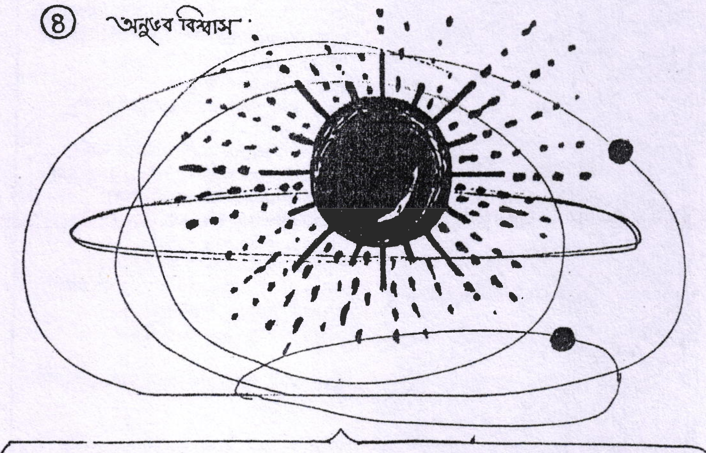
আজো মনে হয় যেন বেঁচে আছি।

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

৪ অনুভব বিশ্বাস



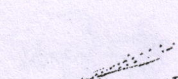
এতদ্বারা অনুগ্রহ প্রার্থনার পর পুনরায় অনুপ্রবেশ 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' গাছে: আমি কোনো হযবরল-র দ' গলায় ঝাঁপিয়ে বসে আছি। সেদিন যখন রীতিমত পাপী পাপী মুখে সম্পাদকের স্যাঁতস্যেঁতে ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম, দেখি তিনি আগাপাশতলা ভালোমানুষ গোছের একটি সমবয়সী ছেলের মাথা চিবোচ্ছেন "একটি ছেলে বেকার সমস্যা কিভাবে অনুভব করে Higher Secondary-র প্রবন্ধ লেখার style এ, নাকি মাসিক দু হাজার রোজগারের অভাবে একটি মেয়ে যাকে নিয়ে আভ্যন্তরীন সেই চার অক্ষরের বাসস্থানের ইউটোপিয়ায় ঢুকতে কোনো বাধা নেই - যেন সবকিছু - সবচেয়ে দামী একমাত্র অর্জন; তাকে তারই মত অথচ কোনো ভাবেই তার মত নয় একটি সুপাত্র এসে নিয়ে যায় তখনকার যন্ত্রনার অনুভবে" - ছেলেটি সত্যিই ভালো শ্রোতা - "তবেই বলো আমাদের কাগজে আমরা কিভাবে প্রকাশ করবো এই সব বিষয়গুলো - স্পষ্ট? স্পষ্ট কথা চাই?! - তাহলে নেতাদের বক্তৃতা শুনে হাসো কেন? আমি তো বাবা তোমাদের চাকরী দিতে পারবো না - বা তার পথ বলে দিতে আস্পেশান ও নয় - তবে তো সবার আগে আমিই সেটা নিয়ে নিতাম - ঠিক কিনা বলো? 'আমি শুধু এটুকু জানাতে পারি, তুমি একা নও - আমি একা নই - আর যদি আঙ্গিকগত কোনো ত্রুটি থাকেই - তার মানে তো এই নয় যে প্রচেষ্টা-টাই ভুল - তুমি এসো - শুরু করে দাও - তোমার কথা তোমার মত করে লেখো"

আমি তখন ও সব চক্ষুলজ্জা-টজ্জা ঝেড়ে ফেলেছি গত সংখ্যায় যা করেছি বেশ করেছি মিথ্যে তো কিছু লিখি নি - যা মনে হয়েছে তাই-ই - "তবে অনুভব-অনুভূতি বা অনুভবগুলো সব একই রকম সবার মধ্যে তাই বাচনভঙ্গীতে অত বেশী বিশেষত্ব আনয়ন, তোমায় তোমার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতই করবে শুধু - অবশ্য যদি তুমি বলো যে আমি এটা জোর করে তোমার উপর চাপিয়ে দিয়েছি, তবে অবশ্য কিছু বলবার নেই" 'না - মানে আজ আমি আসি আগামী সংখ্যার লেখাটা কয়েকদিন পর নিয়ে আসবো' - তারপর তো চলে এলাম বাইরে এবং তারপর আমার যাত্রা শুরু হল, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে।

একজন দুঁদে সাংবাদিকের মত ইন্টারভিউ নেওয়া শুরু হল আমার। এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যগুলো আমি আমার মত করেই লিখতে বসলাম।

অর্কপ্রতিমকে আমার ভালোলাগে
সূর্য একটি প্রতিষ্ঠান - অর্কপ্রতিম সম্পূর্ণত প্রতিষ্ঠান বিরোধী।
যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান; যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক নীচতা, অসভ্যতা, নোংরামী নিয়ে সে বর্তমান সমাজের চালন পদ্ধতির শক্তিশালী অঙ্গ।
অর্কপ্রতিমের বাবা ঘুষ খেতেন না এবং সততার গর্ব তাঁর রয়েছে পুরোমাত্রায় - যদিও তাতে সৌরজগতের মূলগত কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয় নি - তা আরও আরও সুসংহত প্রতিষ্ঠান রূপে বিরাজ করছে
অর্কপ্রতিমের বাবা এই সৌরজগতেই বসবাস করে এখনও বেঁচে আছেন - এবং অর্কপ্রতিমের জন্ম দিয়েছেন।
অর্কপ্রতিম আজ তার বাবার সমবয়স্ক এবং সে বাবাকে প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই দেখে - বাবার সততার দম্ভে সে থুতকার করে এবং অর্কপ্রতিম এই সৌরজগতেই বেঁচে থাকে।
পার্থক্য এই, অর্কপ্রতিমের সমস্ত কাজ তার পিতার প্রতিসম হলেও সে সততার জন্য গর্ব করতে পারে না - সে এই প্রতিষ্ঠানের চিহ্নিত জ্যোতিষ্ক হয়ে ওঠে এবং সততার গর্ব করে না — শুধু নিজের অসততার ছবি ধরে রাখে তার ভাবী প্রজন্মের জন্য
সে সোজাসোজায় দ্বন্দ্বটাকে ধরে —একচক্ষু না হয়ে।
মনেতেই হয় অর্কপ্রতিম তার পিতার চেয়ে উন্নীত হয়েছে একটি পদক্ষেপ।
কিন্তু অর্কপ্রতিমের এই দ্বন্দ্বের ছবির পেটেন্ট প্রতিষ্ঠান পেয়ে যায় এবং হু হু করে বেড়ে যায় তার বাজার - বেচারী অর্কপ্রতিম তার নামটির অর্থ আজ তার বাচ্চা ছেলেটির চোখে দেখতে পায় - এবং সে চায় ধ্বংস হতে।
আদপে অর্কপ্রতিম সর্বদা স্বপ্ন দ্যাখে - দুঃস্বপ্ন।

এজন্য অর্কপ্রতিমকে আমার ভালোলাগে।



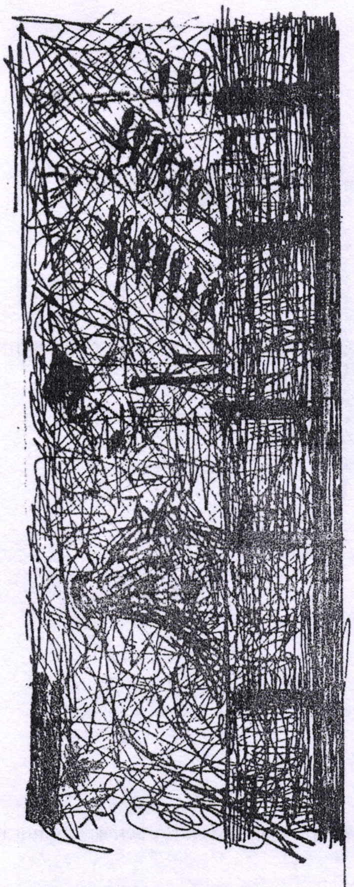
মোনালিসার অর্কপ্রতিমকে ভালোলাগে।
মোনালিসাকে আমার ভালোলাগে না।
আমাকে মোনালিসা-র কেমন লাগে আমি জানি না।
আমাকে অর্কপ্রতিমের ভালোলাগে।
এবং অর্কপ্রতিমের মোনালিসাকে ভালোলাগে।

আমরা সবাই এই সৌরজগতেই বেঁচে বর্তে আছি, শুধু কেউ কেউ আমাদের অলীক মানুষ ভাবে।

(ক্রমশ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



স্টাফ রিপোর্টার : ফ্রী স্কুল স্ট্রীট : ২৩/৬/৯৫
মির্জা গালিব স্ট্রীটে আজ সকাল শুয়োরের বীভৎস চিৎকার।
কারন গতকাল আনন্দবাজার.......
গতকাল মানিকতলায় বীভৎস সন্ত্রাস।
কারন আজ বর্তমান

আজ যখন শুয়োরগুলোকে অদ্ভুতপদ্ধতিতে-অথবা পদ্ধতিগত ভাবে প্রথমে পেছনের পা দুটো ধরে - তারপর কাত করে ফেলে, ...
রগ টেনে ধরে, এবং চার-পা একসাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা - এইসব চলছিল রুমাল বের করতে হল না - বরং ডুকরে হাসি হাহা - হোহো - হিহি - কারন আনন্দবাজরের ঐ বাড়ীটায় রোজ চায় বসে থাকা শ-দুয়েক চিলের ছবি তুলতে ভুলে গেছিল - আর ছবিটি ছিল "নিজস্ব চিত্র" - আজ চিলেরা বসে নেই "আমরা বিষয়টির উপরে নজর রাখছি" মার্কা - সরকারী চক্কর চলছিল।
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মানিকতলা নাকি মেয়র ওয়ার্ড প্রতিদ্বন্দ্বী - কি যেন নাম - সুনীলবাবু সুস্থ হলেই - চিলেরা আবার নামবে আশা করি।

অতএব কোনোমতেই নিজস্ব সংবাদ বলা চলে না, কারন
(একটু আগে বনগা লোকাল, জ্ঞানবজোরের বাসে যদিও শুয়োর ছিলাম আমি) এইমাত্র মানুষ হয়েছি।

টাটা টাডা টা টা

স্টাফ রিপোর্টার :
বাচ্চা ছেলেরা মনের আনন্দে খেলছে
হাতে 'অ্যাসাল্ট রাইফেল', কত নাম.....
ধবধার বোঝ নেই, ডিসুম...ট্যা-ট্যা-র‍্যা-র‍্যা
আর মাঝে চেঁচাচ্ছে 'টাটা...টাডা'...
কয়েকদিন আগে ওদের হাতে তীরধনুক ছিল, লোকশিক্ষার অঙ্গ T.V শিক্ষা অনুযায়ী বলতো 'জয় শ্রীরাম'।
টাডা ব্যাপারটা কি?
পুরো কথা ছাড়া আমিও বিশেষকিছু বলতে পারি না —
জামাই টকানো একটা আইন বটে!
আপনি বিনাকারনে রাগ ওগরাতে চান
ওগড়ান ও বমি করুন টাডা
এবং তারপর নির্বাচন......
পুরোনো রাগী বাবু টাটা.....
এরপর পাশের বাড়ীর কর্তা চ্যাচান:
টাডা হটান; নচেৎ বাড়ীর গৃহিনী অর্থাৎ জনগন খেদাবে আমায়
এটাই টাডার প্রকৃত ছবি —

টাডা টাটা জানিয়েছে টাডা ব্যবহারী রাগী সরকারকে।

আমি ব্যাপারটাকে খোলামেলা করি
মুসলিমদের ভোট টানতে টাডা — ^
'টাডা হটাও'
টাডা মুসলিম নিপীড়ন যন্ত্র
আমার বন্ধু নেতা মৌলবী জনাব...
(নাম বলবো না)
... সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বীজ বপনে চেঁচালেন : টাডা হিন্দু নিপীড়ন যন্ত্র কারন, ১৭৫০০ জন হিন্দুধর্মীয় দলের কর্মী টাডাতে গ্রেপ্তার হন

এদিকে আমাদের রাগী কর্তাও হারাতে চানন টাডা আক্রান্ত বন্ধুদের
সুতরাং টাডা হটাও
এবং এর্নাদি না ঋনাদিও চ্যাচাচ্ছেন
(কী বলবো চ্যাচানো বা আবদার করছেন)
হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও করছি টাডা বুঝিনা বলে
এবং আমার পাড়ার ছেলেরা নির্ভয়ে অ্যাসল্ট টয় খেলবে বলে।

কাশ্মীর, নির্বাচন, এবং

স্টাফ রিপোর্টার :
ভারতের ভূস্বর্গ অর্থাৎ কাশ্মীর এখনও উত্তাল
বর্তমানে ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় গনতান্ত্রিক ডাক্তার মি: টি.এন. শেষন-এর মতে: নির্বাচন পারে এ অবস্থা নিয়ন্ত্রনে আনতে এবং ওরাও চান.......
নরসিংহ, কে.ভি, ও ফারুক
সিংহের অহেন গর্জনের কারন
সংবিধানের পরিবর্তন অভাবে চলমান হলে ফুঁ দিলে বিচুনীসেবনের সম্ভাবনা আছে
(ইতিপূর্বে তিন থেকে চার, চার থেকে পাঁচ এ স্থানান্তরিত হয়েছে সময়সীমার জেল)
ফারুক আবার ক্ষমতা চান
কিন্তু কে.ভি — 'না পদত্যাগ করছি না'
এরকম দৃঢ় নির্বাচনের ব্যাপারে
গনতন্ত্রের সেই 'গন' জনগন
ওরা চান কি নির্বাচন ?
নাগরিকত্বর সাথে অদ্ভুত ও অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সুখ ওরা অর্জন করেছেন
তাই অতীত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান
(শা)সবেই অবিচল



বেশ করেছি ঘুষ খেয়েছি,
আবার খাবো ঘুষ।
পুলিশ হয়ে ঘুষ খাবো না
চুষবো লবেঞ্চুস !

সাহস বটে ট্রাকওয়ালাটার
এত সাহস কি আর সহ্য করতে পারি?
'ঘুষ না দেওয়া' Pure Crime
তাই শাস্তি দিতে রাস্তায় তাকে
জ্যান্ত পিটিয়ে মারি।

বেশ করেছি রেপ করেছি
আবার করবো রেপ।
শীতের রাতে ঘুরবো আমরা
তোমরা টানবে লেপ ?!

তাই ফুলবাগানে যা হয়েছে
সারারাত ধরে হাসিনা দুরমুশ
এরকম আরও হচ্ছে, আরও হবে
আপনারা মিথ্যে রটান পুলিশ বেশ্যা
পুলিশ কাপুরুষ।

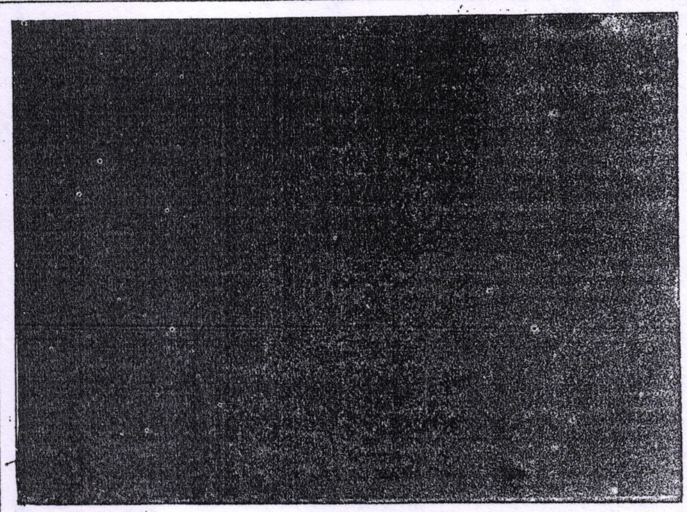
আসুন আমাদের পুরুষত্ব স্বাদে
যে কোনো থানায় এসে দেখে যান

নয়না - সাহানি :

স্টাফ রিপোর্টার :
গোকরা মাংস খেতে খেতে দেশীয় জন্তুগুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারন করাটা ভারতীয় নেতাদের অভ্যাস প্রায় বৈদিক আমল থেকেই। কাজেই ঐতিহ্য ব্যাপারটা ছিলই, কিন্তু তাছাড়াও মানতেই হবে সুশীল নেতাটির ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী ক্ষমতা - নিখাদ পশ্চিমী ধাঁচে সুপক্ক নারীমাংসকে তিনি মিলিয়েছেন ট্রাডিশনাল ঘি-এর সাথে - আর চাপিয়েছেন তন্দুরে যাতে চাপাটির মতই পুরু হয়ে বেরিয়ে আসে দাউ দাউ জ্বলন্ত তৃপ্তিকর প্লেট। এ বারবিকিউয়ের ট্রপিক্যাল উত্তাপ জাতির পিতা পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য।

কিন্তু এমনটা করলেন কেন তিনি? সাদাসিধে ককটেলটি বুঝতে পারে না এই খেয়ালখেলা, বুঝতে পারে না শয়তান যে চমকে শিউরে উঠলেও বহুকাল ভুলেছে ক্যানিবালের বোধাতীত উল্লাস। ইতিমধ্যে ফুরফুরে হাওয়ায় উড়তে থাকে পাশকাটানো পাঞ্জাবীর দল আর সচাচড়ায় বাড়তে থাকে সরকারের আর আমাদের সকলের দাড়ি। আমরা দাড়ি কামাই না কারন আমাদের স্কুল-কলেজী ইতিহাসবোধ একে বিচ্ছিন্ন নারকীয়তা ছাড়া কিছু বলতে রাজী নয়। আর ক্ষুর ধরলেই আমাদের বিচ্ছিরি নারকীয় সব স্মৃতি আসছে আজকাল। আমাদের নির্লিপ্ত দাড়িতে খেলা করে যায় তার শ্বাস, আর নয়নসমুখে যে নেই; নয়নের মাঝখানে রয়েছে যে তাই।

অনিবার্য কারনবশত: দৈনন্দিনের পঞ্চমসংখ্যা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হেতু আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।



দৈনন্দিনের লেন্স :

দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন প্রোগর্বের মুখপত্র হয়ে উঠুক ।।

যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযত্নে : সুদীপ্ত সরকার
৮৮, কে.সি. বোস সরনী
বেলিয়াঘাটা
কলিকাতা - ৮৫
আপাতত যোগাযোগ
কফিহাউস,
বৃহস্পতিবার বেলা ৫ টা থেকে ৮ টা

স্টাফ রিপোর্টার : পার্থ ব্যানার্জ্জী, সৈকত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত সরকার
নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
বিশেষ সংবাদদাতা : সোমনাথ চক্রবর্তী
সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মন্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

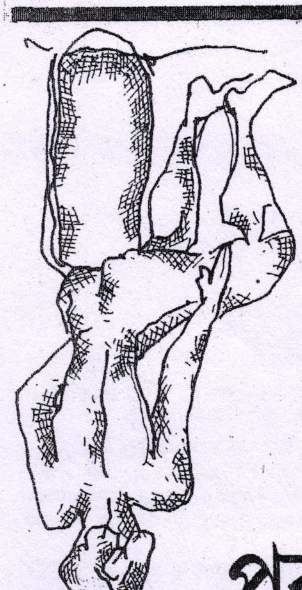
> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোস্লাভ হোলুব

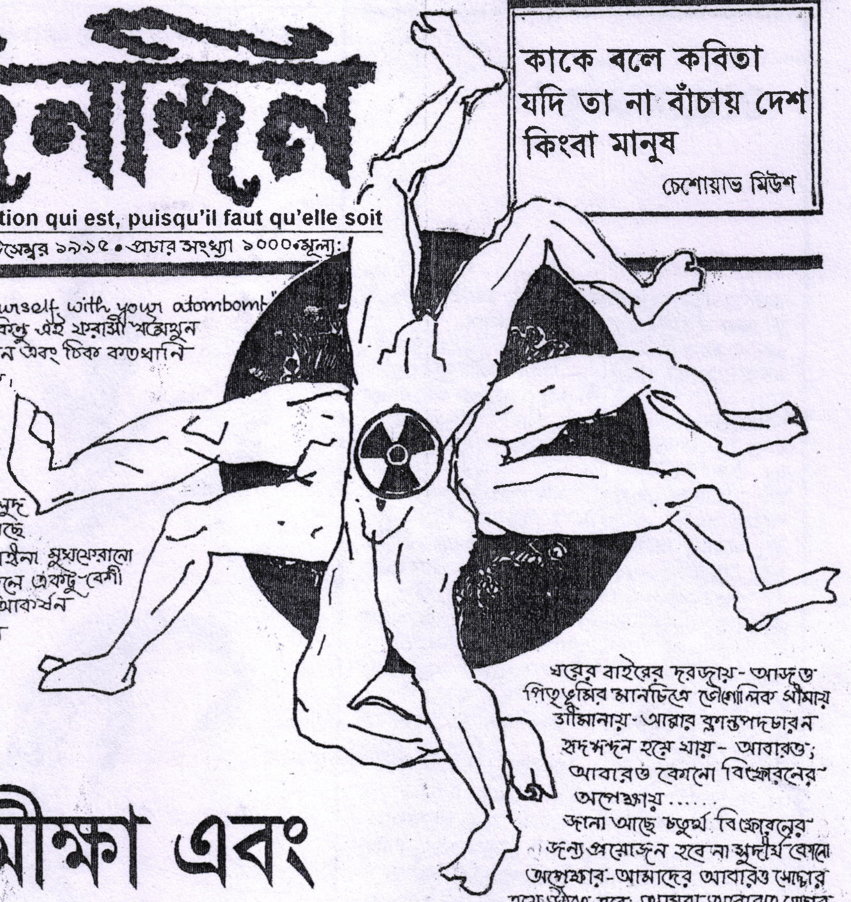
দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

দ্বিতীয় বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ডিসেম্বর ১৯৯৫ • প্রচার সংখ্যা ১০০০ • মূল্য:





গীনসবার্গীয় "Go and fuck yourself with your atombomb" না হয় আমেরিকা মেনে নিল কিন্তু এই ফরাসী খচ্চর শূল আপনার ও আমার। কেন এবং ঠিক কতখানি বিরোধীতা- একটু ভেবে দেখা যাক।

আসুন আপাতত প্রথাগত সাংবাদিকতায় আপনাদের নিয়ে যাওয়া হোক তাহিতিতে; যেখানে 'মানাও তুপাপাও' কিসের ভয়ে হলুদ ছোটো ছোটো জাদুফুল ছড়িয়ে আছে আর বেগুনী বিছানায় বেশবাসহীনা মুখফেরানো মেয়েটি তার সৃষ্টিকর্তাকে প্রেক ভুলে একটু বেশী উচ্ছকিত উলঙ্গতায় আমাদের আকর্ষন করছে। আমাদের সঙ্গে আছেন পল গগ্যাঁ as a special correspondent:

ঘরের বাইরের দরজায়- আজও পিতৃভূমির মানচিত্রে ভৌগোলিক সীমায় তীমানায়- আমার ক্লান্তপদচারন হৃদস্পন্দন হয়ে যায়- আবারও; আবারও কোনো বিস্ফোরনের অপেক্ষায়......
জানা আছে চতুর্থ বিস্ফোরনের জন্য প্রয়োজন হবে না সুদীর্ঘ কোনো অপেক্ষার- আমাদের আবারও সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে; আমরা আবারও সোচ্চার হয়ে উঠবো:

STOP IT STOP IT CHIRAC..

PASSIVE TODAY RADIOACTIVE TOMORROW

PASSIF AUJOURD'HUI RADIOACTIF DEMAIN

পরমাণু সমীক্ষা এবং

আমরা দেখেছি এক বিচ্ছিন্ন তাণ্ডব যাকে সাদা ভাষায় দাঙ্গা বলা যায়, যা এখন এই ফ্রান্স অধিকৃত পলিনেশিয়ার রাজধানী তাহিতিতে; পরমানু বিস্ফোরন-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- আদপে মিলে আছে মূল জাতিগত বিদ্বেষ যাকে মৌলবাদ বলা চলে- মরুরোয়া প্রবালপ্রাচীরের যাবলের খবর এখনও প্রমানিত নয় - উনি শান্ত পুকুরে তাহিতি মেয়েদের স্নানদৃশ্য আঁকছিলেন তাতে পাশে বসা কুকুরটা হঠাৎই ঘেউ ঘেউ করে উঠলো - 'ছেই' বলতেও বাধলো যেন এক আত্মগত তন্ময়তায় উনি দনোভিকে বলে চলেছেন "জানো, পেন সরকারে 'গুয়ের্নিকা'-র প্রদর্শনী করতে দিতে অস্বীকার করেছে - ওটা তো ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধাচারন, আজ শিরাকের সাথে তা আপত্তিকর -হো: হো: আমার হাসি পায় জানো - এই আমরা যারা ছবি আঁকি তাদের কথা ভাবলে- কিছুদিন আগেই পাবলো ছবি আঁকার আগে ক'বার সঙ্গম নাকি ধর্ষন করতো তাই নিয়ে হৈ-চৈ অথচ গুয়ের্নিকা পবিত্র আজকের অপবিত্র মানুষ তা পাবে না।" "ও ছিল এক চরম ফ্যাসীস্ত তার সম্মোহে তাই তো তোমরা আজও শ্রদ্ধা করো না কি ভয়-" এক ম্লান গোধূলীর ওড়াচিল হাসি ওঁর ঠোঁটে - আমি নির্বাক সমুদ্রমুখী, জল কি ফুটছিল ?!

আমরা পেছন ফিরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নি:শব্দ - হঠাৎই একটা উৎরাই এর পর তিনজন লালমানুষ কালোপ্রান্ত রেখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা বড় ঘিরে মুহূর্তে শিহরন মস্তিস্কে, ওটা বোমা পরমানু বোমা- মিডিয়ার দৌলতে ওকে আমি চিনি - আমরা দুজনে ওদের হাত ধরলাম- গোল হয়ে নাচতে লাগলাম আমরা- কিছু বুঝতে পারার আগেই- আবর্তন গতির সাথেসাথে ধীরে ধীরে যখন আমাদের শরীর হয়েগেল লাল আমি যেন ছিন্ন অচেতনে বুঝলাম আমরা পাঁচজন মাতিসের ক্যানভাসে। - আওয়াজ শুনলাম খসখস উনি লিখছেন

The Dance এরপর of life around আমাদের মুখে, আকাশ থেকে গড়িয়ে নামতে লাগলো নীল - গতি হচ্ছে ধীর কী যেন একটা- ওটা তেজস্ক্রিয়তা আমাদের নিষ্ক্রিয় করছে, শুষে নিয়ে। 'হুলা হুলা হুপ' বিকট এক চিৎকারে ফিরলো হুঁস আমি আর উনি পাশাপাশি শুয়ে খোলা আকাশের নীচে - ধড়মড় করে উঠে বসলাম;
কখন সন্ধ্যা নেমেছে -
না: সন্ধ্যা নয়
আমি তো জানিই এটা Total Solar eclipse একটা চশমা খুঁজে নিতে হবে আমায় - অদ্ভুত আবছা জলজ আলো শিরশির বাতাস,

তৃতীয় বিস্ফোরনের পর হাবল স্পেস টেলিস্কোপের তোলা M-16 এ ঈগল নেবুলার ছবির সুবিশাল প্রিন্টের আবছা আলোয় মিশে গেলাম আমরা- তিনটি গ্যাসীয় স্তম্ভ হাইড্রোজেন আর ধুলোবালি- পরিবেশ রক্ষা করো পরিবেশ রক্ষা করো- নক্ষত্রের আঁতুড় ঘর এটা - অগন্য; ঠিক কি কি ধরনের বিস্ফোরন ঘটিয়েছে এই দেশ অদ্যবধি- সে প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা টেলিস্কোপের মাঝের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে Microfilm ডেভালপ করে- কম্পিউটারের কৃত্রিম মস্তিস্কে নির্দেশ পাঠিয়ে বসে পড়ি মনিটরের সামনে

মাতিস	বদলেয়ার
দেগা	র‍্যাঁবো **
সেজান * *	
পিকাসো	অরাগঁ
	এলুয়ার

** মালার্মে ...

Excuse me

আসুন আলমারী থেকে বার করে পড়ি এলুয়ারের 'গোর্নিকা বিজয়' - ন্যাপথলিন এর গন্ধ ছাপিয়ে- একটি মিলভার ফিস...

"মৃত হৃদয় উল্টে পড়েছে"

"আহ কী চমৎকার জগৎ ধ্বংসের পর"

ফিসফিস......ফিসফিস......

বুড়ো শতাব্দী কান পেতে আছে আঁতুড়



দৈনন্দিন শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে:-

সম্পাদকীয়

আবারও নতুন, ও পুরাতন ধৃতকুংশীয় জোর্দ এবং পরবর্তী যুগসকল দীর্ঘজীবিতায় মৃতবৎ শীতঘোলসে।
আহ্লাদে জোমার শিকলভেঙে অনুভূতির অভ্যন্তরে ডুব দেবার প্রয়াস প্রায়শই আত্মহত্যার সামিল- যেমন যুদ্ধ থেকে শান্তি- অথবা খানাখন্দ সাত যেন্ন সেয়ে ওঠা- সাদা কেথায়ে বিপাদজনক- বিপাদজনকই বমানিয়ার এই কাজসে শান্তি এ মুহূর্তে- বিপাদজনক এই জানা যে তামিল সঙ্গীরে বেঁচে থাকবে না কারন স্রোতপাতের যাবতায় চোরাস্রোত তাদের বিরুদ্ধে- ঔচিত্যবোধ যদিও প্রসঙ্গানুযায়ী পারিবর্তনশীল- আমরা কাগজ পড়ে যেতে পারি এবং অন্ত নিদ্রাতির আশা করতে পারি নিরাসক্তভাবে- তামিল সঙ্গীদের সমর্থন করবার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না- এবং শান্তির জন্য যুদ্ধ বহুদিন পূর্বে এ মহাভারতে সর্ববিধান স্বীকৃত- এ সমস্ত সাজাখুরি আর তথ্যভিত্তিক সমাজ সচেতনতা বিপাদসংকুল এবং প্রায় অসম্ভব আত্মা কিরল ও নিসমন অভ্যাসের ঘোলসে— তবু পথারি বিপাদজনক সাদা কথা সাদা ভেবে বলা কারন তা দুর্বোধ্য এবং দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য এ সরল সত্যটি, সাসকলেই জানেন- শিক্ষিত সমাজসচেতন সংস্কৃতিপরায়ন* আমাদের অধিবাংশ প্রতিবেশী- যা একটি সহজ উদাহরনেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রমানিত হতে বাধ্য যেমন এ লেখার শুরুতে সাদা কালিতে সাদা খাতায় যা লেখা হয়েছে তা অপাঠ্য রুচিবিকর এবং আতলান্তিক সমস্ত দৈনিকের প্রথম পাতায় রাজকীয় কেচ্ছা পরিবেশন বা মাদার টেরিজার দান বা তৎপরবর্তী অধিকার অথবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কনভেনশনের রিপোর্টিং-এর চেয়ে ঢের বেশী।
সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক কারন আমরা চাই না আমাদের ন্যাশিং মিছিল কনভেনশনের স্রোত অবসান। সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী কারন নইলে ইয়ার মাঝে রুপি নয়া কোনদিন মিবেল চুরি বন্ধ হয়ে যাবে- সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক নইলে সর্বমতবাদ" অম্লান হয়ে থাকবে দেশ কাল এবং একক পাত্রে- সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক নইলে ফয়সালা থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেকেরই জীবনের বাসনা অপূর্ন রয়ে যাবে, পড়শীর ঈর্ষা থাকবে না- সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘজীবী হোক কারন না হলে প্রনম্য ব্যক্তিত্বের উদ্ভব বন্ধ হবে। শান্তির চেয়ে ঢের ভালো অশান্তি কারন ব্যক্তিগত শান্তিপ্রিয়তাই সমস্ত ব্যাপিক অশান্তির চাবিকাঠি, তার তা খুলে গেলে আবারও খুঁজে পাওয়া যায় ব্যক্তিগত শান্তিপ্রিয়তা- এবং তৎসংলগ্ন খুনোখুনি। যুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু, যতই বয়ে যাক দুনিয়ায় কুম্ভীরাশ্রু অথবা শোকবার্তার স্রোত- ক্রোধই একমাত্র বিশুদ্ধ আবেগ- তাই মুদ্ধ অনিবার্য এসো ক্রোধকে দিই স্বাধীনতা, করে তুলি সৃষ্টিশীল। দৈনন্দিন অন্তরতা দ্বন্দ্বের বারুদ এবং বারুদ।।

* অধিকাংশ কারন কলেজ পৌঁছলেই দেশবাসীর নিজ সম্পর্কে অমত ধারনা জন্মায়।



দূরবর্তী

সেইসব অনাবাসী তপ্ত দেহভঙ্গিমাকে
(আমার ভিতরে যারা হালফিল পোষাক বানায়)
ম্যাগনোলিয়া দেখেছিল মেঘে ওদের খাঁচকে
যখন তারা নুয়ে পড়ে অলীক বেদনায়।

মুহূর্ত ... মুহূর্তকে হারিয়ে দেবার পেরিয়ে যাবার মুহূর্ত
—ম্যাগনোলিয়ার চেয়ে দেখার মুহূর্ত

পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে নদীটির বাঁকে
ম্যাগনোলিয়া আজো ললিত বিষাদ আজায়,
হয়তো সে দেখতে পায়নি আজও তাকে
পোশাকের জন্য যে আরো আরো পোশাক বানায়।

— পার্থ ব্যানার্জী

কিছু বুড়ো হাবড়া মারা হল দীর্ঘমেয়াদী অসুখে বাধ্য করে;
কিছু ছোকরা যুবক মারা হল তাদের প্রেমিকার সামনে অন্তকোষ ছেদন করে;
কিছু বগলব্যাধির রোগীকে নির্ধারিত আয়ুর জন্য রাখা ওষুধের সমস্তই গিলিয়ে;
এভাবে আরও কিছু
বাকী কিছু রয়ে গেল হিজড়ে টিজড়ে মিলিয়ে,
যাদের অধিকাংশই বকেয়া ঘুম মেটাতে গেল
অবশ্য ওদের জন্য কেউ অপেক্ষা করে থাকলো না
না বিছানায়, না অফিসে কিংবা শোকালের ওপারে।
সে এক মস্ত সুবিধা, বাকি কটাকে নিয়ে কে মাথা ঘামায়।
তবে ওদের মধ্যেই কেউ কেউ চিৎকার, খেউড় করে
তার অর্থ ভদ্রলোকের ভাষায় হল 'পুনরাবৃত্তি'
আবারও কিছু...

— অমিতাভ সেনগুপ্ত

সে এক রূপকথারই দেশ ....

● ঋজু রায়

আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না মহাবোধি সোসাইটি হলের সামনের ফুটপাথে তার একমাসের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দুলে দুলে আদর করছিল 'অ্যাই কুত্তার বাচ্চা অ্যাই কুত্তার বাচ্চা' বলে

আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলের সামনে বাংলা গানের উৎসবের বিশাল হোর্ডিং-এর নীচে এক অন্তর বুড়ি কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করতো পরপর তিনদিন গাড়ি পার্কিং জায়গা ছাড়তে ছাড়তে চতুর্থ দিন থেকে তার দেখা যায়নি।

আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকের ফুটপাথে নিজের পায়খানা ঘাঁটছিল সাতমাসের একটা বাচ্চা।

আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না আজও পরী আছে আমাদের আশেপাশেই লোকে যাদের বেশ্যা বলে।
আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করছিস না
আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না
আমি জানি।

আমি জানি তোরা কেউ বিশ্বাস করবি না ছানার জিলিপির গায়ে জোৎস্না লেগে গেলে খেতে আরো ভালো লাগে— ছাতিম গাছের নীচে সেই সময়ে চারমিনার চন্দন হয়ে যায়

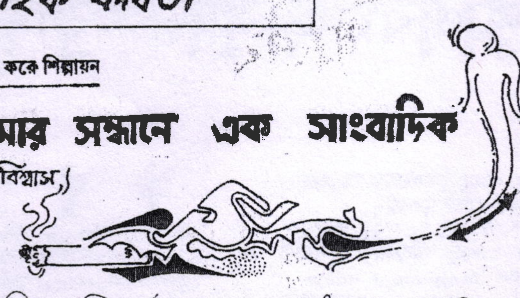


ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

© অনুভব বিশ্বাস



বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমি ভূগর্ভপথে - দরওয়াজা বন্ধ্ হো রাহা হ্যায় - Doors are closing - পরবর্তী স্টেশন ভবানীপুর, প্ল্যাটফর্ম ..... [দমদম পর্যন্ত ভাড়া তিনটাকা পকেটে অবশিষ্ট দু টাকা - ক্যান্টনমেন্ট যাবো এটাই সুবিবেচনাক পথ এখন আমার হাজরার মেস থেকে - ঋজুর বাড়ীতে অনেকদিন আগে গেছি একবার - ঋজু রায় 'সে এক রূপকথারই দেশ' তিনটে পর্বের পর আর পাত্তা নেই অথচ আমি এখনও আটকে আছি শালা - আমি বুঝতে পারছি ক্রমেই দুর্বোধ্য থেকে দুর্বোধ্যতর হয়ে উঠছে আমার লেখা - এখনও কেন সম্পাদক এটাকে ছাপছেন - এবং কি উদ্দেশ্যে কে জানে কোনো কিছুর সাথেই মিলছে না - ঋজু রূপকথা থেকে হযবরল-র দেশে পৌছে ছেড়ে দিয়েছে তারে সাথে কথা বলতে হবে - কত্ত সোজাসাপটা আর অতর্কিত কথা বলতে শুনেছি ওকে সামান্য আলাপে - যদিও স্বদ্যতা অনস্বীকার্য - মনে হয় আমরা অনেকটা একরকম] আহ্ মুরগী বাহ্ মুরগী.....। আওয়াজটা বাড়ছে তীব্র শোঁ শোঁ - বুকের মধ্যেটা মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলতে ভুলছে যেন অপরাগতিতে - পরবর্তী স্টেশন বেলগাছিয়া .... শোনা যাচ্ছে না - আহ্। একদেশের সামান্য কটা তেই আছে শুনেছি মেট্রোতেই কি এমন আওয়াজ হয় - তাত পরশু আগুন ধরে গেছিল - ভীড় প্রায় নেই - এমনিতেই তো আর যা হোক অন্যের সাথে গায়ে গা ঠেকে না।

[দমদমে নেমে টিকিট কাটা নিয়ে কয়েকটা কথা মনে হল তারপর ধুত্ - দু টাকাই আছে 'একপ্যাকেট মিনি চারমিনার দিন তো' এই সিগারেটটা একটা উপশ্রেনী তৈরী করেছে ধূমপায়ীদের মধ্যে ডি-ক্লাসড কেউ কেউ - সুবিধার্থে কয়েকজন - মন্দ না অন্তত: ব্রান্ডনেমের জন্যেই সিগারেটটা খেতে ভালোলাগে - বিজয়ে বা কসাতো আগে বেরোলেও কিন্তু ওগুলো আমি খেতাম না - যেমন হলকা পলকা ব্রিটানিয়া তার মিল লাইট দিয়ে তুলে আনলো তার খদ্দেরদের অন্য খপ্পর থেকে যখন রাজন পিল্লাই মানবাধিকার প্রশ্নে - ট্রেন আসছে তিনন্মর প্ল্যাটফর্মে একটা প্রবল গুঁতোগুঁতি।

ট্রেন থেকে নামবার আগে পর্যন্ত কোনোকিছু ভাববার ক্ষমতা ছিল না প্রচণ্ড ভীড়ে উল্টোদিকের দরজায় যাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা - স্টেশন ঐ দিকে - বীভৎস ঘামতে ঘামতে ঘাড়ের উপর অন্যের কনুই নিয়ে দশ মিনিট ধরে 4th line দিয়ে একটা মালগাড়ীর এবং, এবং যাওয়া দেখতে দেখতে তারপর ... নাঃ ... একটি পূর্নশ্বাস।

প্যাকেটটা না খুলতেই চেপটে গেছে একটা ধরিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে রেল লাইন ধরে ঐ খাঁ-খাঁ দিকটায় - আবছায়া চেনা চেনা বাঁধানো পুকুরধার আঁকাবাঁকা পাকা রাস্তা এবং পৌছে যাওয়া "ঋজু" — "আয়" দোতলার বাইরের দিকে গ্রীল দেওয়া ঘর থেকে আমি সিঁড়ি ভাঙতে থাকি, প্রতিটি ধাপে ধাপে মেট্রো আর পূর্বরেল তুলনায় তুলনায় ডানপা - বাঁ পা - ডান পা - বুড়োশতাব্দী আজো পেতে আছে কান / চূর্ন পৃথিবী আজও অপরাজিত বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান চূর্ন পৃথিবী আজও অপরাজিত "তিলোত্তমার মায়ার জালে হারিয়ে গেছে ছবিগুলো" - ঋজুর গলা আহ্বান আমাকে "কি খবর কবি"

"ঋজু তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি - সমস্যায় পড়েছি ঐ তিলোত্তমার জন্য"

"হিঃ হিঃ হিঃ তিলোত্তমার সন্ধান কি পেয়ে গেছ নাকি" একটা চোখ একটু ছোট করে ঠোঁটটাকে সরু করে তুলে ঋজু বলল "তা সমস্যার কি আছে - যে কোনো নার্সিংহোমে চলে যাও - একঘন্টার ব্যাপার"

"ধ্যাৎ তেরী সারাক্ষন এই চূড়ান্ত অশ্লীলতা তোর ভালো লাগে"

"অশ্লীলতা! অশ্লীলতার তুমি কি বোঝো হে ছোকরা? জীবনটাকে কী তোমার খুব শ্লীল বলে মনে হয় নাকি? নাকি সহজ ভাষায় বললে অশ্লীল হয়ে যায় বলেই গত তিন সংখ্যা ধরে লেখাটাকে পেঁচিয়েই চলেছ - আর তোমার দেশের লোক সেকেণ্ডে শতখানেক করে বিইয়ে চলেছে সেটা ভারী শ্লীল আর আমার অ্যাবরশনের কথা অশ্লীল। সবকিছুর জন্য সরকারকে গাল পাড়ছো আর নিজেরা চুরি চামারি - খাচ্ছ দাচ্ছ 'নাগরিক' বাড়াচ্ছ সেটা শ্লীল তোমার শ্লীলতার মুখে আমি পেচ্ছাপ করি শালা"

বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান, চূর্ন পৃথিবী আজও অপরাজিত

ঋজু ঋজুর মতই - প্রতিবাদ বৃথা

"কী হয়েছে রে ঋজু - এমন খেপে আছিস কেন"

"খেপবো না, সব দোষ শালা গভর্নমেন্ট এর - সেটা কি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সার্বাকিছু? অলৌকিক বস্তু নাকি যে স্বর্গীয় পরশে সব সমস্যা ধ্বংস করে দেবে। নিজেরা যা খুশী তাই করে যাব আর গাল পেড়ে যাবো সরকারকে - কোনোদিন কিস্যু হবে না এদেশের কোনো 5th year Plan পনেরোর আগে পূর্ন হবে না আর যখন হবে তখন তার সুবিধা টের পাওয়াই যাবে না অসুবিধা অত বেড়ে যাবে - গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট এর তো এই মুহূর্তে আইন জারী করা উচিৎ 'আগামী দশবছর শিশুজন্ম নিষিদ্ধ আর হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে গেলেই অ্যাবরশন করিয়ে দেওয়া হবে' তাহলে রাখবে তোমরা তাদের গদিতে - 'দশবছর না হয় টানা নাই হল এক বছর অন্তর অন্তর হলে কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না ব্যক্তিগত আর পারিবারিক ক্ষেত্রে। আর যে শালা [redacted] আমাদের বয়সী এখনও নিঃসন্তান থাকতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ নয়, তার নিজেকে সচেতন বলে দাবী করবার কোনো অধিকার নেই। এখনকার সরকারী প্রচার তার যা ছিরি .... ঋজু আরও অনেককিছু বলে চলছিল আমার মস্তিস্কে পৌছচ্ছিল না আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি বোধহয় Aldous Huxley র Island এ সদ্য়োগামী একটা প্লেন আমি চেপে চলেছি একটা মঞ্চে বুড়ো শতাব্দী আজো পেতে আছে কান চূর্ন পৃথিবী আজও অপরাজিত পথ পেয়ে গেছি আমি পথ তিলোত্তমার কাছে পৌছতেই হবে আমায় পথ পেয়ে গেছি আমি পথ .... →

(ক্রমশ)

চরক গাজন

নগশ্রী কৈলাস থেকে ভারতশ্রী বোম্বাইঅ থুড়ি মুম্বাই এ নেমে এসেছেন স্বয়ং শিব, সতী বিহনে রীতিমত দক্ষ যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন, সাথে রয়েছে নন্দী ভৃঙ্গীরা ...... মহাপ্রলয়ে স্রষ্টা সুচতুর (?) বরাহনন্দনে (পুরো নামটা কী যেন – খনার স্বামী) -এর মত ভবিষ্যৎবানী ছড়িয়ে দিলেন - এবং আবার বললেন নির্বাচনউত্তরকালে ভারতে সিভিল ওয়ার অবশ্যম্ভাবী; অত:পর তার বচন ধাপ্পাবে কার সাধ্য, আসুন তৈরী হই আগামী গৃহযুদ্ধের জন্য। আমার হাতে অন্ধ অন্ধকারে আমার পরিজনের মৃত্যুর জন্য 'পেলপোনীয়ার যুদ্ধ'র রূপক টেনে আক্ষেপ করবো না। আসুন চিন্তা করি, ভবিষ্যৎ বিভাজিতে ভারতবর্ষের যে কোনো কূলের নাগরিকরা আবার অপেক্ষা করবো মহাপ্রলয়ের পর সতীর দেহখণ্ডের টুকরোর মতো বিভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে পবিত্র স্থানের পৃথক পৃথক রং এর নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পকেটে পরিতাপ ও পরিহাস করনে পূর্বতন ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পর্কে।

আবার ফিরে যাই বর্তমান ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাউথ-পীস আবার ঘোষনা করলো, আমাদের কাশ্মীর পরিস্থিতি সামাল দেখার প্রয়াস ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী সরকারী খরচ সর্বমোট পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। আচ্ছা পাকিস্থান কেন, কান টেনে মাথা নিয়ে এসে সোজা আমেরিকার উপর ধাক্কাটা মারলে কেমন হয়, ওয়াটা কিসের বালসাহেব কি বলবেন? হ্যাঁ প্রাক্তন বানিজ্যিক শিল্পী বানিজ্যিক স্লোগান (বা ভবিষ্যৎবানী) দিয়ে তাঁর মুখপাত্রটিকে যথেষ্ট বানিজ্যিক মাত্রা দিতে পারেন, ঢাকের বাজনা গুলির শব্দ রাখতে পারে সীমার গরম তাতে দিতে পারে কি?

শিবের পাশে আমাদের হিন্দু দেবতাগন বা তাদের ধ্বজাধারীরা আছেন, স্বয়ং মহাদেবকে চটায় কার সাধ্যি?

পাকিস্তানের সাথে ক্রিকেট ম্যাচে ভারতের পরাজয় দিব্য চক্ষে দেখে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবার চেয়ে, হুমকিতে বন্ধ করে "খেলা হলে দেখে নিতাম" গোছের ল্যাজ খেলানো পাড়ার রুস্তম কুকুরের মত রঙবাজীটা খারাপ নয়। বেশ পাকিস্তান কে গোলার তোপে উড়িয়ে দেব এটা ভেবে খাট সুখস্বপ্ন দেখতে কে না ভালোবাসেন, চরম লিবারেল, ধর্ম নিরপেক্ষ কমিউনিস্টও।

ঠাকরে হুংকার ছাড়ছেন, ছাড়বেন এবং যতারে এর মত দিল্লীর দরজায় পড়েন, ভয় প্যাবেন না দিল্লীর সাথে আণ্ডারটেবল কন্ট্রাক্ট থাকলেও - অপ্রকাশিত জিনিষে ব্যতিব্যস্ত না হওয়া ভালো।

আগামী দিনে ঠাকরের খোকাসুলভ সন্তব্য ও বায়না সুসংবদ্ধ হোক, দীর্ঘজীবী হোক আদিম কাল থেকে বোনা ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি। না প্রতিবাদের থাকলে কিংবা বিরুদ্ধে চেঁচানোরে থাকলে ছিড়ে ফেলুন কাগজের কুয়াশা ও ফিসফিস করুন ভারত সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অন্তত পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী।

বি:দ্র: - এই বস্তুবাদী জগতে যখন বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ছড়াছড়ি গড়াগড়ি খাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্ম-দোলনা দোলে, ঘুমের ঘোর কেটে বস্তুবাদী আমি যখন উঠি তখন তোমাদের মতই ধর্ম বা নিরপেক্ষ তাকে চাঁদের মত ডাকি আয়, আয় চাঁদ মামা টি দিয়ে যা। কিন্তু দু:খের কথা কোনটা চাঁদমামা তাই-ই জানিনা। একটু বলে দেবে আমায়?

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক,
নিপাত যাক,
১৪ ই নভ: রাজ্য জোড়া
সবকিছু নিপাত যাক
যানজট, চলাফেরা, নড়াচড়া সায় প্রেমকরা
(মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৭৮ তম বর্ষস্মরনে
সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আর্ন্তজাতিক
সমাবেশ করে 'ছু' মন্তরে উড়িয়ে দেব
সাম্রাজ্যবাদ) দেওয়ালে জোড়া পোস্টার
'সমাজতন্ত্রই একমাত্র পথ'
সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের একচেটে অবস্থা
তবে, বাড়ুক না সাম্রাজ্যবাদ;
বিপ্লবটা তাড়াতাড়ি এসে যাবে;
বাপ্পাভোলানো সমীকরনটা সোজা বড়ই সোজা
কেন কনভেনশন ডেকে ছু মন্তরে
সাম্রাজ্যবাদ ভ্যানিশ করছেন আপনারা
দীর্ঘ ৭৭ বছরের লালিত সাম্রাজ্য
খোকামী রোগে ভেঙে দেবেন !!
না, এমন বুদ্ধু কি আমাদের পরমপূজ্য
কমরেডরা!

NO WAR • PEACE
শান্তি, শান্তি, শান্তি .... হিংসা নেই
অহিংসাই পরমধর্ম,
বলুন ধর্মং শরনং গচ্ছামি, ...
বর্তমান কমিউনিষ্ট পার্টি শরনং গচ্ছামি
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া রক্ত-বিপ্লব ছাড়াই
আসবে
সুতরাং ....

এবং

চাহিদা ও যোগানের সমতা চাই না:
কারন অসম্ভব সমীকরন—
চাহিদা বাড়বে, বাড়বে মূল্য, বাড়বে
যোগানও .... চাহিদার সীমায় যোগান
বাড়লেও - মূল্যও বাড়ছে,
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের 'Potato Economy'
কালিমুদ্দিন সামস্ - এর নেতৃত্বে এক অদ্ভুত
মডেল খাড়া করেছে, বইতে পড়া 'গিফেন
দ্রব্য' এর বাস্তব রূপদানের এক অনন্য
প্রয়াস, হাতে কলমে মরমেটিং সায়েন্স এর
গবেষনা
হ্যাঁ সফল তাঁরা - আলুর দাম দুই টাকা থেকে
বর্তমানে সাত টাকা
নয়া অর্থনীতি তে মূল্য এখন গ্যাসীয় অবস্থায়
তাবৎ অর্থনীতিবিদ 'চাহিদা-যোগান-মূল্য'
সম্পর্ক কে অসীম এর দিকে পাঠাচ্ছেন
এই বাংলায়; উনি নির্বাক দেখছেন
মার্কেট নিয়ন্ত্রক কমিশনের নয়াপ্রকল্প
(অর্থ)
আর সর্বমঙ্গলময় মহামান্য উনি বল্লেন:
'ওর দ্বারা কিছু হবে না"
বোঝালেন; এবার ধমকাবেন
'একি! ভোটের আগে এ বেয়াদপী সহ্য করবো
না; তহবিলটার দিকে নজর দিন"

স্টাফরিপোর্টার: অনেক কজায়গায় অনেক করকম চেয়ার বেঞ্চ আর টুলে বসে অনেকরকম টেবিল সামনে রেখে ভবিষ্যৎবানীটা করবার সময় মনে হয়নি তেমন জমকালো 'বলবার মত কিছু' বলছি। অন্তত যেরকম প্রাথমিক আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় সেইসব প্রশান্ত জবানবন্দীতে - আসন্ন নির্বাচন বা ও.জে. সিম্পসন বা নিজের বন্ধুর চোখে চোখ রেখে 'প্রেমে পড়েছিস' বলতে তাও নয়। নেহাৎই জোলো বিষয় যখন ঘটে যায় যখন ঘটে যায় তখন আমরা নির্বাক থাকি যা হবার তাই হয়েছে ভেবে। বিন্দুমাত্র আলোচনার অবকাশ না রেখেই। তবে মায়াবতী যখন বহুজন সমাজ পার্টির নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হন এবং নয়া নেতা মুলায়মকে সমর্থন করেন তখন হাসি চেপে থাকা একান্ত অসম্ভব। হোকনা, যতই স্নিচকে বা যিশুচেল সেটা; কারন নারীবাদীরা যৌনাঙ্গ নির্মান করেন কাগজ কলম ও মসনদে।

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ক্যাস্ট্রোকে ক্লিন্টন ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভোজসভা উপলক্ষে সংগোপনে

ধরুন আপনি এলেন – দূরদ্বীপ থেকে কোনো এক রাজনৈতিক বন্ধু – (লুপ্তপ্রায় এক প্রজাতির শেষ রাজা, গোয়ার, প্রায় আপনার দ্বীপের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাদের মতই) আমরা বহুকালের বিশেষ পরিচিত; সেই ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখেছি আড়-চোখে পরস্পরকে মেপে নিতে নিতে রাস্তা পার হতে, তারপর বিবাদ এড়িয়ে মিশে যেতে ভীড়ে। সুতরাং তেমন অসুবিধে হত না আমার আপনাকে অভ্যর্থনা করতে যদিও আপনার সামরিক উর্দি একটু অভব্য। আর আমাদের এখানে কালোটাই বাধ্যতামূলক.... তবু শেষপর্যন্ত আপনাকে আমন্ত্রণ করিনি শুধু অন্য বন্ধুদের কথা ভেবে যাঁরা নিশ্চয়ই আপনার জাঁদরেল চেহারা আর বাজখাঁই গলায় কড়া কড়া কথা শুনে ঘাবড়ে যেতেন, মানানসই কিছু দেখতে তো ওঁরা তেমন অভ্যস্ত নন! কিন্তু আপনি যদি দেখতেন গোটা পৃথিবীর বন্ধুরা কেমন স্বস্তিতে আরামে বসেছেন এই টেবিলে – যাকে আমার বাবুর্চি মজা করে নাম দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ – কেমন সবাই বসে, তেমন কোনো আলোচনা নেই একটু তাবগতাকি ছাড়া, মাঝে মাঝে চেয়ে দেখা পর্দার বসনিয়ার দিকে। শুধু যদি আপনি, বন্ধু, উঠে আসতেন আমার বাড়িয়ে রাখা সিঁড়ি বেয়ে পায়ে পায়ে আপনার পুঁচকে দ্বীপ ফেলে এই – এলডোরা-ডোয় – তবে অনেকনীচে তৃতীয় বিশ্বে ক্ষুদে কাগজওলাদের ওড়াউড়ি দেখে বেদম মজা পাওয়া যেত। যা হোক, এসব আমি বলতাম না, কিন্তু আমি এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না যে আমরা যখন হোয়াইট হাউসে বন্ধ হলঘরে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতেই ঘামছি, তখনই আপনি হার্লেমের এক চার্চে নিগ্রোদের সভায় দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসছেন!

দশকটা নব্বই

হ্যাঁ এটা নব্বই দশক
'জোয়েন বাজ'; যাঁর 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'
মা এর কানে যেতে প্রথমবারে
'কে গাইছে রে – নতুন কেউ'
প্রশ্ন এনেছিল বছর কয়েক আগে
আমার সজ্ঞা 'বদলানোর বয়সে
আমার বাড়ীর রান্নাঘরে;
হ্যাঁ তিনিই বলছেন "এটা নব্বই...
আর আমি চাই বর্তমান নিয়ে বাঁচতে"
এখন তিনি গলা সাধেন দিনে এবং রাতে
প্রথাসিদ্ধ নিয়মমতে
কথা কম গলার বিশ্রাম
সঠিক সুরে আনতে এবং গাইতে
পুরোনো নিয়ে বেশী কথা নয়
হ্যালেয় নিয়ে 'না হ্যাঁ না হ্যাঁ
আপনমনে কেরিয়ার সচেতনে।
আমরা আগেই বুঝি এসব কথা
এই কলেজস্ট্রীটের কফি হাউসে
নব্বই দশক কবি সংগঠনে
আহ্-মুরগী বাহ্-মুরগী কফিহাউস হাচারী
ছানাপোনা ভীড় বাড়ায় এসব কথা
আগেই জেনে।
না বললেই ভালো ছিল স্বপ্ন দেখার রাজ্য
ছিল এই দূরদেশে জন্মে অনেক পরে।
নব্বই দশক চলতে থাকুক আর
চলতেই থাকুক – অনন্ত অন্ধকারে
পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াই –
ফেনোমেনোলজিক্যাল ফিলজফির
স্যাতসেতে লম্বা সরু বারান্দায় – থামে
গুলোতে পোস্টার সাঁটি লিটিল ম্যাগের
পাতা ভরাই – চলতে থাকুক চলতেই
থাকুক চলতেই থাকুক এবং চলতেই

বসনিয়া বসনিয়া

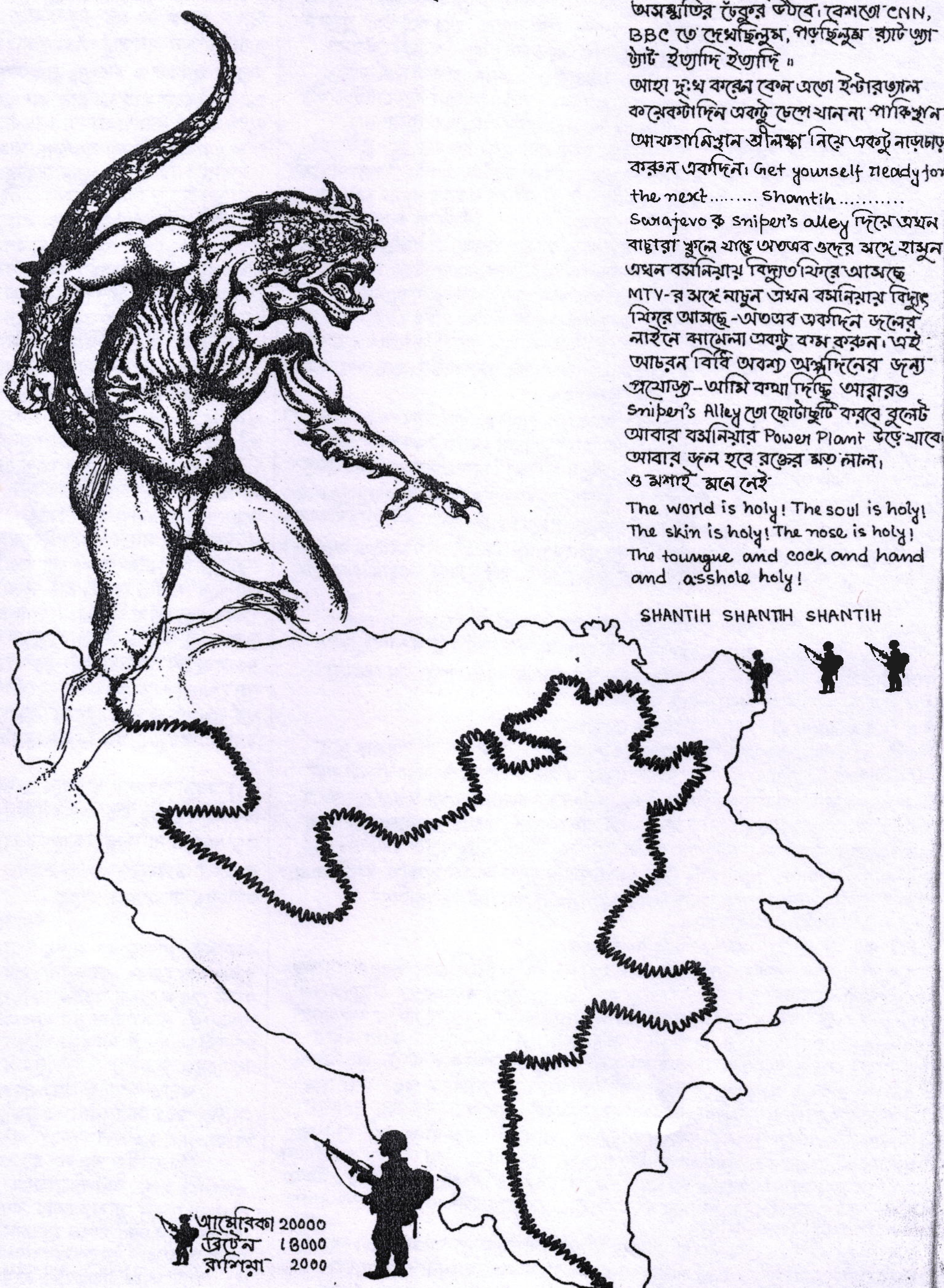
ডাইটন ম্যাপ এবং আধুনিক ড্রাগন

স্টাফরিপোর্টার:

"পায়নি মা পায়নি" মেজবউদি ওর ছেলেকে যখন টেনেহিঁচড়ে পায়খানায় ঢোকায় কেননা স্কুলভাঙা খুলে যেতে হবে – মনে হয় এটাই তুলনা।

ততক্ষনে আবার কাগজ এসে যায় – কাগজে শান্তি – কাগজে শান্তি। এখনও শান্ত শান্তি। অকস্মাৎরা কাগজ পড়ে ছিঁড়ে ফেলে – অশান্ত আক্রোশে কেউ লিখে ফেলে Go and fuck yourself with your PEACE. 'Containment rather than intervention' 'intervention rather than Containment' অন্যমনাদের আপনারে না ভোলবার সাবধানবানী মনে পড়লে আমেরিকার আগামী নির্বাচনে কেউ কেউ নেমতন্ন করে রবীন্দ্রনাথকে। Arms embargo – economic sanction lifted ? suspended ? না:– শান্তিকে তো শান্ত রাখতে হবে যেন Decompose করে না যায় – Peace force – তুমি কুড়ি তো আমি তের। কারোর – আঙুল অভাবনীয় সোজা – স্বপ্নের স্বপ্ন দেখো না। level killing field আবারও – কিন্তু ক্লিন্টন আছেন সাথে – যেমন ছিলেন পূর্বসূরীরা বরাবর। Sebernicaর নাগরিকদের সাথে যেমন ছিলেন Gen Morillon

"মা হয়নি মা হয়নি" মেজবউদি ওর ছেলেকে যখন টেনেহিঁচড়ে পায়খানা থেকে বার করে, কেননা স্কুলে যেতে হবে – তখন, মনে হয় এটাই তুলনা।





Shantih Shantih Shantih

শেষ পঙক্তি থেকেই তবে শুরু করা যাক (Waste Land-Eliot) বসনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত শান্তির জয়গান।

অবশেষে "ওগো শুনছো" মার্কা শান্তি এলো বসনিয়ার শান্তিপ্রিয় বসনিয়ান সার্ব ও মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অবশ্য ইরাষ্ট্রসংঘ নামক পঞ্চায়েতের সাহায্যে। তিনবছরেরও বেশী সময় ধরে রক্তক্ষয়ের পর খবর কাগজে আর রক্ত নেই আর নেই শতাধিক মৃতদেহের আলোকচিত্র। কি? আপনারা এতে খুশী নন? জানি একটা অসম্মতির ঢেঁকুর উঠবে। বেশতো CNN, BBC তে দেখেছিলুম, পড়েছিলুম র‍্যাট অ্যা ট্যাট ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহা দুঃখ করেন কেন এতো ইন্টারন্যাল কয়েকটাদিন একটু চেপে যান না পাকিস্থান আফগানিস্থান শ্রীলঙ্কা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন একদিন। Get yourself ready for the next........ Shantih...........

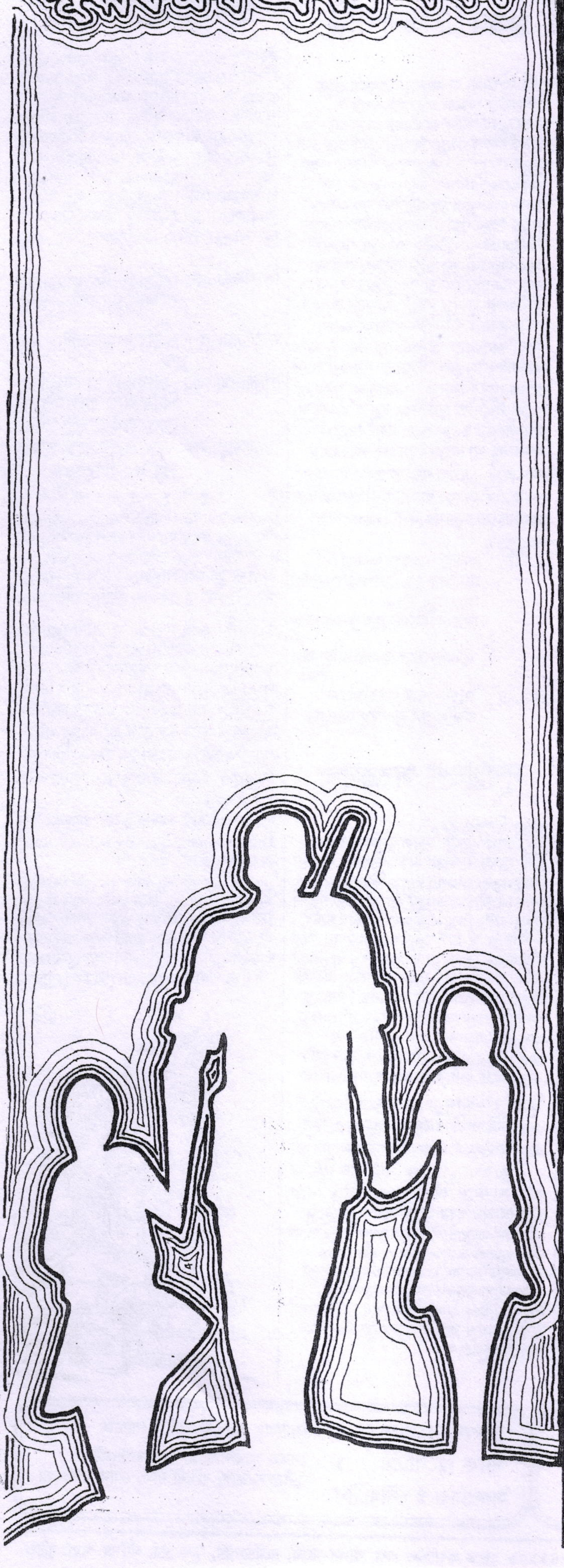
Sarajevo র Sniper's alley দিয়ে এখন বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে অতএব ওদের সঙ্গে হাসুন এখন বসনিয়ায় বিদ্যুত ফিরে আসছে MTV-র সঙ্গে নাচুন এখন বসনিয়ায় বিদ্যুৎ ফিরে আসছে – অতএব একদিন জলের লাইনে ঝামেলা একটু কম করুন। এই আচরন বিধি অবশ্য অল্পদিনের জন্য প্রযোজ্য – আমি কথা দিচ্ছি আবারও Sniper's Alley তে ছোটাছুটি করবে বুলেট আবার বসনিয়ার Power Plant উড়ে যাবে। আবার জল হবে রক্তের মত লাল।

ও মশাই মনে নেই

The world is holy! The soul is holy!
The skin is holy! The nose is holy!
The toungue and cock and hand
and asshole holy!

SHANTIH SHANTIH SHANTIH

সূর্যকিরণ প্রখর যখন



মৃত্যু

কেন সারো ওয়াইয়া

Completely,
Completely heart-broken. It is a great insult to the goals of justice in this world. The only thing to do now is to intensify world pressure and bring about democracy in that country. It is a grim grim day.

স্টাফ রিপোর্টার : নভেম্বর দশ, পোর্ট হারকোর্ট জেল, বিকেল চারটে
নাইজিরিয়ার মিলিটারী শাসকদের হাতে নিহত হলেন নাট্যকার কেন সারো ওয়াইয়া ও তাঁর আট সহযোগী ওগনি উপজাতির মানুষ। তাঁদের জন্মভূমির বুকে তেল খনি-উৎখাত করেছে পুরো উপজাতিকে, কেড়ে নিয়েছে পরিবেশের ভারসাম্য- তাদের বন-আর বাসস্থান ওতপ্রোত ভাবে প্রকৃতির আষ্টেপৃষ্ঠে এই অবহেলিত উপজাতির ক্ষতিপূরনের দাবীকেও এই ভাবে শ্বাসরুদ্ধ করা হল। কমনওয়েলথ নিন্দা করেছে, U.N এমবার্গো জারী আরো হয়তো অনেককিছু কিন্তু ওই আদিবাসী মানুষগুলোর কোনো উপকারই হবে না যা ছিল তাই থাকবে অবস্থা বা আরও খারাপ আমরা জানি সরল সত্যগুলো; কারন জন্মভূমি আমাদেরও ইতিহাসের আঁতুড়ঘর।
নোবেল শান্তি পুরস্কার এর জন্য মনোনীত এবং প্রাপক উভয়ের এই অসময়কালীন মৃত্যু শান্তির দেশে গমন একযোগে দ্বান্দ্বিক প্রশান্তির কথা বলে - নাকি?

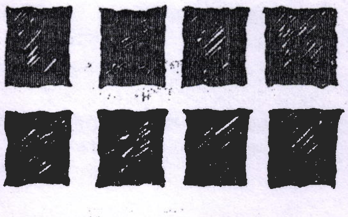
বিশেষ সংবাদদাতার সংযোজন : ১২.১১.৯৫
পরিবেশ সচেতনতাই যখন বর্তমানে সবচেয়ে চালু পাস্পোর্ট তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক তায় পশ্চিমীরসদ আনবার (ঠিক তখন যখন ফ্রান্সের পরমানু অস্ত্রাগার বিরুদ্ধে সোচ্চার চীনা বা জাপানী ছেলেমেয়েরা হিরোশিমা এর ছবি পায়ে মাড়িয়ে আর্ন্তজাতিক কাগজে ছবি তোলে।) তখন নাট্যকার কেন সারো ওয়াইয়া এবং অনুগামীদের আত্মবলিদান খার্থ নাটকীয় ভাবেই গত চারদিন ধরে বিশ্বের দরবারে খবৃত হয়ে যায় এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারন নিয়মানুগ এবং ক্ষমতার ফলে একহাত জিভ বেরিয়ে যায় বলেই; আমাদের প্রতিবাদ করতে হয়।

ওরা নয়জন,

শান্তি বলল 'না এখন তোমার জন্য নয়'
আকাশ বলল 'এখনও তো নীলচে আছি আমি'
বাতাস বলল 'বদলে যাচ্ছি আমি'
গাছ বলল 'তোদের ছেড়ে বলতো আমি কোথায় যাই'
ওগনি মানুষ বলল 'চলো আমরা একটু চেষ্টা করে যাই'
আবাচা বলল 'প্রস্তাবটি আদৌ গ্রহন যোগ্য নয়'
রাষ্ট্রসংঘ সর্দে বলে 'একটা কিছু না করলেই নয়'
বিচার এবং প্রহসন সমস্বরে বলে উঠলো
'এ অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ডই হয়'
আত্মা বলল 'আমি না থাকি যুদ্ধ থেকে যায়'



বাকি আটজন



আসলে আপনাদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়ে আসছে এবং হয়ে চলবে। ঠিক যেমন U.N এমবার্গো বা কমনওয়েলথ এর শাসানির ফলে ঘটবে ওগনি উপজাতির বাকি মানুষদের ক্ষেত্রে- অথবা জীবিত MOSOP নেতাদের ভাগ্যে। শুধু কেনওকরি-র সাথে সুর মিলিয়ে·

শান্তির গানে
রক্তের ছোপ
যে গান নিষিদ্ধ
কয়েক বছর আগে
তাঁরই দ্বারা
যাঁর রক্ত •
চোখের জলে বড়দা-র
কিংবা নাকি কান্না
মেজদা সেজদা
জর্ডন রাজা হুসেন
আরও সকলের
নিয়মমাফিক
তার চেয়ে বন্ধুর উঁচু থাক বন্দুক
যার গায় ঘদলায় মত বদলায় না

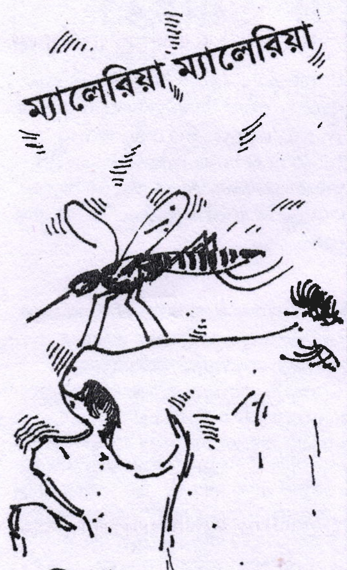
রাবিন

ঠিক কতটা শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠলে পারে নোবেল শান্তিপুরস্কার পাওয়া যায়, কখনও তৃতীয় বিশ্বের বাজার তৈরীতে সেন্টিমেন্টের চুলের গোড়ায় সুড়সুড়ি কখনও বাড়াতে বিচ্ছিন্নতা বা কখনও রাজনৈতিক জামাজেলে তৈরীতে অথবা তরকারী রাঁধতে আদার টেরিজা, দলাই লামা, সু কি, মেন্ডেলা - ডিক্লার্ক, আরাফত রাবিন এসব নানা খাদ্যের মসলা মিশ্রনের রসায়ন ও তদীয় বিস্ফোরন ক্ষমতা ডিনামাইট আবিষ্কর্তার পক্ষে হয়তো জানা সম্ভব ছিল না, কিন্তু রসনা পরিতৃপ্তির এই আধুনিক উদ্ভাবন নি:সন্দেহে খাদুবাদের যোগ্য রাবিন একজন ডিকটেটর এবং যেকোনো ডিকটেটরই মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোনো না কোনো কারনে। যে কারনে তাঁর ক্ষমতা প্রাপ্তি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই শাস্তি এই মৃত্যু। কোনো শোক নেই।

রা থাক
প্রতিষ্ঠিত
ান্তি এলো
ান আর্ব
সবশ্যই
আর্মি মে।
রক্তক্ষয়ের
নেই আর নেই
তন্ত্র। কি?
নি একটা
তো CNN,
র ক্যাট অ্যা
টারভ্যাল
পাকিস্থান
একটু নাড়াচাড়া
f ready for
....
দিয়ে এখন
। সঙ্গে হামুন
আসছে
য়ায় বিদ্যুৎ
ন জলের
রুন। এই
নের জন্য
আরারও
হবে বুলেট
nt উড়ে যাবে।
মান।
ul is holy!
, is holy!
nd hand
NTIH

দৈনান্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



স্টাফ রিপোর্টার:

সাপের ছোবলকে ভয় পাই

যেমন বোলতার হুল গুনগুন ভাবায় আমায় মশার দংশন আষ্টেপৃষ্ঠে জ্বলুনি দিচ্ছে গোটা শহরে- ম্যালেরিয়া ফিরে এসেছে ফিরে এসেছে হাড়কাপা জ্বোরো স্মৃতি এখন রাত দশটা —

আমি একা মশাতঙ্কে গোটা শহরের পাশে রাস্তায় — টি ভি 'র চিৎকার ভেসে আসছে একশো ঝিঁঝি বেগে ধাবমান দেশলাই বাক্স সাবধান করলো আমায়।

একঝলক রেখে গেল ওপর কর্পোরেশ- -নের অবহেলিত জঞ্জালের পাহাড় ঝিঁঝিঁশিখার ওপর, নিয়নের আলো ধরে রাখলো রাতজাগা আলোর জ্যোতি কে — আমি তখন বুলবোর্ডের ওপর— পালিয়ে যেতে চাইছি রাত থেকে, শহর থেকে, অ্যালোফিলিস কামড় কিংবা ক্লোরোকুইনের রসনার জ্বলুনী থেকে, মনে পড়ে গেল কাগজের পাতাজোড়া 'ম্যালেরিয়া হটাও' বিজ্ঞপ্তি, যোদ্ধাদের ব্যর্থ চেষ্টা, কর্মহীন-কর্মব্যস্ত কিছু পোস্টার স্লোগানের কোলাজ 'কর্পোরেশন ভিন্ন কেউ শাস্তি দিতে পারবে না কর্মীদের'— এই অর্ডিন্যান্স জারী হল, মজবুত হলো দুর্জনের দুর্নীতির বুনিয়াদ।

কিন্তু একালেই শাস্তি নিয়ে চলে গেল এক সুদর্শন শিখ যুবা এবং শাস্তি দিয়ে গেল দুটি শিশু ও এক . . . . কে।

সবকিছু থেমে গেছে মৃত্যুতে, হিন্দু মুসলিম একলের রক্তেই ম্যালেরিয়ার জীবানু, রাম মন্দির, বাবরি মসজিদ গীর্জা মঠ সবকিছু ম্রাবগশো মশার কামড়ে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কনভেনশন সত্ত্বেও মশারা বীরদর্পে ঘোষনা করছে নতুন অশুভ আক্রোশের, বোধহয় কোনো বিদেশী শক্তির অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ, !!

হরিবোলের কর্কশতা এখন ঘোষনা করছে মৃত্যু, নীরবতা ছাপিয়ে শীতল ইঙ্গিত:

এ শীতটা বোধহয় কাটলো না মশার জ্বালায় কোনো অশীতিপর বৃদ্ধের; ধমনীর শীতল স্রোতে, মুমুর্ষার জ্বলুনী; কুলকুল ঘামের স্রোতে মশারা গুনগুন করে হাসছে আগামী আধুনিক একবিংশ শতকেও মুক্তি নেই "ম্যালেরিয়া মুক্তি যোদ্ধাদের।

কাশ্মীর : নির্বাচন ধুয়ো এবং প্রত্যাহিত কোরাস

বিশেষ সংবাদদাতা :

"শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে "

অভিপ্রায় না মতামত আলোচনা সাপেক্ষ।

৫৩ সালের স্বশাসন

মহাভারত নাটকে অখণ্ড ভারতের দুঃশাসন।

সর্বদলীয় বৈঠকে নরসিংহ রাও,

জল দেবো, শিক্ষা দেবো, কম দামে খাবার দেবো, কিন্তু স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব নয়!

আবার প্রেক্ষাপট বদল,

পূর্বে নির্বাচন, অতঃপর স্বায়ত্বশাসন এবং কাশ্মীরীদের ইচ্ছার ভিত্তিস্থাপন।

বিচ্ছিন্নতাবাদ যদি স্বশাসনের উৎসমুখ হয় তাহলে স্বশাসনই পারে বিচ্ছিন্নতাবাদের অবলুপ্তি ঘটাতে, এমন চিন্তাভাবনা নিছক পাগলামো নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ সম্প্রসারনের ধারাবাহিকতার পালে উল্টো হাওয়া লাগুক- আত্মনিয়ন্ত্রন যদি ব্যক্তিগত অধিকার তবে স্বায়ত্তশাসন যথার্থ আবেদন। বহুমতে চলমান ভারতে এর বিপরীত মতেরও অভাব নেই, তাদের দোষও নেই। সব অস্তিত্বহীনই চায় নিজস্ব পরিচয়, একই তলে বসবাস তবুও খণ্ডচিত্রে আগ্রহী, এহেন বাকবিতণ্ডায় নীতি নির্ধারন কষ্টসাধ্য; সৌহার্দ্য গনতন্ত্র ও জনসাধারনের প্রকৃত ইচ্ছা এনে দিতে পারে সুদূর প্রসারী মীমাংসা।

স্টাফ রিপোর্টার :

কাশ্মীরে নির্বাচন চাই না

কারন হিন্দু পণ্ডিতেরা চান না,

কাশ্মীরে নির্বাচন চাই না

কারন মুসলিমরা চান না,

কাশ্মীরে নির্বাচন চাই না, কারন আমরা ধর্মনিরপেক্ষ

সুতরাং দুটি ধর্মীয় মানুষকে অখুশী করতে চাই না।

তবে, ফারুক চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সত্বর মুখ্যমন্ত্রী হতে, নরসিংহ চেয়েছিলেন, কারন তিনি চাননি- ভারতীয় সংবিধানে সংশোধিত হতে হতে জলের ধর্ম লাভ করুক চন্দ্রান চেয়েছিলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিজেকে প্রমান-এর জন্য

কিন্তু, তারা অস্তিত্বের খাতিরে আর চাইলেন না; ফারুক চান নির্বাচন পূর্ব আটোনমী সংবিধানবিদ্ধ মন্ত্রী ও তাদের দল চাইলেন না; সাংবিধানিক নির্বাচন শূন্য ক্ষয়িষ্ণু হয়ে কাশ্মীরে আবার কিডন্যাপ হোক।

সাপ্তাহিক কীর্তন সংবাদপত্রে চেঁচাবার পর পরদিন চেঁচালাম 'নির্বাচন' স্থগিত

সুতরাং গনতান্ত্রিক আধারনতন্ত্র ভারতবর্ষ তার বর্তমান কঙ্কালসার বর্তমানে.

হরিধ্বনির সাথে শ্মশানযাত্রার জন্য প্রস্তুত প্রস্তুত কর্তাভজা একমাত্র শববাহী

টি, এন, শেষনও।

মমতার উপলব্ধি

"জানি এই লেখা জনসমক্ষে প্রকাশ হলে ঘরে বাইরে বিতর্ক শুরু হয়ে যাবে "

এহেন দুরদৃষ্টিকে অস্বীকার করা যাবে কি? মানবাধিকার প্রশ্নে যেখানে খুশী শুয়ে বসে থাকুন গে তিনি, কিন্তু রেল বা রাস্তা রোকোয় অধিকার বিনষ্টিত হয় কার? সরকার নামক অতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী একইভাবে ফাঁকা পথে প্রহরা পরিবেষ্টিত গন্তব্যে ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আগামী কাল সর নিয়ন্তারূপে বিরাজ করেন না। আর মানবাধিকার আদায়ের জন্য — অধিকার কেড়ে অসুবিধা এনে দেন তিনি (আবেগময়ী বালিকা- ছোটোবউ সার্কা বাংলা সিনেমার স্ত্রীপর্দ-এর ধাঁচে যাঁর সব আন্দোলন অত্যাচারী শ্বশুর শ্বাশুড়ী আর ভাসুর দের বিরুদ্ধে) আমাদের জন্য, যা ঐ পূর্ব উল্লিখিত দুরদৃষ্টির নমুনা হয়তো বা। রাজনীতির নামে নোংরামী হয়তো তিনি করেন না, যা করেন তা হল পরিষ্কার ছ্যাবলামো। এ উপলব্ধিতে পৌঁছবার বয়স তাঁর হয়নি হয়তো বা হবেও না কোনোদিন। রাজনীতি চানক্যদের জন্যই ছিল এবং থাকবেও।

12.11.95. অসহ্য অসহ্য অসহ্য

জনতার দরবার কিংবা প্রেসকর্নার

অবশেষে চন্দন

কেন যে মহিলার মুখে ফুলচন্দনপরে না

ছ্যাবলামোর একটা সীমা থাকা উচিৎ

27.11.95 দিল্লী এবার নজর দিচ্ছেন

বন্দীমৃত্যুর ব্যাপারে আগে!

সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত

স্টাফ রিপোর্টার:

সূর্যগ্রহনে সূর্যের দিকে তাকাবেন না- দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া সব বিকিরন- অবশ্য পাঁচসেকেণ্ড চলতে পারে বিজ্ঞানচশমায়, ক্যাপিলারী অ্যাকশনে শুষে নিতে পারেন বিরল সৌরছায়া যদি হন ততটা মোটা, নির্বিকার বা হাই ইনকাম গ্রুপের; আর মধ্যবিত্তের জন্যে তো আছেনই (?) স্বাস্থ্যমন্ত্রী (কীই বা দরকার!) আপনার চোখ ফিটফাট থাকুক এটা তো চানই সরকার (গনতন্ত্র তো একগাদা চোখেরই কারবার) সেজন্যে প্রায়শই আপনাকে ঘিরে নিরাপদ আংশিক গ্রাস, মধ্যবিত্তের মানানসই, এবং ভুলভ আবোল-তাবোলে উল্লেখিত

ম্যাজিক চশমা যা লাগালেই আলট্রা- ভায়োলেট রশ্মি বিলকুল নাস্তি আর ট্রাম- বাসে রাইটার্সে এক লাগানো বলয়ের ভিড় . . . . . হ্যাঁ চশমা পাবেন কিন্তু দাম হিসেবে তক্কো না করে মিডিয়াহুজুগে শিখে নিতে হবে কেমন করে সূর্যের টুঁটি ধরে তুলে বুড়িচাঁদ তাকেই আঁচলে চেপে রাখে আর তার থেকে চারশোগুন ছোটো হয়েও কিভাবে তাকে চারশোগুন দূরে ঠেলে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে . . . . . .

তবু বুড়ি চাঁদ সূর্যকিশোরের মুখে সরকুটে দুচোখ রাখে রক্তের সংক্রামে ফিরে ফিরে আসে পূর্ণগ্রাস।

প্রণয়হত্যা

ইদানীং দশম শ্রেনীস্থ হইলে সমাজজীবনে হিন্দী ছায়াছবির কুপ্রভাব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ অথবা পাক্ষিক সাময়িকপত্রের নিয়মিত লেখক হইলে বয়ে টু বারুইপুর শিরোনামায় একটি ফীচর লিখিতাম- জীবনের বহু বসন্ত পার হয়ত: এইলে কিছু সংবাদ শিরোনামা সাজাইয়া লঘু পরিহাস করিবার প্রলোভন এড়াইতে ব্যর্থ হওন পূর্বক কিছু টীকা ও টিপ্পনী সংযোজন পূর্বক মতপ্রকাশ করিলাম

শিরোনামা এক: বোনের প্রেমিককে গলায় পা দিয়ে খুন করলো দাদা।

শিরোনামা দুই: প্রেমিককে রেললাইনে ফেলে খুন।

শিরোনামা তিন: প্রেম করতে না চাওয়ায় কিশোরীকে পাঁচতলার ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে খুন।

শিরোনামা চার: বিয়ে করতে না চাওয়ায় দুই বান্ধবী কে খুন

* * * * * * * * * * * * * * * * *

দুই, তিন এবং চার শিরোনামাগুলি কেমনো না কোনো সংবাদপত্রে এভাবে সাজাইল 'ধর্ষনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে খুন' আরও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার প্রয়াসে। এপর্যন্ত পড়িয়া পাঠক কিঞ্চিৎ দন্তবিকাশ করিলে বাধিত হইব।

টীপ্পনী: বোম্বাই রূপালী পর্দার ছোটোখান সাহেব এমত কীর্তি তাঁর কিছু ছায়াছবিতে দেখাইয়াছেন- এবং ঘটনাগুলির পাঁচাওর ভাগ মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া (প্রকাশ অভিজ্ঞতা) ইহার সঙ্কীর্ণ বিচারে ব্যোমচারী বস্তুবাণ্ডি নিক্ষেপ মৌলবাদের সামিল বলিয়া বর্জনীয়।— বিশেষত জনবহুল যানবাহন অভ্যন্তরে, যদিও শীত আসিয়াছে।

টীকা: বিলাতী ভাষায় একটি প্রবচন রহিয়াছে

There is nothing unfair in love and war

ইহার অনুকরনে বর্তমানে

'There is nothing fair in rape and peace.'

লিখিলে অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা যুক্তিসহ খারিজ করিবে অধুনা সংবাদপত্রগুলি ইহা হইতে বলা যায় ভরের নিত্যতাসূত্র না মানিয়া নব্য পদার্থ তৈয়ারী করিতে সক্ষম একমাত্র পদার্থ হইল, অপদার্থ সংবাদপত্রগুলি।



যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযত্নে : সুদীপ্ত সরকার
৮৮, কে. জি. বোস সরণী, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা-৮৫
সরাসরি যোগাযোগ : কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা : সোমনাথ চক্রবর্তী, অমিত ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার : সৈকত মুখোপাধ্যায়, পার্থ ব্যানার্জ্জী, সুদীপ্ত সরকার, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্ত
সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

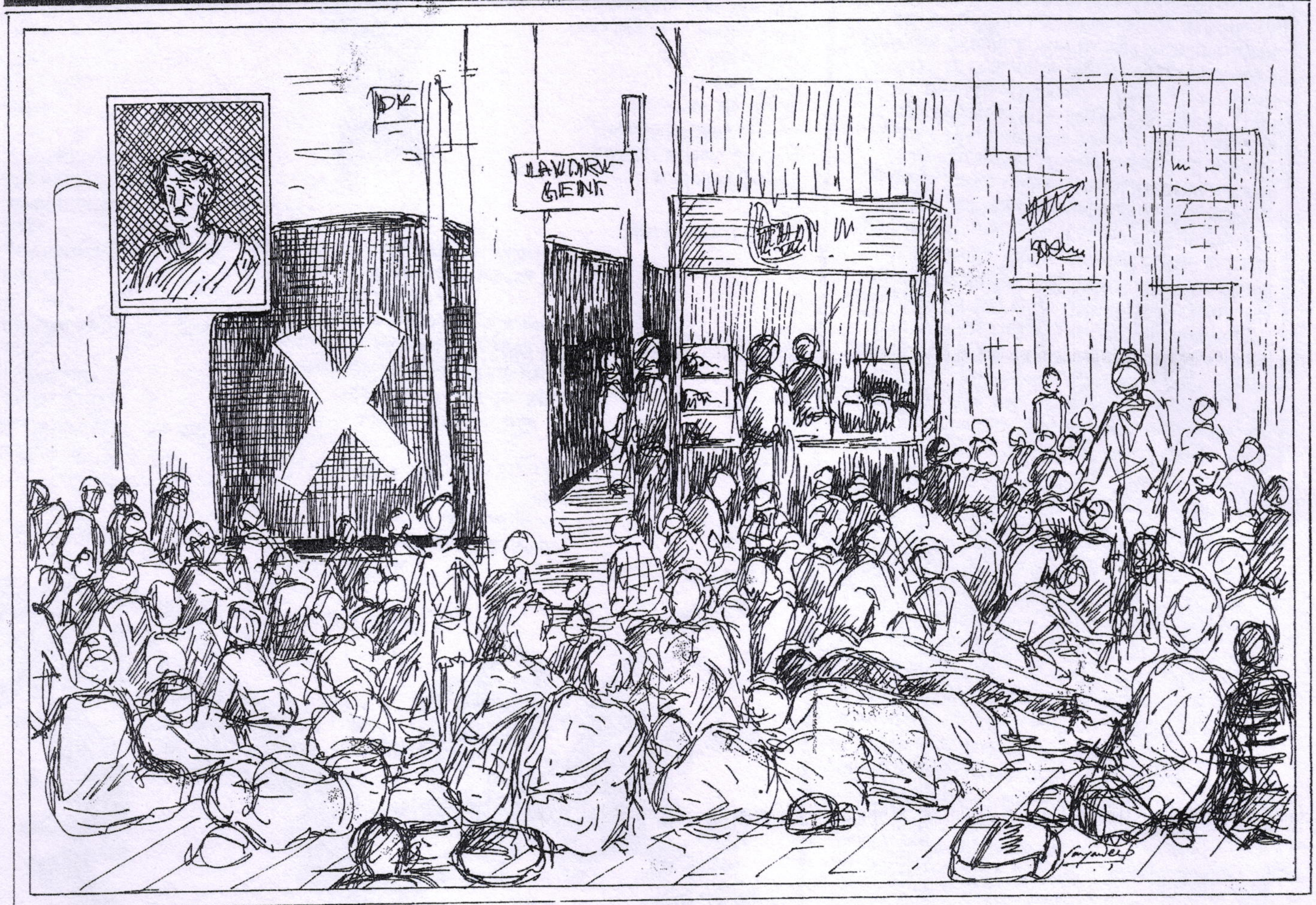
দ্বিতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ • প্রচারসংখ্যা ১০০০ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব



শেয়ালদহ স্টেশনে। মিটিং মিছিলের দিন রাত্রি আটটার পর। মমতা ব্যানার্জীর ব্রিগেড চলো বা D.Y.F.Y এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কনভেনশন ভীড়ের আকার গঠন সবই থাকে এক। এমন কি মুখ গুলোও যেন একই। ওঁদের অবস্থা বা অবস্থানের পরিবর্তন হয় না কোনো কিছুতেই।

প্রাক্ বসন্ত উৎসব এবং

থামগুলো শুধুই থামই।
সে বসেছিল। সে বসে থাকে। যেমন সবসময়েই। ধূসর থামটার নীচে গাঢ় ধূসর বুড়ো লোকটা। শেয়ালদা স্টেশনের ছয় থেকে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম রাত আটটার পর থেকে ধূসর। পেটার বিকসেলের গল্পের বুড়োগুলোর মত তারও হয়তো কোনোদিন বিয়ে হয়েছিল, হয়তো বা হয়নি। ছেলেপুলে ছিল হয়তো। সে বসে থাকে, কখনও সখনও সরকারী বাথরুমে যায়। আসলে সে সবসময়েই বসে থাকে।
বছরের এই সময়টায় শীত পড়ে। সে ভয় পায়। যেহেতু সে কথা বলে না বা কথা বলতে ভুলে গেছে তাই বলে না বড্ড শীত পড়েছে।
যে যে দিন তাকে দেখা যায় না বা দেখা যাচ্ছে না বলে বোধ হয়, সেদিনের মুখগুলো শুধুই মুখ। অথবা প্রত্যেকটাই সাদাকালো ফটোগ্রাফ। অথবা ধূসর ভাস্কর্যের জঙ্গল। সেদিনটা হতে পারে ডি.ওয়াই.এফ.আই এর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কনভেনশন। অথবা যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন। কিংবা সেদিনটা হতে পারে সি.পি.এম-এর কলিকাতা আঞ্চলিক সমাবেশ। অথবা সেদিনটা হতেও পারে মমতা ব্যানার্জীর তুফান বা জলের কল বা মৃত্যুঘন্টা। অথবা সেদিনটায় প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন প্রাক্ নির্বাচনী সফরে। অথবা এমনও হতে পারে সেদিন বি.জে.পি-র কেন্দ্রীয় সম্মেলন অথবা ফরওয়ার্ড ব্লকের ব্রিগেড চলো। সেদিনটা এমনও হতে পারে এস্প্ল্যানেড ইস্ট-এ নকশালদের জিবে গজা প্রতিযোগিতা। তা সে যাই হোক গে যাক্।
কোনো কোনো দিন তাকে দেখা যায় না। অথচ সে বসে থাকে। সে বসেছিল। যেমন সে সবসময়েই বসে থাকে। ধূসর থামটার নীচে গাঢ় ধূসর বুড়ো লোকটা।
হয়তো তার বিয়ে হয়েছিল। বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছিল। অথবা মারা গেছে অনেকদিন হয়তো তার বিয়ে হয় নি। বউ ছিল না কোনোদিন। ছেলেপুলেও না। হয়তো তারা কে কোথায় চলে গেছে বুড়ো জানে না। শেয়ালদার ছয় থেকে নয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম রাত আটটার পর ধূসর হয়ে যায়। সে বসেছিল। যেমন সে সবসময়ে বসেই থাকে। গাঢ় ধূসর বুড়োটা মাঝে মাঝে সরকারী বাথরুমে যায়। জমাদাররা ওকে গালাগালি দেয়। সে ওদের টাকা দেয় না। ওরা তাকে দয়া করে কখনও কখনও। যেদিন রাত থাকতে রেললাইনের ধারে.... সেদিন নয়। সে অধিকাংশ দিন খায় না অথবা খেতে পায় না। সে বসে থাকে।
যেমন সবসময়েই সে বসে থাকে।
বছরের এই সময়টায় শীত পড়ে। মাঝে মাঝেই শেয়ালদা স্টেশন ভাস্কর্যের জঙ্গল হয়ে যায়। সে ভয় পায়।
গাঢ় ধূসর বুড়োটার গায়ে আরো ধূসর এক কম্বল থাকে। হয়তো বা সেটা কোনোদিন কম্বল ছিল। এখন গাঢ় ধূসর পলেস্তারা। যেহেতু সে কথা বলতে ভুলে গেছে তাই বলে না। বড্ড শীত পড়েছে। বছরের এই সময়টায় শীত পড়ে। শেয়ালদা স্টেশনে মাঝে মাঝেই মুখ গুলো শুধুই মুখ। সে ভয় পায়।
রাত আটটার পর ধূসর। থামগুলো শুধুই থাম। সে ভয় পায়। গাঢ় ধূসর পলেস্তারাটা সে পেয়েছিল যখন সে নিজে বা ওটা কোনো টাই গাঢ় ধূসর ছিল না কোনো একটা থাম শুধুই থামের নীচে শেয়ালদা স্টেশনে কোনো এক ঘুমন্ত ভাস্কর্যের গা থেকে। সে ভয় পায়। বছরের এই সময়টায়।

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে ঃ

অসম্পাদকীয়

অথ: বইমেলা পূর্ব কথন - প্রনালী বহির্ভূত - পার্শ্বতিসংক্রান্ত এবং যাবতীয় প্রত্যয় নির্গত একটি ব্যাপারের "দেখে দিন মণ্ডপ" (!!!)র পর অধাসক্ত স্বাবমুক্ত - অথবা দিব্যি আছি — সচ্ছল চলনশীল। বসনিয়ান বা ওইসম্যাপ সংক্রান্ত অনেক সংবাদ এবং প্রতি সংবাদের পর - কলকাতা কলামেলায় শিল্পীদের পায়খানা করার তত্ত্বকথাকে পেরিয়ে আপাতত দুরাত্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন মিটিল - (মিটিং+মিছিল) একদা প্রভাতে রবিকিরন মাখা সংবাদ পত্রের প্রথম পাতা সচিত্র - এবং আবাহন " কী অবস্থা " পরপর সব চোরেদের ছবি (ওমা হি: হি:) ঠিক কিছু বলাও চলে না - মতপ্রকাশ প্রাত: রাশা গ্রহন ও অমিম বা আত্মাহুল পৌঁছাইবার খাই মহযোগে। যেন প্রথমত বিশ্বাস্যই নয় এবং সেকারনে বিপ্রতীপ নি:সংশয় বিশ্বাস, এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক এবং সুস্থ মুক্তিযুক্ত। রাজ্য সরকার চিৎকার করে উঠলেন - 'প্রধানমন্ত্রী সচিত্র' যেন মোটা হলে, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। যেন শুদ্ধতার সাংবিধানিক সংস্কৃতি চুলোয় গেল নিতান্তই সংগোপনে। আর চম্বলের স্বপ্ন বাঁচানো সম্ভবনয় কিন্তু সামান্য অপ্রিয় চর্মস্বপ্ন বায়ুতে নিশ্বাসপ্রশ্বাস প্রতিরোধ্য এবং আমাদের সীমিত ক্ষমতায় মোটা করে ফেলা গেল সহায় বন্ধু বুদ্ধদেব চমাক্ষির লাগেলাগে ঘোরাঘুরি আরম্ভ এই তো সেদিন নন্দনকাননে সংস্কৃতির ধারক বাহক হয়ে নানদিকেতার পারকাশ্যায় পাল্লিত হোক উচ্চাঙ্গসংগীতানুষ্ঠান সদ্য পাঞ্জাবো পা আভিজাত্য উন্মাদ আবেসমাহিত ঘোষনা করতেন 'শিল্পীদের দুনিয়া বড় হোক' - তাই শিল্পীরা সবাই রিক্তদের "অনাথদুনি আস্থায়া পাতে" জমে থাক সুখপথে মুখপাথে - বইমেলায় শুধুমাত্র কোতোকোলা বিক্রি হোক আনিল আচার্য বলে উঠল শাশ্বতীদের "। দেশিল ম্যাগাজিন জ্বালোকে পিটিয়ে তুলে দিল" হয় শিল্পীরা কমোতে তুলি এঁকে নাম দিল সমাপ্ত এবং প্রতিবাদে চিৎকারে নিন্দেদের অধিকার আদায় করতল - শ্যাবল স্মোন সুল জ্যোতিলাল সোনার পৃথিবী হাতে ধরে প্রতিবাদী হেসে উঠুল - নন্দনে সিঁড়ির পাশে বসে থাক সোমনাথ হোরের মিনারা - আর চেঁচামিয়ায় একঘেয়ে অম্লান চলতে থাকুক - বিশ্বসুন্দরী বিশ্বকাপের উৎসাহে নতে লেসার মিছিল - অস্ট্রেলিয়া অস্বীকার করুক শ্রীলঙ্কায় খেলতে - আর এল. টি. টি. ই - আবার আঘাত করে চলুক - আর - আর বিশ্বেশ্বর নাথ হাইকোর্টের প্রাচীন বিভীষ-পাতি হিয়াতে সাপেথ নিল - সল্টলেকে ঝুপড়িগুলো অজানা কারনে পুড়ে যাক - আর - আর - আর

আর কি!

দৈনন্দিন অসিশালী স্বাধীন কণ্ঠের মুখপত্র হয়ে উঠুক 'দৈনন্দিন' সম্পাদ - আর একঘেয়েমি তে -

— আর ... আর ... আর ... আর কী ...

সেইসব বন্যা কবলিত মানুষদের প্রতি

তোমার চিঠিতে দেখেছি
ঘোলাজল
-সদর, খিড়কি দুই দুয়োর দিয়ে
তারপর উঠানে,
পিঁড়ে এবং ঠাকুরঘর।
সন্ধ্যার শাঁখ বাজানো তুলসীতলা
গ্রাম্যবধূর লাল শাড়ী আঁচল
বন্ধ হয়ে গেছে বিপাকীয় আর,
শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া।
সাদা জলের ছবি
পূর্নিমা চাঁদ, আকাশ
সব ধরা পড়েছে সেলুলয়েডে,
কিন্তু শুধু তোমার চিঠিতেই
দেখেছি ঘোলাজল।

— অরূপকুমার ঘোষাল



বরং চলে যাও
এ মাটি ছেড়ে
অন্যকোথাও
যেখানে
শুধু
তুমি আর
তোমার শ্বাস
তোমার সত্ত্বা
সর্বেব
বোধ - চিন্তা - স্মৃতি - বিস্মৃতির
মাঝে
দেখবে
কখন হারিয়ে গেছ
তুমি
একা নও
একা নই
এবং মাথার উপর
একটুকরো আকাশ
রেখো
আর ক্রিমসন সূর্য
মাঝে মাঝে
বৃষ্টি হবে
যেমন তুমি ভিজতে পারবে
অথবা
রোদ উঠলে
পুড়তে পারবে
একবার হয়তো স্বত:স্ফুর্তভাবে
জ্বলেও উঠতে পারবে
হয়তো বা নাও.........

— সুদীপা ভট্টাচার্য

আমরা যারা শব্দ নিয়ে ছেলেখেলা করি
দুর্বোধ্য গালাগালি করিয়ে-দের চেয়ে
কিছু কম যাই না।
নির্বিচার মাতলামি অথবা জাগলিং এর কসরতে
প্রায়ই চারটে-ছটা সরল খুন করে ফেলি।
আগামী কালই তাই থেমে যাবে মিডিয়াম ব্লক
চেতনায় ক্ষরন হবে; প্রায়শ্চিত্ত :
সবুজ আঁচল রক্তপিণ্ডে
মরা পৃথিবীতে
ফুটে উঠবে একটিমাত্র সূর্যমুখী ফুল।
অথবা
গোলাপী আলোর নাশকতা
চেতনাকে হত্যা করবে নেহাতই
আঙুলের নখে।

— নন্দিনী নাগ



সুদ্রাকল্পি উত্তমা

পার্থ ব্যানার্জী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকার বৈদেশিকনীতি প্রসঙ্গে নোয়েম চমস্কির বক্তৃতার পর)

সেই কখন থেকে একটা ঘরের মধ্যে, ঠিক মাঝখানে মেঝেতে বসে আছো, তুমি, বিরক্ত হয়ে গেছ বোধহয় - আর আরো বিরক্ত এই ভেবে যে ঘরের মধ্যের এ অত লোকের বিরক্তি বলে যেন কোনো বস্তুই নেই। ঠিকই ভাবছো, কারন বিরক্তি জিনিসটা বস্তু হিসেবে কারো থাকতে গেলে তার দরকার একদম ফাঁকা শূন্যস্থলো সম্পর্কে চেতনা। আর ওরা যারা গোল হয়ে ঐ সংসদমার্কা টেবিলগুলোর পেছনে বসে আছে, ওদের কাজই হলো ফাঁকা শূন্যস্থলোর দিকে গাড়িয়ে দেওয়া ওদের কথা - মুখ থেকে বেরোনো মাত্র যা হয়ে যায় মুদ্রা আর চনচনিয়ে এগিয়ে আসে টেবিলের গেড়ানো ব্যাপারটা ভীষন মোহক, টাকা সারম্য ক্ষমতায় হলে তো বটেই) টেবিলের কোনায় তারপর তোমার ক্রে ম্যাটারে, তারপর কোথায় - তুমি জানো না, ঘরটার কাচের দেওয়াল দিয়ে তুমি অন্তরীক্ষে দেখো হঠাৎ হঠাৎ ছিটকে যেতে তোমার অর্থপূর্ন সমস্ত শিকড়কে।

বহুজাতিক এই ঘরটাকে যদি দুনিয়া বলে ধরে নাও তবে এই মোহক মুদ্রাতান্ত্রিকতা নিয়ন্ত্রন করে আজকের রাজ্য রাজনীতি বাজার এমনকি বিশ্ববীক্ষা কেও। টেবিলের পেছনে সুতো টানতে থাকা বহুজাতিকেরা বহুদর্শী, দুয়েকটা সরকারের অর্থনৈতিক সংকটে (যেমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মোটেও বিচলিত না হয়ে হাসিমুখে তারা তোমার ফাঁকা শূন্যে ছুঁড়তে থাকে খাঁটি মানবতাবাদ। তুমি বসেথাকো খোলাবাজারের রাস্তায় ধুলো মেখে, তোমার ফাঁকা শূন্য ভরতে থাকে একটু একটু।

তবে আমি তোমাকে বলতে পারি, ঐ খাঁচের ঘরে থাকলে যে টাইটা বাঁধতেই হয় আর বাঁধলেই গলায় অস্বস্তি পাকায় নটটা, থ্যাওরি বলে যে টাই খুলে ফেলবার লোক নোয়াম চমস্কি।

তিলোত্তমার সন্ধানে একা সাংবাদিক

(তিনের পাতার পর)

এরকম দুটো ধারনাকে কেন্দ্র করে একটা ভাবনার গন্ডী আছে আর আমাদের কাজগুলো ঐ প্রধান অক্ষ বরাবর হয়ে চলে।

ম্যালথাসের নীতিকে Overside approch বলে কিন্তু ওটাকে আরও কঠোর করেই ব্যবহার করা উচিৎ, চীন আর জরুরী অবস্থার সময় ভারতের জোলো উদাহরন দিয়ে দিয়ে যতই তার খারাপ দিকটা দেখানোর চেষ্টা হোক আর ঐ Collaborative approch এ 'অর্থনৈতিক বিকাশই সর্বোত্তম জন্মনিরোধক' বলে স্ত্রী শিক্ষা, হাসপাতাল আর বয়স্ক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষার ক্যাওড়ামো ছ্যাবলামো চলতে থাকুক - কিস্যু হবার নয় - এটাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া উচিৎ "

কিছুক্ষন সব চুপচাপ - হেসে ফেললাম - পূর্ব মুহূর্তের উত্তেজিত লম্বালেকচারের কথা ভেবে - পুকুও ফিক্ ফিক্
"বক্তালাগালি দিই নারে পুকে? - বললে বিশ্বাস করবি ভারতই প্রথমদেশ যেখানে জন্মনিয়ন্ত্রনকে সরকারী কর্মোদ্যোগের আওতায় আনা হয়েছিল"
"অনুদা আজ তুমি পুরোপুরি লেকচারের মুডে - আইসক্রীম খাবে? - খাওয়াবো, চলো না - "
"টাকা কোথায় পেলি?"
"হি হি বাবা কাল মাইনে পেয়েই তিনশো টাকা হাতখরচা দিয়েছে - যতই হোক কলেজে পড়ছি"
"পুকু এই ব্যাপারটা দিয়েই ভাব, ভেবে দেখ -"
"ধ্যাৎ তেরীকা — যাবে কি না! আজ আর হয়েছে পড়াশোনা — আমি বেরোব টিপ কিনতে হবে আমায় -
"চল তবে: আমরা বেরিয়ে পড়ি
ইক্কিলি মিকিলি সোনা টুকটুক মিকিলি চিকিলি...

(ক্রমশ)

⇧

আমার কোনো অঙ্ক নেই- শুধু বিন্দু আছে।
তার কোনো বিন্দু নেই, কিন্তু কোনো অঙ্কও নেই।
শুনেছি কেউ কেউ আছে, কতিপয় মানুষ, যাদের বিন্দুও আছে অঙ্কও আছে।
আমার চেনা জানা জানা চেনা চেনা বোঝা সব অঙ্কবইগুলো গ্রন্থাগারে, তার মাঝে মাঝে নাকি কারা সব পাতা কেটে নেয় - আমি ঠিক জানি না।
কারন আমার গ্রন্থাগারে ঢোকবার অনুমতিপত্র নেই, তবে শুনেছি।
আমি সামাজিক গনিতের ছাত্র ছিলাম- ছিলাম কারন, আমার অঙ্কবইগুলো হারিয়ে যাবার পর বিন্দুতে বসে বসে যখন প্রচণ্ড ব্যস্ততায় বিভিন্ন করতে চাইছিলাম-তখন নিয়মানুগ অঙ্কবইগুলো গ্রন্থাগারের আলমারীতে তালাচাবি দিয়ে দেওয়া হলো। সময়োচিত কারনে। যুক্তি তৈরীর হেতু বিশ্লেষন আমার কর্তব্য বা কর্ম অর্ন্তগত না হলেও- সময় কিছু বিন্যাসিত বাক্য- বা যুক্তি তৈরী করে দেয় অন্তরতম মস্তিষ্কে। সকল হিসেব খেরোর খাতায় সাদা ফিতে হয়ে পৃষ্ঠা ধরে রাখে আমি জানিনা সেগুলো মেলানোর পদ্ধতি - তবে সবাই অর্থাৎ যারা জানেন ও বোঝেন বার বার বলে দিয়েছেন - ওগুলো মেলাতে নেই - তাই এখন আমি অঙ্কছাড়াই বিন্দু নিয়ে সুখেই আছি - অন্তরঙ্গ বিন্দু; একটি নির্ধারিত বিন্দু। আক্ষিক নয় কারন অঙ্ক নেই - দৃশ্যায়িত আমি সুখে আছি।
একদিন রাত ছিল এখন যেগপাই - আমি ভালো আছি। কারন আমার ভালো থাকা উচিৎ না থাকার কোনো কারন নেই -

⇩



ছবি: Sleep of Reason গোইয়া

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

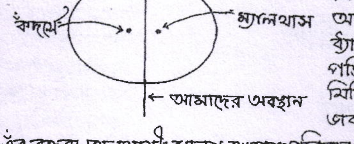
তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

৭ অনুভব বিশ্বাস

আমার বোন পুকু যার চোখদুটো পুকুর মতো তার আমি আদর করে ডাকি পুকে আমার অধিকাংশ একান্ত অবান্তর বকুনি আর দারুন সব উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা সংযুক্ত বক্তৃতার একনিষ্ঠ শ্রোতা, কারন তাকে আমি অংক করাই তার কাছেই প্রথম শুরু হল কথাটা এবং সেটা ডিমের অমলেট থেকে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খালি প্লেটটা সরিয়ে আমি 'মানুষের যদি ডিম হতো তবু কিছুটা কাজে লাগতো' বলতেই 'ধ্যাৎ! তোমার যতসব আজেবাজে গাঁজাখুরি কথা' আর পাঁচটা ইলেভেন পড়ুয়া মেয়ের মতই বাচ্চা ওর খুব প্রিয়- পেলেই চটকে মটকে চুমু টুমু খেয়ে "ইক্কিলি মিক্কিলি সোনা টুকটুক মিকিলি চিকিলি ইল পিন পিন' কি সব বিজাতীয় ভাষায় বলতে থাকে আর আমি হাজার স্মৃতি হাতড়েও আমার ঐ পুঁচকে বয়সের কথা মনে করতে পারি না; চট করে আমার মেজাজটা গরম হয়ে যায় কারন আমার দিদি-বিদি-পিসি-টিসিরা নিশ্চয় আমায় ও'রম্ করতো আর তাই থেকেই আমার চারধারে এইসব অর্থহীনতার সূত্রপাত যতসব আজব কাণ্ডকারখানা - তারা তো কে কোথায় মিলিয়ে গেছে আর আমায় ঘিরে ঐ সব শব্দের ভূতের নৃত্য চলছে-ঐ একইরকম যুক্তিসঙ্গত আজব এই পৃথিবীর কাণ্ড কারখানা আচ্ছা ওরা, মানে মেয়েরা কি ওগুলো বুঝে শুনে ভেবেচিন্তে বলে 'ইক্কিলি মিক্কিলি সোনা টুকটুক মিকিলি চিকিলি ইল পিন পিন' অলৌকিক বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত অবাস্তবতা এই দুই নিয়ে দুনিয়া বেশ চলেছে।
"আ: শোন্ না, দেখ এই যে প্রতিদিন হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছে কোন কম্মে লাগছে? -যে বাবার ক্ষমতা আছে দু'জন কে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবার সে একবারও ভাবছে না যে তার দুই ছেলের কাছেই সমস্যাটাকে দ্বিগুন করে তুলছে" পুকু আজ প্রথাবহির্ভূত ভাবে অসহিষ্ণু "বুঝ এই ডেরিভেটিভটা করে দাও তো আগে.... কাল আবার নাপিতকে দেখাতে হবে" 'নাপিত' হল অঙ্কের স্যার।
আমি অঙ্কটা করতে থাকি- কিন্তু এখনও

অমল : ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতেই হবে
বিমল : ফ্যাসিজম পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়
কমল : কম্যুনিজম মানুষের স্বাতন্ত্রবোধকে লুপ্ত করে
অমল : ডেমোক্রাসি দিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় না
বিমল : ডিকটেটরশিপ সবসময় সবদেশেই অন্যায়
কমল : সাধারন মানুষ সব সিস্টেমেই ভুগবে
অমল : দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেল
বিমল : এ গভর্নমেন্টকে দিয়ে কিস্যু হবে না
কমল : যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবন
অমল : রাজনীতি অতি নোংরা জিনিস
বিমল : আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি হবে
কমল : আপনি বাঁচলে চাচার নাম
অমল : প্রমোশান হল না
বিমল : কোয়ার্টারটা বাজে
কমল : ব্যবসাটা যাদা গেল না
অমল : গিন্নীর অসুখ
বিমল : ছেলেটা ফেল করলো
কমল : বাবা মারা গেলেন
অমল : যত্তোসব
বিমল : ছি ছি ছি
কমল : ধ্যাত্তেরী
অমল : বিমল
বিমল : কমল
কমল : অমল

একইরকমভাবে আমরা ভেবে চলেছি আমি সৌম্য পার্থ সৈকত এবং এবং এবং এবং কোনো নেপথ্য কন্ঠ নেই।
আমি পুকুর অঙ্ক খাতার পেছনে একটা Structure করতে শুরু করলাম- আজ বাড়ীর কাজ না দেখাতে চাওয়ায়, খুশী মনে পুকুও



"ওমা কদর্য বানানে ভুল লিখেছ আর ওটা কি: উপবৃত্তের দুটো নাভি, তাহলে প্রধান অক্ষের উপর Variable এর অবস্থান কেন? ধ্যাৎ—" পুকুর কনক্লুশান "পুকে বেশী পাণ্ডিতি করিস না; কদর্য নয় উনি কাঁদর্সে যিনি প্রথম জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন- উনি ছিলেন ম্যাথমেটিশিয়ান ওঁর বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ স্বেচ্ছায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনে উৎসাহিত হবে যখন তারা বুঝবে যে আগামী মানুষদের প্রতি বর্তমান মানুষের একটা কর্তব্য আছে-সেটা তাদের পৃথিবীতে নিয়ে আসা নয়-তাদের স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করা। ধ্যাৎ-ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বসে বসেই এসব প্রত্যয়ের কথা বলা যায় - আর ম্যালথাস কঠোর বাস্তববাদী, পেসিমিস্টও বলা যায় কাঁদর্সের তুলনায় কারন তিনি তো পরিস্কার বলেদিয়েছিলেন এরকম ভাবার কোনো কারনই নেই যে জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো না পাওয়া ছাড়া অন্য কিছু সাধারন মানুষকে অল্পবয়সে বিয়ে আর গাদা গাদা সন্তান উৎপাদন করা থেকে বিরত করতে পারবে। ভদ্রলোকের একটা বই আছে An essay on the principle of Population অনেক খুঁজেছি পাই নি - এখানে সেখানে টুকটাক Refference পড়েছি - আমার মনে হয়

(এরপর দু'য়ের পাতায়।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

বইমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতার পাতা :—

●

ফিনকি দিয়ে যখন নৈঃশব্দ ছোটে
তখন পীর তলার মোড়ে
পাগলা অসাড়্য বুড়োটে রোদ্দুরের ছায়ায়
কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে
কি ? কি ? কি ?
অভাবে জানা যায় না
শুনুলে, শালার অবশ্যই উত্তর পৃথিবীর নাড়ি টেকেছে।
অভাবে মিত্তিরদা ছাব্বিশ বছর সংসার করে
ছয়সন্তানের জনক হবার পরও
বৌদির যোনিপথে কান পেতে শব্দ খোঁজে
কি ? কি ? কি ?
এভাবেই আমি অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি —
বনানী ওর গুঁড়ি হারানো দুলের —
মেজদি ওর বেকার প্রেমিকের —
আর ছাগীটা (ওর তিনছানা দুটি দুধ খায় বাকিটা লাথমারে)
— চিন্তা করে ওর ভবিষ্যৎ
কি ? কি ? কি ?
সত্যিই তো খুব চিন্তার !
যা বাজার পড়েছে !
ভবিষ্যৎ খায় না গায়ে মাখে ? তাও —
কি ? কি ? কি ?

— অমিতাভ সেনগুপ্ত

●

মনে পড়ার মানে আছে কি ?
কিংবা মনে মনে মানে করা যায় কি ?
বা মন মানে কি কখনো যে
ঘটনাগুলোর কোনো মানে নেই ?

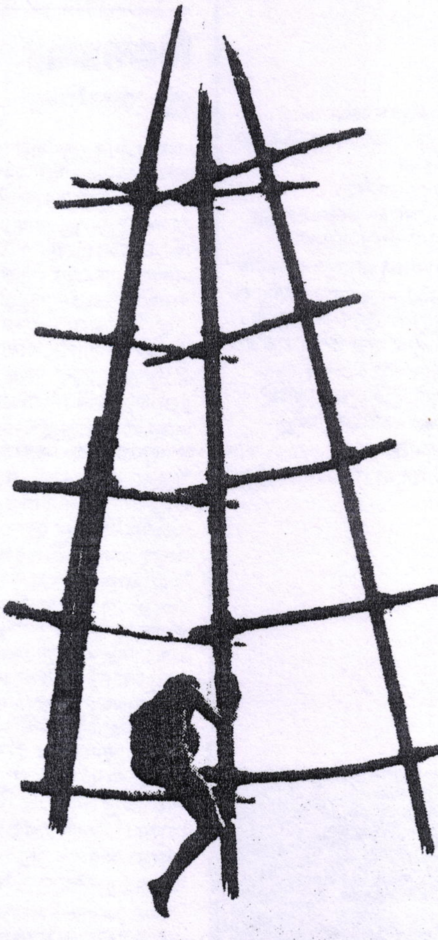
মানুষের মন নিজের মতেই মানে করে মানানসই
যে কোনো ঘটনার
সে, ঘটমান বর্তমানই হোক
বা অঘটিত কোনো অঘটন
(আদ্ধা মিনিটের মিলেট্স হয়
সেকেণ্ডের স্লাইস ?
মাইক্রোসেকেণ্ডে মনন ?)
সেদিন [যে দিনটাকে আমি কোনোদিন দেখিনি]
ম্যাক্রোইকনমিক্স এর এক তত্ত্ব নিয়ে
সমাজবিদ্যার এক অধ্যাপক আলোচনা
করছেন সোনাগাছির এক বেশ্যার সাথে
টেনিসের সেন্টার কোর্টে

কীটস্ পড়াতে গিয়ে
কীটনাশক ও তার কুফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছিলেন
একজন .... নন্দনের মাইক্রোস্কোপে
ইঞ্জিনার স্লাইডে দেখানো হল
পথের পাঁচালী
যেখানে অপু মিড-উইকেট ফেন্সিং এ বল পাঠাচ্ছিল
গীটার দিয়ে ......
রবিশংকর শ্যালো আর জুবিন মেটা
হাল ধরেছেন কোনো ক্ষেতে
বজরার রুটি খাচ্ছে আম্বানি ভাই

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে অনেক ভীড় ছিলো
ওখানে বিড়ি শ্রমিকদের সেমিনার ছিলো
কে একজন বলছিলেন
আর সমবেত সবাই 'হল্লা বোল' 'হল্লা বোল'
বলে চ্যাঁচাচ্ছিল।
একজায়গায় (রাশিয়ার দিকে)
অনেক সাপুড়ে; কোনো লোক নেই
শুনলাম আবার ওরা আসছে তাই
সব লেনিনের কবরে সেঁধিয়েছে ......

কফি হাউসে গিয়ে দেখি একজন নিবিড়ভাবে
তন্দুরী চাপ খাচ্ছে (বাঁ হাতে অবশ্যই)
আর খিস্তি ঝুঁকছে টেবিল আফাইওলাদের
তারপর একজন এলো
এসে ঠাস্ করে বাঁ গালে এক চড়
দেখি ঐ লোকটা আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে
তারপর আমার কলজে চিবিয়ে খাচ্ছে ;
আমার কি হাসি যে পাচ্ছিল !
ব্যাটার পেট ছাড়বেই।

— সৌম্য মুখার্জী



●

গতরাতে প্রতিহিংসার শব্দে ঘুম ভাঙলো।
উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে নিরাপত্তার পচা কাঠ।
রক্তাক্ত কন্ঠনালী কামড়ে ঝুলছে সাপ।
মৃত্যু আড়চোখে দেখে প্রাপ্যবী।
ঝিঁ ঝিঁর ডাক শুনে জীবনের তৃষ্ণা জাগে।
ক্লান্ত শ্বাসে নিষ্কৃতির কথা ভেবে,
বাষ্পীভূত হয় অসুস্থ আশা।
কাগজে কলমে
প্রজন্মের রক্তে রক্তে প্রবাহিত নেশা
দিন বদলের পালা আসে বারবার !
তেইশ বছরের ব্যর্থতা পাঁজরে
দেওয়াল লিখনের হাত ধরে
রকে বসে শংকরী প্রসাদ।
প্রকাশ্য রাজপথে রক্ত ছুরি
তারুণ্য ঘুমিয়ে পড়ে অপার্থিব নির্জনতায়।
কলকাতার সব কাঁটাতার ভুলে থাকে
শান দেওয়া তরবারির পিপাসা !
দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নেপথ্যনায়ক
ভালোবাসা চেয়ে পাগল হয়নি কেন ?
তপন মাস্টার ভারক্লান্ত স্মৃতি সন্ধ্যায়
শিমুলের ডালে আগুন দেখে।
শিশুকাল শীতলপাটি ঢাকে বিমর্ষতা।
আলখাল্লার আড়াল করে শরীর,
নতজানু শতাব্দী গনতন্ত্রের বস্তি লাইনে।
কটা শিউলি ঝরে গেলে বিপ্লব হয়;
কখনও হিসেব রেখেছো কি
শান্তিনিকেতনের সবিতা।

— অমিত কুমার ঘোষাল

●

প্রথম অঙ্ক :—

১

হঠাৎ লোডশেডিং
বাতি জ্বেলে দুধের খাদ্ খোলে মেটাতেই
আবার এলো, ছেড়ে দিল মনে
কালশিটে, ও শোয়ার কেলেঙ্কারী
মিটতেই ; হাত দিলাম একটা বড়
কাসন্দাকাশনে,
নড়বড়ে ভিত থরথর
এখন সাইটে দাঁড়িয়ে আমি
ঝিরঝিরে পাতলা চুল উড়ছে —

২

নাম ধরে হঠাৎ নলজাত নবজাতক ডাকলো
আমার হাসি গোঁফের রেখায় মিলিয়ে গেল
আমি তা মিলিয়ে দিলাম
বিলম্বিত আঘাতে ঘোর ভাঙলো
বোকা, কাল কে কেউ মারে
কাল জয় করবে জীবন
দেবে অন্তিম খাদ্য

৩

মৃত্যু এখন উড়ছে
শকুনের সামনে দুটো মরমান দেহ
'একটি বাঁচিয়া যাইবেক' —
যমকে চিত্রগুপ্তের নির্দেশ;
মিউজিক্যাল চেয়ার শুরু
মৃত্যুর সঙ্গীত কানচত্বরে প্রতিধ্বনিত
বারবার মনে পড়লো 'লাশ-কাটা-ঘরে'

৪

'আমায় বাঁচিয়ে দাও না'
সীতার মত সোনার হরিণ চাইলাম
এতে অনেকে সেক্সসুয়াল ভালগার দেখবেন
আর আমার সেক্স তখন ভোলাটাইল
ভাবছি কখন গাইবো
'মরণ হতে জাগি ......'
একবারো 'পরশ যাকে যায় না করা'
তাকে সকল দেহে ধরা, চেষ্টা করিনি।

৫

এটাই মনে হয় শেষ ....
এটাই শেষ .....
শেষ .... শেষ
না শুরু এবং আবার .....
শকুনটা পাশের লাশটাকে চুমু খেল
আর আমাকে কেউ জড়িয়ে ধরলো
সম্পূর্ণ মানবিক, কামজ ....
আমি চোখ খুলিনি
মনে হল
অলিম্পিকে ১৩০ মিটার বিজয়ী
(পড়ুন জীবনের ইঁদুর দৌড়ে প্রথম)
আমি বল্লাম "প্রাইজটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন"
"আমি চল্লাম, ভীষণ তাড়া"
বলেই পার্শ্ববর্তিনীর হাত ধরে চোঁচা .....
এবার বোধহয় লিখতে পারি
"আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব"
"আট বছর আগে একদিন" এ।

দ্বিতীয় অঙ্ক :—

১

আমি বেঁচে আছি
বাঁচবো .....
আরো জোরে বাঁচবো .....
উজ্জ্বল গদ্যের মত দিনগুলো
বাবা, আমার বাবা ..
জনক ও জননী
আমি বাঁচবো সকালের সূর্যের মত
কিংবা দিন শুরু ও রাতের শেষে
আবছা চাঁদের মত
?!? , ✗ .... ? ..... ∨..∨... ✱ ...

২

আমার তারারা চলে গেছে
সকালের আলো
কিংবা প্যাট বুনের 'লুভি রিভার'
ভাসিয়ে দিয়ে আমায়,
আমি বাঁচবো তোমারই জন্য
আমি বাঁচবো মরা জীবনে —
বাঁচবই .....
নেহাৎ বাঁচার জন্যই

৩

আমি বেঁচে আছি,
আমার বাড়ায়,
ধোঁয়ায়, আগুনে
আমি বেঁচে আছি
আমার আশায়
দিনগুনে আনমনে

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

④

আমার মৃত্যু নেহাৎ খেলের ছল
জীবন নির্বাক অতল
হুন্দুম কিংবা বোকা অন্ধকার
আমায় বাঁচালো বাঁচার জন্যেই
চতুর্দশপদী .....
চোদ্দ শেষে
নতুন কলায়

⑤

রাকা আমায় বাঁচাও
ডুবছি নতুন নতুন সাগর
ঠাকুর বাবুর যদিও আছে
আমি ডুবছি.....
বিশাল মৌচাক, এখন.....
হ্যাঁ একাই
রাকা........

⑥

সত্যি করে বল,
হাসির খোরাক কতরকম
নতুন পাওনায় কিংবা মীড়ে
আমি ও গৎ সব শিখিয়ে তখন
শিখছি শিকল ছেঁড়ার খেলা
আকাশে কাজ ছাড়বো ভাবি
আমি ওখানে দড়ির খেলা দেখাই

২১ বছর, ৭ মাস, ৭ দিন
১০ মাস ১০ দিন, তার আগে
যারা আমাকে টেনে হিঁড়ে বার করেন
নির্বাধে
অহেতুক কাল্পাতন, অবশেষে পতন
আমারি পায়ের তলার হিঁড়ছে
আমি.... হ্যাঁ আমি
আয়নায়, ছবিতে, মাথায়
হ্যাঁ সেই আঘাত পাওয়া মাথায়

⑧

আর মারবে না
আমিই......
আমার একান্ত আমি
এবং শেষবার যাবার আগে আমি আমার
চলচ্চিত্রের চালচিত্রের প্রতিশিয়ানে রাঙানো
নায়ক।

তৃতীয় অঙ্ক ঃ
তৃতীয় অঙ্ক

①

মেদিনীপুর যখন পেছনে উড়ছে
সময় টানছে তামলিপ্তের গন্ধ
তখন নরঘাট এসেছে আমার চোখে
এক নদী বিজ্ঞাপিকায় চোখ-নাক-মুখ বসানো ছবি

②

আমি সাথে সাথে মশগুল হলাম
অলক্ষ্যে অলীক মেদুর প্রেমে,
পাশের মহিলা আমাকে উত্তেজিত করলেন
উত্তাপ আস্তে আস্তে বাড়লো
স্রোতের গর্জন পাচ্ছি
কিন্তু অলীক প্রেম –
ডেক্সটেরের রেজাল্টটাতে শূন্য

③

সন্ধ্যার শেষে রাতের পথে
যখন সমুদ্র গজরাতে গজরাতে ফেনিল
ঠিক তখনই আমরা দশজন
কাঁকড়াটাকে বালি চাপা দিলেও
আমার মনে অহরহ কাঁকড়ার দংশন

④

সকালে আমি বুঝলুম আমি জিতি
সারা সমুদ্র তখনি আমার
চোখে মুখে মাদকতা ভাসছে
ভাসতুব হয়রান.......
জীবনে জীবনমুখী গান...
প্রেমিকটা শয়তান.....
মৃত্যু বড় চালু.......
.......আলুথালু.......
আমি মিশে গেলাম বালির ভয়ে

⑤

মদ তখন ওদের গ্রাস করেছে
আমি একা তখন ভোজ করছি জীবন গ্লাসে
আমার চোখ পানপাত্রের আকারে
মিলিয়ে জড়িয়ে আটকে দিয়েছে এক অকাল
সর্বকুমারীকে, আমার অহেতুক নেশা সেই
কানীন সন্তান
নিস্তরঙ্গ আসা-যাওয়া, চিৎকার
স্তব্ধতা হঠাৎ বিদীর্ণ অন্ধকারে
জটিল ভাষায় আমার নেশা লিখছে
অদ্ভুত মাদকতায়.
আমার মাথায় ও মনে

পার্থিব ক্ষিদেতে সমাপ্ত
যদিও ছেদচিহ্নটা 'কমা'.... ..



⑥

চট জলদি সূর্য নিভলেও
আমার অস্থিরতা.....
আমার জৈবনিক বৃত্তি....
আমার চলা......
আমার না বলা দুর্বলতা.....
সবকিছু থেকে গেছে আমার....
অসংখ্য জিজ্ঞাস্য

⑦

রাতে অতিথিতে অতিনব কিছু
আমি ভুলছি একে একে
চাঁদ ডুবলো.....
নীরব হবার আগেই সুমন্ত অস্তিত্বের আবিষ্কার
ঘোর কাটলো, তখন আবার আমি—
বাসের ঝাঁকুনি ও নরঘাটে সূর্য ডোবার ভয়ে।

সৈকত মুখোপাধ্যায়

আমার কবিতার মৃত্যু তোমার শহরে
আজকের খবরে, বারুদ ভেজা শিশিরের আর্তনাদে
এই তো এখন
যীশুর রক্তে স্নান করে
তোমার দুঃস্বপ্নের মতই
আমার কবিতার রঙ লাল।

চেয়ে চেয়ে দিন গোনা অথবা অনেক অনেক সয়ে
যেতে পড়বার মুহূর্তেও যেমন কিছু পিছুটান থাকে
আগুন জ্বালাবার শপথ যেমন
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রসিকতা
লোকমুখে ঘুরে ফিরে, ভুলে যেতে হয়
আমার কবিতাও আজ ন্যাকড়ার মত অলজ্জ পড়ে থাকে তোমার
শহরের ডাস্টবিনে।
ডাস্টবিনে মোড়া তোমার শহরে 'কবিতা' শুয়ে থাকে
নিখোঁজ নবকালের স্বপ্নাবশেষ হয়ে।

সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

পরিশেষে হাস্যকর বিনয়ী উনি

স্টাফ রিপোর্টার:

স্বপ্ন:

আন্দ্রে পাপান্দ্রেও আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমায়
গ্রীসদেশের ধমনী দিয়ে বেগন রাজতান্ত্রিক
অন্তঃশীলা বইছে মিথমানব বা এথেনিক
ঐতিহ্যের শোনিতে, 'প্যানহেলেনিক -
সোশ্যালিস্ট' প্যাসক(Pasok) পার্টির
২৫ বছরের রাজত্বে অপ্রতিহত গতি
প্রায় বাকরুদ্ধ, বধির, অক্ষম ছিয়াত্তরের রাজ্যের
....
গ্রীকরা তোমায় চায়
পাগল রক্তের অর্থনীতির আরপ্যাঁচে
'অ্যাগিভেরিয়ানি' তোমায় উত্তেজিত করে
"Wake up poor Andreas"- স্লোগানে
তার ওপরে তোমার দ্বিতীয়া স্ত্রী দিমিত্র র
উলঙ্গ ছবি। আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়....

স্বপ্নভঙ্গ:

আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট
সামনে অশীতিপর বৃদ্ধের প্রতিফলন,
উনি বাকপটু, শ্রবনশক্তি সম্পন্ন ও কর্মঠ,
বয়সে এবং দুর্নীতিতে অনেক এগিয়ে
ছুরিতে শান দিচ্ছেন কমিউনিস্ট (!?) সাম্রাজ্যের
আরও পাঁচবছর প্রসারের
উনি বল্লেন "সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে
উনি (বিনয় চৌধুরী) কেন সেই সরকারে
রয়েছেন।

তারপর:

না ওঁকে উত্তেজিত করতে হয় না
স্ত্রীর উলঙ্গ ছবি ছেপে;
(ছাপবার মত নয় বা সাহস নেই)
ছেলের কলঙ্কের গ্রাম বা পাউন্ড বাড়লে
সামান্য অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয় এখন
সামনেই তো নির্বাচন.......
গাজটা বাড়িয়ে দিলেন
এবার চেক
'সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হলে কারোরই
ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। আমরাই বা
সেখানে থাকবো কেন"

শক্তিগড় লেভেল ক্রশিং ভাঙাগড়া

স্টাফ রিপোর্টার:

শক্তিগড় লেভেল ক্রসিং মৃত্যু উপত্যকার অকালমৃত্যু রুখতে ১০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট অর্ধসমাপ্ত ৯৯৯১এর ২৭ শে মে থেকে ফ্লাইওভারের নির্মানকার্য শুরু ৩২ কোটিতেই থেমে গেল রাবণের সিঁড়ি আর নয়, রেলের গতি কমে যাবে, নতুন ইঞ্জিন লাগবে তাই বাতিল এ প্রজেক্ট.... এবার কয়েককোটি টাকার নতুন প্রকল্প; ভাঙতে।

জনগনের সাথে জনগনের সরকারের সেতুবন্ধন প্রকল্প সোনার পাথরবাটির দুরাশা যেমন শুধু পীড়ন নিপীড়নে দৃশ্যমান অক্ষেত্রে খনাসর্বস্য জনগনের সরকারের প্রয়াসে সুফল আছে,

দ্রুত জন্মহার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অকালমৃত্যু কিছুটা শ্লথ করতে পারবে অতে উন্নতির গাড়ী আরো জোরে ছুটবে জোরে.... আরো জোরে, আগে-আরো আগে আমি যখন কলম ঘসটাচ্ছি, পাশের যুবক চেঁচিয়ে বলল: "এই টাকাগুলো আমাদের মত বেকারদের জন্য প্রকল্পে ব্যয় করলে ভালো হত" কেন আবার প্রকল্প, আবার উন্নতি....

আসুন এখন টাকা দিয়ে 'জহর রোজগার' - রাজীব-ইন্দিরার মত 'জহর-জ্যোতি' কিংবা 'জ্যোতি চন্দন' - কোনো একটা যোজনা চালু করি, বন্ধরা সবদিক থেকে আসবে, মুনাফাটাও দারুন, আমরা আবার এগোব, আগে আরো আগে, সমাজতন্ত্রেরও আগে মুক্ত বদ্ধ অর্থনীতি ছাড়িয়ে, উদার টাকার প্রচলন বেগে জীর্ণপুরাতনকে পেরিয়ে, মাসখানেক বাদে পঞ্চায়েতের পিঠ থেকে ঘুম ভেঙে পড়ে যাব, পরদিন হেডিং 'শক্তিগড়ে লেভেলক্রশিং: আকস্মিক মৃত্যু' কারনটা দুর্ঘটনা.... কম্পেনসেশন.... চাকরী কত দাবী নির্বাচনের আগে: নতুন ইস্যু, বন্ধ, তদন্ত প্রভৃতি আসুন প্রস্তুত হই॥

বিপদজনক লেভেল ক্রশিংটা পার হতে হবে।

সামান্থা ফক্স এবং শৃগাল বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার:

আজকাল মাছেভাতে/দুধেভাতে ন্যূনতম ডালভাতে বাঙালী সন্তুষ্ট নয় হাউ মাউ করে চাউ চলে এসেছে কিংবা মাম্মী সদ্য দুধ ছাড়া শিশুর আবদারে চেঁচাচ্ছেন মা টু মিনিটস্

এহেন অবস্থায় বাংলার মাটি, বাংলার জল পুন্য বা বন্য কোনোটাই নয়, বিদেশ থেকে খাবার দাবার, পপ রক মায় রাজনীতিও আমদানীকৃত সংস্কৃতির তলানিতে উদার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় বৈদেশিক মঞ্চ পরিবেশক (পরিবেশিকা) আসবেন তাতে আশ্চর্য কি। 'সামান্থা ফক্স' চলবে না।

এই রহস্যের আঁধারে একটা চিন্তার মোমবাতি জ্বালাই: প্রথমেই চোখে পড়বে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার ছাপ (তবে বিনিয়োগে বা আর্থিক লেনদেনে এ কোনো বাধা নেই) তারপর সংস্কৃতি কুসংস্কৃতির প্রশ্নটাও আসছে - তাহলে হোপ ৮৬...আরো কত আশার অনুষ্ঠানে কর্তাব্যক্তিদের সায়েসী চুমুক, সেইসব বোম্বে ওয়ালা - ওয়ালীদের রাতভোর অঙ্গ সঞ্চালন কোন সাংস্কৃতিক পর্যায়ের কোন অঙ্কে ছিল প্রশ্ন করতেই পারেন, যেমন পারেন, বোম্বের বাঙালীবাবু -র বন্যা-খরা-মন্বন্তর তথ্য —— বিষয়ে আহাস্য ও সহানুভূতিমাখা কালো রাতজাগা তাণ্ডবের সংস্কৃতিতে এবং বারংবার মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে তাঁর পাঁচতারা সান্ধ্যকালে, বা বোম্বেবাসী মিথুন মোড়ের বিশ্বরেকর্ডধারী গায়ক কুমার নুনু ক্রীড়ামন্ত্রীর লালকার্ড দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে লাখখানেক টাকা দান করে কাগজে ছবি সহ মাঠের এন্ট্রিকার্ড কেনেন সে ঘটনায়, সে যাই হোক বিদেশি নী সামন্থা পরিত্যাজ্য যে কোন মর্মেই হোক, দলীয় কোন্দোলেই হোক বা বাংলা-সংস্কৃতি বাঁচাতেই হোক আশাহত হবেন না,

গ্রামছাড়া রাঙামাটির পথে চিন্তা করুন স্যাম ফক্স ওরফে স্যামা গাইছেন, ইন্টারন্যাশনালের সুরে গাইছেন কিংবা বলছেন ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না ....

আর ওদিকে মহাকরন মহাভারতে কৌশল্যায়ন আবৃত্তি করছেন 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারত......' কোন গ্লানি বা ক্লেদ নেই সব পুষিয়ে যাবে বোম্বেনাইট লাগিয়ে দেব, জমজমাট, নির্বাচন তহবিলও স্ফীত করবে দিশী পারফর্মারের পারফর্মেন্সে...

সেদিন সকাল থেকে

যদি আমলারকেউ ফাঁসে
সবাই যেন চশমা এঁটে সূর্যগ্রহন দেখে।
কালো-সাদার খেলা দেখে
মুখ লুকিয়ে হাসে
ভুলেও যেন ওদিক পানে তাকায় নাকো লোকে।

যদি মন্ত্রীরা কেউ ফাঁসে
কালোটাকার কারবারীরা গোঁফের ফাঁকে হাসে
বরাত তোমার মিলেই যাবে সন্দেহ নেই মোটে;
হাওয়ালা কাণ্ডে পড়লে যাঁরা
ইস্তাফাপত্র তৈরী করা
'বাবল্' উঠেই মিলিয়ে যাবে ছাপ রবে না ভোটে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা
সি.বি.আই জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা
দেখবে তখন কোন কথাটা কেমন করে ফলে
আমায় তখন দোষ দিও না
আগেই রাখি বলে।

চিড়িয়াখানায় মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার:

ঘুম ভাঙতেই K শুনতে পেল তাকে S ডাকছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে সে প্রাতঃকর্মটি পরে করবে ভেবেই S কে ঐ ঘটনার বর্ণনা দিতে শুরু করল। কেমন ভাবে শেরওয়ালী মা তাকে দেখা দিয়ে বলেছেন যে..... যদিও সে দাঁত মাজতে ভোলে নি। সে উঠে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে বলে যেতে থাকলো মাতা তাকে বলেছেন এতে জগতের সকল মানুষের উপকার হবে - S আর K চললো অনেক অনেকটা পথ- পথের শেষে চিড়িয়াখানা -র বাঘ শিবা যার গলায় মালা পরালো K বর্নিত হল কেন র উত্তর। অত্যধিক মদ্যপান বাঘেদের গলায় আমাদের ধর্ম ও কর্ম; তাতে আমাদের ব্যক্তিগত উপকার হয়। সকল মানুষের উপকারের জন্য বাঘেদের মারবার বদলে (আশাকরি পশুপ্রেমীদের মস্তিষ্ক তাঁদের প্রেমাস্পদ চতুষ্পদ দের মত নয়) মালা পরাবার চেষ্টাটা শুধুমাত্র প্রয়োগগত ত্রুটি। অথবা স্বপ্নকালীন মাইক্রোওয়েভ ডিসটার্বেন্স্ এর জন্য মাতা দায়ী নন। K-র আত্মার শান্তিকামনা করি। K এর অত্যাজ্য মল আমাদের মলাশয়ে পচে উঠে যাতে চুপি চুপি বাবুহৃষন না ঘটায় তার জন্য প্রতিষেধক হিসাবে 'একপক্ষকাল বিল্বপত্র চর্বন' আয়ুর্বেদ মতে সঠিক। আসুন আমরা বাঘেদের দূর থেকেই প্রনাম করি। অহিংস এবং শান্তিপূর্ন হনু আন্দোলন করি।

সাজেশনস্

স্টাফ রিপোর্টার:

'ডিবেট' শব্দটা বাঙালীর বড় প্রিয়
বিশেষভাবে তর্ক, বিতর্ক
যুক্তি থাক বা না থাক
চলমান বক্তব্যের চোরা স্রোত—
নেতাজী জীবিত না মৃত ?? ** ??(!)?(?)?(?)?
এই বিতর্ক সভা-সমিতি-কাগজ-পার্টি-চায়ের দোকানে শেষ মেশ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গে রেল রোকো - যান রোকো.. তে শেষে উপ্তর কিছুটা অবসান, বোধহয় অবসাদে
এবার, ভারতের বাইরে চলুন,
সত্যিই কি শেক্সপীয়ার ছিলেন না ছিলেন না - বিতর্ক, কাল্লার ডক্টরেট বা আবার বিতর্ক.... বেশ কিছু সনেট এক যুবককে উদ্দেশ্য করবার জন্য নতুন বিতর্ক শেক্সপীয়ার সমকামী ছিলেন
তারপর ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদীদের দাবী শেক্সপীয়ার তাদেরই ধর্মীয় পীর
শেখপীর, (নতুন ইসলামী নামকরন
তবে যে কোনো জিনিসকে যে কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করার বাধাহীন পথ
বিতর্ক সেই গাছের খাদ্য ফল
উত্তর খুঁজতে গেলে আপেক্ষিকতা তারপর
.... বিতর্ক আবারও
আসুন আমাদের সন্তানদের আসন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য তৈরী করি, যুক্তি বা অযুক্তির প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলি। পরমানু অস্ত্রসস্ত্রের যুগে 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ' এ রচনাটা ভীষন Important, আসতে পারে কিন্তু;
মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা বিতর্ক মূলক রচনার জন্য তৈরী থেকো।

হায় হুকু হায় হুকু হায় হায়

বিশেষ সংবাদদাতা:

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ তিন ঘন্টা
দুর্বোধ্য লুকোচুরির শেষে
পুরুলিয়ার ছো নাচ বন্ধ
সন্ত্রাস মানেই পাকিস্থান
পাকিস্থান মানেই মুসলমান
মুসলমান মানেই রাজাবাজার
বা ঐইজাতীয় মুসলিম প্রধান এলাকা
বন্দরের রাডার অকৃতজ্ঞ হলেও
রাজনীতির রাডার বেইমানী করে না
পুরুলিয়ায় অস্ত্রপাতন রাজনৈতিক তথ্য
সামনেই আকাঙ্খিত ভোটপঞ্চবার্ষিকী কমিশন
নিরাপত্তাহীন বিভ্রান্ত জনসাধারন
ঘরে A.K.47 রাখবেন না
অনুবিধান আপনার সহায় হোক
দেশদ্রোহীতার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়
সাম্রাজ্যে A.N.26 ফিরে এল
ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার দগদগে ঘাগুলোকে
চিহ্নিত করবার তাগিদেই।
গোয়েন্দা দপ্তর - অনুসন্ধান
দায়িত্ববোধের (?) বাড়তি চাপে
তবু ভারতীয় অনুবিধানে
তোমরা শুয়োরের বাচ্চা নও।

ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি

বিশেষ প্রতিনিধি: দেবব্রত কর

ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
1963 স্বাক্ষরিত প্যার্শিয়াল টেস্ট ব্যান
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
বায়ুমণ্ডল, মহাকাশ, সাগরতল বাতিল
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
1975 1980 1985 1990
নন পলিফারেশন ট্রিটি
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
পাঁচটি দেশের ক্ষেত্রে নয় কিছুই বাতিল
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
1995 স্বাক্ষরিত নন পলিফারেশন ট্রিটি
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
বর্তমান প্রচেষ্টা কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি
যথেষ্ট হয়েছে পরীক্ষা পরিসংখ্যান
আর নেই প্রয়োজন -ঐ পাঁচটি দেশের
-এখন ল্যাবেই অগ্রগমন
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
কম্প্রিহেনসিভ টেস্ট ব্যান ট্রিটি
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
বিতাং বিতাং বিতাং তা
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা
বিতাং বিতাং বিতাং তা
ট্রিটি ট্রিটি ট্রিটি টা

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ প্রযত্নে ঃ সুদীপ্ত সরকার
৮৮, কে. জি. বোস সরণী, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা-৮৫
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী, অমিত ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, পার্থ ব্যানার্জ্জী, সুদীপ্ত সরকার, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

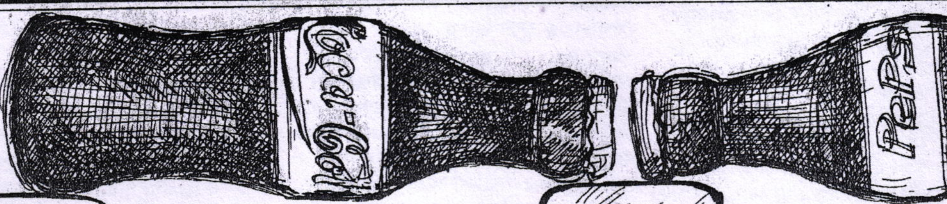
দ্বিতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • মার্চ – এপ্রিল ১৯৯৬ • প্রচারসংখ্যা ১০০০ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব



মিডল স্টাম্প-এর ক্যামেরা থেকে

ব্যাটল অফ বটলস

স্টাফ রিপোর্টার:

গরম বাড়াবাড়ি এবে ঝাপটে বেরোনি, উদার অর্থনীতির খোলামেলা পোশাকে লেনদেন এর ঘোমটা খুলে দেশীবিদেশী সঙ্গমে কোনো বাধা দিচ্ছে না, লোকসংখ্যা খুবই কম – তাই উন্নয়নে কোনো কনট্রাসেপটিভ ব্যবহারের তাগিদ নেই, অনাবৃত অবস্থায় বিদেশী কোম্পানীগুলো সারা ভারতে ছোটাছুটি করছে। দিশী বারাঙ্গনারা কয়েক পালিশ ছাড়া চেহারা নিয়ে চিন্তায়, আর চিন্তায় আমাদের ভারতপাড়ার মেসোমশাই যুদ্ধে স্থির ও বিবেচকভাবে সিদ্ধান্তহীন – মন্ত্রীন্দ্র পামেলামূর্তি, ধীরে ধীরে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের সুতো আলগা হচ্ছে (যেতই হোক শেয়ার মস্তদের কাছে সুখবর বটেক) এবং শ্বাসপ্রশ্বাসমুক্ত পুতুলগন, ভারতবাসী, আবার বিদেশী কনচেরতার তালে তালে নাচার জন্য উদগ্রীব।

১ম : কি রে, দেখছিস কী রেটে বিদেশী মাল আসছে, ফরাসী পারফিউম অ্যামেরিকান ট্যালকম, শার্ট জীনস্.. উফ্! কবে যে

২য়: হায়-পকেটের দিকে তাকিয়েছিস?

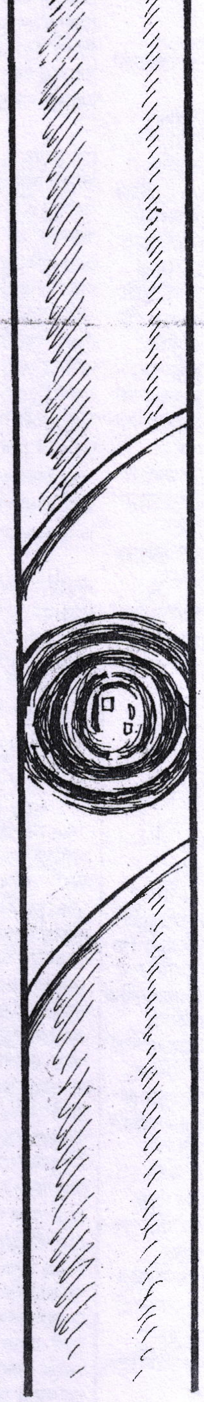
১ম: পকেট! পকেট না থাকলে প্যাকেটগুলো কি দোকানে পড়ে থাকবে? (যেন করে একটা আমেরিকান ক্লাসিক বেরালো)

২য়: যতই হাঁসফাঁস করিস না কেন ৫% এর বেশী লোক এ জিনিসগুলো ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবে না।

১ম:: আচ্ছা এই প্রতিবাদী প্যামফ্লেট ধ্যাস্তা ছাগলের তিননম্বর বাচ্চা মার্কা প্যানপ্যানানি তোর কবে যাবে রে? অত কোম্পানী আসছে, সাপ্লাই প্রচুর, Perfect Competitive Market, এতে Monopoly Concept কি চলবে। দাম কমবেই; যাঃ Economics টা কিছু মাথায় INPUT করতে পারিস নি।

২য়: বিনা কন্ট্রাসেপটিভে যদি সন্তানের মত কোম্পানী আসে তবে গ্লোবাল মার্কেটের যাবতীয় কোম্পানী ভারতে আসবে, বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ, ইক্যুইটি হোল্ডিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার ছাড় দিয়ে চৈত্রের সেলের মত কোম্পানীগুলোকে ডাকছে, আর

(এরপর দুয়ের পাতায়)



এবং

স্টাফ রিপোর্টার

গত একমাস আর এই সময়টা যখন শুধুই বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ ক্রিকেট, আসুন স্টাম্প এর ভেতর লুকোনো ক্যামেরার ছবিগুলোকে ডেভালপ করে আবার একবার ভালোভাবে দেখা যাক- প্রথমে আসুন চোখবুলিয়ে যাই চাঞ্চল্যকর যাঁদের চমকপ্রদ কম্পোজিশান গুলোতে। নেগেটিভ এক: ভারতের কাছে পাকিস্তানের হার- বিকৃত বহিঃপ্রকাশ আক্রোশ নেগেটিভ দুই : শ্রীলঙ্কার কাছে ভারতের হার ইডেনে বিকৃত আজহার আর গোটা বিশ্বে বিকৃত ইডেন।

প্রথমেই যেহেতু এখনও শুকোয়নি তাকেই খুঁচিয়ে বার করে আনি কিছু পুঁজ রক্ত; সদ্য টেক করা নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট নিই- শ্রীলঙ্কার কাছে ভারতের পরাজয় বা আত্মসমর্পণ। সবাই একমত ভারত টসে জিতে আগে ব্যাটিং নিলেই জিততো। এটাই অপদার্থতা আজহার-এর। আসুন আমরা ধরে নিই মহম্মদ আজহারউদ্দিন টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন এবং ৩৫ ওভারের পর ইডেনের উইকেট ভাঙতে শুরু করলো এবং ভারতের মতই শোচনীয় ভাবে শ্রীলঙ্কার হার। কারন Print হবে Negetive এর বিপরীত তাহলে আমরা কী দেখবো- গোটা দুনিয়া ধিক্কার দিচ্ছে ইডেন ও ভারতকে।

[কারন ওটা কখনই বিশ্বকাপ সেমি-ফাইনাল ম্যাচের পিচ হতে পারে না, সৌজন্যে CAB এবং কিউরেটর কল্যান মিত্রের।]

পাকিস্তান হেরে যাবার পর সেদেশের সমস্ত জনসমর্থন ছিল শ্রীলঙ্কার পক্ষে - শ্রীলঙ্কা ভারতকে হারাতে গোটা পাকিস্তান জয়োৎসব পালন করেছে অন্ধ ভারত বিদ্বেষে। আর সেমিফাইনালে এইরকম জয়ের পর ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে যেত - যেখানে গোটা পৃথিবী বলছে অন্যায় ভাবে নোংরা পদ্ধতিতে শ্রীলঙ্কাকে প্রতারণা করে হারানো হয়েছে - বলা যায় না ভারতীয় ক্রিকেটার দের নিরাপত্তা বলে আদৌ কিছু থাকতো কিনা। 'অরাজনৈতিক কিছু হয় না' আবার একবার বলতেই হয় কারন আসলেই জোট আছে! পাকিস্তান ভারতের কাছে হেরে যাওয়ায় অবকাশে ফয়দা কার হতে পারে।

(এরপর তিনের পাতায়)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয়

"দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন চোখের মুখপত্র ও অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক হয়ে উঠুক॥"

বিশ্বকাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে : অরূপ কুমার ঘোষাল

ঝুটঝমট দুমদাম,
আঃ আঃ আউয়া,
কি ভেবেছিল পিলকম,
দেখি শেষে কাউয়া।

আয়রে আয় টিয়ে
সুস্মিতাকে নিয়ে
ওরে সুস্মি ফিরে চা
লেসার নাচন দেখে যা।

লেসার লেসার হাঁকে ছড়ি
লুনেত্তা বেটা পাজী ভারি
ওরে লেসার ফিরে আয়
নাড়ের গুড় পিঁপড়ে খায়

আদুর বাদুর পটকা দাদুর
ইডেনেতে কে?
বেই বেই বেই হিজড়ে নাচে
লে চারআনা লে।

ব্যাটল অফ বটমস

(প্রথম পাতার পর)

আর পাকামাথার মার্চেন্টরা চৈত্রের সেলে স্টক ক্লিয়ার করছে। আমি তুই স্টিকার দেখে ঘোলটা খেয়ে দুবি দুবি বলে চেঁচাচ্ছি

১ম: দ্যাখ অ্যাতো Complain সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতির নতুন প্রচুর ভিটামিন, মিনারেলযুক্ত হেলথ্‌ ড্রিংক খেয়ে Indian Neo-economy চেঁচাতে পারে 'আমি এখন বাড়ছি মাম্মি'।

২য়: অবশ্যই তাত্ত্বিকরা ৯৫-৯৬ সালের হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৬.৫% ঘোষনা করেছেন। তবে যদি বিশ্লেষন করে উন্নতির দিকে তাকাই তবে তোর বিজ্ঞাপনী বুলিতে বলতে হবে 'তুনতে রহে যাওগী'

১ম: Nothing Official about it

২য়: তোর কমপ্ল্যান এর বাড়াবাড়ির বাড়ন্ত বাচ্চা এখন কমপ্ল্যান মাকে উঠে দাঁড়াতে না বলে কোর্টে মামলায় উঠে দাঁড়াচ্ছে।

১ম: এটা Ad-world এ Common-thing। এই পেপসী আর কোককে দিয়ে দেখ না......

ভারতবর্ষ তার সমস্যা সংকুল প্রাক্‌ নির্বাচনী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোতে সব সমস্যার মুক্তির আঙুলকে ঘুরিয়ে দিয়েছে আর সচেতকের চিৎকার ও সংবাদপত্রে প্রাতঃকালীন চাটনী পর্দার অভ্যন্তরে কিছুদিনের জন্য সুপ্ত আগ্নেয়গিরির আকারে অবস্থান করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এই গোটা উপমহাদেশ জুড়ে ঘটমান বিশ্বকাপই এমত পরিস্থিতির কারক। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মূল লড়াই এর সহড়ায় সব থেকে জাজ্বল্যমান হচ্ছে আমেরিকানরা যত দিনে যাচ্ছে তাদের পারফরম্যান্স-এর উন্নতি হচ্ছে এত। আটলান্টা বনাম নিউইয়র্কের স্বদেশী বোতলযুদ্ধে এক নং হওয়ার দৌড়ে প্রতি ইঞ্চি জমিতে চলছে পেশাদারী লড়াই। পোষাকী ভাষায় কোকাকোলা ও পেপসীর বাজার দখলের লড়াই-এ উভয়ে পয়েন্ট স্কোর করেছে নিজস্ব বিজ্ঞাপনী অগ্রগতির মান অনুযায়ী ভারত যে পানীয় বিক্রেতাদের লক্ষ্য, তার কারন না জানলেও প্রচার মাধ্যমের উৎসাহ নতুনভাবে উদারনৈতিক অগ্রগতির perfect Competitive Market এর পেশাদারীত্ব তুলে ধরেছে। বর্তমান বিশ্বকাপ এর শহর ও মাঠ, দুটি জায়গা দুটি ইনিংস-এ বিভাজিত-একটি সম্পূর্ন কোকাকোলার দখলে, যেহেতু অফিসিয়াল ড্রিঙ্কস তাদের তালুতে বন্দী আর অন্যবিভাগ অর্থাৎ যে শহরে খেলা হচ্ছে সেটি দখলে পেপসী প্রায়শই নয়া উদ্ভাবনী শক্তিতে টক্কর দিচ্ছে। বাইশজনের বাইরে বিশ হাজার থেকে এক লাখ বাইশহাজার দর্শককে মাঠজুড়ে কোকাকোলা খেলায় নামিয়েছে। এই অবতলে পেপসীর প্রবেশ নিষেধ। টি.ভি তে পেপসী বিজ্ঞাপন সাজিয়েছে মাঠের ভিতরের তারকা সমাবেশ থেকে; যেখানে সকলে unofficially ঘোষনা করে দিচ্ছে পেপসীর প্রাধান্যের কথা। কোকাকোলা টি.ভি তে বিজ্ঞাপনী প্রচার ব্যবস্থা হস্তগত করেছে তবে বিপুলতা ও ব্যাপকতায় অনেক পেছনে।

ডিকিবার্ড, বর্কর, ওয়ালস্‌

আজহার ... সাথে শচীন যখন Unofficial কিছুর জন্য চেঁচাচ্ছেন, বা Unofficial কে তাদের উপস্থিতি দিয়ে কোনো বিশেষ উচ্চতায় বসাতে চাইছেন তখন কোক আলো আঁধারের মধ্যে কোকপায়ী বিশেষ একটি জটিল উচ্চারনের যুবককে নিয়ে আসছেন বা হার্ডওয়ার স্টোর্স এ কোকা-কোলা জর্জরিত কোনো যুবককে আমি যখন দেখতে পাচ্ছি তখন সত্যিই তার মত আমাদেরও অবোধ্য থেকে যাচ্ছে বিশ্বকাপের মূল যুদ্ধটা কিসের ক্রিকেটের না পানীয়র। আবার দুলকি দিচ্ছে উপমহাদেশীয় সুরে 'সত্তকলান্দর মস্ত মস্ত...' বাচ্চাদের জমায়েত জাতীয় সংহতি, লাল সীম-এর ছোটো বাক ও কোকাকোলা।

এর মধ্যে কোক-পেপসীর লড়াইয়ে অংশ নেওয়া প্লেয়ারদের অবস্থা করুন: অবিসংবাদিত রাজপুত্রের অবস্থা দেখুন, শচীন পেপসীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় পেপসী কর্তারা বলে দেন খেলা চলাকালীন কোক এর অফিসিয়াল ড্রিঙ্কস না নিতে। শচীনও বাধ্য ছেলের মত ড্রিংকস্‌ এ ড্রেসিংরুম থেকে পানীয় আনাতে শুরু করেন। এরকম ব্যাপার একাধিক ক্ষেত্রে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলার দিন (২৭/২) Cocacola র একটা সাইটস্ক্রীনের কাছে রাখা ছাতাকে সরাতে বলে শচীন নির্ঘাৎ কয়েক হাজার ডলার পকেটে ঢুকিয়েছে।

যুদ্ধে কে জিতলো বা হারলো ব্যাপারটার গুরুত্ব সেখানে আর পড়ে নেই প্রতিযোগিতা চলছে বিদেশী কোম্পানীও ঢুকছে। কোকাকোলা এসে পার্লেকে কিনে তাদের জনপ্রিয় থাম্‌স আপকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিখোঁজ করে দিল আর পেপসীর ঢেউএর ধাক্কা সামলাতে না পেরে 'লহর' ও বাজার থেকে হাওয়া। প্রতিযোগিতা আমেরিকার পানীয় ব্যবসার দুই টাইকুনের মধ্যে, হারুক বা জিতুক বাজার ওদেরই থাকবে তাই এই পূর্ন প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের বিকাশের যে আধারে গপ্পোটা ছিল তা এই আঁধারে পেপসী বা কোক এর বোতলের ভিতর ঢুকে গেছে। বাজারী এই দৌড়ে আমাদের দেশীয় কোম্পানী গুলোর পেছন থেকে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হবার কোনো আশা নেই। তারা তাদের অতিকায় দুর্বল চেহারা নিয়ে মাঝপথে বিলীন হয়ে যাবে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্থ দেশীয় শিল্পের প্রথম প্রয়োজন



স্যেনেটোরিয়ামের, তারপর পথ্য-ওষুধ ও অবশেষে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার, তা দেশী বা বিদেশী যার সাথেই হোক (তবে লাফ মেরে গাছের মাথায় উঠতে গেলে খোঁড়া কিংবা নুলো হওয়া ছাড়া গতি নেই)

তৃতীয়: কি ব্যাপার খোশমেজাজে আছেন মনে হচ্ছে।

চতুর্থ: বেজায় আনন্দ হচ্ছে বুঝলেন! চোখের সামনে এতগুলো মন্ত্রী আমলার টাকার গামলা নিয়ে টানাটানির পর জেলের ঘানি ও হয়রানি। এবার সব পালটে যাবে।

তৃতীয়: অত আমোদের কিছু নেই। বরঞ্চ এবার অপরাধ প্রায় আইনসিদ্ধ হয়ে উঠবে। অপরাধ যেমন চলছিল তেমনই চলছে চলবে।

চতুর্থ: এরকম অহেতুক বাদচিন্তা করে কোনো লাভ নেই। দেখো শাস্তি হবেই।

তৃতীয়: অতশত জানি না; তবে এটুকু বলা যায় যে হারে মন্ত্রীরা শেক্সপীয়র আওড়াচ্ছেন তাতে To be আর not to be র মধ্যে যুদ্ধটা ভালোই হবে। অপরাধী তার অপরাধী আর নিরপরাধী অদ্ভুতো চিন্তা নিয়ে যথেষ্ট টানা-পোড়েন করবে, এবং শেষপর্যন্ত জোরের সাথে বলবে 'Ministers Come, ministers go; Corruption is all.'

চতুর্থ: হুম্‌, তোমার সাথে বাজে বকে লাভ নেই, সব্বাই চোর তুমি সাধু!

তৃতীয়: চটছেন কেন? ছাড়ুন ওসব, আপনার T.V তে ছবি কেমন আসছে? খেলা দেখছেন তো?

চতুর্থ: ওহো -অসাধারন! সত্যি, বছরে এরকম একটা কাপ টাপ হলে রিটায়ার্ড লাইফে সময়টা ভালো কাটে।

তৃতীয়: হ্যাঁ সত্যিই দারুন, জাঁকজমক দেখে কে বলবে ভারতে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ও বেকারের সংখ্যা এত বেশী। আসুন let have a bidi Yar

চতুর্থ: হেঁ হেঁ Nothing Official about it

অফিসিয়াল-আনঅফিসিয়াল ও দ্বন্দ্বে নাই বা গেলাম। দুটো সমীকরনে ১ম ও ২য় কে ২০ বছরের দুই তরুন আর ৩য় ৪র্থ কে ষাটোর্দ্ধ দুই বৃদ্ধের মান দিলে এবং দুটি সমীকরনের অন্তক্রিয়া চালালে ভারতের নাবালক (পরিকল্পনা কালে) ও সাবালক (বর্তমানে) অর্থনৈতিক উন্নতি মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে পাওয়া যাবে [একটি কৌটোর মধ্যে দুটি ভিন্নমানের ও গুনের পদার্থকে ভালো করে ঝাকিয়ে নিয়ে পাওয়া মিশ্রন] দুটি অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ আভ্যন্তরীন মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু পরিসংখ্যানের অদলবদল ছাড়া একই। কিন্তু দুটি স্তরে অবস্থিত বিন্দুদুটির মিশ্রন ও বন্ধ্যা উন্নতি পথই ভারতীয় মিশ্র অর্থনীতি, বর্তমানে উদার বটে মিশ্র অর্থনীতির সজ্জা সম্পূর্নরূপে বদলে দিয়েছে নয়া ভারতীয় কম মিশ্র অর্থনীতি জোর দিয়ে বলা যায় যে সার্বিক উর্দ্ধগতি ও উন্নতি ঋনাত্মক এবং সরকারী পরিসংখ্যানে বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি 6.2%.

কফিহাউস



বিশেষ সংবাদদাতা: কলেজস্ট্রীট কফি হাউস এখন স্বাবলম্বীতায় ধাবমান। ২৬.১৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অ্যালবার্ট হল সরকারের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান কফি ওয়ার্কার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর প্রতি সমর্পিত এর আগে কফি হাউস অ্যালবার্ট হল এর নিতান্তই ভাড়াটিয়া ছিল। তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র আরামপ্রদ আড্ডার স্থান আরো দীর্ঘ জীবনের প্রতি পদক্ষেপ শুরু করল; এবং কফিহাউসের চাচু, মন্টু, দেবুদা সুশীলদা, সাহাবুদ্দিন, বিজয় সকলেই এতদিনের সঙ্কট কেটে যাবার পর নিশ্চয়ই রাত্রিগুলো নিশ্চিন্তে কাটাবে। তবে কোনো বিকেলে যদি দেখা যায় কফি হাউসের চেয়ার টেবিল সরিয়ে ফ্যানের হাওয়ায় পত্‌ পত্‌ শব্দে রাজনৈতিক দলের পতাকার আড়ম্বর বিস্ময়ে আটখানা হবার কারন নেই; কারন, ২৬.১৩ লাখের অনুদান বিনিময়ে এক আধটা সরকারী বিকেল Party Meeting গন অবস্থান সসম্মানেই চলতে পারে।

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা
আমাদের পক্ষ থেকে :

■

আজ সারারাত খুব কেঁদেছি
স্নান করে নিয়েছি সাহারার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
সারারাতে ধুয়ে দিয়েছি
ঘাম ঝরা ক্লেদ, মাথার পাশে টেনে নিয়েছি ইঁদুরকে
ও কুটকুট করে কবেকার বোনা ধূসর জালগুলো কেটে দিয়েছে
আমি আবার বেনোজলে কাদামাখা শরীরে উঠে দাঁড়াবো
কাছে টেনে নেব সাদা বাতাসকে
মিথুন নদীর ধারে সলোকেশী সন্ধ্যায় থাকবে আমার জন্য
ওর স্রোতে তোমাকে খুঁজে পাব
ওর মাথার পাশে তোমাকে জ্বেলে রাখবো
তুমি জ্বলছো ধর্মীয় হোমানলে
অবোধ্য কিছু বিড়বিড় করছে কোনো নিষ্ঠুর নিষ্ঠাবান
আমি জানি তোমার মাথা ধরে গেছে
আমি জানি আকন্দ পাতায় বাবুই এর বাসার বীজ ওরই বিষে
সাপটা ঝোপের মধ্যে ওত পেতে ছিল
তোমাকে আমার সাথে পুড়তে দেখে শেষ বিষটাও ঢেলে দিল
অঘ্রাণ শেষ, ওর সরসরে সাদা দেহ চলে গেল
আমি দেখে যাই, কারন ওরও তো ঘুম চাই
তুমি বলবে ওর প্রেম আছে, বাসা আছে, আছে আশা
ভাষাটা হিস্ হিস্... হিস্ হিস্.... নির্বাক ফিসফিস
তারপর তুমি থেমে গেলে, ছন্দ আলোমন্দ না ভেবে চলে গেলে
আমি গদ্যের কাছ থেকে দুটো শাব্দিক জটলা ধার নিলাম
আমি জানি চলে গেছ, শীতঘুমে, খোলসের আড়ালে
শেষ বিষ ঢেলে দিয়ে।

— সৈকত মুখোপাধ্যায়

■

হেস্টিংস্ এর দীর্ঘ ছায়া
গ্রাস করে নগন্য মানবদেহ
সত্তা, পৃথক রাস্তা ধরে গোলকধাঁধায়
কদাকার পিপাসায় অন্তর্হিত মুখচ্ছবি।
অতিকায় বশ্যতার পোষাক,
আলখাল্লার মত ঢাকে দেহ।
সুবিস্তীর্ণ স্বাধীনতা আলাপী স্বভাবে
ছিন্নসূত্র খোঁজে
দণ্ডিত আসামী নির্বিবাদে
শরিক হয় বিপন্ন বেদনার রক্তবাক্সে
আজ কথা ছিল, অঙ্কুরিত প্রেমে
প্রেমিকার শরীরে অঙ্গ ডুবিয়ে
একটি রাত্রির স্বাদ নেবে।
উদারা মুদারা জ্যোৎস্না
জাতাকলে বিপন্ন ইদানীং
ক্ষুধা ক্লান্তির জংধরা বিশাক্ত ক্ষুরে
স্বপ্নহত্যা করে আত্মপ্রতারক
জীবনদর্শন ক্ষয়ে যাওয়া সন্ধ্যা শেষে,
হুগলী সেতুর সামনাসামনি
শীতের আশ্চর্য হাওয়ায়
বাধ্যতার জলরঙ ধুয়ে
জাগতিক অশ্বারোহী হয়
এক রাত্রির পেশাদার।

— অমিত ঘোষাল

■

কবিদের ঝোলাব্যাগে খিদেরাও কাব্য করে
কবিতার দরকারিতা ওঠে তাই দিব্যি বেড়ে
দু বেলায় ফেড় মুঠো ভাত যে থালায় আবছিটে নুন
কবিতার কান্না বেচে জ্বালাতে চাইছে আগুন
জ্বলে তাই সব জ্বলে যায়। কবিতার মুখে আগুন
সময়ও জ্বলবে এতেই একটু সবুর করুন
প্রেয়সী আড়চোখে চায় কবিতার মতই করুন
ঝরে তার দুচোখ বেয়ে কামনায় খিদের আগুন
কবিতায় প্রশ্ন করি কবিদের কাব্যতাকে,
খিদে কোন কাব্য মোড়া বলে যা শুদ্ধতাকে।

— সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত

■

স্বর্ণলতা রিয়াং নামে যে রিয়াং মেয়েটি
কাল রাতে আমার পাশে ছিল
তার ধমনী দিয়ে নাকি রক্ত বইছিল
তা সে ভুলেও জানতো না
যে মেয়েটা কোনোদিন
মানচিত্র দেখেনি
এমনকি সে জানে না
খাঙ্করতা মিশনের দেখানো গোলকটার ভেতর
মাটি নেই।
বিশাল টিলার ওপর
মেয়েটাকে একদিন
শুইয়ে দিলাম, তারপর
সারারাত ধরে ঘুমের আগুনে তার
সারা শরীরে আলপনা এঁকেছি

গোলক হাসতে হাসতে নটা চাঁদ ভেঙে
পড়ছিলো লোকালয়ে।

— রাজেশ দেব

এবং —

(প্রথম পাতার পর)

এ প্রশ্নটা করতেই হবে কারন পাকিস্তানী ক্রিকেটে রাজনীতি খুল্লমখুল্লা। আসুন প্রথম নেগেটিভটা প্রিন্ট করি। অবধারিত উত্তর ইমরান খান। আক্রাম পেশীর ব্যাথায় খেলেননি এই ব্যাপারটা তাঁর দেশে কেউ মানছে না, তিনি এখন গদ্দার-টাকা নিয়েছেন। আসুন আমরা একটু তলিয়ে ভাবি। বিগত পনের বছর ধরে দেশের জয়ের জন্য জান লড়িয়ে দেওয়া এক ব্যক্তিত্ব টাকা নিয়ে দেশের প্রতি গদ্দারি করবেন এটা কোনোমতেই মানা যায় না। আর যেখানে ভারতের বিরুদ্ধাচারনই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের মাপকাঠি; তা সে প্রধানমন্ত্রীত্বেই হোক অথবা জাতীয় ক্রিকেটদলের অধিনায়কত্বেই হোক। এক মাত্র ব্যক্তিগত মুক্তিবোধ সংযুক্ত অতিরিক্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই আক্রাম এটা করতে পারেন। কিভাবে? চিরকাল ইমরানকে দেবতার আসনে রেখে আসা অনুগত বিশ্বস্ত আক্রাম চাইতেই পারেন তাঁর প্রিয়তম অধিনায়কই হয়ে উঠুন দেশনায়ক, তাতেই সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে তাঁর দেশের এবং তা ঘটানোর জন্যে এই তাঁর শুভতম অঞ্জলি, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না খেলে থাকেন তবে তার প্রকমাসে কারন এটাই। আর ইমরান এ বয়সে ফাস্ট বোলিং ছেড়ে স্পিন করাতেই মনযোগ দিয়েছেন এবং তাতেও বর্তমানে প্রথম সারিতে এসেছেন তা মিঁয়াদাদের পাকিস্তান টিমে প্রত্যাবর্তন কে খাগত জানানোতেই পরিষ্কার। আসুন আমরা চলে যাই ইডেনের পিচে যেখানে সোজাসুজি বল ফেললেই সারাপ্লক স্পিন করবে। খেলার আগের দিন পর্যন্ত সমস্ত কাগজে আজাহার টসে জিতলে আগে ব্যাটিং নেবার কথাই বলেছেন। হঠাৎ কি হল যাতে সিদ্ধান্ত বদল? নির্বাচক কমিটির তিনজন, ম্যানেজার এবং হবু ম্যানেজার, অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে স্থিরিকৃত এই সিদ্ধান্তের ভেতরে প্রথমোক্ত পাঁচজনের যে কেউ একজন সুকৌশলে প্রবিষ্ট করাতে পারেন পূর্বানুমানের ফলে গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপের বীজ; অবধারিত ঝামেলা এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আন্তর্রাষ্ট্রীয় ডামাডোল এড়াতেই। আবারও বলি আমনেই ভোট। এবং ঘটনাটা হয়তো তাই ই; হয়তো দুদিন আগেই ঠিক হয়ে গেছিল ইডেনে খেলার ফলাফল। এর সাথের জনাকয়েক দর্শকের অভব্য ব্যবহার প্রশাসনের কোনো কোনো স্তরকে সাময়িক ঝক্কাতে ফেলে দিলেও শেষমেশ তাঁরা অবশ্যই সে জাল কেটে বেরিয়ে আসবেন। ইডেনের দর্শককে দোষ দিয়ে লাভ নেই; তাঁরা তিনশটাকার টিকিট তিনহাজার টাকায় কেটে মাঠে ঢুকে কাঠফাটা রোদে গলা ফাটিয়েছেন, খাবার জল পাননি সাংগঠনিক অব্যবস্থায়, চড়া দামে কেনা খালি মিনারেলওয়াটারের বোতল যদি ছুঁড়েই থাকেন তাতে কোনো অন্যায় হয়নি কারন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রাগ ছিল না তাতে — তা প্রমানিত। তার চেয়ে ঢের বেশী অভব্যতা হাঙ্গামা ক্রিকেটে হয়ে গেছে বর্তমানে চেঁচামেচি করা সাদা চামড়ার দেশগুলিতে। বরঞ্চ ভীষন ভীষনই অশ্লীল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সঙ্গীতা বিজলানীর বিরুদ্ধে অশ্রাব্য গালাগাল, আজাহারের ছবিতে জুতোর মালা আর সবার ওপরে শেয়ালদার কাছে M.G. Road এর উপর এক পাগলীকে, বুকে 'সঙ্গীতা বিজলানী' লেখা কাগজ মেরে একটা পুঁটুলি পেটে দিয়ে গর্ভিনী দেখানো আর নীচে লেখা ক্যাপশন Nothing Official about it! আর আমাদের তা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, হ্যাঁ কলকাতার সংস্কৃতি আজ এমনই - হয় এ হচ্ছে অংশগ্রহন কিংবা ভদ্রলোকের মত একটু দূরে দাঁড়িয়ে রসাস্বাদন এই আমাদের ভূমিকা, আর খুব বেশী হলে এই কেউ কেউ কয়েকজনের উত্তাপ থিতিয়ে যাবারপর কাগজে প্রতিবাদ।

[Note : 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' একটি সত্য ভাবনা]

দৈনন্দিন

অগ্নিশুদ্ধ সান্যালের এর ডায়েরী

(১)

এ আহত কলমের হৃদয়ে এখন
সেঁটে গেছে লিফলেট, যারা অজ্জুন,
তাদের পড়ে না চোখে, তবু কবি হায়
পয়ার লিখতে হলো স্রেফ লজ্জায়।
এ বিশ্ব মায়াময় জানেন সবাই
তবুও চেঁচাতে হল চাই সব চাই।
চাই বুক ভরা সুখ চাই বাড়ী গাড়ী
চাই কাগজে গসিপ, চাই উলঙ্গ নারী-
-বিছানায়, ম্যাগাজিনে, আকাশের বুকে
বাঙালী ভেনাস চাই দীঘার ঝিনুকে,
এত কিছু চাই তবু চাওয়ার আশায়
বানচোত অদৃষ্ট মুতে দিয়ে যায়।

ওদিকে কফি হাউসীয় ব্রত কলমের জোরে
জুটিয়ে গুয়া বা রায়ো বইমেলা ঘোরে।
উলটে পালটে কামু কাফকার বই
ব্রত বলে "দেখো — আমি উঠবোই";
মিঠে গলা ভেয়ে ওঠে "সে তো আমি জানি"
আকাশে আশার ঘুড়ি, সুতো টানাটানি।
এরপর প্রেম ঢাকে ধুলো, গুটি গুটি পায়ে বেনফিস
প্রন পকোড়ার সাথে কামু কাফকা হাপিস্।

পরচর্চায় মেতে লাভ কিছু হয়?
আসুন কাগজ পড়ি করি জ্ঞান সঞ্চয়
পাশে থাক চা এবং নেড়ো বিস্কুট
আসুন হেডিং দেখি - "সরকারী লুট"
জৈনের ডায়েরীতে সতেরোটা নাম
"ওতো ভোটের আগেই ভালো করে জানতাম"
জানি জনতার সব সয়, প্রগতির নীতি
পালিস্থিব্য প্রেম কাম পালিটিক্স ভীতি
তাই এখন ক্রিকেট ঝাড়ে হাওলার ধুলো
সি. বি. আই চার্জসিট আপাতত ভোলো,
জানেনই তো লাল, নীল সব ভাই ভাই
'শুধু কারা বড় চোর' প্রশ্ন সেটাই॥

অদন্ত কচকচি নিজস্থানে থাক
আসুন নিজেকে নিয়ে ভাট করা যাক।
ঢেঁকি স্বর্গেও ধান ভাঙে পুরোনো প্রবাদ
যেমন যেখানে বেকার সেখা জিজ্ঞাসাবাদ
কি কর হে? বসে আছো? তিনটি বছর।
কিছু না পারলে হয়ে দেখাও না চোর।
চুরি করা মহাপাপ শাস্ত্রের বানী
তারওপর ধরা পড়লে বেদম প্যাদানি
এছাড়া ভিজির ছাতা পরা ব্রুকের পাটায়
ঝুঁকি নিলে শীত করে, চপাসেয়ে যায়।
তবে কেন খাতা জুড়ে কবিতার ভীড়
কারন, এটাই তো সম্পদ আমার আমির।

আমি কবি নই তবু লিখি অজানা জ্বালায়
যখন অরুচি ধরে চেনা মশলায়
আমারও তো রাগ হয়; নতুনের নেশা
আমারও তো বুকে পোষা নীল ভালোবাসা
দায়বোধ ঘাড়ে চেপে বিশমন বোঝা
অবৈধ কবিতায় আশ্রয় খোঁজা
গাছের বোঁটার থেকে স্যাঁতসেঁতে কোন
একা একা কেউ লড়ে যুদ্ধ যখন
তখনই অমানুষ হই, শিরদাঁড়া বেয়ে
তখনই আগুন নামে, সূর্যকে খেয়ে
রাত নামে চুপি সারে, আয় ঘুম আয়
ঘুমোও ঘুমোও কবি খিদের জ্বালায়।

(চলবে)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

আপনারা জানেন

স্টাফ রিপোর্টার: আপনারা জানেন মেট্রোরেল এখন প্রাপ্তবয়স্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড স্টেশন উদ্বোধনের সাথে সাথে আমরা দাবী করছি – " "

আপনারা জানেন মেট্রোরেল ভারতে প্রথম ও একমাত্র কলকাতাতেই।

আপনারা জানেন মেট্রোরেল জ্যামহীন

আপনারা জানেন মেট্রো অবরোধ হয় না

আপনারা জানেন মেট্রো স্টেশনে অবৈধ প্রেম চলবে না আপনারা জানেন মেট্রোরেলে বিনাটিকিটে ঘোরা যায় না আপনারা জানেন দরজায় হেলান দিতে নেই কারণওটা স্লাইডিং আপনারা জানেন না মেট্রো স্টেশনে ব্যানার ঝোলে

> অবিলম্বে টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া ও দমদম থেকে ব্যারাকপুর অবধি মেট্রোরেল সম্প্রসারিত করতে হবে।
> – মেট্রোরেল ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন

আপনারা জানবেন মেট্রোরেলে অবরোধ হয় - যেমন জেনেছেন মেট্রো লেট করে, ও চলন্ত পুড়ে মরতে পারেন (সেবার টিকিটের তলায় সিগ্রেট এর বাক্সের মত লেখা থাকবে মেট্রোরেলে ভ্রমণ জীবনহানিকর হতে পারে) ইত্যাদি.. ইত্যাদি....

কি হবে ছাইপাঁশ এত জেনে, আসুন ভাবি না কেন টিউব রেলে বসে আছি, লণ্ডনের মধ্যে কোথাও ঘুরছি কিংবা ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে ফরাসী ফিয়াসের সাথে একপেগ উষ্ণতা নিতে যাচ্ছি, হোক না সে ধর্মতলা অলাকার পিটার ক্যাট, গালিব কিংবা দিশী সংস্কৃতির 40° খালাসীটোলার পানীয়র বাস্তব।

প্রিয়াঙ্কা সান্ধ্যীকে তিনখানি প্রেমপত্র লেখার অভিযোগে JNU এর Biotechnology র অধ্যাপককে দিল্লী পুলিশের মারধর এবং গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে : দেবব্রত কর

দিল্লী পুলিশের বিশেষ(শাখা(ঘুঘু))র হানা
প্রেমে তাদের বেজায় মানা
অধ্যাপকের প্রেমপত্র !!!
তোওবা তোওবা, তা চলবে না।

অড়াই সরে আসে
স্পেশাল সেলের অবহেলা-য় ওই
বুঝি সে ফাঁসে
Warrant হাতে কটমটিয়ে
JNU তে তাই তাকায় আশেপাশে

যেতে চায় না হাওলাদারের কাছে,
কিংবা চন্দ্রস্বামীর পিছে,
ভোটার প্রেমের জোরে হাওয়ায়
গদি উল্টায় পাছে।

বিরাম নেই ছলে
মৃত রাজারে হাওলার দলে ফেলে
রানীমাকে খুশী রাখতে তাই
রাজকন্যের নিরাপত্তার কথা তোলে।

এগিয়ে চলা

Welcome.... welcome to my world..."

সুস্বাগতম! East meets west..... ইহুদী মেনুহীন ও রবিশংকর.... যুগলবন্দী..... একটানা ছড় আর আশরাফের কোলাজের কোনো দুপুরে সবান্ধবে আমরা রস খুঁজছি। বিটোভেন কিংবা মোৎসার্ট এর কোনো নাম না জানা সিম্ফনীতে তোমাকে ভাবাবেগে ভাব নিয়ে ভাবছি, জিম রীভস্ তাঁর আবেশ ছোঁয়া গলা নিয়ে আমার বাড়ীর পাশের এঁদো গলিতে 'He has to go বা your world is made up....'

এরকম কথার ঝুড়ি ফেরী করছেন; ডিনমার্টিন বা প্যাট বুন তার 'ভুজিবিজোর' এ ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফরিদপুরী ইঞ্জিনিয়ারের 'শীল কেটাবেন' 'দা বাঁটি ধার করাবেন' হাঁকের বাস্তবকে-ভাবতে ক্ষতি কি। আমার পাশের বাড়ীর সদ্য বিবাহিত স্বামী স্ত্রী তাদের ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিয়ে ঝগড়া লাগিয়েছেন মেটালিক রক-রেগী না একটা রবীন্দ্র সংগীত কমসে কম সুমন অঞ্জন কিংবা নচিকেতা। পাগল জেঠু লোডশেডিং হতেই সামনের বারান্দায় এসে গলাটাকে দুমড়ে মুচড়ে গাইছেন খোদ দেবব্রত বিশ্বাসী ভঙ্গিমায় 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে' -Passing comment ছুঁড়ে দিয়ে টিউশানি পড়তে চললো 'দাদু এখন রাত নয় ভরদুপুর' ওঁদের মত পাগলের কিবা দিন কিবা রাত। পাশের বাড়ীর সেই রাবীন্দ্রিক বৌদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল 'রাতের বেলা দুপুর যদি হয় দুপুরবেলা রাত হবে না কেন?

সাবালক নাবালক

বাংলাগান প্রাচীন-মধ্য-বা নতুন যা কারো ভাষায় মরমান অবস্থায় জায়মান। গানের অর্থনীতিতে মাঝে মাঝে ফ্রিডম্যান, ডুসেনবেরী প্রভৃতিরা আসছেন - রিলেটিভ ইনকাম, পার্মানেন্ট ইনকাম এমন সব তত্ত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বাজারী মাধ্যমেগানের সঙ্গে সেই মধ্যযুগীয় Traditional term ছেড়ে Neo-modern-free-market এ পা রেখেছে। বয়ঃ সাবালকদের সাথে তার তফাৎ। আশা করা যায় তার বৃদ্ধি হবেই কারন এটাই নিয়ম। ট্রপিক চলনের জন্য যেমন গাছ আলোর দিকে যায় তেমন অর্থনীতিতেও চারা-গাছ আলোর সন্ধান পেলে ধীরে সেদিকে যাবে আর বর্দ্ধিত হবে খোলামেলা পরিবেশে, সমৃদ্ধ করবে তার পরিবৃত্তকে। সময় অবসময় টেক্কা দেয় পরিবেশকে আর পরিবেশ লড়াই চালায়। ১৯৩০ সালের আগুপিছু 'গ্রেট ডিপ্রেশনের' সময় ইংরেজ লর্ড কেইনস্ বিপ্লবী তত্ত্ব দিলেন যা বদলে দিল অর্থনীতির অ আ ক খ। কার্ডিনালিস্ট স্কুলের অর্থ বিশারদরা থমকে গেলেন। এল State-Capitalist Economy র যুগ। বদলাতে বদলাতে হল জনকল্যানকর-তারপর সোজা বুর্জোয়া অর্থনীতিতে। সত্তর দশকে আমরা যখন মুক্তির দশক মুক্তাঞ্চল খুঁজছি তখন ফ্রিডম্যান, ডুসেনবেরী অর্থনীতির বেড়ী খুলে দিলেন। মুক্ত অর্থনীতি জানালা দরজা খুলে দিল। বিদেশী বাতাস ঢুকে পড়লো দেশে দেশে। কয়েকটি দেশ যদিও মূল ফয়দা তুললো তবু উন্নতিশীল হল অপরাপর।

নব্বই সালের গোড়াতে সংখ্যালঘু নরসীমা সরকার কেমব্রিজ স্টাইপস্ মনমোহনের বৌলিংয়ে গড়ে ফেললো নতুন অর্থনীতির বুনিয়াদ। সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে ডেকে আনা হল। টাইকুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আগাগোড়া দুর্বল।

জন মিলারের শার্ট আমিও চাই কারন লাভ মুনাফা দেশী বা বিদেশী যারই হোক আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু দাম? দাম প্রাথমিক ভাবে বৃদ্ধি পেলে চলা পা বলা মুখের মত ক্রমশ বর্ধমান। সে কারনে অর্থনীতির মারপ্যাঁচে যতই দামকে বাঁধুন বা মূল্য নিয়ন্ত্রন করুন দাম কমানো যাবে না। এই এগারটা দেশ ডেকে বিশ্বকাপের আয়োজন। তারপর নির্বাচন যে পরিমান দাম বাড়বে অঙ্ক কষে দেখুন, তা আমাদের কায়িক শ্রমের নির্যাস। Free Market ক্রিকেট বাজারেও। সেখানে এগারটা বিদেশী দল, বানিজ্য ও অন্যান্য অনেক সবকিছুকেই 'ক্রিকেটের স্পিরিট' বা 'শেয়ার দ্য ম্যাজিক'-এ সেলাই করে ফেলতে পারেন। সেটা লেগস্পিনারের গুগলি ছাড়া কিছু না। মাঝে মাঝে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারতের জয় সেহাতই ফুলটস বল। পরেরটা হারতে যেতেই শ্রীলঙ্কার কাছে আমাদের আশা সোজা বোল্ড। আমাদের অর্থনীতির নবপ্রয়াস ও সে সম্পর্কে আমাদের আশা এখনো ক্রিজে, সুতরাং যাবতীয় সুইং স্পিন, গুগলি ইয়র্কার মোকাবিলা করে বড় ইনিংস গড়তে হবে তাকে। কারন প্রকল্পটা Long Run Process (ধরে নিন পাঁচ দিনের টেস্ট)

এক্ষুনি কোনো হুকার ভাই ঘোষনা করলেন আমার পাশবর্তী সহযাত্রী ট্রেন কম্পার্টমেন্টে পায়খানা করে ফেলেছেন লোকটি মুসলমান পরনে লুঙ্গি হাতে একটা লাঠি। পাশ থেকে কেউ তাকে ভদ্রলোক কিনা তার প্রমান দিতে বলল কেউ বলল মুসলমান বলেই এমন কাজ সে করেছে; আবার তাকে নেমে বসতে বলাও হলো। মাঝ থেকে কোনো রসিক গতকাল ভারতের পরাজয়ে ওর গরুর মাংস খাওয়ার কথা ও গরমে হজম না হওয়ায় পায়খানার কারন দর্শাল। চারপাশ থেকে এল ভিন্ন তীর। শালা; শুয়োরের বাচ্চা আজহারউদ্দিন,.... টস জিতে... আমার মনে হল টসে জিতে পরে ব্যাট করে ভারত ম্যাচটা জিতলে কেউ এ প্রশ্ন তুলতেন না। সবদের বাচ্চা আজাহার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতো না। ঐ লোকটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কারন লোকটির অকর্মের জন্য ট্রেনের ঐ অংশ ফাঁকা ছিল আর আমি আরামে বসে সোজা চললাম শিয়ালদহ। আর এরকম কাজ হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ঘটে থাকে। শতকরা ৯০% বাঙালী নিরোগ নয় অন্তত আমাশার সমীকরন তাই বলে।

স্বাভাবিকভাবে উদার অর্থনীতিকে সমালোচনা করে যাবেন, তারপর কারনটা দেখুন, ভবিষ্যৎ ও তার পাশে অতীত- সবার মধ্যে বর্তমান। তালে তালে পা মিলিয়ে বৈদেশিক অগ্রগমন দেখুন। নিজেকে হাজির করুন জগাডসভায়। নাক সিঁটকে চলে চলেযাওয়া কম্যুনিস্ট দেশগুলো এখন খোলা অর্থনীতিতে সব নীতি আর আদর্শ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমাদের বাসু কম্যুনিস্ট রাও NRI জগতের ও খোলা মার্কেটের জন্য পাগল, হন্যে হয়ে যাচ্ছেন পাশের লালুর সমাজবাদী বিহারের চাপে।

ঘাটতি বাজেট মেটাতে ট্যাক্সছাড়া আর যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা বিদেশী মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই না। বিদেশী মুদ্রা আনয়নে রপ্তানির পাশাপাশি আমদানী অন্যতম কয়েকটি মাধ্যম। আইবারে ক্লাবের মুখে দেশী পেনসিল খেতে অর্থাৎ মরসুমী চাষ বা কুটির শিল্প কিংবা বারোমাসে আটেরোবারে বন্ধ হওয়া দেশী শিল্প চলবে না। দরকারী কঠিন ও হিসেবকষা যুদ্ধ। যেটা বিদেশী বুনিয়াদ ভিন্ন সম্ভব নয়। দেশের কালোটাকা অর্থাৎ ব্যাডমানি যেভাবে গুডমানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাতে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। নাবালক অর্থনীতিতে 'Big Push এর জন্য বিদেশী ধাক্কা পরিমিতিতে ফেলে অংক কষে আয়াটাই মনমোহন সিংহের কাছে ছিল। তিনি তাই করেছেন। শোষন প্রায় এ নিয়ে যতই চেঁচামেচি হোক না কেন শোষক হিসেবে দেশী বা বিদেশী তাতে পার্থক্যের কিছু নেই। উন্নতির চিন্তা মুনাফার কেনোজলে স্পিরিটের মত কবে উবে গিয়েছে। বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে মিটিং করা জেলে খানি পেষা সংগ্রামী নেতাকে বেলা চারটে নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনের সামনে প্রাণ এর জামা পরে বমি করতে দেখেছি। তাই নাক সিঁটকানো আঁতেলমার্কা নকু নকু শেয়ালেরা এখন এলভিস প্রিসলি ব্যাক্স্ট্রিট বয়েজ, লি, ডান হুসেন-লোকসংগীত দেশী মার্গসংগীত, দেশী পাবলিশার্স, খাদি প্রভৃতি অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন। অবশ্য তাঁরা বহুলমাত্রায় আন্তর্জাতিকতাবাদী।

"এ কালো কালো আঁখে..." সার্বত বিদেশী গান থেকে চুরি করা সুর (ডিন মার্টিন); তাম্মা তাম্মা 'চুম্মা চুম্মা' র মত অসংখ্য চুরি করা গান শুনবেন না সরাসরি বিদেশী শুনবেন তা নির্ভর করবে কানের পর্দার মর্জির ওপর। বহুদিন আগে কোন পাখীর ঠোঁটে ভেসে আসা সিম্ফনিগুলির পাশাপাশি আমাদের দেশী মার্গ সঙ্গীত বেশ ভালোভাবে চলছে। এদেশে সুর আসছে বিদেশেও যাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীত মিউজিক থেরাপীর অনবদ্য হাতিয়ার। অর্থনীতিতেও এরকম পরিবর্তন আশা করা অস্বাভাবিক নয়।

বিকেল হয়ে গেছে বারের ওপর সূর্য লুকোচুরি খেলছে, নাইনথ্ সিম্ফনিকে টেক্কা দিয়ে ওস্তাদের সাথে মিশে যাচ্ছে ভৈরবী। রাত হবে-দরবারী কানাড়া ডেকে আনবে সকালকে ইমনে কোনো ভৈরবের তাণ্ডবে। আশা করি, আশাভরীর কেদারায় আমরা ভাসতে ভাসতে চলে যাব দূরে, দূরে.... আরো কাছে..... আরো পাশে... আরো....

যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযত্নে : সুদীপ্ত সরকার
৮৮, কে. জি. বোস সরণী, বেলিয়াঘাটা, কলিকাতা-৮৫

সরাসরি যোগাযোগ : কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা : সোমনাথ চক্রবর্তী, অমিত ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার : সৈকত মুখোপাধ্যায়, পার্থ ব্যানার্জ্জী, সুদীপ্ত সরকার, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অনুহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

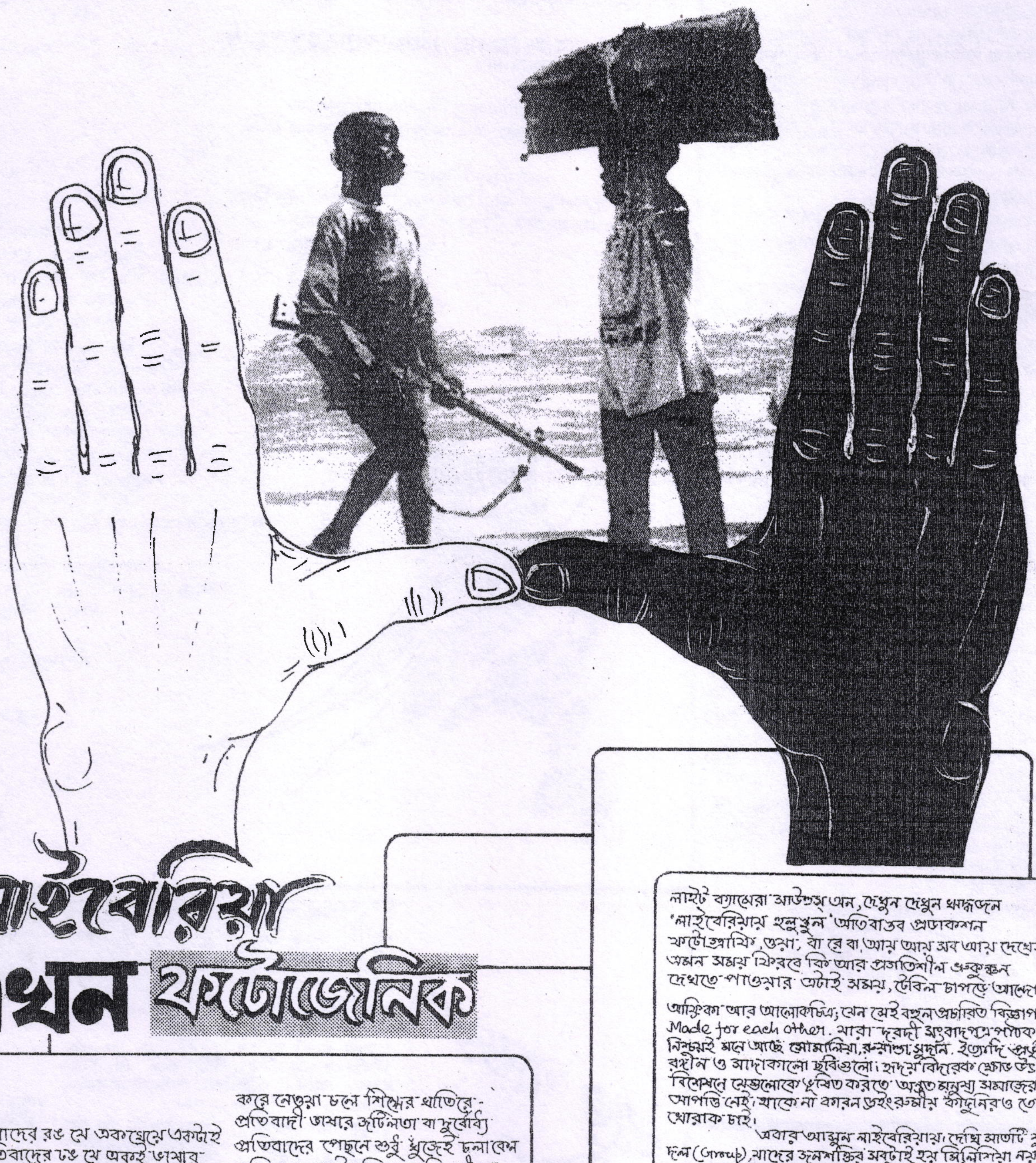
দ্বিতীয় বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • মে জুন ১৯৯৫ • প্রচার সংখ্যা ১০০০ • মূল্য: দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব



লাইবেরিয়া এখন ফটোজেনিক

প্রতিবাদের রঙ যে অকস্মাৎ একটাই নয় - প্রতিবাদের ঢঙ যে অবশ্যই ভাষার দেওয়াললিখন নয় - একথা বলতে যাওয়া বৃথা। যদি কেউ চোখ বুঁজে থাকে কেউ যদি কানের পর্দা ফেলে রাখে তাহলে বলবার কিছু নেই কারন সে তো কারোর কোনো ক্ষতি করছে না - বরঞ্চ প্রতিবাদের রঙ ঢঙ এবং পোষাক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের News cutting গুলোই Confused করে অবহিতে ফ্যালে আর বোকাবানায় সময় সময় - সময়ের ফ্রেমের পেছনে আমাদের চোখ রাখবার পর চিরকালিক অ্যাপারচার বা শাটার স্পীড নির্বাচনের পর কিছু নেগেটিভকে পজিটিভ করে নেওয়া চলে শিল্পের খাতিরে - প্রতিবাদী ভাষার জটিলতা বা দুর্বোধ্য প্রতিবাদের পেছনে শুধু খুঁজেই চলা কেন প্রতিবাদ? লাইবেরিয়ার প্রতিবাদী বা ন্যাশনাল প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট এর যোদ্ধারা UN এর দানসামগ্রী লুটপাট করেন আর পপস্টারদের মত পোষাকে ঘোরাফেরা করেন এবং বোধহয় খুনের আনন্দেই খুন করে চলেন - যদিও মূলগত একটাই রঙ মানবশরীর থেকে ঝরে পড়ে প্রতিদেশে প্রতিদিন প্রতিবাদের ফলে - তবু প্রতিবাদের এই ঢঙ আর পোষাক বলে দেয় প্রতিবাদ রক্ত বহন করে কিন্তু প্রতিবাদ মানে রক্ত নয় অথবা রক্ত মানেই প্রতিবাদ নয়।

লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন অন, দেখুন দেখুন খান্দজন 'লাইবেরিয়ায় হুলুস্থুল' অতিবাস্তব প্রত্যাকশন ফটোগ্রাফিং, ওয়া, বা রে বা, আয় আয় সব আয় দেখে যা এমন সময় ফিরবে কি আর প্রগতিশীল ভুরু কুঁচকে দেখতে পাওয়ার এটাই সময়, টেবিল চাপড়ে আন্দোলন

আফ্রিকা আর আলোকচিত্র; যেন সেই বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মত Made for each other. যারা দরদী সংবাদপত্র পাঠক তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, সুদান, ইত্যাদি প্রভৃতির রঙীন ও সাদাকালো ছবিগুলো। হৃদয় বিদারক ফ্লোজ আপ আরবার বিশ্লেষণে মেজলোককে দূষিত করতে অন্তত মনুষ্য সমাজের কোনো আপত্তি নেই। থাকে না কারন ড্রইংরুমীয় কাদুনিরও তো কিছু খোরাক চাই।

এবার আসুন লাইবেরিয়ায়। দেখি সাতটি যুদ্ধবাজ দল (Group), যাদের জনশক্তির সবটাই হয় কিশোর নয় শিশু চোর। বয়স ১০-১৪ র সুযোগসন্ধানী ও হ্যাণ্ড হীরোদেরও অভাব নেই এখানে। অভাব আছে শুধু লুটে নেওয়া খাবারের নিরাপত্তার, বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার। অবশ্য U.N সেখানে গেছে, গেছে আমেরিকান শান্তিরক্ষী, তবুও তাদের শক্তি নগন্যেরই কাছাকাছি। কারন তাদের হেডকোয়ার্টার (অপেক্ষাকৃত শান্ত একটি জেলায়, যার নাম মান্ধা) দরজাগুলো একমাস আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে। অতএব পালাও। তুমি আমি শান্তি সবাই পালাও। কিন্তু প্রগতিশীল ভুরুর মালিকদের পালাবার কোনো কারন নেই। তাদের কাজের এই তো শুরু। আনেস্থিয় তাজা করুন, পেলেও পেতে পারেন শান্তিরক্ষার ছদ্মবেশে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ। আরও পেতে পারেন ঐ সব খুনে কিশোরদের সঙ্গে সজল বারুইদের মিল। যা উপহার দিতে পারে কিশোর অপরাধপ্রবণতার কোনো আন্তর্জাতিক তত্ত্ব।

তাহলে ব্যাপারখানা কি দাঁড়ালো? কচ্ছপের ছানা? নাকি যেটুকু ঢুকলো মগজটাতে সেটুকু বলতে মানা?

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে :

সম্পাদকীয় :-

অত:পর শুয়োরের খোঁয়াড়ে সাদা কালো বুঁদর মেটেদের সার্কাসের রোমাঞ্চকর বিপদসংকুল (যদিও নীচে জাল পাতা থাকে) ট্রাপিজের খেলার মাঝে রিলিফ হিসাবেই অথবা স্টাফ রিক্রিয়েশন কমিটি-র তরফেই মিউজিক্যাল চেয়ারের আয়োজন হয়তোবা। আর ওদিকে উনিশে হাউস এপ্রিলফুল হয়ে লুফে তোমাকে আমাকে নিয়ে। রানী কিংবা নরীরপুরে ডাকাত বদলে MP বা PM করে দেওয়া হোক আর চমক চলতে থাকুক সানিয়া মার্কেজকে প্রেসিডেন্ট হবার আহ্বান ও হত্যার হুমকিতে। ইয়েলৎসিন এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ছবি হয়ে বেড়ান আর কালাম ডায়না চুমো খান একে অপরকে সংবাদ শিরোনামে ....

কিন্তু এ সবের মাঝখানে এ কাগজটা কি করছে?

কোনো মূল্য আছে? কোনো প্রয়োজন আছে?

আমরা তো কমই আছে।

কিন্তু কতটা সত্যি সেটা - নৈর্ব্যক্তিক সত্যতা কতটুকু? নৈর্ব্যক্তিক সত্যতার সন্ধানে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনে যে বিস্ফোরণ যে বর্ষণ, তাই-ই হোক কবিতা, কবিতার পরতে কবিতা থাকে, মুহূর্তের পরতে মুহূর্ত থাকে; জোরালো মুহূর্ত সৃষ্টিশীল মুহূর্ত : ক্রোধী মুহূর্ত কে ধরে রাখা যদি পরবর্তীতে বধ্যমঞ্চ পুনরায় অনুভবে প্রতিবাদে জীবন্ত হয়ে ওঠে — এই তো দৈনন্দিনের মূল কথা। কবির জীবন কবিতার মত হবে নাকি কবির জীবনের মত হবে কবিতা - নাকি এ দুয়ে কোনো সম্পর্কই থাকবে না? সাম্প্রতিকতা ও সততা বজায় রাখবার সহজতম পন্থা হিসাবে দ্বিতীয়টিই গ্রহণযোগ্য - এটাই মনে করি আমরা - আলোড়িত হই আন্দোলিত হই প্রতিটি ঘটনায় - ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকবে - সৃতি প্রকৃতি পারিবর্তনের সাথে অপাতত নেই তাই সাবপ্লেন উঁচু হোক প্রকাশ্য প্রতিবাদে - এগিয়ে চলবার পথে তাৎক্ষণিক দৃশ্যগুলোর ধারক ও বাহক হিসাবে থাক এই পত্রিকা - একটা খোলামেলা জায়গা যেখানে যা খুশী তাই লেখা যায় যা খুশী তাই আঁকা যায় কোনো ভয় ছাড়াই, কোনো আশা নিয়ে। জানিনা এতসব কথা বলবার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে কিনা এখনও - সে বিচারের ভার তোমার কারণ সেটা করতে হলেও অন্তত কিছুটা সক্রিয় হতে হবে তোমায় - অন্তত কাগজে কলমে। তোমার মস্তিষ্কের প্রাত্যহিকের খুদে বিপ্লবের সাক্ষ্য হয়ে উঠতে চায় দৈনন্দিন - হয়তো কোনোদিন কোনো বড় কাজে লেগে যাবে তোমার সামান্য ভাবনা - ঘটাবে কোনো বদলে দেবার ঘটনা - দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল ভাবনার গর্বের মুখপত্র।

রোজ যা হয় / সেই হতে থাকবে?
কি কি হয়? / সবটাই সত্যানুসারিক -
খুন সন্ত্রাস রাজনৈতিক প্যাঁচ জোরবাজি
আর বোকা সাহিত্যে নাটক হিন্দি ফিল্মি
তবু খুদে বিপ্লব হয় মস্তিষ্কে
⇔ রোজ প্রাত্যহিক
সেজন্যই দৈনন্দিন ।।

☐

শ্রান্ত চোখের পাতার মত রাত্রি আজ। ঘরে ফেরার মত রাত্রি।

টুকতে গিয়ে বদলে যাওয়া নিঃস্ব শব্দের মত আমার দিন আজ, অনেক দিন পরে। আকাশী টেবিলে সেই গোলগোল গোলগোল গোলগোল আটা, আবছা আকাশী মত এক মেয়ে আকাশী আকাশী সব স্বপ্ন দেখায়। সব গোল ভেঙে দেবে স্বপ্ন দেখায়।

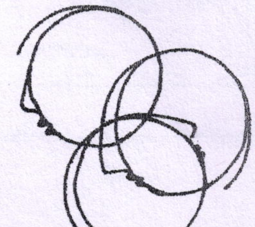
অপেক্ষা করে নি কেউ। নিম সব ঝরে গেছে। খেজুরফুলের ত্বকে রোদ নেই..... খড়ি ওঠে......... খড়ি নেই......... ফুল নেই.........

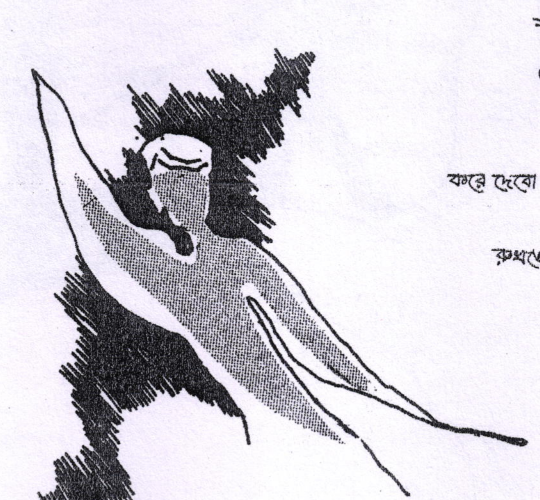
তবুও তো মনে পড়ে অপেক্ষা করেনি কেউ। তবুও তো মনে পড়ে নিম সব ঝরে গেছে।

আবার অনন্য তবু। সমস্ত হলদে দিন কমলা হয়ে যায়।
শ্রান্ত চোখের পাতার মত রাত্রি আজ। ঘরে ফেরার মত রাত্রি।

তাই আজ ফিরবো না ঘরে।
দরজা খুলে দিয়ে কেউ বলবে "মশারি টাঙিয়ে নিন",
কারন আমার মশারির দড়িতে সে বাঁধবে তার মশারি—
কিছুতেই ফিরবো না আজ।

সোমা সেনগুপ্তা



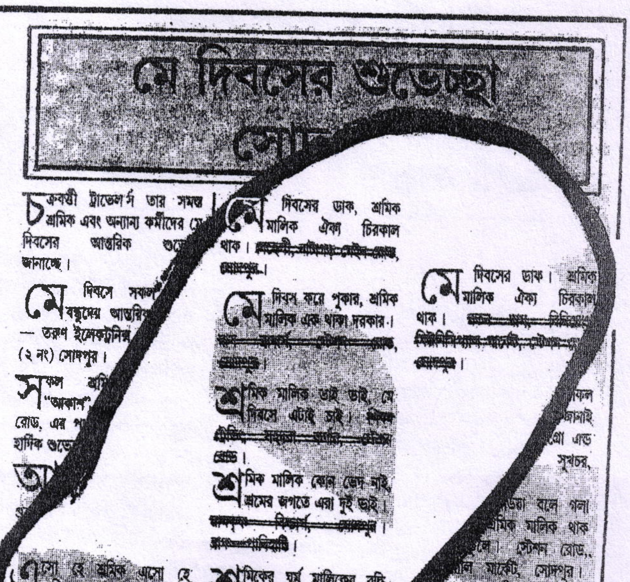


☐

পেনরোজের আঁকা
আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে, শুনেছি
উঁচুতে অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়া যায়
যেখানে নিম্নমুখী গতির কোন অবকাশ নেই
উপরে উঠতে উঠতে সঞ্চয় করা যায়
রূপান্তরহীন স্থিতিশক্তি কারন
নীচে নামার অবকাশ নেই, প্রয়োজনও নেই
সিঁড়িটার ঐ পারে শেষ হয়েছে আমাদের
যত না পাওয়ার বেদনা, যেতে হবে ওখানে
যে ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছি সিঁড়ি ভাঙতে
তার সবটুকু নিংড়ে, সুদে-আসলে আদায়
করে নিতে হবে। অব্যয় শক্তি সঞ্চয়ের
উন্মাদনায় ছুটে যাবো উপরের দিকে
শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উজাড়
করে দেবো অক্ষয় শক্তির উপর অসীম প্রভুত্বের বাসনায়
তারপর.........
যখন মাধ্যাকর্ষনের অমোঘ আকর্ষনকে
রুখতে পারবে না শিরায় বয়ে যাওয়া রক্তচাপ
তখন পেছন ফিরে দেখবো
নামার পথ নেই,
অপিল সিঁড়ির অমোঘ বাঁধনে
উঠে যেতে হবে,
ছুটে যেতে হবে শুধু
আরো উপরে
আরও- আরও
আরও.....

সৌরভ দত্ত

পড়ে পাওয়া কবিতা



মে দিবসের শুভেচ্ছা

চক্রবর্তী ট্রাভেলর্স তার সমস্ত শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মীদের মে দিবসের আন্তরিক শুভে... জানাচ্ছে।

মে দিবসের ডাক, শ্রমিক মালিক ঐক্য চিরকাল থাক।

মে দিবসে সকল... বন্ধুদের আন্তরিক... — তরুণ ইলেকট্রনিক্স (২ নং) সোদপুর।

মে দিবস করে পুকার, শ্রমিক মালিক এক থাকা দরকার।

মে দিবসের ডাক। শ্রমিক মালিক ঐক্য চিরকাল থাক।

স... "আকাশ"... রোড, এর ... হার্দিক শুভে...

শ্রমিক মালিক ভাই ভাই, মে দিবসে এটাই চাই।

শ্রমিক মালিক কোন ভেদ নাই, শ্রমের জগতে এরা দুই ভাই।

এসো হে শ্রমিক এসো হে মালিক ভাই, দুই এর মিলন সেতু আজ গড়া চাই।

শ্রমিকের ঘর্ম মালিকের বুদ্ধি, দুইয়ে মিলে ব্যবসায়ে বাঁধা থাকে সিদ্ধি।

...স্টেশন রোড, ... মার্কেট, সোদপুর। ...বাজার পত্রিকা ও দি টেলিগ্রাফ-এর অনুমোদিত সোদপুরের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এজেন্ট, 553-8331)।

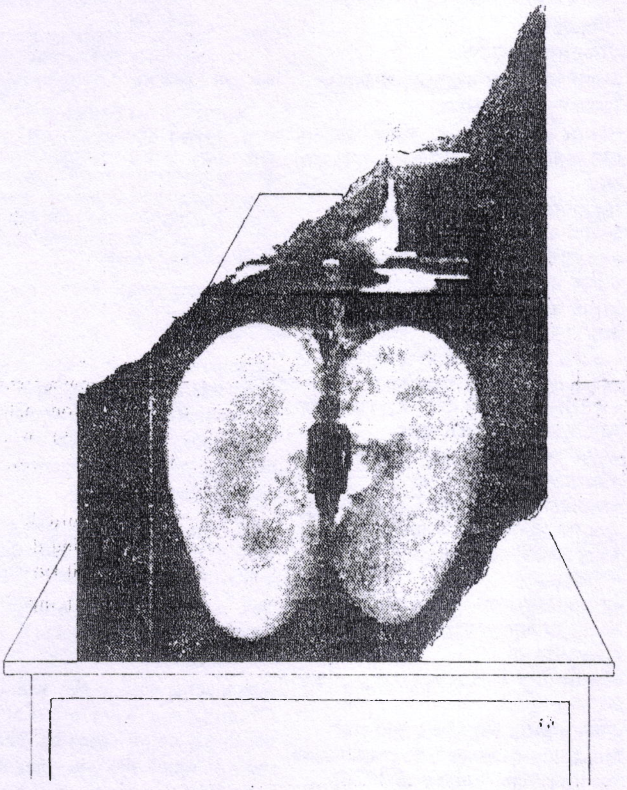
বিশেষ সংবাদদাতা : সোমনাথ চক্রবর্তী, দেবব্রত বসু
স্টাফ রিপোর্টার : সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক : সৌম্যদীপ

যোগাযোগ : পত্রে : অমিত ঘোষাল, ৩২/এ, ঘোষ লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬
সরাসরি যোগাযোগ : কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মন্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত।

বসানিয়া, একটি অন্তরঙ্গ কবিতা

" একদা আমি খুবই চঞ্চল ছিলাম।
এখন আমি এক নতুন পথে :
টেবিলের ওপর রাখি একটা আপেল। পরে আপেলটার মধ্যে নিজেকে বসাই।
কী শান্তি!
জিনিসটা সহজ মনে হয়। কিন্তু বিশ বছর ধরে চেষ্টা করছিলাম; শুরু যদি করতে চাইতাম এইটা ধরে, সফল হওয়া চলতো না। নয় কেন? হয়তো নিজেকে লাঞ্ছিত মনে হত, যেহেতু আকারে তা এতো ছোটো, এমন অস্বচ্ছ ও মন্থর তার জীবন। তা সম্ভব। তলাকার স্তরের চিন্তা কদাচিৎই মনোরম হয়।
আমি তাই আরম্ভ করি ভিন্ন ভাবে ....



প্রথমে ম্যাপের ওপর একটা দাগ টেনে দিই এঁকেবেঁকে ডানদিকে পাউভাজি, ভেলপুরি, ফিসফিঙ্গার, দইবড়া বাঁদিকে ধোঁসা, মুচকা, ঊথ্যাপন, ডিমের ডেভিল (নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে এটা ভেটেল ম্যাপ)। তারপর সেটাকে ধাপে ধাপে ছোটো করে তিন সেমি বাই তিন সেমি একটা লাইন ড্রইং এ নিয়ে আসি- যার ফলে পাকস্থলীর ভিতর এদের লড়াইটা আর বিন্দুমাত্র বোঝা যায় না। যদিও পদ্ধতিটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে ততটা নয় তবুও ফটোগ্রাফির কল্যাণে কদাচিৎ অন্যথা হয়। যাই হোক সামান্য অ্যান্টাসিড ছড়িয়ে পরদিন সকালে পায়খানায় গিয়ে বসি। একটি অসামান্য শান্তিতৃপ্তি সম্পাদনের পর অফিসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হই আমি একটি দীর্ঘমেয়াদী শক্তিশালী প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ

....

কিন্তু একটি কথায় তোমায় সেটি বলতে পারি। কথাটি হল যন্ত্রনা আপেলে যখন পৌঁছোই, হাত পা বরফ হয়ে গেছে "

উদ্ধৃত অংশ আঁরি মিশো-র কবিতা 'ম্যাজিক' থেকে গৃহীত। অনুবাদ লোকনাথ ভট্টাচার্য। কবিতাটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত প্রথম খণ্ডের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। কবিতায় ব্যবহৃত আলোকচিত্র Jerry Uelsmann দ্বারা গৃহীত। ফেব্রুয়ারীতে আমেরিকান সেন্টারের লিঙ্কন রুমে প্রদর্শিত। সৌজন্যে অভিযান এজ মেট্রো ওয়াচ 11.2.96 ।

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(৮) অনুভব বিশ্বাস

কোনোদিনই বাজার করাটা আমার পছন্দ নয় কিন্তু তারজন্য যে এমন হতে পারে ভাবিনি। আজ আমি শুতে যেতে পারছি না, আমার ভয় করছে- ঘুমোলেই ওরা আবার আসবে- হয়তো ঘুম আসবার আগের অন্ধকারেই। এখন মাঝেমাঝে আমায় বাজার যেতে হয়- খাবারের জন্য কাঁচামালের বাজারে, আর ওটাতেই আমার আপত্তি ছিল চিরকাল, এখন জানি ওটা করতেই হয় আর সেজন্য যথেষ্ট যোগ্যতার দরকার জীবনে-ক্রয়ক্ষমতা, দরদাম ও সঠিক দ্রুত হিসাব করবার ক্ষমতা। আমি জানি খাবারের জন্য আমায় সারাদিন বেঁচে থাকতে হয়। না: আজ আলো নেভাবো না, তাহলেই ওরা আবার আসবে। আমি কাল ভীষন ভয় পাচ্ছিলাম ওদের চারজনকে ভীষন ভয়, অথচ সবটাই আমার এখনও বিয়ে না করা বাপের বাড়ীতে থাকা বউটার জন্য। ভীষন ভয়ে সিঁটিয়ে মরে যাচ্ছিল বোধহয় ও, যখন ওরা ওকে ঘিরে ধরেছিল। ভীষন ভয়ে সরসর করছিল সব, একটা পেঁচিয়ে গুলিয়ে ওঠা যন্ত্রনা- ওদের হিজড়েদের মতো ছাপা শাড়ী পড়া অদ্ভুত নোংরা কালো গা গুলোনো পুরোনো পাগল তিরিকিরি কাদাটে গায়ের মত একটা কিছু আমায় লেপটে ধরে পাকিয়ে ফেলছিল কেননা সুমনা ভয়ে একদম ধপ্ করে মরে যাবে এবার, একথায় কোনো সন্দেহ ছিল না আমার। না: একটা স্বপ্নকে এভাবে মিছিমিছি পাত্তা দেবার কোনো মানে হয় না, কারন আমার জ্ঞানে ও বিদ্যায় আমি জানি ঠিক কোন কোন ঘটনার স্বপ্নপ্রতিফলন ওরা। বাজারে একমাত্র লাল পেঁয়াজ দেখে দাঁড়িয়ে নিতে গিয়ে যখন দেখলাম দোকানী দাঁড়িপাল্লায় তুললো একেবারে ছোট্ট ডুমুরের মত আকৃতির গুলো আর মাপ ঠিক করতে মাঝারি গোছের একটু বড় দুটোই নামিয়ে দিল আর মিন মিন করে সেটা বলতেই ধ্যাস্টা পড়া পচা কালো মত গুটকুলি পেঁয়াজটার উপরের খোসা ছাড়িয়ে সেটাই দিয়ে দিল তখনকার বিরক্তিমাখা ঘেন্নার জন্যই ওদের একজনের মাথাটা একেবারে ঐ রঙের বিশ্রী লম্বা পেঁয়াজের মত। আর তাতে আছে শুধুমাত্র ছোট্ট ব্যাকা মত মুখগহ্বর একটা, তার চারধারে টকটকে লাল পাতলা ত্যারাব্যাকা ঠোঁট। যেটা দিয়ে খসখসে ভাঙা গায়ে পড়ে কিলবিল করে ওঠা স্বরে ও আরেকজনকে ডাকছিল 'রম্বা এগার' বলে। আমি দু'কেজি রম্বা চাল কিনেছি এগার টাকা করে-চালটাকে আমার মোটা মনে হয়েছিল দামের তুলনায়-বোধহয় নতুন- লোকটা ঠকিয়েছে আমায়। সুমনার সবচেয়ে কাছে গিয়ে কনুই থেকে ভাজ করা কাটা মুরগীর ফেলে দেওয়া ঠ্যাঙের মত নখ আর আঁশ ওয়ালা হাতটা দিয়ে ওকে ন্যালপ্যাল করে ছুঁতে চাইছিল যে তার নাকহীন মুখে চোখের বদলে দুটো তেবড়ে যাওয়া একটাকার কয়েন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল যেন। আসলে আমার ডিলেকোটার ভাড়া করা ঘরের দিক থেকে বাজারে ঢোকার মুখে মুরগীর বাদ দেওয়া হলদে ঠ্যাং গুলো ডাঁই করা থাকে। ঐ কুড়ি মিটার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করেও পেরোনো যায় না - বড় বিশ্রী গন্ধ মুরগীর। আর একজনের মুখ দেখতে পাই নি, শুধু মাথার পেছনে একটা সাবহাত লম্বা ভীষন মোটা বিনুনি যার শেষটা দুভাগ হয়ে দুপাশে ছড়িয়ে গেছে- আর এর থেকে বলাই যায় মাছের বাজারে আমি ঢুকিনি।
আমার শুধু কষ্ট হয় ওর জন্য বেচারী সুমনা- নির্বোধ ভালোবাসা দিয়ে গড়া সুন্দর জীব একটা।
আশ্চর্যের বিষয়টা এই- আমাদের স্বপ্নগুলো আমাদের ভাবনাগুলো আমাদের দুঃস্বপ্নগুলো আমাদের দুর্ভাবনা গুলো সব একরকম। আমাদের যন্ত্রনাগুলো ক্ষোভ গুলো সব একইরকম, অথচ আলাদা করে দেওয়া হয়— সমস্যাগুলোকে করে দেওয়া হয় প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্যা, যন্ত্রনা গুলোকে করে দেওয়া হয় নিজস্ব যন্ত্রনা—আমাদের বাবা মা আমাদের নিজস্ব সমস্যা যন্ত্রনা বুঝতে শেখান; - সমাজ নামক নিরবয়ব অতিকায় বস্তুটির কাছ থেকে যা শিখেছেন তারা —আমরা শিখে যাই নিজেদের সমস্যা ও যন্ত্রনাকে একান্ত নিজের বলেই বুঝতে- আমরা শিখে যাই ভাষা নিজের নিজের যন্ত্রনাকে সমস্যাকে নিজের করে ভাবার ভাষা শুধুই নিজের করে বলার ভাষা- আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই ডুবে যাই নিজের সমস্যা যন্ত্রনায় আর কষ্টে, আমরা একা একা প্রত্যেকে অভিযোজিত হই- তারপর আর সমস্যা বা যন্ত্রনা নয়- শুধু নিজের ভাষাই নিয়ন্ত্রন করে সব- আমরা সাঁতার শিখি, শ্বাস নিতে আর অন্যের শ্বাস কেড়ে নিতে কারন সেটাই জীবন শেখায় তার নিজস্ব সমস্যার বিভক্তকরন নীতিতে- আমরা ভেসে উঠি, ডুবে যাই, ভেসে উঠি আবার শুধু ব্যক্তিগত।
আমি, হ্যাঁ আমি, অনুভব বিশ্বাস, আমার সবটুকু অনুভব আর বিশ্বাস নিয়ে, শুধু আমার একান্ত নিজস্ব ভাষাতেই প্রকাশ করি আমার সমস্যা আর যন্ত্রনাগুলো - একান্ত নিজস্ব ভাষা। সবটুকু অনুভবে সবটুকু বিশ্বাসে যদিও জানি আমরা একরকম - একই সমস্যা আর যন্ত্রনা- আসলে একটাই সমস্যা। তবু এই একান্ত নিজস্ব ভাষা আমার সমস্ত অনুভব আর বিশ্বাসকে বেঁধে রাখে 'অনুভব বিশ্বাসের লেখা' "অনুভবের ব্যক্তিগত সমস্যা" হিসাবে-এরা পাঠকের হয়ে ওঠে না, হয়ে উঠতে চায় না, আমি চাই না, পাঠকেরাও চায় না- ঠিক নিজস্ব সন্তান উৎপাদনের মতই; আমরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রসব বা প্রকাশ করে চলি যন্ত্রনা আর সমস্যা। যন্ত্রনারা ঠাসাঠাসি গুঁতোগুঁতি করে মরে শহরতলীর ট্রেনে নিত্যযাত্রীর মত। তবু হয়তো কখনও কখনও ওরা জোট বাঁধে অম্বুকবাবু তম্বুক বাবুর মতই আলগা জোট সুখের আলাপে, ঘুমড়ে যায়, চটকে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নিজস্ব সমস্যায় নিজস্ব যন্ত্রনায় যন্ত্রনারা ডুবে যায়।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

...... অন্ধকার বোন আমার, অন্ধকারে অন্ধকার চোখ। আলোক সম্ভাবনা তবে, আলোক সম্ভব প্রেম। কৈশোর প্রেম, আহা কৈশোর প্রেমে.... নাঃ কাগজে পড়েছে প্রেমে নয়, কাগজে পড়েছে কৈশোর প্রথম স্বীকৃতি তার – স্বীকৃত সম্ভাবনা – অন্ধকারে, অন্ধকারে এই, – ছাদের কার্নিসে কোন দোলে তাই খাতার মতন। কে বোঝাবে কপাল জোর – জানতে পারলি তাই, বদলাতে পারলি – ভাগ্য তোর। আলু নয় আঙুল কাটে, ছ্যাকা খায় মা আমার থরহরি – আরও এক বেচারী: কাগজে নাম ঐ Examiner – একমাত্র হাতে পাওয়া রাজকর্মচারী – "কর্তব্যে অবহেলা!" — অভিযোগ গম্ভীরই – আপাত আপাত গম্ভীর – গভীর প্রকৃত বিস্ময়; কী নাম, বুকের কেমন পার্টি – নতুন ঢুকেছে বুঝি ও – daily তে staff reporter! কী খায় সে – যায় নাকি – খোঁজ নাও, দেখা কর গিয়ে – খাদ্যাভ্যাস বদলায় যাতে সেখাদ্য ব্যবস্থা কর অশক্ত সান্ত্রী পাঠিয়ে।"

সোনামুখে সেদ্ধভাতে গল্প করি – শোনমা, মনে আছে সেবারের আঙুল কাটা সেদ্ধ ভাত.... ছ্যাকা? টায়েটোয়ে চল্লিশে খাতা জমা – 'কুলাঙ্গার' মনে আছে মা – Mark sheet – এ তিয়াত্তর 'বেঁচে থাকে' ('বেঁচে থাকে রঙীন জামানা')। মনে আছে আরও ছ্যাকা – আরো কত রাত শুধু সেদ্ধ মনে আছে পার্সেনটেজ ॥ থেকে ॥০ "Rs. fifty Only" সাড়? "ছেলের স্যার PRT কে নিয়ে আসুন বাড়ীতে, গাড়ী করে ঘুরিয়ে দিন মায়াপুর বেলটা" – মনে নেই সেবারে প্রসূনবাবুর কথা "উনিই তো Head এবার – রাখেন সে খোঁজটা.... " মনে আছে.... মনে আছে.... মনে নেই, রেখোনা – বরং কালকে চলো সরাসরি যাইনা – পূর্বাচলে পিসেমশাই.... কখনো ফেরান না। ফিরিয়েছেন? কক্ষনো? যত বছর বোর্ডে – পিসতুতো জ্যাঠতুতো কেউ কোনো বিপদে – সুতরাং মন দিয়ে রান্নাবান্না কর – আর তোকে রাত্রে একা কক্ষনো ছাদে দেখি না যেন। ন্যাকাচণ্ডী – আবার মাথা – আলোয় কি Allergy তোমার – উঠতি বয়সে এসব কক্ষনো নয় খবর্দার – আলো যদি নাও থাকে আছে আলোপিসে – মৌসুমী আবনীর মত আবার আসে তোর কিসে? মনে রেখো ঐ সব তোমার জন্য নয় – শুধু মাঝে মাঝে প্রনাম দিও পয়লা বৈশাখে, পুজোর সময় – জলভরা প্রনামীও সময় সময়।

এবং পাঠকের অবগতির জন্যঃ পরবর্তী দেড়দিনের মাথায় এ কাহিনীর মধুরেন সমাপয়েত আলোপিসের ভালোবাসা, ভীমনাগের জলভরা সহযোগে।।

খা চলে খা, কাশ্মীর চলে খা; বেজায় গরম, পিকচার পোস্টকার্ড হয়ে খা
কীই বা আসে যায় কাশ্মীর যদি গোলাপী হয়েই যায়
পাকিস্তান হলুদ যখন (ভারত বাদামী)
হলুদ গোলাপ হয় শুনেছি তাতেই নাকি ভয়।
না না না অতো তো আর সহজ নয়, আমরা আছি তোমরা আছো – আছে আমাদের বিশ বাইশ গন্ডা ভাই – এত সহজ নয়
B.B.C যদি গোলাপী করেই দেয় কাশ্মীর তো পাকিস্তানের নয়
অতএব আর কীই বা আসে যায়।

ইতালিতে এখন বামপন্থী উদারনৈতিক শাসকগোষ্ঠী – কমিউনিস্ট-দের সাথে কোয়ালিশন 'গ্রীন অলিভ'। ভাটিকান পর্যবেক্ষন রত। আমরাও দেখি – প্রভু যীশু দেখুন, লেনিন ও তাঁর মত পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করেছেন – কখনও কেঁদেছেন। সমস্ত প্রতিবাদী আঘাত হানবার জায়গা, সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিসাবে চার্চকে গন্য করবার যুগ অতিক্রান্ত বহুবছর তবু সুলিখিত সুরচিত মূল্যবোধ সংক্রান্ত আদিম বাক্যগুলির লাপরোয়া স্বতঃসিদ্ধতা (কেউ মানুক ছাই না মানুক) – র মতই আজও লড়াইটা বা বলা চলে শুধুই লড়াই লড়াই ভাবটা রয়ে গেছে। কেউ কি মানে স্বর্গ টর্গ পরজীবন? কেউ না; অন্তত যারা অন্যায় করে (অবশ্য তাদের মধ্যেপ্রায় নগন্য সংখ্যক বোঝে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্যটা)। ধর্ম নাকি আফিম ছিল কোনো এক সময়। হয়তো আজওআছে কীই বা এসে যায় তাতে। মালিককে প্রমিক শয়তানের বাচ্চাই ভাবে অর্থাৎ ক্ষমতাশালী এবং তা তো স্বত্যিই; তাই যদি দেবতাই ভাবে তাতে কী বা পরিবর্তন। আসল মজাটা সেইখানে কেউই ঠিক-ঠাক জানে না যে সে ঠিক কী করছে – যীশু নামের লোকটিকে নিয়ে যা তা রকমের ছেলেখেলা করে তাকে ভগবান বানাবার পরও তিনি তাঁর জন্যই লিখিত বাক্যগুলিই বধ্যভূমিতে আউড়ে গেলেন। আসুন আমরাও বলি ওদের ক্ষমা করো প্রভু ওরা জানে না ওরা কী করছে কারুন সবুজ অলিভ শুকিয়ে যাবে শিল্পী একথা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি।

স্টাফ রিপোর্টার: উল্টোডাঙায় ঝুপড়ির ছাই উড়তে দেখেই, গাড়ী গাড়ী হাত, কাড়েহাতুড়ী পদ্মফুল, চাবক ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। অস্থায়ী, খাদ্য শক্তি, সহায়তা সব মজুত। এমে মেঘ না চাইতেই জল ভোটের আগে রেডিমেড পোষাকের মত সহযোগিতা, সমবেদনা এবং কয়েক মিনিটের সান্ত্বনা শুনে কেউ ভাবেন, ভালোই হলো, ঝুপড়ি পুড়ে পাকাবাড়ী। কিন্তু কপালপোড়াদের অর্থাৎ যারা রাজনৈতিক নেতাদের পীরিতের পাত্র নয়, তাদের এমন ভাবনার কোনো অবকাশ নেই, পারলে পাশের বস্তিতে খোঁজ করতে শুরু করুন। ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিকাশ এর দায়িত্ব পুলিশের। নেতাদের পেছন চেটে তার স্বাদ ও গন্ধ অনুযায়ী রিপোর্ট করা হল। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকর্তারা পুলিশ ও রাজনীতির শালা – জামাইবাবু সম্পর্ক জেনেই বামফ্রন্ট শাসকগোষ্ঠীর প্রস্তাবে নারাজ। তবু রামকৃষ্ণ মিশন যতই অ্যাকসেপ্ট হোন, পুর্নবাসনের ব্যবস্থায় শীলা কলের স্বজন পোষন থাকবেই কেননা আপনার আমার মত সাধারন মানুষই রাজনৈতিক নেতা হন কিন্তু শীলাদিদি একটু বেশী চালাক, উনি জানেন রাজ্যপালের সিংহাসন তাঁর রক্ষাকবচ। তাই কুমীর ডাঙা শুরুন C.B.I ছুঁতে পারে না; সুপ্রীম কোর্ট ধরতে পারে না। শেষে রাষ্ট্রপতি লেংড়ে লেংড়ে বহুকষ্টে শীলাদিদিকে দিল্লী নিয়ে গেলেন। তখন উল্টোডাঙার ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে আবাসন পরিকল্পনা চলছে, চলছে বাস্তুহারা মানুষও তখন চলছে চলছে চলছে...

"দাদুভাই" – শুনেই পেছন ফিরে তাকালাম। জানি না কোন জন্মের দাদুকে দেখবো। আমার বাপের কর্তা বাপের বাপ কে জানে। কিন্তু দেখলাম রবীন্দ্রনাথ! বিবেকানন্দ রোডে ছেঁড়া চটে বসে পকেটে হাত দিয়ে সবচেয়ে কম মূল্যের পয়সার সন্ধান। কিন্তু ভারতী কে মনে পড়লো; না না কোনো মেয়ে নয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথকে ভিক্ষা দিতে হলে নিশ্চয়ই ওদের অনুমতি প্রয়োজন। পাছে মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ি তাই-ই...........
– আপনি আপনার বাপের অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছেন?
– আমার বাপ?! সেতো অনেকদিন হল গত হয়েছেন।
– আপনার দ্বিতীয় বাপ। প্রথমটা তো 'বাবা'।
– দ্বিতীয় বাপ! বাজে কথা কেন বলছো এই বুড়োটাকে বাবা, অনেক অভাবে.....
– বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়েছেন?
– কিসের অনুমতি?
– আপনি ভিক্ষা করছেন, আমাদের ভিক্ষা দেবার অনুমতি।
– আমি ইচ্ছে করে ভিক্ষা করছি তাই না!! বেশ করছি। তাতে কার কি? গরীবের কথা কেউ..... আমি বৃক্ষের হাতে একটা সিকি দিয়ে এগিয়ে যাই – কথা বলতে বলতে হাঁটতে থাকি..........
– ওদেরই তো সব। আপনার কবিতা, নাটক, নভেল, ওরা পালন পোষন করে। মানেই আপনাকে ওরা পালন পোষন করে। যে পালক তার অনুমতি ছাড়া...
– ওই রাগেই তো পালিয়ে এসেছি, সাপের চেয়ে সাপুড়ির দরদ বেশী
– পালিয়ে এসে কি করবেন? আপনার সৃষ্টি ছাড়া তো আপনি শূন্য।
– ভুল করলাম, পালিয়ে আসবার সময় গীতবিতানটা যদি বগলদাবা করতে পারতাম, অবশ্য কিছু কিছু মনে আছে।
– আপনাকে আমি চারআনা পয়সা দিচ্ছি। একটা গান শোনান
– চারআনা!
– বেকার ছেলে তাছাড়া বিশ্বভারতীর মত তো পরের ধনে পোদ্দারি করি না, এটাআমার নিজের পয়সা।
– আমি কিন্তু পয়সার জন্য তোকেডাকিনি
– তবে?
– বিশ্বভারতীর অনুমতি ছাড়াই গান শোনাতে চাই। শুনতে চাই। তোরা আমায় সঙ্গ দিবি। আমার সমস্ত সৃষ্টি বিলিয়ে দেব বিশ্বভারতীর বিনানুমতিতে রবীন্দ্রনাথ চলবেন। স্বাধীন রবীন্দ্রনাথ। তোদের রবীন্দ্রনাথ।
– ধ্যাত তেরীকা, বোকা বোকা কথা যত – বাড়ী গিয়ে রেশন আনতে হবে – সত্যি ঐ ভদ্রলোক আজও বেঁচে বসে আছেন আমাদের মধ্যে অজান্তেই, আজ আবার পঁচিশে বৈশাখ – আচ্ছা যেভাবে ভাবছিলাম এটা কি সলিলোকুই?

ঘরর্‌ ঝ্যাচ টিং টিং টিং

ট্রামের ঘন্টিতে লাফিয়ে সরে যাই আমি

জানালা: অমানবিক
2nd : ওর বাবাতো বলল বেনজিরের কাজ
opp 4th : জরুরও তাই বলল – ওরই কীর্তি ...আচ্ছা মটরভাজে.....
opp 3rd : ইমরানকে দেখলে কাল, কীসুন্দর না
opp জানালা: বেঁকে দিয়েছে একেবারে
opp 2nd : নাসিরবিহীন, সাত্তাই — কী আজ এত সাজ কেন?

জানালা: হ্যাঁ, কী গো –
opp 4th : ওই, আজ একটু Office এর পরে – কাল ইমরানকে দেখলে –
2nd : ঘুম অ্যনলী দেখারই সময় পাইনা তার আবার ....
3rd : আচ্ছা সে বছর যে মন্দির মসজিদ নিয়ে......
opp 4th : তার সাথে এর কী; জানো Great Eastrn এ garden – এর ......
4th : হ্যাঁ কাল গেছিলাম তো –
জানালা: মন্দির আর হাসপাতাল এক হল
2nd : যাই বল যদি আমার শাশুড়ীকে দেখতে তাহলে ভাবতে মন্দিরই হাসপাতাল – মন্দিরই রান্নাঘর মন্দিরই স্কুল কলেজ অফিস বাথরুম
জানালা: বেডরুম
2nd : তাও
3rd : রোগীগুলো ম্যারা গেল কীভাবে – ইস্‌
জানালা: হাসপাতাল কী মন্দির নয়? শোনোনি বিবেকানন্দ
opp জানালা: আচ্ছা বাবা বেশ – একটা সুযোগ পেলেই হল –
opp 4th : হ্যাঁ এটা তোমার ক্লাসরুম না – আচ্ছা মটরডালে কী ফোড়ন দেয় গো।
opp 2nd : হাসপাতালটা একদম শেষ অন্যভাবে কি কিছু করা যেত না
opp 3rd : বেনজিরের চোখদুটো কিন্তু.....

এরপর শেয়ালদাগামী ট্রেনটা কারশেডের পাশে সিগন্যালের জন্যথামে আলোচনা তখন প্ল্যাটফরম নম্বর নিয়ে ব্যাগ থেকে ফুটফাট করে বেরোতে থাকে চিরুনি আয়না চিরুনি রুমাল, দু একজনের লিপস্টিক, বেনজির আর ইমরান দু'জনে এরই স্বীকৃত সৌন্দর্য অবিকৃত থাকে লেডিস কামরাটে সেন্টে।

Do you remember the name 'Jessica'? The wife of 'Crime Passionnel' Hugo, who neither a child nor a woman, liked to play every moment in the world's playground where everything is nothing but playing.

And here the 7 years old Jessica Dubroff's deadbody is lying down at Sunfrancisco on 14th April 1996.

Two days before she attempted to become the youngest pilot to fly across the United States and back.

Was that her wish to play with death? Or does she want all that? No, absolutely not. It can't be. That was the role which she was compelled to play. Who put her to this role? Her parents? Or the society, which cuts off a seven years old child's own wing, who gave her a tiny toy named life? The other two characters of that 'child's play' were Lloyd Dubroff (Jessica's father) and Joe Reid (Jessica's flight instructor). In the play CRIME PASSIONNEL (Les Mains Sales), written by Jean Paul Sartre, Jessica said once that "Whose fault is that? .... I've done nothing, I'm completely innocent".

Yes you were. I can't pray for your soul little Jessica because of the role I am playing. As an artist, as a social traitor or as an intellectual, a bourgeois anarchist, who doesn't want to change to world, Jast wants to blow it apart, I am leaving two lines for you ......

Don't forget to play.
Don't forget the play.
Play your role well.
In to the Society's cell.

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

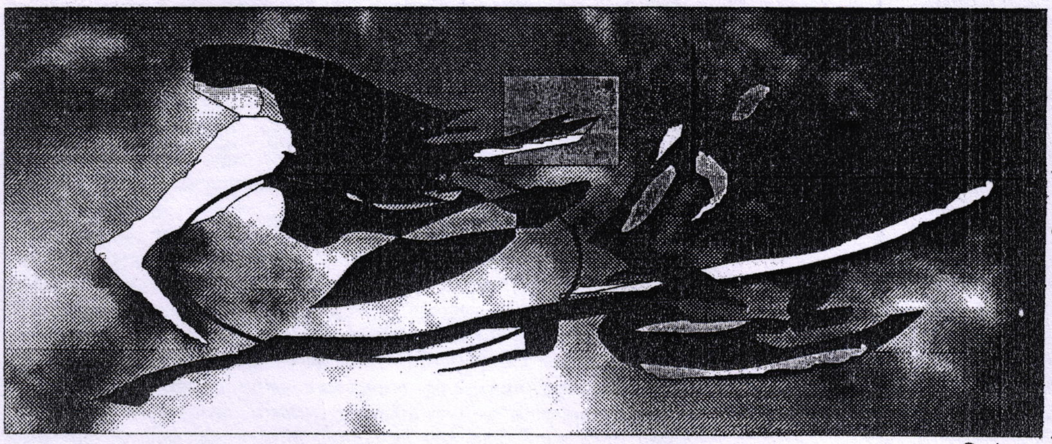
দ্বিতীয় বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • জুলাই-অগাস্ট ১৯৯৫ • প্রচার সংখ্যা ৯০০০ • মূল্য: দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব



SoumyaDeep

ছেলেটা বলতে পারে না

স্টাফ রিপোর্টার :

ছেলেটা কিছু বলতে পারে না; মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া ছেলেটার বয়সই বা কত? জীবনকে দেখেছেই বা কতটুকু? তার মুখে আদর্শের কথা শুধুই 'বুলি' বা 'নির্বুদ্ধিতা' তার বাবার বন্ধু কোনো দু'দিন বেড়াতে আসা কাকুর কাছে। তার আদর্শ আর বিশ্বাস সবই গেছে ভেঙে দুমড়ে, তারপর ভেঙে। ছেলেটা কিছু বলতে পারে না কারন সে জানে সে যদি কোনো আদর্শে বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাসের প্রকাশের অর্থ হবে শুধুই 'বুলি' 'বাতেলা' বা 'অল্পবয়সের আবেগ' কারন 'ওসবে কিছু হয় না' অথবা নিশ্চয়ই কেউ 'মাথাটা চিবিয়েছে'। আর যদি সে বলে 'আদর্শ-খাদর্শ ওসব শুধু বুলি, ফাঁকা বাতেলা ওসবে কিছু হয় না; আমি শুধু নিজেরটা বুঝি আর তার জন্য যা করতে হয় করবো' - যদি সে বলে 'আদর্শ হল অর্থ যা করতে হবেই বেঁচে থাকতে গেলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে, তাতেই বাধা দিয়ে জ্বালা ধরানোই ওর কাজ' - তাহলে ত্যেক্ষনাৎ সেও তার প্রজন্ম অবক্ষয়িত ও মূল্যবোধহীন প্রমানিত হবে; দুটি মাত্র শব্দে নস্যাৎ হয়ে যাবে বাবার বন্ধু পশ্চাৎশোর্ব দু'দিনের বেড়াতে আসা শিক্ষকাকুর কাছে। প্রথমবিশ্ব ও তৃতীয়বিশ্বের বৈভব ও জীবনযাত্রার পার্থক্য বর্ণনের পর তাঁর স্বগত প্রশ্ন 'কেন কেন থাকবে এগুলো'-র জবাবে ছেলেটা বলতে পারে না 'কাকু আপনাদের চারভাই কেন আলাদা সংসার আর আপনার মেজভাইএর কেন নুন আনতে পান্তা ফুরোয় - আপনাদের ভাগের মা কেন গঙ্গা পান না' - বলতে পারে না আপনি ভালোমানুষের মত মেজভাইকে বিশেষ করে শাড়ী কাপড় বা কিছু টাকা দেবার মত সাহায্য বা মানবিকতা আমরাও পেয়ে থাকি। অ্যামনেস্টি বা U.N আপনাদের মায়ের মতই বেশী রোজগেরে বড় আর ছোটোর বাড়ীতেই অবিকসময় অবণ্ড নির্ধারিত। ছেলেটা বলতে পারে না; সে জানে সমস্যাটা অত সহজ নয়, জীবন বড় কঠিন ও জটিল আপনি যে একসাথে থাকতে চাননি তাও নয় কিন্তু সম্ভব হয় নি। ছেলেটা বলতে পারে না 'আমি এটাও জানি আমি আর আমার ভাইও একরকম বিভক্ত বিভাজিত হয়ে যাবো, ছেলেটা বলতে পারে না 'কাকু যেখানে ৯৩টা মানুষের চারটে ভাগে ছড়িয়ে যাওয়া (মাঝে মাঝে শীর্ষসম্মেলন ছাড়া) আটকাতে পারেন না আপনি বা আপনারা সেখানে সাড়ে চারশো কোটি মানুষ..... সমস্যাটা অত সহজ না - বোকা বোকা মানবিক আবেদনে জীবন গলে না: রাত্রীর বিছানায় কুমীরের কান্নার মত অচেতনতা ছাড়িয়ে তার কিছু বদলানো যায় না যাবেও না - এটাই নিয়ম, এটাই জীবন' - ছেলেটা বলতে পারে না। কাকু ডাকেন "প্রকাশ তুমি কি ঘুমিয়ে গেলে" ছেলেটা কিছু বলতে পারে না - সে জানে তার কথা কাকুর পছন্দ হবে না - তিনি বুঝবেন না - বালিশের ওপারে সে কাকুর স্বগতোক্তি শোনে "ঘুমোও ঘুমোও প্রকাশ -"

ভাবতে বসে

স্টাফ রিপোর্টার :

আমি যখনই ভাবতে বসি সব কেমন গোলমেলে ঠেকে।

আমি যখনই ভাবতে বসি
সব কেমন গোলমেলে ঠেকে,
আমি যখনই চিন্তা করি
সব কেমন এলোমেলো লাগে।

কিন্তু আমার বন্ধু সুশ্রী, ও তো সবকিছুকে 'কি সুন্দর না' বলে মেনে নেয়। কদিন আগে যে মাসে নির্বাচনের সময় আমার সবার আগে সেই বুদ্ধ ভুতুমের শুয়োরের খোঁয়াড়ের কথা মনে পড়েছিল যেখানে সোনার চেন-হাফলুঙি আর তোয়ালে পড়ে প্রতিবাদ জানানো হয়, অহেতুক খিস্তি খেউড়ের সাথে শ্লীলতার বিচার করা হয়, কিংবা পুলিশবাজেট পাশ করতে গিয়ে "মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল" বা "হ্যামলেট" থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। সুশ্রী মন্ত্রীর ভাষন শুনে বলে ওঠে 'কি কিউট না' আর অবুঝ শ্রোতারা অবোধ্য কিছু শুনে 'হ্যা হ্যা...অসাধারন(!!!)'... সমীকরন মিলে যায়, বাজেট পাশ এলিয়ট-শেক্সপীয়র হাওয়া....আবারও খিস্তি..খেউড় - একেবারে গনতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, ভাল ও মন্দ, এলিয়ট ও খিস্তি এবং গামলা গামলা ডুবে ঘেঁটা ঘেঁটা তোলা (ডুবে এখানে খিস্তি বা সংখ্যাধিক্যের প্রেক্ষন ও তোলা অবশ্য শেক্সপীয়র বা এলিয়ট) সুশ্রী বলে 'অসাধারন গনতন্ত্র' আমি বুঝতে পারি না, চাই না।

কোনোক্রমে আমার ছাত্রকে বোঝাই মেটাফিজিক্যাল কবিদের সাথে যেমন মেটাফিজিক্সের কোনো সম্পর্ক তেমনই এ হল 'অজ্ঞানতান্ত্রিক জনগনতন্ত্র এক আলো আঁধারী আবছা আলো বিশ্বাস আঁধার যে কোনো কোন থেকে দেখতে পার' কিন্তু কোনোক্রমেই থমাস-এ-বেকেটের মত রাজার বিরুদ্ধে কথা বোল না. তবে রাষ্ট্রে পবিত্র চার্চ ইয়ার্ডে (পড়ুন বঙ্গদেশে) তোমার মৃত্যু - কারন রাজা হ্যামলেট এর মত To be or not to be র দ্বন্দ্ব নেই।

ব্যয় সংকোচন

স্টাফ রিপোর্টার :

চিত্ত যাহার অশ্বর ন্যায় আকাশের মত মন যার চিদাম্বরম্ - এখন প্রবক্তা ব্যয়সংকোচনের (নামের সাথে চারিত্রিক মিল সতীর আমলেই উবাস্তু বা খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে গেছে আর যখন বাচ্চা পেটে এলেই বাপ-মা নামকরন করে ফ্যালে প্রপার নাউন অথবা প্রত্যাশা অথবা নেহাৎই অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের নেশায় তখন অযথা বাক্য ব্যয় না করে ব্যয় সংকোচ ঘটানো যাক) প্রথমেই বলি আমি ব্যয়সংকোচ নীতির সমর্থক কারন (এখানে আগেই ডিপিএম কে একগাদা গাল দিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু অনর্থক ব্যয় বন্ধ করাই ভালো) এছাড়া আপাতত ভারতবর্ষীয় অর্থনীতির আর কিছু করার নেই: (আমি অধিক বিশ্লেষনের মধ্যেও যেতে চাই না কারন পাঠকবর্গকে অবহিত করবার জন্য শীঘ্রই গাদা গাদা কলাম, খাঁচার, প্রবন্ধ, বাতেলাবাজী, পরিসংখ্যান সমস্তই এসে যাবে, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে এই নয়া নীতির সমর্থনে বা অসমর্থনে আর পাঠককে নেহাৎই সাধা ভাববার মত পরিস্থিতির আনুকূল্য এখন আমার নেই) - আমি শুধু আমার প্রতিক্রিয়া জানাবার কর্তব্য টুকুই করতে চাই। হ্যা আমি ব্যয়সংকোচন নীতিকে সমর্থন করি, এবং এই নীতির অনুসারনে আমার একটি প্রস্তাব আছে।

প্রথমে একটি মার্ভে টিম গঠন করা হোক তারা জনসাধারনের কাছ থেকে জেনে নিন কোন কোন সরকারী দপ্তরে কোন কোন কাজ করাতে গেলে ঠিক কত টাকা ঘুষ দিতে হয়। তারপর — সরকারী খরচে কিছু টেবলটপ ছোটো স্ট্যান্ডে ঐ-মূল্য লিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে বিতরন করা হোক এবং সরকারী অমোঘবিজ্ঞাপমেন্ট করুক সরকার যেমন দিচ্ছেন দিন কিন্তু কর্মীরা যে বেতন পান কাজ করবার জন্য তার বদলে পারিশ্রমিক সরাসরি জনগনের কাছ থেকেই পেয়ে যাবেন। এই পদ্ধতিতে ঘুষ নামক বিশ্রী শব্দ টিকে নির্মূল করে ফেলা যাবে

(এরপর চারের পাতায়)

এবং ইন্দ্রজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার :

রামভক্তদের উৎপাতে সোনার ভারতবর্ষের অধ:গতি দেখে রাবনি ইন্দ্রজিৎ রনে। সোজাসুজি বললে প্রথম বাঙালী হিসাবে স্বরাষ্ট্র আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট দলের বিলেতফেরত স্টাইপস বর্তমানে চুলের থেকে পায়ের নখ অবধি জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী পাশাপাশি বড় বেমানান কিন্তু কি করা যাবে ভারতে বর্তমান সংসদীয় গনতন্ত্রে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের চেহারাটাই ভদ্রগোছের তাই - একটু খারাপ লাগবে যদি সুবিধাবাদী (ক্ষমতাবাদী + আমলাবাদী) বলা হয়।) ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত গুপ্তস্থান ছেড়ে সোজাসুজি রনে। এসেই শরনিক্ষেপ শুরু করেছেন - প্রাক্তন নরসীমা থেকে সায় বর্তমান দেবগৌড়া কেউ নিস্তার পাচ্ছেন না। আতাত্তর বছরের তরুন এক নতুন রাগী রাগী ইমেজ তৈরী করছেন।

ভারতরক্ষায় রামানুচরদের হাতে রাবনকে নেতৃত্বের কথা বল্লে তিনি লঙ্কার চেলা-চেলী-দাসদাসী ছেড়ে আসতে নারাজ. তাই সরাসরি ইন্দ্রজিৎ মুখ্য জায়গা পেয়ে গেলেন, বাংলা দৈনিকগুলো পেয়ে গেল নিত্য জায়গা ভরাবার জন্য নতুন এক স্থির কলাম, এর সাথে শনি বা রোববার বিশেষ কলাম তো রয়েইছে।

'কিন্তু'। হ্যা একটা 'কিন্তু' তো রয়েইছে। রাগী ইমেজে রাগী শ্রীক্ষ্ম সাজাতে ভারতীয় শ্যাম ওয়ালাদের বিন্দুমাত্র দেরী হয় না। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অস্ত্রহীন ইন্দ্রজিৎ কি করবেন - ঘরশত্রু বিভীষনরা কিন্তু লক্ষনদের সাথে এখন থেকে তৈরী - শক্তিশেল তৈরী রাখুন, তবে রক্ষা নেই, লক্ষন মূর্ছা যাবে, বিশল্যকরনী মজুদ আছে, অপরাধীর সাজা নেই, ছলে বলে কৌশলে ওরা মেঘনাদ নিধন করবেই।

আর কাগজওয়ালা; নবযুগের মাইকেল-রা, কলমে শান দিচ্ছেন মেঘনাদ বধকাব্য রচনার জন্য। মাত্রই খারাপ লাগছে অসংবিদিত অশীতিপর বাঙালী-বাঙালী কমিউনিস্ট এর জন্য।

কি করুন পরিনতি!!

তারপর???

আর্ন্তজাতিকতা বাদ: স্ট্যালিনাইজেশন গ্লাসনস্ত-এবং ইন্দ্রজিৎ ??

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

সম্পাদকীয়

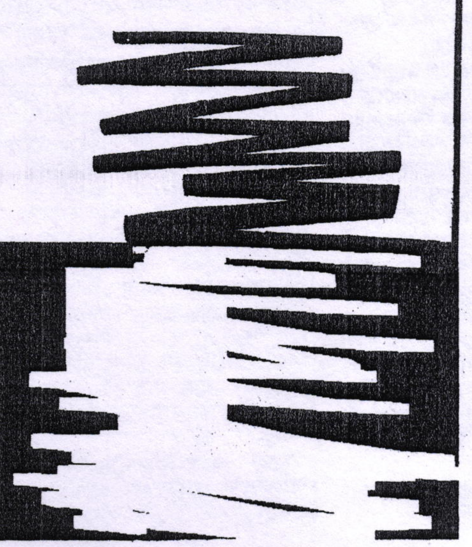
প্রাক্ আত্ম মুখবন্দিল!
কি করে বোঝাই যে, অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের ধারক মানে হল আমরা যে যেখানেও আছি, যেখানেও আছি এই কথাটাই বলা বারবার বলা, বিপত্তিপূর্ণ ভেবে বলা যাতে এই সরল সাদা সত্য কথাটা অভ্যাসগত ভাবেই সত্যতার স্বীকৃতি পায়। অন্ততঃ অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের বাহক মানে অনেক স্বরকে তুলে ধরা হলেও তার মাঝেই একটি চরিত্র নির্মাণ শুরুমাত্র কাশে বা অন্তরালে; এবং বিপরীতমুখী চরিত্রেরও একই রকম সন্ধান। পথ খোঁজবার পথ মানে হল আদর্শ— এক চলমান পরিবর্তনশীল আদর্শ-যা নিজস্বতা নির্ভর আবার একইসাথে বহুত্বের ধারাবাহিক-একের মাঝে বহুত্বের সন্ধানই বহুর এক হয়ে ওঠার চরিত্র নির্মাণের পথ। একটা বিশেষ লিটল ম্যাগাজিন মানে বহুস্বরের মধ্যে একটা স্বর একটা স্বকীয় চরিত্র নিয়ে। ঠিক বেঠিক এইসব ভাবনার ঊর্ধ্বে শুধু একটা স্বরকে তুলে ধরা দেশ ও কালের মধ্যে থেকে, আহরিত জীবনবোধ থেকে - একটা কাগজ তার কাগজে প্রতিবাদ নিয়ে সবচেয়ে বেশীটুকু যা করতে পারে সেটা এই-ই; এবং নিজস্ব স্বরকে তুলে ধরা এবং চারিত্রিক নিজস্বতা আছে এমন বিপরীত স্বরের অস্তিত্বের সন্ধান। বসে বসে বেদবাক্য ছাড়া যে কাজ নয় এটাই বোঝানো যায় না।

দৈনন্দিন তার স্বতঃস্ফূর্ততার অকৃত্রিম চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের সর্বাঙ্গীনিক সমকালীন জীবন-দর্শনের ধারক ও বাহক হিসাবে এবং জীবনীশক্তির তারুণ্য প্রতিবাদের, বদলে যেতলার আদিম বাসনা ও কামের প্রতিভূ হিসাবে সৃষ্টিশীল স্বাধীন জোরের মুখপত্র।

দৈনন্দিন একটি চরিত্র:
একটি চরিত্র যা জীবনের চরিত্র যাত্রারও হয়েছিল সৃষ্টি থেকে জীবের রূপান্তরের মুহূর্তে।
যতসব আধা খ্যাচড়া মোলবকবির নাম ব্যাহিত ছেড়ে ত্রৈমাসিক সংকলনগুলোর ধৃষ্টতা এই যে তবুও একই সব শব্দ ব্যবহার করে। এক অমষ্টিগত নির্বোধ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধ তাড়নার যতসব বেজন্মা ফসল-গুলো যারা আজ পর্যন্ত প্রতি কবিতার ন্যাজে ন্যাজে নিজেদের নাম ব্যবহারের লোভটুকু পর্যন্ত ছাড়তে পারেনি- তারা সেইসব শব্দ 'প্রতিবাদ' 'আন্দোলন' যখন ব্যবহার করে, সাময়িক হিংস্রতায় বা সৃষ্টিশীল স্বাধীন জোরের ফসল হিসাবেই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লেখা হল এবারের সম্পাদকীয়। আশা করি সহৃদয় পাঠক ভুল বুঝবেন না।

আবারও বলি

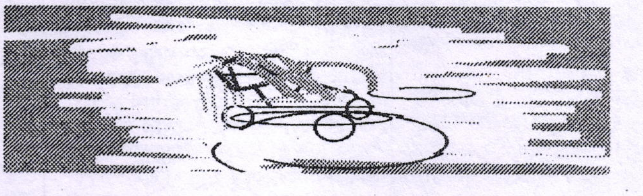
দৈনন্দিন তোমার অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক — তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন জোরের মুখপত্র।



এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে—

• নন্দিনী নাগ

বেশ বেড়াচ্ছিলাম রিকশা চেপে খগের মাঠে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা প্লেন, আর তার দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছে হাইরঙা সাফারি স্যুট পরা একটা লোক। আমাকে দেখে সে একটু ঝুঁকে বলল, "অমন উপরদিকে তাকিয়ে চললে অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে।" আমি হযবরল এর তকাইপানা মুখ করে বললাম "- রিকশা তো আর আমি চালাচ্ছি না - সে তো অমনিই চলছে - আমি আকাশই দেখি আর বাতাসই শুনি, তাতে কি বা আসে যায়?" সাফারি স্যুট, ডিজনির কার্টুন ফিল্মের ডোনাল্ডের মত খ্যাক খ্যাক করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলল - "ও জানো না বুঝি? তুমি তো দেখছি একদম 'ছোটা বাচ্চা' - বিলকুল নাদান। এই তো সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তক্তপোষের উপরে বসে বেশ জমিয়ে মুড়ি দিয়ে বরফ খাচ্ছিলাম, তারপর হলো কি-না, বরফ গলতে লাগলো, গলতেই লাগলো, শেষে আমার তক্তপোষের তলা দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো একটা বেশ বড়সড় নদী। আমি ভাবলুম বেড়ে মজা তো, এবার আমি মাছভাজা দিয়ে বরফ খাব, মুড়ি আর ভালো লাগে না। জলের যা কিছু বাক্কা-টাক্কা তা ওই ব্যাটা তক্তপোষই খাবে, আমার কি? তারপর হল কি জানো?" আমার ততক্ষণে খাবার দাবারের কথায় জিভে জল চলে এসেছিল তাই জলভরা তালশাঁস সন্দেশের মত মুখ করে বললাম "কই জানি না তো কিছু, আমার সই বেতাবে তো কিছু লেখেনি-" লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, তুমি তো মস্ত আহাম্মক। তোমার সাথে কথা বলাই ঝকমারি দেখছি! ঠিক আছে শোন। তারপর - জিভের মধ্যে ক্যাডবেরী চকোলেট যেমন গলে যায় তেমন করে তক্তপোষের পায়াগুলো জলের মধ্যে গুলে গেল। আর আমি ঝপ্ করে নদীতে গিয়ে পড়লাম - আমার মাছভাজা আর খাওয়া হল না।" বলেই লোকটা খ্যাচ খ্যাচ করে কাঁদতে লাগল। আমার মনটা খুব নরম তো তাই লোকটার কান্নায় খুব দুঃখ হল। তাই তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বললাম, "ও মশাই আপনার ব্যথা আমি সব বুঝেছি। রিক্সা না চালালেও, আমার এখন রিক্সার কথাই ভাবা উচিৎ, ওর সুখ দুঃখের কথা চিন্তা করা উচিত, এককথায় ওর সঙ্গে একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ফেলা উচিৎ।" লোকটার মুখে একটা হাসির রেখা দেখা দিল। তাই দেখে সাহস পেয়ে আমি বলেই ফেললাম, "তবে আপনি কেন প্লেনের নিকটাত্মীয় না হয়ে দরজা ধরে ঝুলছেন?" সাফারি স্যুট বলল, "কাউকে বলো না হে, তুমি মহা বুদ্ধু তো তাই তোমাকে বলছি, এই প্লেনটা এখন ভারত মহাসাগরে আছড়ে পড়বে, আর আমি স্যুট করে বেরিয়ে পড়বো। একবার নদীতে ডুবে মারা গেছি, আরো একবার ডুবে মরতে কারো মন চায়?" প্লেনটা তো বোঁ করে উড়ে চলে গেল নজর পেরিয়ে আর ততক্ষণে আমার রিক্সা পথ ভুলে ডোবায় নেমে পড়েছে, পচা ডোবার জলে হাবুডুবু খেতে খেতে অনুশোচনা হল, কেন রিক্সার দিকে নজর দিই নি। তারপর যখন আমি মরে যাচ্ছিলাম, তখন আবছা ভাবে মনে পড়ল লোকটার মুখ আমার খুব চেনা। কাল T.V. তে কিংবা আজ খবরের কাগজেই বোধহয়........................



বহুতল বাড়ীকে অবহেলা করে রোদ্দুর। ল্যাম্প পোস্টের ঋজু ছায়ায় যন্ত্রনা আরো বাড়ে। গর্ভপাতের যন্ত্রনা। কেমন বাড়াবাড়ি রকমের প্রকাশ দেখ; কোথায় কোন কুকর্ম করেছিলো, তা থেকে তো মুক্তি পেলি, ন্যাকামি। বনানী চায় নি। কেননা ওই পরিনতিটা-ই ওর প্রাপ্তি। নিজের শরীরের প্রতি বিশ্বাস। ওর জন্য ত্যাগ করতে রাজী ছিল কিন্তু সমাজের কাছে সবই ত্যাজ্য। অনিচ্ছায় গর্ভধারন হলেও স্বইচ্ছায় গর্ভপাত করতে এতটুকু সহযোগিতা ছিল না নিজের সাথে নিজের। বিজ্ঞাপনে পিছলে যায় পা। সোজা স্বপ্নেগোষ্ঠে। রাস্তায় এক ভদ্রলোক(?) কে ঠিকানাটা জানতে চাইতেই "প্রথম বার বুঝি?! ডোভার লেনটা ক্রশ করেই বাঁদিকে।" আত্মপ্রবঞ্চনার আক্ষেপে ক্ষত-বিক্ষত বনানী নিষিদ্ধ আবেগে আচ্ছন্ন। এখন ওর শরীরে শুভ্র স্নান। দৃশ্যত পবিত্র। যা বহুতল বাড়ী পারে নি একটু করো মেঘ তাই করলো ছায়া আর ছায়া। ল্যাম্প পোস্টের ছায়া উধাও। বৃষ্টি আসবে। বনানী এতটুকু কাঁদে নি। অব্যক্ত আর্তনাদে মুঠো মুঠো শূন্যতা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল শুধু। মলয় বাইরে। নইলে মানুষের জন্ম মৃত্যু বিছানাতেই - এই চরম সত্যটা মৃত্যুর অনেক আগেই অনেক গভীরভাবে অনুভব করতে পারতো। সেদিন কি মলয়কে কোনোভাবেই বোঝান যেত না, বলা যেত না সংক্রামক সহবাস থেকে ফিরে যাও-ফিরে যাও। একটা ডাক্তারি হাত। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে যোনিদ্বার ভেদ করে জরায়ু - তারপর টেনে হিঁচড়ে শিশুভ্রূনকে সাতমাস আগেই পৃথিবীর আলো। নিথর রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা বনানীর সামনে দুলছে। "আর কখনও এসব করবেন।" এই সব ডাক্তাররাই পরিবার পরিকল্পনার কথা মিডিয়াতে প্রচার করেন। গর্ভপাত- সহজতম উপায়। ঠিক যেন চল্লিশ মিনিটে দেশকে মুক্তি দিন ও সমাজের কাছে আপনি মুক্তি পান। হাত পা বাঁধা না থাকলে এক লাথিতে ডাক্তারের যৌনাঙ্গ অবশ করে দিতে পারতো বনানী। বাধ্য হয়ে চোখ বন্ধ করে। যন্ত্রনা আস্তে আস্তে উঠে আসে বুকের কাছাকাছি।

• অমিত ঘোষাল

সীমাবদ্ধ ব্যাণ্ডিটকুইন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ

একমাস আগে কলেজের পিরিয়ড অফ্ দিয়ে কফিহাউসে আসার সময় মামনের মোড়ে 'ইংলিশ' ডিপার্টমেন্ট-এর শুদ্ধসত্ত্ব, কুশল আর সত্যকামের সাথে দেখা। আমাদের দেখেই ওরা কলকলিয়ে উঠেছিল "এই তোরা সিনেমায় যাবি"? আমি রাজী ছিলাম, তাই বলেছিলাম 'যাব; কী বই ?' সত্যকাম চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিল "ব্যাণ্ডিট কুইন" উত্তরে আমি কিছু বলার আগে বেহায়া অঞ্জনাটা পট্ করে বলেছিল–'ছেলেদের সাথে ব্যাণ্ডিট কুইন ? অসম্ভব" আমরা চারজন মেয়েই কেন অসম্ভব তো জানতাম, কারন বেলা ১২ টার শো-এ লোকগুলোর চোখ প্রায়ই স্লিং হয়ে আমাদের চেটে যায়।

জানতাম সত্যকামরা ওরকম নয়, তবু পুরুষে বিশ্বাস নেই।

এ ঘটনার দুদিন পর আমরা সিনেমাটা দেখেছিলাম। একটু দেরী করে ঢোকাতে অন্ধকার হল। প্যাসেজের ধারেই সিট; ডানদিক থেকে প্রথমেই আমরা চারজন। প্রথমে আমি সবার শেষে অঙ্গনা; ওর পর একটা মাঝ বয়েসী লোক। তারপর অন্ধকার...অন্ধকার।

আমরা ছবিটা পুরোই দেখেছি —

"বালিকা ফুলনের সাথে দানবিক সহবাস দৃশ্য" - আমার চোয়াল শক্ত

"যুবতী ফুলনকে বাবুরামের ধর্ষনদৃশ্য" আমাদের সুন্দরী মিত্রার ফিক্ করে একটা অসভ্য হাসি।

'বেহমাই এর গনধর্ষন দৃশ্য' - মাঝবয়েসী লোকটার জুল জুল করে অঙ্গনাকে দেখা "কুয়োতলায় সেই চরম লাঞ্ছনা দৃশ্য" আমরা চারজনে পায়ের দিকে তাকিয়ে কারন সামনের রো এর কয়েকজনে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দেখছে কারন পর্দার থেকেয়ে কাছাকাছি তখন কানচেরা শিস্।

সিনেমা দেখে সামনের রেস্তুরেন্টে ঢুকেছিলাম, পাশের টেবিলে দুটো ছেলে কথা বলছিল।

১ম: পয়সা উসুল কি বল ? শুধু সেকটু অ্যাকশান আর ফুলনের মুখটা একটু কিউট হলে জমে যেত।

২য়: (আড়চোখে মিত্রাকে দেখে) ওভাবে নিস না "Actual Cinema" সবেই বলে তাছাড়া সীমার মধ্যে ট্যালেন্টটাও দেখ

১ম: ও: তুই বুঝি ও সিনে সীমার ট্যালেন্ট দেখছিলি? সতীপনার জায়গা পাও না; শালা.....?

এর কিছুক্ষন পর বেরিয়ে এসে আমরা যে যার বাড়ী রওনা হয়েছিলাম

বাড়ী ফিরে গা ধুয়ে ঘরে বসে ভেবেছিলাম সত্যি কি সাহস মেয়েটার। হয়তো পয়সা-র জন্য, হয়তো খ্যাতির জন্য, হয়তো বিতর্কের জন্য তবুও Crowd Scene, Out door Location বলে কথা, কিছু একটা স্পেশাল সীমার মধ্যে আছেই। Aftre all লজ্জাটা এদেশে এখনও একটা বড় factor. সেই লজ্জাকে এতটা অগ্রাহ্য করা সত্যি একটা ব্যাপার এটা ব্যক্তিগতভাবে আমি ভালোভাবে বুঝি কারন সন্তুর সামনে প্রথম যেদিন উলঙ্গ হলাম ডায়মণ্ড হারবারের এক হোটেলে। শায়ার দড়িটা খুলতে খুলতে ভাবছিলাম যদি এ অবস্থায় প্রথমেই ওর চোখে চোখ পড়ে তবে লজ্জায় মরে যাব ভাগ্যিস ও ওসময় আমার চোখ দেখছিল না (অবশ্য কলেজ স্কোয়ারে বসে ও প্রায়ই বলতো একমাত্র আমার চোখের ওপরই ওর লোভ)

আমি তাই জানি উলঙ্গ হতে চাওয়া আর উলঙ্গ হওয়া এক নয়, তাই আমি বুঝি সীমা কতটা সাহসী যারা ন্যাকার মত NFDC ধুয়ো তুলছেন তাদের বলি শিল্প স্বার্থে উলঙ্গ হতে NFDC উৎসাহ দিতে পারে, উলঙ্গ হবার সাহস নয়। অবশ্য শিল্পের প্রয়োজনে এই বাঁধাবুলির বিশালত্বের নিচে পুরুষাঙ্গের প্রয়োজনে ক্যামুফ্লেজ করা নান্দনিকদের উপলব্ধির দাম অন্যরা দিলেও দিতে পারেন, আমি শুধু বুঝি সীমার সাহসটাকে তাই সহজেই শ্রীদেবী মাধুরীর চেয়ে এগিয়ে দিই তাকে - হ্যাঁ শুধু সাহসের জন্য।

কিন্তু গতমাসে বম্বাই থেকে প্রকাশিত এক সিনেম্যাগের একখবর পড়ে চমকে গেলাম। রীতিমত 'কাবার্ডে কঙ্কাল' কাণ্ড ব্যাণ্ডিটকুইন ইউনিটে কিছু কুশলী ফাঁস করে দিয়েছেন এক চমক। ঐ বিখ্যাত নগ্নদৃশ্যের নায়িকা সীমা নন। ক্যামেরার কারসাজি ঐ দৃশ্যে যাকে নগ্ন সীমা করে দিয়েছিলো তার নাম রশ্মি। এক অখ্যাত মডেল। যার সংসারে সদস্য বলতে– মা, রুগ্ন ভাই, বোন এবং আদি অকৃত্রিম অভাব। অতএব দায়ে পড়ে অখ্যাত পর্নো ম্যাগাজিনে শরীর দেখিয়ে রোজগারের পথে নেমে পড়া। তাতে কুলোয় না বলে বলিউডে ঘোরা, এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে শেখরের মুখোমুখি। কাজ দিলেন শেখর নগ্ন দৃশ্য-এ সীমার ডামির কাজ এবং সে কাজ যে তিনি ভালোভাবে করেছেন তার প্রমান একটি প্রায় ডকুমেন্টারী শো এ জনগনের উত্তেজিত উপস্থিতি। রশ্মির সপ্রতিভতায় ইউনিটের সবাই অবাক, লালারাম চরিত্রাভিনেতা গোবিন্দরামও অবাক, বলেছেন "এরকম সাহসী মেয়ে আগে দেখিনি" তাছাড়া ঐ ঝমকে দেওয়া দৃশ্যের পর রশ্মির সাবলীল ব্যবহার চমকে দিয়েছে সমস্ত ইউনিটকে। তারপর ? এরপর রশ্মিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি - মিশে গেছেন ভীড়ে। এহেন ঝুলি নির্গত বিড়ালের কারনে সাংবাদিকরা ছুটে গেছেন Mr. Digjam এর কাছে। প্রশ্নের উত্তরে আন্তর্জাতিক হাসিতে মুখ আলো করে তিনি বলেছেন "এটা পুরোপুরি প্রফেশনাল সিক্রেসি" ব্যস Curtain.

কিন্তু আমি এ খবরটা মেনে নিতে পারছি না, পারি না, সীমাকে যে আমি দেবী ভেবেছিলাম। সেই সীমা যে, রশ্মির বিষন্ন প্রভায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন।' মিথ্যে প্রমানিত হচ্ছে তার "শিল্পের প্রয়োজনে সব ফেলে দেবার" শপথ। নাকে আসছে তাঁর দেওয়া ইন্টারভিউ গুলোতে জোচ্চুরির গন্ধ। হয়তো হতে পারে এসব স্রেফ 'সেন্টিমেন্টাল গল্প', কিন্তু যদি না হয় ? তবে তো আবার আমায় বদলাতে হবে মত। আবার স্বীকার করতে হবে 'মানুষ স্বত:স্ফূর্ত ভাবে উলঙ্গ হয় না' – আমি উলঙ্গ হই নিজের বিস্ফোরকে পাবক করতে, রশ্মি উলঙ্গ হয় ওষুধ কিনতে পেটের জ্বালায়। এখবর ঠিক হলে আমি ও আমরা কিন্তু আয়তাকার পর্দার নগ্নতা ছাড়িয়ে দেখতে পাবো আরো বড় দিগন্ত ব্যাপী নগ্নতা। তাই মুখ খুলুন সীমা, কিছু বলুন শেখর। কারন প্রমান করতে হবে আমি আমরা এবং শিল্প প্রতারিত নই। আর যদি তা না হয় তবে তো সেই অচলায়তন। রশ্মির এঁখোড় ওখোড় আলোয় যৌবর দেখতে পাওয়া " এক ভ্যা খিনখিনে ভারতবর্ষ" যেখানে ওষুধ নেই খাবার নেই স্বতস্ফূর্ত এবং অকৃত্রিম নগ্নতা নেই। আছে প্রতিশ্রুতি- আর ইউরিয়া স্ক্যাম, আছে প্রতিশ্রুতি আছে শাওলা স্ক্যাম. আছে প্রতিশ্রুতি আছে ....স্ক্যাম।

জানি, জানি এ ভারতবর্ষ দেখেও 'সংঅদে বাজপেয়ী নৌটঙ্কি'-র জাদুতে বুঁদ বোদা আমাদের বলতেই হবে 'মেরা ভারত মহান'

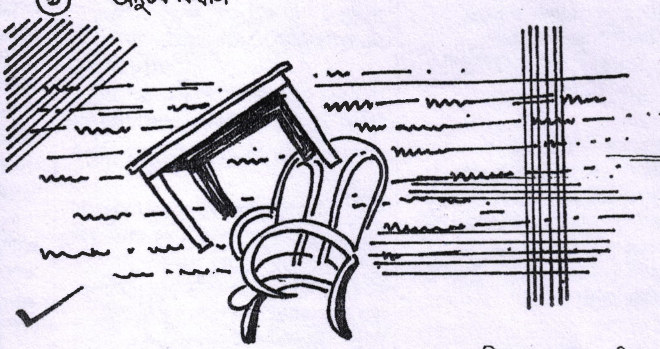
তো মিস্টার শেখর কাপুর, বুঝলেন কিছু? এটাও আমাদের ন্যাশনাল প্রফেশনাল সিক্রেসি।

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(৭) অনুপম বিশ্বাস



উলটে পড়ুক, লাফিয়ে চলুক, চিৎপাত হয়ে যাক, ডিগবাজী খাক; যা খুশী হোক যা খুশী হোক দেশটার, কিছু আসে যায় না।

কে বা কারা যেন এই চার দেওয়ালকে বলে দিয়েছিল আমার ঘর - এটা আমার টেবল ওটা চেয়ার, বুক শেলফ, আমি জানি শুধুমাত্র এই চারদেওয়ালের মধ্যে আছে বলেই প্রেসার কুকারটা আমার; সাড়াশিটা, পাপোষ আরও অনেককিছু। বুক-শেলফ-এ আছে বলেই বইগুলো সব আমার। বুক শেলফটা ঘরটা বা দেওয়াল টার নিজস্ব। কেউ বা কারা যেন বলে দিয়েছে এ সবই আমার। নিয়মিত আর নিয়ন্ত্রিত এই সব ব্যবহার্য জিনিসের মালিকানা আমি বদলে দিই মাঝে মাঝে কী ই বা হতো যদি এইসব টেবিল, চেয়ার, সাড়াশি, বই আর বুকশেলফ চার-দেওয়াল অন্য কারো হত - কোনো পরিবর্তন আসতো এদের ? বছরের এই একটা সময় গ্রীষ্ম শেষের পূর্ব মুহূর্তের অস্বস্তিতে বেড়ে ওঠে এই আত্মঅপরিচিতি, হাতটাকে চোখের সামনে এনে ধীরে উচ্চারন করি 'এটা আমার হাত' হাতটার সাথে আমার অপরিমেয় দূরত্ব আর কত অচেনা সেটা প্রায় বোঝবার মত একটা দুর্জ্ঞেয় স্তরের শূন্য নির্ভাবনা থেকে বাক্যে ফিরে আসি আমি।

যা খুশী হোক দেশটার আমার কিছু যায় আসে না – কেন শুধু এইগুলো এই সামগ্রীর বন্ধনের মাঝেই ভেবে চলবো আমি। কেন কেন ? আমি তো ভাবতেই পারি কোনো নরম ফোমের মত মাখনরঙা মেয়ের শরীরের কথা... নরম...নরম বাধা পেলাম চশমায় - আমি জিজ্ঞাসা করি "তুমি তিলোত্তমা ?" চশমাটা মাথার পাশে জানালায় রাখতে রাখতে....তার বাদামী চোখের মনির মাঝে চকোলেটরঙা একটা দানা, চারিধারে কাঁচের পাত্রে চাপা দেওয়া যেন বরফ দেওয়া ইলিশের ফুলকো গোল করে লাগানো আর দানাটার গা ঘেঁষে পুরোনো মরা খয়েরী শ্যাওলা -রঙের। তার বাইরে সাদা...সাদা... চকোলেটদানাটা ছোটোবড় হচ্ছে দ্রুত ছটফটে... বাইরেটা সাদা...সাদা....এটা চোখ ? 'চোখ' একটা মানুষের, আমার মত." আমার মত আমারও এইরকম।

"তুমি তিলোত্তমা ?" – শুধু একটা পর্দা নেমে আসে.. চোখের পাতা; পাখা..গোটা মুখ পুতুলের মত আমার আদর নিচ্ছে– "অ্যাই- এ্যাই যে মেয়ে শুনছো? তুমি তিলোত্তমা? "এ ক্যা লাফড়া, ক্যা বোলতে হো তুম তিলোত্তমা , তিলোত্তমা, ম্যায় রেশমী হুঁ রেশমী, তুম মর্দ হো ইয়া বেওকুফ, শোনে কা ওয়ক্ত দুসরী লেড়কী কা নাম লেতে হো। মেরা চশমা দো"

Sorry Sorry Darling I shouldn't I shouldn't

এটা আমার টেবল, এটা আমার চেয়ার; এটা আমার বুক শেলফ, বইগুলো সব আমার, তাই-ই শুধু সেজন্যই. এই যে বসে আছি চেয়ারে, টেবিলের ওপর পা তুলে, হাতে বই, পাতার মাঝে আমার আঙুল, এটা আমি। হ্যাঁ সেজন্যই এটা আমি।

আমি আমার লেখার খাতার পাতা ওল্টাই গতকালের লেখা এই অংশটা 'আসমুদ্র হিমাচল নিনাদিত বাক্যে ব্যক্তিসত্তা আরোপিত; বিসদৃশ এবং ক্লান্তিকর, চোখের মত কানের পাতা চাওয়া আবরনের কাছে, আবরনের আবরনে সমস্যা গুলি দুপুর বেলার ট্রামে মাঝে মাঝে চালকু প্রেমময়তায় উল্লেখযোগ্য ও চিন্তা-প্রবাহিনী হয়ে ওঠে' [{(আমি কোনো লেখা তৈরী করতে না চাওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে তাই হয়ে ওঠে, লিখতে শুরু করার সাথে সাথেই) সমস্যাটা কে বোধগম্য তারস্তরে নিয়ে আসলে শুধুমাত্র হাস্যকর বোকামী ভিন্ন তার আর কোনো নিজস্বতা থাকে না } 'Text', 'writing', 'Difference' 'Structuralism' 'Post structuralism' 'Semiotics' এসব কিছু নেই; সব অবাস্তব অলীক, ভীড় ট্রেন-কম্পার্ট-মেন্ট এ পাশে বসে থাকা লোকটার চরিত্রের বা নামের মত, 'Levis Struss', 'Ronald Barth' 'Sanssure' 'Fucault' 'Deridda' লোকটার উপস্থিতির সাথে আপতিক, গায়ে শ্বাস পড়ে, ঘাম লেগে যায় - বিরক্তি এবং স্বস্তি আমার অস্তিত্ব অনুভূতি তার absence এ। M.H. ABRAMS এর A Glossary of Literary Terms এ Post-Structuralism অংশে Horold Bloom এর উদ্ধৃতি আছে "The Sad truth is that poems don't have presence, unity, form, or meaning. Presence is a faith, unity is a mistake or even lie, form is a metaphor and meaning is an arbitrary and now repetitious metaphysics. What then does a poem possess or create ? Alas, a poem has nothing and creates nothing."]

(ক্রমশ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

কী করতে পারেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ

আইন প্রনেতাদের কাছে অনুরোধ
প্রত্যেক নার্সিংহোম ও হাসপাতালের গায়ে
বিধিবদ্ধ সতর্কীকরন জারী করুন
"ধর্ষন ও শ্লীলতাহানি হইতে সাবধান"

জানুয়ারী থেকে এপ্রিল ১৯৯৬
লক্ষ্ণৌতে ধর্ষনের সংখ্যা ৫৭৭
এর মধ্যে ৫৪৪টি ঘটনা রেজিস্টার্ড
বাকিরা ব্যাভিচারিনী?

রাত্রি সাড়ে দশটার সময়
কোনো ডাক্তারের তত্ত্বাবধান ছাড়াই
একজন কম্পাউন্ডার কোন যুক্তিতে
৪৫ মিনিট ধরে ভেতর থেকে বন্ধ O.T তে
পেশেন্ট এর ড্রেসিং (?) করে
তখন নারসিং হোম কি জনশূন্য ছিল,
নাকি সুজন শূন্য?

তবু তো আপনাকে নারসিংহোম
হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যেতেই হবে
তাই একটা কাজ করতে পারেন
(অবশ্যই নিজেদের সুরক্ষার জন্য)
Para-Medical-Staff দের
মাথাপিছু যৌনকর্মী নিয়োগের জন্য
একটা আলাদা (বাধ্যতামূলক) চার্জ
দিতে পারেন।

প্রেমসৌধে দূষণ

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ মানস হালদার ঃ

শাহজাহানের ২২ বছরের শোষনের ফল
তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন
অষ্টম আশ্চর্য ঃ তাজমহল
পরিবেশ দূষণের দায়ে ভারাক্রান্ত
তাজে দূষন? কী ভয়ানক কথা
বন্ধ করো কলকারখানা
বন্ধ হলো ২৫০ টিরও বেশী কলকারখানা
বেকার ২০-২৫ হাজার মানুষ
হয়েছে কী তাতে?
রক্ষা তো পেল ঐতিহ্য-স্থাপত্য
অষ্টম আশ্চর্য!
পরিবেশবিজ্ঞানীদের রেখাঙ্কিত মন্তব্য:
'৪০ কিমি দূরবর্তী গ্যাস কারখানাও
তাজের ক্ষতি করছে'।
শুরু হল গুটি গুটি তাও বন্ধ করার
পরিকল্পনা
'আত্মার কোনে কোনে জ্বলছে ধিকধিক
আগুন -
'ও মাঝে মাঝে জ্বলে, চিন্তার কিছু নেই'
দু ফোটা জল দিলেই আপনি নিভে যাবে
কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, আগ্রা অথরিটি
-র মন্তব্য: তাজের নিকটবর্তী এক বর্গ
কিমি জুড়ে সমস্ত বাড়ী দোকান ঘাট
ভেঙে দেওয়া হবে।
ফলাফল: তিনলক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন
ওরা হিন্দুও নয় মুসলিমও নয়
বেঁচে থাকার লড়াইএ কোনো ধর্ম-শিল্প
মাথায় থাকে না,
এরকম ঘটলে ওরা লড়বে
প্রয়োজনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে
ভেঙে দেবে তাজ,
জনৈক ব্যবসায়ীর মন্তব্য: 'হামারা
ঘর তোড়েঙ্গা তো হাম তাজ তোড় দেঙ্গে'
শুরু হবে না তো ধর্মের নাম দিয়ে
আর একটা দাঙ্গা?
জনৈক মুসলমানের বক্তব্য:
শাহজাহানের পয়সা ছিল খেয়াল
বসে বানিয়েছিলেন তাজমহল।
একজনের খেয়াল বড়, না তিনলক্ষ
দরিদ্র মানুষ?
এটা একটা মারাত্মক প্রশ্ন
এবং এতটাই বোকা বোকা যে
উত্তর দেওয়া চলে না।

এবং পিতৃত্ব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

রাত্রি এগারটা
আমার এখন একশ তিন।
আশাও করিনি, কিন্তু হতাশ হলাম।
আমার বাবা হাত রাখেনি মাথায়
একবারও না; কোনো দায় থেকেও না।
বাবার কাছে এগুলো তোতা আবেগ
অপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় এবং
অপ্রয়োজনীয়।
পি.ভি-র পুত্র একশ তেত্রিশ কোটির
কেলেঙ্কারীর পরও তস্য বাপ তস্য বাপ
এবং তস্য বাপ যারপরনাই ব্যস্ত ব্যাকুল
অনুকূল।
কথায় আছে "অতিভক্তি চোরের লক্ষন"
"শ্রীকৃষ্ণ ইমপেক্স" চৌর্যবৃত্তির প্রতীক মাত্র।
ঘুষ দিয়ে আস্থা ভোট কেনা।
তাও আবার মুদ্রাস্ফীতির রাজনীতিতে।
পি.ভি-র সাদা জামা কাপড় জুতো
তিনি কি এটা করতে পারেন.
তাই বিনিয়োগে বিনয়।
সুদে আসলে একশ তেত্রিশ কোটি
যদিও রাস্তায় উত্তেজিত কুত্তাদের জন্য
কিছুটা খরচ করতেই হবে
বারে বাপকা বেটা।
উত্তপ্ত রাতিতে আমার জ্বর নামে।
আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করি।
পি.ভি-র নিদ্রিত নিশ্চিন্ত ছবি কল্পনায়।
কল্পনার জগতে যদি পেচ্ছাপ করা যেত
কী মজাই না.........
আওয়াজ কোরো না, দুষ্টুমিও না
শয়তান নিদ্রা গিয়েছেন
গোলোযোগ সইতে পারেন না।

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ

বৃষ্টি তখনও আঘাত হানেনি
আকাশ তখন মেঘের ঘোমটা টেনে
ভেবেছিলাম মেঘলা, তাই সে আসেনি
পরে জানলাম সে কাটা পড়েছে ট্রেনে।

দুর্ঘটনা এবং

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ

খোল করতাল সমাইক আয়োজনে
ছিল, তীরচিহ্নটা ছিল
হাওড়ার বাউরিয়া ⋙ দক্ষিন চব্বিশপর-
-গনার বজবজ।
হাওয়া ছিল তার বিপরীতে।
সারেঙ ছিল 'বাংলা' জলে,
লাইসেন্স ছিল কিনা, জানি না।
তবে ৯০-৯০০ জন মহাপ্রভুর
করুনা প্রার্থী ছিল।
নদীতে জোয়ার ছিল
তারপর ভাটা ছিল।
সরকারী ট্রিলেন্সি (?) ছিল।
দেশী বিদেশী জলযান ছিল
অবশ্য তারও অনেক অনেক আগে
"জীবনপন" করা যুবকেরা ছিল।
সার্চলাইট (!) "অনেক ডুবুরি"... মন্ত্রী....
যুগ্ম কমিশনার এস.পি সব ছিল।
তখনও গঙ্গার চরে
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইনসেটে আটকে ছিল
ইনসেট ঘিরে হাজার হাজার মানুষ......
মানুষ ঘিরে অ্যাম্বুলেন্স
অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে রসক্ষিত মৃতদেহ
চারিদিকে চেয়ে চেয়ে
ছিল না শুধু
আমাকে লেখা কোনো একজনের লেখা
সেই চিঠিটা।

এবৎসর 'স্বাধীনতা'

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় - ঝুটা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়
আমি তখন সদ্য বিলেত ফেরত বাঙালী
বাংলাটা চিকমত রপ্ত নয় যেমন নয় বাংলা-
দেশটা, আজাদী বা দেশ এসব নিয়ে যে
খুব মাথা ঘামাই তা নয়, আমার বিলাতি
গুরু রজনীবাবুর কথায় বাংলা সারমর্ম
যা দাঁড়ায় তা হলো: স্বাধীনতার পর্বতসম
আন্দোলনের ফল একটি মূষিক প্রসব
সে যা'ই হোক তেত্রিশ কোটি লোকের
গর্ত থেকে একটা ইঁদুর বেড়িয়ে এসে
দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দিল।
আমাদের চায়ের পেয়ালায় তখন আন্ত-
জাতিকতাবাদ, চীন না রাশিয়া অনেক বেশী
স্বাদু (যদিও বিষয়গুলো সম্পর্কে ধূমায়-
-মান; চায়ের পেয়ালার আড়ালে সত্যি
বলে কিছুই বোধ্য নয়)
এরপর সে অনেক কথা- অনেকদিন-
বাড়ী গেল, বাবা-মা-স্ত্রী সব গেল, তবে এলও
অনেক - আমিই প্রায় বিশবছর ধরে
সেরাজদোল্লা- মীরজাফররা যদিও কুটকুট
করে আমার ক্ষমতার জাল কাটছে তবে
আমি সেরাজের মত অন্ধ বা নির্বোধ নই
আমি বিশ্বাস করি না কাউকে বা বিশ্বাস
ভাজনও হতে চাই না। এছাড়া ইংরাজদের
মত শক্তিশালী শত্রু কই আমার, কবে
ফোর্ট উইলিয়াম (পড়ুন রাইটার্স) দখল
করেছি. কেউ পেরেছে কেড়ে নিতে?
ক্লাইভের মত নেতাও নেই।
সুতরাং অপরাজিত ও অপরাজিতে।
বর্তমানে সংসদীয়, গনতান্ত্রিক এবং
জাতীয়তাবাদী সর্বোপরি 'আজাদী ঝুটা
নেহী হ্যায়' এমন একটা ভাব, বর্তমানে
আজাদীর ৫০ বছরের প্রাক্কালে সমস্ত
দেশের মাথায় ওঠবার প্রয়াস থেকে
নিজেকে দমিত করবার পর এ কী হল,
আবার পতন!
হ্যা সত ১৫ ই অগাস্ট জাতীয় পতাকা
থেকে পুষ্প পতনের বদলে পাতাকা পতন
-কান ঝনঝনিয়ে উঠলো
'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'
না, না, এরকম কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না
আমি তো জানি এবং মানি দেশ স্বাধীন
আমি জানি মীরজাফরদের শুতানলে
এ ঘটনা সূত্রপাত করবে, যও সব-
এবার দেখছি পতাকা কাপিকল সব
নিজেকেই দেখেশুনে নিতে হবে নয়তো
আবার স্লোগান উঠবে ' এ আজাদী
ঝুটা হ্যায়'—
সাংবাদিক: Mr Boss এর পিছনে কোনো
চক্রান্ত? বিদেশী শক্তির হাত?
আপনি কি দেশকে স্বাধীন বলে
মানেন না?
....
....
....
তদন্ত কি শুরু হয়েছে?
Disgusting, intolerable....

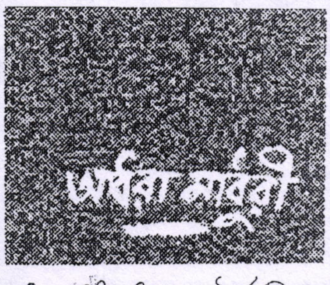
ব্যয় সংকোচন

প্রথম পাতার পর:

এবং কর্মচারীদের মধ্যেও কাজ
করবার একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা
দেখা দেবে। জনগনের লোকসান নেই
কারন ওটাকাটা তাকে এখনও দিতে
হয় বরং এই ব্যয়সংকোচনের ফলে
Tax এর হার ও মাথাপিছু রাষ্ট্রীয়
ঋনের পরিমান অদূর ভবিষ্যতে
কমতে পারে এই আশায় তারা
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন
চিকমত প্রচার চালাতে পারলেই।
(যাঁরা লেখাটিকে নেহাই ইয়ার্কি বা
ফাজলামি বলে ধরে নিলেন না সেইসব
সিরিয়াস পাঠকদের জন্য নীচে সার্ভে
টেবলটি দিয়ে দেওয়া হল নিজের
অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তা পূরন করে
পাঠালে পত্রিকার তরফে আমরা তা
সরকার বাহাদুরের কাছে পাঠাতে পারি)

আপনার নাম:
বয়স:

দপ্তরের নাম (Department)	কাজ (Job)	মূল্যমান (Rate) Rs.



অর্বরা মার্বুরীও ধরা পড়ে চৌর্যবৃত্তির দায়ে
অথবা কপিরাইট আইনে- "তার প্রভুর
কন্ঠ" অর্বরা মার্বুরী বিক্রি বন্ধ করে;
একই সাথে ধরা পড়ে যাওয়া দূরের
বলাকা এখন অন্তরীন। আপাতত
উঠে গেল আদালতের স্থগিতাদেশ।
এসব কথা নিয়ে চায়ে চুমুক একবার
আলগোছে বড়জোর চলতে পারে।
অথচ অর্বরা মার্বুরীর ইলিউশনে কেটে
যায় সারাজীবন আর কার্যতঃ ধরা পড়ে
থাকি সব জৈবনিক সামাজিক রীতি
ও নীতির বেড়াজালে, বুকের খাঁচায়
দূরের বলাকার হলোগ্রাম বন্দী করে
রাখি, আত্মজৈবনিক। এসব প্রকাশ
দুরুহ ও দুর্বোধ্য নিজের কাছেই অধিক
সময় আর সেজন্যই সওয়ালের আগেই
স্বকীয় আদালতে স্থগিতাদেশ জারী থাকে।
মোরা অর্বরা মার্বুরী ধরেছে দ্বন্দ্ব বন্ধনে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল
৩২এ, ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০০০৬

সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী, দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল,
নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্ত
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

দ্বিতীয় বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৬ • প্রচার সংখ্যা ১০০০ • মূল্য : দুই টাকা

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

কদিন আগে

স্টাফ রিপোর্টার :

কদিন আগে আমাকে এক মধ্যবিত্ত মার্কসিস্ট অশান্ত হয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বোঝাচ্ছিলেন, আর চোখের রোল-গোল্ডের চশমার ফাঁক দিয়ে বিজ্ঞ চোখদুটো, স্ট্রাইপ জামা আর জিনস্ এর ফাঁক দিয়ে শক্তপোক্ত চেহারাটা আর বিদেশী লোগো লাগানো জুতোর ফাঁক দিয়ে তার পায়ের তলার শক্ত জমিটা যা বলছিল তা যথেষ্ট বস্তুবাদী। তিনি ঐ D.M (তাঁর সংক্ষিপ্ত জবানীতে ডায়েলেক্টিক্যাল মেটেরিয়ালিজম্) তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে ভোটবিরোধী তা, তারপর বিপ্লব (সম্ভবত যে শব্দটার মানে তিনি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অবহিত ছিলেন না) বেশ বস্তুবাদী ছিল। আরে আস্তে আস্তে তাঁর দ্বন্দ্ববিহীন চেহারার ফাঁক দিয়ে অস্তিত্ব-বিহীন আত্মাটা একটা ভূতের মত গোলগোল চোখে ফুলফুল করে আমাকে দেখছিল। তারপর ধীরে ধীরে যখন সারবত্তাটা বুঝলুম, বল্লেম আমেরিকার খাতিরে বস্তুবাদের সাম্রাজ্যবাদ অংশটা বেশ ভাল, উনি তখন বিজ্ঞের মত হেসে বলেছিলেন "কনজিউমারিজম্ আর মেটিরিয়ালিজম্ কে এক করো না" কারন জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পেলাম - কনজিউমারিজম আমেরিকা-জার্মানী আর মেটিরিয়ালিজম রাশিয়া চিনের সম্পত্তি। উনি বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন বস্তুবাদের পেটেন্টটা জার্মানীর করায়ত্ত (মার্কস বা এঙ্গেলসের বাধ্য এই দুজনের সূত্রে), অবশেষে আমাকে বস্তুবাদ বিরোধী - বিপ্লববিরোধী আখ্যা দিলেন এবং আমার কাছে এই সত্যটা পরিষ্কার হল সাম্রাজ্যবাদ ও বাজারবিপ্লব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদী তত্ত্বের পরিপন্থী; হ্যাঁ তা তো বটেই, বর্তমানযুগে ঐ 'পচাগলা কঙ্কালসার' (এটা বেশীর ভাগ সাম্রাজ্যবাদী মার্কসিস্টের বক্তব্য) তত্ত্ব দিয়ে গ্লোবালাইজেশন অফ মার্কেন্টাইল ইকনমি আসতে পারে না। এবং সেকারণে আত্মসচেতন মার্কসবাদীরা (পড়ুন মার্কসবাদী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ) ঐ দ্বান্দ্বিকতা ও বস্তুবাদের ছোটবদল করে নিয়েছেন। 'রেডিমেড' এর বিজ্ঞাপনের মত আগে মার্কসবাদ বানানো পড়তো যা, এখন একেবারে রেডি, স্মার্ট... ... ...

(এরপর চারের পাতায়)



মাল্টি ন্যাশনাল এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব

অথঃ স্যাসে-সাম্য কথা

স্টাফ রিপোর্টার :

কোনো আধার হইতে যখন শক্তি বিকিরিত হয় তা অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না, শক্তি নির্গত হয় কোয়ান্টাম হিসাবে। কোয়ান্টাম হল ছোটো ছোটো প্যাকেটের মত।
মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি যখন তার প্রোজেক্টগুলি দিয়ে বাজার অধিকার করে বা তার অধিকার বিস্তার করে তার সেই শক্তির নির্গমনও কোয়ান্টামে আকারেই হয় কারন এটা শক্তি বিকিরনের বিজ্ঞানসম্মত সূত্র। প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য প্রোডাক্টগুলি ছোটো ছোটো প্যাকেটে ছড়িয়ে দেওয়াই হল আধুনিক বিজ্ঞানকে Marketing Process এর মধ্যে আত্তীকরন করে তার থেকে ফয়দা তোলার পন্থা।
উদাহরন হিসাবে ধরুন শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট, শেভিং ক্রীম, টুথপেস্ট এই একসারি রসায়ন জাতীয় পদার্থগুলি, যা সাধারন মধ্যবিত্ত মানুষ ব্রান্ড নির্ভরতায় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল, এর মার্কেট ওঠানামা কম বলেই এল দু-টাকা এক টাকার স্যাসে প্যাক, যাতে খুব সহজে আপনাকে অন্য ব্রান্ড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া যায় - আগে আপ কি মর্জি - হিসেব করে দেখুন গত দু বছরে আপনি নিজে যত ব্রান্ডের বা যতরকম শ্যাম্পু ব্যবহার করেছেন, গত কুড়ি বছরের তুলনায় কতগুন।
আর ভারতীয় জনসংখ্যার অধিকাংশই যে এই শ্যাম্পু, ডিটারজেন্ট, ও শেভিংক্রীম টুথপেস্ট এর দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন মনে করে না, বা ব্যবহার করবার মত অবস্থায় নেই, স্থানীয় কোনো উৎপাদন, সোডা বা পুরাতন প্রচলিত রিঠে, এলামাটি, নিমজল ছাই এসবেই তাঁদের চলে যায় এটাও জানা এদেরকে কিভাবে আনা হবে গ্রাহকের তালিকায়?
আসুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই ব্যবহারিক প্রয়োগ বা প্রক্রিয়া একটু সহজ করে বুঝতে চেষ্টা করি
ধরুন নামী এবং দামী কোম্পানীর 50gm শ্যাম্পুর শিশির দাম পড়ে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, যে পরিবারের দৈনিক রোজগার ৩০ টাকা, তাকে কি করে উপভোক্তার তালিকাভুক্ত করা যাবে? সেজন্য এল স্যাসে প্যাক 1.75 টাকায় - একটি পরিবারের সবাই ব্যবহার করতে পারেন একটি দিন - সপ্তাহে বা পরবের দিন বা মাসে একবার নামমাত্র খরচে দৈনন্দিন অজস্র বিজ্ঞাপনে অতিসুন্দর চুলের প্রতিশ্রুতি সহ - ব্যস। এক লাফে বানিজ্য বাড়লো প্রায় পাঁচ শতাংশ। - অধিকারের বিস্তৃতি।
ধরুন Old Spice এর Shaving Cream এর স্যাসে প্যাক - দাম এক টাকা - একই রকমভাবে প্রতিস্থাপিত করবে সাধারন সাবানের ব্যবহারকে - আর বিজ্ঞাপনও প্রলোভন তো আছেই, আগে যেখানে গ্রামের মুদি দোকানে দিনমজুরীর ওপর নির্ভর-শীলদের জন্য ২৫ গ্রাম সোডা বা বড় প্যাকেট কেটে বিক্রি হত কোনো কমদামী স্থানীয় ডিটারজেন্ট সেখানে এখন সমস্ত Product এক টাকা দু টাকার স্যাসে প্যাক হয়ে দ্রুত সবচেয়ে দরিদ্র ক্রেতার কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। আবারও বানিজ্যের বিস্তার শক্তির কোয়ান্টাম আকৃতির বিকিরন।
আমরা আরও আরও বেশী করে নির্ভরশীল হচ্ছি, এমনকি সংখ্যাগত দিক থেকেও, সর্বস্তরের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছি, বশীভূত

(এরপর চারের পাতায়)

সে এক রূপকথারই দেশ ....

অরূপ ঘোষাল : আমরা এখন খিদে পেলেই জল ভেজে খাই। কারন জলের অনুর মধ্যে যে হাইড্রোজেন কণা থাকে তারা এখন ভারত পাক সীমান্তে গেছে উভয় দেশের মধ্যে শান্তির বন্ধন তৈরী করতে। ফলে দুটো হাইড্রোজেন ও একটা অক্সিজেন মিলে মিশে নিভৃতে পাঁপড়ের মত চ্যাপ্টা আর কুড়কুড়া হয়ে গেছে।
বিশ্বাস হল না? আচ্ছা এবার যদি বলি আমি এক টাকা লিটার পেট্রল বেচি, (অবশ্যই কুম্ভহাটে) আপনি কি তাও বিশ্বাস করবেন না? কিন্তু আমি পদ্ধতিটা জানি - দুশগ্রাম তেজপাতা জলে ফুটিয়ে তাতে একটু গোবিন্দভোগ চাল (রেশনে আমনের সপ্তাহে দেওয়া হবে), একটু দেশী ঘি, একটু জাফরান আর একটু অনেককিছু.........
আমার গাড়ী ভোঁ - ভোঁ - ভোঁ ও-ও-ও-ও.... ছোটে। আর আপনার ?!! ভাবছেন ইয়ার্কি করছি। কিংবা ইয়ার্কির ছলে অবিশ্বাস্য আবিষ্কার সম্বন্ধে নাক গলাচ্ছি। না হয় তাই-ই মেনে নিলাম। আমি নাক গলাচ্ছি। কিন্তু ওদিকে ক্লিন্টন মিসাইল গলাচ্ছিল। এই দুই গলানোর মধ্যে কত পার্থক্য দেখুন - ক্লিন্টনের একটা মিসাইলও কিন্তু গলে যাচ্ছে না। আমার নাক কিন্তু গলতে গলতে ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবু আমি একহাতে গলা নাক মুছতে মুছতে জলভাজা খেয়ে চলেছি। আমার নাকও গলছে গলছে গলছে...... গল.. গল..... গঃ.... গঃ.........
আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
আমি যখন ভাবছি আমার নাক গলিয়ে দেশের কোনো উন্নতি করা যায় কিনা, লোকে তখন আমার কুষ্ঠ হয়েছে ভেবে দুয়ো দিচ্ছে — "দুয়ো-দুয়ো-ইল্লি"

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয়

এক অন্তহীন কন্টকের জিজ্ঞাসা আর প্রশ্নচিহ্ন সহ উত্তরমালা - নিঃসঙ্গ আত্মার এই কালাতিপাতি প্রক্রিয়ায়, অগ্রগমনের সকল সুত্রই নেহাৎই জোলো, কখনও কখনও

তবুও মানুষ লড়ে, লড়াইটাই ইতিহাস তার। মুক্তির এবনার চিন্তার এক আত্মগতি লড়াই - প্রতিমুহূর্তেই। কখনও সে লড়াই একক, কখনও মুখবন্ধ।

দ্বান্দ্বিকতায় দেরেকার যখন জীবন তখনও উত্তরনের পথ ভাবতে সে আবারও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় - এই আত্মগ্রহীন দ্বন্দ্বের মূল্যমান প্রতিফলিত হয় তার জীবনে - সমাজজীবনে - কারণ সে সমাজবদ্ধ জীব

এই আত্মগ্রহীন দ্বন্দ্বকে যতটা চিহ্নিত করা যায়, যত সুনির্দিষ্ট করা যায় লড়াই তত হয়ে ওঠে এক উত্তরনের পথ।

দৈনন্দিন তার স্বতঃস্ফূর্ততার অকৃত্রিম চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের সর্বাধুনিক সমকালীন জীবন-দর্শনের ধারক ও বাহক হিসাবে এবং জীবনীশক্তির তাড়নায় প্রতিবাদের বদলে ফেলার আদিম বাসনা ও কামের প্রতিভূ হিসাবে সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র।

তোমার সক্রিয়তা ত্বরান্বিত করবে সমগ্রের গতি - প্রকাশ কর নিজেকে দৈনন্দিনে বরণ করতে চায় তোমায় -

---

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

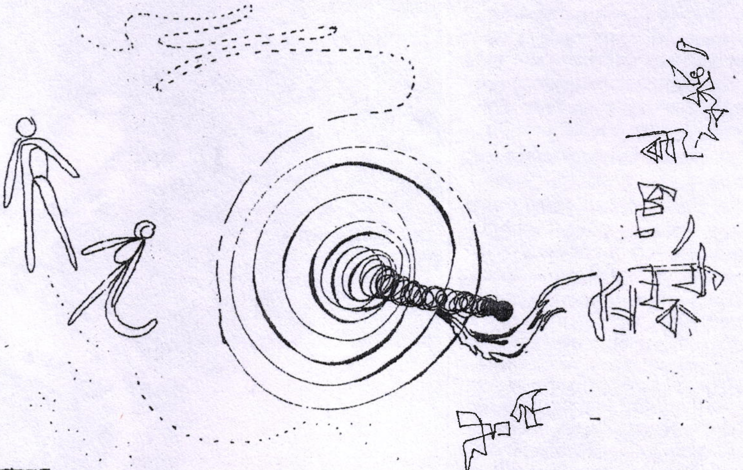
এক॥

এখানে সময় বৈর্যের মত স্থির। বিমূর্ত একটি ধারনা থেকে জটিল অক্ষরবৃত্তে নিরুপায় জীবনের হাতছানি। হঠাৎ করে নিজেকে চিনে ফেলবার নির্বোধ আতলামিতে কবিতাও ক্লান্ত হয়। ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ কবিতায় রাতভোর হস্তমৈথুনে অনর্গল আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি। নির্বিকার আত্মহননেও বিরামহীন প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা নেপথ্যে হেসেছেন মহারাজ, নিলামে উঠেছে রক্তেভেজা স্বপ্নের জলছবি।

দুই॥

এখনই যার যা বলার আছে বলে ফেল। পাওনা দেনা মিটিয়ে নাও। চুপচাপ কেটে পড়। অহেতুক চোখের জলে পৃথিবীর বোঝা বাড়িও না আর। তোমার লোভ লজ্জা ভয় ঘৃনা তোমার মিথ্যে আবেগ অস্থিত ক্রোধ আর খিদে আর হতাশা অথবা রক্তে আগুন মাখামাখি - গলিত কংক্রীটে। যখন তখন ফুঁসে উঠতে পার। দেওয়ালে তো পিঠ ঠেকে গেছে - একেবারে হারিয়ে যেতেও পার কারন সংগ্রাম শুধু দেওয়ালেই লেখা থাকে।

— সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত



তাহলে
আতাশ না আঁচাশ।
গর্বে ভরে ওঠা বুক উদ্ধত
অসংযত ওড়না আর স্মরা মুখে হাসি ছড়িয়ে
কিরকম জয়ে বিজয়িনী তুমি?
আতাশ নাকি আঁচাশ?

ভালোবাসা মন জুড়ে বসা অনেকটাই।
ভালোবাসা দূরে চলে যাওয়া হঠাৎই।
ভালোবাসা পেছন ফিরে দেখা চোখ ভরা জল।
ভালোবাসা শুধু দ্বিধা নিয়ে প্রশ্ন করা
ফিরছ কবে?
আতাশ নাকি আঁচাশ?

— অনুপম মুখার্জী

একই রকম জন্ম,
একই রকম বেড়ে ওঠা,
একই রকম দুঃখ,
একই রকম কান্না,
একই রকম গান,
একই রকম আয়োজন,
একই রকম ঘুরে চলা,
একই রকম রেকর্ড,
বিভিন্ন রকম লেবেল।

— শুভদীপ মণ্ডল



এবং ন্যাংটো সরস্বতী

মকবুল ফিদা হুসেন সরস্বতীকে নিয়ে যা-ই করে থাকুন না কেন বা তার ফলে যাই ঘটুক না কেন আখেরে তারই লাভ। তবে থ্যাড়াআর্কা ন্যাংটো সরস্বতী না এঁকে তিনি যদি একটি খ্যাঁচামুখো উদোম-হিজড়ের ছবি এঁকে তলায় 'আল্লাহ' লিখে দিতেন, তবে পাবলিসিটি পেতেন অনেক বেশী - কারন সেক্ষেত্রে অবধারিত তাঁর মাথার মূল্য দাঁড়াতো কয়েকলক্ষ ডলার এবং কেতাবের ইসলামী ফতোয়া বেয়ে অজস্র মৌলবাদী হত্যাকারী ঘুরঘুর করে উঠতো সারা পৃথিবীতে — আর সে তুলনায় বজরং দল নেহাতই আণ্ডালিক এক পুচকে শিশু যে, যে কাগজে শৌর্য তাতেই হিন্দু করে যাদের বহ্বারম্ভে দিশি কাগজের ১৫ দিনের বেশী দুকলামের খোরাক হয় না।
সেই অদেখা অচেনা আল্লাহ যাঁর মূর্তি নেই। মুসলিম ধর্মে যাঁর মূর্তিগড়া বা ছবি আঁকা নিষিদ্ধ। সেই নিরাকার মহিমাময়ের ছবি কেন যে শিল্পী হুসেন তাঁর ক্যানভাসে ধরতে চেষ্টা করলেন না কোনোদিন, তা এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঢোকেনি। একজন সৎ শিল্পী হিসাবে সেই পরমশক্তির রূপবিন্যাস, অবশ্যই একটি অত্যাকার কাজ বা ছবি হয়ে উঠতো। সেটি হতেই পারতো বিমূর্তিত কিছু রঙের আঁচড়। অথচ তা না করে বিধর্মী মেয়েছেলের কাপড় ধরে টানাটানি কেন কে জানে। 'শিল্পীর ধর্ম শিল্পই শুধু' এসব দাঁতক্যালানে অ্যামেচার মার্কা কথাবার্তা নিশ্চয়ই মকবুল ফিদা হুসেন সম্পর্কে খাটে না এবং বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি যখন নিজধর্মের পরাধীনতাকে মেনে চলেন - তখন তিনি অবশ্যই মুসলমান - এবং সেভাবেই তিনি বিবেচিত হয়েছেন বজরং দলের কাছে। অতএব বিষয়টি ঠিকই আছে এমনটাই হওয়া উচিৎ।
হুসেনের ক্ষমা চাওয়াকে ধন্যবাদ। কোনোরকম "শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ" এর প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর।

(মশের ছবি বজরং দলের পোশাক)

— বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

অনুবাদ : অ্যাডলফ গ্লাসব্রেনার

এখন রাত্রী, গভীর অন্ধকার রাত্রী। আমি দেখি এক সুবিশাল দোলনা, পর্বতঘেরা তার মাঝে শায়িত এক সুন্দর প্রানবন্ত দেশ। এবং এক পর্বতে বসে থাকা এক উচ্চপদস্থ আমলা দোলনাটিকে মৃদু দোল দিচ্ছেন আর গাইছেন এক ঘুমপাড়ানি গান, যাতে ঘুমিয়ে পড়ে দেশটা। যখন একটা প্রথম তারা ওঠে আকাশে, তিনি উঠে গিয়ে সরিয়ে ফেলেন তাকে, যাতে শিশুদের চোখে আলোর ঝিলিক না খেলে। তিনি সব নক্ষত্ররাজিকে সরিয়ে দেন এক এক করে যতক্ষন না অন্ধকার আরও গাঢ় অন্ধকার নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে কবরস্থানের মত।

কিন্তু দূর থেকে মেঘেরা আসে, গোলাপী স্বপ্নমাখা মেঘ, স্বাধীনতার ভালোবাসার মিষ্টি সুরের অনুরনন নিয়ে- আর শিশুরা তা শুনে দেয়ালা করে। সুরের প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে ক্রমশ আরও সুমিষ্ট মোহময় উজ্জ্বল- শিশুদের জেগে ওঠা আর সেই গোলাপী স্বপ্নের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া পর্যন্ত।

তারপর রেগে ওঠে আমলাটি আর দোলনার মাঝে বন্দী করে ফ্যালে তাদের।
আর অনেক গাঢ় ধূসর ভয়ঙ্কর মুখের লম্বা কালো পোষাক পরা লোক ডেকে আনে
আর সেই গাঢ় ধূসর লোকগুলো গোলাপী স্বপ্নের মেঘেদের তাড়িয়ে দেয়
আর শিশুদের আদেশ করে তাদের প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে আর ঘুমিয়ে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তে আর প্রার্থনা করতে।

আর বাচ্চারা সেই অন্ধকার মূর্তিদের ভয়ে চোখ বন্ধ করে।
তখন সেই ছায়ামূর্তিগুলো তাদের ফাঁপা ভুতুড়ে আওয়াজে গাইতে থাকে

আমরা ঘৃনা করি সমস্ত মননশীলতা
এবং সমস্ত মানবিক চিন্তনের অধিকার
আমরা ঘৃনা করি আলো
ঘুমোও এবং প্রার্থনা কর ওহে পার্থিব শিশু
প্রার্থনা কর তোমার প্রভুর রাজাসন আসুক
তাদের পিষে দিতে; যারা শিকল ছিঁড়তে চায়।

আমাদের ধারনার উত্তম ঈশ্বর
কিন্তু ঐ সব ন্যাকা অত্যাচার অবমানের গল্প ছাড়া
একমাত্র রাজজনেরই শুধু চিন্তনের অধিকার
শুধুমাত্র তাই-ই হল স্বাধীন
সেজন্যেই রাজার মাথা উঁচু

অদৃশ্য চুড়ারও ওপারে
তার প্রতি অমর প্রতিহিংসায় তিনি অপেক্ষারত
যে এখানে সুখী আর স্বাধীন
আশীর্ব্বাদ ধন্য তারাই; যারা চিন্তা করে না
বা রচনা করেনা কিছু
তারাই যারা নির্বিকার সমর্পিত প্রার্থনা করে শুধু আমাদের মত
আর মহিমান্বিত করে যন্ত্রনা সহ্য করাকে।

শিশুরা ভয় পায় ঐসব ভুতুড়ে লোকেদের, আরও চেপে বন্ধ করে চোখের পাতা
আবার ঘুমিয়ে পড়ে- আবার স্বপ্ন দেখে- মিষ্টি উজ্জ্বল সুরেলা স্বপ্ন।
যখন লোকেরা দেখে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন দাঁত বার করে হাসে তারপর মিলিয়ে যায়- উচ্চপদস্থ আমলাটি আবার দোলনায় দোল দিতে থাকেন আর গাইতে থাকেন সেই ঘুমপাড়ানি গান।

* অ্যাডলফ গ্লাসব্রেনার (১৮১০-১৮৭৬) কে যুবক বয়সে এক সময় তাঁর বিদ্রোহী চিন্তাভাবনার জন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে প্রচুর বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়- তাঁর পরবর্তীকালের লেখায় তিনি বার্লিনের মজাদার লোকসঙ্গের জনক হিসাবে আবির্ভূত হন। অনূদিত অংশটিতে তাঁর সময়ের প্রচলিত ধ্যেবধারা কে এক অসাধারন ধর্মে প্রকাশের নমুনা যা Mock-visionary Parable নামে খ্যাত। যদিও অর্ন্তঃ- নিহিত বক্তব্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট : চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল যৌথশক্তির অবদমন।

উপেক্ষাও যখন প্রতিবাদ

আমার প্রতিবাদের ভাষা,
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুন জ্বলে দারুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি বাড়ানো হলে কেমনভাবে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা যাবে তার ছক কষা হচ্ছিল। কানে এল "আতাগাছে তোতাপাখী ডালিম গাছে মৌ- এত ডাকি তবু কেন" - চোখ না তুলেই বুঝলাম আমাদের ডেলিপ্যাসেঞ্জ জীবনের রঙ্গমঞ্চে কথার আবির্ভাব ঘটল শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর সেকশানে যাতায়াতে অভ্যস্তরা অনায়াসেই এই ক্যানভাসারটি কে চিনবেন। গান থামিয়ে সৌজন্যবশে জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার মেয়ে কেমন আছে? রানাঘাট হাসপাতালে ভর্তি ছিল না? "কাল রাত সাড়ে এগারটা কুড়িতে মারা গেছে। - ছবিতে রামায়ন পাবেন, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, জুরাসিক পার্ক- বইগুলো পাচ্ছেন দশটাকায়" ওর মুখে তখনও টানা ক্যানভাসার-এর হাসি, আবার চোখাচোখি হতে আমাদের অপ্রস্তুতে ফেলবার লজ্জাতেই কিনা কে জানে, বলল "হাসপাতালের চিকিৎসা কি আর আমাদের জন্য? — ডাক্তারেরা কেবল ওষুধ লিখে দেয়, ওষুধে-র নাম লেখা কাগজ খেলেই যদি রোগী বাঁচতো — রঙবেরঙের ছড়ার বইগুলো পাচ্ছেন মাত্র দশটাকায়, বাড়ীর বাচ্চাদের জন্য পাবেন ছবিতে রামায়ন জুরাসিক পার্ক ...... "

প্রতিবাদের ভাষা খুঁজতে এবং ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতে ওকে কলম ধরতে হয়নি অথবা বেসরাসে গলা মিলাতে হয়নি উপেক্ষা শুধু উপেক্ষাই ওর প্রতিবাদ যা আমাদের বিধ্বস্ত করে যায়।

— স্টাফ রিপোর্টার

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১০) অনুভব বিশ্বাস

আসমুদ্র হিমাচল নিনাদিত বাক্যে ব্যক্তিসত্তা আরোপিত;
বিস্ময় ও ক্লান্তিকর চোখের মত কাগজের পাতা চাওয়া সাধারনের কাছে
সাধারনের সাধারন সমস্যাগুলি দুপুরবেলার ট্রামে মাঝে মাঝে চলিষ্ণু প্রেমচর্য্যায় উল্লেখযোগ্য ও চিন্তাপ্রবাহিনী হয়ে ওঠে ....

কাজ চাই / রোজগার চাই / টাকা চাই (এইরকমই একটা কিছু বিজ্ঞাপনের কপির মত) আসলে অনুক্রমটি বিপরীত টাকা চাই ⇒ রোজগার চাই ⇒ কাজ চাই, যেমন অন্যকেউ থেকে আমি, আমি থেকে অন্যকেউ — মানুষজন থেকে লেখক, লেখক থেকে পাঠক, পাঠক থেকে মানুষজন — পার্থক্য পরিবর্তন পার্থক্য এবং মিলেমিশে একসময়ে একই একই একইরকম। যেমন আমার রোজগার চাই, আমার বন্ধুদের রোজগার চাই এমনকি আশ্চর্য্যের বিষয় আমার শত্রুদেরও রোজগার চাই অর্থাৎ 'আমাদের রোজগার চাই' 'আমাদের রোজগার চাই'
সেজন্যে পদ্যে মিল দেবার খাতিরেই পরবর্তী লাইনটায় শুধু এটাই লেখা যায় 'এসো না সবাই ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাই' এটাকে হ্যারল্ড ব্লুম উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, এভাবে

"আমাদের রোজগার চাই, আমাদের রোজগার চাই'
এসো না সবাই ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাই "

means, "We want wages, we want money
and come let's eat jointly."

.... Presence is a faith, unity is a mistake or even a lie, form is a metaphor and meaning is an arbitrary and now repetitious metaphysics so a poem has nothing and creates nothing."

সে যাই হোক এই কবিতার কাগজে যেখানে এই ধারাবাহিক ছাপা হয় সেখানে খবরের কাগজে 'কর্মখালি' ও 'কর্মপ্রার্থী' ছাপা হয়, আমার কাছে সেটা গ্রহনযোগ্য আর বর্জ্যপদার্থ এই ধারাবাহিক অতএব প্রয়োজনীয়তার হিসাবে দুটিই আমার কাছে সমমূল্যমানের অন্তত সেই অধিকাংশ সন্ধ্যাগুলোতে যখন আমরা; অর্থাৎ আমি আমার বন্ধু এবং শত্রুরা পরস্পর পরস্পরের কাছে রোজগারের সন্ধান চাই।

লেখার আগের অংশে
"এটা আমার টেবল, এটা আমার চেয়ার, এটা আমার বুক শেলফ বইগুলো সব আমার, তাই-ই শুধু সেজন্যেই, এই যে বসে আছি চেয়ারে, টেবিলের ওপর পা তুলে, হাতে বই, পাতার মাঝে আমার আঙুল, এটা আমি, হ্যাঁ সেজন্যেই এটা আমি "
এই ভাবনা বা আত্মঅপরিচিতি বোধ ও তার পুর্নগঠন ও তার স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ সম্মানকীয় ব্যাখ্যায় হয়ে ওঠে
"sense of 'THE THIRD ONTOLOGICAL DIMENSION OF THE BODY' — সার্ত্র বলেছেন "I exist my body : this is its first dimension of being. My body is utilized and known by the Other : this is its second dimension. But in so far *I am for others*, the Other is revealed to me as the subject from whom I am an object. Even there the question is of my fundamental relation with the Other. I exist therefore for myself as known by the Other—in particular in my very facticity. I exist for myself as a body known by the Other. This is the third ontological dimension of my body."

আত্মঅপরিচিতির বোধ নিজের মাঝেই তৈরী করে Otherness বা an Internal negetion' সার্ত্র 'The Other' বলতে যা বুঝিয়েছেন তারই প্রতিসম।
কিন্তু সম্পূর্ন নয় কারন বাক্য বা ভাবনার মূল চালিকাশক্তিটা এখানে 'আমার'— যদি ঠিকভাবে বলা যায় তবে This concept of ... " আমি নিজের লেখাটা আবার পড়ে নিতে চাই কারন এই উদ্ধৃতির একটিমাত্র বাক্যও যদি আমার স্মৃতিকে গেঁথে থাকে তবে তা অনায়াসে বাধা হতে পারে আমার ভাবনা আর তার প্রকাশের স্বতঃস্ফুর্ততায় - 'পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে' কবিতা লিখতে লিখতে 'Being and nothingness' পড়তে বসা হয়ে উঠবে না এবং যখন জানিই যে পরবর্তী অবকাশেই মূল্যহীন হয়ে উঠবে সমস্ত প্রাত্যহিক জীবনযাপনের বাঁধা কর্মসূচীতে ; সমস্ত পাণ্ডিত্যময় আমিত্ব বোধ : জনসংখ্যার প্রবলচাপে (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ) তখন লুপ্ত বিশ্রাম পরবর্তী পরিতৃপ্তি খুঁজবে অচেতন সমাজ ভাবনায় বা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজবার প্রচেষ্টায় এবং সেটাই হয়ে উঠতে পারে একমাত্র কাজ আমার এবং আমার আমির — আর তা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত ভাবনার বিমূর্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আমায়, কোনো পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যই সীমায়িত করতে পারবে না সেই অনুভূতির তীব্রতা। এখন আমি সত্যিই চেতনে অবচেতনে সমস্ত দিয়ে তিলোত্তমাকে খুঁজি। এই ধারাবাহিক লেখা প্রথমদিকে মনে হয়েছিল 'বোকা' অথচ আমি এখন এই ধারাবাহিকতার সামান্য অংশমাত্র — অথবা তিলোত্তমাকে খুঁজে চলাই এখন আমার সুখতম অসুস্থতা।

(ক্রমশ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

ওয়াহ্ গুরু

On a bigger than real screen a tall dark handsome came in a melancholy mood. And we heard a dramatic Monologic Whisper, as a self speech
"We Indians. Why do we have a need to impress all foreigners ? Why do we think fair skin is beautiful ? Why do we assume imported is better ? Why do we think local means cheap ? Why do we win all the awards for sportsmanship ? For being nice guys ? Why do we never get mentioned for having the killer instinct ? Why does it take us 16 years to get a medal at the Olympics ? Why do we lose one-dayers we could win ? Why is our batting so good on paper ? And so umpredictable in reality ? Why do we think anywhere 'abroad' is a better place ? Why do we feel so good when others say India has potential ? Why do we act as if having potential is an achievement ? Why are we easily contented ? Why do we blame our failures on fate ? Why are we down here in the third world, When we all know we could easily be up there ? Why don't we believe we could do it ? Why don't we believe in ourselves ?"
And after a fortnight he returned with a jolly playful mood, said aloud "I'd love to be an American. And enjoy the power my country holds. I'd love to be an Englishman, watching my language spreading through the world. I'd love to be a Frenchman, a native of the world's fashion capital. Art capital. Wine capital. I'd love to be Brazilian, whenever the world Cup is on. I'd love to be Italian, revelling in my country's inimitably styled sports cars. I'd love to be German. Thorough. Professional. Efficient. Punctual. I'd love to be Australian, fighting till the last ball. And winning. I'd love to be Japanese, proud of what my country has achieved in just a few decades. I'd love to be from Spain, where the world goes for a holiday. I'd love to say I'm from Switzerland, and that no one can beat us at banking. I'd love to be Caribbean, teaching the world to reggae and relax..... I'd love to be proud of my country. I'd love to make people envious just by saying I'm Indian. I'd love to make you believe it's possible. I'd love to make you believe in yourself." Then he just put out a logo from his hip pocket 'Believe in the Best' BPL OH-H-GURU.
The shooting spot was chosen and made by Amul, who crossed a long way from "for someone you love" to "Taste of India". No doubt it's a tough way because giving "Sukh dukh me CBI ke sath" is not so easy with "Heroine ka Nasa (Madhuri pe Fida)". But the way is reverse here, instead of from 'Someone' to 'All', it's from 'We' to 'I'.
The script writer's powerful hand and Big B's charisma made this play a Megahit, it might deserve the National Award for the best 'Patriotic Ad'. The silent director of this play Mr. Dunkel with a mild smile said at my ear "Multinationals are coming. A sentiment will play naturally..... And with this we played..... and so....... look".
Like all other cases following Bollywood tradition some low budget flop were made on this theme like RUPA's "India's best selling secret." With a man painted national flag on his back.
We hope there is plenty of ads for coming months displaying Nationalism in various ways and with those advertisements we may get back our backbone. "Agar koi hilne ki kosis ki".......then ' CUT ' and 'PACK-UP'.
Now come and say with us 'OH-A GURU OH-A'.

কদিন আগে

(প্রথম পাতার পর)

② কদিন আগে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বীরদর্পে ঘোষনা করলেন রাস্তার চারপাশে হকার, রাস্তার ঠেলা, রিক্সা এদের উচ্ছেদ করে দিতে হবে। কারনটা অবশ্যই মজবুত; প্রতিশ্রুত শিল্পরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে বিনিয়োগকারী-দের একটা আপত্তির কারন এই সম্প্রদায়। তাই আর্ন্তজাতিকতাবাদী সাম্যবাদীর এছাড়া কিছু করার নেই। প্রশ্ন একটা উঠবে, কারন ঐ সব মানুষগুলোর অধিকাংশই দলের সদস্য, বেশ শক্তপোক্ত ভোটার ও কর্মী। কিন্তু দেশ, রাজ্য, সরকার এসব তো দল-এর উর্দ্ধে, সুতরাং জাতীয় স্বার্থবোধ থেকে এই সব জীবিকার লোকেদের বর্জন করা হোক, খুড়ি উচ্ছেদ করা হোক। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় উচ্ছেদকারীদের জীবিকা পুর্নবাসন করবে কে? লগ্নিকারীরা আস-বেনই তারই বা নিশ্চয়তা কি? যাকগে, যাই হোক তা ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে করা হবে। অতএব ... ...

③ কদিন আগে মাহারায় মরুদ্যান খোঁজা-র মত টরেন্টোতে পঞ্চমদিনে ভারতের পাকিস্তানকে হারানোর স্বপ্ন যখন মরিচীকা অর্থাৎ ৭৬-৩ তখন পাশের আধঘুমো স্বপ্ন দেখা দশবছরের ছেলেটাকে বল্লাম, 'এই-তুই কোন দলের', ভেবেছিলাম ও বলবে পাকিস্তানের (বর্তমানে বস্তুবাদে সর্বদা বিজয়ীদলের সঙ্গ নিতে হয়) কিন্তু ও আমায় নিরাশ করে বল্লো : কংগ্রেসের, নৈরাশ্যে ছ্যাকছেঁকে তেলে বেগুন ফেলার মত মুখ করে বল্লাম 'কোন কংগ্রেস' ও বল্লো 'অর্দ্ধেক সোমেন, অর্দ্ধেক মমতা', তারপর বলে ওঠে 'বাবা বলে, যা শুনি তাতে মমতা ভালো তবে সোমেনের হাতে অনেক ক্ষমতা'। এবার ৭৭-৭। ছোড়াটা ঘুমিয়ে কাদা। নিউজ হেডলাইনস্ এ শুনলাম রাও পদত্যাগ করেছেন। মমতার বন্য-বাদ আর সোমেনের ভেবে দেখার অনুরোধ ছোড়াটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। ও বোধহয় জানে - মমতার ছেলেমানুষের মত যক্ষ চাই!- ভুয়ো ভোটার করার নির্বাচনী পদ্ধতি এবার প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনে প্রয়োগ করা হবে; কারন পদ চাই। সোমেনের যুক্তি-হীন উত্তর যক্ষ নেই; কারন তারও পদ চাই।

④ কদিন আগে যখন শুনলাম পুলিশের নাকি ঘুষ নেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে তখন খুব হেসে-ছিলাম। যেন ছাত্রের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হলো। ... ... তারপর যখন দুর্নীতির অভিযোগে ঘন্টাখানেক পুলিশ সাসপেন্ড হল তখন অবাক হলাম। ... ... এরপরেও যখন শুনলাম পুলিশকে নাগরিকদের সাথে নিয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে তখন কি করবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। অবশেষে জানলাম পুলিশকে শুধু সংস্কৃতিবান নাগরিকদের পরামর্শ নিতে বলা হচ্ছে এবং রুচিশীল জনগনের পাশে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। যদিও নির্দেশে আপামর শব্দটির উল্লেখ নেই। সেটাই চিন্তার সূত্র - 'থানায় পূজো বন্ধ, প্রয়োজনে বাড়ীতে পূজো করুন'; এহেন নির্দেশনামা পুলিশের পক্ষে বক্ষে পাথর বহনের সমান। অতএব খোদ লালবাজারে বিশ্বকর্মা পূজো হলো। "আমি অসীমের ঘরে বসে মাইকের আওয়াজ শুনলাম" - মাইক বাজানোর বিরুদ্ধে পুলিশকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে, কিন্তু পুলিশ নিজক্ষেত্রে পদস্খলন করতে পারেন। বিষয়টা যথেষ্ট ভাববার, দলে প্রচুর শত্রু আবার বাইরেও প্রচুর শত্রু মানে তাবৎ মন্ত্রকের কর্মীরাও। ভালিনী কায়দায় পুলিশ ব্যবহার : স্তালিনের মৃত্যু বা বন্দীদশা থেকে কি কিছু শিক্ষা নেওয়া যায় না। আসলে ওরা তো মায়াকোভস্কি পড়ে নি, দিন না পুলিশী কোর্সে মায়াকোভস্কিটা ঢুকিয়ে করে। জ্বালা যন্ত্রনার উৎসটা নিজে উপলব্ধিতে গনতন্ত্রে চালিত হবে। নচেৎ,

নিজ কর্মকাণ্ডের ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনীয় প্রতিফলে, হে যুবরাজ। কবির মত আপনাকেও আত্মহনন করতে হবে।

⑤ কদিন আগে ট্রেনে আমার বন্ধু চোখ-দুটো গোল্লা করে বল্লো, ও সেদিন স্বপ্ন দেখেছে এক মাকড়সা গিটার বাজাচ্ছে - সবার চোখ গুলো বিস্ফারিত - টুকরো আওয়াজ এলো 'গল্পের গরু গাছে ওঠে' আমার কেন জানিনা স্বপ্নের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের ভাবনা ভেসে এলো, আসলে মাকড়সার জালটার বুননে লম্ব আর সমান্তর দুটো সুতোর মধ্যে সই দিয়ে আসা-যাওয়াটা বা আটকে থাকাটা যখন অবলীলায় সর্বত্র যাচ্ছে তখন গীটারের ছটা তার তো ভীষন মামুলী। পোকাগুলো সব জালে আটকানোর মতো, সবগুলোকে আটকে রাখবে - তারপর
না: এরপর মাকড়সার সুড়সুড়িতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম জালের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও বস্তুবাদের ছিটেফোটাও নেই।

⑥
কদিন আগে.......
আমার বুকের মধ্যে সাপটা জেগে উঠেছিল
কারন আমার ব্যথা করছিল
কারন আমার বুকে মাথায় পিন ফুটছিল
কারন আমার ভিতর মোচড় মারছিল
কারন...... কারন কেন কারন ছিল না-তাই
আমার একটু স্টেরয়েড চাই
কোনো কারনে ছাড়া একটু ঘুম
কদিন আগে.. কতকিছু কোথায় চলে গেল
কোনো কারন ছিল না বলেই বোধহয়......

মাল্টি ন্যাশনাল এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব

অথঃ স্যাসে সাম্য কথা

(প্রথম পাতার পর)

হয়ে পড়ছি এক আপাত অদৃশ্য প্রচণ্ড শক্তির। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি তাদের অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে - কিছু বুঝতে পারছি না চোখ মেলেও প্রতিদিন। এবং সত্য এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাদের কিছু করার নেই প্রায় সূর্যের মতই হয়ে যাবে আমাদের কাছে, আমাদের আলো আমাদের প্রাণ - অত্যাজ্য ও অপরিবর্তনীয়।
আসুন আমরা একটু খুশী হই আপাত সাম্যের প্রকাশ দেখে - দৈনিক ৩০০০০ ৩০০০, ৩০০ এবং ৩০ টাকা রোজগারের সবার ঘরেই একই ডিটারজেন্ট একই শ্যাম্পু একই রকম নিত্য ভোগ্য পণ্যের (নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালগুলি ছাড়া) সাম্য - স্যাসে প্যাকের সাম্য।
আর ভয়ই বা কিসের International গাইতে গাইতে Nationality তে দাবিত হয়েছি জাতীয়তাবাদের জয়গানে।
এবার আবার উত্তরনের পথে - পরবর্তীধাপ Multinational.

কূল ভাসে না



স্টাফ রিপোর্টার ঃ

হেস্টিংস মেরিঘাটে ভদ্র মানুষের সমাগম। গঙ্গার বুকে বিস্ময় বয়ে যাবে চমক লাগিয়ে ব্যস্ততা নেই বাস্তব নেই। কল্পনায় জেটি ভেঙে পড়ে মানুষ ভেসে যায়। ভীড়ও বাড়ে। বয়স নেই। বোর্ডের পার্থক্য নেই। নিরাপত্তার আকাঙ্খা নেই। এ যেন বান দেখার জন্যে নয়, বানের সঙ্গে ভেসে যাবার স্বত:স্ফুর্ত ইচ্ছা। শনিবারের বারবেলা শুরু। শেষ লঞ্চ মেরিঘাট হয়ে মাকড়দহ যাত্রীরা জেটী অতিক্রম করতে করতে বিস্ময়ের আঁচায় আটকে যায়। ওদের গন্তব্য স্থান এটা নয়। এরপরও হয়তো - বাস-ট্রাম ট্রেন। কিন্তু গতানুগতিকতায় ছেদচিহ্ন টেনে ছন্দ পতনের স্বাদ নিতে ব্যাকুল বেসরকারী কর্মচারী। - আমাদের জীবনে কী আছে বলুন, সুখ নেই, শান্তি নেই, প্রেমিকার হাত-ছানি, ঘরের বউ-এর স্বার্থহীন আবেগ প্রকাশ, আরও আরও সব - সবই নেই। তাই তো বিশ্বসুন্দরীর হাসি, শতাব্দীর সূর্যগ্রহন, লিয়েণ্ডারের ব্রোঞ্জ, গঙ্গার বান এসব থেকে পুষিয়ে নিতে হয়, চাওয়া-পাওয়ার শূন্যস্থান গুলো। কথাগুলো কানপেতে শুনি আর চোখ প্রসারিত করি দূরের অভিমানে। হাওড়ার ব্রীজ বরাবর মানুষ মূর্তিগুলোর শরীর ছুঁয়ে নিজের কাছেই ফিরে আসি। আমিও ওদের মত। প্রকৃতিপ্রেমের আদর্শ চেঁচিয়ে ভীড় বাড়ান ছাড়া আর কীই বা করার আছে আমার। একসময় স্ফীত চিৎকারে গঙ্গার বুকে বানের আগমন জানা যায়। আমার চোখে দুই তীরে সরলরেখা। কম্পন নেই, কম্পিত হবার অবকাশ নেই। নিষ্পাপ চোখগুলো নিরাশায় চেয়ে থাকে স্রোত বরাবর। এক মুহূর্তও যদি পুলকে নেচে ওঠার সুযোগ আসে।
প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী গঙ্গায় জোয়ার আসে। আগামী দিনেও আসবে কিন্তু প্রত্যাশায় চড় পড়তে পড়তে একদিন এইসব মানুষগুলোও বদলে যাবে। সমস্ত উন্মাদনা ত্যাগ করে ওদের, আমাদের; আমাকেও গতানুগতিক হতেই হবে। সত্যি জীবনের এটাই সত্য। বালির চড়ে যেমন অভ্র চকচক করে, তেমন করেই এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'নিমতলায় গেলেই হতো, ওখানে আত্মঘাট জেটি ভেঙেছে কিনা সে খবর অবশ্য পাই নি।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল
৩২এ, ঘোষ লেন , কলিকাতা ৭০০০০৬

সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী, দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অনুহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

তৃতীয় বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ডিসেম্বর ১৯৯৬ • প্রচারসংখ্যা ১০০০ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

হকার উচ্ছেদ

স্টাফ রিপোর্টার :
সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে, সময়েরও. তার সাথে আমাদের এবং প্রত্যেক 'আমির'। আমি বুঝতে পারলাম-এগিয়ে চলেছি - রাস্তার ফুটপাথ ধরে - বেসরকারী চাকরীর সন্ধানে। উল্টো ফুটপাথে নজরে এলো ডিরোজীওর কবরস্থানের ফলকটা। বাঙালীর নবজাগরনের পুরোধার স্মৃতিস্তম্ভ দেখে আমার বড় স্মৃতি-চারন করতে ইচ্ছে করলো। অতীতে বড় কষ্টকর, কারন বড্ড খেটেখুটে সাজিয়ে নিতে হয় ইতিহাসটাকে। খাটনি কথাটা শুনলেই আমার ভিতরে কেমন ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু এরকম উত্তাপ বইতে থাকে।
ভবিষ্যত বেশ ভালো. স্বপ্নে দেখা যায়- ক্রমে পায়ি সংসহীনতায়, অন্তত বেসিকমেটাবলিক রেটটা বাড়াতে বাড়াতে। যাকগে অতীতে কাজ নেই, আমার এখন কেমন নিজেকে ডিরোজিও মনে হচ্ছে। চারপাশে তরুন যুবকেরা, আমি ইয়ং, তারপর নবজাগরন, চিক সিঁড়িভাঙ্গা অংকের মত, ইতিহাস নেই, ভূগোল নেই শুধু সিঁড়ি আর সংখ্যা, একটু যোগ-বিয়োগ মানে ইতিহাসটার এদিক-ওদিক, কি দারুন স্বপ্ন। এই মরেছে হোঁচট খেলাম, ফুটপাতটা বেকার ছেলের জীবনের মত এবড়োখেবড়ো। অনেক লোক, কিন্তু কি ব্যস্ত, নির্বাক, আমি বকে চলেছি। আসলে নিষ্কর্মা বলতে একটা পাগল - মাথায় উলের টুপী আরও কত কী, কেউ সময় জিজ্ঞাসা করছে না, ওদের সময় মুখস্থ, জিজ্ঞাসা করলে হাসে, না বোধহয় হাসবারও সময় নেই, আমার ঘড়িটা বন্ধ। আমরা কেমন যেন সেই বেআইনি প্রমোটার এর বাড়ীর মত, সরকারী নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয়েছে। মানে প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার- শিক্ষা, চাকরী, বাসস্থান প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে (একটা মানুষকে ভেঙে ফেলতে বোধহয় আর কিছু লাগে না)। সেইসব প্রমোটাররা অর্থাৎ আমাদের জনক জননী একটা অপার্থিব অপরাধবোধে ভুগছেন বা কেউ কেউ কেটে পড়েছেন। আমাদের মধ্যে যেসব মানুষেরা অর্থাৎ গুনেরা থাকতো যেমন মানবিকতা, সততা আদর্শ ইত্যাদি তারা গৃহহীন অর্থাৎ আমা-ছাড়া। এহেন অবস্থায় পঞ্চশর ভিন্ন আশু সংগ্রামে শক্ত নির্বনে আর কেনো অস্ত্র

(এরপর চারের পাতায়)

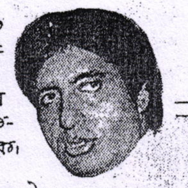
শীত স্পেশাল : শিল্পনৈতিকতার খিঁচুড়ি



স্টাফ রিপোর্টার : কিছুদিন আগে আমাদের এক পাঠকের মতামত ছিল দৈনন্দিনের কাজই হল ছিদ্রান্বেষণ এবং যেন তেন প্রকারেণ প্রতিবাদ -তা সে যা-ই হোক ভালো কিংবা মন্দ একটা ঝ্যাকড়া বার করতেই হবে. স্টাফরিপোর্টারদের এহেন মাথার দিব্যি দিয়ে যেন Appointment Letter ধরানো হয়েছিল" আর তাতে যে আমাদের অনেকেরই গাত্রদাহ সোপ্তারসাএয় পৌঁছেছিল তা অস্বীকার না করেই বলছি গত দু-একমাসের প্রতিবাদ পরম্পরায় আমরা পাজ্‌ল্‌ড্‌।
এম.এফ. হুসেন, অমিতাভ বচ্চন, মাইকেল জ্যাকসন, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা, দেবী-সরস্বতী, রমেশ থ্যাকারে, উমা ভারতী, উর্বো,বুবো এবং পিণ্ডি ও যাড় সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা বা ঘটনার বর্ণনার জগাখিচুড়িকে উপাদেয় আকারে পরিবেশন করার দায়িত্ব পাবার পর আমি লিখতে বসেছি। সুসাংবাদিকতার নিয়ম হল কোনো খিচুড়ি পরিবেশন করবার আগে তাকে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ বা পয়েন্ট আকারে দেখানো এবং সবশেষে আবার ঘেঁটেঘুটে খিচুড়ি পাকিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত মশলায় ম্যাসাএবং সময়জ্ঞানই একজন সৎ খিচুড়ি পরিবেশকের যোগ্যতার মাপকাঠি। তাই আমি এই প্রচলিত কিন্তু সামান্য কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেসিপিতেই কাজ সারবো মনস্থ করেছি। অতএব পাঠক ছিদ্রান্বেষন নয় আসুনআমরা মূলবিষয়গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে নিই।
১। এম. এফ. হুসেন ও ন্যাংটো সরস্বতী
২। মাইকেল জ্যাকসনের ভারতে পদার্পন
৩। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা
এছাড়া পরিমানমত পৃথিবীর সমস্ত জঘন্যতা আর নোংরামীর নুন অর্থাৎ মূল্যবোধ, মরিচ অর্থাৎ গালাগালি, শিল্প আলোচনায় বাজারের প্যাকেট মশলা।

আসুন প্রথম উপকরনটিকে আমরা আমাদের খিচুড়িতে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখি। প্রথমে হুসেনের গা থেকে শিল্পীর খোসা ছাড়িয়ে নিন। মনে করবার চেষ্টা করুন- সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুতে তাঁর বর্নাঢ্য শোকপ্রদর্শনে-র কথা। ভারতবর্ষের চারটি বড় শহরে মঞ্চের উপর দেওয়াল জোড়া ক্যানভাসে, শিল্পী হুসেন দৌড়ঝাঁপ করছিলেন রঙের বালতি আর ব্রুশকে ব্রুশকে তুলি নিয়ে। দর্শকাসনে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, T.V র লোকজন ও সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ - মানতেই হবে শোকপ্রকাশের হদ্দমুদ্দ একেবারে। এমনকি এই কলকাতাতেও আমাদের গর্ব সত্যজিৎ রায়ের মানসপুত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দর্শকাসনে উপবিষ্ট; মোহিত হয়ে ফিরে এলেন। তার দিনপনের পর শিল্পে বানিজ্যিকতার প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছবিগুলির ওপর সাদা রঙ বুলিয়ে মুছিয়ে দিলেন - যতদূরসম্ভব সত্যজিৎ রায়ের প্রতি হুসেনের শ্রদ্ধার খদ্দের জোটেনি বা স্মারক হিসাবে চায়নি কোনো সংস্থা তাই বোধহয় ঐ প্রতিবাদ। এহেন ঐতিহাসিক প্রতিবাদী চরিত্র আমা-দের এম. এফ. হুসেন। খোসা ছাড়া-বার পর নীচের দিকের সবুজ অংশ বেশ কিছুটা কেটে বাদ দিন, মার্বুরীমার্কা ছবিগুলো তাতে বাদ পড়ে যাবে। এবার ডুমো ডুমো করে কেটে বজরং দলের ধর্মীয় মৌলবাদী তেলে কড়া করে ভাজুন কারন তারা সরস্বতীকে বিকৃত (?!) ভাবে আঁকবার জন্য পুড়িয়ে দিয়েছে হুসেনের আঁকা বেশ কিছু ছবি। এরপরই ছড়ান বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদের রেডিমেড মশলা "শিল্পীর স্বাধীনতা" তারপর তেল ছাড়াই কড়াইতে একটু নেড়ে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখুন- উপকরনটিকে গরম রাখবার জন্য খাজুরাহোর মন্দির-গাত্রের ছবি খোদাই করা পাত্র দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। আর শিকেয় তুলুন শিল্পকি ? আর কে শিল্পী এই প্রশ্নকে-প্রয়োজন মত নামিয়ে আনা যাবে একে।





এবার আমি দ্বিতীয় উপকরন প্রসঙ্গে। গোটা পৃথিবীর অর্ধেক লোক যাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনে নেচে ওঠে; উন্মাদের মত হয়ে যায় যাঁর গলার স্বরে সেই মাইকেল জ্যাকসন বম্বেতে এসে প্রোগ্রাম করে গেলেন। কলকাতায় আসতে চাইলে নাকি আমাদের বামপন্থী শাসকগোষ্ঠী তাঁকে এ রাজ্যে ঢুকতেই দিতেন না। - বাহবা সংস্কৃতি - অথচ সেই প্রোগ্রাম এর লাইভ টেলিকাস্ট T.V. খোলা ছিল না এমন বাড়ীএই পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায় নি বোধহয় - যাই হোক তবু 'নাদান জনগন' একটু শাসনে বাঁধনে রাখা দরকার। আর বম্বেতে ? আমাদের একজন বিশেষ সংবাদ-দাতার জবানীতে - " এখনও পর্যন্ত তো জোরালো ভাষায় কোনো প্রতিবাদই জানাতে পারলাম না তাহলে আর আমার নাম হবে কি করে? ব্যস মশাই ও করে কি আর নাম কেনা যায়? তাহলে কি করবো? এই দেখুন না - বাল থাকরের যে একটা সহোদর ভাই আছে তা কটা লোকে জানত? মাইকেল জ্যাকসন এর সাথে ভাইটাও একটু নাচ দেখালে .... আসলে আত্মাহুতি ভেবে বসে। যদিও এটা প্রাচীন হিন্দু প্রথা তবে কিনা রমনীরা এটা করতেন। একটা কথা বলবো বাল থাকরের ভাই -টাকে দেখলেই দক্ষি-নেশ্বরের হনুমান গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। চুপ চুপ এসব



(এরপর চারের পাতায়)



সে এক রূপকথারই দেশ ....

খাজুরায় : তো হলো কি, তারপর অগস্ত্য তো আর ফেরেন না, মাথা নীচু করে বসে থাকতে থাকতে বেচারী বিন্ধ্যর ঘাড়ের স্পন্ডিলোসিস লাম্বার স্পন্ডিলোসিস-এ দাঁড়িয়ে গেল। অগস্ত্য আর ফেরেন না, সূর্য্যিবাবু রাজ্যচালান মহাসুখে তাঁর তেত্রিশ মহিষী আর সাত উপপত্নী নিয়ে। - একদিন ব্যাটা অগস্ত্যের চ্যালারা এক শয়তানের বাচ্চা প্রকাশিতব্য আত্মজীবনীর extract প্রকাশ করে এক বহুল প্রচলিত দৈনিকের রবিবারের পাতায়। বেচারী বৃদ্ধ বিন্ধ্য ছানিতে করেই ঢেকেছে চোখ দেখতেই পায় না কিছু নিজের পর্বতপ্রমান ব্যথা ছাড়া। কেউ জানতোই না কোনো কোনো শহরে এখন বুর্জোয়া এলিটেরা সকালবেলা খবর-কাগজ কিনে করে নিজেদের স্বার্থযুক্ত সংবাদ থাকে বলে, তাই কিছু উগ্রবামপন্থী অ্যাকটিভিস্ট সেদিন তাদের থেকে কাগজ দখল করে পুড়িয়ে দেয়- সে বেচারী পু অমিতাভ টাক ঢেকে রাখেন দারুন কেতায়, এঁপরে পড়ে যান- কিছু না বুঝে তিনি ব্যাটনটাকে পাক্কা হাউসফুল ম্যাজিশিয়ানের মত একবার লালফুল তোড়া একবার সবুজ ফুল তোড়া আর ঝপ্‌ করে নীল করে দিয়ে বাউ করে পর্দা টেনে দিতে বলেই ভ্যানিশ হয়ে যান। এদিকে বেচারী বিন্ধ্য "বেঁচে আছে না মইরে গ্যাছে বুঝাই যায় না'- মালভূমিতে ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা বাজাচ্ছে কারা অথচ সূর্য্যি ব্যাটা থেকে থেকেই ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসতে হাসতে মেঘের আঁচল নিয়ে ছেনালী মেরে মাধুরীর নকল করে দেখাচ্ছে - আর বউদের হিঃ-হিঃ-খ্যিঃ-খ্যিঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা হিঃ-হিঃ ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা খ্যাঃ-খ্যাঃ-হ্যা-হ্যা ড্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা খ্যিঃ-খ্যিঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ র‍্যা-র‍্যা-মিলেমিশে বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ার থেকে গোড়ার দিকে আইসক্রীমের ওপর থেকে ক্যারামেলের মত গড়িয়ে নামছে- একটুখানি তর্জনীর আগায় মাখিয়ে নিয়ে চুষ্‌ করে যেন আশ্লো বলি' হ্যান্দায় সে ছ্যালো গ্যাক্‌ ওঁপ্‌কথার দ্যাশ্‌। অগস্ত্য শালো গ্যালো তো গ্যালো আর আলো না। আর এহন শালো রিমাইণ্ডর প্যাঠায় - গ্যাক্‌রে বেন্ধ্য মাথা নুইয়াছেল মাথা নুইয়াই আছে'।

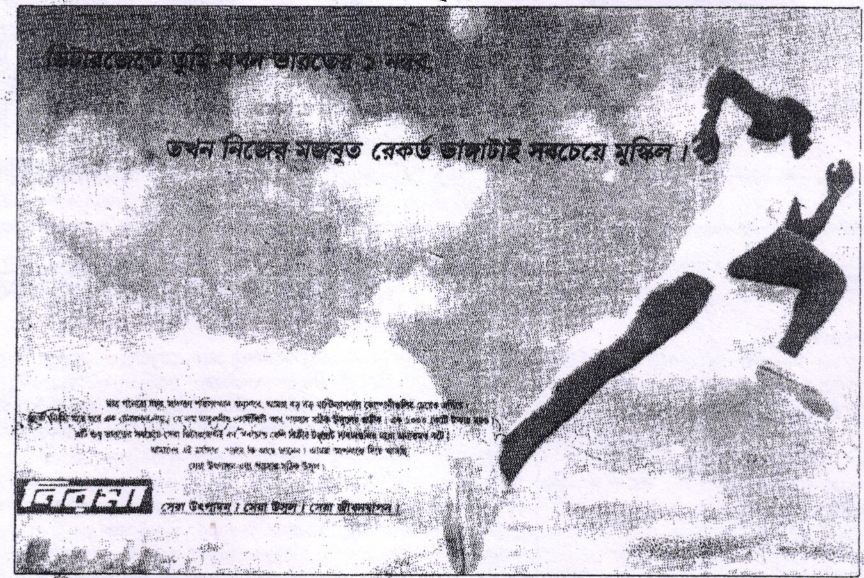
শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

সম্পাদকীয়

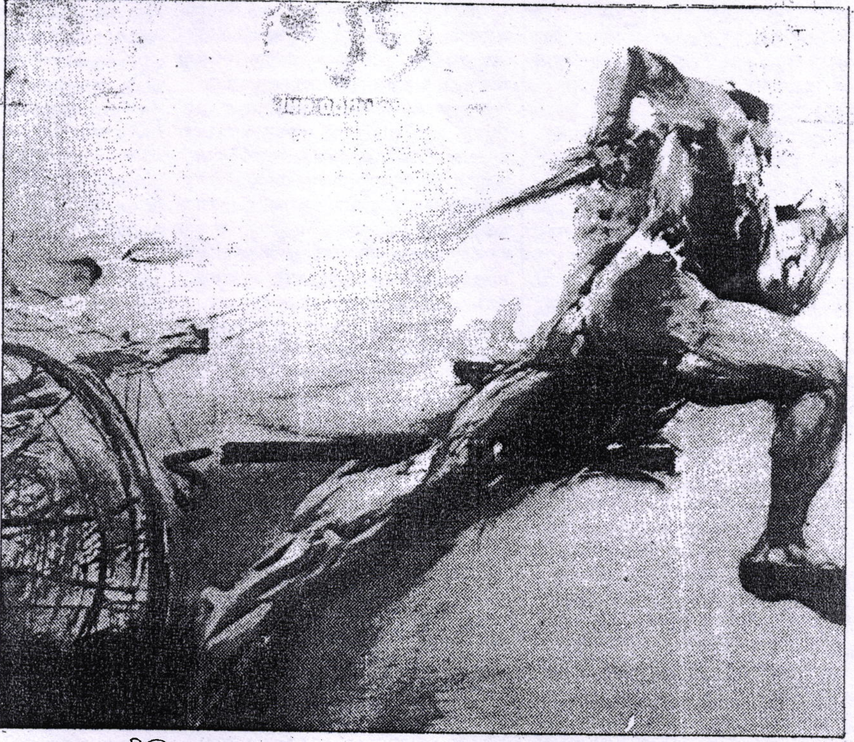
তৃতীয় বছরে পা দিল দৈনন্দিন
প্রথম বছরের শুরুর মতো এবছরের শুরুতেও ঘটনারা প্রায় একই রকম - বিশেষ কোনো হেরফের নেই, এখন ক্রিকেট সিজন তাই আপাতত আমি আপনি সকলেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ভারতের শোচনীয় হার সম্পর্কে জোরালো যুক্তিহীন বিশ্লেষণ ও বক্তব্য পেশ করে চলেছি অনিচ্ছা কাঁহারি আড্ডা - এমনকি বিজ্ঞাপনেতেও - ফিকে পড়ে গেছে পি. ভি. নরসিংহ রাও এর বন্দী হয়ে কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেতার পদ থেকে পদত্যাগ - সীতারাম কেশরীর সার্কাস রাজেশ পাইলটের হুমকি - জ্যোতিবাবুর সরকারে যোগদানের হুজুগ সমস্তকে বাদ দিয়ে ভুলে এ সবই। বোঝা যাচ্ছে না কেন অনন্ত জগজ্জ্যোতিকে নিয়ে যাওয়া হল কি আশ্চর্য অক্ষমতায় - ওরা তো নিবমাকে শুধু ফিল্ডিং এর জন্যই খেলাচ্ছে বোধহয়। সৌরভ ছিটকে একটু পিছনে পড়ে গেছে ওটা অপায়া - এতাই বেশী শোনা যাচ্ছে, সত্যিই তো দেখুন না -
তবুও পাওয়ার লেকসভার দলনেতা হতেই তাকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করে প্রায় এসব শুরু হয়ে গেছে আর তাতে কেশরী কেমন ভড়কে গেছেন। থাক বাবা রক্ষে কোথায় এস. বি. চক্রবর্তী থাকে আপাতত - লোকসভা কল্যাণ মঞ্চের যাত্রীদের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল - তুমুল নিন্দা - দিলের মাঝে মাটিতে শুয়েছেন তবু সাহস পেয়েই দেবগৌড়াকে সুর পাল্টে দিলেন (আক্রমণ) - আহা বড় মিঠে কথা, অন্যদিকে বিহারের হনুমান লালু বলছেন তাকে সরালে রক্তগঙ্গা বইবে বিহারে - লঙ্কাকাণ্ড কিনা কে জানে - লাচীন বলেছে তৃতীয় দেশে ঘুরে দাঁড়াবে ভারত, আর ভারতীয় ক্রিকেট দলের একমাত্র শিল্পী তাঁর অসাধারণ ইনিংসের পর প্রেসের কাছে মুখ খুলতেই পরাদিন ২ বছর আগে হয়ে এক্যাডেমি প্রেসের গালাগালি হজম করলেন,
যাই হোক ক্রীসমাস চলে গেছে - শুরু হয়ে গেছে নতুন বছর তাই তো কাষ্ঠকাঠিন্য - শীতকাল - আবহাওয়া বেশ সুন্দর - সেন্বাসের ভীড় তেমন গায়ে লাগছে না, ঘাম নেই - পিকনিক, কয়েক দিনের বেড়াতে যাওয়া এসব নিয়ে আদুরে রোদ্দুরে বেশ আছি - শুধু খারাপ লাগলো হঠাৎ কাগজে পড়ে যে দেশে ২২জন কাশিয়ায় তেত্রিশ জন আর প্রায় তেইশজন মানুষ আর অসংখ্য গবাদি পশু শৈত্যপ্রবাহে জমে মারা গেছে - অবশ্য কমাতেই আছে কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। মনে হয় তাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গীয় সমশীতোষ্ণ শীত ঋতুতে জীবনযাত্রার দ্বন্দ্বের পরিমান কমে আসে বেশ কিছুটা। তাহলে আপনার আমারই বেশ মেখ সাজিয়ে সাজিয়ে মোলায়েম সকাল থেকে দুপুর - বিকেল - সন্ধ্যা রাত্রি - না এখন অসময় কোনো প্রোগ্রাম না আহ্বান নয় সে আবার পরবর্তী সংখ্যায় এখন - Wish you a happy New Year with Old wine in a New bottle.

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ

আমি একদিন খবরের কাগজে দেখলাম এই আধপাতা জোড়া বিজ্ঞাপন



তার দুই মাস পরে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে নিচের ছবি, গতির জাদুকর শাহাবুদ্দিনের ছবির এই ফটোগ্রাফ।



এবং তৎসহ সেই চিত্রের এরূপ সমালোচনা

শাহাবুদ্দিনের রিকশা

কলকাতার রিকশা দেশি-বিদেশি অনেকেরই নজর কেড়েছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষে টানা রিকশা বলতে গেলে আদিম এক বাহন। মানুষ সেখানে ভারবাহী প্রাণীর মতো। রিকশাওয়ালার জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা নিয়ে কথা এবং উপকথাও রচিত হয়েছে বিস্তর। কলকাতার এই অত্যাশ্চর্য নাগরিক শহরের রিকশাওয়ালা এবার আকর্ষণ করল এক চিত্রকরকেও। তিনি বাংলাদেশের সুপরিচিত শিল্পী শাহাবুদ্দিন। ✳ এবারও প্রদর্শনীতে কিছু প্রতিকৃতি আছে, তবে সব কিছু ছাপিয়ে যেন সামনের দিকে ধাবিত গতিশীল মানুষদেরই প্রাধান্য। তাঁরা সামনের দিকে দুরন্ত বেগে ছুটে যাচ্ছেন, কোনও অলিম্পিকের সোনার জন্য নয়, পূর্ণতার অভিযানে, আলোর সন্ধানে। কলকাতার রিকশাওয়ালার ছবিতেও সঞ্চারিত সেই বেগ এবং আবেগ। রিকশা যত না চক্র নির্ভর, তার চেয়ে বেশি পেশি-নির্ভর। এটা ঠিক, এই শহরের রুক্ষ পথে রিকশা টানতে টানতে অপুষ্টি কবলিত অনেক দরিদ্র রিকশাওয়ালা অনেক সময় নিজের দমটুকুও টানতে পারে না। তবু টানতে হয়। এই টানাও এক ধরনের বীরগাথা বই কি। শাহাবুদ্দিনের এই রিকশাওলার হাতে ঘণ্টি এবং রিকশার দণ্ড দু'টি ধরা থাকলেও সেগুলো যেন ছিন্নভিন্ন। যে ভবিষ্যতের দিকে সে ছুটে যাচ্ছে, সে কি আলোকময় না অন্ধকারাচ্ছন্ন ? শহরের হাতে টানা রিকশার ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন একই সঙ্গে তাঁর বাস্তব এবং রোমান্টিক উপস্থাপনায় শাহাবুদ্দিন যেন কলকাতার হাতে তুলে দিলেন নতুন এক অভিজ্ঞান। ✳ এর আগে কলকাতায় ধুলো আর ধোঁয়া ছাড়া তাঁর নজরে পড়েছিল যে যানটি সেটি ট্যাক্সি। শাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, এত ট্যাক্সি পৃথিবীর আর কোনও শহরে দেখিনি। এবং কী আশ্চর্য, তবু ট্যাক্সি ধরা দেয় না। এবার রিকশা-বিতর্কের কেন্দ্রে বসে আঁকতে গিয়ে স্বভাবতই শাহাবুদ্দিন রিকশার মায়ায়। লক্ষণীয়, রিকশাকে তিনি ধরে রাখতে চাননি। তাঁর রিকশাওয়ালা জীবনের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছেন নতুন দিগন্তের দিকে।

শিল্পী শাহাবুদ্দিনের ছবির গতিবেগ ও কৌশলগত কারনে আমি ভীষন শ্রদ্ধা করি। তাই এ ছবির সমালোচনা আমায় নতুন ভাবে লিখতে হয়। কোন মানুষ যেমন রিকশাওয়ালা হয়ে জন্মায় না তার শারীরিক গঠন বেশ কিছুটা সম্পূর্ন হবার পর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তার হাতে উঠে আসে রিকশার হাতল তেমনই শাহাবুদ্দিনের ছবির মানুষের গঠন সম্পূর্ন হবার পরই শিল্পী তার হাতে তুলে দিয়েছেন রিকশার হাতল।

✳ চিহ্নিত অংশগুলিতে প্রকাশিত শাহাবুদ্দিনের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যগুলি এই লেখার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হওয়ায় ও স্থানাভাব হেতু বাদ দেওয়া হল, শুধু মাত্র এই বিশেষ ছবি সংক্রান্ত বাক্যগুলি উল্লিখিত হল।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

ছেলেটা আর বাঁচলো না, সাত তেইশটা বসন্ত যেতেই শীত অমোঘ হয়ে গেল পাতার ভেতর অকাল বার্ধক্যে। সাত তাড়াতাড়ি বাঁচার রহস্যের কিনারা করেই চরম ঔদ্ধত্যের সাথে সব ব্যাস-জ্যা-স্পর্শকগুলোকে পুনরায় বিন্দু করে দিয়েই শূন্য থেকে অসীমে। একটা পরিধির মধ্যে কেন্দ্র খুঁজে শতবারেও বৃত্ত আঁকতে পারেনি বলেই বোধহয়……… না তা কি করে হয়, সরলরৈখিক গতিতে বৈগনিক ভেক্টরে বারে বারে যে বাস্তব মান পেয়েছিল, বৃত্তীয় গতির কি প্রয়োজন ছিল তার? থাক সে সব কথা। একবার সময় ওর বাহুগুলো সমান করে বর্গক্ষেত্র আঁকতে গিয়ে রম্বস এঁকে তার কি হাসি, ও বুঝি জানতো সমকোণে অর্থাৎ সবকিছু মেনে নিয়ে টিকে থাকা অসম্ভব। তারপর খাতায় সমান্তরাল কিসব হিজিবিজি আঁকতো সেগুলোর ছিটেফোঁটা কারুর মাথার রেখাচিত্রে আসেনি। দ্বিমাত্রিক-ত্রিমাত্রিক সব কিছুতেই যখন সবাই ব্যর্থ তখন ও পঞ্চমমাত্রায় আজগুবি ভুতুড়ে ব্যাখ্যা দিত। ছেলেটার লাশটা এখন নীচে নামান হল, পাড়ার সমবয়সী একজন বলে উঠল, ইস! এত কম দিনেই……, বয়স্ক একজন ছেলেটা-র বদলে তার মরণ হলো না কেন কার কাছে যেন জানতে চাইলেন, ছেলেটার কানে অতশত কিছু ঢুকছে না। সূর্যের তাপটা বড্ড বেশী, চাপড়া চাপড়া কান্না একফোঁটা ঠান্ডা দিতে পারছে না। বড্ড খটখটে-খসখসে লাগছে নিজেকে-জন্মের পর থেকে চুনকাম করা শিক্ষার পলেস্তারা খসে পড়ছে, এবার কঙ্কাল আর আত্মা-টাকে আলাদা করার পালা। প্রচণ্ড একটা গতি এসেছে, সেই করে যিগজ্যাগ পড়া প্রক্ষেপ-ভেলোসিটিটা দিল চারজনে বাহক। এবার আছড়ে ফেলা হল একটা চাতালে যদি পথটার কোনো দ্বিঘাত সমীকরন করা যেত……… না বীজ বের করে আর কাজ নেই, শূন্য থেকে অসীমে এই যাত্রাকালের সরিয়া ভেঙ্গেন…… না: এত সময় নেই। আজ অনেকগুলো লাশ পড়ে আছে তাই ডোমেরা তাড়া লাগাচ্ছে কখন কারেন্ট চলে যাবে। ধীরে ধীরে তাপ বাড়ছে, বুঝলো সে পুড়ছে, শেষবার সে তার ভালোবাসার ছবিটা দেখতে চাইলো; সব কাগজ, নেগেটিভটা জ্বলে গেছে। বড় যত্ন করে এঁকে-ছিল সে। রেখেছিল মাথার কোনে খড়কুটোর ভিতর। সরলরেখার সত্তায় যেমন সোজা এগোনো যায় তেমনি এগিয়েছিল, একটা কিছু নিজের হাতে থাকলেও অন্যটা বুঝি এখনও অসীমে। কদিন পর তার খাতা-কাগজের ফাঁক দিয়ে সময়ের উত্তাপে বেরিয়ে আসতে পারে কোন দুর্বল কোণ। অসম্ভব। সে একবারও শাঁখ কিংবা শঙ্খচিলের বেশে ফেরার ইঙ্গিত করে নি। সে জানে খাঁচার পাখী একবার ছাড়া পেলে আর আসে না ফিরে। এখন উজান এসেছে……… ভাটির কাছে জল থই-থই, রামধনু জলরং সব একাকার, স্বপ্নের রং শুকিয়ে গেছে, পিঁপড়ের লাশ থেকে মানুষের হৃদপিণ্ডের গন্ধ চারিদিক সম করছে। আগুনে ঝলসে গেছে ওর পাখাদুটো।

— সৈকত মুখোপাধ্যায়

আজ রাতে বিষয়ে আমি অবশ্যই লিখতে চাই
সমস্ত ব্যাপারটা অনেকটা —
আজ – কাল
রাত – দিনে
বিষয় – ভাব
আমি – তুমি
অবশ্য – অনিশ্চিত
লেখা – না লেখা
চাওয়া – পাওয়া
পিঠোপিঠি ভাইবোন সব।
বলে রাখা ভালো আজ রাতভোরে যে আসতে পারে
তাই রাত্তিরটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর –
হতে হতে,
হঠাৎ যেন হিমশীতল,
চূড়ান্ত নৈর্ব্যক্তিক, এক অপরিবর্তনীয় "নয়"।
আমি নয়
আজ নয়
চাওয়া নয়
নদী, পাখি তারা কিছু নয়।
স্মৃতিও নয়।
একটা কফিনে আবদ্ধ কঙ্কাল
ক্রমশ:
ধূলো, ধূলো থেকে গাছপালা, পাখি ক্রমশ:

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মৃত্যু থেকে ফিরেএসে
আমি (ল্যাজেরাস না হলেও)
মৃত্যুশীল নই আর —
তবুও 'নেই' হয়ে যাবার আদিম ভয়
তাই হঠাৎ
কিরকম যেন ভালো লেগে যায়,
ওই দূষিত নদীর স্রোতহীনতাকেও+
যে আসতে পারে শেষ রাতে।

অথবা, রাত ভোরে।

— শাশ্বতী ব্যানার্জী

কি জানি এরপর কী —
তবুও সন্ধ্যার অন্ধকারে
ছায়া নেমে আসা বিকেল,
বাইপাস,
বিদ্যাসাগর সেতুর ওপর অপরাহ্নের আলো
বৃষ্টিধোয়া বিকেল রাত্রি,
ঝিঁ ঝিঁর ডাক
ঘড়ির সময়ে সেইসব তীব্র উষ্ণতা,
জ্বলন্ত প্রহর,
ঝাপসা হয়ে আসে,
জীবনের বেগে॥

শিশিরের শব্দের মতন সময়,
অক্রমময় অর্থহীন;
নিরর্থকতার উল্কাপিণ্ডে
নিজের প্রেমকে খোঁজা –
নিজের প্রতি মমতা আসে না!
এই যে শুধু ভেবে
নানান যুক্তিতে
চলে যাওয়া,
নিজের প্রতি কষ্ট হয় না॥

না,
এইটি বুঝতে হয়
বনফুলের সেই গল্পের মত
'অমলা এখন ভালো আছে'
তার চোখে রঙ নেই,
কারোরই নেই, থাকে না;
বেহিসেবীপনাও হিসেব করা
শুধুই রঙের ভান করে
বিভ্রম সৃষ্টি।
বিভ্রম কিন্তু বাস্তব
যেমন – জীবন।

— জীবেন্দু রায়

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১১) — অনুভব বিশ্বাস

আমি আজ অনেকদিন পর গেলাম মীনার ঘরে।
ও দরজা খুলে আমায় ভেতরে নিল। না:, পোষাক ছাড়বার পর আজ আর ওর শরীরে কোনো স্টিকিং প্লাস্টার নেই- অথবা ওগুলো অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।
আজ আমার চোখেই হয়তো লেখা ছিল আমার প্রয়োজন - সামান্য ঝুলে থাকা ওর সুডৌল স্তন আমার মুখে গুঁজে দিয়ে আমার পুরুষাঙ্গকে তার ছুঁচির আবেগে উন্মাদ করে তুলে, প্রায় জাদুর মতই পোষাকবিহীন করে তুলল আমায়- বিছানায় ওর ওপরে শুয়ে আমি হঠাৎই বিচ্ছিন্নভাবে ভাবতে লাগলাম একজন দেহোপজীবিনী-র আচরন এমন নম্র আর আবেগযুক্ত কেমনভাবে হতে পারে- আমার শরীর তাকে আমার পাগল ভালোবাসা জানিয়ে চলেছিল - কারন মস্তিষ্কের নির্দেশ ছিল যথাযথ ব্যবহারের - তার যোনিতে আমার প্রোথিত অঙ্গের নিয়মানুগ ও নিয়মিত লাগাম ছাড়া ও কষে ধরা সঞ্চালন কখনই এতটা বেহিসেবী নয় যা জান্তব অথবা দুর্বল বলে মনে হতে পারে।
আমরা দুজনে স্বেদাক্ত ধীরভাবে বিচ্ছিন্ন হই এবং পাশাপাশি দীর্ঘসময় নিরালম্ব অবস্থানের পর প্রথম কথা বলি
"……… কেমন আছো"
ও উত্তর দেয় "বলেছিলে বন্ধু হবে- আমি বন্ধু তো? বলো না- আমি বন্ধু তো!"
আমি সুখের ঘোলাটে স্বাদ গিলে বলি "আমি কৃতজ্ঞ"

অপর্যাপ্ত ঘটনা চলবার পরই আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাই আমার কেমন যেন সাজানো কোনো চিত্রপরিচালকের পূর্ব পরিকল্পিত দৃশ্যের অবিচ্ছিন্ন অভিনয় বলে বোধ হচ্ছিল। সমনাকি দেহগত আচরনের সাথে মস্তিষ্ক ভাবনার ফারাকও যেন নির্ধারিত, বীতশ্রদ্ধ একঘেয়েমিতে আমি বেরিয়ে এসে পাশের দেওয়ালে ছরছর করে মুতি।

আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি অথবা ভাবতে ভাবতে হাঁটছি - কিন্তু কি-কি ভাবছি — কি করবো আমি কি করবো - এই তো সেদিন ঋজু গরুড়ার করে মুখস্থ বলছিল ব্রেখট্ এর ইস্তাহার "Fight through writing ! Show that you are fighting ! Vigorous realism ! Reality is on your side, be on the side of reality ! Let life speak ! Do not violate it ! Know that the bourgeois do not let it speak ! Yet you are allowed to. You must. Choose the places where reality is being lied away, pushed away, varnished away. Scratch the varnish ! Contradict instead of monologizing ! Rouse contradiction ! your arguments are living, practical and practising man and his life, as it is. Be unafraid, it is truth that matters ! If you are right in your conclusions and proposals, then you must be able to bear the contradiction of reality, to explore the difficulties in their terrible entirety, to deal with them in full public view. Do everything to advance the cause of your class which is the cause of all humanity, but do not omit anything because it does not fit in with your conclusions, propsals and — hopes; rather forego such a conclusion in a special case than a truth; yet even in that case insist that the difficulty, which you are showing in all its awesomeness, is overcome. Not you alone are fighting, your reader too will fight if you fill him with enthusiasm for the fight. Not you alone will find solutions, he too will find them.

Join battle with your own poverty ! As a writer, at your desk, you must emancipate yourself from the misery of your existence ! You must face experiences with superiority."
সব সব জানা আমার কিন্তু আমার নিজস্ব উত্তমর্ণতায় যে ঋণ আমি দিয়েছি বাস্তবকে আজ বাস্তব চায় তা পরিশোধ করতে- সময় ধার রাখে না কারো কাছে কোনো কিছু -সব শোধ করে দিচ্ছে সে- তাহলে আমার, আমার আর কী রইল I am loosing my superiority over my experiences because this reality was composed by other writers or poets about a century ago. If it is reality what is truth ? I am a man, not only a writer. No body knows A man may only be a writer, but a writer can't be a man.

There is no reality — we made it. And now we are modifying it. Only modifying it. Because no body knows every parts of it as an Hardware Engineer of a super computer. Every one of us is superficially changing something of its parts. Something of the order. May be said of the arrangement. Without knowing what to do actually. Just to think we are fighting. May be alone.

না না না আমি এভাবে হারিয়ে যেতে চাই না, এ আমার ভাবনার স্বাদ, একটা গান্ধা- আমি ভুল ভাবছি, ভুল ভাবছি আমি। আমি আর কিছু ভাববো না এখন ঘুমোবো একটু ঘুমোবো - মা-মা-মাগো —

(ক্রমশ)

দৈনন্দিন
শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

হকার উচ্ছেদ

(প্রথম পাতার পর)

অবশিষ্ট নেই। এমন অসময় হটারের আওয়াজ চকিতে সম্বিত ফিরে পেলাম। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য কর্ণধার চললেন, সরকারী কর্মীদের মত তিনিও লেট। বোধহয় হকারদের জন্য স্থিরীকৃত অদ্য শেষ রজনী অভিযানের জন্য রাজনৈতিক প্রমোটারদের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন বা বিশেষ নির্দেশ স্থির করলেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নবজাগরনের প্রথম পুরুষ আদলে চলে যাচ্ছেন, বর্তমানে উনিই ভিরোজিও, নবভাবে জাগরনের জন্য প্রথমে জনগনকে ঘুমপাড়িয়েছেন সাম্যবাদের আফিং এ, এবার তান্ডব চালিয়ে ঘুম পাড়াবেন 'শিল্প' সাম্যবাদীদের।

গতরাতে বয়ে গেছে তান্ডব। ভেঙে ফেলা হয়েছে বা চুরমার করে দেওয়া হয়েছে শতশত স্টল তৎসহ হাজারে হাজার লোকের স্বপ্ন। জনগনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। সুভাষ চক্রবর্তী বিপ্লব করে নেতা না হোন হকার উচ্ছেদ অভিযানে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। ('সুভাষ খুব ভালো কাজ করেছো')। পুলিশ, র‍্যাফ, ক্যাডার (?) [শৈলেন দাশগুপ্ত এই বিষয়ে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন] ত্রিমুখীবাহিনী বাজারী কাগজের ভাষায় 'গেস্তাপো' পদ্ধতি সাফ করে কয়েকটি ফুটপাথ। পরদিন আমেজী শীতের সকালে চায়ের কাপে আর মুখরোচক দৈনিকের প্লেটে জলখাবার, দৈনন্দিন খাওয়া, বিষয়টির বদহজম। অফিসে ট্রেনে-বাসে-চায়ের দোকানে- রাতে গৃহিনীর সাথে শয়নে - একই ইস্যুর জাবর জবর। ১ম ব্যক্তি : কি মশাই কাজটা কি ভালো হল। ২য় ব্যক্তি : মোটেই না। তৃতীয় ব্যক্তি: নিজের বাড়ীর সামনে হকার থাকলে বলতে পারতেন? ৪র্থ: সবজোর হিন্দুদের ওপর, একটা মুসলিম এলাকা খালি হয় নি, ৫ম ব্যক্তি: আরে মশাই দাঙ্গা বেধে যেত। ৬ষ্ঠ ব্যক্তি: মহাজনেরা কী ভীষণ ক্ষুব্ধ জানেন না, পুজোর মালের পয়সা পায় নি এখনও ৭ম ব্যক্তি: এক একটা লোক দুতিনটে দোকানের মালিক, লাখ লাখ টাকার কারবার, কোনো ক্ষতি হয় নি শ্যালাদের ...... তারপর এবং.... চল্লো কদিন। আবার উচ্ছেদ এবং একই বিশ্লেষন।

প্রথমবার উচ্ছেদের পর ২২ ঘন্টার বন্ধ এবং জনতার ক্ষোভ ভারত ও দক্ষিন আফ্রিকার টেস্টের শুরুর দিন যদি কেউ নিজের উলঙ্গ দিক প্রকাশ করে কার না রাগ হয়। পরদিন কাগজে হেডিং ইডেন অসফল করলো ২২ ঘন্টার বনধ। এরপর হকারদের পুর্নবাসনের জন্যে ব্যর্থ বৈঠক, অবরোধ, মিছিল, পোড়ানো জ্বালানো, ভাঙচুর কিন্তু হকারেরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরে।

একে একে রাতে মনে পড়তে লাগলো; দোকানের কর্মীদের অবস্থা, আমার সামনের ফুটপাতে আগুন জ্বালিয়ে বসে কতগুলো মাথুর ব্যাণ্ডেল থেকে বারাসাত ঘরছাড়া গৃহীরা বর্তমানে জীবিকাহীন। কেউ বা ট্যাপা, কেউ সুকুমার কবের নাম মাতাল বা মামা - দোকানের টাকচারটাও খুলে নে গ্যাছে, চায়ের বাসনগুলাও আস্ত রাখে নি হারামীরা কুলডাঙ্গার চাইলা গ্যাছে। খাঁ খাঁ করছে ফুটপাথ, একপেশে চলার পথের মানুষেরা ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু রাতে বাড়ী ফিরেই বিপত্তি ফুটপাথে রুটি কিনতে গেলাম দোকান নেই। বড় দোকানে দাম প্রায় দেড়া।
সব্জীবাজারের ভেতর আলু ৮ টাকা।
অতঃপর, সরকার ঘেঁষা বাবু, যাঁর দাবী - হকারের সম্পত্তি বা টাকা তাঁর চেয়েও বেশী, বলতে বাধ্য হন, 'বড় মুশকিল হলো' তারপর

'সরকার কাজটা ভালো করলো না', আরও নরম হয়ে, 'লোকগুলোর কি হবে' যার বাড়ীর সামনে হকার ছিল বলে উষ্মা তিনি সাতসকালে বাড়ীর সামনে সব্জীওয়ালা পেলে প্রথমেই বাজার করতে ভোলেন না, অফিসে দেরী হলে বসের খাতানি আর বাজারে দেরীতে গৃহিনীর মুখ ঝামটা। এরকম চলতে থাকছে।
এমনকি ইডেন গার্ডেনএ 'আমাদের দাবী মানতে হবে' শুনে অত্যন্ত রসিক কেউ বলে উঠলেন 'মাঠে হকার ঢুকেছে বের করে দে' কিন্তু খার্থপর জনগন (যারা অতিরিক্ত দাম ও পরিশ্রমে নারাজ) তাকে প্রায় বের করে দেয় এমত অবস্থা।
মহারাজ যুবরাজ বুদ্ধকে সাথে করে বাংলাদেশ ট্যুর সেরে ফিরেই আবার ব্যস্ত। হকার নিয়ে ছোট ছোট কথা। ব্যস্। পুর্নবাসন - পুনর্বিবেচনা যোগ্য...

আসুন এবারে ভেবে দেখা যাক নিরপেক্ষ থেকে। অপেক্ষক হকার উচ্ছেদ তাই হকাররা একটা অক্ষে, অপর অক্ষে উচ্ছেদকারীরা। হকার উচ্ছেদ বাড়া মানে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস, ভোট হ্রাস, চেঁচামেচি, নাচ, গান বক্তৃতা দেওয়া বিপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি। অন্য লেখচিত্রে একশ্রেনী ও সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা। এরা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও আর্ন্তজাতিক পটভিত্তে ঘেঁষা মানুষের দল সভ্য জগতে অসভ্যদের স্থান নেই। বুর্জোয়া গনতন্ত্রে অর্থাৎ Developed Economy তে মাত্রার নীচে মাথাপিছু লোকেদের বাঁচার অধিকার নেই। সুতরাং দারিদ্র হটাতে গেলে হটাও দারিদ্রদের মেরে ফেলুন। এটা সঞ্জয় গান্ধীর 'গরীবি হটাও' থেকে চলে আসছে, খালি বাদীরা প্রতিবাদী আর প্রতিবাদীরা বাদী এই যা। এবার আসুন মার্কস লেনিন এঙ্গেলস্ এর দাড়ি ধরে টানাটানি করি, নাম দিয়ে দিই নয়া বুর্জোয়া গনতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রকারান্তরে আধা সামন্ততন্ত্র ও আধা-ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে সোজা ধনতন্ত্র তারপর হবে প্রকৃত বিপ্লব। তার জন্যই তৈরীতে প্রথমে শিল্পায়ন করতে হবে, এসব হকার ঠেলা রিক্সা চলবে না। মার্কস লেনিন কি হবে? ঐ বলে দিলেই চলবে; যেমন দার্জিলিংএ পার্টির জেলা নেতাদের বুদ্ধ বলে এলেন 'সমস্যাটা বুঝতে মার্কস পড়ুন'। যাক্ - জেটের বহুত দেরী অবস্থা সামাল দিতে তখন না হয় পন্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা যাবে, আসুন এখন শিল্পনগরী আনন্দনগরী তিলোত্তমারে সাজাই, জ্বলছে জ্বলুক না চিতা কারো ওবারে, যাচ্ছে যাক্ না তা রুজি অন্যের, তাই বলে তো নবজাগরন বন্ধ হবে না। সোজা কথা 'কিছু পেতে গেলে কাউকে কিছু না কিছু হারাতে হবেই'। এখন শীতের সময়, ঝরে পড়ুক কিছু পাতা সামনের বসন্তে আবার সাজাবে। সত্যি কথা বলতে কি আরো বিশ্রী দেখাচ্ছে ফুটপাথে অগোছালো ডালা পেতে; কাপড় বিছিয়ে বসা। তবে পজিটিভ একটা দিকও আছে - ট্রাফিক পুলিশের দৈনিক রোজগার বৃদ্ধি আর প্রয়োজনে যেদিন খুশী দেখিয়ে দেওয়া যাবে সাফ সুতরো রাস্তা। ভালোই তো!

আমার খুব ঘুম পেয়েছে। কলেজস্ট্রীট ভবানীপুর আবার ভবানীপুর কালীঘাট। পথে দুধারে ভস্মস্তুপ, কোথাও শুধু ছাপটা যেন লাশের রক্তের মতো ধুয়ে দেওয়া হয়েছে সভ্য কোনো রাজপথ থেকে। রাতারাতি দেওয়াল খুঁড়ে আস্তানার সংস্থান চলছে। কোথাও পুলিশ জমায়েত - ওগুলো সংবেদনশীল এলাকা। শহর জোড়া মালিন্যতা আর খ্যাতি যেন যুদ্ধশেষের পড়ে থাকা ভূমি। শাসনকার্য চালাতে শাসিতের অধিকারের সীমা নির্দেশ করার প্রয়োজন হয় কখনও কখনও ..... হকারদের স্বর্গ ছাড়তে হল অবাধ্যতার জন্যে, যেমন আদম ও ইভকে ছাড়তে হয়েছিল [Of man's first disobdience] ভূমি হয়েছিল মানুষের, এবার বিক্ষোভ.....

শীত স্পেশাল : শিল্পনৈতিকতার খিঁচুড়ি

(প্রথম পাতার পর)

বলতে নেই, বাল থাকরে পাপ দেয়।" শিকে থেকে নামিয়ে আনুন "শিল্প কি? আর কে শিল্পী? এই প্রশ্নকে ভালো করে বেঁধান উপকরনটির চর্তুদিকে। তারপর বাজারী অবক্ষয়ের তেলে ভেজে গালিয়ে নিন। সরিয়ে রাখুন।

এবার আসুন তৃতীয় উপকরন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা নিয়ে আমরা আমাদের খিচুড়ি প্রস্তুতির মূলপর্বে আসি। প্রথমে সমস্তটাকে তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথমভাগে নারীত্বের অবমাননা নারী শরীরকে পন্য করা দ্বিতীয়ভাগে ভারতীয় ঐতিহ্যের অবমাননা তৃতীয়ভাগে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাকে উপভোগ করা।
প্রথমভাগটিকে ভালো করে মেড়ে নিন। নারীত্বের অবমাননা কারন প্রতিযোগিতাটি শরীর নির্ভর, নারী শরীরকে পুরুষমানুষের খাদ্য হিসাবে উপস্থাপিত করবার অসদ্ উদ্দেশ্য - অতএব প্রতিযোগিতাটি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু Mr Universe নামক কিলবিলে পেশী প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নারী পুরুষ কেউই মুখ খুলবেন না এবং বক্সিং নিয়েও নয় কারন সেক্ষেত্রে পন্যের উপর আপনার আমার কারোরই কোনো সহানুভূতি নেই। অথচ গত বছরের মিস ইউনিভার্স এবং মিস ওয়ার্ল্ড যতই হিন্দি ফিল্মে আরো আরও কম পোষাক পরুন আর ক্যাটওয়াকের বদলে গুন ঝাঁকান আমাদের কিছু যায় আসে না। যায় আসেনা বলতে প্রতিবাদযোগ্যতা ব্যতিরেকে উপভোগ্য - কারন সমস্ত প্রতিবাদী জানেন ওখানে দাল গলবে না - আর পাবলিসিটিও মার খেয়ে যাবে - অতএব সরকারী সেন্সর বোর্ডই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা না থাকলে সুস্মিতা সেন বা ঐশ্বর্য রাইকে কজনে চিনতো বলা মুশকিল - আর কেউ যে তাঁদের অসম্মানের চোখে দেখেন তাও নয় - বরমূর্ত্তি তাঁদের যথেষ্ট উজ্জ্বল। কিন্তু ঐ প্রতিযোগিতায় সফল না হয়েই তাঁদের ঐ স্থানটি পেতে হতো তবে তাঁদের আরো যা যা করতে হত নারীত্বের অবমাননা শব্দটি সে তুলনায় নেহাতই নিরামিষ। অল্প আঁচে সাতলে নিন।
দ্বিতীয় ভাগটিকে অর্থাৎ নারীত্বের অবমাননা ও ভারতীয় ঐতিহ্য অংশটিকে তিন বড় চামচ হৃদয়াবেগ মিশিয়ে চটকে মাখুন। প্রতিযোগিতাটির নাম Miss World Contest নারীত্বের একটি অংশ বা নারীর জীবনের একটি অধ্যায়ই বিবেচিত হবে এখানে। মিস্ অর্থাৎ কুমারী: ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এটা সংসার প্রবেশপূর্ব অবস্থা অর্থাৎ জায়া বা মাতৃরূপ অবশ্যই বিবেচ্য নয় আর এই দশায় কবে কোথায় সৌন্দর্য ভিন্ন অন্যকিছু বিবেচ্য হয়েছে কারোরই জানা নেই। শারীরিক সৌন্দর্যই যে আসল সৌন্দর্য এ কথাটি অস্বীকার করবার অর্থ বোঝা যায় না কারন 'রূপ' শব্দটিতো মূর্ত কাঠামোগত। সৌন্দর্যের বিচার করতে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর কলকাতায় কোনো শীতের দুপুরে খুব কমদামে ভালোবই পেয়ে যাওয়া পরবর্তী কলেজস্ট্রীট হাস্যকর ছ্যাবলামি হয়ে দাঁড়ায়। সিনেমার পর্দায় মনীষা কৈরালা আর আমার পাশে বসা আমার প্রেমিকার সৌন্দর্যের তুলনা যেমন আমি করি না

কারন ওটা অর্থহীন তেমনই সৌন্দর্য সোজা অর্থে শুধু বাহ্যিক আকৃতির উপরই নির্ভরশীল। তাই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় শরীর প্রদর্শন করতেই হবে। আর সনাতন ভারতীয় প্রথায় কোন বিখ্যাত সুন্দরী রাজকুমারী বর্তমান শ্লীলতার ভিত্তিতে পোষাক পরেছেন জানি না - চিরকালই প্রয়োজনের তুলনায় তুচ্ছ পোষাকই তো সবছবিতে যাঁরা আছে তা সে দেবদেবীই হোন বা ইতিহাসের রাজকুমারীরা। সীতার কোনো ছবিতে আমি মাদার টেরেসার মত ব্লাউজ দেখি নি। প্রথম উপকরনটির ঢাকনা খুলে মিশিয়ে দিন এখানে। ভালো করে নাড়ুন।
এবারে নিন তৃতীয় ভাগটিকে যাতে রয়েছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার উপভোগ্যতা। এটিকে T.V তে উপভোগ করেননি এমন ভারতবাসী ও মিস্ গ্রীস বিশ্বসুন্দরী হওয়ায় স্বদেশের জন্য আফশোস করেননি এমন দর্শক দুর্লভ - তবু যদি আপনি কোনো ক্ষুদে প্রতিবাদী রাজনৈতিক দলের সদস্যের সামনে সমর্থন করেই বসেন বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাকে তাহলেই বুঝতে পারবেন দেশবিদেশের এই সুন্দরীরা প্রত্যেকেই তাঁদের কাছে নির্বোধ অবলা জীব যারা ভয়ঙ্কর একদল শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়েছে অথচ নিজেরা বুঝতে পারছে না আর এই ঘোর অবক্ষয়ের হাত থেকে বা অপব্যবহৃত হওয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য তাঁরাই একমাত্র অভিভাবক। আর এসব আলোচনা যেমন সবসময়েই এলোমেলো চিৎকার আর ব্যক্তিগত আক্রমনে শেষ হয় তাই অবশ্যই তিনি উপদেশ দেবেন 'তাহলে আপনার বোনটিকেও বলুন চেষ্টা করতে। আপনি হয়তো ভাবলেন 'যাচ্চলে আমার বোনটা বছর দুয়েক গান টান শিখেছে আর মোটামুটি ভালোই গায় তা বলে কি সে আশা ভোঁসলে বা আলিশা চিনাই হবার জন্য লাফিয়ে পড়বে? নাকি গান শোনাটাই বন্ধ করতে হবে? কিন্তু মুখে কিছু বলবেন না। যাক্ এইবার আপনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুচকি হাসতে পারেন কারন কাজ প্রায় শেষ - প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগটিকে ভালো করে মিশিয়ে প্লেটে প্লেটে ভাগ করে দিন তারপর আগে গালিয়ে রাখা দ্বিতীয় উপকরনটিকে উপরে ছড়িয়ে দিন।
একচামচ চেখে দেখুন।
বন্ধুবান্ধবীদের গরম গরম পরিবেশন করুন।

বিশেষ সংবাদদাতা : সাক্ষাৎকার॥
• আচ্ছা একটা প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেবেন - ভারতের মাটিতে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা হওয়াতে আপনি কি কোনোভাবেই দুঃখ অনুভব করেননি?
কাকীমা: নিশ্চয়ই, খুবই দুঃখ পেলাম যখন দেখলাম বিশ্বসুন্দরী হলেন মিস্ গ্রীস। বিউটিটিপস্ গুলো সব হাতছাড়া হয়ে গেল।
• আচ্ছা এই যে এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে নারী শরীরের প্রদর্শনী নিয়ে এত বিরোধিতা হচ্ছে আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?
কাকু: হ্যাঁ এটা ঠিক না। খারাপ চোখে দেখা উচিত নয়। বলুবাস সুন্দরীদের পেছনে একটা করে স্টিকার লাগিয়ে দিক না - 'বুড়ো নজরে বালে তেরে মুহ্ কালা'

যোগাযোগের ঠিকানা	প্রযত্নে : অমিত ঘোষাল ৩২এ, ঘোষ লেন , কলিকাতা ৭০০০০৬
সরাসরি যোগাযোগ	কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
বিশেষ সংবাদদাতা	দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার	সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক	সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

তৃতীয় বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • জানুয়ারী ১৯৯৭ • প্রচার সংখ্যা ১০০০ • মূল্য: দুই টাকা

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

অপ্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার :

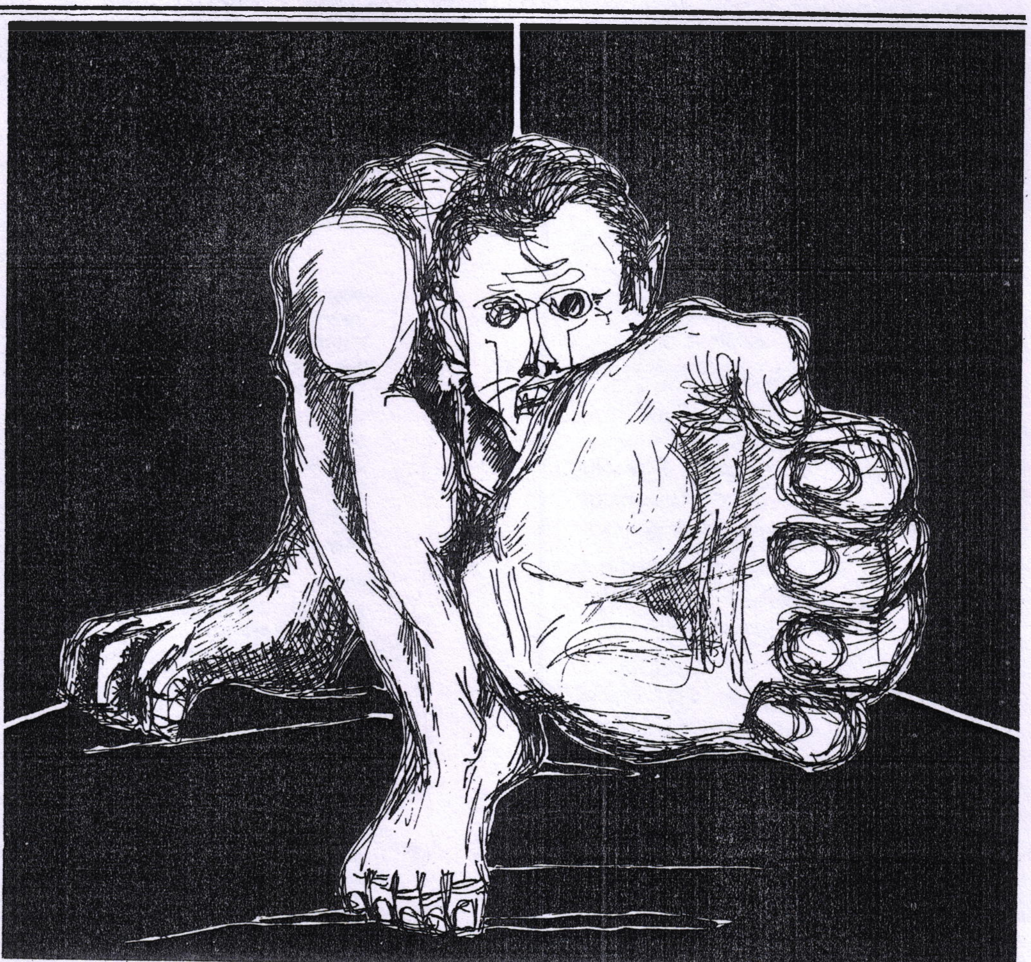
যে কোনো প্রসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজতে গিয়েই হঠাৎ আমরা কেমন যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ি। এর কারন খুঁজতে যাওয়াটাই অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আসলে প্রসঙ্গগুলো আশা চরিতার্থ করতে ব্যর্থ হয়, প্রসঙ্গের ভিতর বর্তমান ও আবহমান এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বটাই সকলের অগোচরে রয়ে যায়; শুধু সুতো ধরে টানাটানি চলে, তারফলে প্রাসঙ্গিকতা অর্থাৎ ভবিষ্যত্‌ কিছুতেই ফুটে ওঠে না। 'হ্যাঁ এবং না'কে না খুঁজে শুধুমাত্র একটাকে নিয়ে টানাটানির bias আমাদের নেতি'র কাছে যেতে দেয় না।

কদিন আগে — জ্যোতিবাবু বললেন কেন্দ্র সরকারে যোগ না দেওয়াটা 'ঐতিহাসিক ভুল', কারন কোয়ালিশান সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে - তাঁরা অনেক যোগ্যভাবে সরকার চালাতে পারতেন, এই কথাটার বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা কদিন ফুরিয়ে গেছে। বর্তমানে দেবেগৌড়া সরকারের অল্প-কালীন টিকে থাকা স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে ঈর্ষনীয় হতে পারে, তবে তাঁর ঐ মন্তব্যে জনগনের কাছে রাজনৈতিক ইমেজ অনেক ম্লান হবে। সুতরাং বাস্তবে এ মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক। আবার অন্যভাবে দেখলে একজন কমিউনিস্ট নেতার জনসমক্ষে দলীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এহেন মন্তব্য নিজদলের প্রতিনিধি হিসাবে ভীষনভাবেই অপ্রাসঙ্গিক।

CII এর উদ্যোগে কলকাতার বুকে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গে লগ্নী বাড়ানো নিয়ে কনফারেন্স। শেখর দত্তের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল হিসাবে ব্যবসায়ীবর্গ উপভোগ করলো এক অভূতপূর্ব সাংগঠনিক সম্মেলন। লন্ডন থেকে জন মেজর কলকাতায় উড়ে এলেন, বহুদিনপর একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এলেন তিলোত্তমায়, সাজসাজ রব, বস্তি ঘুরে দেখা হল, সে এক রমরমা ব্যাপার। যেন আবোদা জনমেজর বুঝতে পারলেন না ঐ বাড়ীগুলো রাতারাতি সাজানো বা রংটাও কাঁচা। এটা খুবই কাঁচামাথারাই চিন্তা করতে পারে যে বিদেশীরা কলকাতা সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখে না, শহরের সমস্যা জানে না। যাক এইপ্রসঙ্গে রাজ্যরাজরা নিজেদের বেশ চালাক আর উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন মনে করে অপ্রাসঙ্গিক হলেন। এরপর আলোচনায় মেজর এত দ্রুত বেসরকারী-করণের বিরোধিতা করলেন, এছাড়া নানা প্রতিবন্ধকতা ও ছোট ছোট স্তুতি গেয়ে এবং সর্বোপরি জ্যোতিবাবুর গল্প শুনিয়ে হাততালি কুড়িয়ে নিজেকে সুরক্ষিত করলেন। দেশীয় ও বিদেশী ভারতীয়রাও প্রথমে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে শেষমেশ দ্রুত ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলেন। জ্যোতিবাবুর দীর্ঘভাষণ, প্রচুর সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টির আশ্বাস এমনকি রাজনৈতিক রঙ না দেখার আর্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল।

নতুন প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলো বর্তমান বাজার বেশ বিপ্লবী বিপ্লবী ঠেকছে। যিনি সভার মধ্যে ঘুমতে ঘুমতে দেশের কথা ভাবেন... ...আহা: বেশ বেশ, হঠাৎ বীরদর্পে বলে ওঠেন 'আমার কাছে আসতে গেলে দালাল ধরতে হবে না'; 'গরীবদের সমস্যা সকলে বেঁটে নিন'......আহা বেশ্‌ বেশ্‌। কিন্তু তাই বলে রাম-হরি-রহমান যে চাইবে আপনার সাথে দেখা করতে পারবে - কক্ষনো নয় - নিরাপত্তা বলে তো কিছু আছে। গরীবের সমস্যা কি সকলে বাঁটতে পারে,

(এরপর চারের পাতায়)



INSIDE EDGE/ SOUMYADEEP

ইন্দ্রিয় বিকাশ পত্র

ইডিপাসের বাবা তার হাতে খুন হন আর তিনি নিজের অজান্তেই বিয়ে করেন - এসবের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রেখে মনের ক্রমবিকাশে-র ধারা অনুযায়ী তৃতীয় অবস্থায় 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' বিকশিত হয়'। এই অবস্থায় মানুষ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হয়। আর এইবয়স থেকেই সমলিঙ্গের সঙ্গে তাগ্ড়া প্রতিযোগিতার শুভ-সূচনা।

ফ্রয়েড "ঈডিপাস কমপ্লেক্স" নামের কমপ্লেক্স তত্ত্ব বাধিয়ে তো খালাস। এদিকে আমার বন্ধু তার বাবাকে ১০০০ টাকা মূল্যের ইন্দ্রিয়বিকাশ পত্র উপহার দিয়ে তবেই বাড়ী ফিরবে তার আগে নয়। তার ব্যাঙ্ক পাশবই অনুযায়ী ৯৫৩ টাকা বর্তমান। তারমানে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হলে বেশ কিছুদিন লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে। পিতৃহীন বা পিতৃ পরিত্যাজ্য ছাড়া আমাদের সকলেরই অবস্থা কমবেশী এমনই। পরোক্ষ ভাবে এই যুদ্ধে মদত জোগায় নারী অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গ। যেমন মা যদি বলল, ছেলে তোমার থেকে ভালো বাজার করে, পিতৃদেব গেলেন রেগে। মনে মনে রাগ আগুন এর রূপ ধারন করল তারপর সুযোগের সন্ধানে। কে বোঝাবে কাকে বোঝাবে। যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ম বা নীতি যাই বলুন সেটা হল যে কোনো উপায়ে অত্যাচার। এই যুদ্ধ অবশ্য শারীরিক নয় মানসিক। অসহ্য এই মানসিক অত্যাচার। বাড়ী মানেই বাপ-বেটার চাপা আক্রমনের নি:শ্বাস-প্রশ্বাস

(এরপর চারের পাতায়)

প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে হজ ব্যবসা

স্টাফ রিপোর্টার :

আমার বাড়ী হরিহরপাড়া,
শাহজাদপুর, মুর্শিদাবাদ
আমরা আট ভাইবোন
আমার বাবার নাম আইজুদ্দিন
আমি আমার হাতটা কেটে ফেলেছি
দা' দিয়ে কুপিয়ে
এখন আমি হাসপাতালে ভর্তি
আমি 'ভিক্ষা' হলে রোজগারে নামতে পারবো
বাবাকে তিরিশ হাজার টাকা দেবে ওরা
শুধু আমাকে হজে গিয়ে ভিক্ষে করতে হবে।
সরজিনা, হাদিদুল -
ওরা তো দেশে ফিরছে
এখন ওদের অনেক টাকা —

আমি পশ্চিমবঙ্গের পুলিশমন্ত্রী
সমাজবিরোধীরা মুর্শিদাবাদে অনেক -
নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে
অনেকেই প্রচুর বেআইনী সম্পত্তি করেছে।
রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী হলেও কেউ
পার পাবে না - আমি বলছি: পুলিশ মেরে
তাদের মাথা গুঁড়িয়ে দিবে।

আমি অধীর চৌধুরী
বহরমপুরে সবাই আমায় বড়দা বলে
পুলিশমন্ত্রী পারলে প্রমান করুন
আমার বেআইনি সম্পত্তি আছে -
শাহজাদপুর নিয়ে উনি একটি কথাও
বললেন না - সি.পি.এম নেতারা জড়িত বলে?

আমি সরজিনা
মক্কাতে ভিক্ষে করেছি একবছর
সামহয়েক আগে আব্বাকে আর খুঁজে পেলাম না
ওরা বলল পুলিশ বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে
আমি রোজ অনেক অনেক টাকা ভিক্ষে পেতাম
এখন পুলিশ আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেবে বলেছে
আম্মাজানকে দেখিনি অনেকদিন

আমি — না থাক্‌ নামটা বলতে হবে না,
সবাই বলে আমি নাকি 'কচ্‌চিন জিনিস'
আসলে আমি ব্যবসা বুঝি
একলাখ লাগালে তিনমাসে দু লাখ -
ওরাও ভালোলোক - ব্যবসা বোঝে
টাকা মেরে দেবার ফিকির খোঁজে না
তাই টাকা খাটাই -
শালো-র কাজওয়ালা

আমি হাদিদুলের আব্বা
ছেলেটাকে 'ভিক্ষা' বলে ওরা
কষ্ট হয়
কিন্তু খোঁড়া বলেই টাকা পাওয়া যায় বেশী
চুরি ডাকাতি তো করছে না
ভিক্ষা করে আল্লার দেশে
পুলিশ কেন ধরবে
বাকি ছেলেগুলো তবু চাট্টি খেতে পায়।
ছেলে তো রোজগার করবেই -

(এরপর চারের পাতায়)

সম্পাদকীয়

ভারতীয় দলের একের পর এক অপদার্থতায় আমাদের ক্রিকেটপ্রেমিরা লোপা পেতে বসেছেন আর খেলা ভালোতে চলছে প্রায় মাঝরাত্তির পেরিয়ে তাই এখন ট্রামে বাসে হাটে বাজারে অফিসে সমালোচনা বা বিশ্লেষণের পরিবর্তে তথ্য সংগ্রহেই শেষ হয়ে চলেছে। শীতও চলে গেল হঠাৎই ঝুম করে গরম পড়ে গেছে - ওহ্ না - এ তো বসন্ত'

বই মেলা শুরু হয়ে গেছে দেরিদা এলেন উদ্বোধন করতে - বই মেলায় আমাদের উৎসব দৈনন্দিন এক বিশেষ পুস্তিকা সহ এই উৎসব পালন করছে - ওদিকে এক মজার কাণ্ড হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক দারুণ ভেলকবাজী ছেড়েছে - নয় কোটি টাকা দিয়ে এক বিদেশী যন্ত্র এসেছে তা দিয়ে বাতিল নোটকে মণ্ড করে ভেল বানানো হবে। ভারতবর্ষে প্রতি বছর পাঁচশ কোটি টাকার নোট বাতিল হয় একদফা নোটে নয়শ গ্রাম ভেল তৈরী হবে। জ্যোতিবাবু বলেছেন একশ বছর পরে আবার একশ বছর পরে' আঞ্চলিক রাজনৈতিক চেতনার অভাবেই এই ঐতিহাসিক ভুল তাঁর অমরাই বা মোহম্মদী তে। দলের মধ্যে একটা বিরোধিতার আবহাওয়া অবশ্যই তৈরী হচ্ছে - এবার হয়তো তাঁকে মেম্বার করা হবে - ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রকের হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে বাদ চলে যায় রাজনীতিকদের দুর্নীতি সংক্রান্ত অধ্যায়টি। ওদিকে মুখচোরা এক ছেলে ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরে আপাতত হিরো - এসব শুধুই তথ্য - প্রতিদিনের নিজস্ব যন্ত্রণায় - সমস্যায় দ্বন্দ্বে ফেরবার আপনি আছে - নিজেদের নিয়ে বিশ্রী ব্যস্ততায় কাটিয়ে চলেছি দিন বড় বিশ্রী ব্যাপার এই যে এ পদ্ধতি পরিবর্তন বিশেষ কিছুই হচ্ছে না বোধহয় - মাঝে মাঝে রাগ হয় - বিরক্তি - একঘেয়েমি - ক্রোধ - এই ক্রোধ থেকেই সৃষ্টিশীলতায় স্বাধীনতা দেবার আহ্বান নিয়ে দৈনন্দিন আত্মপ্রকাশ করেছিল - প্রতি দৈনন্দিনের তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা - সেই পথ খোঁজবার পথেই এগিয়ে চলেছি আমরা। এই সংখ্যার সাথে প্রকাশিত বিশেষ পুস্তিকাটি তে পাঠক আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিই আমাদের সেই ইস্তাহার : - দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্বের প্রকাশ ও পরিস্ফুট করনের পদ্ধতির কথা।

বইমেলা উপলক্ষ্যে সকলকে সাদর শুভেচ্ছা

"দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপাত্র এবং অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের বাহক ও বাহক॥"

বিশেষ কারন বশত এ সংখ্যায় ধারাবাহিক কবিতা : তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক (দ্বাদশ পর্ব) প্রকাশ করা গেল না।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সম্পাদকেষু,

অনিশ্চয় বিংশ শতাব্দী; ও আশাবাদী একবিংশ শতাব্দী সংগমে সময় এখন সম্ভব অসম্ভবের জালে বড় বেশী ক্লান্ত। এমতাবস্থায় আমার কলম চিবড়ে যা বমি, প্রস্রাব অথবা আরও নোংরা কিছু-র মত বেরিয়ে আসে তা অসম্ভব সম্ভব হলেও আমার ভালোবাসার স্মৃতি বা দলিল যা নিজে হাতে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হয়েছিল আমায়, একপ্রকার গলা টিপে শ্বাস রোধের সামিল। ভুলতে চেয়েছি, স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়েছি, তথাপি, চারপেয়ে প্রাণীর মত জাবর কেটে, রোমন্থন করেছি। আবর্জনার মত রস দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছি টুকরো টুকরো-এলোমেলো, অপ্রয়োজনীয়, মানসিক অঙ্কের বর্ণমালা কে। তাই দৈনন্দিনে আমার জীবনের ছেঁড়া পাতা দৈনন্দিন রং-এ রং-এ বেরঙীন; —

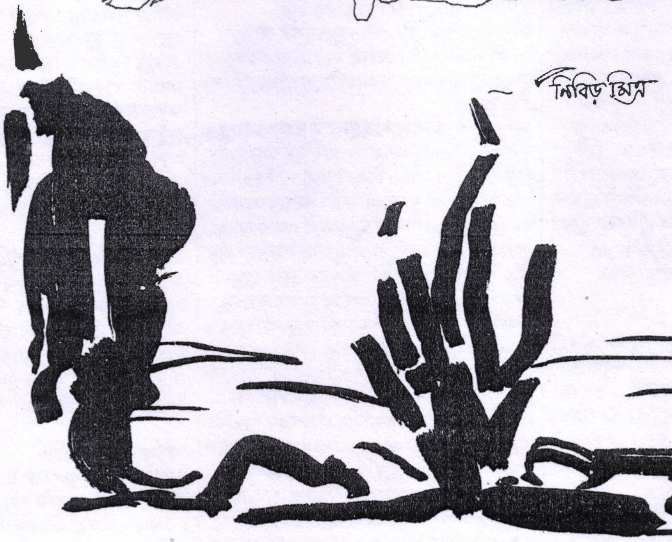
আমার চরিত্রের চালচিত্রের রং ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে
আমার স্থবিরতা জড়তা নির্বিকারতায় আচ্ছন্ন
চঞ্চল কাল এখন স্থির গান গায়
চঞ্চল অচঞ্চলাও মনে মনে ভাঙে
মানে ও মাচকায়
আবার আগের মত গেয়ে ওঠে

বেহাগে অন্তরে। আমার চড়া মেজাজ আগুনের মত নিভে যায়। আমার প্রশ্নগুলো জটিলরাশির মতো সমন্বয়ে ও বিন্যাসে বিকশিত হয়। মাথার মধ্যে ছন্দ সুর এমনকি কলজেটাও নড়ে ওঠে। একটা পা কাঁপছে কেন, হাঁটু গুলো বড় ম্লান, প্রকৃতিও তৈরী আমার সঙ্গে সংঘাতে। হ্যাঁ, আমি লড়ব প্রাণপণে, মনে মনে ইষ্টনাম জপেছি মৃত্যু, আবার জন্মোরার কথাও ভাবি

তিতির পাখীর বাসার মত ঝরে যাওয়া আশা, হারানো স্বপ্ন নিয়ে ভেসে ওঠা সুখ, কিংবা মজারুর মত রাগী, আমার চার কোলে তোমার এক যাবে, যাবেই। যতই শামুকের খোলের ভিতর হৃদপিণ্ড রাখ ওটার বুকপুক শোনা যাবে, যাবেই। ধরা পড়বে, পড়বেই।

ফানুর মতো মুখে বসে, ভাবি 'উড়ে যাও', কিংবা দিতে পারি তোমায়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অলঙ্কার-ঐশ্বর্য, ও সব বৈতরণী পার হওয়ার আগে আমি বোধহয় জোটাতে পারবো না, দিতে পারবো না সম্মানিত সমাজের সাদ্দাদ মোরান সুখ। শুধু ছিপছিপে বুকের কোনে আমি চেপে রাখতে পারি তোমার আরক্ত ধুকপুক। কাছে এসে তুমি বিরক্ত হতে পার, আবার ভালোবাসতেও পারো খুব। আমি জানি তুমি পার করে আসবে স্বর্গের সুখ, আমি নীথি নদীর মত শুষে নেব সমস্ত অন্যায় স্মৃতি। তুমি ভুলে যাবে ভুল করেছিলে, যেমন ভুল করছো, স্বর্গে কি আছে, শান্তি, ও তো আপেক্ষিক, ভবিষ্য সেও তো অতীত হবে। স্বর্গে আমি রক্ত দেখি - মানুষের মত আবেগ, চাহিদা পরপর সাজিয়ে অপেক্ষা করছে সবুজ স্বপ্ন, মানবিক, মানসিক স্থির ও জটিল, চিরবিকালের মতো কিংবা কালবৈশাখীর পর সন্ধ্যায় গৃহহীন পাখীটা যে ভাবছে ভাবার জন্যে। আমার আর যন্ত্রনা নেই। জানি যন্ত্রনা গোপনেই যন্ত্রনা, প্রকাশে আদুল জানলার পাশে টাঙ্গো করে দেওয়া সূর্যের মুখ। তুমি হাসছো, ভাবছো টকে গেছে, বড় বেড়েছিল, সূর্য ছুঁবি ইকারাস, আমি প্রমিথিউসের সব আগুন নিভিয়ে দেব। তোমার বিদ্রুপের হাসি দেখে তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে, শীতের রাতে তারার সাথে খেলছি, তোমার আকাশ আমার হাতের মুঠোয়, আর হেসো না, আমি জিতে গেছি আমি জিতবোই।

- নিবিড় মিত্র





গল্পটা এরকমই, পৃথিবীটা আদৌ গোল কিনা, কমলালেবুর মতও কিনা এব্যাপারে ভদ্রলোকের ঘোরতর সন্দেহ; থাকা স্বাভাবিক, কারন পাওনাদারের তাগাদায় তিনি মাঝে মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেনীর ছোটমেয়ের ভূগোল বই-এর একটু ছ্যাতরানো কমলাটির একটি কোনে ঝুলে থাকেন, তেল-ঝাল-মশলা বারন থাকায় তিনি ভালোমন্দ খেতেই পারেন না। তবুও পাড়ার মোড়ে ছেলেরা কমলা-তো-ও-ও আওয়াজ দেয়। তিনি চেপে যান কারন ঘরে ষোড়শী মেয়েটির গলায় শুনেছেন গুনগুন 'এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না........
তবু এভাবে তো চলতে পারে না, একদিন শনিবার তিনি অফিস ফেরতা, একখানি ডাউন দত্তপুকুর লোকাল ফেরত পাঠালেন একপেট ভর্তি কাটাপড়ার গল্প নিয়ে, সেদিনই তিনি কম্পার্টমেন্টে এক লেবুওলাকে মারতে ওঠেন 'নেব না' বলা সত্ত্বেও সে 'ভেঙে খেয়ে দেখুন' বলায়, পাড়ার ঘোষদা দেখেন; এতে পাড়ার লোক চিন্তিত মুখে ছুইসাইড কিনা ভেবে দেখতে দেখতে চুঃ করে বলে 'শেষের দিকে একটু বিগড়িং..' এরই মধ্যে বোধহয় একজন, যে দাবী করে সে জানত এরকমই একটা কিছু হবে, কারন 'মিত্তিরদা; এই তো সেদিন খুব পার্সোন্যালি' তাকে দুঃখ করে বললেন- এভাবে আর চলতে পারে না; তাই তিনি ঘরের জিরো পাওয়ারের বাল্‌বটির সঙ্গে কথা কয়ে রেখেছেন গতরাতে; যে হয় তিনি থাকবেন নয়তো সে, ও আরা........
পাড়ার তরুনকবি তার খাতাখানায় লিখল, এককমলারা বড় অসুখী হয়, ইত্যাদি প্রভৃতি......

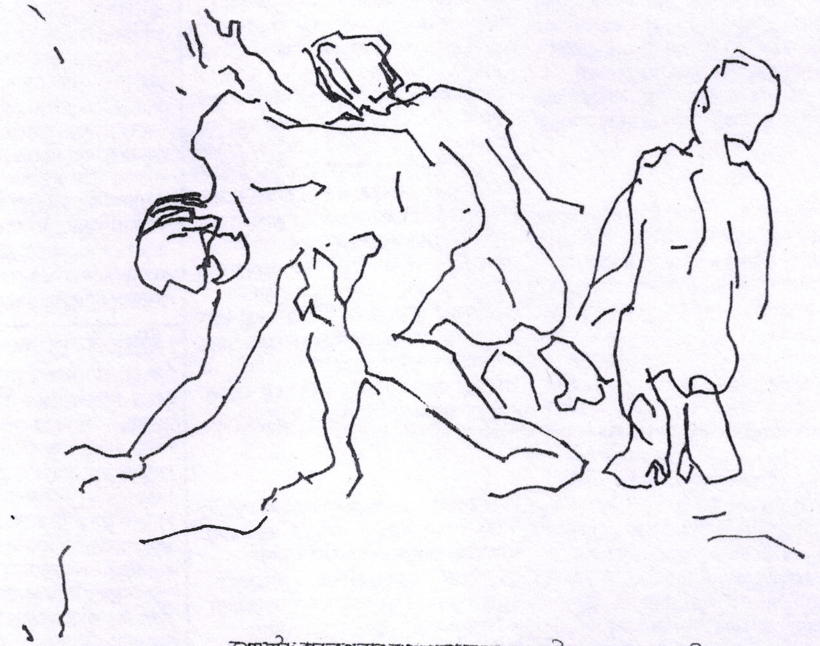
অমিতাভ সেনগুপ্ত

রামানুল থাকে চিৎপুরের মোড়ে
আমি বেলেঘাটায়
ওর সাথে আমার প্রায়ই দেখা হয়
আমরা কখনও মনুমেন্টের নীচে
ভাঁজ করা গালি চায় পিঠ এলিয়ে দিই
আবার কখনও একরাশ উৎকন্ঠা নিয়ে বসে থাকি
কখনও কখনও অন্ধকারে একসাথে চলতে চলতে
আমরা হিসাব কষি
বুঝতে পারি হিসাবে রামানুলের মন নেই
আমাদের দুটি ছায়া পাশাপাশি হেঁটে যায়
মাঝে মাঝে গোড়ালির ঠিক পেছনটাতেই
পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ পাই
আমি ফিরে তাকালেও ও তাকায় না
রামানুল বলে
সিগারেটের আগুনও কত বুদ্ধিমান
সেও পুরো ছায়াটাকে পেছনে ফ্যালে
আর অরিন্দম তুই শুধু শব্দ খুঁজিস
এবার থেকে কিছু কিছু বাক্যও খুঁজবি
আমরা এগিয়ে চলি
শব্দ খুঁজতে না বাক্য, ঠিক বুঝতে পারি না

ইদানীং আর আমাদের দেখা হয় না
অনেকগুলো বছরও কেটেছে
আমি সিগারেট ছেড়ে পাইপ ধরেছি
আজকাল আর আমার ছায়াটা পিছনে পড়ে না
একএকসময় আয়নার সামনে পেছন ঘুরে
নিজের ছায়াটাকে দেখতে চেষ্টা করি
দেখি আয়নাটা শুধুই সুখাস্থ্যের লক্ষণ চিহ্নিত করে
আর ছায়াটা গুড়িগুড়ি মেরে সামনে এসে পড়ে
এমনিভাবে দিন কেটে যায়
দিন কেটে যায় নানা কাজে

অনেকদিন পর আরে একবারই
রামানুলের সাথে আমার দেখা হয়
তার চারপাশে তখন লক্ষ লক্ষ আগুনের ফনা
রামানুল হেসে বলে ওঠে
দ্যাখ কী ভীষন বাক্যের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছি
অথচ একটুও জ্বালা নেই
আজ আর আমার ছায়া কোথাও পড়ে না
অরিন্দম তুই শুধু শব্দ খুঁজতিস
তাই তোকে বলি
শব্দ শুধু একটাই আর বাক্য অনেক
সারাজীবন ধরে এই একটাই শব্দকে
নিজের বলে জেনেছি
কিন্তু সেটাও যেন শোনা হয়নি
হয়ত তুই শুনতে পাবি
এই আগুনে জ্বলতে জ্বলতে
আমার নাভিমূল ঘটার একটি মাসে শব্দ পাবি
জানবি সেটাই আমার অস্তিত্ব
বাকি সব কথার কথা

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়



ফোনটা বাজতে বাজতে থেমে গেল। ফোনটার অনেক আগেই থেমে যাওয়া উচিৎ ছিল, কারন ফোনটা কারও জন্য ছিল না।

একটা লোক কাল লেকের জলে ঝাঁপ আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা কিছুতেই ডুবতে পারছিল না, কারন লোকটা সাঁতার জানত; আমি তার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে হেসে উঠে বললাম জলের নীচে পাখী নেই, কিন্তু জল থেকে ঠিক যতটা উপরে আকাশ ঠিক ততটাই নীচে ওরকম একটা আকাশ আছে। সে আকাশের কত রঙ- লাল, নীল, হলুদ, সবুজ সে যেন রঙে রঙে এক মহাসমারোহ লেগে গেছে। সে আকাশটা তুমি দেখবে? আকাশের গায়ে ছাইরঙা মেঘ। যারা মেঘকে সোনালী বলে তারা সব মিথ্যুক জোচ্চরের দল। শুধু পয়সা কামানোর ধান্দা।

লোকটা সাঁতার কাটতে কাটতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল PECUNIARY মানে কি? আমি ডিকশনারির পাতা উল্টাতে শুরু করলাম; P........Pe......Pec.......Pecu দাদা ne না ni, ও: ni, নাঃ যে জায়গায় ও শব্দটার মানে লেখা ছিল সেখানটাতেই উইতে খেয়েছে। শালা, উই বড্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগছিল বোধহয়; শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা সম্ভব হয়েছিল কিনা জানিনা।

যত রাত বাড়ছে ঠাণ্ডাটাও, শরীরটাকে চেটে চেটে সাদা করে দিচ্ছে। লোকটা কালকে বলেছিল ধোঁয়ার ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া পড়ে, ইস্ ধোঁয়ার ছায়া দেখতে দেখতে হাতের সিগারেটটা পুরো পুড়ে গেছে।

ঐ ফোনটা আবার বাজছে। ফোনটা আমার জন্য নয় তাই কিছুক্ষন পরেই নিজে নিজে থেমে যাবে। ফোনের চকচকে কালো গা থেকে একটা শব্দ শুধু পিছলে পিছলে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং

অরূপ ঘোষাল

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

অপ্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে

(প্রথম পাতার পর)

নিজেরই বক্ত সমস্যা – রাজা যতই প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল হোন না কেন - তিনি রাজাই - প্রজাকে প্রজার মতই থাকতে হবে - তাই গরীবকে নিজের প্রয়োজনে গরীব রাখতে হবে। এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা না হয় থাক, প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে নূনতম প্রচেষ্টায় জনবন্টন ব্যবস্থায় (PDS) বা রেশনিং দিয়ে - দারিদ্রসীমার নীচে (BPL) বসবাসকারীদের মধ্যে মাসে ২০ কেজি খাদ্যশস্য সাধারন দামের (CIP) নিচে বিক্রয়প্রথা চালু হবে সেটা নি... আগে ভাবা যাক। আসলে আমরা নিজেরাই স্থির করতে পারছি না প্রকৃত দরিদ্র কারা। গরীব বললেই গ্রাম। শহুরে গরীবদের কথা ভাবাই হয় না। এরফলে দারিদ্রসীমা-র হিসাবে থাকে গণ্ডগোল আর অনেক ক্ষেত্রে মূল অংকটাই বেঁকে যায়। ১৯৮৭-৮৮ সালে মোট জনগনের ২৭·৭%, ১৯৭৫-৭৬তে মোট জনগনের ১৪·৭৬% দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো ও করে (যা অর্থনৈতিক উন্নতি সূচিত করে)। কিন্তু NNS তথ্যে ১৯৮৭-৮৮ সালের তথ্য পুনর্বিবেচনা করে ঐ হিসাব পাওয়া যায় ৩৭·২৭%। সুতরাং দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী সংক্রান্ত হিসাবই ভুল, সেক্ষেত্রে এই প্রস্তাব বা কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা থাকে কোথায়। এরপর আসবে CIS এর নিচের মূল্য, যে দামে কি ঐ জনগন জিনিস ক্রয়ে সক্ষম। এছাড়া খাদ্যশস্যের পরিমান, ভরতুকি, কেন্দ্র রাজ্য বিবাদ, নিষ্ক্রিয়তা সব মিলিয়ে দারিদ্র মোচন বৃক্ষের সমস্ত পাতাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ঝরে যাবে।

এবার আসা যাক সেইসব দিনগুলির কথায় যেগুলো বুমধাম করে পালন হয়, হচ্ছে। এবার ৫০ বছর আমাদের স্বাধীনতার। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আমাদের এই অবস্থান কি প্রাস-ঙ্গিক – ভারত আকারে জনসংখ্যায় প্রভৃতিতে এশিয়াতে চীনের পরে হলেও কেন আজ বিশ্বে এশীয় দেশ হিসাবে চীনের পরই ইন্দোনেশিয়া বিশেষ গুরুত্ব পায়? উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই চলে আসে আমাদের মেকি জাতীয়তাবোধ। আবার সার্বভৌমত্ব যখন দাঁড়িপাল্লায় বসে তখন কথায় কথায় সার্বভৌমত্বের বড়াই করি। আমরা ভারতীয় এই চিন্তার আগে চিন্তা করি কমিউনিস্ট, বিজেপি, বা ইত্যাদি ইত্যাদি তখন - তখন জাতীয়তাবোধ ঘোমটার তলায়। আমরা আমাদের মানবিকতার জাতীয়তাবোধের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভুলে গেছি আর লম্বাচওড়া গলায় ভাষা-ভিত্তিক, ধর্মভিত্তি বিভাজন করে চলেছি। আসলে বিভাজন গরীব-ধনী বা খেতে পাওয়া - না খেতে পাওয়ার মধ্যে। অর্থনীতি-র কথা উঠলেই প্রাসঙ্গিক ইনফ্লেশান। চীনে গত কবছর ইনফ্লেশন চব্বিশ থেকে পনেরতে নেমেছে। কারন জাতীয় আয় বেড়েছে তাই মূল্যমানও নেমেছে। আসুন আগামী ১৫ই আগস্ট নতুন ড্রাম বিগিউল ও পটকা ফাটাবার জন্য অপেক্ষা করি। এগুলি খুব অপ্রাসঙ্গিক যেমন অপ্রাসঙ্গিক স্বাধীনতার চেয়ে কেনিয়া BPL এর অ্যাডটা অনেক ভালো। আরও অপ্রাসঙ্গিক হল আমরা শূন্য আবিষ্কার করে শূন্যতে রয়ে গেছি।

এই সমস্ত অপ্রাসঙ্গিকতার বিরুদ্ধে আমার আপনার অনেকের মনে হতে পারে, এমত অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লবই প্রাসঙ্গিক কারন হিসাবে অবশ্যই দেখাতে পারা যায় ① অগনতান্ত্রিক সংবিধান ② শোষন ③ সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ইত্যাদি প্রভৃতি। তা বেশ, তবে বিপ্লবে কি হবে, অনেকে বলে উঠবে: রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে আসবে পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে, তারপর... আচ্ছা বারে বারে সংস্কৃতির ঢাকটা পেটানো কেন, শুধু সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্ভব, ওটাই কি সমাজের মূলভিত্তি? আমার তো সংস্কৃতির গোটা ব্যাপারটাই অপ্রাসঙ্গিক লাগে, কারন, কারন সমাজের মূল বুনিয়াদ যেখানে অর্থনীতি আর সংস্কৃতি সে তো বাচ্চা ছেলের টুপি কি তে পাল্টায় না, পারে না, কারন সংস্কৃতি ভুঁইফোঁড় ও নয় আর গজায়ও না, গড়ে ওঠে। সেটাকে পাল্টাতে গেলে জন মননে বিপ্লবের প্রয়োজন। অচেতনস্তরে কোন কিছু গ্রহন করে অবচেতনে তার কার্যাবলীর গতি আরো ভেতরে গেলে তবেই তা অচেতনে ধ্রুব সত্য হিসাবে স্থান পায়। সচেতন আর অবচেতনের যুদ্ধটা বাস্তব আর সত্যের চিরায়ত রণের মত। তাই অচেতনে কোনো কিছুকে হঠাৎ গ্রহন করে শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে অচেতনে রং করার মত সহজ কাঠামো মানবমনের নয়। মন নিয়ে কথা - সচেতন - অবচেতন - অচেতন শুনলেই মন্তব্য আসবে এ তো লাইনে চলে যাচ্ছো ফ্রয়েড আর সমাজ বিপ্লব এর কি সম্পর্ক। কিন্তু শ্রেনীর ভিতর যে দ্বন্দ্ব যা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে সেই দ্বন্দ্বই তো মানুষের অস্তিত্বের হাম্বা। আর দ্বন্দ্ব মনকে ছেড়ে কেমন করে থাকতে পারে। এরপরই ফ্রয়েডকে কাটো অভিযান, চলে আসবে হ্যাভলক অ্যালিস্ - কোত্থেকে কে জানে.... হ্যাভলকের নাম মনে পড়লেই একটা শব্দ আমার মাথায় আসে তারই লেখা কোনো বইতে কোনো প্রসঙ্গে ছিল হিব্রু শব্দটা Kodesh (বানানটা সম্পর্কে বর্তমানে আমি নিঃসন্দেহ নই)। অপরপক্ষে পবিত্র বা অপবিত্র চ' বিপ্লব প্রয়োজনীয় ও চরমতর তাই পবিত্র আর সে কারনে তাকে নিয়ে নাড়াঘাঁটা করাটা অপবিত্র। তার সামিল (গরুর মাংস হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে পবিত্র তাই স্বাদু হলেও তা ভক্ষনে হিন্দুরা অপবিত্র হবেন) হ্যাভলক যতদূর সম্ভব রজঃস্বলা স্ত্রীগমন সম্পর্কে এরকমই একটা কিছু........)। বিপ্লব বিষয়টা সশস্ত্র হয়ে এই মুহূর্তে যতটা অপ্রাস-ঙ্গিক ঠিক ততটাই অপ্রাসঙ্গিক মনন সম্পর্কে হ্যাভলক। আসলে ক্যাথলিক এবং কমিউনিস্টরা তাদের বিরোধীদের একসঙ্গে সৎ ও বুদ্ধিমান ভাবতে পারেন না। সে কারনে যুক্তির সওয়ার না হয়ে বিরোধীপক্ষকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিজেরা লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত বা প্রতিক্রিয়া-শীলদের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাদের মনন এর এই একমুখী হনন অভিযান এর ঢঙ মেগালোম্যানিয়া বা যত্যাসবাদী লক্ষণ ছাড়া কিছুই নয়। এই অপ্রাসঙ্গিক সশস্ত্রবিপ্লবের জন কুইক্সোট ও সাঙ্কোপাঞ্জোরা কিছু না পান তো হাওয়াকলের সাথে যুদ্ধ করুন এবং দেওয়াল রঙীন করুন বন্দুকের নল দিয়ে।

যাক প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসি। ধ্বংসের পর সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বংস সর্বদা কাম্য নয়। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয়কে প্রাসঙ্গিক করা হোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রসরকার, স্বাধীনতা, গনতন্ত্র, সশস্ত্র বিপ্লব কোন কিছুকে অপ্রাসঙ্গিক লেবেল সেঁটে মনের আনন্দে ঘুরলে চলবে না, সামনে কোন মূর্তি নেই বলে মূর্তি ভাঙলে চলবে না; আবার নিজেদের কর্মকাণ্ড বা ইমেজ তলানিতে ঠেকলে, সাময়িক প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিবর্গ, যাদের নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতার সময় অপ্রাসঙ্গিক ঘোষনা করা হয়েছিল, তাদের টেনেহিঁচড়ে আনলেও চলবে না (যথা সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রাসঙ্গিকতার সময় তেজো-র কুকুরমার্কা সম্মান পেলেও বর্তমানে ২৩ শে জানুয়ারী অকাল দীপাবলী নির্মান)। গরীবি হঠাও, অর্থনীতির বিকাশ-বৃদ্ধি, ভুল, বিপ্লব, সাম্য আর পারিস্থিতির বিবেচনায় প্রায়োগিক পশ্চাদ্ অপসারন – বিষয়গুলো শুনতে শুনতে ফোঁপা হয়ে গেছে, সেগুলো অকারনে হাওয়া ভর্তি করে ফাটালে ফাঁপা আওয়াজ হয়। চাই সচেতন, অবচেতন, অচেতন-এর সঙ্গে ত্রিমাত সমীকরন নির্নয় করে, ত্রিমাত্রিক তলে বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক রূপে তার স্থান নিরূপন। আমাদের অস্তিত্বে সর্বদা বিপ্লব হচ্ছে, এই স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তরা ভীষণ একা – এদের দ্বন্দ্বকে ধীরি-স্থির অগ্রগতি হোক। কি প্রয়োজন ভীষণ অসম্ভবে একাকী প্রসঙ্গ-অপ্রসঙ্গের দোলনায় দোলার?

কফিকথা

শীতের সন্ধেতে গরম কালো কফির সাথে
আমাদের মনে আমার ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে প্রশ্ন ওঠে
সে গ্লাসে এক কাপ কফি পাওয়া যায়
কোথায়

সাজিলে জ্যামাইকা.... নীলগিরি ঘুরে হঠাৎ আবিষ্কার করি সেরা কফিকুটী পাওয়া যায় সাদোরিকার আড্ডাবাজিতে। দাম: টা ৩৫০০০-২০০০০০ ডলার। এর মূল্যটা লুকিয়ে আছে প্রেসিডেন্টের সাথে পানাবকাশে। একমাত্র কফি খেতে খেতে প্রেসিডেন্ট আপনার সমস্যা শুনবেন সঙ্গে দোনাট (DOUGHNUT) পাবেন ফ্রুকতে যা ছাড়া কফি হল সূর্যছাড়া দিনের মত দাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলা যায় DNC র বিভিন্ন স্তরে ছাঁকতে ছাঁকতে আসা Pure কফি একটু দুর্মূল্য হবেই। প্রেসিডেন্ট অবশ্য মূল্যের প্রশ্নে বিনয়ী বলবেন: দাম! ছিঃ ছিঃ যদি ডোনেশান হিসাবে দেন তাহলে আলাদা কথা - বিষয়টা গল্পের মত হলেও সাত চিনা ও মালেশিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা এতে বেশ অভ্যস্ত। বর্তমানে ভারতীয় নেতারাও তাদের পূজো সামে-রিকানিজম এর এই ধারা অনুসরনে কফি না হোক সুহৃদদের জন্য নিজেন পক্ষে দার্জিলিং লিকারের বন্দোবস্ত করতে পারেন। তাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না।

হজ ব্যবসা

(প্রথম পাতার পর)

আমি দৈনন্দিনের একজন স্টাফরিপোর্টার
আমি এটাকে অন্যায় বলে মনে করি না
আমি চাই এটা চলুক
শুধু পাসপোর্ট অফিসে ঘুষ বন্ধ হোক
প্রতিবন্ধী শিশুদের ঋণ দেওয়া হোক
হজে যাবার জন্য এবং
সমস্ত বিষয়টি তদারক করবার জন্য
একদল 'সৎ সরকারী কর্মচারী'
নিয়োগ করা হোক।

আর যারা বিষয়টি শুরু করেছে তাদের সাধুবাদ জানানো হোক বৈদেশিক মুদ্রা আনয়নের নতুন দিশার পথিকৃৎ হিসাবে কারন প্রতিবন্ধী ভারত-বর্ষ তার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বহুদিন ধরেই বিশ্বের দ্বারে ঘোরাঘুরি করছে আর একজন প্রধানমন্ত্রী-র চেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর বিদেশ যাত্রার খরচ অনেক কম এবং প্রাপ্ত মুদ্রার উপর সুদাসলকষতে হয় না।

ইন্দ্রিয় বিকাশ পত্র

(প্রথম পাতার পর)

-কি করেছিস এতদিনে। কিছু হবে না, একেবারে অচল; তোর বয়সে আমি এই করেছি সেই করেছি-...। গাগতর তারস্বর করা এইসব উক্তি গিলে, ঢারটে শব্দ বমি করতে ভীষণ ইচ্ছে করে "কচু করেছ, এইটা করেছ"। সমাজ ও নিরাপত্তার (খাদ্য বাসস্থান) ভয়ে বা চাপে পড়ে পিতৃদ্রোহী মনোভাবকে অনেকেই চাপা রাখে। খানিকটা মানবিকতার খাতিরেও। আহা শাসন অত্যাচার যাই করুক খেতে পড়তে দিয়েছে। ছাদের তলায় বসিয়ে যা ই শুনিয়ে থাক, রাস্তায় তো শুতে হয় নি। অতএব সন্ধি। শুধু বাপ-বেটায় নয় মা-বেটি-তেও এই লড়াই অব্যাহত। মেয়েরা একেবারেই কিছু করে উঠতে পারে না তাই প্রকাশ্যে তারা আলোচিত নয়। অবশ্য দুইলিঙ্গের লড়াই-এর পদ্ধতিটাও ভিন্ন। সন্ধি বিষয়টা আমার মধ্যে বেশী কাজ করে - ভাবি বাপটাকে একবার টাইট দিই-দিই--না; থাক সন্ধি।
আমার বন্ধুটি কথা দিয়েছে মেয়াদ শেষ হলেই বাড়ী ফিরবে, অবশ্যই হাজার টাকার ইন্দ্রিয় বিকাশ পত্র হাতে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স এর প্রভাবে বাপকে একটু টাইট দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো মতলব নেই।

শ্রমিক শিশু এবং আমি

আমার অফিসের একতলা থেকে আটতলা দিনরাত ফাইফরমাস খাটে যে ছবছরের ছেলে-টা, পাঁচতলার ক্যান্টিনের ১৫০ টাকা মাসিক মাইনে আর দুবেলা খেতে পাওয়া "শিশুশ্রমিক" তার সাথে আমার সম্পর্কটা বড় বিশ্রীভাবেই লিখে ফেলতে হয় আমায় মাঝে মাঝে। একঘেয়ে ও অসহ্য। বিশ্রী কালো গায়ের রঙ - কোনো বাঙালীর মুখের গড়ন অমন হতে পারে ভাবা যায় না, পেপারে লাইবেরিয়ার অধিবাসীদের ছবি দেখে দেখে ভীষন পরিচিত হয়ে যাওয়া মুখ-গুলোর যে কোন একটার মতই অবিকল - একদিন কোত্থেকে একটা ফাইডো-ডিডো আঁকা রঙচঙে গেঞ্জি আর অজস্র রঙের তালিমারা ঢলঢলে হাফপ্যান্ট পড়ে যখন চা নিয়ে এলো নিগ্রো পপ-স্টারের ব্যাটা ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছিল না। এই ছোড়াটা হঠাৎ হঠাৎ এমনই মানসিক বিপর্যস্ত-তা এনে দেয় আমায় - যে আমি বিরক্ত ভীষন বিরক্ত হই। সেদিন এশিয়ান এজের মাঝের পাতায় গান্ধীজীর ছবি দেখে মন্তব্য - 'নতুন দশ-টাকায় ঐ লোকটার ছবি আছে' ওর সাথে আমার সম্পর্কের কারন আছে। একদিন সন্ধ্যায় ফ্রী স্কুল স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম - অফিস ফেরতা - তখন আমার সামনে ৭০০০ টাকা; দেখি ও উল্টোদিক থেকে আসছে, হাতে একটা বিস্কুট - আমাকে দেখে "খা না - সমু" - "খা - না" আমি বললাম "তুই খা" "আমার আছে - এই দ্যাখ" বলে পকেট থেকে আরেকটা বার করে দেখাল আর আমার মুখে আগেরটা গুঁজে দিয়ে দৌড় - দৌড় অফিসের দিকে - আমার ভীষন খিদে পেয়েছিল তখন, আর জানি পৃথিবীতে কেউ আমায় খাবার দেবে না - গুড়ো বিস্কুট আর আবেগের লালা আমার চোখ ভেজালো। একটু পরে লেনিন সরনীতে পড়তেই আমি ভীষন বিরক্ত হলাম ওর এই বেয়াদপিতে - ছোড়া নিশ্চয়ই ক্যান্টিন থেকে চুরি করেছিল বিস্কুট দুটো। নতুন দশটাকায় যে লোকটার ছবি আছে আমি জানতাম না সেই লোকটা সেই লোকটার নাম যখন ও জিজ্ঞাসা করল "লোকটা কে?" আমার মাথায় - জনক, জনক, জনক - নাঃ আমি কিচ্ছু বলি নি, পৃষ্ঠা উল্টে একটা হাফন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখতে শুরু করলাম - আরও বিপর্যস্ত হলাম যখন ওর সাথে চোখাচোখি হল, অদ্ভুত ঝিলিক ওর চোখে এ ছবিটা দেখতে দেখতেও - বিরক্তি ভীষন বিরক্তি এল আমার - ওর উপর নয়, কিসের উপর জানি না, মাঝে মাঝে নিজের মস্তিষ্কের উপর বড় বিরক্ত হই। সেদিন হঠাৎ বলল "একটা টাকা দে না" "কি করবি?" - "চানাচুর খাব" আমি পকেট থেকে একটা টাকা বের করে টেবিলের উপর রেখে জানি না কোন খ্যাপামিতে বললাম "আগে বল - আমি কেন তোকে টাকাটা দেব? - তারপর নে" উত্তর হল "আমি "চানাচুর খাব" আমি আবারও বললাম "সে তো বুঝলাম কিন্তু আমি কেন টাকাটা দেব" - "আমি চানাচুর খাব" - আবারও এবং আবারও "আমি চানাচুর খাব" - আমি বিপর্যস্ত আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না ওকে বা অন্য কাউকে, যে ঐ টাকাটা আমি ওকে দিতে পারি না - যোগ্যতা নেই আমার।
আমি টেবিল ছেড়ে উঠে যাই - ফিরে এসে দেখি ও চলে গেছে, টাকাটাও - আমার ভীষন বিরক্তি লাগছিল - সবকিছু এলোমেলো - নিজের মস্তিষ্কের উপর ভীষন বিরক্তির ৭২ তম ঘন্টায় আমি খাতার পাতায় হিজিবিজি কাটতে থাকি আর কিচ্ছু করার নেই বলেই—

যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযত্নে : অমিত ঘোষাল
৩২এ, ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০০০৬

সরাসরি যোগাযোগ : কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা : দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল

স্টাফ রিপোর্টার : সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্ত

সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

বইমেলা পরবর্তী একটি আকস্মিক সংখ্যা • ৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব



বইমেলাতে আগুন লেগে গেল
চোখের সামনে দাউদাউ করে পুড়ল

প্রথমে যখন শুনলাম আগুন, 'গিল্ডের নামে কয়েকজনের ক্ষমতাপ্রদর্শন ও ব্যবসায় আঘাত' ভেবে ফেলবার পর আগুনের শিখা দেখে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে: না - না - না শুধু জল আসছে চোখে, আমার মত আরও কতজনের। কেন শুধু এই মূল্যবান জলেই, এই আবেগের ধারায় নিভল না আগুন, এই বোকা প্রশ্ন আজ দুদিন বাদে যেমন আমি করতে পারি না তেমন তো পারি না সরকারের সমালোচনা করতে; 'দমকল মন্ত্রী করে কি হল?' এসব বলতে – কারন এখন আমরা সবাই জানতাম খাবারের স্টলগুলোকে একপাশে করা উচিৎ – কিন্তু আমি কি খাবার সময় একবারও ভেবেছি এসব কথা – অবশ্য যারা বইমেলায় এসে হাউমাউ করে চাও-মাও এটা সেটা গেলে তাদের আমি এবং আমরা অনেকেই বিশ্রী বিজাতীয় কিছু একটা ভাবি কারন প্রতিবারই বইমেলায় পছন্দের এবং প্রয়োজনের বইগুলো কিনে ফেলবার অর্থ-স্থান হয়ে ওঠে না; কিন্তু কফি বা চা – ওরা কি আগুন জ্বালে নি – আমাদের অস্থায়ী কফি হাউস? তারা কি নিয়ম মেনেছিল? আমি জানতামই না 'বইমেলায় খাবার বাইরে থেকে করে এনে ভেতরে বেচবার' লিখিত নিয়মটা – আমি এবং আপনারা সকলেই নিয়ম মেনে স্টলের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি নিয়ে ঢুকি নি – তাই নিয়ম ভাঙবার পদ্ধতিটা নিয়ামকরাই তৈরী করেছিলেন বলে দায় এড়াতে পারি, সংগঠকদের দায়ী করতে পারি বা স্টলের অনুমতিপ্রদানপত্রে স্বাক্ষরকারী-দের দায়ী করতে পারি – কিন্তু পাঠক, যদি আপনি হন তাদের মধ্যেই কেউ? আপনি কি করবেন? আপনার মত আমিও এখুনি দায়টা ঠেলে দিতে পারি দমকলের দিকে, কারন আমি জানি আপনার কিছু করার ছিল না। দমকলের গাড়ী এবং বেশ কয়েক-জন দমকলকর্মী উপস্থিত ছিলেন তবুও প্রথমেই আগুন নেভানো যায় নি – অথচ তাদের থেকে অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি স্থলের দূরত্ব ছিল একশ মিটার-এরও কম। উপস্থিত দমকলের পাম্প কাজ করে নি প্রয়োজনের সময় – এটা নিশ্চয়ই দমকল-কর্মীদের কর্তব্যে অবহেলা; একটা যন্ত্র মজুত আছে, অথচ তা সচল কিনা সেটাই নিয়মিতভাবে পরীক্ষিত হয় নি – এটাকে কি বলা যাবে? বা যদি হঠাৎই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকে – তাহলে? – তাহলে কি যন্ত্রের দোষ শুধু? – কিন্তু পাঠক আপনি যদি হন একজন দমকলকর্মী এমনকি ঐ বিশেষ কয়েকজনের একজন আপনি কি করবেন? – আপনারও চোখ ছলছল করেছে – পরাজয়ের গ্লানি এখনও ধুয়ে যায় নি – আপনি কি এলোমেলো হাওয়ার দোষ দেবেন? আমি জানি আপ-নারা চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি; আমার থেকে অনেক অনেক বেশী সক্রিয় ছিলেন অন্তত আমার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন নি। কিন্তু ঠেকানো গেল না।

বইমেলাতে আগুন লেগে গেল।
দাউদাউ করে পুড়ল চোখের সামনে।

সরকারের দোষ? দমকল মন্ত্রীর? তথ্য-সংস্কৃতি ও পুলিশমন্ত্রীর? মুখ্যমন্ত্রীর? তাঁরা কি করবেন? একবার আগুন লেগে গেলে? রাইটার্স থেকে নিজের খাবার জলের গ্লাস ভর্তি করে এনে আগুনে ঢালবেন? আশ্চর্য জীব আমরা এবং ততোধিক আশ্চর্য আমাদের সমালোচনা – 'সরকার' জিনিসটাকে আমরা ঠিক কি ভাবি, সেটাই এখনও বুঝতে পারি নি বোধহয়। এখনও বুঝতেই পারবো না বা চাইবো না যে বইমেলায় ঐ সস্তা খাবারের স্টলটি করতে এবং গিল্ড অফিসে স্বেচ্ছাসেবকদের খাবার সাপ্লাই-এর অর্ডার পেতে যে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল, সেই কাঠখড় যা আপনি আমি প্রত্যেকেই শুধুমাত্র নিজনিজ ক্ষুদ্র স্বার্থযুক্ত কার্যসম্পাদনকালে প্রতিদিনই পুড়িয়ে থাকি – বইমেলাতে আগুন লেগেছিল সেই কাঠখড় থেকেই এবং আবারও লাগবে আমাদেরই আনন্দের উৎসবগুলোকে শোকগ্রস্ত করে তুলতে।

কয়েকজন পাঠক হয়তো আছেন যাঁরা অগ্নিকাণ্ডের সময় হাতের কাছে পাওয়া পছন্দের বইগুলো তুলে নিয়ে পালিয়েছেন – তাঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করতে আমি বাধ্য কারন ঐ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হল আমাদের সবার প্রতিদিন ঐ বিশেষ কাঠখড় পোড়ানোর ধোঁয়া যা সবসময়ে আমরা ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দিই বা মিশিয়ে দিই আশেপাশের বাতাসে।

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

তৃতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • অক্টোবর ১৯৯৭ • প্রচার সংখ্যা ১০০০ • মূল্য: দুই টাকা

> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোশ্লাভ হোলুব

ক্লোনিং এবং

স্টাফ রিপোর্টার :

He must learn to concentrate upon the essentials of a situation but without ignoring too many of reality's qualifiying side-issues. In this way he may be able to tell not indeed the whole truth (for the whole truth about almost any important subject is incompletable with bravity) but considerably more than the dangerous quarter-truths and half truths which have always been the current coin of thought.

---Aldous Huxley

Brave New World Revisited
(Foreward)

দৈনন্দিনের পরবর্তী সংখ্যায় যে ক্লোনিং নিয়ে একটা লেখা থাকবে তা নির্ধারিত হয়ে গেছিল ডলি র পূর্ণ গঠন সংবাদ পাবার পরই- Aldous Huxley র Brave New World কত বিভিন্নভাবে আপতিক হয়ে যেতে পারে তার অজস্র সম্ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল অথচ কোথায় যেন একটা খাঁক থেকে গেছিল- দীর্ঘ 45 দিন লেখাটার একটা লাইনও তৈরী হয় নি অতিরিক্ত আজ ২৩শে এপ্রিল AFP জানাচ্ছে :

NOW EVEN LENIN CAN BE CLONED - Professor Valeri Bykov, Director of the *Russian Institute of Biological Studies*, which mummified Lenin's body following the death in January 1924, explained that "with intensive efforts, the clonage of Lenin is possible because the cell have been conserved".

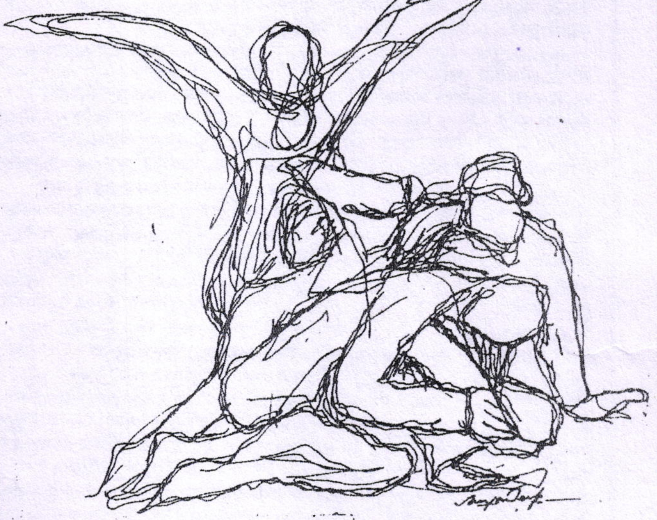
আসে আসেই লেখাটা কেমন অনায়াসে শুরু হয়ে গেল। দৈনন্দিনের তরফে আমরা কেউ একজন যখন কিছু লিখি সেটা দায় নির্বাহ জাতীয় কিছু নয়, অনুবাদ যে চিন্তা আমাদের মস্তিষ্কে তৈরী করে সেই স্বত: স্ফূর্ত প্রকাশ — মস্তিষ্ক অবচেতনে ধরতে পেরেছিল ফাঁকটা তাই শুরুই হয়নি লেখাটা অথচ সম্পাদকের গুঁতো খেয়েছি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার, লেখা কি যেত না - Valeri Bykov এর কথাটা তো আমার মস্তিষ্ক বহু আগেই বলেছে বহুবার - কিন্তু এই Ankara তে বসে বলা কোনো ব্যক্তির কথা যা অনুবাদ শিরোনামে আসে তা সত্যতার এক বাস্তব সেতু তৈরী করে আমার চেতনায় - লেখাটা শুরু হয়ে যায়।

অবশ্য এই লেখালিখির ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথে -র 'বাংলাভাষা ও বাঙালী চরিত্র' প্রবন্ধের কিছু অংশে 'আমরা' ও 'আমাদের' বদলে 'আমি' ও 'আমার' বসিয়ে লিখলে একটা নতুনতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় — "আমি আলস্য বশত: চোখে যেটুকু কম দেখি, কোনে বসিয়া মনে মনে একটা চার্ট গড়িয়া সেটুকু পূরন করিয়া লই। আমি অল্পস্বল্প দেখি, অথচ খুব বিস্তৃত করিয়া generalize করি। তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড system বাঁধিয়া লই; কিন্তু অসাধ কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার সরঞ্জাম সংগ্রহ করি। আমার অপরিমিত কল্পনা আমার নিরীক্ষণ শক্তির আগে আগে ছুটিয়া চলে, একটু দেখিবামাত্র তাহার কল্পনা মত্ত হইয়া উঠে। এইজন্য জগৎ স্পষ্ট দেখা হইল না - অথচ সকল বিষয়ে মস্ত মস্ত তত্ত্ব বাঁধা হইল। পৃথিবীর একটুকুখানি দেখিয়াই অমনি সমস্ত পৃথিবীর একটি বিস্তৃত ভূগোল বিবরণ রচনা করা হইয়াছে, এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

— ভদ্রলোক জীবন কর্নাফিউজিং, ওনার ভাষা একটা বিশ্রী রকমের বিশ্বাসযোগ্যতা বহন করে- নইলে সর্বদাই উনি ওনার রসসত্তার নিরিখে তথ্যকে অবিশ্বাস্যকর বলেছেন। লেখা শিকেয় তুলে আমি জীবনই অস্থিরভাবে ওনার গোটা খোল থানইট রচনাবলীর দশম খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রনীত) যাতে প্রবন্ধগুলো রয়েছে, নামিয়ে আনলাম। তারই ৫৩০ নম্বর পাতার মাঝামাঝি "সাহিত্যের যুগ বলতে কি বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায় একথা মানতে পারব না। সাহিত্যের মত দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা ছাপমারা পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো একটা ছাপমারের জোরে যে সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমান করতে দাঁড়ায়, জানব, তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভেতরকার দৈন্য আছে বলেই ছাপমারের দেমাক বেশী হয়। যুরোপের যেগনো কেগনো লেখক শ্রমজীবীদের দু:খের কথা লিখেছে, কিন্তু সেটা যে ব্যক্তি লিখেছে সেই লিখেছে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন নীলদর্পন নাটক, দীনবন্ধু মিত্রই তার সৃষ্টি- কর্তা। তর মধ্যে যুগের তকমাটাই সাহিত্যের লক্ষন বানিয়ে বসে নি। আজকের দিনে বারো আনা লোক যদি চরকা নিয়েই কাব্য ও গল্প লিখতে বসে তা হলেও যুগসাহিত্যের সৃষ্টি হবে না - কেন না তার পনের আনাই হবে অসাহিত্য। খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন তখন তাঁর নিজের মধ্যে একান্ত তাগিদ আছে বলেই করেন। সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ, সেটা ভিন্নলোকের ভিন্নরকম। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো ভালোই। কিন্তু সেই এসে পড়াটা যেন যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়। যেগনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানী -র দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতর ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয় নি সেজন্যই এটাতে সম্পূর্ন নতুন যুগের সূচনা হল, সেও অসংগত। পাগলামির মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই, কিন্তু তাকেও ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহন করতে পারি নে। সেটা নতুন কিন্তু কখনই চিরন্তন নয় — যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিস বলা যায় না।"

পালা:- যেন দৈনন্দিনকে শালীন সালাগালি সূত্রের নিখুঁত করেছে সাহিত্যের সাংবাদি- -কতাই সই

(এরপর চারের পাতায়)



Although I do not hope to turn again
Although I do not hope
Although I do not hope to turn

- Ash-Wednessday

বারোয়ারী স্বাধীনতা পুজো এবং

স্টাফ রিপোর্টার :

1947 এ যেসব .... বাচ্চারা বলেছিল : ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় আমি তাদের দলে নই - তাদের কথাবার্তার গূঢ় বা গুহ্যগত অর্থ বোঝবার বাসনাও আমার নেই। কিন্তু স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির এই ন্যাণ্টামো (পড়ে নোংরামী/ ন্যাকামি) আমার অসহ্য লাগছে কেননা যদিই 'ভারতীয় সভ্যতা ৫০০০ বছরের পুরোনো' এই কথাটি ঐতিহাসিক চপবাজী না হয় তাহলে ইংরেজ শাসিত ২০০ বছর তার মাত্র 4% অধিকার করে, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা -র পঞ্চাশ বছর পূর্তির এই ঢং ঢক্কানিনাদের কারনটা কি? আর ২০০ বছর একটা বিদেশী জাতি কোন দূর দ্বীপ থেকে এসে আমাদের শাসন করে শোষনে ছিবড়ে করে দিয়ে যেতে পারলো এ তো আদপে লজ্জার কথা হওয়া উচিত; ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির এই হাস্যকর আড়ম্বর আমরা অনেকে যারা ২৫ কিংবা ৩০ তাদের মনে বিরূপতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুর জন্ম দেয় না। আমাদের দেশীয় কম্যুনিষ্টদের (পাঠক বানান ভুল নয়) বিদেশী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গুলির প্রতি নিষ্ঠা চিরকালই অত্যন্ত প্রবল এবং তাঁদের ইনটেলেকট এতই অগ্রনী বা অচেতনতার দিক থেকে তাঁরা এতটাই এগিয়ে থাকে (বা পেছিয়ে) যে কোনো- কালেই ভারতবর্ষের প্রলেতারিয়েত বা পেটি বুর্জোয়া জনগন তাঁদের প্রধান শ্লোগানগুলি হজম করতে পারেন না। এই যেমন 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', সে তুলনায় আজকের 'নকশালবাড়ীর পথই মুক্তির পথ' বা 'নকশালবাড়ী আন্দোলনের ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করুন' বা '২৮-শে জুলাই চারু মজুমদারের জন্মদিবস পালন করুন' অনেক সুপাচ্য বা অন্তত বাক্য- গুলির মানে সাধারনে বুঝতে পারে। কিন্তু বর্তমান সমস্যা এই যে শ্লোগানের মানে পাবলিক বুঝতে পারলে তারা আর কিছুই বুঝতে চায় না - গড়পড়তা দলগুলির পারিবর্তামোয় যেগলে মিলিয়ে দেয় সেহেতু সামান্য করে - প্রকৃত সাধারন্য প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

যাকগে যাক এত সব ভ্যাজর ভ্যাজর বাদ দিলে সোজা কথা এই যে এই 1947 সালে যদি "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগানটির উদ্ভব হতো, তাহলে তা ঐতিহাসিকতায় উন্নীত হতে পারতো, অন্তত কিছুটা সম্ভাবনা দেখা যেত বা নিদেন ভাবা যেত একটা দেশের বোর্ডের জগতে ফেলিয়া এই নির্লজ্জ বেহায়াপনা।

বিশেষ সংবাদদাতা :

দুর্গাপুজো বা সরস্বতী পুজো কোনহয় উৎসব হিসাবে ততটা জনগন বিচ্ছিন্ন নয় যতটা এই 'সার্বজনীন স্বাধীনতোৎসব'। জনগন বিচ্ছিন্ন অংশগ্রহনকারী বা উপভোগকারীর সংখ্যাগত নিরিখে নয়। (অংশগ্রহন করাটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে একটা অভ্যাসগত বিষয় তা সে যে কোনো উৎসব বা বিপদমুক্ত হজুগই হোক না কেন) 'জনগন বিচ্ছিন্ন' তা এর অর্থগত ও প্রকাশগত দিক থেকে। এ যে 'স্বাধীনতা' বলতে ১৯৯৭ এর মানুষ যা বোঝে তা নয়, তা সকলেই জানে তাই বাড়াবাড়ি

(এরপর আটের পাতায়)

সম্পাদকীয়।

দৈনন্দিনের এই সংখ্যা প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্বের হেতু পাঠকের জন্য প্রয়োজন। কোন কৈফিয়ত নয়, গ্রাহকদের কাছেও নয়। তাঁদের কৈফিয়ত দিতে হবে এ জায়গাতে তাঁরা আসতে পারেন কি? ছ মাস কাগজটা বেরোচ্ছে না তবু কোনো গ্রাহক দু লাইন লিখে জানতে চাননি ব্যাপারটা কি? তাই কৈফিয়ৎ নয় শুধুই জানবার কথা।
Information থেকে উদ্ভূত Primary Emotion — খবরের কাগজ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার পথে সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের বিস্ফোরণ তার আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক হিসাবে দৈনন্দিনের উদ্ভব। যখন এ কবিতার কাগজ তৈরী হয় তখন খবরের কাগজের জগৎ ছিল নৈর্ব্যক্তিক Informative News Reporting কোনো মানুষ না দেখা-শোনা-লেখার কোনো যন্ত্র করছে বোঝবার উপায় ছিল না বিশেষ - কচ্চিৎ কখনও দেখা যেত ব্যক্তি নাম (বিখ্যাত কয়েকজন ছাড়া) অপরপক্ষে দৈনন্দিনই প্রথম কবিতাকে ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্তি দেয়। স্টাফ রিপোর্টার ; বিশেষ সংবাদদাতা ও কয়েকজন সক্রিয় পাঠকের শ্রমের ফসল যৌথ সম্পত্তি হিসাবে দৈনন্দিনের পাতায় পাঠকের সামনে হাজির হয়। গত তিনমাস আগের বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথমশ্রেণীর দৈনিকটি দেখলে বোঝা যাবে পরিবর্তনটা। প্রতিদিন প্রথম পাতায় রিপোর্টার হিসাবে অন্তত বারো থেকে চোদ্দটি নাম ও রিপোর্টিং এ ব্যক্তিগত মতপ্রকাশ ও ভাষার ধরন ধারন পাঠকের সামনে গত দু বছর ধরে এত ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নিয়ে আসা হয়েছে যে পাঠকেরা নব্বইজন আদৌ এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। (যদিও পি.এন অ্যাকাউন্ট নিয়ে খোঁচাখুঁচির সময়ে সমস্ত ব্যক্তিনাম আবার স্টাফ রিপোর্টারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আবার বেরিয়ে আসে উত্তরপ্রদেশ নিয়ে বাজপেয়ীর পদক্ষেপে) রিপোর্টিং এর এই পদ্ধতি মূলগত ভাবে কবিতা হিসাবে দৈনন্দিনই প্রথম প্রকাশ করে - এক পথ খোঁজবার পথ হিসাবে - ব্যক্তিসচেতনা সমাজসচেতনতার ক্ষেত্রে যাতে একান্তই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ হয়ে না থাকে তারজন্য ব্যক্তিঅনুভবকে ব্যক্তির বেদনা সমস্যার সাথে সংযুক্ত করবার পদ্ধতিতে ঘটনার আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব, ভালো-মন্দ, হ্যাঁ এবং না গুলিকে পাশাপাশি পরিস্ফুট করবার এক যৌথ জীবন্ত সত্য পরিবর্তনকামী শিল্পরচনার মাধ্যমে।
অথচ সংবাদ ও সাহিত্য সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানটি তার সংবাদপত্রে এ হেন ব্যক্তি অনুভব, ব্যক্তিভাষা ও ব্যক্তিদৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করছে সংবাদ হিসাবে এর কারনটা কি? - অবশ্যই আমাদের মত অ্যামেচার স্বপ্ন বা কোনো আদর্শগত দিক থেকে নয় - নিশ্চয়ই এমন কোনো উদ্দেশ্য যা আর যাই হোক এই সিস্টেমকে পরিবর্তিত করা নয় কিছু কৌশলী সংশোধন যা এই অনৈতিক সমাজব্যবস্থার -- ঠিক যেমন পরিমিত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে প্রতিষ্ঠান সযত্নে লালন করে তারই উন্নতির জন্য -- আসলে সংবাদপত্রে এইভাবে সংবাদপ্রকাশের উদ্দেশ্য পাঠকের ভাবনার তো বটেই, আঞ্চলিক আবেগের গতিটিকে আরও আরও বেশী সীমায়িত-নির্দিষ্ট করে দেওয়া। আরও বেশী অকেজো করে তোলা মস্তিষ্কের বিচার ক্ষমতাকে। জনতার আবেগকে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট তাদের লাভজনক পথে পরিচালনা করবার প্রচেষ্টার এক নতুন পথ। প্রাতিষ্ঠানিক রিপোর্টার জানতেও পারবেন না কিভাবে তিনি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত; কারন তাঁর মৃদু বা জোরাল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকেও প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমান হিসাবে ব্যবহার করবে তার নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত অভিযোজনের কাজে লাগায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে।

বিগত তিনদশক ধরে প্রতিবাদী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বিরোধী এবং বিপ্লববাদী রাজনৈতিকতায় বিশ্বাসীদের Reflections about News, যা কোনো ক্ষেত্রেই News Annalysis এর স্তরে উঠতে পারে না (কারন Intelect এর ঘাটতি যা এই পশ্চিমবঙ্গে আজ সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে, অকল্প্য পণ্ডিতমন্যতায় বাঙালীর আগে যে কেউ নেই তা এই ক্ষুদে পত্রিকারও যে কোনো কলাম পড়লেই বোঝা যায়) অত যত্ন সহকারে খবরের কাগজের মাঝের পাতাগুলোয় ছাপা হবার অত্যদ্ভুত স্বপ্নাকার (!!) প্রবনতা প্রতিষ্ঠানের এই নীতিকেই সমর্থন করে। প্রতিবাদীরা হয়তো প্রতিবাদ করছেন তাঁর হৃদয় মনন ও জীবন দিয়েই (যদিও তেমন ব্যক্তিত্ব আমার দৃষ্টিতে দুর্লভ) কিন্তু সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করছেন পরবর্তী প্রজন্মের। প্রতিবাদ মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে পৌঁছবার এই খোলামেলা মৌখিক পথ বড় প্রিয় উঠতি কবি আর সাহিত্যিকদের কাছে। আর যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক P.R. বজায় রেখে প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিবাদী আর রাজনৈতিকতা মিশ্রিত লেখায় ক্রমেই তাঁরা এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠছেন যে 'লিখিত প্রতিবাদ' ব্যাপারটাই অন্তঃসারশূন্য মুক্তি ও জীবন-বোধ বিহীন শিক্ষিত বাঙালীর একটি হাস্যকর নপুংসকোচিত কার্যকলাপের নিদর্শন হয়ে দাঁড়াচ্ছে লেখার সাথে নিজ জীবনাচরনের খিটখেঁটা মিলবিহীন অর্থহীন শব্দমালায় প্রতিবাদের ঢং ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতেই।

এইরকম অবস্থায় 'দৈনন্দিন' এক পদ্ধতিগত সংকটের মুখোমুখি। আরও অনেক বেশী করে তার প্রয়োজন পাঠকের সক্রিয়তা, নইলে অর্থহীন হয়ে যাবে এই যুদ্ধ। গুটিকয় স্টাফরিপোর্টার ও বিশেষ সংবাদদাতার মিলিত মতামত ও দ্বন্দ্ব প্রকাশের স্থান হয়ে উঠলে এ কাগজ তার কবিতার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবে - ব্যক্তি মেধার কসরতে বাহবা কুড়োবার লক্ষ্যে এ কাগজ তৈরী হয় নি - তাই একে তার সঠিক পথে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পাঠকের অনেকবেশী - আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনাদের অনেকের মতামতকেই পাশাপাশি সাজিয়ে দিই সাযুজ্য ও বৈপরীত্য অনুযায়ী কিন্তু আরো আরও বেশী পাঠকের মিলিত সক্রিয়তার লিখিত প্রকাশই দিতে পারে দৈনন্দিনের দ্রুততম গতি ও অধুনা উৎপন্ন সংকট সমাধান।

দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র
এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক ॥

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

তুমি
চলে গেলে। তোমার দেশগাঁয়ে - কিশোরবেলার কাছে - পুরোনো মদের মত ঢাকের বাদ্যির কাছে - উদ্দাম নাচে - চলে গেলে, চলে গেলে। কেমন ঘুড়ি শিকলে হাত বোলানোর মত হয়ে গেছে মনটা আমার -

কেমন দুপুরবেলার মত ঘুম না আসা খাঁ খাঁ পারা জিভ ভ্যাঙচানো কাছে লাগছে।

আমার সোনা,
কবে আসবে তুমি? আমার —

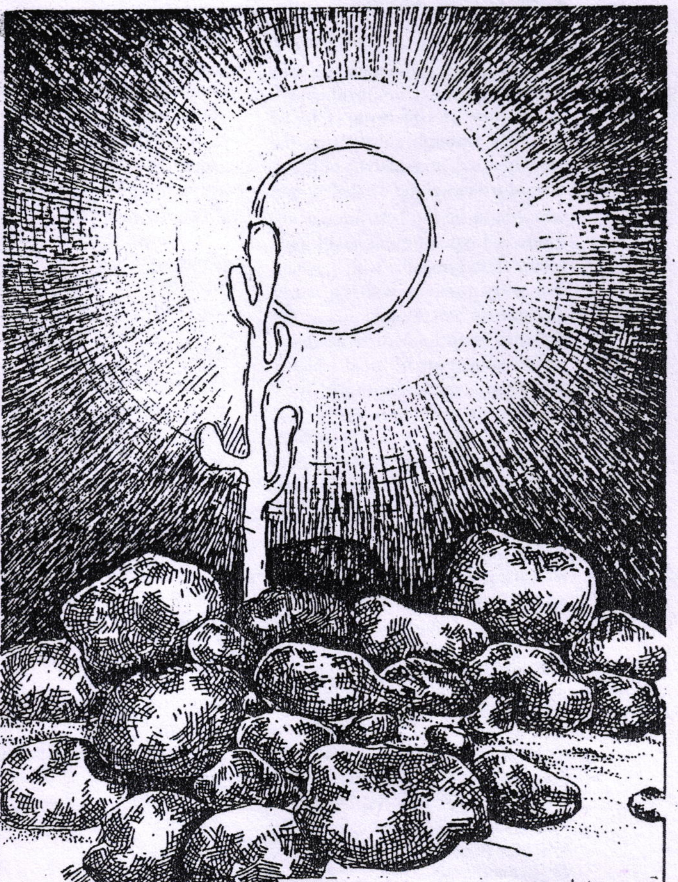
না - আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে তা না - আসলে বোধহয় অভ্যাস
অথচ দারুন এক বিকেল তোমারই জন্য
অপেক্ষায়, অন্যমনস্ক তোমার সচেতন মনস্কতায়
দরজায় দাঁড়িয়ে - দাঁড়িয়ে দেখা।
দেখো তুমি আজ এই বিকেল আজকের
অন্যাবগাসি ঠিক ছুঁয়ে দেবে প্রেম নাম
নিয়ে - দূরগাঁয়ে শ্যামল বালক
ছুঁয়ে দেবে প্রেম তোকে ঠিক। ঠিক নয় —
বেচিক ভীষন - ভয়ানক ভুল হবে তোর —
প্রেম ধোঁয়া জলে প্রান মরে - সাধের
সংসারে সাধ্যাতীত দেওয়ালে পিঠ সন্ধ্যা তোর
... . জানো তুমি, অমন্ত যে জানো - তাও
কেন ভুল ভালোবাসো - বোকা ছেলে -
এতটুকু খাঁচা? তুই নাকি পৃথিবীর, বিটা - এই তুই
অশ্বত্থ চারা? - ঘুরে মর ঘুরে মর শুধু এইটুকু
খাঁচার ভিতরে, সোনারোদ চলে যায় খালি দেওয়ালে
দেওয়াল খুঁড়ে খুঁড়ে সোনামনি কোলে নিয়ে তুই প্রালাঃ
বাটি ঘটি কনডোম, সোনারোদ নিভে যায় ঐ ফুরিয়েই
গেল তার দম

— সোমা সেনগুপ্তা

আকাশের কোলে মেঘ আর মেঘের কোলে আকাশ ঘুমিয়ে যখন এলোমেলো চিন্তার জাল বুনছে, এমন সময় দমকা হাওয়ার তোড়ে আমার কেনার ঘুড়িতে উড়ে চললো ... ... ছুটলাম আমিও ঘুড়ির পেছনে খুব স্বাভাবিক তৎক্ষনাৎ ... ছুটতে ... ছুটতে ... ছুটতে ... কখন দেখি ঘুড়িটা একটা ফুল হয়ে গেল .... অদ্ভুত ফুল ...... আশ্চর্য। কোনো গন্ধ নেই ... ... আর দেখতে একটা অলীক ফুলের মতোন কোনো নির্দিষ্ট নয় কিন্তু সব ফুলেরই মতোন, বর্ণ বিচিত্র।
তারপর ...... তারপর ...... মেয়েদের সর্বদা একটা আশ্রয় চাই - আমি মনে করি না - যেমন মেয়েরাই নিজেরা আশ্রয় ... ... যেমন জীবনটাই রূপকথা তোমার এবং আমার ...... সে যেভাবেই হোক ...... রোদ চশমা দিয়ে রোদ্দুর ঢাকা যায় কিন্তু বৃষ্টিকে কখনোই নয় ... ... সাদা আর কালো জীবনের দুই দিক ... ... গুহোঃ ভুলেই গেছি, সেই ফুল ... ... কখন ভোল পাল্টে আমারই চোখের সামনে একটা সাতরঙা রামধনু হয়ে আকাশে ফুটে উঠলো ... ... হতবাক্ আমিও উড়তে শুরু করলাম আমার লুকানো ডানায় ভর করে হাতে একটা পঞ্চাশ লাখ টাকা প্রথম পুরস্কারের লটারীর টিকিট নিয়ে ... ... লটারীর টিকিট দেখে রামধনুর চোখ লোভে চকচক করে উঠলো। আমার হাত ছিনিয়ে নিয়ে নিলো ... ... এবং কোথায় যেন গীর্জার ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠার সাথে সাথে রামধনু মিলিয়ে গেল আর আমি আমার পাশের বাড়ীর উঠানে কয়েকজন হিজড়ে কে দেখতে পেলাম - অদ্ভুত হাততালির শব্দ - এখন আমার সামনে শুধু কালো কালো লোহার শিক আর একটা আবছা আলোর স্যাঁতস্যেঁতে ঘর পাশাপাশি আছে আরও কয়েকটা ....
তোমার মনে হলেও হতে পারে - কিন্তু আমি পাগল নই। বা আত্মবগয়ের কোনো পাগলাগারদেও আমি নেই।

— সুদীপা ভট্টাচার্য

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



All is not lost, the unconquerable will
And study of revenge, immortal hate
And courage never to submit to yield :
And what is else not to be overcome.

- Paradise Lost

বিছানা তো টানে। বিছানার টান অপ্রতিরোধ্য। আগুন তো টানে। আগুনের টান অপ্রতিরোধ্য। বাতাসের বেগ ভাসাতে চায়, সে ভাসমানতা অন্তহীন। জলস্রোত তো ওড়াতে চায়। সে নিরলসতা বিরামহীন। শুধুমাত্র মানুষই টানে না পৃথিবীকে। পৃথিবীর টানও থাকে পৃথিবীর প্রতি; গাছপালা পাথর নদ সবের প্রতিই। সে টানে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। যে যেমন বিচরনের ইচ্ছা রাখে সে তেমনই বিচরন করতে পারে। অবশ্য পাথর বা গাছপালা সে অর্থে বিচরন করতে পারে না। কিন্তু অন্য কোনো অর্থে তারাও বিচরন করে বই কি। তাতে সময় লাগে। গাছ তার শিকড়ে শিকড়ে বিচরন করে, তার ডালপালা পাতায় পাতায় বিচরন করে। পাথর গড়িয়ে যায় পাথর চূর্ন হয়ে, পাথর সরানো হয়। কিন্তু সব বিচরন সত্ত্বেও পৃথিবীর সঙ্গে তাদের লেপ্টে থাকতে হয়। বহির্গমন বেগ তো সবার ক্ষেত্রে অর্জন করে ওঠা সম্ভব হয় না। মহাকাশের কৃত্রিম উপগ্রহগুলোও কি তা অর্জন করতে পারে না। তারা বাইরের দিকে গতি এবং ভেতরের দিকে টানের টানাপোড়েনে ত্রিশঙ্কু অবস্থাতেই থাকে যতদিন থাকে। কয়েকটা মহাকাশযান অবশ্য আরো দূরে যায়। চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে এমনকি সৌরজগৎ ছাড়িয়েও। এদের মধ্যে কয়েকটাতে মানুষও ছিল। তবে মানুষ যেগুলোর মধ্যে থাকে সেগুলো আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে - অনেককিছু বর্জনের মধ্যে দিয়ে হলেও। আর - যেগুলোতে মানুষ থাকে না সেগুলো যদিও বা পৃথিবী ছাড়ালো তো অন্য গ্রহের-উপগ্রহের টানের মধ্যেই রইল। অন্য গ্রহ ছাড়িয়ে অন্যান্য গ্রহের টানের মধ্যেই থাকতে হবে। সৌরজগৎ ছাড়িয়ে গেলেও অন্য কোনো জগতের টানে তাকে থাকতে হবেই। এবং ছুটতে হবেই। এ শুধু মহাকাশে নয়। এ পৃথিবীতেও। টান থাকবেই। ছোটাও থাকবেই। বিছানা অপ্রতিরোধ্য টানে। আগুন অপ্রতিরোধ্য টানে। বাতাস ভাসে। জল ওড়ে জলের মধ্যেই। আর সমস্ত কিছুই বিরামহীন ছোটে। অবিরাম গতিতে। বস্তু, ঘটনা, প্রক্রিয়া; সম্পর্ক সবকিছুর মধ্যেই টানাপোড়েন। এই বিপরীত মুখী প্রবনতা। এই দ্বন্দ্ব। এই বৈপরীত্যের ঐক্য। এবং বৈপরীত্যের সংগ্রামও। এবং বিকাশ। বস্তু, ঘটনা, প্রক্রিয়া, সম্পর্ক সবকিছুর মধ্যেই তার আভ্যন্তরীন এই বৈপরীত্যের ঐক্য এবং বৈপরীত্যের সংগ্রাম এবং এরই ফলে এক বিকাশের দিকে যাত্রা।

জড়ের মধ্যে তো চেতনের সবগুন বর্তমান, তবে কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জড়ের পরিনতি যা হতে পারে সেই পরিনতিই চেতনেরও হবে। অথবা এমনও বলা যেতে পারে জড়ের পরিনতিই চেতনের পরিনতি এবং চেতনের পরিনতি মাত্রেই জড়েরও পরিনতি। অবশ্য পরিনতি বলে যদি কিছু থাকে। পরিনতি থাকলে তো সূচনাও থাকবে। সূচনা থাকলে তো সেটাও অপর কোনো অবস্থার পরিনতি হবে। তবে তো পরিনতি অথবা সূচনা বলে কোনোকিছুর অস্তিত্বই থাকে না। থাকে শুধু বস্তুর অবস্থান্তর। কিন্তু জড়ের মধ্যে চেতনের গুন যদি সমস্তই বর্তমান থাকে, আর চেতনের মধ্যেও জড়ের গুন সমস্ত বর্তমান থাকে, তবে তো দুটিকে আলাদা করা যায় না। বরং ভাবা যেতে পারে যে এদুটি একই বিষয়ের দ্বিমুখী প্রকাশ, তাদের মধ্যে কোনো বিকাশ নেই; অর্থাৎ তারা বিভক্ত নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে দ্বিধার অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিধা যদি থেকে থাকে, তবে তো পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বও থাকবে, দ্বন্দ্ব যদি থাকে তবে বৈপরীত্যের ঐক্যও থাকবে, বৈপরীত্যের সংগ্রাম -ও থাকবে। সংগ্রাম থাকবে আবার সংগ্রামরত দুটি দিক একসূত্রে গাঁথাও থাকবে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। একসূত্রে বাঁধাও থাকবে আবার তাদের বিপরীত ঝোঁক বা প্রবনতাগুলো ক্রমশ জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলবে। তাহলে এই দ্বন্দ্বই হল পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। সেক্ষেত্রে গতির বিরোধী ঝোঁকের উপস্থিতি অথবা বিপরীত দিকগুলোর ঐক্য ও সংগ্রামের উপস্থিতিই প্রক্রিয়ার ধারায় পরিবর্তন সূচিত করবে। কেননা মানবচক্ষে অন্তত: তো আমরা জগতের পরিবর্তনই দেখি। প্রতিনিয়তই পরিবর্তন, প্রত্যেক বস্তুর অথবা বিষয়ের অথবা সম্পর্কের অথবা প্রক্রিয়ার আর অপরিহার্য অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিপূর্ন বিকাশের নামই তো প্রক্রিয়া।

বস্তুর অস্তিত্বের প্রকাশই তো গতি। গতিহীন বস্তুর কথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি বস্তুহীন গতির কথাও ভাবা যায় না।

প্রক্রিয়া রইল তো অবস্থান্তর রইল। অবস্থান্তর আছে তো বস্তু থাকবে। বস্তু যে আছে তা জানতে থাকবে চেতনের সক্রিয়তা আর চেতনের সক্রিয়তা তো আসে চেতনা নিরপেক্ষ বস্তুজগৎ থেকেই। তাহলে চেতনের প্রাথমিক উৎস হল চেতনা নিরপেক্ষ বস্তুজগৎ। কিন্তু শুধু এখানেই থামা যেতে পারে না। এখানেই সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে না। তা করলে স্বীকার করে নিতে হয় চিন্তা বা চেতনা নিছক বস্তুজগতের প্রতিফলন। কিন্তু বস্তুত:ই কি তাই? চেতনের গুনের মধ্যে তো অনুভব আর প্রত্যক্ষনও আছে। আর সংবেদনে ও প্রত্যক্ষনের প্রক্রিয়ায় মানুষ তার সৃষ্টিশীল শ্রমের মাধ্যমে যে সক্রিয় ও সচেতন প্রয়োগে অংশগ্রহন করে, তাই তো মানুষকে জ্ঞাতব্য বিষয়ের বহিরাবরনের অন্ত:স্থিত নির্যাসকে উপলব্ধি করতে ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানে উপনীত হতে সাহায্য করে। এই জ্ঞানই আবার নবোন্মেষশালিনী প্রায়োগিক কর্মে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নতুনতর কিছু গড়ার স্বপ্নকে সফল করে তোলে। তাই অনুশীলনে যে জ্ঞানের শুরু, অনুশীলনেই তার সমাপ্তি। প্রয়োগ থেকে জ্ঞানের যে যাত্রা শুরু তার প্রয়োগেই সমাপ্তি।

আর তাই বিছানা ছেড়ে উঠে আসা আছে তার অপ্রতিরোধ্য টান এড়িয়ে, নতুনতর রনক্ষেত্রের দিকে। বাতাসকে ভাসানো আছে। জলের মধ্যে ওড়ান আছে। আর আছে সব কিছু ভস্ম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তবু আগুন নিয়ে খেলা।

স্বরূপকুমার সরকার

তোমার শরীরের স্বাদ বদলেছে
আগে চেটেপুটে খেতুম
পড়ন্ত বিকেলের ছায়ায়
অবশ্য তোমার যৌবন
এখন তেতো, আমি বিরত
তুমি অবসর নাও প্রীতাশা!

তোমার শরীরের যথারপ্রেসে
এখন শুধু অতীত অশ্লীলতার ছাই
খুঁচিয়ে আগুন জ্বালিয়ে
বেহিসাবী আনন্দ পাই না আর
এখন তেতো, আমি বিরত
তুমি অবসর নাও প্রীতাশা!

তোমার নাভিমূলে অচেনা অসাড়তা
ডুবতে গিয়ে আবিষ্কার করি
তলানির অবস্থান।
শাদা: বিদায় চিহ্ন যৌবনের নষ্ট দৃশ্য
এখন তেতো, আমি বিরত
তুমি অবসর নাও প্রীতাশা!

পৌরুষের প্রখর সজুন সুখ
তোমার দ্বিধান্বিত আবরনে
কুণ্ঠিত হীনতায় কাতর।
শরীরের আগন্তেও তুমি অর্থহীন
এখন তেতো, আমি বিরত
তুমি অবসর নাও প্রীতাশা!



অমিত ঘোষাল

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

ক্লোনিং এবং

(প্রথম পাতার পর)

"To my thinking the most accurate as well as most comprehensive definition of the term is to be obtained through considering the state of mind, and the type of mind, concerned in writing what all would concede to be the best journalism. There is a type of mind, and I have a very close sympathy with it, which can only turn to writing, only produce its best writing, under the pressure of an immediate occasion and it is this type of mind which I propose to treat as the journalist's."

-- T. S. ELIOT, *Journalism and Literature.* প্রবন্ধে – তাঁর কিছু বক্তব্য আমার ভালোলাগে কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতাদর্শ ও বিচার বিবেচনাকে অবমিলিয়ে আমি তাদের গ্রহনযোগ্য বলে মনে করি না।

"Because I know time is always time.Place is always and only place and what is actual is actual only for one time and only for one place."

খবরের কাগজে । "কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা নেচার এর মারফত সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ প্রথম জানতে পারে, কোনো স্তন্যপায়ী প্রানীর একটিমাত্র দেহকোষ থেকে সমান আইজের অনুরূপ একটি প্রানী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যায় ক্লোনিং স্কটল্যান্ডে বিজ্ঞানীরা সাফল্য লাভ করেছেন ভেড়ার ক্লোনিং করতে। এই অসাধারন সাফল্য বিজ্ঞান সমাজের স্বীকৃতিও লাভ করেছে। মানুষও একটি স্তন্যপায়ী প্রানী; মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে, অর্থাৎ মানুষের ক্লোনিং সফল হলে - তার অভিঘাত সমাজে কত তীব্র হবে, কত ব্যাপক হবে এবং কত সুদূরপ্রসারী হবে তাই নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের ই মানুষ আজ চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।"

— কিন্তু আমার লেখা তো এমন নয়

He must learn to concentrate upon the essentials 'of a situation but without ignoring.......

ক্লোনিং সংক্রান্ত বাদপ্রতিবাদ এবং অধিকাংশ দেশের মানুষের উপর ক্লোনিং-এর গবেষনায় নিষেধাজ্ঞা জারী (এমনকি আমেরিকা ও !!! Aldous Huxley-র -- *Brave New World Revisited* এর শেষ বাক্যটি ছিল —

"Perhaps the forces that now menace freedom are too strong to be resisted for very long. It is still our duty to do whatever we can to resist them." আমেরিকাও অর্থাৎ বিল ক্লিন্টনও কি সেজন্যেই !?!) নৈতিকতার দোহাই দিয়ে, এসবে আমি ভীষনই অবাক - অনেকটা 'অ্যান্টেনার ওপরে কাক - আমি তো অবাক' গোছের। যে উপন্যাস পড়ে Frank Swimmerton, *The Georgiaun Literary Scene (1935)* এ লেখেন —

'It is the work of a poet..... of a man who has had the courage and imagination to envisage the Utopia of scientists in the full horror of being..... everything planned, bottled dehumanised and frightful."

আমি এই ১৯৯৭ সালে ১৯১৭-র পর থেকে এই সেদিনের ব্যাপারটাও বলতেই পারি, ভাবতেই পারি। এমনকি তার শেষলাইনও

Slowly, very slowly, like two unhurried compass needles, the feet turned towards the right; north, north-east, east, south-east, south, south-south west; then paused and after a few seconds, turned as unhurriedlyback towards the left. south-south-west , south, south-east,east..............................

আমার ভাবনাকে সরাসরি সমর্থন করে আর আমেরিকার ভয়ও কি সেজন্যেই। সে বিচার পাঠক, আপনিই করুন।

একের পর এক উদ্ধৃতিতে ভারাক্রান্ত এই লেখা লেখবার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, এ মুহূর্তে আমি সে বিষয়ে সংশয়াম্বিত ভীষনরকম। কিন্তু লেখাটা এইরকম। আমি Brave New World থেকে পরপর কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। যদিও —

Omission and simplification help us to understand -- but help us, in many cases, to understand the wrong thing. তবুও আসুন.............

Over the main entrance the words, 'Central London Hatchery and Conditioning Centre', and in a shield the world States motto 'Community, Identity, Stability'.

#

Standard men and women; in uniform batches. The whole of a small factory staffed with the products of a single boknovskified egg; 'Ninety-six identical twins working ninety-six identical machines !'

#

For in nature it takes thirty years for two hundred eggs to reach maturity. But our business is to stabilize the population at this moment here and now. Dribbling out twins over a quarter of a century - What would be the use of that ?

Obviously , no use at all. But Podnap's technique had immensely accelerated the process of ripening. They could make sure of at least a hundred and fifty mature eggs withing two years. Fertilize and bokanovskify - in other words, multiply by seventy two- and you get an average of nearly eleven thousand brothers and sisters in a hundred and fifty batches of identical twins, all within two years of the same age.

#

The procession advanced; one by one the eggs were transferred from their test tubes to the larger containers; deftly the peritoneal lining was slit, the morula dropped into place, the saline solution poured in ....and already the bottle had passed, and it was the turn of, of the labellers, Heredity, date of fertilization, membership of Bokanovsky Group--details were transferred from test-tube to bottle. No longer anonymous, but named, identified, the procession marched slowly on, on through an opening in the wall, slowly on into the social Predestination Room.

A small boy asleep on his right side, the right arm stuck out, the right hand hanging limply over the edge of the bed. Through around grating in the side of a box a voice speaks softly. 'The Nile is the longest river in Africa and the second in lengths of all the rivers of the globe. Altough, falling short of the length of the Mississippi Missouri, the Nile is at the head of all rivers as regards the lengths of its besin, which extends through 35 degrees of latitude...'

At breakfast the next morning, 'Tommy', some one says, 'Do you know which is the longest river in Africa?' A shaking of the hand. But don't you remember something that begins : The Nile is the........

'The-Nile-is-the-longest-river-in-Africa-and-the-second-in-lengths-of-all-rivers-of-the-globe......'

The words came rushing out. 'Although-falling short-of..' 'Well now, which is the longest river in Africa ?'

The eyes are blank ' I don't know.'

'But the Nile, Tommy '

'The-Nile-is-the--longest-river-in-Africa-and-second......'

'Then which river is the longest, Tommy ?'

Tommy bursts into tears 'I don't know' he howled.

#

'.........all wear green' , said a soft but very distinct voice,beginning in the middle of a sentence, 'and Delta children wear Khaki. Oh no, I don't want to play with Delta children. And Epsilons are still worse. They're too stupid to be able to read or write. Besides, they wear black which is such a beastly colour.I'm so glad I'm a Beta'.

#

Everyone works for every one else. We can't do without any one. Even Epsilons are useful. We can't do without Epsilons.

#

The Directors pushed back the switch. The voice was silent. Only its thin ghost continued to matter from beneath the eighty pillows, 'They' ll have that repeated forty or fifty times more before they wake, then again on thrusday, and again on saturday. A hundred and twenty times three times a week or thirty months. After which they go to a more advanced lesson.

#

.... Ending is better than mending.
ending is better than mending.

সংশোধনবাদ নিপাত যাক - নিপাত যাক

#

'What's the matter ?' asked the Director.

The Nurse shrugged her shoulders. 'Nothing much' she answered. 'It's just that this little boy seems rather reluctant to join in the ordinary erotic play. I'd noticed it once or twice before. And now again today. He started yelling just now....'

'Honestly,' put in the anxious looking little girl, I didn't mean to hurt him or anything. Honestly'.

'Of Course you didn't dear 'said the nurse reissuringly.'And so she went on, turning back to the Director, ' I'm taking him in to see the Assistant Superintendent of Psychology. Just to see if anything's at all abnormal.'

'Quite right' said the Director. 'Take him in. You stay here, little girl,he added, as the nurse moved away with her still howlingcharge.

'What's your name ?'

'Poly Trotsky.'

'And a very good name too', said the Director. 'Run away now and see if you can find some other little boy to play with.'

The child scampered off in the bushes and was lost to sight.

'Exquisite little creature!' Said the Director...

#

'Main day-shift off duty. Second Day-shift take over. Main Day-shift off... ....'

In the lift, on their way up to the changing rooms, Henry Foster and Assistant Director of Predestination rather pointedly turned their backs on Bernard Marx from the Psychology Bureau : averted themselves from that unsavoury reputation.

#

'He's so ugly!' said Fanny.

'But I rather like his looks'.

'And then so small' Fanny made a grimace, smallness was so horribly and typically low-caste.

'I think that's rather sweet', said Lenina 'One feels one would like to pet him. You know, like a cat'.

Fanny was shocked. 'They say somebody made a mistake when he was still in the bottle thought he was a Gammer and put alchohol into his blood-surrogate. That's why he's so stunted '

'What nonsense !' Lenina was indignant.

#

But, Bernard, you are saying the most awful things.'

'Dont you wish you were free, Lenina?'

'I don't know what you mean. I am free . Free to have the most wonderful time. Everybody's happy nowadays.'

He laughed, 'Yes, "Everybody happy nowadays." We begin giving the children that at five. But wouldn't you like to be free to be happy in some otherway. Lenina ? In your own way. for example, not in every body else's way.

(এরপর পাঁচের পাতায়)

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না — দৈনন্দিন

ক্লোনিং এবং

The days passed. Success went fizzily to Bernard's head, and in the process completley reconciled him (as any good intoxicant should do) to a world which, up till then, he had found very unsatisfactory. In so far as it recognized him as important, the order of things was good. but reconciled by his success he yet refused to forgo the privilege of criticizing this order. For the act of criticizing heightened his sense of importance, made him feel larger. Moreover, he did genuinely believe that there were things to criticize. (At the same time, he genuinely liked being a success and having all the girls he wanted) Bernard would parade a carping unorthodoxy. He was politely listened to. But behind his back people shook their heads, 'That youngman will come to a bad end.'

#

'Yes, but what sort of science?' asked Mustapha Mouud sarcastically. 'You've had no scientific training, so you can't judge. I was a pretty good physicist in my time. Too-good-good enough to realize that all our science is just a cookery book with an orthodox theory of cooking that nobody's allowed to question and a list of recipes that mustn't be added to except by special permission from head cook. I'm the head cook now. But I was an inquisitive young scullion once. I started doing a bit of cooking on my own. Unorthodox cooking, illicit cooking. A bit of real science, in fact', he was silent. 'What happened ?' asked Helmholtz Watson.

The Controller sighed. 'Very nearly what's going to happen to you young men. I was on the point of being sent to an island.'

তাঁর বন্ধুদের জন্য

স্টাফ রিপোর্টার :.

ট্রেনে করে যেতে যেতে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন একরকম গায়ে পড়েই। যেহেতু সহযাত্রীদের মধ্যে লোকটি সম্পর্কে আমিই ছিলাম সবচেয়ে উদাসীন এবং নিজেকে বিখ্যাত বলে মনে করা লোকটির কাছে এই উদাসীনতা অসহ্য বোধ হচ্ছিল। আমার সম্পর্কে লোকটির উৎসাহ আরো ঘন হল যখন— কোনো সহযাত্রী বন্ধু জানিয়ে দিল আমি দৈনন্দিনের রিপোর্টার। এতদিন জানতাম, রিপোর্টাররাই ইন্টারভিউ নেয় লোকেদের - কিন্তু এই লোকটি আমাকেই প্রশ্ন করতে শুরু করল। লোকটির প্রশ্নের মধ্যে বারবার সমাজ, মূল্যবোধ, অবক্ষয় -এই সব কথাগুলো ফিরে ফিরে আসছিল -আর ঐ শব্দগুলো আমার মস্তিষ্কে একটা খেঁয়োকুত্তার ইমেজ ছাড়া আর কিছুই রিফ্লেক্ট করতে পারছিল না লোকটি আমাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল স্তরে পচন নিয়ে কিছু লেখার জন্য উৎসাহিত করবার চেষ্টা করছিল আর সেই মুহূর্তে আমি প্রাণপণে নাকে রুমাল চেপে রেখেছিলাম; 'পার্ক অ্যাভিনিউ' পারফিউম ছাপিয়ে তীব্র পচা গন্ধ আসছিল লোকটার শরীর থেকে। লোকটার কথার সাথে সাথে গন্ধটাও বাড়ছিল কারন আমি, আমরা সবাই নিশ্চিতভাবে জানি যে লোকটা আর যাই হোক মানুষ নয়, বড়জোর একটা মুখোশ, মানুষের মুখোশ। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল যখন লোকটা ছাত্রছাত্রীদের আচরন নিয়ে মুখ খুলল, চোখাচুবি — অসহ্য: ঐ শব্দগুলো ঐ লোকটার মুখে, কারন ঐ লোকটি টাকার বদলে ফার্স্ট ক্লাশ, টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র এমনকি ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিনিময়টা টাকা ছাড়াই হয়ে থাকে— যদিও আমার চিকিৎসা ভাও লোকটার কাছে বাঁধা ছিল না, তবুও আমি পারলাম না রাগ মাথায় চড়ল কিন্তু জিভে এমন গালাগাল এল না, যে শব্দগুলোকেই শুধু গালাগালি বলে বুঝতে পারে লোকটা, হয়ত সেটা শুধু আমি একটি মেয়ে বলেই। মাস দুয়েক পর খবর পেলাম লোকটা মারা গেছে- হার্ট-অ্যাটাক্ - আমার মনে হল ইস্ লোকটা পড়তে পেল না ওর শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত লেকচারের ফসলটা।

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১২) "অনুভব বিশ্বাস"

হকার উচ্ছেদ, হকার উচ্ছেদ অজস্র ক্যালক্যালানির মধ্যে আমার প্রেমিকাটিও সমাজসচেতনতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দু চার কথা বলে ফেলল। "আহা বেচারাদের কি হবে" "ওদের কি কোনো মনুষ্যত্ব নেই" - এই ওরা নিয়ে চূড়ান্ত আতান্তরে পড়ে গেলেও প্রথমত আমি মেয়েছেলের নাকিসুর আর চক্ষুর জলে মোটে সইতে পারি না বলেই বিষয়টা হালকা করতেই বললাম 'অত উতলা হবার কি আছে - কোলকাতার লোক-সংখ্যার 0·01% বড়জোর কর্মহীন হয়ে সাময়িকভাবে কষ্টের মধ্যে পড়বে।। একটা বড়সড় বোমা ফাটলে বা অ্যাক্সিডেন্ট-এ ... ও দুদিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' সমমর্মীকে নারীহৃদয় জয় করবার জন্য লেখক শিল্পীদের বিপ্লবীয়ানা দেখাবার প্রচলিত প্রকৌশলগত কারনের জন্যই হোক বা মাঝে মাঝে দেবত্বের অভিনয়ের জন্যই হোক ও আমাকে মানবদরদী অর্থাৎ কোনো জন্তু ভাবে নিশ্চয়ই - তাই বোধহয় মুখটা কেমন ভ্যাবলামার্কা হয়ে গেল প্রথমে তারপর একটু বিরক্তির সাথে সাবিরনও-র চেয়ে জোরেই; অন্যদিকে চেয়ে বেশ কেটে কেটেই বলল 'হ্যাঁ তা--তো-বটেই'

আমি সুপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলাম 'তা তুই হঠাৎ ও কথা বললিই বা কেন?' 'যা: বাঞা ভুলকি বলেছি' - সুপ্রকাশের বাক্য এবং মুখ দুই-ই এত অপ্রাসঙ্গিক ছিল যে আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। রাতে খেয়েদেয়ে গোছাপ করে জল দিতে গিয়ে চৌবাচ্চার দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা কারন অস্ফুটে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল 'যা: বাঁআ' চৌবাচ্চার জলে একটা আরশোলাকে চিৎ সাঁতার দিতে দেখে। Metamorphosed Gregor Samsa - র যা বর্ননা তা আদৌ আরশোলার সাথে মেলে না কিন্তু বারবারই আমার ওল্টানো আরশোলার ছবিই আসে, প্রসঙ্গটা মনে পড়লেই। আসলে ওল্টানো পোকার মধ্যে আরশোলাই বোধহয় দেখেছি বেশী আর হঠাৎ উল্টে গেলে আরশোলাও নিশ্চয় ওর ভাষায় বলে 'যা: বাঁআ'। হকার তুলে দেওয়া হবে শুনে হকারেরাও নিশ্চয় ঐ একই কথা বলেছিল। প্রথমবার ফাঁকা ফুটপাথ দেখে শতকরা পঞ্চাশভাগ পথচারীর মনে নিশ্চয়ই ঐ একই শব্দ ভেসেছিল। যা: বাঁআ। আর যতদিন পর এ লেখা ছাপা হবে পাঠকও অপ্রসঙ্গ দেখে বলবেন যা: বাঁআ।

এখনও রোজ সকালে এক অদৃশ্য জীবঘড়ির প্রভাবে সময়মত আমার ঘুমভাঙে - তৈরী হই - একই পথে স্টেশন - দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম - খবরের কাগজ Asian Age - দেড়টাকা - তিরিশ পা হেঁটে যাই, সিগারেটের দোকানী সজিবের এক প্যাকেট চারমিনার - চার পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াই - ষষ্ঠ কম্পার্টমেন্টের তৃতীয় দরজা এখানে পড়বে - আর দমদমে এটা মেট্রো রেলওয়ের সাবওয়ের ঠিক সামনে থামবে। - সাবওয়ে দিয়ে নামি - টিকেট পাঞ্চ করে এস্কালেটরে করে উপরে আট নম্বর পিলারের উল্টোদিকে ডানদিকে দু পা সরে - এখানে ছ নম্বর কামরার প্রথম গেটটা পড়বে; একটা Pogrammed cheep মাথার মধ্যে কাজ করে যেন।

আমি উঠতেই পারতাম লোকাল ট্রেনের ন'টা কম্পার্টমেন্টের ৩০টা দরজার (প্রতি কামরায় চারটি করে - ভেন্ডর আর ইঞ্জিনের জন্য মোট ছটি বাদ দিয়ে) যে কোন একটিতে। মেট্রোরেলের তিনটি প্রবেশপথের যে কোনো একটি দিয়ে উঠতে পারতাম। সেক্ষেত্রে আমার সম্ভাব্য গমনপথ হতে পারতো (30×3=) 90 টি-র যে কোনো একটি। মেট্রো রেলের আটটি কম্পার্টমেন্টের প্রতিটিতে তিনটি দরজার যে কোনো একটি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারতাম আমি। সেক্ষেত্রে আমার বিভিন্ন রকম (90×8×3=) 2160 টি পথের যে কোনো একটি ব্যবহার করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আমি সম্পূর্ন অজান্তেই বেছে নিয়েছি একটাই - একটা Pogrammed cheep - অফিস - প্রতিষ্ঠান - সিস্টেম অথচ ফেরবার সময়ও আমি বিন্দুমাত্র অন্যরকম কিছু করি না; একই রকম, যে রাস্তাটুকু রোজই হাঁটি - সেখানে প্রতিদিন রাস্তা পেরোই একই জায়গায়, একই ফুটপাথ, এমনকি নির্দিষ্ট কয়েকটা দোকানের সাইনবোর্ড দেখি। কলেজস্ট্রীট আমি নির্দিষ্ট কয়েকটা বইএর দোকানে বইপত্র দেখি - একই বই প্রায় সব ঘুরে ফিরে আসে - তারপর শেয়ালদা - ভেন্ডারের পরের পরের কম্পার্টমেন্ট — প্রাত্যহিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ততা ভিন্ন আর কিছু চাই না আমরা - আর যেভাবেই হোক একটি অভ্যস্ত পথ খুঁজে নিই।

মানুষ, মানুষ সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই অনুভব করেছে এক অব্যক্ত টেরিটোরিয়াল ভীতি তার যা কিছু উদ্ভাবন তাও এই ভীতির জন্য - তার অস্তিত্ব সব বিপন্নতার অনুভবে আকীর্ন - টেরিটোরির বদল ঘটেছে - বৃদ্ধি পেয়েছে, বিপন্নতার অনুভব কমে নি একচুলও শুধু তাই একই কামরা, একই চেনাপথ, একই ফুটপাথ একইরকম প্রত্যেকটাদিন এই সব কাজগুলো আমরা সাবিরনের।

এসবের মধ্যেই কোনো একদিন হয়তো বা সেটাই প্রতিটা দিনে 'The God That Failed' বইটাতে স্টেফান স্পেন্ডার এর লেখায় পেয়ে যাই, একটা প্যারাগ্রাফ

Chalmers, like a great many Communist writers, found that being a Communist cut the ground of his experience from under his feet, leaving him only with a theory of revolution. He was one of the bourgeoisie, envisaged in the "Communist Manifesto "who had "gone over" to the proletariat. Politically, this is a tenable position (most of the Russian revolutionary leaders were bourigeois), but for the creative artist it is difficult. His sensibility, which is decided for him in his childhood, is bourgeois. He can scarcely hope to acquire by an act of political will a working-class mentality. Even if he did do so, he would be confronted with the difficulty that, actually, the working class is in the main, and except for a few class -concious worker, "until after the Revolution," more bourgeois than the bourigeoisie • The workers do not care for the "Proletarian novel." To write a revolutionary novel attacking capitalism also presents an artistic problem; political activists, thinking only of political necessity, are more concerned with activist propaganda than with art based on experience and observation, which inevitably must include discouraging as well as revolutionary features. Chalmers admitted these difficulties freely. And theorizing, he said: "I do not think the novel with a working class hero and wicked capitalists is the best kind of communist novel. A better kind might well be one in which the capitalist characters were sympathetic people of good will, and the communists em bittered and unsympathetic. But the novel would make the point that the unsympathetic Communists are right and the middle-class characters of good will wrong. Of course I admit that the party would not welcome a book of this kind.

(এরপর ছয়ের পাতায়)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

আর ওই কলেজস্ট্রীটেই যেখানে রোজ অভ্যাসের বশেই নির্দিষ্ট কয়েকটা দোকানে প্রতিদিন নিজস্ব অসচেতন নিয়মানুবর্তিতায় পরিচিত অস্তিত্বের খোঁজে বইপত্র দেখি — একই বই প্রায় সব ঘুরে ফিরে আসে — অথচ তার মাঝে এক একদিন কোনো লেখকের অচেনা বই যা আমি কিনে ফেলি পনের থেকে কুড়ি টাকায় সেইরকম THE ASCENT OF F6 অডেন আর ঈশারউডের একসাথে লেখা — অথচ পড়তে পড়তেই মনে হল এ অংশটা নিশ্চয় লিখেছিলেন অডেন —

Mr. A : No nothing that matters will ever happen.
Nothing you'd want to put in a book ;
Nothing to tell to impress your friends
The old old story that never ends :
The eight o'clock train, the customary place,
Holding the paper in front of your face,
The public stairs, the glass swing-door,
The peg for your hat, the linoleum floor,
The office stool and the office jokes
And the fear in your ribs that slyly pokes :
Are they satisfied with you
Nothing interesting to do,
Nothing interesting to say,
Nothing remarkable in any way ;
Then the journey home again
In the hot suburban train
To the tawdry new estate,
Crumpled, grubby, dazed and late :
Home to supper and to bed.
Shall we be like this when we are dead ?

Mrs. A : It's time for the news. John. Turn on the wireless.

Mr. A : I'm sick of news. All you can hear is politics
Politics everywhere :
Talk in Westminister, talk at Geneva, talk in
the lobbies and talk on the throne;
Talk about treaties, talk about honour ,
mad dogs, quarrelling over a bone
What have they ever done, I ask you ?
What are they ever likely to do
To make life easier, make life happier ?
What have they done for me or for you ?

Mrs. A: Smiling at all the photographers, smoking,
walking in top hats down by the lake,
Treating the people as if they were pigeons
giving the crumbs and keeping the cake.
When will they notice us? When will they flatter us?
When will they help us? When there's a war !
Then they will ask for our children and kill them.
sympathize deeply and ask for some more.

আর এদিকে **TIMES OF INDIA** -র সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় সর্বাপেক্ষা বাসযোগ্য শহর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে কলকাতা — অন্যান্য প্রতিযোগীরা ছিল দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালোর, তুলনামূলক বিচারের মাপকাঠিগুলো ছিল — খাবারের দাম, বাড়ীভাড়া, স্কুলকলেজ, চিকিৎসা, পরিবহন, ট্রাফিক, আইনশৃঙ্খলা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, দূষণ প্রতিরোধ, অবসর বিনোদনের উপকরণ, চাকরির সুযোগ বস্তি উন্নয়ন, ও নাগরিকদের ব্যবহার — সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতার পয়েন্ট 72·50, চেন্নাই 45·33, বাঙ্গালোর 40·67, মুম্বাই 64·67, দিল্লি 54·66 অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরের তুলনায় কলকাতার বাসযোগ্যতা অনেক বেশী। যে কোনো নগরের থেকে বিদ্যুৎ ও জল এখানে বেশী পাওয়া যায় — CESC কয়েকদিন পরই বিজ্ঞাপন বার করে ফেলল আর তার 1st Insertion এর দিনই টানা 2 ঘন্টা লোডশেডিং খোদ পার্কস্ট্রীটে। সমীক্ষায় আর একটা মাপকাঠি থাকা উচিত ছিল সেটা হল পুরোনো বইয়ের দোকান আর তার দাম আর ম্যাগাজিনও — তাহলে কলকাতার পয়েন্ট আরও বাড়তো — লেনিন সরনীর ওপর একমাসের পুরোনো **TIME** আর ***News Week*** বিক্রি হয় 5 থেকে 7 টাকায় সেরকম-সেরকমই পাওয়া 31 March এর ***News Week*** এ Reporting

"Calcutta now serves as a promising example of how a city of dreadful nights as a Bengali poet described it can tidy up and turn itself around. If a place as bad off as Calcutta can-awaken from its nightmare, the leaders of destitute cities around the world will pay attention and take notes."

কিন্তু আমার তিলোত্তমা — তিলোত্তমাকে কি আমি পেয়ে গেছি? কোথায়? ছাপার অক্ষরে? খবরের কাগজে, বইতে, ম্যাগাজিনে, চপের ঠোঙায় — ছাপা? ঊনিশে জুন রবিবার 'আনন্দবাজারে' মাঝের পাতায় ছাপা হয় যে লেখাটা, যেটা আনন্দবাজার ছাপছে বলে ভাবাই যায় না, লিখেছেন কোনো অজ্ঞাতনামা, এমনকি স্টাফ রিপোর্টার বা নিজস্ব সংবাদদাতাও যিনি নন "............... আন্তর্জাতিক জনমতের প্রবল ধিক্কার সত্ত্বেও পল পট যে আঠেরো বছর ধরে কম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে পেরেছেন তার পেছনে কি তাঁর দেশবাসীর কোনো সহযোগিতাই ছিল না? একথা যে পশ্চিমে আজ যাঁরা তার বিচার চাইছে, ভিয়েতনামি আগ্রাসন ও দখলদারির বিরুদ্ধে খমের রুজের গেরিলা প্রতিরোধের পর্বে তাইল্যান্ড সীমান্ত দিয়ে তারাই পল পটের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল অর্থ রসদ আগ্নেয়াস্ত্র। সেদিন ইন্দোচিনে ভিয়েতনামি সম্প্রসারণবাদের অগ্রগতি রোধ করার বৃহত্তর স্বার্থেই তা করা হয়। কিন্তু সেই সাহায্য যে কম্বোডিয়ার জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়নি তার নিশ্চয়তা কোথায়? ন্যুরেমবার্গের ধাঁচে পল পটের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল বানালে তাইল্যান্ড এবং পল পট সমর্থক চিন ছাড়া ওইসব দেশকেও ডাকা হবে? যাদের বিরুদ্ধে পল পট অপরাধ করেছেন বলে বলা হচ্ছে, কম্বোডিয়ার সেই সাধারণ মানুষের বক্তব্য কি? তাঁরা কোন গত আঠেরো বছরের মধ্যে একবারও সরকারের কাছে পল পটকে ধরিয়ে দেন নি? ভয়? খমের রুজের ভয়ে? খমের রুজই বা পল পটের সঙ্গে থেকেছে কেন? সকলে তো থাকেনি। হুন সেন এর মতো দেশের বর্তমান যুগ্ম প্রধানমন্ত্রী তো সেই কবেই বিভীষণ হয়ে ভিয়েতনামি দের কোলে ফিরেছিলেন, যথাবিহিত পুরস্কৃতও হন।। আরও কেউ কেউ তার অনুগমন করেন, কিন্তু কিসের আশায় কী বাধ্যবাধকতায় অসুস্থ, বৃদ্ধ, স্ট্রেচার-আরোহী দুর্বল পল পটের সঙ্গে চার হাজারের বেশী গেরিলা যোদ্ধা দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে চলেছেন? ট্রাইবুনাল কি এসবের উত্তর দিতে পারবে?

সত্যি সত্যিই পল পটের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গড়া অবশ্য কঠিন। এ জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সব স্থায়ী সদস্যের সম্মতি চাই এবং অন্যতম স্থায়ী সদস্য চীন ইতিমধ্যেই তার অসম্মতি ব্যক্ত করেছে। চিনা কমিউনিস্টরা তো আগাগোড়া পল পটকে লালন-পালন সমর্থন করে গেছেন। ট্রাইবুনালে পল পট তাঁর সহযোগী হিসাবে জড়িয়ে ফেলতে পারেন তাইল্যান্ডকে, পশ্চিমের কিছু রাষ্ট্রকে এবং অবশ্যই যুগ্ম প্রধানমন্ত্রী হুন সেন কে খমের তাণ্ডবের দিনগুলোয় যিনি বিশ্বস্ত সহযোগী। তাই শেষ পর্যন্ত পল পটকে বিচারের কাঠগড়ায় তোলার সম্ভাবনা কম। তাঁর সাক্ষ্য এত বেশী লোক, প্রতিষ্ঠান বা দেশকে কাঠগড়ায় তুলে ফেলতে পারে যে তাঁকে হত্যা করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁকে গ্রেফতার করা গেলেও তাই মেরে ফেলা হবে। ইতিমধ্যেই তাঁর গ্রেফতারি বিষয়ে যেসব সংশয় জল্পনা ও রহস্যের জাল বোনা হচ্ছে তার নিহিত উদ্দেশ্যও তাই; তাঁর অনুগামী বা দেহরক্ষীরাই তাঁকে মেরে ফেলেছে এমন গুজব ও নম পেন থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন গনমাধ্যমে বিশ্বময়। যে আত্ম-প্রবাস পল পটকে তাঁর স্বদেশে কাটাতে হয়েছে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং ক্ষমতাদখলের পরও তা তাঁর করায়ত্ব হয় নি, তিনি নিজে যদি কম্বোডিয়ার বধ্যভূমির জল্লাদ হন, তাড়া খাওয়া কুকুরের আমৃত্যু অরন্যপ্রবাসের মধ্যে দিয়ে তাঁকে মৃত দেশবাসীর অভিশাপ ভোগ করতে হয়েছে। স্বাধীন, সার্বভৌম এবং সুযোগসন্ধানী প্রতিবেশী, ও দূরের উপনিবেশবাসীদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে ধর্ষিত নয়, এমন গনতান্ত্রিক কম্বোডিয়ার খমের স্বপ্ন পল পটের মৃত্যু বা হত্যার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে যাবে। হো চি মিনের ভিয়েতনাম দখল করার পর বহুজাতিক লগ্নিপুঁজি এবার কম্বোডিয়ার দিকে বাড়াবে তার নয়া উপনিবেশবাদের হাত, রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে বিশ্বায়নের মোড়কে। "



ইতিমধ্যে নম পেন-এ হুন সেন আর রনরিদ্ধে-র বাহিনীর মধ্যে প্রতিদিন যুদ্ধ-সংবাদ, খমের রুজ বাহিনী দ্বারা পল পটের বিচার, শাস্তি নির্বাসন — হাস্যকর পুরোটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়. এমনকি দুজন খমের রুজ সেনা পল পটকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন সেই Still Photograph ও প্রমান করে পল পট এখনও খমের রুজ-এর হর্তাকর্তা, হয়তো এই সবটাই তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত — নচেৎ কী পার্থক্য এই নির্বাসনে যাওয়া আর কিছুদিন আগের পল পটের মধ্যে। আসলে খমের রুজের গনভিত্তি জোরাল করা প্রয়োজন বর্তমানে, আর সারা পাশ্চাত্যের মানবিকতার ধ্বজাধারী মিডিয়ার প্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে বর্তমানে, পল পট ও তদানীন্তন খমের রুজের কার্যাবলীকে অচিহ্ন বলে প্রমান করা অসম্ভব। কম্বোডিয়ার বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাই সেই মিডিয়াকেই সুচতুর ব্যবহার করলেন পল পট — যেন যিনি একাই খুন করেছিলেন তিরিশ লাখ লোককে. আসলে বৃদ্ধ অশক্ত পলপট নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠালেন খমের রুজের নয়া ভাবমূর্তি গঠনের জন্য — কারন সময় বদলায় — পথ বদলায় — বদলাবার ধারনা ও পদ্ধতিও বদলায় — এসব আমার মাথায় খেলে যেতে থাকে প্রতিদিন কিছুটা বদলে বদলে — হুন সেন জিতে চলেছেন তখন আর ভোম্বল আমায় বলে 'KITSCH বুঝলি, সবই KITSCH এর ফল' 'সেটা কী রে?' "হুঁ হুঁ বাবা, কোন যুগে যে পড়ে থাকো, এই নে পড়ে দেখ তোর জন্য নিয়ে এলাম MILAN KUNDERA' আমি বইটার নাম দেখেই একটু চমকালাম THE

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

দৈনন্দিন

UNBERABLE LIGHTNESS OF BEING' তারপর এর বইটি যেমন প্রথম খোলাহয় শেষের দিকে মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বাদ রেখে — প্রথমেই 277 পাতা 27 HEADING এর নীচে —

"What remains of the dying population of Cambodia?
One large photograph of an American actress holding an Asian child in her arms."

'THANK YOU তোমাকে'
উপন্যাসের এই অংশে ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম 'একদিন ফ্রানজ কে প্যারিস থেকে ফোনে তার বন্ধুরা জানায় যে তারা কম্বোডিয়ায় নিপীড়িত অসুস্থ মানুষদের কাছে একটা মেডিক্যাল টিম নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করছে – যাতে কিছু বুদ্ধিজীবীও থাকবেন। ফ্রানজ যেন তাতে যোগ দেয়। যে সময় কম্বোডিয়া আমেরিকার বোমাবর্ষণ, গৃহযুদ্ধ আর দেশীয় কমুনিস্টদের অপূর্ব ধাতব অভিযানের ফলে নিশ্চিহ্ন হবার মুখে, অবশেষে রাশিয়ার ধামাধরা ভিয়েতনাম দখল করে কম্বোডিয়া। বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম কোনো আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল টিমকে কম্বোডিয়ায় ঢুকতে দেয়নি- তাই এই মার্চ এর পরিকল্পনা। ফ্রানজ এ মার্চে যোগ দেয়। ব্যাংকক থেকে ব্যাংককে এ অংশে পৌঁছল চলেলো সত্তর জনের একটি দল, এদের মধ্যে ছিলেন চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা। তাঁরা অন্য একটি অভিজাত আন্তর্জাতিক হোটেলে যেখানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আরও কয়েকজন চিকিৎসক, অভিনেতা, গায়ক, ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক আর সাংবাদিকরা। ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন যখন দেখলেন প্রায় কুড়ি আমেরিকানও বেশ আধিপত্য সহকারে উপস্থিত। আর ফরাসীরা তো মনে করেই যে তারাই ইউরোপের মধ্যে একমাত্র অভিযাত্রী ভূমিকা নেবার অধিকারী। এমনকি এখানে তাঁরা ইংরাজীতে কথা বলতেও অস্বীকার করলেন শেষে একজন দোভাষী নিয়োগ করা হল যদিও অত্যেকটি কথা একবার ইংরেজী আরেকবার ফরাসী ভাষায় হতে থাকলো। যদিও অধিকাংশ সময় ইংরাজী থেকে ফরাসী অনুবাদের সময় ফরাসীরা দোভাষীর ভুল সংশোধন করতে থাকলেন।

এখন আমেরিকান অভিনেত্রী যখন কথা বলতে লাগলেন কম্বোডিয়ার বৈরাচারের বর্বরতা, শিশুদের মৃত্যু, সংস্কৃতির ঐতিহ্যরক্ষাকারী মূল্যবোধগুলির উপর বর্তমান আক্রমণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে আর কম্বোডিয়ার এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট কার্টারের গভীর ভাবে ব্যথিত, বলতে বলতে তাঁর গলা বুজে এলো, চোখ জলে ভরে উঠল – তখনই এক লাল দাড়ি ফরাসী তোমাকে বলা ডাক্তার ফরাসী ভাষায় বলে উঠলেন আমরা এখানে মৃতপ্রায় মানুষদের চিকিৎসার জন্য এসেছি প্রেসিডেন্ট কার্টারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে নয়, এখানে আমেরিকান প্রপাগান্ডা সার্কাস চলবে না – আমরা কার্টার-বিরোধী প্রতিবাদ করতে আসিনি, এসেছি অসুস্থ মানুষের জীবন রক্ষা করতে। সমস্ত ফরাসীরা হই হই করে সমর্থন করে উঠলেন। দোভাষী এতক্ষণ ভয়ে কথা বলেননি এইকথা আর ইংরাজীতে অনুবাদ করলেন না, ফলে আমেরিকানরা মিত হাসি হাসলেন কিছু না বুঝে, কেউ কেউ মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতিও জানালেন – তাদের মধ্যে একজন মুখে হাত তুললেন কারণ তিনি জানতেন ইউরোপিয়ানরা সমস্তে গরিমা প্রকাশের মুহূর্তে হাত তোলে।

পরদিন সকালে যাত্রা শুরু হল – ফরাসীরা দেখলেন আমেরিকানরাই মিছিলের পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়িয়েছে – আবার অনেক কাজেনার পর ঠিক হল মিছিলের সামনে থাকবেন একজন আমেরিকান একজন ফরাসী আর কম্বোডিয়ান দোভাষী তারপর চিকিৎসকেরা ও শেষে অন্যান্য সবাই – মিছিলে ফ্রানজ এর পাশের সারির মধ্যে হাঁটছিলেন একজন বিখ্যাত জার্মান গীতিকার ও গায়ক যিনি ইতিমধ্যেই শান্তি ও যুদ্ধবিরোধী সম্পর্কে নিয়মিত গান লিখে ফেলেছেন। হঠাৎ সেই আমেরিকান অভিনেত্রী, যাঁকে চলে যেতে দেওয়া হয়েছিল মিছিলের একেবারে পেছনে তিনি এই অপমান সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ দৌড়তে লাগলেন সামনে যাবার জন্য – পুরুষেরা অবশ্যই হাসি হাসলেন ফোটো তোলার লাগলেন "লাইনে আসুন এটা মুভির প্যারেড নয়" বিরক্ত তিনি কিছুতেই কথা দিলেন না হঠাৎ একজন ফরাসী সম্মানের অধ্যাপিকা তাঁর হাত ধরে পেছনে টেনে দাঁতে দাঁত চেপে, অদ্ভুত ইংরেজিতে বললেন "এটা চিকিৎসকদের মিছিল যা অসুস্থ কম্বোডিয়ানদের চিকিৎসায় এসেছে। তুমি এই দুর পার্বলমিডি স্টার্ এর এটা জায়গা নয়" অভিনেত্রী বললেন – "ওর আগে আমি এরকম একশটা প্যারেডে গেছি – কোথাও তুমি দেখবে না স্টারদের হাত অবশ্য শুধু, এটা আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা" – এরপর ফরাসী মহিলার ফরাসী গালাগালিতে বিরক্ত হলেন তিনি, একজন ফটোগ্রাফার বললেন 'Hold it Please', আর তিনি থামলেন এগিয়ে পড়া অভিনেত্রীরা সহ এক দুই ফুট চিনিতে তাঁর সেখানে জার্মান গায়ক অভিনেত্রীকে ডেকে নিলেন, আগে যদিও তাঁরা একে অন্যকে চিনতেন না, হঠাৎ বিজয়ী বীর বন্ধু হয়ে চললেন – ফ্রাইস্যাণ্ড কম্বোডিয়ার সীমান্তে এক হল একটা ছোট্ট নদী, আর কুড়ি গজ দূরে একটা ব্রিজ। সেখানে একটা ছোট কাঠের বাঁধ, ফলে পৌঁছে মিছিল থামে ওপারে লুকিয়ে আছে ভিয়েতনামী সেনা, কেউ তাঁর পা দিলেই যারা চালিয়ে দিতে পারে। মাইক ভাষায় দোভাষী তেমাদের মুখ রেখে বার বার বললেন "এরা চিকিৎসক, কম্বোডিয়ার রোগীদের অনুমতি চাইছেন – সেবা করবার জন্য, চিকিৎসা করবার জন্য" অন্যদিকে শুধুই নিস্তব্ধতা – অবিরাম অন্তরে কেন কয়েকবার পুনঃপ্রচেষ্টার পর যখনে উত্তর না পেয়ে যাত্রী তিনবার পরে নীরবতার মাঝে এক অসহনীয় মুখে থেকে, পুরো দলটি ফিরে আসে ব্যাংককে। THE UNBERABLE LIGHTNESS OF BEING এর 'THE GRAND MARCH' Chapter এর ঘটনাক্রম মোটামুটি এইরকম।

অথবা এই মত মার্ক স্যাম নাগাদ আজুনা আমায় পড়ে শোনাচ্ছিল উত্তর আধুনিকতা ও মার্কসবাদ' বইটিতে তৃতীয় প্রবন্ধ টেরী ঈগলটনের লেখাটি –

"একটা বিপ্লবী বা র‍্যাডিক্যাল আন্দোলনের কথা ভাবা যাক, যা সাংঘাতিক ভাবে পরাস্ত হয়েছে এত সাংঘাতিক ভাবে যে মনে হয় অন্তত এক প্রজন্মের মধ্যে তা আর মাথা চাড়া দিতে পারবে না, আদৌ যদি বা কখনও পারে। যত দিন যাচ্ছে, আন্দোলনের বিশ্বাস গুলিকে অমূলক মনে হচ্ছে শুধু ভুল বা অকার্যকরী নয়, অবান্তর; আন্দোলনের বিরোধীদের কাছে বিষয়টি আর এখনো কোনো বিষয় থাকছে না যা নিয়ে জোরালো বিতর্ক চালাতে হবে। বরং তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে টলেমির 'বিশ্বতত্ত্ব' বা টমাস অ্যাকুইনাসের পান্ডিত্যের মত একটি প্রাচীন বিষয়, যা আজ শুধু কৌতূহল উদ্রেক করে মাত্র। বিপ্লবীরাও সেক্ষেত্রে নিজেদের শুধু পরাজিত বা পরাভূত বোধ করছেন না; তাঁদের মনে হচ্ছে তারা যেন হারিয়ে গেছেন, তাঁদের ভাষা যেন সময়ের সাথে তাল মেলাতে পারছে না, সেকেলে ভাষার মত, কেউ যেন জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন বোধ করছে না যে এসব সত্যি কিনা। এরকম ভয়াবহ একটি পরিস্থিতিতে বামপন্থী প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে?

বোঝা সন্দেহ নেই যে এক্ষেত্রে এঁদের (বামপন্থীদের) অনেকেই নিশ্চিত হয়ে কিংবা অনুশোচনাভাবে, দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকবেন। তাদের আগের চিন্তাভাবনাকে তারা হয়তো শিশুসুলভ প্রবাদ ভেবে দুঃখ করবেন। কেউ কেউ হয়তো, পুরোপুরি আত্মাদের ঘরে, বা উদ্ভটে কিংবা নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট হয়ে পুরোনো চিন্তায় থেকে যাবেন, এক কাল্পনিক বাস্তবকে আঁকড়ে থাকবেন এবং এরকমে মানসিক চাপের মধ্যে থাকবেন, সংস্কারের ধর্ম এবং চিকিৎসার অযোগ্য ধরনের আশাবাদী একগুঁয়ে বামপন্থী বামপন্থার বিজয়ের ঘরে বিজয়ের থেকে কল্পনায় অতি সামান্য ঘটনার মধ্যেই বিপ্লবের অঙ্কুর দেখতে পাবেন। অন্যদের মধ্যে, বিপ্লবী সম্ভাবনাই হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু তাঁরা অন্য অবস্থানে সরে যেতে বাধ্য হবেন। বোঝাই যায় যে এই সময়কালের চিন্তার প্রধান ধারা হবে এই যে, অন্তত এখনকার মত সিস্টেমকে ভাঙা অসম্ভব। এই সময়ে বামপন্থীদের অনেক সিদ্ধান্তেই প্রভাবিত হবে এই বিষাদজনিত ধারণা থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সিস্টেমের প্রান্তদেশে ও তোলনকালাকের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টি পড়বে অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে, যেখানে ক্ষমতার ভিত কম তোষিত। সিস্টেম ভাঙা যদি সম্ভব না হয়, তখন দৃষ্টি পড়বে এমনসব বিষয়ের দিকে, এমন সব শক্তির দিকে যেগুলি অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সিস্টেমকে অতিক্রম করতে পারে, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাতে পারে, অথবা সিস্টেমকে এড়িয়ে চলতে পারে। এটা বলাই যায় ও সময়ে প্রান্তিক বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর পড়বে কিন্তু তার কারণটি এখানে নিহিত যে বামপন্থীরা যেহেতু মূলধারা থেকে জোরভাবে বিতাড়িত, তাই মূলধারা বা কেন্দ্রিক বিষয় সম্পর্কে সমস্ত কথাবার্তাই তাদের কাছে সন্দেহজনক। প্রান্তিকতা পূজার ভুল প্রকাশ হতে পারে এমন এক ধরন ধারণা যে সংখ্যালঘুরাই সচিবক, আর সংখ্যাগুরুরাই পীড়ক। অবশ্য সংখ্যালঘু দক্ষিণপন্থী গুপ্তচালি অনন্তাের ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা আন্তর্জাতিক বুর্জোয়ারা কিভাবে এই চিত্রের সাথে খাপ খাবে তা পরিষ্কার নয়।

আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মত একটি আন্দোলন, যা পূর্বে ছিল প্রান্তিক, এখন রাজনৈতিকভাবে প্রাধান্যের অবস্থানে – এরকম একটি বিষয়কে উক্ত অবস্থান থেকে কিভাবে দেখা হবে তাও খুব পরিষ্কার নয়, কারণ এই অবস্থানের বার্তাবহরা ধারনা এই যে প্রধান্য জিনিসটাই অনাকাঙ্ক্ষিত', এই ধরনের চিন্তাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ভিত্তি এই যে, যে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি ছিল জনগণের আন্দোলন, যেগুলি ছিল গণভিত্তি সম্পন্ন ও প্রাধান্যের অবস্থানে জোরের ওপর সেগুলির আর অস্তিত্ব নেই। একটি আন্দোলন যা একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও বিদ্রোহী, সেরকম একটি আন্দোলনের ধারনাকেই এখন মনে করা হয় সোনার পাথরবাটি, জনগণ, প্রধান, ঐকমত্য এ ধরনের বিষয়গুলিকে দানবসদৃশ করে দেখানোই তাই স্বাভাবিক মনে হয়, আর প্রান্তিক থেকে যা কিছু অন্যরকম তাকেই রোমান্টিকভাবে চিত্রিত করা হয়। এটা বিশেষ করে সেইসব প্রতিবাদী যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গী যাদের রাজনৈতিকভাবে বিশেষ কোনো স্মৃতি নেই, গণভিত্তিক ও বিপ্লবী রাজনীতির বিশেষ অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি নেই, কিন্তু কঠোর নিপীড়ক সংখ্যাগুরুর বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সিস্টেম বা ব্যবস্থা যদি সত্যিই, তার সমস্ত রকম বিরোধিতাকে বাতিল করে দিয়েছে বলে মনে হয়, তবে তা সাম্যবাদিকরণের সর্বগ্রাসে এই নৈরাশ্যবাদী ধরনের বিশ্বাসে পৌঁছনো কঠিন নয়, কারণ সিস্টেম জিনিসটাই নিপীড়ক, যেহেতু চারপাশে প্রায় কোনো আকর্ষণীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদাহরণ নেই, এই দাবী করাটা তাই খুবই সম্ভব। সিস্টেমের পুরোপুরি বাইরে থেকেই তার যথাযথ সমালোচনা করা যেতে পারে, সেই জন্য এই সময় 'অন্য'র প্রতি ভক্তি বেড়ে যেতে পারে, যা কিছু দূর, বাস্তবিকের চেয়ে অন্যরকম, বিশেষ কোনো শ্রেণীতে যা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় AARD VARK থেকে আবহমান ফেনুবারের মত এ ধরনের বিষয় নিয়ে, এবং যা কিছু সিস্টেমের যুক্তি কাঠামোর একেবারে বাইরে তা নিয়ে অকল উচ্ছ্বাস দেখা দেবে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এই রোমান্টিক বামপন্থা অবস্থান করে এক চতুর নৈরাশ্যবাদের সাথে অবধাইভাবে, কারণ সিস্টেম যদি সর্বশক্তিমান হয়, তবে তার বাইরে কিছুই থাকতে পারে না, যেমন পারে না ব্রহ্মাণ্ডের অসীম বিস্তৃতির বাইরে কিছু থাকতে। যদি সিস্টেমের বাইরে কিছু থাকতে পারতো তবে তা এত সম্পূর্ণ অন্যরকম যে তাই, আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম। আর সেই অন্য কে আমরা যদি সিস্টেমের মধ্যে এনে ফেলতে পারি তাতে করে তা সিস্টেমের ভিতর প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় এবং ফলে তার অন্যতা বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলতঃ তার বিদ্রোহী ক্ষমতা শূন্যে পরিণত হয়। তেমনভাবে যা-ই সিস্টেমকে নাকচ করে, কার্যক্ষেত্রে তা যুক্তিসম্মতভাবে সেটি ফলতে অক্ষম হয়। যা আমরা বুঝতে পারি, সংজ্ঞা অনুসারেই তা বিপ্লবী বা র‍্যাডিক্যাল হতে পারে না, কারণ তা সিস্টেমের ভেতরকার জিনিস। আর যা সিস্টেমের বাইরে, তাকে আমরা রহস্যময় কিচিরমিচির বেশী কিছু শুনতে পাবো না।

সিস্টেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, তার অর্থ: হলে প্রোথিত এই দ্বন্দ্বই তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা ধরে, এই ধারনা পরিত্যাগ করা হচ্ছে উপরোক্ত সব চিন্তায়। পরিবর্তে এই নতুন চিন্তায় 'ভিতর' ও 'বাহির' একেবারে কঠোর ভাবে বিপরীত অবস্থানে। ভিতরে থাকার অর্থ সিস্টেমের সহায়ক হওয়া, আর বাইরে থাকার অর্থ (সিস্টেমকে ভাঙতে) অক্ষম হওয়া। এই সমস্যাকার যৌগিকমূলক চিন্তাকে তাই বলা যেতে পারে উদারনৈতিক নৈরাশ্যবাদ। উদারনৈতিক, কারণ আমাদের যা আছে তার চেয়ে একেবারে অন্যকিছুর স্বপ্ন পরিত্যাগ করা হয় না, নৈরাশ্যবাদ, কারণ আইন ও ক্ষমতাকে এমন সর্বশক্তিমান ভাবা হয় তাতে ও স্বপ্ন কখনও বাস্তবায়িত হবে তা বিশ্বাস করা যায় না। যদি এই ক্ষমতাকে নাশ করায় কেউ বিশ্বাস করেন, কিন্তু তা করার কোনো রক্তমাংসের প্রতিনিধির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন, সেক্ষেত্রে তারা কল্পনা করতে পারেন যে সিস্টেম কোনোভাবে নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলবে, তার নিজের যুক্তিকে সে নিজেই বিনির্মাণ করবে। এর মধ্যে বিপ্লববাদের সাথে মিশ্রিত রয়েছে একগুঁয়েমির সংশয়বাদ ......"

এতের পর এক বই কাগজ কলম কমল হরফ DTP অফসেট মেশিন সাথায় মধ্যে মর্মর মর্মর করে। আমাও রক্তাক্ত হয় লেখা যায় না যে কথা ছাপা যায় না আমার বর্ণমালায় একটিমাত্র নবন নেই – আগুনি একেবারে – লেখা তৈরীর রক্তন অনাস্থাতে বদলে বদলে যায় – আমার অনুভব – আমার নাম অনুভব বিশ্বাস যে নামে লিখলেই পাঠক মনে করে হয়নাম – আমি প্রতাতিশীলতার প্রমাণেও পদবী টা বাদ দিতে রাজী নই – বন্ধুরা শুধু নামে ডাকে আমায় – পদবী বাদ দিয়ে – তোমায় চাই না চাই না – বরঞ্চ বাদ চলে যাক আমার প্রথম নাম – সমস্ত অনুভব অনুভূতি বাদ দিয়ে আমি নির্বোধ নিঃসংশয় বিশ্বাস চাই শুধু যখন আত্মা রক্তাক্ত হয়, আমার কান্নাও ভুলে।
শুধু বিশ্বাস করতে চাই ভালোবাসা আছে যে ভালোবাসা স্বতঃস্ফূর্ত ও অসাড়।

(ক্রমশ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ছায়াছবি ও পাগলা জগাই

স্টাফ রিপোর্টার :

ভারতবর্ষের মত আর কোনো দেশের সেইনস্তীম মুভিতে দেশের উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিদের 'দুর্নীতি, সমাজবিরোধী ও গুণ্ডাদের সাথে তাদের অসাধারন যোগাযোগ এবং বিদেশী কিছু লোকের (যেটের কেন আপ চিরকালই সর্বানুশীল) বাবে দেশকে বিকিয়ে দেবার ও পুনরায় পরাধীন করে তোলবার চক্রান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কিনা - কে জানে। হিন্দি সিনেমার অবাস্তব ও বাস্তবতা বিরোধী বলা হলেও এই অবনতি বিষয়ে মনু সিনেমা এক মত এবং আপামর জনসাধারন এই দেশের মতো কোনো অবাস্তবতার রূপ দেখবার মত মানসিকতার নেই। P.V. Narasimha Rao এর 'St. Kitts' মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার সঠিকতা যতটা বিশ্বাসযোগ্য আদালতে ঐ মামলা থেকে ছাড় বা ইজ্জত ধরে করনা 'র অভিযুক্ত ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এমনকি হবরের কাগজের হেডলাইনের হতাশের আগেও যা প্রকাশ তা আমাদের এই বাস্তবধর্মী হিন্দি ছবি এবং তার বেশ কিছু জীবনমুখী গান 'এক মচ্ছর শালা আদমিকো হিজড়া বানা দেতা হ্যায়', 'না না না না নাকে না'; মেরে দেশমে এ হুজই ভুক্ত বুঝি লাগে। হিন্দি ছবি ও তার জন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে অদ্ভুত লাগে কারন শিল্পকর্ম ও সমাজ চেতনার নিরিখে এগুলো এর মধ্যে ৭ পেতে পারে। কিন্তু কেন বিচ্ছিন্ন করে নেব না, বা কেন এখনি যুক্ত হয়ে আছে পরস্পর; এই তথ্যটির সামান্য আলোচনা করবো দুটি সাম্প্রতিককালের ছবির উদাহরনে - একটি সুপার হিট 'কলঙ্ক' আরেকটি ফ্লপ 'ধুমুনাজো'।

কেন বিচ্ছিন্ন করে নেব না সেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি সুমন চট্টোপাধ্যায় ও নচিকেতা চক্রবর্তীর জীবন থেকে তাদের গানকে; তাদের গানকে তাদের আর্থনৈতিক সুনামের পরিমান থেকে। আমাদের ভিতর এখন APDR করে - আমায় বলল 'খলোবন্ধু'-টা দেখে আয়, অনিমিত্ত সার্ভ ভিজিটারকে কিভাবে Public এর ভিতর অতথ্য আতঙ্ক establish করছে - শেষে আমাকে ঐ পুলিশ অফিসারকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া দেখাচ্ছ' - খলোবন্ধু'র বক্তেকারখানা বেশ কিছুদিন চলেই আমি এখানে ওখানে শুনেছিলাম - দেখবার কোনো ইচ্ছাই হয় নি। আমার বড় ভার বাপের বাড়ীতে STAR এ ছবিটা দেখে আমার সাথে দেখতে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি লাগিয়ে ছিল, তখনই আমি বুঝেছি ব্যাপারটা কি হতে পারে, তার কারন আমার প্রেম ও দাম্পত্য বেশ কিছু মানা-মার্কা ব্যাপার আমার অন্তিম বর্জনীয় থেকে খুব বহিষ্কৃত নয় - এমন বন্ধুরাও উল্লেখ করে এবং খলোবন্ধু দেখবার পরও দু'জন বলেছে - আর তার ফলে বেচারী মেমোরির কপালে যথারীতি জুটল ৫০ মিনিটের একটি 'গালাগালি' মিশ্রিত অসাধারন পাণ্ডিত্যমূলক প্রবল লেকচার। চোখের জল ছাড়া আর আর কোনো Counter Point হয় না। অবশ্য আমি ঐ সময়ও এটা বুঝতে পারছিলাম যে আমি ওটা করছি তার কারন অবশ্যই ছবিতে নানা শোষন যা করেছে বাস্তবিক ভাবেই সেটা আমি পারি না বা পারা সম্ভব নয় আর আমার ভালোবাসা, আমার ভালোবাসে যে মেয়েটি - তার ঐ অলীক বস্তাপচা আলো লেগেছে - সেটা আমি আমার পরাজয় হিসাবে নিয়েছি, কারন খুব সহজেই সে আমার থেকে ঐ বস্তাপচা কে বিচ্ছিন্ন করতে পারতো, আমার বুদ্ধি আমিত্বে, আর তাই-ই তার এই তীব্র বহিঃপ্রকাশ ক্রোধ ও দ্বন্দ্ব জেনারিশিত আক্রমন আমার ঠিক একটা দুঃখ। যাই হোক ভিজার কথা শুনে আমি রীতিমত অবাক হয়ে নাইট শো তে একা একা হলে ঢুকে পড়লাম কারন ঐ রকম কোনো ব্যাখ্যার কথা আমার মাথায় ছিল না। ছবিটা ভিতর পুরোপুরি মিথ্যা - আমি আমার মত করে আরো একটু যোগ করতে চাই প্রতিবাদকে ঐভাবে একজন মানুষের যুদ্ধ এবং জয় হিসাবে দেখিয়ে তাকে বস্তাপচা বানানোর ফলে তা দর্শকের এক অবসর KATHERSIS ঘটায় যাতে দর্শক পরিতৃপ্ত, ছবি HIT, আর শত্রুমারক হবার প্রচেষ্টা শুরু। দুর্নীতিপরায়ই নিজেদের পারস্পরিক প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং গন-আন্দোলনের বদলে একজন HERO ভিত্তিক লড়াই এর চিত্র এরকম একটা মেসেজ ও ভাষা ভাষা ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই HERO নির্মিতই আমাদের বাবা; রাশিয়া-লেনিন স্টালিন, চীন-মাও সে তুঙ, ভিয়েতনাম-হো চি মিন, কম্বোডিয়া-পল পট, কিউবা-ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা - একটা একটা করে মূর্তি ভাঙে আর আমাদের অলীক, নতুন বাহুতে মেরুদণ্ড আঘাত পায় বার বার শত্রু হয়। কোনো সিনেমা হিসেবে আমার বর্ব-এর ভালোলাগাকে যেমন আমি সহজ ভাবে নিতে পারি না তেমন আমার নিজের মতোও আমি কাউকে হীরো বানাতে চাই না - আমি জেনে গেছি আমার তৈরী হীরো-র মূর্তি ভেঙে যাবে তাতে তার ক্ষতি নেই - ক্ষতি আমার আমারই শুধু আমাদের। আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রতিবাদ অসম্ভব মজবুত HIGHLIGHTED এমনকি খুব সাধারন মানুষের এই আয়োজনও ভিড়িয়ে দেওয়া শুরু আজকের T.V. TALK SHOW তে, যেখানে তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের, অত্যন্ত নবনীর সাধারন মানুষ ঝুলোঝুলি করছেন আর মধ্যচরিত শুধু অজস্র মানুষের বকছে।

আবো চিহ্নিত করা যায় ওদের মতো যেতো - FILM বা TALK SHOW এর পরিচালক, অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান কে তো নয় - মোডিউসারকে ? তিনিও তো নির্ভরশীল আরও কয়েকজন MEDIA ANALYST এর উপর যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন এবং মাঝে মাঝে সফল হন। তাদের TARGET AUDIENCE এর CONSUMER PSHYCHOLOGY চিহ্নিত করা সম্ভব নয় কিছু ব্যক্তিকে। এটা সিস্টেম আর এই SYSTEM এর মাঝেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর এই দ্বন্দ্বই তাকে ধ্বংস ও পুনর্নির্মান করবার ক্ষমতা রাখে - এই বিশ্বাসে সেই দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটনই একমাত্র কর্তব্য আমার।

ঋতুপর্ণ ঘোষ যা করেন তা আজকের হিন্দি সিনেমার কাহিনী ও বেলাইজেশনের তুলনায় অনেক REALISTIC আর ধুমুনাজো-এ হিরোর সাথে ঢুলবার নেকার নজরেতে বিজ্ঞাপনের মঞ্জুলা ঝিলে এয়ে গেছে প্রয়োজনের তুলনায় কম অবাস্তবতা পাওয়াই করে ধুমুনাজো ডুবে গেল (উদাহরন: যে ভিড়মাতে কুমার গৌরব ও বর্মা ঘ্যাকলয়ে নাচতে যান তা এই কালকাতায় যে কোনো সাধারন ভিন্ন লোকের মতই পুরোপুরি। বর্তমান হিন্দি ছবির দর্শকেরা অবশ্য কোনো ম্যাডমেতে ভিন্ন থেকে তাদের মাথা থেকে বহুদিন আগে বাতিল করে অনেক অনেক এগিয়ে গেছেন)।

আমি গানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারতাম যদি চিহ্নিত করতে পারতাম কিছু লোককে, আমি ওগুলোকে মঞ্জুরই মনে যেতে দেব কারন এ System এর দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ সেখানেই বাস্তবের তুলনায় ভিত্তিক উপস্থাপনা হলেও - এটা গতি পরিবর্তন সহায়ক। আমি শুধু দর্শকের গতিকে করে নেব যাঁর বিচ্ছিন্ন উপভোক্তার অবাধহিত পথেই এখন আত্মিক বিচ্ছিন্নতার ভোরের স্বাধীনতায় পুনর্নির্মান করবো সেই দ্বন্দ্বের যথাযথ রূপ - এইরকম কোনো চমৎকৃত সমালোচনায়। আর জানতে চেষ্টা করবো আর কোনো দেশের সেইনস্তীম মুভিতে দেখানো হয় কিনা এইসব ....

রবক্সের জ্ঞানকৃষ্ণবর্ণিক বেহায়াপনা বলে মনে হয়। কিন্তু একটু এগিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যাঁরা এই জ্ঞানজনক করছেন বা করলেন তাঁরা কেউই এর সাথে কোনো মানসিক সংযোগ অনুভব করেন না। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ অনুভূতিসম্পন্ন কর্তব্যভিত্তিক অবস্থানে থেকে করতে হয় তাই কিছু কাজ করেছেন - রেডিও, টিভির সংযোজক, ঘোষিকারা অজস্র শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপন ও সমস্ত মিডিয়ার কর্মচারীরা অজস্র শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন, কমার্শিয়াল আর্টিস্টরা অজস্র ভিসুয়াল তৈরী করেছেন, লেখকেরা Special Supplementary তে প্রবন্ধ লিখেছেন - যাঁরা আলোকমালায় সাজিয়েছেন প্যান্ডেল করেছেন সবাই তাঁদের কাজ এবং অর্থের বিনিময়ে করেছেন। তাঁদের সকলের ক্ষেত্রেই Work ⇒ Forced Labour, Wage ⇒ Exploitation. এমনকি রাষ্ট্রপতি ভাষন দিয়েছেন সেটা ঐ পদ-এর কাজ বলেই - আর আমলারা ঐ ভাষন তৈরী করেছেন তাদের কাজ বলেই। পাড়ার ক্লাব গুলির ঝাণ্ডার পতাকা উত্তোলন ও সারাদিন রাতব্যাপী মুকুন্দ ম্যাচ গত পঁচিশ বছরের মত একই রকম, কোনো বিশেষত্ব ছিল না শুধু সাদা ফুল বা রঙীন কাগজগুলো দিয়ে 50 লেখা হচ্ছে। অবশ্যই একটা অতি সাধারণ আনুষ্ঠানিক গতানুগতিকতা - যেমন পয়লা বৈশাখ বা পয়লা জানুয়ারী নতুন বছর আমরা কেউই এতটা অন্ধ নই যে বুঝি না এর আগে বা পরের দিনটার এমন কিছু পার্থক্য নেই কিন্তু তবু পয়লা বৈশাখ বা পয়লা জানুয়ারী এরকম বিশেষদিন যা আমরা একটা গড় বিশেষত্বের সাথে পালন করি বা কাটাই - কারন এই দিনটাকে বাদ দেবে পেরিয়ে যাওয়া যায় না, বছর গুনতিতে শুরু এবং শেষ থাকবেই একটা।

কিন্তু যে সমস্ত নির্বোধেরা কালো ব্যাজ পড়েছিল এই দিনটায়, তাদের জন্য উচিত মানুষের ইতিহাসে যে অর্থে কোনো বিশেষ দিন নেই যা পরবর্তীতে পালন করা যায় - একমাত্র বর্তমান দিনটি ছাড়া। ইতিহাস এর যে কোনো দিন পালন করতে গেলেই বর্তমানের নিরিখে পড়া উচিত কালো ব্যাজ, - সে হিসেবে পড়া উচিত কালো ব্যাজ, ১৯১৭ র অক্টোবরের দশদিন স্মরণে পড়া উচিত কালো ব্যাজ (এখন যা নভেম্বর - উদাহরন হিসাবে অসাধারন, ক্যালেন্ডারে পেছিয়ে যায় তের দিন; দিন বদলায় কি? দিন?) ১৯৪৯ এর পয়লা অক্টোবর স্মরণে পড়া উচিত কালো ব্যাজ, শুধু রাশিয়া বা চীনের নয়, বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন চিন্তা-ধারার বিপ্লবী মানসিকতার ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের। কারন 'বস'কে উন্নত রূপান্তরিত করবার ক্ষেত্রে মানব ইতিহাসে দিনগুলির ভূমিকা অসাধারন।

মাঙ্গলিক

স্টাফ রিপোর্টার :

প্রথমেই বলে নিই 'দৈনন্দিন'র পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের সংকেত বার্তা পৌঁছবার খবর সর্বৈব মিথ্যা। আসলে শব্দ সংকেত ধ্বনির উৎসহীন নীচের তলায় T.V. বিজ্ঞাপনে 'ঝুম ঝুম ঝুমা'....

ইতিমধ্যে অ্যালেন গীনসবার্গ মারা গেছেন। মহাশ্বেতা দেবী ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেয়েছেন। তারা আর মারা গেছেন - পিকাসোর প্রেমিকার মমতা উদ্ধার হয়েছে। এসবের মাঝে একটি মঙ্গলজনক ঘটনা, কেনো যেন ভারতবর্ষীয় সংসদীয় গনতন্ত্রের এক পুরোনো মাত্রা নতুন করে জোরালভাবে উপস্থাপন করেছেন, কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে গোধাদু জেতে 'নীল' সবাইকে রাবড়ি বিতরন করে। উনি বিশ্বাস করেন কবিতা লিখছেন - বাঙালী কবিরা আসলে আত্মিক হয়ে ওঠেন বয়স বাড়লে একথা সবাই জানে (এমন লোকের কিছু নমুনাতে গীনসবার্গও তার নিজের কবিতা পড়ার প্রসঙ্গে বলে গেছিলেন) কিন্তু তেমনো আমলার কবি হয়ে ওঠার ঘটনা নজিরবিহীন না হলেও অধিকাংশই এই প্রথম জানলেন। এই খাদ্যবস্তু টেউ সরকার থাকলে কিছুদিনে -র মধ্যেই 'দৈনন্দিন' বন্ধ করে দিতে হবে আর সেকথা ভেবে আমরাও একটু খবরে নিঃশ্বাস ফেলছি। এ সময়েই ছাত্রীর বর্তমান সাম্প্রতিক ঘটনায় দিকে হয়ে যাবে আগামী ইতিহাসে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিবাদী স্লোগান:

লালগ্রহে মঙ্গলে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন নিপাত যাক -

দরিদ্র মঙ্গলবাসী আমার ভাই

মঙ্গলের জনগনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন

মঙ্গল গ্রাম তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন।

বিঃ দ্রঃ প্রসিদ্ধ রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লেখক তার প্রকাশিতব্য উপন্যাস 'মঙ্গলে অমঙ্গল' এ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দ্বারা আমাদের সমর্থন করেছেন। পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেলুদার মত কার্ল সেগানের COSMOS থেকে না বুঝে চুরি করা হয়েছে, যদিও লালমোহন বাবু বলেছেন তিনি নাকি বইটা চোখেই দেখেন নি।

যোগাযোগের ঠিকানা	প্রযত্নে : অমিত ঘোষাল ৩২এ, ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০০০৬
সরাসরি যোগাযোগ	কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
বিশেষ সংবাদদাতা	দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল
স্টাফ রিপোর্টার	সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা, সুদীপা ভট্টাচার্য
সম্পাদক	সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ ডে এল বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

চতুর্থ বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • মার্চ ১৯৯৮ • মূল্য: দুই টাকা

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোস্লাভ হোলুব

এই রকম

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

থামস্ আপ-এর বিজ্ঞাপনের নকল করতে গিয়ে একটা বছর দশেকের বাচ্চা ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস বেঁধে ঝুলে গিয়ে মারা গেছে শুনে আমি কাঁচি হাতে একটা টুকরো কাগজে যা লিখতে শুরু করেছিলাম তা হুবহু এইরকম।

"আশ্চর্য ব্যাপার এই যে বিজ্ঞাপনের প্রভাব এত সরাসরি পড়ে। আর এত সরাসরি বলেই আমি আদৌ বিশ্বাস করতে রাজী নই যে ঘটনাটি বিজ্ঞাপনের প্রভাব। একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র একটি মানবশিশুর (অবশ্যই নির্বোধ) বালখিল্যতায় আপাতিক ঘটে যাওয়া অঘটন।

বিজ্ঞাপনের প্রভাব যা কিছু তা কতটা প্রোডাক্ট বিক্রির ওপর পড়ে আর কতটা মনে এবং কতটা শুধুই বিজ্ঞাপন হিসাবে রয়ে যায় তার একটা শতকরা হিসাব করলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে 5% : 10% : 85% = 1 : 2 : 17

একই প্রোডাক্ট এর অজস্র বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটাই হয়তো ক্লিক্ করে। আর Total বিজ্ঞাপন বাজেটের টাকার 1% হয়তো সেটাতে খরচ হয়েছে।

মনের উপর প্রভাব বলতে– হাত তুলে দাঁড়ানো কাউকে দেখলেই বগলে গন্ধ বা নিজে হাতের হাতল ধরবার সময় সে কথা মনে হওয়া বা সাবান মাখলেই মুখ খরখরে– বা কাছাকাছি মুখ নিয়ে গেলে নিজের মুখে গন্ধ আছে কিনা ইত্যাদি।

আর বাকি সব বিজ্ঞাপনের মধ্যে যা ভালো তো অথবা ভাল তেরেকেট– দুটি ভাগ আছে, সেটা শুধু মাত্র বিজ্ঞাপন হিসাবে। অবশ্য 'বাঃ ভালো তো' কখনও কখনও কোনো নিয়ম না মেনেই প্রোডাক্ট এর উপর লেগে যায়– ক্রেতার ব্যক্তি মনে। ——————— "

বোঝাই যাচ্ছে তখন গুছিয়ে কিছু লেখবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না শুধু অনুভূতিটাকে ধরে রাখবার জন্য একটা খসড়া। অথচ Electrolux এর Ad টার প্রশংসা যেদিনই প্রথম মোচ্ছারে করলাম কি একটা কারন বশতঃ আড্ডায় বসে, সেদিনই ঘটে গেছে ঘটনাটা পরদিন সকালে সে খবর পড়ে

Washing machine tragedy kills baby

Mumbai: A baby died when his eight-year-old brother put him in a washing machine because he wanted to lighten his skin, newspapers reported on Thursday.

The Hindi-language *Sanjha Jansatta* daily quoted the eight-year-old boy as saying he acted after seeing an advertisement which showed dirty teddy bears coming out clean after being put in a washing machine.

"He thought he could turn his dark-skinned one-and-half-year-old brother fair-skinned if he put him through a washing machine," according to the daily. *(AFP)*

(একশ ছয়ের পাতায়)

মাত্র ৬২ জনকে মারা হয়েছে, সারা দেশজুড়ে বয়ে যায় মানবিকতার বন্যা কিছু দলের দেশে

মাত্র ৬২। হ্যাঁ মাত্র ৬২ জন।

বড় সামান্য সংখ্যা বড় সামান্য নিহত মানুষের সংখ্যা হিসাবে– যা MCC, PU আর লিবারেশনকে কাছাকাছি এনে দিতে পারে। MCC আর PU এর পারস্পরিক হানাহানি বন্ধ করা যদি সম্ভব হয় আর তার জন্য আমায় জানতে হয় রনবীর সেনারা ৬২০ জন ভূমিহীন ক্ষেত মজুরকে একসাথে একদিনে মেরে ফেলেছে আমি খুশী হব। কোনো মানবিকতার ধাঁধা বুলির থেড়ি এর নীচে ফেলতে পারবো না আমি সেটা।

সেদিন রাতে আমার ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল। ছেঁড়া ছেঁড়া Troubled Sleep ঘুমের স্বপ্ন একজন কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে চারজনে চার হাত পা ধরে, চিৎকার করতে চায় কি সে এভাবে– হয়তো আমার বিছানায় পিঁপড়ে উঠেছিল অথবা সকালে শুনেছিলাম একজন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না– সেজন্যই।

আমি পরিসংখ্যান রাখি নি যা আমার উচিৎ ছিল তবে গত একবছরে MCC আর PU এর পারস্পরিক খুনোখুনিতে নিহতের সংখ্যা অবশ্যই ৬২ র বেশী, কারন গত আট বছরে এই পারস্পরিক খুনোখুনিতে মারা গেছেন ৫০০ জনেরও বেশী। রনবীর সেনার এই কাজ বিহারের জনগনের ও সমস্ত বিপ্লবকামী শক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যকর কারন — "বুর্জোয়াশ্রেনী বুদ্ধিশুদ্ধি হারানো উদ্ধত দস্যুর মত আচরন করতে থাকে, সে একের পর এক বোকামো করতে থাকে, যার দ্বারা পরিস্থিতিকে আরও তীব্র এবং পতনকে দ্রুততর করে তোলে"– পরবর্তী বাক্যে লেনিন বলেছেন "এ সবই সত্যি; কিন্তু এটা প্রমান করা যায় না যে কিছু ছোটখাট ধরনের ঘুষের মাধ্যমে শোষিতদের কিছু ক্ষুদ্রাংশকে ঘুষ দেওয়া বা শোষিত ও নিপীড়িতদের কোন অংশের কোনো আন্দোলন বা অভ্যুত্থানকে দমন করবার একেবারেই কোনো সুযোগ নেই। একটা পরিস্থিতি 'চুড়ান্ত' নৈরাশ্যজনক বলে আগেভাগেই 'প্রমান' করার চেষ্টা হবে নিছক ই পন্ডিতমন্যতা বা কিছু ধারনা ও চালু চটকদার কথাবার্তা নিয়ে ভোজবাজি দেখানো। এই প্রশ্নে এবং এই ধরনের প্রশ্নে একমাত্র বাস্তব প্রমান হল প্রয়োগ। সমস্ত বিশ্বে বুর্জোয়া ব্যবস্থা সবচাইতে গভীর সঙ্কট প্রত্যক্ষ করছে। বিপ্লবী পার্টিগুলিকে এখন তাদের বাস্তব কাজের মাধ্যমে অবশ্যই 'প্রমান' করতে হবে যে তারা এই সঙ্কটকে সফল ও বিজয়ী বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সংগঠিত শোষিত জনতার সাথে যথোপযুক্ত পরিমানে সংযুক্ত, যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দক্ষ" এ সমস্তই লেনিন বলেছিলেন পুঁজিবাদ বা বুর্জোয়া শ্রেনীর পক্ষে চুড়ান্ত নৈরাশ্যজনক বলে কোনো কিছুই নেই– বোঝাতে গিয়ে ; অথচ আশ্চর্যজনক ভাবে এই বাক্যগুলি আমার মাথায় Edited and Printed ছিল এইভাবে — "**বিপ্লবের পক্ষে** চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি বলে কোনো কিছুই নেই। কিন্তু ছোটখাট রকমের ঘুষের মাধ্যমে শোষিতদের কিছু ক্ষুদ্রাংশকে ঘুষ দেওয়া বা শোষিত ও নিপীড়িতদের কোনো অংশের কোনো আন্দোলন বা অভ্যুত্থানকে দমন করা হয়তো যায়, কিন্তু একটা পরিস্থিতি 'চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক' বলে আগেভাগেই প্রমান করার চেষ্টা হবে নিছকই পান্ডিত্যমন্যতা বা কিছু ধারনা ও চালু চটকদার কথাবার্তা নিয়ে ভোজবাজি দেখানো। এই প্রশ্নে এবং এই ধরনের প্রশ্নে একমাত্র বাস্তব প্রমান হল প্রয়োগ। সমস্ত বিশ্বে বুর্জোয়া ব্যবস্থা সবচাইতে গভীর বিপ্লবী সঙ্কট প্রত্যক্ষ করছে। বিপ্লবী পার্টিগুলিকে এখনই তাদের বাস্তব কাজের মাধ্যমে অবশ্যই প্রমান করতে হবে যে তারা এই সঙ্কটকে সফল ও বিজয়ী বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সংগঠিত, শোষিত জনতার সাথে যথোপযুক্ত পরিমানে সংযুক্ত যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দক্ষ"

আর বোধহয় তাই-ই সব প্রায়োগিক ছেলেমানুষী করে চলি নিজস্ব ধরনে একান্ত মনে।

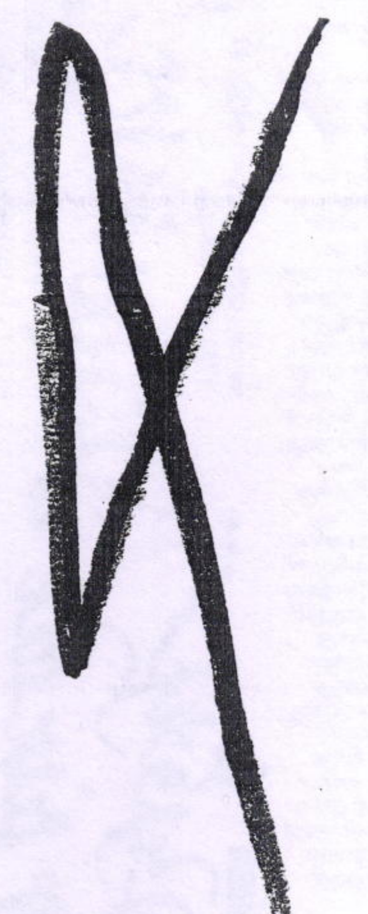
"The idealist philosophy, however, is quite different from what is called 'idealism' in common parlance. Apart form their wider meanings, even etymologically, the two terms are quite distinct. The former is derived from the word 'idea', whereas the latter, from 'ideal'. The so called 'practical idealism' has nothing to do with the idealist philosophy. It is not rejected by the materialists. Indeed the philosophical materialist is greatest practical idealist." এভাবেই মনে মনে বলে চলেন *M.N. Roy*—"Can there be a higher ideal than to rebuild the world into a befitting home for a free, enlightened, happy mankind with an endless perspective and possibility of progress opened before it? And there is nothing in life which every convinced materialist would not willingly sacrifice to advance mankind even one step towards the goal". এবং "The ideal of life is the motive force of the life of the materialist" এবং "Without an ideal, life appears to him meaningless — not worth living. He lives for an ideal, is 'rightous and noble' like Epicurus, 'because it is a pleasure to be so". আর তুস্ করে উঠে আসেন আন্দ্রে জিদ্ "Even the Illusion of ideal is good and I Wish to preserve it". — স্টাফ রিপোর্টার

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সম্পাদকীয়



আমরা যাই নি মরে আজও, তবু কেবলই ছন্দের জন্ম হয়। কেমন ছন্দ জন্মায়? পরপর সাজানো কটা কটা মুখ ও মুহূর্ত; ক্ষণিকেই বিপ্লব করে। দৈনন্দিন করছে। ও চলছে, চলবে- থামা নেই গতিতে। Some one cannot turn, But Why? — remained unanswered.

তারপর, অবিশ্রাম ঢেউ উঠবে, দোল খাবে জলের স্রোত। আর আধুনিক নাগরিক তত্ত্বদর্শনের দুঃস্বপ্নে খাবি খাবে বিছানায়। মানুষের ক্লোনিং হোক - আর কেউ না চাক আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আপনাদের সেই ভয়েই ক্লোনিং বন্ধ। সাহসী বিশ্বের স্বপ্ন দেখতে চেয়ে অনন্তপ্রত্যাশী মানুষ বিছানায় আজ ভোরের চেয়েও করুন। বিস্মৃতি গ্রহ মঙ্গলের মতো পৃথিবীও, কোনো Pathfinder নেই, সবাই চায় Idol হতে। অস্তিত্বের সাথে করুন লড়াইয়ে কি ক্লান্ত আমরা - প্রত্যহ চৈতন্যের মুহূর্তে চিমটি কাটি নিজেকে, এটা আমি তো? ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবী নিশ্চয়ই ঘর্ষনজনিত তাপ সৃষ্টি করছে, ঘুমের ভেতর ঘামের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বিছানার খুব কাছেই আগুন - ফিরে শুই। আবার। এবার পিঠ বাঁচাই, তারপর। একেবারে চিৎপটান। ভয় পেয়ে গ্যাছো। আমি সেই আগের মতই আছি। ফিরে আসবো। নিছক প্রবোধ, না বিশ্বাস করো... ... ..., বিশ্বাসের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেছে। কোথায়? জানি না। বিংশ শতাব্দীতে বোধহয় এ শব্দটার ক্লোনিং হয়েছে - যেমন ঝপ্ করে বিশ্বাসের সৃষ্টি তেমনি উবে গেছে। তবুও; একবার কোনো মতে ...... যাক আপদ গ্যাছে। অদ্ভুত ভাসমানতায় আমি নীচে নামছি। তুমি একবার টানো আমায়। যেমন বড়শি টানে। তোমার দিকে। চেতনে আমি তোমার স্পর্শ পাচ্ছি। অবচেতনে গন্ধ। অচেতনে তুমি আমি সব এক। আর তখনই জড়ের অস্তিত্ব — জড় মানুষের বদ্ধ মস্তিষ্কে। একটা রোবটের চৈতন্য শুধু অচেতনে পাক খায়। বেশ। শুনলুম কম্পিউটারে মানব অনুভূতি সঞ্চারিত হবে। বেশ তরুন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তুমি চেপে ধরো কম্পিউটার তন্বীর হাত। আর আমি বিটোফেন বালিকার কোলে। সে বাজাবে আমায়, একা আমি। করুন দুয়েন্দী ভেসে বেড়াচ্ছে আমার সর্বাঙ্গে। হৃদস্পন্দন কানে শুনে তান বাঁধছে ক্ষিনুক হাতের বিটোফেন বালিকা। আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে উত্তাপের অশালীনতায়। এখন আমি ভাসমান, মহাকাশের কোন নীহারিকার স্রোত মুখে। তারারা গল্প বলছে - জীব ও জড়ের। আধুনিক যুবকের সামনে খোলা Programme Planner, অজস্র File - ছাপা অক্ষরে ক্লান্ত Dot Matrix, Color Monitor টা হাই তুলছে। যুবকের ঘুম নেই।

আমার ঘুম ভেঙে গেছে। সামনে এক বখাটে যুবকের কবিতার খাতা। চোখ চালাই। ও মা এ যে দেখি একপাতা গদ্যের দুইপাশ ছিঁড়ে দেওয়া কটা কটা কথা। না কথা নয় - অনুভূতিমালা, শব্দাকারে! বড় বেশী আধুনিক। পরের পাতা। এ কী! সেতোসোল্লাসি আদ্রিসের আমোদছটায়। ব্যস খাতা বন্ধ। মনে হচ্ছে আমি বস্তুবৎ। বটেই তো। বস্তুসর্বস্ব দ্বন্দ্বই যদি পরিবর্তনের দিশারী, জীবনের চালিকা শক্তি হয়, তবে বর্তমান আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বপূর্ন সদা-ঘুমন্ত-জাগ্রত আমিই তো বস্তু। থুড়ি, আমি নই আমরা - বস্তুবাদী হলে বেশ শক্তিমান মনে হয়। আমরা জেগেও দেখি না, কার্য শূন্য; সুতরাং ঘুমোও। মার খাব, খেয়ে যাব, মুখ খুলবো না - সুতরাং জড়। আমার চোখ খুলে গেল। না আমি জড় নই। প্রতিবাদী। প্রতিবাদ ... ... প্রতিবাদ। কিন্তু বাদ কই। যাক গে সব বাদ, শুধু প্রতিবাদ। বেশ খানিকক্ষন চল্লো। এবার তবে সম্বাদ? দুঁস সম্বাদ না ছাই, সংবাদ। হ্যাঁ সংবাদ এলো। কর্কশ গলায় সর্বজ্ঞসী সংবাদ পাঠিকা ঘোষনা করলেন কোন প্রদেশে সরকার পড়ে গ্যাছে। মধুময় হলেও ওর কন্ঠ আমার কাছে বড় তেতো। সম্বাদে সংবাদে চুলোয় গ্যালো।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঘামের সাথে ঘুম ভাঙলো। পাশের জানালা বন্ধ। সকাল ন'টায় INTERVIEW ছিল। গ্যালো। যাক্‌গে। গতবার সাহিত্যের ছাত্র শুনে Paradox এর সংজ্ঞা, তারপর উদাহরন জানতে চেয়েছিল। উদাহরনে পৃথিবী বলতেই লোকটা কেমন প্যারাবোলার মত মুখ করে হেসেছিল। ব্যাটা কিচ্ছু বোঝে না তবু প্রশ্নকর্তা - এটাই একটা প্যারাডক্স। তারপর ধীরে পা দিয়ে জানালাটা খুলতেই এককালক রোদ্দুর। আর সাথে পাশে চায়ের দোকানের খ্যাঁকী মোড়লের আওয়াজ অ্যাই বিটা, এখনো লটকাচ্ছিস। তারপর সে দেখি বিজ্ঞাপন মার্কা জবানীতে বল্লো (এসো চাঁদু) গাড়ি এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমি জানালা চেপে মনে মনে ভাবলাম নেহাৎ পেটমার্কা প্রাণীটা রয়েছে নচেৎ গড়া যেত মনোমত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সাহসী বিশ্ব। সেও তো পেটেরই জন্য। সবার জন্য। সকলের পেটের জন্য। দুর শালা কি প্যারাডক্স। আমি... ... ...

না, খুব দুলছে ... ... আমি মাতাল তরনীতে। বিস্মৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। মাতাল মনও। জলের স্রোত ঘুরছে, দুলছে - ঘড়ির মতো। আমি ভেসে আছি। ভাসার ফলে আমার ওজন কমে গেছে। ভাসমান আমার ভাষার ওজন কমে গেছে। বিটোফেন বালিকা এসে গেছে। দোলে দিচ্ছে আমার মাতাল তরনীতে। ভাসাও ভাসাও। অনন্ত ভাসা। হঠাৎ নাভিতে ধাক্কা খেলাম। Centre of Gravity তে অযথা ধাক্কা। আমি নামছি। আমার ওজন বাড়ছে। ভাষার ওজনও। ঘূর্নিপাকে মাথার ভেতর। বিজ্ঞাপনের ছবি নাচছে আমার মাথায়। অস্তিত্বের পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে আমার ধূসর বস্তুতে। মাকড়সা জাল বুনছে। গীটার বাজাচ্ছে কোনো রহস্যময়ী। অস্থির চৈতন্য স্রোত। পরিচিত অপরিচিত প্রাকৃত - অপভ্রংশ - অপভ্রষ্ট - কোনো দেশী ভাষায় আগুন জাকছে আমায়। হিমবাহের তরলস্রোত থেকে আজ হঠাৎ লাভা বেরোচ্ছে। হ-য-ব-র-ল'র দেশে আমি গজরাচ্ছি। ককিয়ে উঠছি।

আমার ঘুম ভেঙে গেছে। আমার অস্তিত্ব এখন ভীষন হালকা। বিবেকানন্দর মতো ভাবতে পারি আসমুদ্র হিমাচলের তরুনদের। 'জিরাফ-ফক্‌ড়ি' মার্কা মুখ করে হাসেজরুক আবালবৃদ্ধ বনিতাকে বিছানা ছাড়তে বলতে পারি। কেউ ভয় দেখাতে পারে আগুনে পুড়ে যাবার। যদিও সে নিজের গায়ে আগুনের আঁচ লাগা পছন্দ করে না। কে করে বলুন। আমিও না। 'দৈনন্দিন'-এর সম্পাদকের গোমেড়া-থেরিয়াম মুখটা আমার মনে পড়ছে। আর তার বেচারাথেরিয়াম চামচের →

অনর্গল খিস্তি খেউড় দিয়ে যাওয়া। যাক্‌গে। তবে দয়া করে সুকুমার রায়কে টেনে আনবেন না। স্বর্গত ভদ্রলোক 'দৈনন্দিনে'র সাথে যুক্ত নন। শব্দ নিয়ে জাগলারীও করেননি। অযথা গিমিকও দেননি। হাসছেন। কি করবো বলুন শব্দ সাজাতেই হয়। শব্দ সাজে। ঢেউ ওঠে। শব্দ জাগে। একটার পর একটা। ভাসে - ডোবে। তারপর... ভাসডুব হয়রান।

সংখ্যা ওঠে। সংখ্যা জাগে। একের পর এক। কারন কবিতা অংকের মতো। দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আর অতিরিক্ত 'এক'টা ভাবনার - বিশ্লেষনের। ঘূর্ননের - ভাসনের - নিমজ্জনের - দ্বন্দ্বের। ধ্রুব নয়। বদলাতে পারে, যেতে পারে যেদিকে খুশী। আমার আপনার ইগো অনুযায়ী। তাই অপরিবর্তনীয় - এক মানুষ থেকে অন্যে। আর ঐ অতিরিক্ত 'এক'টার মানে, অস্তিত্ব। আপনার, আমার। সকলের। সকলের একটা 'এক' আছে বলে। সকলেই এক নয় বলে। আর এ 'এক'টার মানে ... ...

নিবিড় মিত্র

স্বীকারোক্তি সহ দুইজন স্টাফ রিপোর্টার

গত কিছুদিন যেসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হিসাবে যা লিখে ফেলেছি আমরা - অথচ সেই ক্রুদ্ধ সৃষ্টিশীল - তাকেও পরমুহূর্তে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বে মনে হয়েছে পরাধীনতা সেই কয়েকটিকে চিহ্নিত করা হল।

কারন দৈনন্দিন সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র

'রূপমকে একটি চাকরী দিন' কবিতায় কবি আলিমুদ্দিন স্ট্রীট পর্যন্ত তদ্বির করেন, না সেদিন হয়নি - রূপম চাকরী পায়নি। যেমন পাচ্ছে না শতরূপম। প্রফেসার হিজবিজবিজ (ইনি কোনোমতে সুকুমার রায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নন) সেদিন মশার কামড়ে কুপোকাত। সোজা চল্লেন আলিমুদ্দিন স্ট্রীট এবং স্লোগানে মুখর হলেন - আমাকে একটু বাঁচতে দিন। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে। মৃত্যুর কূপ থেকে কত হিজিবিজি লোক চিৎকার করছে - না আলিমুদ্দিনের চৌকাঠ ছোঁয়ার সাহস নেই। কিন্তু ... ...

সহসা দলীয় নীল নেতা (লাল নয়) নদীয়ার অনিল বিশ্বাস বলে উঠলেন: ম্যালেরিয়া বড়লোকদের রোগ। কারন, শতকরা হিসেবে ম্যালেরিয়া উচ্চবিত্তের - ই বেশী হচ্ছে। প্রশ্ন করা হয়, মশা কি গরীব বড়লোক দেখে কামড়াচ্ছে। উনি নীরব। কিন্তু মনে দৃঢ় - মশাগুলো কমিউনিস্ট; পুঁজিপতি (পড়ুন উচ্চবিত্ত; ওরা পুঁজির সংজ্ঞা জানে না, জানলে নিজেকেও শ্রেণীভুক্ত করতো) দের নাশ করছে - সুতরাং মশক তান্ত্রিক বিপ্লবে কমরেড মশাদের মারা তো বুর্জোয়াদের দালালি মাত্র। সুতরাং ম্যালেরিয়া দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু অনিলবাবু ভুলে চলবে না - আপনার রঙ বদলে গেছে - নীল।

সেরকম আপনি বদলে গেছেন। সায় আলিমুদ্দিন স্ট্রীট বদলেছে। লাল সর্বহারা নয়, নীল বুর্জোয়ার নতুন খোলস আপনাদের সুতরাং বিপ্লবী মশারা নিশ্চয়ই ছাড়বে না - সুতরাং নিজেরাই শহীদ - একবারে ভেবে দেখুন।

কমিউনিস্ট বা কম্ম নিষ্ঠুর বা কম্ম নিষ্ঠ সরকারের জেনারেল শ্রী জ্যোতি বসু চাননশালি মন্তব্য করলেন: চিকিৎসা আজ বড়লোকদের জন্য। বেশ। আমরা একমত। তবে এ আগেও ছিল। সুতরাং নিম্নবিত্তরা আপনারা শহীদ হোন। (মরুন বলতে বাধছে একটু)

শুধুমাত্র Information & Culture Dept. (Indiscrimination & Future / Incantation & Vulture / Incarnation & Vulgar / Intoxication & Rapture Dept) মন্ত্রী ছাড়াও তিনি পুলিশ মহামন্ত্রী। যদিও তিনি বৃদ্ধ, তবু দিনকাল বড় খারাপ বাতাস সহিংস। আর পুলিশ foolish এ আমার বড় ভয়, শুনেছি ঘাড়ে রুল ঢুকিয়ে দেয় - উরে বাপরে চিৎকার নিশ্চয় 65 ডেসিবেল ছাড়িয়ে যাবে।

আর আইন হল আইন তার বিচারব্যবস্থার দর্শনশক্তি পট্টিবাঁধা তাই যতই দিশিদর্শনে বলুক শব্দ হল ব্রহ্ম - কিন্তু ব্রহ্মেরও ক্ষমতা নেই আইনের বাইরে থাকার তাই আইন বাঁচিয়ে জবান সামালকে।

ধ্যাস তেরীকা উপক্রমনিকাই সার এরকম একটা বাল্যসুলভ বিষয় নিয়ে কি আর লেখা যায় - এই বিচারপতিগুলো কোথা থেকে আমদানি হয় কে জানে - আর ঐ দীপক দাস ছেলেটা যে L.C র আসনে একটু কেলকি দেখিয়ে বাম্পাপূরনের চেষ্টায় ছিল সেটা কি খবরের কাগজকে বলতে হবে - নিজেকে দিয়ে জানি না? বুস্ - লেখা শেষ

●●●

আমার বাবা ছিলেন একজন সাধারন পুলিশ। একদিন রাতে আমাদের দরজায় কেউ বা কারা কড়া নাড়লো। যারা ঢুকলো বাবা তাদের চিনতেন। তারা ক্ষমা চেয়েছিল যা তারা করছে বা করতে চলেছে তার জন্য। কিন্তু তিনি (আমার বাবা) সেদিনের তালিকাভুক্ত ছিলেন। তিনি বাধা দিলেন না। ধীরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের সংসার তছনছ করে দিয়েছিল। যা হোক - ভালো বা মন্দ - এখন তো আমরা তার কবরের কাছে আসতে পারছি।

ঘটনাস্থল না বল্লে বুঝতে অসুবিধা হবে এটা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা স্তালিনী রাশিয়া বা অন্য কোনো কমিউনিস্ট একনায়ক বা পুঁজিবাদী রাজতন্ত্রের দালালের রাজ্যপাটের কোনো এক নিপীড়িতের সন্তানের জবানবন্দী।

সে যাই হোক, ১৯৩৮-৩৯ খ্রী: স্তালিনী দুনিয়ার কারেলিয়ান ফরেস্টে ক্রুশবিদ্ধ এক রুশিয়ার নাগরিকের জবানবন্দী দারুনভাবে চমকে করিয়ে দেয় ভিখারী পাওয়ানের মত অদৃশ্য জীবন্মৃত কে। যদিও দুর্ভাগ্যের কথা আজনিনা কার্গো - পোলন্ডের বাবা পুলিশ ছিলেন, তবুও... তবুও সেই ১৪ মিলিয়ন সমাজতান্ত্রিক রুশিয়ার নাগরিক; যারা সাম্যবাদের স্তালিনীয় লেলিহান শিখায় ইহজীবনের সাম্য খুঁজে পেয়েছিলেন; তিনি ... ... কি করা যাবে, হৃদয় তো ইস্পাতমানবের থাকে না; স্তালিন তো নাম নয় ইস্পাত - সুতরাং লৌহকাঠিন্যে 'হার্ডম্যান' তুষারে গেঁথে দিয়েছিলেন রুশিয়ানদের হৃদস্পন্দন। লাল সেলাম। কমরেড আপনাকে জানাই ... ... সেলাম ... ... সেলামী দিয়ে সাম্যের কপোতাক্ষ কমিউনিজম চীনে, আরও কটি দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে জোর কদমে চলেছে। আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বপ্নে গ্লোবালাইজেশনের সোনালী ধুলো মিশেছে - সাম্যের বুজরুকি কমিউনিজম এর স্যামে প্যাক জিন্দাবাদ।

●●

এ লেখা শুরু হচ্ছে এই ধরে নিয়ে যে মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দূষন সংক্রান্ত জ্ঞান আমার মতই অর্থাৎ Class X Standard - যাতে আমরা জেনেছিলাম দূষন সংক্রান্ত কিছু বাক্য - পরিবেশ দূষন মূলত তিনপ্রকারে ঘটে থাকে (ক) বায়ু দূষন (খ) জলদূষন এবং সবশেষে যার জন্য মাত্র তিনটি বাক্য ব্যয়িত হয়েছিল সেইটি (গ) শব্দদূষন। এরপর উচ্চমাধ্যমিকে বিশ্বয়টি চলে আসে 600 শব্দের একটি ইংরাজী প্যারাগ্রাফে সেখানেও শব্দদূষন তিনটি বাক্যে বর্নিত হয়। এরপর একজন বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের ছাত্রের দূষন প্রসঙ্গে আরও বেশী কিছু জানবার কোনো সুযোগ নেই পাঠ্য হিসাবে। তাই সেই সামান্য তিনটি বাক্য সম্বল করে আমি আমাদের উচ্চশিক্ষিত বিদগ্ধ পণ্ডিত তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব বসুকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলবো - আমি আল-বাল-ছাল যাই-ই বলি না কেন তার জন্য দায়ী তিনি কারন যাবৎ তথ্য ও সংস্কৃতি আমি তাঁর অভিভাবকত্বেই পেয়ে থাকি আর নির্বোধ অর্বাচীনতায় কাঁচা গালাগাল দিয়ে বসলেও তিনি ক্ষমাপ্রদর্শনে বাধ্য। এত বানাই পানাই করলুম কারন

ধারাবাহিক কবিতা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে শিল্পায়ন

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

১৩ অনুভব বিশ্বাস

●

".......And as in material, so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sidedness and narrow mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and local literatures there arises a world literature."— *Manifesto of the communist party (1884)* also quoted in *YOGI AND THE COMMISSAR - Arthur Koestler*

সহজ অত্যন্ত সহজ - যুক্তিযুক্ত যুক্তিগ্রাহ্য - গড়গড় করে এগিয়ে চলা A তারপর B তারপর C তারপর D অরাজনীর সেই কবিতা বিপ্রতীপ অর্থময়তায় মনে পড়ে আমার

"A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z"

"Constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed fast frozen relations with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind."
— *Manifesto of the communist party (1884)*

স্বর্গের সিঁড়ি বলে একটা শব্দ প্রচলিত আছে, যার উচ্চারনটা অবসময় ব্যঙ্গার্থে বিকৃত ভাবে করা হয় "স্বপ্নের সিঁড়ি" - তা এ হল বস্তুবাদী সপ্নের সিঁড়ি - না: পুরোপুরি বলতে গেলে বলতে হয় 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী স্বপ্নের সিঁড়ি' - এই বস্তুবাদী স্বপ্নের সিঁড়ি চড়বার বাস্তবিক সমস্যা এই যে তার একটা ধাপে একটা পা রাখলে অন্য পা টি অন্যকোনো ধাপে রাখা যায় না সেই ধাপেই রাখতে হয় - এবং তারপর কোথানিক সমতলেই হাঁটতে হয় - পাহাড়ে ওঠার চড়াই পথের থেকেও বিরক্তিকর - অন্তত আমার মনে হয় - তাই স্বাভাবিক ভাবে কিছু পরেই প্রায়োগিক সর্ট-কাট এ পাথর থেকে ও পাথর তার পর পথে ফেরা - কারন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী স্বর্গের সিঁড়িও সব ছবিতেই অন্যান্য সপ্নের সিঁড়ির মতই পাহাড় চূড়োয় আবছা বা সামান্য একটা কোনা বা না দেখতে পাওয়া স্বর্গ দেখায়। কিন্তু ঐ 'তারপর পথে ফেরা' বারবার ঘটেই চলতে পারে না দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ধারনায় তাই গড়িয়ে পড়া আছে, আছে গড়িয়ে যেতে যেতে ছুঁচালো পাথরের খাঁজে আটকে যাওয়া আছে বসে পড়া বিশ্রামের জন্য আছে হালছাড়া সবই আছে তবু সবশুদ্ধ আছে স্বপ্নের সিঁড়িও আছে, আর তাই আছে পর্বতারোহী সাবাসি দেওয়া, আছে সমতলের খাদ্যে জীবন-যাপন, আছে at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind." জেগে থাকে সম্যকভাবে (sober) হয়ে যাওয়া রক্তাক্ততার সমস্ত বদলাবার ইচ্ছার অবসান অবসাদ আর অবসর - খণ্ড বিখণ্ড অবসর; আর সেই অবসরে —

"The Old disease, thought Rubashov. Revolutionaries should not think through other people's minds.
Or, perhaps they should ? Or even ought to
How can one change the world if one identifies oneself with everybody?
How else can one change it ?
He who understands and forgives - Where would he find a motive to act?
Where would he not?" — *DARKNESS AT NOON, Arthur Koestler*

আর তখন যা যা হতে পারে তার ব্যাখ্যা —

"Some people may create trouble, and some people are creating trouble. There are many ambitious conspirators. They are representatives of the capitalist class eager to overthrow the political power of our proletarian class. We shall never let them succeed. A group of sons-of-bitches wants to take chances, and is waiting for opportunities. They want to kill us and we have to suppress them. They are pseudo-revolutionaries, pseudo-Marxists and pseudo-believers in Mao-Tse-tung's thought; they are traitors. They rebel

(এরপর চারের পাতায়)

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

(তিনের পাতার পর)

even when chairman Mao lives. They obey perfunctorily and rebel in reality. They are ambitious conspirators, create trouble, and want to kill by various means. He said he did not know about his wife's affairs, but how could he not know?"

— *(Lin Piao on Lu Ting-i, 18 May 1966)*
from *THE RISE AND FALL OF LIN PIAO* —*Jaap van Ginneken*

অথবা

"Those with a 'Left' way of thinking magnify contradictions between ourselves and the enemy to such an extent that they take certain contradictions among the people for contradictions with the enemy and regard as counter-revolutionaries persons who are not really counter revolutionaries."

—(Mao Tse-tung, February 1957, quoted in the *Little Red Book*)

এবং

"Opposition and struggle between ideas of different kinds constantly occur within the Party; this is a reflection within the Party of contradictions between classes and between the new and the old in society. If there were no contradictions in the Party and no ideological struggles to resolve them, the Party's life would come to an end."

— (Mao Tse tung, *ON CONTRADICTIONS* 1937)

● ●

"আমি এই করছি, আমি তাই করছি" এমনটা নিজেকে বলবার আগে তুমি যদি প্রকৃতি থেকে পরিশ্রম সহকারে কাজ কর, তুমি যদি একজোড়া জুতো তৈরীও কর, এবং কোনোরকম শৈল্পিক ধ্যানধারনা ছাড়াই, তুমি হয়ত সবসময় ঠিকঠাক করতে পারবে না, এবং রোজ তুমি কাজ করে যাচ্ছ একটা বিস্ময় খুঁজে পাবার জন্য, কিন্তু সেদিনটায় তুমি ভাবতেই পার নি এমন একটা দিনে, সেটা পেয়ে গেলে। চলতে থাকা প্রতিটি দিনের কাজের মধ্যে এমন একটা দিন এসে যায়। এভাবেই একটা দেশকে জানতে বুঝতে তুমি শিখে যাও, প্রথম দৃষ্টিতে যাকে একরকম লাগে, কিন্তু মৌলিকভাবে ভিন্নরকম যার ভেতরটা।"

— থিও কে লেখা ভিনসেন্ট ভ্যান গগ্ এর চিঠির অংশ
সেপ্টেম্বর ১৮৪৭. অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বসু

#

"We all know what you can do in the way of reporting. The Lord knows you can do it.................Why didn't you..........................sweat out a novel or a whole of a long poem (even unpublished) and give us a synthesis. Synthesis are the only thing that really count; all the splendid snap shots in the world are snapshots after all...................... You've had all the earth and the waters around the earth, not to mention New York, and I wish you'd begin to make a painting out of the photos."

—Robert Rogers to John Reed. P.246 '*ROMANTIC REVOLUTIONARY*' a Biography of John Reed. by *Robert A. Rosenstone.*

#

"আর সাদা গণ্ডারদের চেহারা তার খুব ভালো লেগে গেছে। সে গেছে চিড়িয়াখানায় গিয়ে তাকে দেখেছে সেখানে, একটা মস্ত ঘেরা জায়গায় ছিল শাদা গণ্ডার, চুপচাপ, স্থির।
আর লোকটা দেখেছে ঠিক কেমন করে শাদা গণ্ডার ভাববার চেষ্টা করে; কোনো কিছু জানার চেষ্টা করে; আর সে বুঝতে পেরেছে তার জন্য কি বিষম পরিশ্রম করতে হয় গণ্ডারকে। –
আর প্রত্যেকবার যখনই শাদা গণ্ডারের মাথায় কোনো ভাবনা খেলে যায় সে আনন্দে হৈ হৈ করে ছোটে, ঘেরা জায়গাটায় দু-তিনবার পাক খায়, আর ঘুরতে ঘুরতেই সে বেমালুম ভুলে যায় তার মাথায় কোন ভাবনা খেলেছিল। আর তখন সে দাঁড়িয়ে থাকে, চুপচাপ, অনেকক্ষন – একঘন্টা দু ঘন্টা – আর ফের ছুট লাগায় যখন সেই একই ভাবনা আবার খেলে যায় তার মাথায়।
আর যেহেতু প্রতিবারই সে ঠিক এক মুহূর্ত আগেই ছুট লাগায়, সত্যি বলতে, তার মাথায় ভালো করে খেলে না।
'একটা শাদা গণ্ডার হতে পারলেই আমার ভালো লাগতো, তা-ই আমি হতে চাই' বলেছে লোকটা, কিন্তু বোর্বকারি তার পক্ষে বড্ড দেরী হয়ে গেছে।
তারপর সে ফিরে গিয়েছে বাড়ীতে, আর তার গণ্ডার নিয়ে ভেবেছে।
আর এখন আর সে তাছাড়া কিছুই বলে না।
'আমার শাদা গণ্ডার' সে বলেছে 'বড্ড আস্তে ভাবে আর বড্ড চটপট ছুট লাগায়, আর এমনটাই তো হওয়া উচিত, আর তা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সে সব জিনিস যা যা সে জানতে চেয়েছিল যাতে তাদের আর কোনওদিনও জানতে না হয়।'"

— 'কিছুই সে আর জানতে চাইতো না' পেটার বিকসেল
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

#

'আর রাগে তার আস্ত শরীরটা ভরে উঠলো।
আয়নায় দেখলো তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, দেখলো কেমনভাবে তার চোখ কুঁচকে যাচ্ছে; তক্ষুনি হাত মুঠো করে ফেলল সে, মুঠিটা তুললো উপরে আর সজোরে নামিয়ে আনলো টেবিলের উপর, প্রথমে শুধু এক একটা ঘুষি, তারপর যেন ঢাক পেটাবার মত বার বার ঘুষি হাঁকালো টেবিলে, আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো:
'বদলাতেই হবে এবে, বদলাতেই হবে!'
আর তার কানে গেল না সেই ঘড়ির শব্দ। তারপর হাতটা ব্যথা করতে লাগলো, গলা ছিঁড়ে গেল চেঁচিয়ে, আর অমনি সে আবার সে আবার শুনতে পেলো ঘড়ির শব্দ, আর কিছুই তো বদলে যায় নি, সত্যি।

— 'টেবিল হল টেবিল', পেটার বিকসেল
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

• •

সম্পাদকের সংযোজন :
এই লেখার সাথে অনুভব একটা চিঠি লিখেছে - আমাকে ব্যক্তিগতভাবে, আমি সেটাও ছেপে দিচ্ছি - আর ওকে লেখা আমার উত্তর এখনও Post করা হয় নি; তাই সেটাও।

সৌম্য,
একটা লেখা পাঠালাম। এটাকে ছাপতে পারিস 'তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক' এর ত্রয়োদশ পর্ব হিসাবে। আলাদা একটা গল্প হিসাবে। অথবা একটা সম্পূর্ন ছোট উপন্যাস হিসাবে। অবাক হচ্ছিস কি তুইও? একটুখানি?
হ্যাঁ এটা ঠিক তাই – এটা আমার নবগঠিত লেখনশৈলী বলতে পারিস। 'তিলোত্তমা'র আগের কিস্তিতে এর আভাস ছিল প্রকটভাবেই – আমায় যথেষ্ট স্বাধীনতা দিলেও গত সংখ্যার পত্রিকার সাথে তোর পাঠানো চিরকুট

> "The situation of the déclassé intellectual was no longer exceptional; it had turned into something permanent and unpleasant to confront"
> - *THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING* - *Milan Kundera.*

আমায় অনেক কিছু জানিয়ে দিল। জানালো এই বিষয় নিয়েই আমি লিখি তুই চাস। ঐ ছোট্ট চিরকুট জানালো উদ্ধৃতি দেবার পদ্ধতিটা তোর পছন্দ হচ্ছে না। আর পরের দিন সকালে তোর চিরকুট চোখের সামনে ধরেই আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম আমার নতুন শৈলী সম্পর্কে – তোর এই ছোট্ট চিরকুট ধরে আছে তুই যা বলতে চেয়েছিস সবটা আর আরও অনেকটা যা এ বইটা আমার কাছে বলেছে। এবং আরও হয়তো বেশ কিছুটা যা সবসময়েই থেকে যায় Printed Matter আর মস্তিষ্কের মাঝামাঝি অঞ্চলের অস্পষ্ট ফিসফিসানিতে।
তোর মনে আছে 'তিলোত্তমা'তেই কয়েক পর্ব আগে লিখেছিলাম 'আমি, হ্যাঁ আমি অনুভব বিশ্বাস আমার সবটুকু অনুভব আর বিশ্বাস নিয়ে শুধু আমার একান্ত নিজস্ব ভাষাতেই প্রকাশ করি আমার সমস্যা আর যন্ত্রনাগুলো – একান্ত নিজস্ব ভাষায়। সবটুকু অনুভবে সবটুকু বিশ্বাসে যদিও জানি আমরা একরকম, একই সমস্যা আর যন্ত্রনারা – আসলে একটাই সমস্যা তবু এই একান্ত নিজস্ব ভাষা আমার সমস্ত অনুভব আর বিশ্বাসকে বেঁধে রাখে ওরা পাঠকের হয়ে ওঠে না উঠতে চায় না; আমি চাই না আর পাঠকেরাও চায় না – ঠিক নিজস্ব সন্তান উৎপাদনের মতই আমরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্নভাবে প্রসব বা প্রকাশ করে চলি যন্ত্রনা আর সমস্যা, যন্ত্রনারা ঠাসাঠাসি গুঁতোগুঁতি করে মরে শহরতলির ট্রেনে নিত্যযাত্রীর মত তবু ওরা ছোট ছোট জোট বাঁধে অমুকবাবু তমুকবাবুর মতই, আলগা জোট, মুখের আলাপে – তারপর চলন্ত কামরায় দুমড়ে যায় চটকে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নিজস্ব সমস্যায় নিজস্ব যন্ত্রনায়।"
এই শৈলীই সেই নিজস্বতার থেকে মুক্তি এনে দিয়েছে আমার লেখাকে বলে আমি মনে করছি। জানি Counter Point এর অভাব তোর কোনোদিন হয় না, আর এটা তো নেহাত টুনকো যে কোনো আক্রমনের কাছে। আবার ভালোবেসে স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক Analysis ও দিয়ে দিতে পারিস আগের মত। তবে এবার বোধহয় তোকে টেক্কা দিয়ে দিলাম কারন - এর আগে যখন দেখা হয়েছিল এই ব্যাপারটা তখন অনেক বোঝাতে শুধু পুরোনো লেখার সাথে মিলেমিশে যাবার কথা বলছিলাম কয়েকটা উদাহরন দিয়ে তাতেই তুই বলেছিলি 'হ্যাঁ আসলে ব্যাপারটা কি জানিস্, নীৎসে ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন প্রথম ভাগে ছিল Monumental History – তাতে উনি বলেছিলেন ... ব্যাস্ তেরাকা পাশের রাস্তায় বাসটা একগাদা কাদাজল ছিটিয়েছিল ভোলাদার চায়ের দোকানে তোর কথা শেষ হয় নি – গালাগালের পর কিভাবে যেন আমরা অন্য কোনো প্রসঙ্গে চলে গেছিলাম। দুদিন পর তোর বাড়ী গেছিলাম, কাকীমা বললেন তুই চলে গেছিস – আলমারীতে বইটা পেয়ে গেলাম – আর তোর খাতাটা কমিয়ে দিলাম নিজের ব্যাখ্যায়। নীৎসে লিখেছেন –

(তিনের পাতার পর)

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

দৈনন্দিন

"History is necessary above all to the man of action and power who fights a great fight and needs examples, teachers and comforters; he can not find them among his contemporaries. It was necessary in this sense to Schiller; for our time is so evil, Goethe says, that the poet meets no nature that will profit him, among living men. The avoid being troubled by the weak and hopeless idlers, and those whose apparent activity is merely neurotic, he looks behind him and stays his course towards the goal in order to breathe. His goal is happiness not perhaps his own, but often the nation's, or humanity's at large : he avoids quietism, and uses history as a weapon against it. For the most part he has no hope of reward except fame, which means the expectation of a niche in the temple of history, where he in his turn may be the consoler and counsellor of posterity. For his orders are that what has once been able to extend the conception "man" and give it a fairer content, must ever exist for the same office. The great moments in the individual battle form a chain, a high road for humanity through the ages, and the highest points of those vanished moments are yet great and living for men; and this is the fundamental idea of the belief in humanity, that finds a voice in the demand for a "monumental" history."

ঠিক আছে তো ?

ভবিষ্যতে তিলোত্তমা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা জানি না তবে আমি চেষ্টা করবো. একথা তোকে দিতে পারি। আর যদি নেহাতই না পেরে উঠি, তুই ওটা লেখার দায়িত্ব অন্য কাউকেও দিতে পারিস – কারন 'তিলোত্তমার সন্ধানে' যে ধরনের ধারাবাহিক কবিতা তাতে লেখকের বদল ঘটলেও তার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবার কোনো chance নেই – বরঞ্চ একটা নতুন মাত্রা আসতে পারে ব্যাপারটায় – প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস – মনে হয় না খুব খারাপ Idea.

ভালো থাকিস।

অনুভব বিশ্বাস
19.10.97

অনুভব,

তুই লিখতি কারন তুই ছিলি লেখা শুধুমাত্র লেখা হয়ে যাবার বিরুদ্ধে। 'শুধুমাত্র লেখা' হয়ে যাওয়া বলতে তুই বা আমি যা বুঝতাম সেই ব্লাস ইংলেজেনে এখন Text (পাঠ) শব্দটা তার সমার্থক অনেকের সাথে আমারও মাস্তিষ্কে। তোর একটা কবিতা – একটি মাত্র বাক্য ছিল যাতে

— 'আমাদের সাতরঙা স্বপ্নগুলো লাল,
লাল থেকে কালো
অক্ষরের সারি হয়ে গেল।'

তোর কবিতা আমি কলেজের ওয়াল ম্যাগাজিনে লিখতাম এবং তত্তোধিক দুর্বোধ্য Illustration করতাম বলে বেশ কয়েকজন বন্ধুকেও তার মানে বোঝাতে হত – আমায় বোঝাতে হয়েছিল সূর্যের আলোয় মিশে থাকে সাতটা রঙ – একসাথে দেখি রামধনু আকারে – যার লোকায়ত অর্থ দুর্যোগ কেটে গেল – লাল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী – পৃথিবীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক দর্শনের নাম কমিউনিজম – যার চিহ্নিতকরন বর্ন লাল – বাকি ছটি বর্ন শোষিত হয় তখন শোষক বস্তুর বর্ন হয় কালো – আর তাই-ই হয়ে যায় লেখা – মরা বর্নমালা। আর আমি এঁকেছিলাম একটা সূর্য, রামধনু, একটা লাল পতাকা, যার ডান্ডাটা হয়ে গেছে একটা কলম যার নিব এসে ঠেকেছে তোর নামের শেষ অক্ষরে। আর তাই আমি তোকেই শুধু দিয়েছিলাম তিলোত্তমাকে খোঁজার দায়িত্ব। কিন্তু তোর নিজের লেখাও শুধুমাত্র Text হয়ে যাবে এই মুহূর্তে এ যেমন তুই মানতে পারিস না, তেমনি অস্বীকার করতে পারিস না বর্তমান পরিস্থিতিতে এই objective সত্যকে, তাই আমি স্বীকার করতে বাধ্য এ তোর নতুন শৈলী একান্তই তোর আবিষ্কৃত, লেখাকে শুধুমাত্র Text হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পূর্বতন উক্তির সংকলন হিসাবে দেখিয়ে তোর লেখার সমগ্রতাকে, লেখার জীবন্ত অংশকে তুলে ধরবার প্রয়াস – এই প্রতিদিনকার Text হয়ে যাবার বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ একমাত্র প্রতিবাদ। তুই ছেলেবেলা থেকে বন্ধু বলে কি একটু বেশী আবেগপ্রবন হয়ে পড়ছি? না বোধহয় কারন এই সেদিনও শুধুমাত্র গল্পেই বেড়ে ওঠা আমারই বয়সী একটা ছেলেকে আক্ষেপ করতে শুনেছি – 'নকশালবাড়ীও গল্প হয়ে গেল রে – প্রতিদিন – কেউ না কেউ – বড় কাগজ – ছোট কাগজ – গল্প – উপন্যাস – কবিতা – আঃ। যখন দেখি সৌভিক লেখায় 'নকশালবাড়ীর বদলাতে চাওয়া তাজা রক্তের যুবকেরা' বলে কাঁদছে, মনে হয় খুন করে ফেলি' ছেলেটা ভুলে গেছে ও বড় হয়ে উঠেছে শুধুই গল্পে, কারন এখন তার জীবনাচরন গল্প অনুসারী বাস্তব – ওর সেই লেখবার অধিকার আছে যা নেই সৌভিকের। কিন্তু জানে না কিভাবে প্রতিদিন এই Text হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো যায় স্বপ্নকে। কারন তৃতীয় ব্যক্তি পাঠকের কাছে ও আর সৌভিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কারন, কারন তার কাছে পৌঁছবে কালো অক্ষরের সারি Text. কি করে বাঁচবে ও যেখানে চে গুয়েভারাও হয়ে যান টি শার্ট আর চায়ের কাপে ছাপা ছবি – একদম মিকি মাউসের মত। যেমন চেশোয়াভ মিউশ লিখেছিলেন 'জানি আমি হয়ে যাবো ডিকশনারীতে মিকি মাউসের কয়েকটা শব্দ পরে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা একটা শব্দ – তিনলাইন পরিচিতি সহ' এরকমই একটা লাইন – কোন এক কবিতায়। এই Text হয়ে যাওয়াটা আমাদের শ্রেনীর অনেকেই বুঝতে পারছে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রূপে – কিন্তু এই হল 'বিধিলিপি' – এ তো মানি না, তাই বলতে পারি না, তাহলে কি করবো – এই তো ভেবেছিলাম আমি অনেকদিন শুরু করবার আগে এই কাগজ – মনে আছে Existentialism এর সেই অদ্ভুতুড়ে ব্যাখ্যা – 'একটা পাখীকে খাঁচায় রাখলেও ততদিন সে খাঁচার পাখী নয় যতদিন সে কামড়াবে খাঁচার শিক, ভেঙে বেরিয়ে পড়বার আশায় – ততদিনই তার অস্তিত্ব বা পাখীত্ব যতদিন সে চেষ্টা করবে – এমনকি এই মূল সত্যকে অনুধাবন করেও যে তার পক্ষে খাঁচাটা ভাঙা সম্ভব নয় – কারন তার প্রচেষ্টাই একমাত্র জীবন্ত সত্য – এবং তার জীবদ্দশায় তাই হবে তার সত্য; তার অস্তিত্বের প্রকাশ।' যদিও যতটা বুঝতে পেরেছিলাম বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক জটিল – গত তিনবছরের স্মৃতি শুধু হতাশাই আনতে পারে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার করলে – কিন্তু ক্যাশ এর মধ্যে থেকেই তো তুই পেয়ে গেলি তোর সর্বাঙ্গীনক প্রতিবাদী পদ্ধতি, পড়ে হতাশার কথা মনে হলেও, বিস্ময়টা তো সত্য, জীবন্ত – বেঁচে আছিস তুই বেঁচে আছে তোর লেখা, বাঁচতে চেষ্টা করছিস। আমি এই কতদিন পর ভীষন, সেরকম প্রচণ্ড উৎসাহ পাচ্ছি। তোর পদ্ধতি সেই তোর পরবর্তী লেখা একই সাথে জাগিয়ে তুলবে আশা সত্যকে তুলে ধরবার সাথে সাথেই I am feeling changed after so many days. Thank you Comrade.

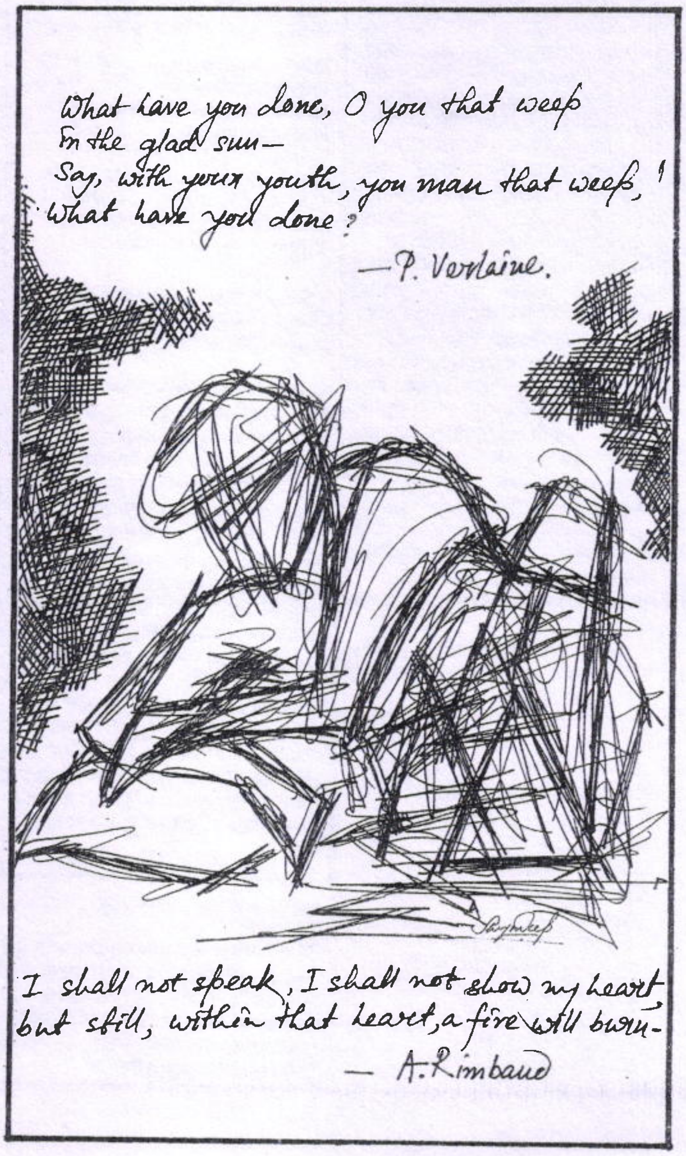
জানি না 'দৈনন্দিনের' সামর্থ হবে কিনা তোর এই লেখাকে contain করবার, কিন্তু আমি তোর হাতে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছি পিঠ চাপড়াচ্ছি জড়িয়ে ধরছি হো: হো: হাসছি আর আর – 'ভেলোদা ডাবল হাফ চা'।

তোর এই পদ্ধতি ব্যক্তিগত ব্যক্তি বিরহিত প্রতিবাদ, এবং সন্ধান।

তোর 'তিলোত্তমা' সংক্রান্ত ঐ পরবর্তী প্রস্তাবও ভীষনই গ্রহন যোগ্য কিন্তু যতদিন না আর কয়েকজনকে পাই তোর নামেই ছাপা হবে কারন এখনও তোর আগের যে সব লেখা আমার কাছে আছে যা তিলোত্তমারই Episode কারন 'তিলোত্তমা'কে খুঁজে চলাই বর্তমানে তোর 'সুষ্ঠুতম অসুস্থতা' তার সংখ্যা গোটা চার তো হবেই –

— এগিয়ে চল।

— সৌম্যদীপ



দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

এই রকম

(প্রথম পাতার পর)

বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে আমার আগের নৈর্ব্যক্তিক হালকা মেজাজের ভাবটা পুরো বদলে ভার হয়ে গেল কেন কেননা বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ল আমার পৌনে দুই বছরের ভাই চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সুইচ বোর্ডের সামনে – হাতে একটা সেফটিপিন খোলা বললে "ই-ই দ্দা এ দ্দা আমাল পাস্"

আর তারপর ভীষন একটা চিৎকার করে একেবারে চুপ, আমি মেঝে থেকে দৌড়ে, মা দৌড়ে এল, ভাইটা কাঁদেও না কথাও বলে না – মা বকতে শুরু করল আমায় 'কি করছিলি ভাইটাকে দেখতে পারিস না – সেফটিপিনটা প্লাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে – শক্ লেগেছে – কি করি এখন – তোতন-তোতন' আমি তখন সাড়ে চার-পাঁচ, ভীষন ভালো বুঝি ভাইকে চোখে চোখে রাখার সামলানোর দায়িত্ব আমার। খুব কষ্ট হচ্ছিল – ভাইটা কাঁদেও না কেন অনেকক্ষন পর আস্তে আস্তে বলে 'দ্দা পাস্ – ঝি-ই ই ই ক; তার দুদিন আগে একটা টেবিল-বাতি এনেছিলেন আমার বাবা। রঙীন প্লাস্টিকের অনেক ছোট ছোট ফুল তার তাদের মধ্যে রঙীন টুনি বাল্ব লাগানো ছিল। বাবা ভাইকে দেখাচ্ছিলেন 'এই-ই দ্যাখ – প্লাগটা লাগিয়ে সুইচ দিলেই – ' – আমার ভাইয়ের কি রঙীন ফুলগাছ হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল? তার আগে একদিন দেখি চুপ করে বসে আছে মেঝেতে – একেবারে নটনড়নচড়ন, আমি গিয়ে বললাম 'কি রে কি হয়েছে?' 'আমাল ব্যাটারি ফুলিয়ে গেচে' বলেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পিঠের কাছে হাত বেঁকিয়ে বলল 'খুলে দে' আমি মনে মনে বললাম দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা – পিঠের কাছে একটা চিমটি দিলাম অভাবক করে উঠে চেঁচিয়ে বলল 'চিমতি দিলি কেন – ' আমি বললাম 'বা: ব্যাটারিটা খুলতে হবে না' কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকলো – খানিকপর চিমটানো জায়গাটায় হাত দিয়ে বলল 'তুই বদ্ – মা – মা' বলে উঠে থুপ থুপ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ওর ড্রাম বাজানো টেডির পেছনে ব্যাটারী লাগানো ছিল, কদিন আগে থেমে যেতে – ওটা শিখেছে নড়ে চড়ে কথা বলে এমন জিনিস বা ছবি এতই বিশ্বাস যোগ্য হয়ে ওঠে যে শিশুমানব মানসিক পুরোপুরি অবচেতন-বোধে অনুকরন করে থাকে।

আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ বছর পাঁচেক বয়সে আমি ছিলাম ইন্দ্রজাল কমিকস্ এর পোকা যদিও অমর চিত্রকথা হাঁদা-ভোঁদা বাঁটুলো ফ্যান্টম টিনটিন সবাই ছিল কিন্তু একাত্মবোধ যা বাস করতাম বা ভালো বাসা করতাম যার ভেতর প্রায় সারাদিন, সে হল বেতাল, অথচ সেই সময়েই অথবা এক-দুবছর পরেও হতে পারে যা এখন আমার কাছে একই সময়, পড়েছি বাচ্চাদের উপর কমিকস্ এর কুপ্রভাব সংক্রান্ত খবরের কাগজে অনেক চিঠি কথাবার্তা সেখানে মূল বক্তব্য ছিল এতে বই এর প্রতি আগ্রহ থাকে না – আমি বলতাম ধুত্ – আমরা খেলায় ঘটিয়ে খেলতাম বেতালের নড়াচড়া বা কথাবার্তা আর কল্পনা

'ভাই চল্ বেতাল-বেতাল খেলি, – আমি বেতাল তুই গুরান'

'ননা আমি বেতাল'

'না আমি বড় আমি বেতাল'

'বেচ্ছ – তোল্ ডায়না কেতায়?'

'তুই ডায়না'

'তুত্ – ডায়না তো মেএ'

'হুঁ – তাহলে খুশী ডায়না'

'খুকি তো তোহ্তে লম্বা'

'তাতে কি'

'তালে আমিও বেতাল হব'

'না আমি'

কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল 'খেলায় নিচ্ছি না'

'আচ্ছা তুই তাহলে কিট পরে বেতাল হবি' এটা ওর পছন্দ হল – 'তাম্নে হেলোজ্ কই' হেলোয়েজ কে খুঁজে পাই নি আমি, আর সেই থেকে আমি আজও খুঁজে চলি আমার মেয়ে, বোন হেলোয়েজকে

ফুটপাথ নয় কেন?

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

বারো ইঞ্চি দেওয়াল লম্বালম্বি মসৃন। সূর্যের আলো পাতন হয়ে ঢুঁয়ে ঢুঁয়ে আবছা উজ্জ্বলতায় ঘরটা হঠাৎ ফুটে উঠল। আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি। ক্রমশ কেন্দ্রবিন্দুর নির্দিষ্ট স্থানাঙ্কে এগিয়ে যাচ্ছে একটা মানুষ। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ওকে বোঝান হচ্ছে, জীবন মানে – লেবেলু, পোষাক, দামী খাবার, নামি মদ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বার ও রেস্তরা, ভালো আরও ভালো চাকরী, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, নতুন মডেলের গাড়ী, সেরা সুন্দরী (সমাজের নজরে) নারী থেকে যা। গড় মানুষের দলে হাতছানি দেওয়া হয় তাকে। যাদের নিয়ম করে খাওয়া, দাঁতমাজা, পায়খানা, ঘুম, এটাই সঠিক জীবন, স্বাভাবিক আচরন এবং সমাজ স্বীকৃত সভ্যতা।

আলোয় স্পষ্ট হয় ঘর, যন্ত্রনা বাড়ে। বিবমিষা যাওয়ার যান্ত্রিক চাপের সামনে সেকি নতজানু? খিদের কথা সবাই বোঝে, তৃপ্তি কিসে কেউ জানে না।

মানুষটি ডাক্তারের চেম্বারে চেম্বারে ঘুরে বেড়ায়। এটাই কাজ। সে ডাক্তারদের বাধ্য করে তার প্রোডাক্ট লিখতে। যদিও সে জানে তার প্রোডাক্টের দাম বেশী। সে এমন অমানবিক কেমন করে – সে ব্যাখ্যা সে নিজেও দিতে পারে না। সমস্ত দায় পেটের নামে চালান করে দেওয়া যায়? পিঠে কয়েকটা লাইন চাবুকের মত আছড়ে পড়ল এক ডাক্তারের চেম্বারে

Life is Challenge .... Meet it.
Life is Precious .... Care for it.
Life is Dream .... Realise it.
Life is Promise .... Fulfil it.
Life is Duty .... Perform it.
Life is Mystery .... Unfold it.
Life is Adventure .... Dare it.
Life is Beauty .... Praise it.
Life is Song .... Sing it.

চিন্তাভাবনা এলোমেলো হয়ে যায়। তার মাথায় বনবন করে উড়ে বেড়ায় একটা কথা – জীবন মানে ফুটপাথ নয় কেন?

চাকরীটা আর করছি না। ভাবতেই বেশ হাল্কা হাল্কা লাগে। আবার চেনা অবকাশ চেনা সময়। সমস্তই নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী কফি হাউস। মাঠে মাঠে নাটক। গান। তবু অনিশ্চয়তা আমার ঘুমের মধ্যে আসে। আমি বাতাসে উড়ে চলেছি। পায়ের তলায় মাটি নেই। মাথায় নেই কারও হাত। আমি সকলের সঙ্গে বেইমানি করেছি। রুগ্ন কারখানার মত সংসারে আমি এক ধাপ্পাবাজ শ্রমিক। আমার নাটকের, পত্রিকার, গানের কোনো মূল্য নেই। সব পাগলামি। বয়সের আবেগ। সময়ের ভুল। দরদর ঘামি। স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন। নাকি বাস্তব! তালগোল পাকিয়ে যায় সব। চিন্তারা অস্থির জড়পুটুলি। কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে যেতে পারি না। সমস্ত যুক্তি আবছা হয়ে যায়। মাথায় বনবন করে উড়ে বেড়ায় একটা কথা। একটা চিন্তা, একটা অন্য-রকম প্রশ্ন – জীবন মানে ফুটপাথ নয় কেন?

তিন রণবীর সেনার পরিবারের সকলকে খুন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ

প্রতিশোধ – ভালোমন্দ বিচারের আমিকেউ নই এই দূরদেশে। কলম না চালিয়ে অন্য অস্ত্রই নিতে হত আমায় ঐ দেশে জন্মালে বেড়ে উঠলে – কিন্তু মাথায় তখন আসতো না খুনের প্রকৃত 'দর্শন' খোজাখুঁজি।

"Mazumder derived the idea of annihilation campaign not from any Marxist text but from a single incident in a Sri-kakulam village in Andhra Pradesh in which some peasants had made an infractuous attempt on the life of a landlord. From this incident Mazumdar generalised that the peasant masses could be roused to wage an armed struggle for seizure of power through annihilation of landlords and their agents. For him annihilation was the take off stage of armed peasant struggle, a higher form of struggle than any familiar in this country. The annihilation he advocated meant liquidation of the class enemy and the political, economic and social authority of the class enemy."

—March forward by summing up the experience of the revolutionary peasant struggle of India by Charu Mazumdar, Liberation, December 1969. from *Introduction* of *THE NAXALITE MOVEMENT* by *Sankar Ghosh.*

কিন্তু টের পাই রক্ত ডাকে রক্তকে, হিংস্রক রক্ত, বন্দী রক্ত ভালোবাসে রক্তের অন্য শরীর ভেঙে খেলা স্রোত। আমি খুনের বদলা খুন ছাড়া ভাবতে পারি না। আর শেষ মেশ সব নৌটঙ্কী ছেড়ে ক্ষমতা **আবর্তিত** হয় বন্দুকের নলে অর্থাৎ বিস্ফোরনের প্রকাশ পথে – আর তাই সমর্থন অসমর্থন মানবিক-অমানবিকতার ঊর্দ্ধে উঠে যেতে হয় আমায়। ছি: রক্ত প্রিয় রক্ত! আমি বাজী ফেলে বলতে পারি হরিন শিশু তার না গজানো শিং-এ বাঘের রক্তের স্বপ্ন দেখে।



স্টাফ রিপোর্টার ঃ

হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে ঘরের মাঝে শার্ল বোদলেয়র – চমকাবার আগেই বলে ওঠেন "জানো তো মোটামুটি, কেমন কষ্টে দিন কাটিয়েছি – তোমাদের দেখে হিংসে হয় তাই আলাপ করতে এলুম" "হিংসে হয় মানে?" "তুমি তো দেখি রাত জেগে সব কবিতার নামে ছাইপাঁশ লেখ – এত সুযোগ তোমাদের সামনে তবু–" "কিসের সুযোগ?" "হুম, ও তুমি বুঝবে না এখনও শিশু – কাল শচীনের ব্যাটিংটা দেখছিলাম – শিল্পী ছেলে – তা ঐ কোক পেপসীর অ্যাড যুদ্ধও দেখলাম – আহারে যদি বেঁচে থাকতুম আজ দুটো শব্দ বদলাতুম ABEL এর বদলে COCA অথবা PEPSI আর CHIN এর জায়গায় OTHERS, ব্যস্ কোক বা পেপসী আমায় টাকায় মুড়ে দিত" "মানে?" "ব্যাং তুমি তো আস্ত মুখ্যু কিছুই পড় নি দেখছি LES FLEURS DU MAL এ লিখেছিলাম কবিতাটা ABEL ET CAÏN

Race d'Abel, dors, bois et mange;
Dieu te sourit complaisamment.

হাঁ করে চেয়ে আছো যে, ও: ভাষাটা তো বোঝো না – তাহলে শব্দটা বদলেই বলি

Race of Coke, eat, sleep, and drink
God smiles on you approvingly.

Race of others in filth and stink
Grovel and die, miserably."

খুব হ্যাটা হচ্ছি দেখে একটু ভাব নিয়েই বললাম "হুঁ, শুধু EAT, SLEEP AND DRINK হলেই তো হবে না – অবজিনিয়ে MEANINGFUL আর CATCHY হতে হবে" "শুধু কি ঐ EAT, SLEEP, DRINK নাকি গোদারে-ও সেদিন ছিল সাথে, বলল ও নাকি ওর কোন সিনেমায় পর্দাজোড়া পোস্টার দেখিয়েছিল 'আমরা হলাম কোক আর পেপসীর সন্তান' তোমরা তো শুনি ওর ছবি নিয়ে খুব আঁতলেমি করো – আর আমার COPY টা বুঝতে পারলে না – ব্যাং তুমি ছোকরা একেবারেই আস্ত তোমার কাছে আসাই আমার ভুল হয়েছে" বলেই হাঁ করে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন – সেই ইস্তক আমি খুব চিন্তায় আছি – যা ছিটেল লোক শুনেছি, সমঝদারের আশায় HTA র Mr. Rajan অথবা CHAITRA-LEO BURNETT এর কারো কাছে চলে গেলেই চিত্তির –

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল
৩২এ, ঘোষ লেন , কলিকাতা ৭০০০০৬

সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত কর, অরূপ ঘোষাল

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

une révolution qui est, puisqu'il faut qu'elle soit

সপ্তম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • বইমেলা ২০০৯ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

গড়বেতা

হেমনগরে ১১ জনকে বাড়ীর মধ্যেগুলি পুড়িয়ে খুন। তৃনমূল সমর্থক বলে মমতার বনধ্‌। তিনদিন পর জনযুদ্ধ দাবী করল মৃতরা তাদের সমর্থক। প্রাথমিক ভাবে মনে হল বাঃ—এরাও ঘোলাজলে মাছ ধরতে শিখে গেছে কারন নকশালপন্থী সমর্থক ব্যাপারটা অনেকটা সোনার পাথরবাটি; বিশেষত একটু খোঁজখবর রাখলেই জনযুদ্ধগোষ্ঠী এবং মেদিনীপুর প্রসঙ্গে একথা মনে হতেই পারে। কারন মাত্র ৫ থেকে ৭ জনের সংগঠন ছিল ওখানে জনযুদ্ধের যার মধ্যে কলকাতা থেকে গেছেন জনতিনেক এবং খুব সাধারন জনসংযোগ হল কাজ। PW'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার ছাত্রসংগঠন RSF যেমন প্রতিবারই 'গ্রামে চলো' নামক শিবিরকে সংগঠিত করে, যেখানে গ্রামবাসীরা খেতে দেয় বলে তা 'জনগন সংযুক্তি' ও 'মানুষ আমাদের পাশে আছে'-র বাস্তব নমুনা হিসাবে চিহ্নিত হয়। জনযুদ্ধ তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'বিপ্লবী যুগ' এর অক্টোবর নভেম্বর ২000 সংখ্যায় দাবী করে 7th Sept 1997 এ 'বিজেপি RSS' এর গুন্ডা নেতা স্বরূপ সরকারকে তাদের গেরিলা স্কোয়াড হত্যা করেছে। ভোলা মল্লিককে হত্যার চেষ্টা করে এবং রমা তিওয়ারী এবং তারপর থেকে ফ্যাসিস্ত বাহিনী গড়বেতার গ্রামাঞ্চলে আর ঢোকেনি। প্রতিরোধের এই ঘটনাকে সংবাদমাধ্যম তৃনমূল আর সি.পি.এম এর মধ্যে যুদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে যা তাহা মিথ্যা। সেলামপুর যুদ্ধে পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি ফ্যাসিস্ত শক্তির মনোবলকে সম্পূর্ন ভেঙে দিয়েছে। তারা অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে।" — আমার প্রশ্ন এইসব ঘটনার সময় সি পি এম কোথায় ছিল। তারা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে তাদের হেরে যাওয়া যুদ্ধটা TMC র কাছ থেকে কেড়ে নিতে। গত ছয়মাস ধরে CPM এর গ্রামে ফেরার অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে জনযুদ্ধের কয়েকজন বহিরাগত ও স্থানীয় লোক - CPM তাদের সরবরাহ করেছে পর্যাপ্ত গুলি বারুদ। প্রশাসনিক নিস্পৃহতাই হল প্রশাসনের সাহায্য। তারপর প্রতি আক্রমন করেছে - এটা তো জানাই ছিল - কোনো সংবাদমাধ্যম CPM ও PW র এই আঞ্চলিক ইস্যু ভিত্তিক আঁতাত এর খবর প্রকাশ করেনি। The Statesman যাঁর সম্পাদকের দুটি লাইন পড়লেই মনে হয় যিনিই ভারতবর্ষে একমাত্র সৎ এবং বুদ্ধিমান প্রানী তাঁর কাগজে ৭৪-৭৭ টানা PW কে নিয়ে বিভিন্নরকম বীরত্বের খবর প্রকাশ করেছে (অন্ধ্র ও বিহারে) এমনকি Table story বানিয়েছে গত 1997 এর Bottom line এ A model village guided by the 'people's army



'Metamorphosis and Other stories'

সম্পাদকীয়

কিছুই কিছু না কিছুতেই কিছু না তবু অনেক কিছুই কিছু। কিছু কিছু যা নাকি কিছুই না তাই তো কিছু সময়ে সবকিছু। দৈনন্দিন নামের একটা মাসিক কাগজ একটা সময়ে বেঁচে ছিল। কিছু মানুষের সবকিছু হয়ে আরো মানুষের অনেককিছু হয়ে উঠতে চেয়ে বেঁচেছিল। পেরেছিল। পারেনি। পেরেছিল কি? পারেনি কি? এসবকি মিথ্যে দেখে একলা চলতে গেলেও এসবপ্রশ্ন অনিবার্য। ফালতু প্রশ্ন মরতে মরতেও মারতে থাকে। হলুদ সবুজ কমলা হয়ে যায় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে। বয়স্ক হয় বয়স্ক হয়ে ওঠি আমরাও। যে আমরা যারা শুরু করেছিলাম তারাও বয়স্ক প্রায় বৃদ্ধপ্রসু হয়ে পড়ি একএকজন একরকমভাবে। এক এক রকম করলে। জরাগ্রস্ততায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ঝিমিয়ে যাই যার যার ঘোরা ঘরে। কিন্তু বস্তুর একার সত্যকে উপেক্ষা করে লাগি। বাজারী কাগজে পার্শ্ব লেখা দেখে আমিও নন্দিনী তোমারি দৈনন্দিন তোমারি ব্রাত্য শব্দের কথ্য ছন্দের কলার তোলা রংবাজী। বিচ্ছিন্নতার উৎসবে তৈ পরাধীন জান। সত্যের অপলাপ? সত্য পৌঁছবার পথের বিকৃত (বিক্রীত) প্রয়োগে ক্রোধান্বিত হই - এসে ক্রোধ স্বাধীন সৃষ্টিশীল দৈনন্দিন চিরকাল মানুষের মতই জেগে ওঠে। মরেনি তবে মারেনি আমরা? বেঁচে আছি সমস্ত কাগজের তরুণ সাংবাদিকদের কলমে - এসে যায় সেলিম, রক্তিম আমাদ, সৈনিক, ওয়ার - তাদের সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধ ছিঁড়ে ফেলে বিরূপ খোলস বোঝা যায় কাগজ না বেরোলেও ঠিকানা বদলে লেখা হচ্ছে দৈনন্দিন তরুণদের কবিতায়

তাই আবারও

এসো, দৈনন্দিন তোমারি সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মঞ্চপথে॥

সক্রিয় হও

অংশগ্রহণ করো।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সত্যিটা হল অলীক সেবার পাগল করে দিয়েছিল ... ...

প্রচণ্ড চেষ্টা - প্রচণ্ড নখরাঘাত
দীর্ঘতর আরো চুম্বন ধর - রমন - রবিবার
দুপুরে
শ্বাসাঘাত ছাপিয়ে দুজনে সত্যি কথা
বলতে চায় ——
বলো - তোকে বলতেই হবে
এভাবে পারবে অলীক
সেবার পেরেছিল অন্ধকারমনে

— জানিনা - জানি না আমি
তোমায় তো হাজারবার বলেছি
সেবার কিছু হয় নি —

— না শুনবো না — বল শুধু
তোকে এভাবে ফালা ফালা করে দেবো।
— মেরে ফ্যালো আমাকে
মেরে ফ্যালো - আরো

মজাটা হচ্ছে — আমিও
ও কথাটা জায়গা মতো পেড়ে ফেলতে
ছাড়িনা —

মজাটা হচ্ছে —
ঐ মুহূর্তে দেরী করে না
নিজেকে গুছিয়ে নিতে
আসলে ও মাগী সারাজীবন সবসময়ের
জন্য তৈরী থাকবে ওই প্রশ্নটার জন্য

— আরো ঘন হয়ে আসে
আরো বেঁকে যায় - ছেনালীর উত্তুঙ্গে
... ... চোখের কোনে তাকায়

— সত্য নির্মিত হওয়ার খাসা
একখানা সুযোগ বটে॥

অমিতাভ সেনগুপ্ত

ছুটি পেয়েছেন বরেনবাবু

জনতার বৃত্তে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন বরেনবাবু
ব্রজগোপাল স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার
রেলের ওভার-ব্রীজ পাড়ি দিতে দিতে
হঠাৎ ছুটি মিলে গেছে তাঁর।

ছুটির বড়ই প্রয়োজন ছিল বরেনবাবুর
ষাট ছুঁই-ছুঁই ক্লান্ত শরীরের রক্তনালী বারবার
পথ আটকে বলেছে ছুটি নাও হে বরেন, ছুটি নাও।
ছুটি নেওয়া যায়নি তাও।

সুদূর পুরী থেকে সমুদ্র বাতাস ডাক দিয়েছে কত রাত
- কটা দিন বকবক-বিতর্ক-অসাম দাও বাদ -
'কর্ন-কুন্তী-সংবাদ' কটা দিন বন্ধ থাক
নির্জন নিরিবিলি কটা দিন না হয় কাটাও
বরেনবাবু, ছুটি নাও।

ছোট মেয়ে বায়না ধরেছে দার্জিলিং যাবো -
সূর্যোদয় - পাহাড়ে সূর্য ওঠা দেখবো
ছুটি নাও না বাবা।

ই.সি.জি রিপোর্ট পড়ে পাল ডাক্তার
বলেছেন, মাস্টার মশাই, ছুটি বড় দরকার -
প্রয়োজন বিছানা - বিশ্রাম। ছুটি নিন, ছুটি নিন স্যার।

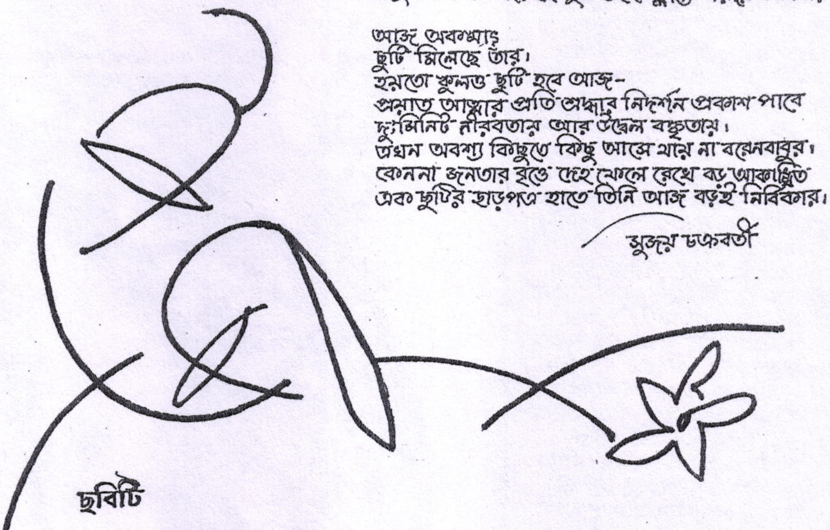
ছুটি কিন্তু মেলেনি।
আশির দশকে ছয়টি পারিবারিক মৃত্যু, নিজের অস্ত্রোপচার
তিনশ' পঁয়ষট্টির বাঁধা ছুটি করেছে সাবাড় -
'লিভ উইদাউট পে'-র হিসাব চলেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে -
তরুণ হেডমাস্টার তির্যক হেসে বলেছেন,
'আমি নিরুপায়'।
সহকর্মীরা রায় দিয়েছেন "আইন চলবে নিজের পথে
- প্রশ্ন নেই মানবিকতার"

অতি আগ্রাসী কেউ মুষ্টিবদ্ধ করেছে হাত
"পেনসন আটকাবেই বুড়ো ভামটার ... ...
তেত্রিশ বছরের চাকরীর সবটাই বরবাদ।"

বরেনবাবুর তাই ছুটি নেওয়া হয়নি আর।
পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সহকর্মীদের সার্ভিসবুক,
বকেয়া পাওনার হিসাব আর পেনসন পেপার
প্রস্তুত করতে হয়েছে মুখ গুঁজে ক্লান্ত শরীরে অনিবার।

আজ অবশ্যই
ছুটি মিলেছে তাঁর।
হয়তো স্কুলও ছুটি হবে আজ -
প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রকাশ পাবে
দু'মিনিট নীরবতায় আর উদ্বেল বক্তৃতায়।
এখন অবশ্য কিছুতে কিছু আসে যায় না বরেনবাবুর।
কেননা জনতার বৃত্তে দেহ ফেলে রেখে বড় আকাঙ্খিত
এক ছুটির ছাড়পত্র হাতে তিনি আজ বড়ই নির্বিকার।

সুজয় চক্রবর্তী



ছবিটি

ভুলনা না-না থাক, তুষার চিন্তার উড়ুক বিস্তার, অমূহ
খোপায় বেলফুল বাতিতে করনেতো ক্ষীর
নামছে ঝিরঝির জলের সেলোফেন তীর
পাকানো সুতো তাই ঘুড়ির হাত পায়জামা
আচ্ছা তুমি আজ বিকেলে এসো তবে, আমি তো থাকবই।

পুন্যশ্লোক দাশগুপ্ত



হঠাৎ আলোর ঝলকানি

হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস্-এর বিজ্ঞানীরা Physical Review Letters এর উনত্রিশে জানুয়ারী সংখ্যায় -এই দাবী করেছেন যে আলোর গতিবেগ কমিয়ে তাকে কিছুক্ষনের জন্য স্থির করে রাখা যাবে। আমি পড়ি খবরের কাগজের রিপোর্ট আর তারপর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'।

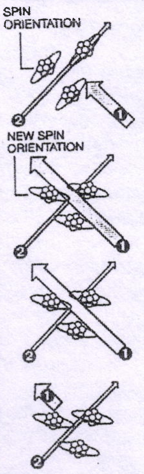
"Here the light pulse does get dimmer and dimmer and slower and slower. The light does disappear but instead of getting absorbed in the usual way as it heats up atoms, it goes to strong its information in the form of something called spin."

"...the atoms change their magnetic spin just slightly —a change that allows then store information from the photons.."

Holding Light Still

Physicists say they they have found a way to slow light to stop.

THE PROCESS *(SCHEMATIC)*



Two beams of light strick a vapor of rubidium atoms, altering them so they do not absorb light as they normally would.

This allows the ❶ first beam to imprint a pattern in their spin orientation.

As the ❷ second beam is turned down the ❶ first beam slows to a halt as it labors to alter the atoms' spin patterns.

The ❶ first beam can then be realesed as the ❷ second beam is turned back up.

Dr. Ronald L Walsworth
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics NYT

মি: বেন স্টেইন মুখপাত্র হিসাবে বলেছেন SPIN এর এই পরিবর্তন কম্পিউটারে সুইচের কাজ করতে পারে যেমন '0'-'1' রূপে হয়ে থাকে এখন। কিন্তু তা হবে বর্তমান কম্পিউটারের চেয়ে হাজার গুন দ্রুত কারন একটি ফোটন একই সময়ে একাধিক 'ON-OFF' পজিশান ধারন করতে পারবে - কিন্তু এর প্রয়োগের পদ্ধতি এখনও স্পষ্ট নয়।

আমার মনে হল মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিন তরঙ্গের চলাচলের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যায় - যা সাধারন অবস্থার চেয়ে অনেক দ্রুত অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করে। আর তাইই হলো

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' "Flash within" for creative people
⟶ effect is Poetry, Painting or Idea :
: information stored more quickly than normal.

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৪) মৈনাক সিনহা

['তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক' ধারাবাহিক কবিতার প্রথম লেখক অনুভব বিশ্বাসের - লেখক বদলের প্রস্তাব মতই এই সংখ্যা থেকে এই ধারাবাহিক কবিতা লিখবেন 'মৈনাক সিনহা' - আপাতত কোনো পরিচিতি দিচ্ছি না - কয়েক কিস্তি ছাপা হবার পর - একটা গল্প বলবার আছে। 'মগ্ন মৈনাক'কে খুঁজে পাবার গল্প। —— সম্পাদক]

কলেজস্ট্রীট বইপাড়ায় থরে থরে রবীন্দ্র-শরৎ-বঙ্কিম-মানিক-মধুসূদন-সুনীল শক্তি-সুকান্ত-DEBONAIR-জীবনানন্দ: শেলী-কমলবুট-কামকলা-যৌন জিজ্ঞাসা -শংকর-বর্ণ পরিচয়-পদার্থবিদ্যা-জয় গোস্বামী-বেনীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা -বনফুল-সত্যজিৎ-মার্কস-মায়াকোভস্কি-দ্যাস ৩০২ ... ...
শিক্ষিতের গনতন্ত্র বা জনগনতান্ত্রিক শিক্ষা !
... ... আরো আছে ... ... আরো শিক্ষা॥ হিপোক্রেসি - ডিপ্লোমেসি; হাঁসি হাঁসি মুখটা টুথপেস্টের আত্মবিশ্বাস সমেত।

এলোমেলো সহাবস্থান বিশ্বাস-পরিমন্ডল ময় অস্থির দিনযাপন - সাত্তিক নামক লেখাচিত্র - বিচিত্র বাস্তবতা অপ্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বাভাবিক নয় - 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি' - মক্ষীরানী অবগুন্ঠন খোলা বাঙ্গার অর্থনীতি নির্ভর পতিতা

জাতীয় করন = সরকারী অধিগ্রহন ≠ বেসরকারীকরন = বিজাতীয় অধিগ্রহন
রেসের ঝুকি = সাট্টার ঝুকি = পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী॥

অলস এবং অলস দিনযাপন॥ উন্নতি সিঁড়ি প্রতিভাবান অবশ্যই পর্যাপ্ত প্রতিপত্তি সহ বিষদংশ তাই ... ...

তবে এতকিছুর মধ্যেও সুবিমল মিশ্র লিখে চলেছেন; গৌতম চট্টোপাধ্যায় মরে গিয়েও গেয়ে চলেছেন ... ... তবে বাম নাট্যবাবারা বোকাবাক্সের মাসোহারায় নাম লিখিয়েছেন ... ... কিন্তু পদ্মভূষনে জোর লাথি মেরেছেন বাদল সরকার ... ...

টালা ব্রীজে ত্রিশূল চিহ্নিত ধর্মীয় 'দলে'র দেওয়ালে লিখনে 'সশস্ত্র বিপ্লব' - 'পরিবর্তনের ঢেউ' - 'সাম্যবাদ (বেদভিত্তিক)' - 'শ্রেনী বৈষম্য' ইত্যাদি ... ...

কোথায় যাওয়া শেষ পর্যন্ত? না যাওয়া হয় পৌঁছতে চেয়ে এখনও। নতুন মোরাম রাস্তায় CMDA'র গর্ত বুজে যাবে ভোট আসছে আর বৈষ্ণব পদাবলী হিন্দি সিনেমা সঙ্গীতমুখর আটপ্রহর RE-MIX।

অনুভূতি প্রেমে পড়া মাস্তিগন্ডার GLOBALISATION এর মাধ্যাকর্ষনের বাইরে লাফিয়ে লাফিয়ে একবার চাঁদটাকে ধরবেই বামনেরা সহজেই বুবকা গ্যালিজারের দক্ষবেগে 'উল্লম্ফন' ... ...

নিজের প্রতি একশো শতাংশ বিশ্বাস না থাকলে অন্য কোনো মানুষকেই একশো শতাংশ বিশ্বাস অলৌকিক তাই নিজেকে অপছন্দ করবার কারনেই প্রাথমিক বহি:প্রকাশে অপছন্দ, অনভিপ্রেত; প্রয়োজনে সুস্থ আলাপচারীতা; আসলে শাসিত কবলমে শোষিত প্রতিনিধিত্বত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত শ্রেনী-দলিলে শাসক ওরফে সভ্যতার একশো আটবার ধর্ষক ন্যায়াধীশের লালকালির আঁচড়ের ভয়, ধনুর্ধরকার হতেই পারে পারমানবিক দাঁতে নখ পুলিশ মিলিটারী, বাঁধনহীন একলা মধ্যবিত্তের আত্মবিশ্বাস - বিশ্বাস নিজেকে সমেত নিজের পছন্দ কমিউনবন্দী বল হরি হরিবোলের অমর সঙ্গীত সহকারে মহাপ্রস্থানের পথে তবে? কিন্তু শিক্ষনীয়, প্রত্যেক মানুষকর্তৃক ক্রীয় ইতিবাচক বা নেতিবাচক কর্মধারা তা সে যেমনই হোক, একথার তো বৈজ্ঞানিক ভাবে মান্যতা ... ...

... ... সাবধানী সত্ত্বার ভয়ঙ্কর আপাত নিরীহ নিরুদ্বেগ উপস্থিতি স্থিতিশীল-তার ভারসাম্য রক্ষায় অশান্ত সময়ে,

" তখন তোমার হাসি নিয়ে / ভুলচেরা বিচারের খেলা
আগামীর আদালতে যাবে / আজকের মত অবহেলা ... ... সাবধান হও পারমিতা সুমন চাটুজ্জের গানে মননে নাড়া তখন প্রথমবর্ষ সাম্মানিক বাংলা এখনও অনুভূতে যদিও সাবধানী তবুও কানোরিয়া জুট মিল ফুলেশ্বর নদীর ধার শ্রমিক ঐক্য যৌথ খামার নমুনা বাস্তবতায় মিছিল করে পার্শ্ববর্তী গ্রামে 'হট্টমেলার দেশে' বাদল সরকার শতক বা শতাব্দির আলোকবর্তিকা খোলামাঠে পুকুরের পাশে অস্ফুট শ্রেনীহীন স্মৃতিসত্তার লক্ষ্যে 'হাম হে রাহী প্যায়ার কে' অবিকৃত একই আবর্তায়নে মুখে তুলে নিলে নয়ের দশকের অন্তিমলগ্না যদিও পার্থিব মায়া ব্যবচ্ছেদিত ৯৯' খাতায় কলমে শুধু বলার জন্য বলা নয় - 'কত কী করার আছে বাকী' গৌতম চট্টোপাধ্যায় তবুও সাবধান খ্যাপা ঘোড়ার দৌড়ঝাঁপি কষে লাগাম প্রতিবাদকেও পন্য পরিনত করে জনগন ভোলেই যাবে।

এবং খাওয়া, কন্যা শিকার করে প্রচার মন্ত্রে অবদমিত কামনা পশুর আচরন দমিত হয় না বলে নারী দেহ ব্যবসা লোলুপিত চোখ তড়িত ইঙ্গুর মিশ্রনে কিনে নিই 'সেল'এ পাওয়া যাচ্ছে নারী মুক্তি নারী মুক্তি ... ...

সময় এবং পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কল্যানে
কখনও আমি বীরপুরুষ, কখনও ভীষন কাপুরুষ
কিন্তু কবে পুরুষ হব কে জানে!
সভ্য রীতির প্রথমভাগে প্রথামাফিক নারীর আমি পুত্র হলাম,
নারীর জঠর যন্ত্রনাতে, আলো বাতাস দুচোখ ভরা আকাশ
আমি দেখতে পেলাম ... ...

......একই অ্যাকশনে ব্যাটসম্যানের মনে হবে লেগস্পিন; কিন্তু চামড়ার গোলাটা অফস্ট্যাম্পের খানিক বাইরে ঠোক্কা খাবার পর মিড্ল/লেগ স্ট্যাম্প লক্ষ্য করে বেঁকে এল, বোলার একজন লেগস্পিনার

∴ বিপ্লবের অপর নাম গুগলি; ... ...

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাচাঁনো চলে না

গড়বেতা

(প্রথম পাতার পর)

at Johanabad. সেই কাগজ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে জনযুদ্ধের Activity সম্পর্কে সম্পূর্ণ চুপ করে থেকেছে। যে এগারজন মারা গেছে তারা সকলেই গ্রামবাসী সমর্থক যদি হন – আমার প্রশ্ন PW র স্কোয়াড মেম্বার ও গেরিলা যোদ্ধারা কোথায়? আমি চাইছি না তারা মারা যান। হয়তো প্লেয়াডের বীর সৈনিকরা alien হতে পারেন, নিজেদের ভাবতেও পারেন অতি জাতীয় কোনো উন্নততর জীব কিন্তু তারাও মানুষ, তাঁদের এ তত্ত্বটা বোঝা উচিত 'পীপিলিকা পাখা গজে মরিবার তরে', এখন একমাত্র তত্ত্ব হতে পারে 'পরিস্থিতির চাহিদা' মেটাতে গিয়ে PW পরিস্থিতির শিকার' এই তত্ত্ব কতটা মার্কসবাদী বা বস্তুবাদী তা আমার জানা নেই।

'জনগনের জয় খ্যাসিস্তদের ওপর মৃত্যু আঘাত' এই ছিল আগে উদ্ধৃত বিপ্লবী মুহা প্রকাশিত লেখাটির হেডিং বদলায় মৃত্যুটা জনগনেরই হবে এটা জানা কথা এই কতিপয় বহিরাগত প্রেমহারা মানুষের কোনদিনই সময় হবে না প্রগতিশীল তত্ত্বের নামে আত্মিক Inferiority Complex এর Other যা শুধুমাত্র আত্ম অহমিকা তাকে চিহ্নিত করার তারা বুঝতেও পারছেন না যে জনযুদ্ধের এই দাবী ও তৎপরে সংবাদ-মাধ্যমে জনযুদ্ধকে ঘটনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা – জনযুদ্ধের বন্দুক হাতে প্রেস কনফারেন্স এর ছবি এ সমস্তই সি.পি.এমে-এর ফয়দা ঘটাবে আগামী ভোটে। কারন জনযুদ্ধকে জনগনবিযুক্ত, সন্ত্রাসবাদী প্রমান করা বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না। কারন এলাকার গন্ডগোলে বহিরাগতের উস্কানির ফলেই এমনটা হল। জনযুদ্ধ-তৃনমূল যে Action এর জন্যই জমায়েত হয়েছিল ও তারা সশস্ত্রই থাকে এ সমস্তই CPM কে সাহায্য করবে। CPM যে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে সেটা আদৌ অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না। কারন যুদ্ধের আইন তো তারা ভাঙেনি। আর ভোটের ফলাফল তো মেদিনীপুরের দশটা গ্রাম নিয়ে হবে না হবে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। শুধু শুধু পাড়ায় পাড়ায় গন্ডগোলের মতো ফালতু কেওসের মধ্যে মনগড়া বিপ্লবী তত্ত্ব জুড়ে সমস্ত পরিস্থিতিকে আরও কমপ্লিকেটেড করা এবং আগামী প্রজন্মের সামনে বিপ্লবে বিশ্বাসের অর্থ বন্দুক হাতে রংবাজী আর 'পরিত্রানায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতং' মার্কা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারনা তৈরী করা ছাড়া কোনো 'কাজ' এই 'বিপ্লবী' দল গুলো করতে পারে না। আর নিজেরাও এই Collective Egoism এর মাধ্যমে মেগালোম্যানিয়াকগ্রস্ত ছাড়া আর কিছু হয়ে উঠতে পারে না।

এ শালার বঙ্গদেশে চিরকালই টুকলিবাজ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর দেশ চড়চড় করে এখানে 'জনযুদ্ধ' ও অন্যান্যদের 'সিমপ্যাথাইজার' বাড়তে থাকবে 'গড়বেতা হত্যাকান্ড বিরোধী কমিটির' স্টেশনকর্নার বা স্ট্রীটকর্নার বক্তৃতা শুনে মধ্যবিত্ত মাঝবয়সী চাকুরের একজন বলবেন 'ভালো বলছে কিন্তু' আরেকজন বলবেন 'বাস্তব বলছে তাই ভালো লাগছে' – 'নতুন বলছে তো অ্যানাউন্সমেন্টের সময় থামতে হয় জানে না' আর আমি এইসব দেখে শুনে নিজেকে বলবো 'বাঃ বাঃ বেশ বেশ ভালো ভালো, পৃথিবী তো ক্রমশই ভালো হতে ভালোতর হয়েই চলেছে, অ্যাঁ' লোলচর্ম বল্লভাচার্য শ্লেষ্মা বসা ঘড়ঘড়ে গলায় আমার কানের কাছে বলে চলেছেন – 'ওই সব তুচ্ছ কথা ভুলে যাও চন্দ্রবর, তাছাড়া এখন, আমরা তো অনেকেই আছি ঐ মহাবিবরনে। আমরা তো অভ্যন্তরে থেকে ক্রমে ক্রমে এইসব বদল করিয়ে নিচ্ছি। ওই নরহরি বাবাজীও আমাদের মধ্যে একজন। নইলে কি মনে করো তুমি বেনীনন্দনের অই এতো খানি পরিবর্ত হোতে? আমাদের কথা শুন্যে আর চর্তুদিকে হাওয়ারও অবস্থা দেখ্যা – বেনীও বুঝ্যেছে, যে মানুষের অভিযানে বাধা দিতে নাই। বরঞ্চ সহায়তা করাটাই তাদেরজনের পক্ষে উচিত কর্তব্য। বুঝ্যেছ না? পৃথিবী তো ক্রমশই ভালো হতে ভালোতর হয়েই চলেছে, অ্যাঁ? অতীতের চ্যায়া আধুনিক কাল অনেক উন্নততর, অ্যাঁ? কী কও? তাই তো সে বেনীনন্দনের মনে আধুনিক কালে হৃদয়ের পরিবর্ত ঘট্যে গেছে। (একগাল হেসে) বুঝ্যেছ না, ঘটনাটা?

রাজনৈতিক খুসকি

জেলনা নার্সিংহোম হয়ে Calcutta to Delhi থুড়ি Kolcatta to Delhi বিমান যাত্রা শেষে মমতার মমতায় আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত শুয়ে আছে যুবক। সাংসদ ভবনের সামনে, সাংসদ, নেতা, নেত্রী সহ আমজনতা জীবন্ত বিগ্রহ দেখছেন বা দেখতে ও দেখাতে উৎসাহিত করছেন। কেউ কেউ মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অদূরে। মাথা জুড়ে রাজনৈতিক খুসকির নড়াচড়া। রুমালে মুখ মুছে, চুল আঁচড়ে ক্যামেরার সামনা সামনি।

– স্যর, মমতা বন্দোপাধ্যায় বলছেন পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন বলতে কিছু নেই।

– সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। জিভ কেটে গনতন্ত্রের মুখ বন্ধ করা যায় না।

– উনি যে, তৃনমূল কংগ্রেসের তা আপনি কেমন করে জানলেন?

– ওরা বলছেন।

– ওরা বলতে কারা?

– তৃনমূলের নেতা নেত্রীরা।

– আর ওই মানুষটা, যাকে দেখতে এসেছেন?

– রসিকতা করছেন! ওর যে জিভ কাটা তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। খোলা আকাশের নিচে, দিল্লীর কনকনে ঠান্ডায় যে মানুষটাকে প্রশাসনিক দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানসিক অবস্থার কথা কেউ কি ভাবছে।

রাজনৈতিক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সহঅভিনেতা বা অভিনেত্রী হয়ে এভাবেই কত মানুষ সারাদিন অভিনয় করে যাচ্ছেন তার কোনো হিসাব নেই।

অনেকে ইচ্ছায়।

অনেকে প্রানের মায়ায়।

মাঝে মাঝে… …

মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখা – মাঝে মাঝে চমকে ওঠা – মাঝে মাঝে অদল বদল মাঝে মাঝে পালাবদল।

ইন্দ্রপতনের মতই অচাকিতেই ঘটে যাচ্ছে না ঘটলেই ভালো হতো কতকিছু রাতে ঘুমের মাঝে স্বপ্ন ভেসে ওঠে অসংখ্য মুখ। সবাই একজায়গার বাসিন্দা। প্রত্যেকেই জীবন্মৃত। প্রত্যেকেই বৈতরনী পার হতে ব্যগ্র।

প্রথম ব্যক্তি আমায় জিজ্ঞেস করলেন "দাদা, কত দূর?" আমি নির্বাক। কারন জায়গাটা কোথায় আমিই জানিনা। আমাদের সম্পাদক দৈনন্দিন প্রকাশ করার আগে আগে গুনে গুনে তিনবার জিজ্ঞেস করেছিলেন 'রুদ্দু মিয়েন?' আমি পাগলের মতো বলেছিলাম: "কুত্ত ভাদিস"।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক নাগরিক ঠিক আমার মতো – সম্পাদকের মতো – অমল-বিমল-কমলে-র মতো… … ভেঁচাচ্ছেন… … পথটা কি… পথটা কোথায়… … সমস্যাটার সমাধান কি? …প্রত্যেকের মানস কম্পিউটারে অগুনতি মাউস ক্লিক করে ও এক উত্তর। আসলে ওগুলো উত্তর নয়। ইনস্ট্রাকশান।

মাঝে মাঝে কাগজে প্রচারিত দৈনিকে পাশাপাশি দুই সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর অতি উৎসাহী জনমনরঞ্জক ছবি দেখি। মুখরোচক নিউজ পড়ি। ওরা কেউই বলতে পারেন না পথটা কি? কোথায়? একইভাবে ওরা বলতে পারেন না আমাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর। দ্বিতীয় ব্যক্তি আমায় প্রশ্ন করলেন: মুখ্যমন্ত্রীর দাবীদার কি শুধুই দু'জন? আমার উত্তর 'না'। একাধিক দাবীদার। তার মধ্যে আমি আপনি বাদ নই। কম্পিউটারের মাউস ক্লিক করলাম। কগুনাম তালিকায় আমার স্যরও আছেন। উনি মুখ্যমন্ত্রী হতে চান 'প্রথেইস্ট' হবেন বলে। ওঁর অবশ্য অন্য 'অপমান' আছে। 'সি.এম না হয়ে 'পি.এম' হলেও চলবে। আমার কলিগ অমলবাবু মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী 'ইলেকশান ডিউটি' বাঁচাতে, প্রত্যেকেই বিরাট কিছু করবেন বলে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তি ঠোঁট উল্টে বললেন: 'কিস্সু হবে না'। ইনি একশো দশ শতাংশ সঠিক। আবার তৃতীয় ব্যক্তি ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন: "মুড়ির টিনে দৈনিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিয়ে গিয়ে শিয়ালদায় যখালে তুলে আনে। কিছু করার কি আছে? সব প্রাইভেটাইজড হবে।'

বলে রাখি তৃতীয় ব্যক্তি প্রাইভেট ফার্মে আছেন। সব প্রাইভেটাইজড হওয়াই ওর সান্ত্বনা। বোধ করি ঐ ঠিক। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে সব দেশগড়ার কন্ট্রাক্টরদের টেন্ডার দেওয়া হতে পারে। যার প্রস্তাবিত উন্নয়ন সূচক যত বেশী সেই যোগ্যতম। ব্যাপারটা অভিনব।

এবার চতুর্থ ব্যক্তি। ভারী গলা। ভারী চেহারা। মোটা চশমা। 'রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করে নির্বাচন হোক' এর দিকে পাল্লা যথেষ্ট ভারী। আমার মা হাসীকে বলে উঠলো 'ইস্টকে অতিক্রম না করে: অব্যয়ীভাব' ইস্টকি মাকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আমি জানি ইস্ট এখন অসীমে।

মোক্তার নিরুদ্দেশ। মোটা অক্ষরে শিরোনাম। এটা হয়ই। ভিখারী পাসোয়ান ও হয়েছিল। লিস্টে নাম বাড়লো। আমার বন্ধু বল্লো 'সব জমি দখলের লড়াই'। বোধহয় ঠিক। আর ভাবলাম না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় খোলা পোশা কাদা মেখে জর্জ বুশ ৪৭ তম প্রেসিডেন্ট বলতে পারেন পৃথিবীর মুকুটহীন সম্রাট। আমার বোন বল্লো: 'ইস্ ক্লিনটনকে কি সুন্দর দেখতে ছিল'। মনিকা লিউনস্কি বলছে বোধহয় 'বেশ হয়েছে'।

'না ঐ প্যাহেলে দ্যাখনদারী বাদমে গুন বিচারী' – ওটা সব ক্ষেত্রে চলে। তবে বি জে পি সমর্থক আমার বন্ধু রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর কংগ্রেস কেলেঙ্কারী সম্পূর্ন ভুলে গিয়েছিল। অবশ্য এখন বাজপেয়ীজী গলার লকেটে ঝুলছেন। 'জাতীয় আবেগ' রামমন্দির নির্মান হবেই। যাক একটা মন্তব্য ভোটব্যাঙ্ক ছাপা করবার পক্ষে যথেষ্ট। পাগো 'বীমা জাতীয়-করন', 'প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করন' ইত্যাদি প্রভৃতি কি ভোলা যায়? এসব নাকি করতেই হতো। ধনন জর্জের দেশ। আরে খনন শোধ না করলে ক্ষতি কি হতো? দেউলে দেশ – মাথাই বাঁধা! ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয়।

পঞ্চম ব্যক্তি এলেন। 'বুদ্ধবাবুর গান করছেন'। মোটেই না। 'আবার কি, কড়াকড়ি করলে হল। ডিউটি ফাঁকি বন্ধ করলেই হল। টাকা মেসেজ পাঠালেই হল।' আমি জানি সব ভেস্তে। যতই উনি চেঁচান। চেষ্টা করুন যে ওয়ার্ক কালচার ওরা বুঝে দিয়েছেন তা ফেরানো অ-স-ম্-ভ-ব।

আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী হব না; ক্রিকেট বুকি হব। চন্দ্রচূড়কে কাঁচকলা দেখিয়ে… … ডলার পাউন্ডের পাহাড়… উম্ উম্… চাইনে মাগো 'সি. এম' হতে…

আমার চারপাশে এখন অগনিত মুখ। অগনিত চোখ। অগনিত ছায়া। প্রত্যেকেই চিন্তিত। চোখে মুখে আশঙ্কার ছায়া। পথটা কোথায়? কতদূরে?

আর তখনই একটা প্রচন্ড ভূমিকম্প এসে নড়িয়ে দেয় সারা দেশের ভিত।

যোগাযোগের ঠিকানা	প্রযত্নে : অমিত ঘোষাল ৩২এ, ঘোষ লেন , কলিকাতা ৭০০০০৬
সরাসরি যোগাযোগ	কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
বিশেষ সংবাদদাতা	সেলিম মণ্ডল, আবদুস সামাদ, মহম্মদ রহিম।
স্টাফ রিপোর্টার	সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক	সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২ জে এন বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত এবং তাপস মণ্ডল, নগেন্দ্রনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া দ্বারা মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে—

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

সপ্তম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০০১ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব

লিরিলের নতুন অ্যাডটা এ্যাতো বাজে লাগছে কেন?

স্টাফ রিপোর্টার : সেই বয়সন্ধি থেকেই লিরিলের অ্যাড তো ভীষণ ভালো লাগতো, স্বতস্ফূর্ত যৌনতা পরিবেশনের সুচারু কুশলতার কারণে হয়তো—মন ছুঁয়ে যেত শরীরসহ সুরেলাভাবে। বিতর্কও হয়েছে, রাজীব গান্ধীর আমলে ব্যান্‌ও হয়েছে। লিরিল সুন্দরী সেই কবেকার সাদা কালো টিভিতে একমাত্র চ্যানেল ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক পেরিয়ে আজ একশ ছুঁইছুঁই চ্যানেলের কালার টিভিতে। কিন্তু শেষ এই লিরিলের অ্যাডটা এত বাজে লাগছে কেন? এত বিরক্ত হচ্ছি কেন? বন্ধুবান্ধবী-দের অধিকাংশই একই-বাক্যে বলে ওঠে 'দেখলেই পিত্তিজ্বলে যায়' অথবা 'অসহ্য'।

বুঝতে পারছিলাম না, কেন? অ্যাডটা কেমন : রাজস্থানের মরুভূমিতে একদল গ্রাম্যমহিলা কলসীতে জল বয়ে আনছেন। হাফপেন্টুল-স্যাণ্ডোগেঞ্জী লিরিল সুন্দরী গরম কাটাতে লিরিল হাতে পথরোধ করে দাঁড়ায়। তার বাঁদুরে অঙ্গভঙ্গীতে তিতিবিরক্ত মহিলারা তাদের কলসীর জল ছুঁড়ে মারতে থাকেন তাকে। রাজস্থানের মরুভূমিতে ঝরনা আর লিরিল সাবান খেলা করে সুন্দরীর শরীরের আনাচে কানাচে। জল শেষ হয়, মহিলাদের বুদ্ধু বনে যাওয়া হতাশ মুখকে অফফোকাস করে লিরিল সুন্দরী গটগট করে হেঁটে যান মনের আনন্দে।

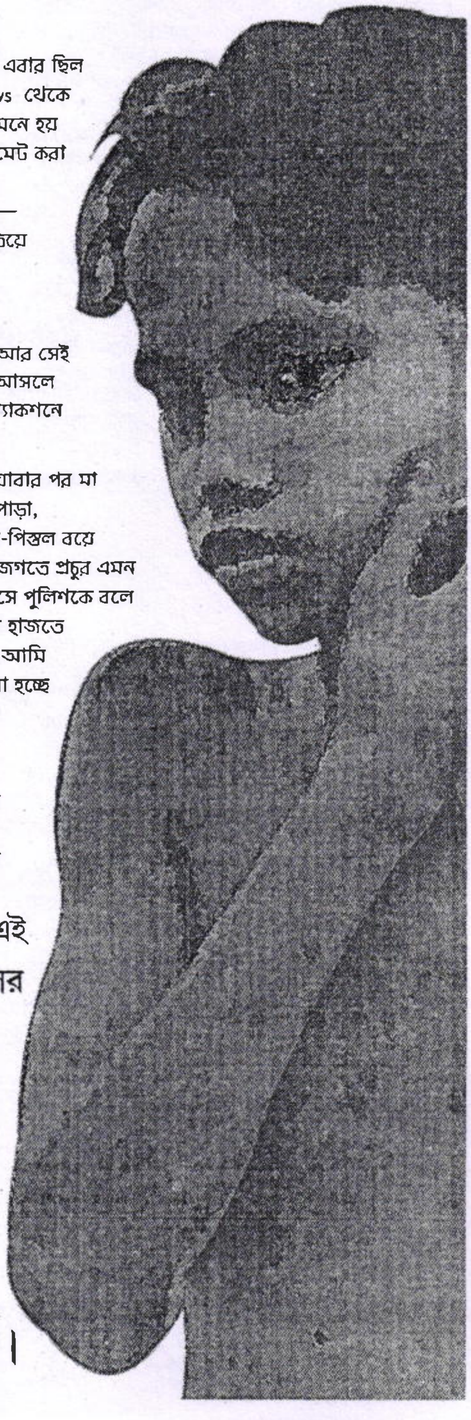
কেন এত বিরক্ত হচ্ছি দেখতে দেখতে; সেকি ঐ মহিলাদের অনেককেই মরুভূমির মধ্যে কুড়ি-কুড়ি চল্লিশ কিলোমিটার হেঁটে এক কলসী খাবার জল আনতে হয় জানি বলে; লিরিল সুন্দরীর ঐ অমানবিক শয়তানি বা আত্মসুখসর্বস্বতা দেখে একজন ক্রেতা হিসাবে নিজেকেও ওইরকম ভেবে?

না: শুধু তাই নয়— এর আগে এইরকম যে দৃশ্য আমি দেখেছি সেই বয়:সন্ধিতেই অত্যন্ত ভালোলাগা মন ও মনন ছুঁড়ে যাওয়া দৃশ্য তা হল 'মির্চ মশাল্লা'তে যে দৃশ্যে নাসীরুদ্দিন শাহ অভিনীত চরিত্রের চোখে রাজস্থানী গ্রাম্য মহিলারা লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিচ্ছেন— সেই ইমেজ কিভাবে আমার অবচেতনে তার মেসেজ দিয়ে ছাপ রেখে গেছে, তা আবিষ্কার করলাম কয়েকদিন পর সেট ম্যাক্স'-এ মির্চমশাল্লা হচ্ছে দেখেই, তারপর একঘন্টা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি কখন ঐ দৃশ্যটা আসবে সেজন্য।

আর লিরিল সুন্দরী কৈশোরের মিষ্টি যৌনতার ইমেজ ভুলিয়ে দিয়ে কেমন ডাইনীর মত হয়ে যায় আমার চোখে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ :
ধনতন্ত্রের প্রতীক (Icon) ধ্বংস হওয়ায় আমরা উল্লসিত।

মা, শুধু তুমিই বলতে পারো — 'ঠিক হয়েছে'



স্টাফ রিপোর্টার : বারো বছরের রাজু দাস— চারটি ডাকাতির সাথে যুক্ত— এবার ছিল খুনের বরাত। সঙ্গীরা ডাকে 'কংকাল'। কেন? সেকি আমি যাতে এই News থেকে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারি সমাজ-ব্যবস্থার অ্যানাটমিতে? আসলে তাও মনে হয় না আর। কারণ পাঠকের কথা ভেবে লেখবার মানেই তাঁকে আণ্ডার-এস্টিমেট করা একরকম— লেখকীয় সত্তা যেন মহৎ এমত ভাব নির্মান করা হয়— যদিও অধিকাংশ পাঠকই চান তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হোক— কিছু কি হবে বুঝে— এই যে আমি বুঝছি কংকালটাকে; তাতে ১৫ মিনিট রগুচণ্ডে খিস্তিতে মাতিয়ে রাখা যাবে টেবিলটাকে অথবা দৈনন্দিনের জন্য একটা রিপোর্ট, স্টাফ রিপোর্টারের কলমে যৌথ মালিকানায় প্রগতিশীল ভাট হয়ে যাবে সেটা। সবটাই বুঝি। তবু যে কেন এরকম হয়! হয়তো নিজেকেই শুধু কান ধরে বারবার দেখানো নিজের স্বরূপকে। অথবা জেনে গেছি সম্পাদকের রুচি আর সেই অনুযায়ী মস্তিষ্ক বিনা-আয়াসে বিশ্লেষণ করতে থাকে প্রতিটি ঘটনাকে। আসলে সবটাই একঘেয়ে বিরক্তিকর স্বাভাবিক এখন, এমন কি এইসব খবরের রিঅ্যাকশনে প্রচণ্ড অস্থিরতা যাতে শুধু নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠা যায়।

১২ বছরের রাজু দাস। বাবার সাইকেল সারাবার দোকান ছিল। বাপ মারা যাবার পর মা ঠিকে ঝি-এর কাজ করে। ছোট বোন আছে, দশ বছর যার বয়স। মাটির পাড়া, তিলজলায় বসবাস। অভাবের দিনে পাড়ায় কে এক অনুপদা বোমার ব্যাগ-পিস্তল বয়ে দেবার জন্য কুড়ি টাকা করে দিতে থাকে। ১৯৭২-৮৫ পর্যন্ত হিন্দি সিনেমা জগতে প্রচুর এমন স্ক্রীপ্ট ফিল্মিটাইজেসান হয়েছে। রাজুর মা লক আপে রাজুকে দেখতে এসে পুলিশকে বলে গেছেন 'ও তো আমার হাতের বাইরে আপনারা যা পারেন করুন'— আর হাজতে বন্দী রাজুকে দেখে বলেছেন একটাই কথা, 'ঠিক হয়েছে'— রাজুর মাকে আমি দেখিনি কিন্তু 'নিরুপা রায়'-এর মুখটা ভেবে নিতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। মিলান কুন্দেরার উপন্যাস Life is elsewhere এর 'Pshycho-political annalysis' করতে গিয়ে তমিস্লাভ লঙ্গিনোভিচ্ ইয়ারোমিল এর 'মা'কে চেকোস্লাভকিয়ার ওপর রাশিয়ার oppression এর প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেন— আমার নিজের মা এত জোরালো ছিলেন যে Novel টা পড়বার সময় এরকম কোনো বিশ্লেষণের ধার-কাছ দিয়ে না গিয়েও বুঝতে আর ভালোলাগা উপন্যাসগুলোর তালিকায় চলে আসতে কোনো অসুবিধা হয় নি। কিন্তু এই 'রাজুর মা' যিনি নিরুপা রায়ের অভিনীত চরিত্রগুলিতে বাস্তবে অভিনয় করেন— আশ্চর্যজনকভাবে এই ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে যান আমার সামনে — দুর্বলের ওপর প্রযোজ্য ন্যায়নীতিবোধের বাক্য সম্বলিত, নুন্যতম প্রয়োজন মেটাবার ক্ষমতাবিহীন এই রাষ্ট্রব্যবস্থা যার নাম ভারতবর্ষ বা 'রাজুর মা'; যে আর কিছু নয় শুধু 'কংকাল' এর জন্ম দিতে পারে।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

চারধারে অজস্র দৈনন্দিন দ্বিচারীতার মাঝে এই কাগজটা বা এই কাগজের রিপোর্টাররা কি নিজেদের জীবনে এখনও সৎ অর্থাৎ তারা কি তাদের ঘোষিত-ইস্তাহার অনুযায়ী আজও মেনে চলে 'সৎ হতে হবে কবিতাকে অর্থাৎ কবির জীবনের মত', মানে নিজেকে চিনতে ভয় না পাওয়া, অন্যের কাছে নিজের সত্তা প্রমানের বদলে নিজের কাছে নিজে সৎ থাকার চেষ্টা, এমনকি নিজস্ব দ্বিচারীতারও অনর্গল প্রকাশ— এগুলো কি আছে এখনও? অবাক হয়ে যাই ভাবতে গেলে কারণ এগুলো আছে— অদ্ভুতভাবে আছে। কি করে আছে, তার কোনো যুক্তি গ্রাহ্য কারণ নেই, ব্যাখ্যাও নেই, স্রেফ আছে।

আর এই থাকা দেখে পুরোটাই কল্পনা বা ভার্চুয়াল মনে হয়।

এ যেন Dreamworking মনে হয় আমারও মাঝে মাঝে এখন; যেন যখন তার অল্প বয়স তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ নিপুনভাবে স্বপ্নদ্রষ্টার জীবন ও বাস্তবকে প্রতিফলিত করতো, যেন সে একজন নিসর্গদৃশ্য শিল্পী। পরবর্তীতে তার নিজস্ব বাস্তব তার বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যেতে থাকে। কেউ এটাকে দেখে তার 'ডিসটরশন অফ্ রীয়্যালিটি ফেজ' হিসাবে আর কেউ নিজস্ব বাস্তব দিয়ে পৃথিবীকে আঁকা হিসাবে। ব্যাখ্যাগুলো অধিকাংশ সময়ে স্বপ্নদ্রষ্টার বাস্তবকে ঢেকে দেয় অথবা বিকৃত করে। তখন একটা বেপরোয়াভাব আসে এবং তার বিশ্লেষণগুলো বাস্তবের অনুপস্থিতিকে মুখোশের আড়ালে ঢেকে দেয় যেন নিজেকে ও অন্যদের রক্ষা করতে চায় মহাবিশ্বের কোনো কেন্দ্রীয় ত্রুটি থেকে। অবশেষে তার বিশ্লেষণগুলো কোনোরকম বাস্তবের সাথে কোনো সম্পর্ক বহন করে না, এবং অরিজিন্যাল বিহীন বিভিন্ন ইমেজের পুনরুৎপাদন গুনোত্তর প্রগতিতে বাড়তে থাকে।'

দৈনন্দিন সম্পাদকের কলমে এমন হতাশাব্যঞ্জক কথা মানায় না বোধ হয়, তবু মনে হয়, তাই বলে ফেলি। হয়তো এভাবে না দেখাই ছিল ভালো, তবু চারপাশের যত 'বিপ্লবীয়ানা' বা 'বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড' এছাড়া আর কিছু ভাবায় না।

দৈনন্দিন বলেছিল, এবং মেনে চলে, কোনো লেখার কবিতা হয়ে ওঠবার একটাই শর্ত আছে :

'বীজ হতে হবে তাকে
যতই শুকনো হোক
এবং সৎ
এবং কবির জীবনের মত।'

অথচ সৎ, কবির জীবনের মত, চারদিন আগে লেখা একটা কবিতা দৈনন্দিনের দ্বিতীয় পাতায় নিজস্বসংবাদ হিসাবে ছাপা হবার পর, কবি পরিচিতদের বলেন 'অনেক আগের লেখা'— কেননা এখন প্রকৃত বৈপ্লবিকতায় উত্তরণ ঘটেছে তার।

দৈনন্দিন কিভাবে দেখবে ঘটনাটাকে যেখানে সৎভাবে লেখবার পরও সরাসরি লেখকের হাতেই তার অসৎ ব্যবহার হয়। জানি সব সহকর্মীই একথা শুনে চটে উঠবে— 'এভাবে ভাবলে তো কিছুই করা যাবে না, কে একজন কি করছে তাই নিয়ে ভেবে নিজেদের কাজ নষ্ট করবার কি মানে হয়'। হ্যাঁ, আমিও জানি কোনো মানে হয় না। কিন্তু এভাবে কাজের পক্ষে ক্ষতিকর 'অন্যের' ভাবনা বাদ দিতে দিতে কোনদিন নিজেদের সম্পর্কে ভাবনাগুলোও যদি বাদ চলে যায় 'কাজের জন্য'— তাহলে সেটা কোন কাজ হবে? 'দৈনন্দিনের কাজ' আদৌ হবে কি? সরাসরি পাঠককে উদ্দেশ্য করে সম্পাদকীয়র শেষলাইনে লিখতে পারবো কি

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

সক্রিয় হও অংশগ্রহণ করো

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

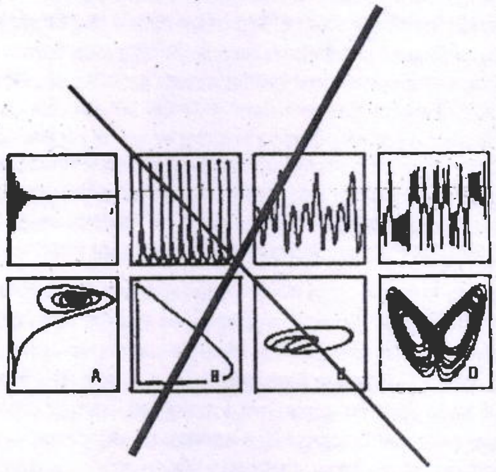
আমার রক্ত যদিও নীল নয়

Dance me therough the panic
till I'm gathered safely in

অস্তিত্বহীন অস্তিত্বময়তা হারিয়ে যায় সার্বিক নিস্তব্ধতার মধ্যে। জানা হয়নি দিনান্তের আলোয় কেমন দেখায় স্বপ্নের ১৭ জুবোভস্কি বুলেভার্ড আর রাদুগা প্রকাশনী। হারিয়ে যাওয়া অ্যালবাট্রসেরা, হয়ত ঘুমিয়ে আছে আইবেরিয় পেনিনসুলায়... মৃত্যুর বন্ধুভাবাপন্ন অবস্থান। সাম্রাজ্যবাদী, নির্ভীক, ভাস্কো পাবে না এই চিঠি যা সন্তর্পনে পৌঁছে যাবে কোন আরব গেরিলার হাতে। মুহূর্তের টানাপোড়েন..... বন্দীর ছেদিত অণ্ডকোষ ছুড়ে দাও বিদেশী বনিককুলের দিকে। Lily's Kitchen ডান দিকেতেই যাই হারিয়ে। কখনও টেকোলোস উঁকি মারে আনমনা কিশোরীর অঙ্কের খাতায়.... আবার হারিয়ে যায় নিজেরই নির্বুদ্ধিতায়। তবুও কি সেই অভীষ্ট যা ক্রমাগত আমাদের এগিয়ে যেতে বাধ্য করে? চারিদিকে সেই Absurdity-ই বা কোথায়, যা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে কোনো ঘটনাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে, বা তলিয়ে যায় অর্থহীনতার আরও গভীরে। বন্ধনহীন আবদ্ধতা। একমাত্রিকতার স্বৈরাচার...... বহুমাত্রিকতার ব্যাপ্তি। সাময়িকতা। তবুও রাসকালনিকভরা সত্য। কিন্তু মৃত্যুর কোন উপমা থাকতে পারে না। বিপ্লবীরা, প্রেমিকরা এই নিয়ম মানতে চায় না। মৃত্যুকে অস্বীকারের kitsch-এর মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠে চূড়ান্তভাবে স্টিরিওটাইপ মানুষ ......। হঠাৎ বাধ্য হওয়া, বিধিমতন নিজের বিরুদ্ধে ভাবতে থাকা এই হিসাবটা ছিল যথেষ্ট সহজ। কিন্তু ভাত তখনও গরম হয়নি। সন্দেহের শুরু। তারপর নিজের ছায়াকেও ভয়। এদিকে নিখিলবঙ্গ মাংসপেশী আন্দোলন সমিতিগুলি থেকে "চল চলরে নওজওয়ান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" মার্কা যুবক-যুবতীদের বর্হিগমন। আরে পাগল মা তো সবার, তবুও পশুপ্রজননশালায় নিয়মিত যাতায়াত। এই অঙ্কটাও ছিল সহজ। কিন্তু জায়গায় গিয়ে....।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমি কতটা রিঅ্যাকশনারি তা এই লেখা বুঝিয়ে দেবে। না, কোন আত্মসমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি না। তবুও ভেঙে যাওয়া রাতে, বাঁশী থেমে যায়। তখনই রেডিও বেজে ওঠে.... Old wine in new bottle। কিন্তু বোতলটা তা ধারণ করতে পারে অথবা কেউ তা ভাঙতে চেষ্টা করে না। অতঃপর আমার ঘুম ভাঙে। So Let's hit the tree। দেওয়ালে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ছেনালী। মালদায় বন্যা। হেলিকপ্টারে করে ত্রাণ আসবে। কারা যেন প্রাণ হারিয়েছে। Xanadu-র প্রাসাদে বসে বিশ্বায়ন বেশী ভালো। হ্যাঁ, আমি চিন্তা করি, তাই ভুল করার অধিকার আছে। We are made of dreams. এবং আমি এই মুহূর্তে যা বলব পরের মুহূর্তে হয়ত তার বিরোধিতা করব। আসলে চিরন্তন বলে কিছু নেই। So there is no second chance, fortunately.

জিৎ ভট্টাচার্য্য



ঔদাসিন্য

আমার কলম তুমি প্রতারণা সামান্যই করেছো
যদিও অক্ষরমালা পরিচিত ছবিগুলি মৃদু হাসে
আঙুল কিছুটা বৈতনিক হতে চায়
তা হলেও হে উপক্রমনিকা সকল
তুমি হাত রেখো নামের উপর।

চন্দ্রপৃষ্ঠে এলোচুল—নতজানু হয়ে বালিঘড়ি
কি মধু—কি দ্রাক্ষারস—মদ হয়ে এসেছিলে
গলার ভেতর—দুদণ্ডই থেকেছিলে
অনুকূল সফলতম স্বরক্ষেপে
বিলাপ ও দংশনের আগে পরে
নীল—নীল—ঘুমন্ত ইন্দ্রিয় প্রাকারে
এখন এসমস্ত হিসেব রাখা আছে
শুধু কতিপয় কবীদেরই কাছে—

অর্নিবান রায়

শঙ্খ ঘোষের 'সহজ পাঠ' এর একটি জটিল পাঠগল্প :

এমনিতে বেশ দিব্যি ভালো সৌজন্যেও কমতি নেই তেমন সময় হলেই দাঁত নখ সব বেরিয়ে আসে।
মাত্র এই একটা লাইনে বলে দেওয়া যায় আমার পুরো চরিত্র। আমারও আছে শ্বদন্ত, বক্রানখর, নরম থাবায় লুকোনো। আদরে ঘাড় কাত করে আধবোঁজা চোখে চিৎ হয়ে যাই। এখানে বলে দিতে ইচ্ছে করে আর সবার মতই। কিন্তু একথা বললেই শিল্পরস আর থাকে না বা বড় খেলো হয়ে যায়। তাই কিছু কিছু তেমন তেমন সময়ে; হ্যাঁ দাঁত নখ সব বেরিয়ে আসে, যখন তুমি আমায় খারাপ ভাবো, কেননা তোমার খারাপ ভাববার কোনো বোধগম্য যুক্তি নেই, যুক্তি বোধহয় একটাই যে তুমি ভালো। এ যুক্তি সবাই দেয়। সবসময়ে ইতিহাসেও যূথবদ্ধ একই যুক্তি বারে বারে হত্যা করে একে অন্যকে। ক্রুসেড কিংবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প যেখানেই যাবে এই একই যুক্তি পাবে। তাই এটা যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আক্রান্ত আমি, আত্মরক্ষায় দোষ নেই জানো তো? আমি হয়তো ছোটখাট চুরি করি, মুখ দিই পাশের বাড়ীর দুধের পাত্রে; কিন্তু তাতে মারতে আসো তুমিই তো! আক্রান্ত আমি কোনঠাসা হয়ে গেলে— নইলে তুমি তো জানোই আমি এমনতিতে বেশ দিব্যি ভালো সৌজন্যেও কমতি নেই। তেমন তেমন সময় হলেই। — **কৃতজ্ঞতা পুঁথির কথা! ধর্ম সাক্ষী সুড়ঙ্গের। বিনিময়ের হিসেব ছাড়া এককড়িও মূল্য নেই।** তোমার দুটো ঠোঁটে তুমি আমার দুটিই পাও, নয়কি বলো? কৃতঘ্নতা না পেলে কি ভাবতে আদৌ কৃতজ্ঞতার কথা— এতদিনে কৃতজ্ঞতাও ফুরিয়ে যেতে পারে— ভাবতে পারো তেমন কথা—মূল্যমান কিসের বলো বিনিময়ের বদলি প্রথা, কি এসে যায়, বুঝলে নাকি বুঝলে না তায়— **এই যে বুকের খুবলে নেওয়া শুনতে কি চাও কখন হলো? সে এক মস্ত গল্প কথা সাত সমুদ্র তের নদীর**— জানি জানি সবই জানি— সবই নিজের ভ্যানতাড়া বুক আছে তা বুঝতে যদি আগে সাত সমুদ্র তের নদীর তেপান্তরের মাঠ পেরোতে হতো না, একটুখানি সরে বসলেই পৌঁছে যেতে যমের দ্বারে। পাহারাদার? সেও ছিল না। নজরদারি সেও তো তোমার। মরতে যদি এলেই তবে মরার ভয় কেন পাবে? গল্প শুনতে ভালোবাসো বড্ড, গল্প নিয়েই জীবন তোমার গল্প লিখেই রোজগার, ভাবো কখনও তাতে কি হাল হয় রাজপুত্র রাজকন্যার **অর্থাৎ সেই জলস্রোতও ঝরত যদি ক্ষতের উপর দাহ কিছুই কমতো না তার জলই হত তুষের আগুন**। জলস্রোত কোথায় পেলে, সে তো কবেই শুকিয়ে গেছে। পেলেও তুমি পেতে পারো হয়তো দু-এক ফোঁটা চোখের জল—চোখের জলে লবণ থাকে, জিভে চেটে দেখতে পারো আর কাটা গায়ে নুনের ছিটে এই তো শুধু ভাবতে পারো। জানি জানি ক্ষত এবং দাহ, একা শুধু তোমার আছে তুষের আগুন জ্বালতে তুমি ভালোবাসো আর জল নিয়ে হও জুলজুলে আগুন তুমি খাক হয়ে যাও খাক্‌গে তোমায় রাক্ষসে— কিন্তু **নখরচিহ্ন? সে তো থাকেই** শরীর আছে তাহলে? নখের দাগ পড়েছে? বাঃ তবুও বলো সম্পর্কটা শারীরিক নয়। সত্যি তুমি পারোও বটে। যেমন পারো যখন তখন বৃষ্টি আনতে, **খুবই দুঃখ হলো?** উঁহু যেন ধার চেয়েছি ওনার কাছে। **বাঁচো প্রবল বাঁচো। কেবল মা ফলেষু কদাচন।** বাঁচবো, ভালোই বাঁচবো যদি তোমার খিস্তিটা হয় সংস্কৃত।

ঋজু রায়

অক্স

বিশেষ সংবাদদাতা : হিন্দী ছবি, টেকনিক্যালি হলিউড প্যারালাল, অসাধারণ কোরিওগ্রাফি, দিব্যি সুর, ঘ্যামা অ্যাকশন, মনোজ বাজপেয়ী সর্বপরি অমিতাভ বচ্চন। গল্পের আভাস 'ফেস অফ', 'ফলেন' আর মুখোশ ব্যবহার 'মিশন ইম্পসিবল', —নতুন যা ভারতীয় তা হল গীতার রেফারেন্স দেওয়া অনাদি অনন্ত ভিলেন। কোনো ব্যবস্থা যাকে তৈরী করেনি ক্রুর হিংস্র করে 'a born criminal' The bad inside everyman হয়তো ফ্রয়েডিয়ান Id এর ধারণা দিয়ে বোঝানো যেত সবচেয়ে পরিষ্কার, কিন্তু ভারতীয় ছবি, ভারতীয় বাজারের ছবি— প্রেততত্ত্ব হাজির করা হল দর্শককে বোঝবার জন্যই বোধহয়। ইউরোপীয়ানরা ভারতীয়দের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম কুসংস্কারাছন্ন বা ভূতপ্রেতে অবিশ্বাসী নয়— কিন্তু কিছু হিজিবিজি যন্ত্র বসিয়ে 'ফেস অফ'-এ যেমন ফেস ট্রান্সপ্লান্ট করে দেওয়া হল প্লাস্টিক সার্জারীর উন্নত কোনো বিজ্ঞান বলে; তেমনটা করা হয়তো এক্ষেত্রে বিষয়গত ও অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'মনু বর্মা'র অবচেতনে 'রঘু'র জোশ-এর প্রতি আকর্ষণ যা মনু বর্মারই জোশ-এর প্রতিচ্ছবি প্রায়, বাহ্যিকতায় আরোপিত নীতিবোধ ও সভ্যতায় বেড়ে ওঠা সদ্-অসদ্ বোধ বা সচেতনতার সাথে টানা পোড়েনের গল্প হিসাবে অনায়াসে বলা যেত, প্রেততত্ত্বের আলপট্‌কা আমদানী না করেও।

অক্স এর বাংলা প্রতিশব্দ প্রতিচ্ছবি না বলে অসদ্‌বিম্ব বললে বোধহয় ভালো হত। স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখে দেখা সব প্রতিবিম্বই (আয়না, জলে পড়া প্রতিবিম্ব) অসদ্‌বিম্ব বা Vertual Image.

কোনো বিন্দুপ্রভব থেকে আগত আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরনের পর যদি অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত না হয়ে কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় তবে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব বলা হয়।

মানুষ শব্দটির অবধারনামত তার যে প্রতিবিম্ব স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় তা অসদ্‌বিম্ব, আমাদের নিজ শ্রেণীতে যার অধিকাংশটাই 'খারাপ' হিসাবেই আমাদের চোখে আসে, তা আসলে অসদ্‌বিম্ব বা Vertual Image.

সদ্‌বিম্বের সংজ্ঞাটা হল : কোনো বিন্দু প্রভব থেকে আগত আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে যদি অন্য কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় তবে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথমবিন্দুর সদবিম্ব বা Real Image বলা হয়।

সদ্‌বিম্ব বিশেষ পদ্ধতি আরোপ করে পর্দায় ফেললে তবেই দেখা যায়। তেমনই মানুষের Real Image হিসাবে চিরকালই উন্নত, ভালো বা দেবত্বকেই ধরা হয়েছে। কিন্তু তার Real Image কে দেখতে গেলে আমাদের বিশেষ যন্ত্রসজ্জা বা সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান, সচেতনতা এসবের প্রয়োগ দরকার। সমস্ত ধর্ম বা Philosophy, এমনকি পৃথিবীকে আমূল বলে ফেলবার তত্ত্বের মধ্যেও মানুষের এই স্বাভাবিকভাবে দেখা না যাওয়া Real Image এরই সন্ধান।

গীতা আওড়ানো ভিলেন সহযোগে আধাত্ম্যবাদের এহেন ক্লাস নাইন স্টাণ্ডার্ড পদার্থবিজ্ঞানজাত ব্যাখ্যাও যদি ছবিটার মধ্যে বলা হতো তাহলে Scientific বা Pshychological ছবি হিসাবে দাঁড়িয়ে যেত। বিদঘুটে প্রেততত্ত্বের জন্য অসাধারণ অভিনয়, ফটোগ্রাফি, গান, নাচ নিয়েও ছবিটা ডুবে গেল। হলিউড হলে এটা হতো না কারণ মানুষের Real Image কে দেখবার বর্তমান পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পদ্ধতি ধর্ম নয়, বিজ্ঞান—যদিও কোনোটা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই মানুষের সচেতনতার ফারাক খুব একটা নেই, তবু যাঁরা পর্দায় ফেলবেন তাঁদের এই সচেতনতা থাকা উচিৎ।

অবশ্য ভিলেনের মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে গেল না, এটাও ভারতীয় ছবিতে প্রথম। শেষ দৃশ্য দেখে যা মনে হল প্রথম হিন্দি সিক্যুয়েল হতে পারে **AKS 2**

[এই চিন্তায় 'সদবিম্ব অবশীর্ষ হয় এটাকে কোনো প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি কারণ তাতে বিষয়টা আরো গোল মেলে হয়ে উঠতো]

পুজোর আগেই নতুন জুতো

বিশেষ সংবাদদাতা : ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জুতোর এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সেই দিনই তৈরী হয়েছিল যেদিন বিশ্বকবি তাঁর 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি লিখে ফেলেছিলেন। তারপর থেকেই জুতাকে বাংলার সাহিত্যে এমনভাবে জুতে দেওয়া গেছে যার তুলনাই হয় না। সম্প্রতি 'আকাশ বাংলা' চ্যানেলে তাৎক্ষনিক নাটক ও গল্প-বলার আসরে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা হিসেবে জুতো উপহার দিলেন 'খাদিম কোম্পানি'। নিন্দুকের মুখে নুন ছিটিয়ে অবশ্য উদাহরণ দেওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নাটক দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্যাসাগরী জুতা' ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তখন তা পুরস্কার হিসেবেই গণ্য হয়েছিল। তা হলে সাহিত্য সৃষ্টির এই অত্যাধুনিক নিদর্শনে উত্তেজিত হয়ে যদি খাদিম কর্তা জুতা মারেন আমাদের তো আহ্লাদিতই হওয়া উচিত। অন্তত যেখানে টিভি চ্যানেল কর্মীদের, জুতা কোম্পানীর কর্মীদের ও গল্প বলিয়ে-দের কিঞ্চিৎ অর্থাগমের সুযোগ থাকছে। দর্শকরা সাহিত্যের এই তিন অবস্থা দেখে যদি জুতো কেনাই বন্ধ করে দেন তা হলে 'প্রকৃত সাহিত্য রস' থেকে তাঁরাই বঞ্চিত হবেন কারণ জুতা কিনলে যে আনন্দমেলা পাওয়া যায় তা গত বছরই আমরা জানতে পেরেছি শ্রীলেদার্শের কল্যাণে।

অতএব মাথায় থাকুক বাংলা সাহিত্যের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা। যদিও ভারতবর্ষের অর্ধেকের বেশী মানুষ আজও জুতা পরার কথা ভাবতেই পারেন না তবুও আমরা তো নাগরিক, আমাদের ন্যূনতম পরিচ্ছন্নতাই ভারতবর্ষকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবে বলে আমাদের ধারণা। তাই আসুন বাংলার বিজ্ঞাপন জগতের প্রায় মিথ্ হয়ে যাওয়া অ্যাড-ক্যাপশনটিকে আমরা আর একবার স্লোগানে রূপান্তরিত করি। সাহিত্যের মুখে জুতো খেয়ে, নিজেদের পেটে গুঁতো মেরে— জোর গলায় বলি

'পুজোয় চাই নতুন জুতো'

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৫) মৈনাক সিন্‌হা

উদাত্ত নয়; অবস্থিত মুষ্টিমেয়, সংখ্যা পরমাণু সমঝদার বিশিষ্ট প্রথমসারির নৈবেদ্যে দরবারী কালোয়াতি, গণতন্ত্রে সামন্ততান্ত্রিক সংরক্ষিত এলাকায় নিষেধাজ্ঞা জারী নয়, সেন্সরের কালো কাঁচির ভয় নয়, সারারাত্রিব্যাপী শাস্ত্রীয় অশ্লীলতায় কিই বা করা যাবে। তাহলে নাগরিক কানের ভেতর গরমও নয় ঠাণ্ডাও নয়, টাটকাও নয় বাসীও নয়, সুস্বাদুও নয় বিস্বাদও নয় সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্যে খিঁচুড়ি পরিবেশন করা যাক......

'ভালো' শব্দটার ওপর মোহ? থাকে—ছিল তো বটেই—থাকলো; ভালো'র প্রতিরূপ আলো আর খারাপ হল আঁধার! মুদ্রার দুপিঠ! থাকলো তো বটেই, তুব একচক্ষু মোহাবিষ্ট ব্যাকুলতা ভাগ্য পরীক্ষার ফলের আলোর আশা, যে যাই বলুক, তাই হয়। কিন্তু আলোও ভালো আঁধারও;......

আত্মার প্রকাশ্য গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা, অন্দরমহলে যদিও ন্যাংটো হয়ে ঘোরাঘুরি সবসময় তবুও ভদ্রলোকের সস্তা পুরুষ অর্ন্তবাসটাকে পাঞ্জাবী হিসেবে ব্যবহার করার দুর্ণিবার লোভ নিজেকে যে ঠিক কি হিসাবে প্রতিপন্ন করা...!! একগাছি... ছেঁড়ার মুরোদ না থেকেও, প্রেমে পড়া; শৈশব অর্ন্তবর্তীকালীন অধিবেশনের শুরু—দ্বিতীয় শ্রেণী জলের বোতল, পড়েই চলা যতবার পড়তে ইচ্ছে, একবারও ভাষায় একবারও নয় স্পষ্টভাবে 'প্রেমে পড়েছি' একমাত্র প্রথমবারেই; কদাচিৎ অনেক পরে গোলশোধের মরীয়া চেষ্টায় অথবা কেরোসিন তেলের লাইনে অনেক পেছনে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করবে আগেই আশঙ্কায় দু'হাত তুলে 'আমি আছি' ভঙ্গীমায়; এবং দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। অননুমোদিত পথে অনুমোদিত ডীলার কেরোসিন বিক্রি করবে বলে লাইনে থাকা ও তেল থাকা সত্ত্বেও আর বক্স-এর বাইরে অবৈধভাবে ট্যাকল গোল হলেও হতে পারত— রেফারীর বাঁশি মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক—ইনডাইরেক্ট ফ্রিকিক—সেটপিস মুভমেন্ট পরোক্ষে ডেডবল সিচুয়েশনের ক্লান্তিহীন অনুশীলণ তাহলে পরখ করা যাবে হারা বা ম্যাচ বাঁচানো পরিস্থিতিতে—জানা গেল রেফারীর খেলা শেষের বাঁশীর আওয়াজ ওটা। সহখেলোয়াড় ও চিকিৎসকের পরিচর্যায় যখন উঠে দাঁড়ানো গেল;.....

তা লেখালেখিই হোক, গান-বাজনা, তাপ্পিমারা সংস্কৃতিচর্চা আসলে প্রচার সর্বস্বতা আবর্ত্তায়ন, গুণে গুণে বুঝে নেওয়ার জন্যে ফ্যান্টাসি, ভোগের কোলে চেপে বসার লালায়িত হ্যালহ্যালানি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই প্রথমাবস্থা থেকে, অবশ্য 'একটা বোধ কাজ করে' জীবনানন্দকে ঠেলে রাখার উপায় নেই তাই দু'নৌকায় পা দিয়ে মধ্যবর্ত্তী পোষ্ট-মর্ডানিষ্ট ধ্যাস্টামো (ঢ্যামনামো) কারণ প্রথম থেকেই অন্তরাত্মায় একাত্ম ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, নোবেল, গ্র্যামী, অস্কার মায় জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য একাডেমী ছেঁড়া পাণ্ডুলিপির ভোগপুঁজির নির্দেশিকার অভিষ্ট লক্ষ্যে কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোর ভালো ভালো কথার গণ-টোকাটুকিতে সামিল হয়ে—কেবলমাত্র শ্রেণী অবস্থানের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নয়, আল্লা মেঘ ও পানি দুইই দেবে; এসবের বাইরে সে তো সুবিমল মিশ্রের লাইন— **'সত্য যে খোঁজে সে সাবধানীর কাছে সর্বদা হেরে যায়, কারণ সত্যের কোনো নিরাপত্তা নেই'**; অর্থাৎ কোথাও না, কেউ না, কিছু না........

ভন্ড বিনয়ের পেশাদারী দক্ষতা 'এই যাঃ, কি যে বলোনা', মুখপোড়া মিনসে এটাকেই আত্ম-সমালোচনা বলে চালিয়ে দিলে! একমাত্র 'ইগো'র ক্ষেত্রেই প্রয়োগ সাম্যবাদী ধ্যানধারণা; .....

উত্তরণ নয় বিচ্যুতি.... মধ্যবর্ত্তী অবস্থানটা গোলমেলে, বোধহয় হয় না; হতেই পারে এমনটা, বিচ্যুত হতে হতে উত্তরণ বা উত্তরণের বিচ্যুতি; প্রয়োজনের বেশী কথা অপ্রয়োজনে কারণ পর্দার আড়ালে থাকতেই ভালোবাসে অশরীরী.....

লেখার জন্য লেখা? শুধু খালি পাতা ভর্তি করার তাগিদ? নাকি আত্মমমতা; আত্ম-প্রযোজনায় আত্মনির্দেশনায় কলম ও হাত অভিনীত আত্মসমালোচনা আত্মশুদ্ধি আত্মবিশ্লেষণসহ কেউকেটা হতে চাওয়ার ভন্ড আত্মসমর্পণ সমৃদ্ধ নাটার্ঘ্য নয় কি?.....

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী একগোষ্ঠী অপর মার্কসবাদী গোষ্ঠীর একজনকে নিকেশ করলে, ঘটনা পরম্পরায় প্রথমোক্ত গোষ্ঠীর তিনজন নিকেশ হল, যাদের মধ্যে একজনের বয়স আঠেরো, আরেকজনের আট; মাত্র আটতিরিশ মিনিট : স্থান - বালুরঘাট; সুতেরোই মার্চ সংবাদপত্রের ছয়ের পাতায়।......

আজ চালাক আমি কাল বোকা
মহৎ প্রেমিক ন্যাকা ন্যাকা
আমার আসল চেহারা কি চিনতে তুমি পারো?
চিনতে যদি পেরেই থাকো ঘেন্না করো ... ঘেন্না করো'—
যিনি লিখেছেন তাঁকে এক লক্ষ কোটি সেলাম।.....

শয়তানী অস্তিত্বের বিপজ্জনক ঝোঁক প্রতারিত অথবা জেনে বোঝায় প্রতারিত করতে করতে (না ঠিক হল না) হতে হতে কাটিয়ে ওঠার মহৎ উদ্দেশ্য বরং আজ তোলা থাক কালকের জন্যে; আগামীকাল বা একেবারে মহাকাল....

কিন্তু শুরু থেকে শেষ অবধি ইতিবাচকতাই সত্যি, বিশ্রামের প্রয়োজন অন্যতম শর্ত আর কালকের আগে কালকের তা গত বা আগামী দুই-ই হতে পারে, ভাবনাটাকে প্রয়োগ করার প্রাথমিকতা হিসাবে সীমাবদ্ধতার মধ্যেই ভাবনা ও কর্মে সমন্বয় সাধনের বস্তুগত রূপটাকে আত্মস্থঃ করাটাই হল আজকের........

হতাশায় হাত পা ছুড়তে থাকলে ব্রহ্মতালু গরম হয়ে উঠলে হিতাহিত লোপ কিঞ্চিত; অকারণ ক্রোধ। লোভ সংবরণ—কাম সংবরণ—অস্ত্র সংবরণ = সর্বহারার একনায়কতন্ত্র—নাগা সন্ন্যাসী—সিটিবিটি—ট্রিপল এ্যাকশন হেয়ার ভাটিলাইজার, সব COOL বিলকুল.....

ধারাবাহিকতার অভাব বিশেষরূপে লক্ষণীয়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য সাধন উপায় কি হবে? কেন/কি কারণে অভাব? যুক্তি দেওয়াই যেতে পারে অনেক, কিন্তু আসল কথা হল অলস দিনযাপনের দুর্নিবার লোভ, তা না হলে ব্যবহারিক কায়িক পরিশ্রমে মানসিক অনীহা অভিপ্রেত না হয়েও এখনও বাস্তবতা! যাকে সরাসরি বলা যেতে পারে পাপ অথবা বিচ্যুতি; একমাত্র চিকিৎসা মানসিক দুর্নিবার সদিচ্ছার দেহজ বহিঃপ্রকাশ।.......

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

তত্ত্বায়ন, ছাত্ররাজনীতি এবং ...

স্টাফ রিপোর্টার : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কলেজস্ট্রীটে হিট বিপ্লবী ছাত্ররাজনীতির মুখপত্র 'ছাত্রফৌজ'-এর হিটলেখা 'সমাজ বদলের লড়াই আর বিপ্লবী ছাত্র রাজনীতি-গড়বেতার প্রাসঙ্গিকতায়', লেখক আজাদ আহমেদ— প্রসঙ্গেঃ প্রথমেই এরকম মুখের ওপর হ্যা হ্যা করে হাসাটা অভদ্রতা হয়ে গেল হয়তো কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটা এমনই আর এই মুহূর্তে আমায় প্রতিক্রিয়াশীল যদি বলে ওঠে আজাদ; আমি খুশী হব, কারণ আমার ছেলেবেলার জানা সব সংস্কার বিপরীতার্থে কথা বলে সে।

উদাহরণ : একই বাক্যে "এই কনশাসনেস কামস্ ফ্রম উইদাউট, কারণ-এর জন্য প্রয়োজন কার্যকারণ সম্পর্ক ভিত্তিক অবস্থান... ...।"

কার্যকারণ সম্পর্ক বিষয়টার অর্থ এই দুহাজার এক সালে ছাত্ররাজনীতিতে কতটা বদলেছে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি আজ জানলাম যে কার্যকারণ সম্পর্ক ভিত্তিক অবস্থান থেকে সোচ্চারে বলা যায়, লেখা যায়, বিতরণ বা বিনিময় করা যায় 'কনশাসনেস কামস্ ফ্রম উইদাউট' এবং সেই কনশাসনেস 'হায়ার কনশাসনেস' যা পরোক্ষে বলা হয় পরবর্তী দুইলাইনে বিরোধী তত্ত্বায়নের সাথে এই তত্ত্বায়নের 'পার্থক্য এই যে এটা কোনো হায়ার কনশাসনেস নয়' (বিপ্লবী পাঠক আপনি যখন পড়ছেনই লেখাটা তাহলে ঐ লেখাটাকেও খুলে রাখুন আপনার সামনে আমি ৩নং পাতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারাগ্রাফের কথা বলছি) "উচ্চতর সচেতনতার বাইরে থেকে ঢোকার রাস্তায় পাঁচিল তোলার একটা ফালতু চেষ্টা। তার জন্য ভাববাদকে স্মেলিং সল্ট দিয়ে চাষ করানোর চেষ্টা"।

ভাববাদ??? এ পর্যন্ত পড়ে আমার জানা সংজ্ঞাতে সন্দেহ হতে থাকে আমার, আমি কি 'অ আ ক খ'-ও ভুলে গেলাম! পুরোনো বই-এর গাদা থেকে নিয়ে আসি ভস্তক পাব্লিকেশনের 'সামাজিক রাজনৈতিক জ্ঞানের অ আ ক খ—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কি এবং abc of social and political knowledge — what is Dialectical Materialism—"Dialectics maintains that the cause or source of the development of nature and the society lies within them, and are not introduced from outside"

ডায়ালেকটিকস্ এই মত পোষন করে যে প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশের কারণ বা উৎস রয়েছে তার ভেতরেই, বাইরে থেকে তা ঢোকানো হয় না।

(অসম্ভব! এইভাবে যদি লেখাটার একটা শব্দ নিয়ে আমি বোঝাতে থাকি Dialectics & Metaphysics are two opposite philosophical method to answer the basic question of philosophy — the relation between matter and consciousness, the material and the Ideal এবং তার থেকেই ফিলোজফারদের মূলত দুটি শিবির Materialist and Idealist বস্তুবাদী ও ভাববাদী। এবার যদি আমি বলে যেতে থাকি 'বস্তুবাদীরা মনে করেন bla bla bla ভাববাদীরা মনে করেন bla bla bla bla হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণকারী ভাববাদী— মার্কস সংশোধন করেন.... 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বলতে Dialectical Materialism কেই বোঝায়, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগানটি নয়, —এইভাবে বোঝাতে থাকি আজাদ ভাইজান নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অপমানিতবোধ করবেন। আর এখন নিশ্চয়ই প্রচণ্ডবমকে গেছেন কারণ আমি নিশ্চিত তাঁর 'হায়ার কনশাসনেস, কামস্ ফ্রম উইদাউট' বাক্যটি তিনি ব্যবহার করেছেন PW-র রাজনৈতিক তত্ত্বকে কলকাতার কয়েকজনকে গড়বেতায় বয়ে নিয়ে যেতেই হবে, এটা বোঝাতে চেয়ে —কিন্তু বোধের ঘাটতি বাক্যব্যবহারে ত্রুটি এনেছে নাকি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে গিয়ে ন্যাজা বেরিয়ে পড়েছে, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। তবে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে তাঁর লেখার 'পাঠ' যে এরকম হতে পারে এ ধারণা তাঁর নেই কারণ 'কি করিতে হইবে' বা 'What is to be done' তাঁর মস্তিকে এতই জাজ্বল্যমান সত্য যে আগামুড়ো কিছু না রেখেই 'Higher conciousness comes from without' লেখা হয়ে যায়। যদিও লেনিন শুধু শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নয় তার বাইরে থেকেও সচেতনতা অর্জন করে, সমগ্রতার ধারণা নিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর মাঝে কাজ করার সময় সেই সচেতনতা কাজে লাগাবার কথা বলেন।

ঠিক তেমনই আমার ধারণা নেই যে লেখাকে তত্ত্বায়ন বা Analysis বলে দাবী করা হচ্ছে তার মধ্যে দর্শনের সব সাধারণ সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে অর্থনিরপেক্ষভাবে 'হায়ার কনশাসনেস' 'কামস্ ফ্রম উইদাউট' 'ভাববাদ' এইসব শব্দের ব্যবহার সম্ভব।

[গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের 'ক্যান দ্য সাব অল্টার্ন স্পীক' এর এককথায় উত্তর দিয়ে দিতে পারেন 'ইয়েস, দে ক্যান' যিনি যাঁরা তাঁদের 'হায়ার কনশাসনেস' বা ইন্টেলিজেনশিয়া'কে আমি একটুও হেয় করতে চাই না— অপ্রাসঙ্গিকভাবেই হয়তো বা বলতে চাই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সাব-অল্টার্ন সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ বিরোধী Postmodern Philosophy (???) কে এইরকম এক প্যারাগ্রাফে ফুটিয়ে দেওয়াই হয়তো ঠিক। কারণ 'এ শালার বঙ্গদেশ চিরকালই টুকলিবাজ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর দেশ। চড় চড় করে এখানে 'জনযুদ্ধ' ও অন্যান্যদের 'সিমপ্যাথাইজার' বাড়তে থাকবে। যেমন চড় চড় করে বেড়ে গেছে পোষ্টমর্ডানিষ্ট' তবুও প্রতিনিধি স্থানীয় তিনজনকে Contemporary Postmodern Philosopher বলা যায় বাঙালী জনপ্রিয় Post structuralist critic of literature নয়, সেই জাঁ লিওতার, ফ্রেডরিক জেমসন ও জাঁ বুদলিয়ার্ড প্রত্যেকেই দীর্ঘদিনের বস্তুবাদী চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই যে সমস্ত ব্যাখ্যাতে আসেন তারই ফসল Postmodernist Philosophy. তাঁরা তাঁদের লেখায় শব্দকে এ অবহেলায় সংজ্ঞা বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করেন না। এবং তাঁদের কারও লেখাতেই 'Postmodernist culture' কে উন্নত প্রমাণ করার চেষ্টা নেই। জেমসন এখনও মার্কসিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেন' Postmodernism তার কাছে The cultural logic of late capitalism যা তাঁর বই ও সর্বাধিক আলোচিত লেকচারের শিরোনাম]

লেখাটির পরবর্তী অংশে এইরকম ভুলভাল গুলিয়ে যাওয়া কনসেপ্টের কয়েকটি নমুনা তুলে দিচ্ছি—

"জাষ্ট ব্যাখ্যা বদলানোর জন্য ব্যাখ্যা নয়" "সাব অল্টার্নের শ্রেণী অবস্থান", "বিপ্রতীপ একটা কেন্দ্র তৈরী", "কেউ অন্য কোনো সত্য নির্মানের চেষ্টা করতেই পারেন কিন্তু তা কখনই উৎপাদিত সত্যকে অতিক্রম করবে না"

এগুলোতে লেখক কিভাবে টেক্সচুয়াল গোলকধাঁধায় গুলিয়ে গিয়েছেন তা বোঝাবার জন্য দৈনন্দিন তার পৃষ্ঠা নষ্ট করবার প্রয়োজন বোধ করছে না কারণ ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। আর এই বোঝার প্রয়োজনটা থাকা উচিৎ 'ছাত্রফৌজের'। সাধারণ পাঠকের জন্য আগে বলা একটা নমুনাই যথেষ্ট মনে করছি।

আরও একটা অসাধারণ প্যারাগ্রাফ লেখা হয়েছে। "তার আনন্দ বা দুঃখ করার অধিকার, প্রেম করার অধিকার, রামলীলা দেখার অধিকার, নিজের অধিকার মত দলে থাকার অধিকার, যে জমিটুকু সে চাষ করে তার মালিকানার অধিকার, ফসলের দাম ঠিক করার অধিকার, শ্রমের মজুরি পাবার অধিকার।......" থাক্‌গে আর কচকচিতে যাবো না— এটাকে প্রবন্ধ শেষ করার পদ্ধতিগত ইমোশনাল বুস্ট হিসাবে নিলাম।

Democratic centralization কে অবিতর্কিত স্থিরতায় নির্দিষ্ট করলে তবেই 'নতুন কেন্দ্র' ব্যাপারটা আসে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা উচিৎ এই সোনার পাথরবাটিটা নিয়েই। যদিও আজাদ নিশ্চয়ই অন্য আরো অনেকের মতই একটিমাত্র বাক্যে আমাকে এর উত্তর দিয়ে দিতে পারেন— "বিষয়টা ঠিকঠাক বুঝলেই আর প্রশ্ন থাকে না"

এ লেখাকে ভাসা ভাসা, খাপছাড়া বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির ব্যবহারে বিকৃত পাঠ, কোনো দায় না নিয়ে শহরের বিপ্লবজীবী, ব্যক্তি ও সংগঠনের মন্তব্য ঝেড়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক ব্যঙ্গাত্মক অভিধায় ভূষিত করা হতে পারে। হোক, কোনো অসুবিধা নেই কারণ বিষয়টাকে ঠিকভাবে বোঝবার চেষ্টা করলে লাভটা তাঁদেরই হবে।

আর গড়বেতা নিয়ে তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা গ্রামশি আর এলোমেলো উত্তরআধুনিক শব্দ ব্যবহার না করে PW যেহেতু একটি নকশালপন্থী সংগঠন, আত্মদর্শনের প্রয়োজনে চারু মজুমদারের সেকেণ্ড ডকুমেন্টটা একটু মন দিয়ে পড়লে উপকার হবে। শুধু চেষ্টা থাকতে হবে *Events and expericences of the tebhaga Movement in 1946 and 1947* -র মধ্যে দিয়ে গড়বেতাকে দেখবো। আমি আশা করতেই পারি যে তাঁরা তাঁদের লাইনআপের ডকুমেন্টটুকু অন্তত 'আত্মিক ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স—এর আদার আত্ম-অহমিকা ও মেগালোম্যানিয়্যাক কালেকটিভ ইগো-ইজম'কে সরিয়ে রেখে সৎভাবে পড়তে পারবেন। পরিস্থিতি বর্ণনায় অন্তত প্রচুর মিল পাবেন তারপর তাঁদের লাইন আপ যা বলে তাই করুন। তার সমালোচনা এখানে করতে বসিনি।

কিন্তু ভুলভাল কনসেপ্টের চটকদারী বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী ছাত্ররাজনীতির বোধের জগতে যে করুন হাল তাকে এভাবে প্রকট করে তুলবেন না, প্লীজ। কারণ আপনার লেখা অনেকে পড়বে ও নিজের মত করে নেবে। একটু দায়িত্বশীল হোন। আমরা কোনো দায় নিই না হয়তো আপনাদের ভাষায়, তবু লেখাটা পড়া হয়েছে এবং সদর্থক সমালোচনা করার চেষ্টা হল। একটু নিজেদের বোঝার চেষ্টা করুন। আমরা শুধু তাই করি, অন্য কিছু নয়।

অর্থাৎ, যৌনতা শারীরিক নয় আর

স্টাফ রিপোর্টার : ২৮-০৮-২০০১
স্কুলবাসে আট বছরের বাচ্চার উপর ড্রাইভার-কণ্ডাকটরের নিয়মিত শারীরিক অত্যাচার।

তিন মাসের পুরুষ ছাগলছানাকে পেছন থেকে তার মায়ের পিঠে দুপা তুলে অবিকল যৌন ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াতে দেখেছি আমি— এমনকি তার যৌনাঙ্গের মুণ্ডখোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও। কিন্তু তিনমাসের মেয়ে ছাগল ছানার ওপর কোনো ভকরাকে চড়াও হতে দেখিনি। অথচ 'অজাচার' শব্দটি আজও প্রচলিত।

প্রতিটি চ্যানেলে প্রতিটি সংবাদপত্রে 'পাশবিক' শব্দের ব্যবহার আমায় বোকা বানিয়ে দেয়— কারণ আমি তসলিমার মত বোকা মিথ্যায় 'পুরুষিক' বলতে পারি না।

অভিভাবকেরা চিন্তিত, তাঁরা কি করে ভাববেন যে এমন ঘটনা আর ঘটবে না, যেখানে এখন কুকুরেরা প্রায় সারা বছর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়।

ভয় পাই আমি, ভয় পাই এইসব ঘটনায় কারণ আঠাশ বছরের একটা মেয়ের সাথে শুয়ে থাকি আমি আর সেদিনের সঙ্গম সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক যেদিন তার মনের বয়স মাত্র বারো।

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

email : dainandin@hotmail.com

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে—

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

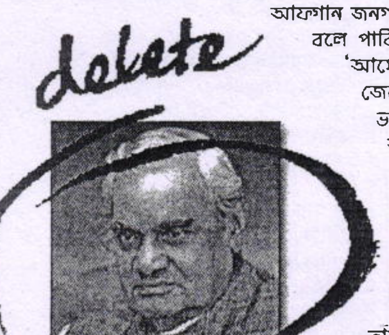
> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোস্লাভ হোলুব

সপ্তম বর্ষ • বিশেষ সংখ্যা • ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১



পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী ও সমস্ত সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জন্মদাতা এবং মদতদাতা আমেরিকা

আজ আফগানিস্তান আক্রমণ করতে উদ্যত। কারণ ১১ই সেপ্টেম্বর তাদের উঁচু নাক WORLD TRADE CENTRE ধ্বংস (আমাদের ভাষায় ICON OF CAPITALISM, এই উঁচু নাকের কারিগর একজন বাঙালী এখবর প্রথম জেনে বেশ মজা লেগেছে)। প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি তাদেরই সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী 'ওসমা-বিন-লাদেন' কে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। তালিবান কারা? ১৯৯৬ সালে পাকিস্তান দ্বারা সৃষ্ট একদল সন্ত্রাসবাদী, যারা হতদরিদ্র বহুদিন ধরে যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আফগানিস্তানের উপর নিজেদের শাসন কায়েম করেছে গত বছর দুয়েক। উগ্র ধর্মান্ধ এবং অদ্ভুত নির্বোধ কিছু লোক যারা আফগান জনগণের উপর অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই করেনি। আমেরিকা যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বলে পাকিস্তানকে তার আকাশ ব্যবহার করতে দিতে হবে। আর ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে যতজন 'আমেরিকা' শব্দটি জানেন তার ৯০ শতাংশ 'আমেরিকা' শব্দটিকেই ঘৃণা করেন, কারণ জেনে বা না জেনে। সেই দেশের তরফে অটল বিহারি বাজপেয়ী ১৪ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন যে 'সন্ত্রাসবাদ' দমনে ভারতবর্ষ আমেরিকাকে পূর্ণ সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ তার বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে— জ্বালানী তেলও দিতে পারে। এবং এটা বলা হয় আমেরিকা ভারতবর্ষের কাছে কোনোরকম সাহায্য চাইবার আগেই। বাজপেয়ী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন ভারতবাসীর উচিৎ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করা এবং ভারতবাসীকে তার ফলে আশু অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। একটা 'গঁ্যাজা খেয়ে পুরো টাল' মার্কা চেহারার লোক বিড়বিড় করে টিভির পর্দায় এইসব বলছে দেখেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়।



কে এই অটল বিহারী বাজপেয়ী?

তার কি অধিকার আছে এইসব কথা বলার।

— সাত বছরের চৈতী আমায় বলে, 'কাকু তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওটা তো প্রধানমন্ত্রী'— চৈতী না হয় নিশ্চিত হতে পারে ওটা প্রধানমন্ত্রী আর তাই ওই লোকটা যা খুশী তাই বলতে পারে, জেনে। কিন্তু আমি ভারতবর্ষের পেরাপ্ত বয়স্ক স্বচেতন নাগরিক— আমরা সবাই যারা বেশ আনন্দ পেয়েছি ডব্লু.টি.সি.-র দুই টাওয়ার ধ্বংস ও পেন্টাগনের একাংশ কেলিয়ে যাওয়ায়— 'দ্যাখ্ কেমন লাগে' কথাটাই যাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তারা কি করে মেনে নেব আমাদের সবার মনোভাবের উল্টোদিকে টিভির পর্দায় বুড়ো রামভক্ত হনুমানটা যা বলবে তাই আমাদের ভাগ্যনির্দেশ করবে! এই অধিকার আমরা তাকে দিয়েছি? যদি দিয়ে থাকি তবে সে ক্ষমতা কেড়ে নেবার অধিকারও আমাদেরই আছে। একটা সম্পূর্ণ নীতিহীন সাম্প্রদায়িক হনুদলের প্রায় স্বঘোষিত সর্বেসর্বা যে মুখে জাতীয়তাবোধ, স্বনির্ভরতা, ভারতীয় সভ্যতা, দেশীয় এইসব শব্দ আওড়ায় সে তার নিজস্ব ভারতমাতার কাপড় তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ডাকতে থাকবে এসো এসো আমেরিকা, আর আমরা আমাদের পিতৃভূমি আমাদের দেশ ভারতবর্ষের এই অপমান চুপচাপ সহ্য করে যাবো!! (আর্যজাতির শুদ্ধতার জিগির তুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়েছিল যে দেশের লোকেরা সেই শ্রদ্ধেয় জার্মান জাতির লোকেরা তাদের জন্মভূমিকে 'পিতৃভূমি' বলে— তাহলে আর্যসভ্যতার সময় থেকেই এ দেশে জন্মভূমির প্রতিশব্দ 'মাতৃভূমি' কেন?— বাইরে থেকে এসে এদেশের মাটিতে বংশবিস্তার করছি, এদেশে নারী সংগমের মাধ্যমে, এই যুক্তিতে নয় কি? আমাকে ভীষণই অভদ্র ভাষায় কথা বলতে হচ্ছে কারণ হিন্দুত্বের Cultural Studies মার্কা ব্যাখ্যা দিয়ে আসলে মনুপ্রবর্তিত নোংরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রোপাগাণ্ডাকারী লোকগুলোর বিরুদ্ধে বলতে গেলে এছাড়া উপায় নেই। আসলে যাদের কোনো ধর্মই নেই শুধু একটা বিশেষ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করাটাই যাদের ধর্মের একমাত্র সাধারণ দিক তাদের কাছে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ বাধানোটাই যে একমাত্র জাতীয়তাবোধের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে এবিষয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ তা দেখিয়ে রাজনৈতিক, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ফায়দা লোটা সহজ হবে বলে তারা মনে করে, এবং মানতেই হচ্ছে তারা অনেকটাই সফল)

পাঠক, জানি টিভিতে সারি সারি চ্যানেলের চলমান ইমেজে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের দুঃখী দুঃখী মুখ আর যুদ্ধে সমর্থনবাণী শুনে নিজেকে অসহায় লাগতে থাকে। কিন্তু শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে একটা নোংরা দেশ যারা তাদের প্রেসিডেন্ট বউ ছেড়ে অন্য মহিলার সাথে শুয়ে পড়লে সেই কেলেঙ্কারী চাপা দিতে ইরাকের নিরীহ জনগণের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে, তারা এই উপমহাদেশের আরেকটা হতদরিদ্র নিরন্ন দেশকে আক্রমণ করবে এবং ভারতবর্ষ আগবাড়িয়ে সেই পাপের অংশীদার হতে চাইবে, এটা কি মেনে নিতে পারছেন? না নিশ্চয়ই, তাহলে

চেঁচিয়ে বলুন ভারতের মাটিতে আমেরিকার ঘাঁটি গাড়া চলবে না

যুদ্ধটা বাধলে তার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে ভারতীয় অর্থনীতিতে। আমেরিকা এর ফলে পাল্টা সাহায্য করবে ভারতকে? শুনলেও হাসি পায়। এ ঘটনাটা না ঘটলে ওরা আগামী ছমাসের মধ্যেই কোনো যুদ্ধ তৈরী করত, কারণ ওদের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ঢিলে আর যুদ্ধটা ওদের ব্যবসা।

'ওসমা-বিন-লাদেন' এখনও শুধু সন্দেহভাজন মাত্র, অপরাধ প্রমানিত নয়। লাদেন যদি অপরাধী হন তাহলে ইনোসেন্ট লোকদের মৃত্যুর পরিকল্পনাকারী হিসাবে তার বিচার করলে মৃত্যুদণ্ডও হয়ত শাস্তি হিসাবে কম হবে। কিন্তু ইনোসেন্ট লোকেদের মৃত্যুর বদলায় আফগানিস্থানের নিরীহ জনগণকে সারা পৃথিবীর সেনাবাহিনী দিয়ে মারাটা তার চেয়ে অনেক অনেক বড় অপরাধ। **এই অপরাধে আমরা কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করবো না— এই কথাটা চিৎকার করে বলুন।**



একসাথে সব ঘরে চিৎকার হলে পৃথিবীও থর্থর্ কেঁপে যেতে পারে।

America, Go and masturbate yourself. We are not ready to give you a blow job.

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

AMERICA'S NEW PRODUCT (WAR)

বিশেষ সংবাদদাতা :

সন্ত্রাসবাদ যদি দমন করতেই হয়— তাহলে আমরা কাদের পক্ষে দাঁড়াবো ? এই সাধারণ প্রশ্নটার উত্তর না পাওয়ায় আমরা অনেকেই কনফিউজড়। WTC ধ্বংস হওয়ার পর যখন পকেটের শেষ পয়সাটা খরচ করেও মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরলাম তখনও বাবা মন খুলে আনন্দ করতে পারছিল না। কারণ, বাবার মতো ভারতীয়রা একই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বিজেপি-র ভোকাল টনিকের শিকার। সন্ত্রাসবাদের রাজ্যে বাস করতে করতে প্রকৃত শত্রু নির্ধারণে তাঁদের মাথা গুলিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এইখানে দাঁড়িয়েই মূল প্রশ্নটা উঠে আসে, কাকে বলব সন্ত্রাসবাদ ? কিছু মানুষ দীর্ঘ মেয়াদী শোষণের কারণে পিছতেপিছতে সমাধানের সঠিক দিশা খুঁজে না পেয়ে যদি হঠাৎ ফণা তুলে ছোবল মারতে চায়, তাকে ? নাকি যারা খুব সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি মাঝে মাঝেই সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমেও বিশ্বের শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করার স্বপ্ন দেখে, তাদের ? পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্য হলে আমাদের দেশীয় পুঁজির তবু কিছুটা বিকাশ হতে পারে কিন্তু আমেরিকা সেটা ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই করবে না। কিছু দিন আগে তহেলকা ডট কম আমাদের সেনাবাহিনীতেও যে পরিমান দুর্নীতির বাসা দেখিয়েছে তাতে ভারতে আমেরিকান সেনা ঘাঁটির পরিনাম ভাবতে ভয় করে।

আজকের বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এসব জঙ্গী কার্যকলাপগুলোকে আমরা সমর্থন করবো কিনা, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু যদি শুধুমাত্র সততাকেই প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দিতে হয় তাহলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইসব জঙ্গি সংগঠনগুলোর চাইতে অনেক বেশী অসৎ, ছল, কপট ও শক্তিশালী। হতেই পারে এই জঙ্গি সংগঠনগুলো মূলতঃ উগ্র ধর্মান্ধ সংগঠন কিন্তু তাঁরাও তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রতি আস্থা রেখে এককাট্টা হয়ে লড়াই চালাতে পারেন। যেটা বুশেদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ ব্যাক্তিগত ফায়দা লোটার জন্য প্রতি মুহূর্তে স্টান্স বদলানোটাই তারা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। আমরা সাধারণ মানুষ, যখন কোনো ঘটনাকে বিচার করতে চাইবো তখন তা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ দিয়েই দেখতে চাইবো। একটু তাকিয়ে দেখুন, বাজপেয়ী মুশারফরা বিমান হানার ঘটনাটা নিয়ে যে যে রকম স্ট্যাণ্ড-ই নিয়ে থাকুক না কেন, তাদের আসল লক্ষ্য হল মার্কিন সাম্রাজবাদকে তেল দেওয়া যাতে ক্ষমতার চরণামৃত তারাও পান করতে পারে। ওদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে গিয়ে আপনি সাধারণ পাকিস্তানী বা ভারতীয়দের সমস্যাটা ভুলে যাবেন ? তালিবান বা যে কেউই WTC ধ্বংসের কাজটা করে থাকুন সেটা আসলে আমাদের সাধারণ মানুষের প্রচুর ক্ষোভের এক অংশের ভুল বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তার সঙ্গে নিখুঁত চক্রান্তকারী ক্ষমতালিপ্সু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের কোনো তুলনাই হয় না। যে কোনো ধর্মের চেয়ে ধনতন্ত্র ঢের বড় শত্রু মানুষের। যেহেতু আমাদের পেট আর মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদের উপরই বর্তায় তাই আমাদের বুঝে নিতে হবে পাকিস্তানের থেকে আমেরিকা অনেক অনেক বড় ও শক্তিশালী শত্রু।

স্টাফ রিপোর্টার : ইরাকের উপর আক্রমণে আমেরিকা মোট ৮৮ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলেছে। মারা গেছে ১ লাখের উপর ইরাকী সৈন্য ও সাধারণ মানুষ। আমেরিকা সেখানে ধ্বংস করেছে পাওয়ার গ্রিড্, খাদ্য, জল পরিশোধনালয়, নিকাশী-ব্যবস্থা যা জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী অপরাধ। যুদ্ধ থামার কিছুক্ষণ আগে প্রতিরোধহীন পলাতক ইরাকী সেনার উপর পেছন থেকে নির্দয় ভাবে গুলিবর্ষণ করেছে। UN এর রিপোর্ট অনুসারে পরবর্তী দশকে প্রায় ১০ লাখ সাধারণ মানুষ মারা গেছেন কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধে। স্মার্ট বোম, ডাম্ব বোমের চেয়ে লক্ষ্যভেদে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য কিন্তু আমেরিকা ইরাকে যত স্মার্ট বোম ব্যবহার করেছে তার প্রায় বারো গুণ বেশী ডাম্ব বোম ব্যবহার করেছে। যার ফলে মিলিটারী টার্গেট থেকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে হসপিটাল ও সাধারণ লোকবসতি এলাকায় প্রচুর বোম পড়েছে। এর থেকে আমেরিকার অভিপ্রায় স্পষ্ট বোঝা যায়। ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য Depleted Uranium Shell ব্যবহার করায় আগামী প্রজন্মের ইরাকী শিশুদের মধ্যে বিকলাঙ্গ হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে। ব্রিটিশ সাংবাদিকদের বক্তব্য অনুযায়ী— "It wasn't a war. It was a massive slaughter of a largely helpless enemy with much of the killing occuring after the time when constructive diplomacy would have brought an end to the conflict and a secure "Liberation of Kuawait". [Los Angels Times 22 May 2000]



আগেকার যুগোশ্লাভিয়া বা কাসোভাতে আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটোর বাহিনী ২০ হাজার উপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র, ৭৯ হাজার টন বিস্ফোরক, ৩৫ হাজার ক্লাষ্টার বোমা ফেলেছে। ন্যাটো তিরিশটিরও বেশী গুরুতর বেআইনী যুদ্ধঅপরাধ করেছে যার মধ্যে সাধারণ হসপিটালে থাকা অসুস্থ ও আহতদের হত্যা অন্যতম। অজস্র বিকলাঙ্গ, অশক্ত মানুষ mascular dystrophy-র রোগী, ৬০ হাজার মৃগী রোগী— মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন এই যুদ্ধের পরিণামে। অর্থনৈতিক অবরোধের চাপে হাসপাতাল বিদ্যুৎহীন, জীবনদায়ী যন্ত্রগুলি অকেজো ও ওষুধের জোগান অপ্রতুল হয়। ৯৬ জন আত্মহত্যা করেন— আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হন ১৯ জন। উচ্চরক্তচাপ, Lathergic Semi Depression, অজস্র মানুষ সারাজীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে গেছেন। তিন লাখ শিশু মানসিক ভীতি মূলক রোগে অসুস্থ, অজস্র শিশু ক্লাষ্টার বোমার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার শিকার। গোটাকতক ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যাক :

(১) সুরদুলিকায় আমেরিকার অক্রমনে একটি স্যানিটরিয়াম ধ্বংস হওয়ায় কুড়ি জন মারা যান এবং অষ্টাশিজন গুরতরভাবে আহত হন।

(২) করিসায় আলবেনীয় শরনার্থীদের ওপর বোমা ফেলায় সাতাশিজন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান এবং সত্তরজন গুরুতর ভাবে আহত হন। (এর মধ্যে ৩৬জন ছিল শিশু)

(৩) জাকোভিকায় ক্রুশ মিশাইল আক্রমণে পঁচাত্তরজন সাধারণ মানুষ মারা যান, একশোজন আহত হন।

(৪) গ্রেদেলিকা গর্জে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার ট্রেন-এ হামলায় পঞ্চান্নজন নিহত হন।

(৫) লুজানীগ্রামে বিমান হানায় ষাটজন নিহত, ৪৩জন গুরুতর ভাবে আহত।

(৬) ভারভারিয়ায় আক্রমণে ১৭জন নিহত, আহত ১৩জন।

(৭) ইস্তকে বিমান হানায় একশোজন নিহত, ২০০জন আহত হন।

আমেরিকা ও ন্যাটোর মানবিকতার নমুনার খুব সামান্য উদাহরণ তুলে ধরা হল এখানে। কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

WTC ধ্বংসের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের কথা কেই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ও সুস্থ মানুষের মত কথা বলে মনে হয়েছে আমার।

Saddam Hussein said in an open letter addressed to the American people, citizens of the West and their governments on Saturday :

"Just as your beautiful skyscrapers were destroyed and caused your grief, beautiful buildings and precious homes crumbled over their owners in Lebanon, Palestine and Iraq because of American weapons used by the Zionists,"

The Iraqi leader warned of a "new crusade" by the United States and its supporters against "an Islamic country."

"If you rulers (from the United States and the West) respect and cherish the blood of your people, why do you find it easy to shed the blood of others including the blood of Arabs and Muslims?" said Saddam's statement, which was read on Iraqi television.

"Americans should feel the pain which they have inflicted on other peoples so that when they suffer they will know the best way to treat it (the pain),"

মানবতাবাদ যদি শেষ কথা হয়

স্টাফ রিপোর্টার : বেশ এই মুহূর্তে আমি একজন বিশুদ্ধ মানবতাবাদী।

ধরে নিচ্ছি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ ২০,০০০ সাধারণ মানুষ মারা গেছেন। আমি তাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করছি। যে প্লেন হাইজ্যাকাররা ঘটনাটা ঘটিয়েছেন তাঁদের জন্যও শোকপ্রকাশ করছি, তাদের মৃত্যু এবং মৃত্যুর কারণ নির্বুদ্ধি বা অসচেতনতা বলে। যদি ওসমা-বিন-লাদেন এই ঘটনার কারিগর হন তবে তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং মানবিকতার শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছি। অবিলম্বে তার ধ্বংস কামনা করি। এবং এই ধ্বংস প্রক্রিয়ায় যদি কোনোভাবে সাহায্যে আসতে পারি তাহলে একজন মানুষ হিসাবে গর্বিত বোধ করবো। কেননা আমি একজন মানবতাবাদী।

তাই জানতে উৎসুক হই লাদেনের ধ্বংস প্রক্রিয়া কি নির্ধারণ করা হচ্ছে। লাদেনকে আফগানিস্থানের তালিবান সরকার আমাদের হাতে দিতে চাইছে না। তাই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সমস্ত মানবতাবাদী মানুষ বা দেশের একজোট আক্রমণ বা যুদ্ধ। একজন মানবতাবাদীর পক্ষে যুদ্ধবাদী হয়ে ওঠা শক্ত হলেও হলাম, কেননা পরিত্রানায় সাধুনাম্ বিনাশায়চ দুস্কৃতং..... সম্ভবামি যুগে যুগে'। প্রথমে এয়ার স্ট্রাইক এরপর কমাণ্ডো বাহিনী নামবে। আকাশ থেকে বোম ফেললে আফগানিস্তানের প্রচুর নিরীহ সাধারণ মানুষ মারা যাবে— আফগানিস্তান গোটা দেশটা জুড়েই ধু ধু খরা খাবার তো নেইই— জলও মেলে না। জমির কোনোরকম ব্যবহার সম্ভব নয় বর্তমানে। কিছু সৌভাগ্যবানের সামান্য কিছু পশু আছে। খাবার জলের জন্য যাযাবরের মত ঘুরতে হয়। কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থাই প্রায় নেই। গোটা দেশে কোনো রেলপথ নেই। বছরের পর বছর যুদ্ধ আর গৃহযুদ্ধে জেরবার একটা দেশ যার অধিকাংশ ছবি যে কোনো মানবতাবাদীর চোখে জল এনে দেবে। তবু আমি মনকে শক্ত করি। সাধারণ মানুষ নিরাপদ স্থান খুঁজে পাবার জন্য চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন। শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, অশক্ত, বিকলাঙ্গ প্রাণভয়ে প্রত্যেকেই পালাতে চাইছেন। কারণ বোমা বাছবিচার করবে না যেমন লাদেনের বিমান হানা বাছবিচার করেনি, যেন তারা শুধু মাত্র একটা কংক্রীটের বাড়ী ভাঙছে— অথচ তার মধ্যে যে পঞ্চাশ হাজার সাধারণ মানুষ আছে— নিরীহ সাধারণ মানুষ— শিশু— নাঃ আমার চিন্তার স্রোত থেমে যায়— ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ কোনো শিশু ছিল না, কোনো কিশোর নয় কোনো বৃদ্ধ অশক্ত বিকলাঙ্গ অভুক্ত অসুস্থ কেউ ছিল না। যারা ছিল তারা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্ত সুস্থ সবল মানুষ, যারা কেউই যোগ্যতার বিচারে খুব একটা সাধারণ নয়। তাদের বাড়ী ভেঙে যায়নি। তাদের শিশু অনাহারে থাকবে না। সহায় সম্বলহীন অনাথ হয়ে পড়বে না। বছরের পর বছর দীর্ঘমেয়াদী কোনো রোগে ভুগবে না। ঐ বিমান হানার ফলে আমেরিকায় ভবিষ্যতে জন্মানো বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বাড়বে তাও নয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ কর্মরতদের মধ্যে প্রায় ১৫-২০% ভারতীয় ছিল। তাঁরা নিজেরা নিজেদের বা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভারতবাসী আত্মীয়রা যে তাঁদের আদৌ সাধারণ ভাবেননা এব্যাপারে আমি একশভাগ নিশ্চিত। তাই সম্পূর্ণ মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানে যা যা হবে তাকে সমর্থন করতে গেলে সবটুকু মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে দিতে হবে আমায়।

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ email : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ
সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

সপ্তম বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • নভেম্বর ২০০১ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

বিজেপিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিতীয় সংখ্যার ঠিক পরে পরেই ১৮ই সেপ্টেম্বর দৈনন্দিনের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১১ই সেপ্টেম্বর WTC ধ্বংসের বদলায় আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ এবং সেবিষয়ে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের নিলর্জ্জ পদলেহনকারী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে। আজও আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলছে প্রতিদিন নিহত হচ্ছেন শতশত নিরীহ আফগানী আবাল-বৃদ্ধবনিতা, আমেরিকার বোমাবর্ষনে আর ক্ষুধার জ্বালায়। আমরা কিছুই করতে পারছি না টিভিতে কাগজে নিয়মিত খবর দেখা ছাড়া, গত ১৫দিনে আমরা এই যুদ্ধটা বিষয়ে কেমন যেন নিরুত্তাপ হয়েগেছি বলে মনে হয়েছে শহর, শহরতলি আর মফস্বলের ট্রামে বাসে ট্রেনে চায়ের দোকানে আলোচনার রকম শুনে। আমরা এখন অনেক বেশী আলোচনা করছি সৌরভের মেয়ে হওয়া শেহওয়াগের সেঞ্চুরি আর সাউথ আফ্রিকার সাথে টেষ্টম্যাচ নিয়ে, ব্যস্ত কালীপুজোর চাঁদা তুলতে— কলকাতা ব্যস্ত ফ্লিম ফেস্টিভ্যালেও অনেকটা। কিন্তু বিজেপির আমেরিকাকে সাহায্য করবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠবার পেছনে মূল ছক যে পাকিস্তানের সাথে গন্ডগোলটাকে বাড়িয়ে তোলা এবং দেশের মধ্যে মুসলিমবিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলা একথা নতুন করে বলবার কিছু নেই কিন্তু বিষয়টা সমস্ত দিক দিয়ে একটা ভয়ানক দিকে চলে গেছে। ইউনিভার্সিটিতে জ্যোতিষ পড়ানোটা তার একটা মস্ত বড় প্রমাণ। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সচেতন জনগণের কোনো ফর্মের প্রতিবাদই বিভিন্ন দিকে এই অশিক্ষার আগ্রাসনকে রুখতে পারছে না। রুখতে পারবে না।

তার একটা নমুনা দেওয়া হল :

To,
Dr. Hari Gautam,
Chairman, University Grants Commission
Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi - 110 002

Dear Dr. Gautam:

Recently, the University Grants Commission has proposed that the study of Vedic Astrology be sanctioned as an academic discipline at colleges and universities in India due to "...an urgent need to rejuvenate the science of Vedic Astrology...". We believe that the criteria for validation in astrology are fundamentally different from those on which science is based. Therefore, we strongly disagree with the characterization of astrology as a science. Scientific education in India is highly respected all over the world. The inclusion of astrology as a science would represent a major setback. We believe that other ways can be found to promote respect for India's ancient culture that do not involve a direct contradiction with contemporary science to which so many Indians have been distinguished contributors. We urge the Universities Grants Commission to withdraw this initiative.

cc: The Honorable Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister of India.

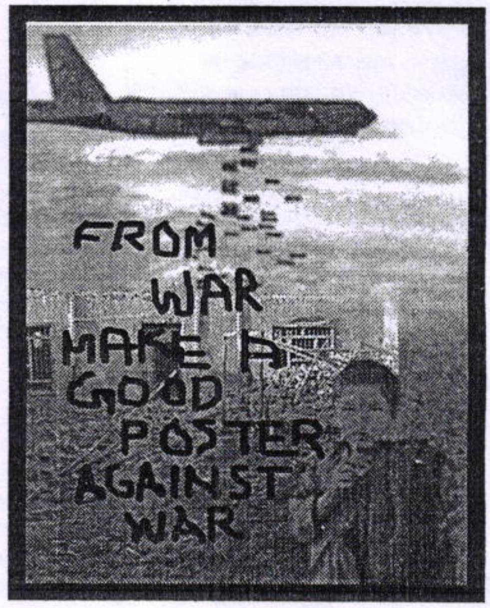
A short list of eminent scientists who have signed the letter:

Prof. Sheldon Glashow, Boston University, Nobel Laureate in Physics
Prof. P. W. Anderson, Princeton University, Nobel Laureate in Physics
Prof. Guenter Ahlers, University of California at Santa Barbara, Fellow AAAS
Prof. Abhay Ashtekar, Pennsylvania State University, President, ACIPA
Prof. Jeeva S. Anandan, University of South Carolina, Past President, ACIPA
Prof. Sol M. Gruner, Cornell University, Director, CHESS
Prof. Will Happer, Physics department, Princeton University
Prof. Jainendra Jain, Physics department, Pennsylvania State University
Prof. Shamit Kachru, Packard Fellow, Physics department, Stanford University
Prof. Lawrence Krauss, Lilienfield Prize winner, Case Western University
Prof. Shrinivas Kulkarni, John D. & Catherine T. MacArthur Professor, California Institute of Technology
Prof. Elliot H. Lieb, Princeton University, Member U.S. National Academy of Sciences
Prof. Jean-Claude PECKER, Membre de l'Institut, Prof. Honoraire au College de France
Prof. Joseph Polchinski, Physics department, University of California at Santa Barbara
Prof. Claudio Rebbi, Physics department & Center for Computational Science, Boston University
Dr. Anirvan Sengupta, Bell Laboratories, Lucent Techologies
Prof. Shivaji Sondhi, Physics department, Princeton University
Prof. Alan Sokal, Professor of Physics, New York University
Prof. Kameshwar Wali, Syracuse University, ACIPA Scientist of the Year 2001
Prof. Anthony Zee, Physics department, University of California at Santa Barbara

****

Co-ordinating committee:
Shyamsunder Erramilli, Boston University
Anupam Garg, Northwestern University
Harsh Mathur, Case Western Reserve University

এরপরে চার-এর পাতায়



অথঃ ধূম্রকথন

বিশেষ সংবাদদাতা ৩.১১.২০০১ :

অগ্নিকে আর ওষ্ঠাধারে ধারণ করিতে পারিবে না এই বঙ্গসমাজ। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়াছেন প্রকাশ্যে "ধূমপান নিষিদ্ধ"। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ খুশী ও অখুশীর মতামতে পৃথক হইয়া স্ব-স্ব স্থান গ্রহণ করিবেন ইহাই তো স্বাভাবিক। সকল ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাই-ই। অস্বাভাবিক যাহা প্রতিফলিত হইল ঘটনাটি হইতে তাহা পাঠকের সম্মুখে বর্ণন করিতে ইচ্ছা হয়।

প্রথমত : ধূমপান বলিতে আদালত কি বুঝাইয়াছেন? সিগারেট এবং বিড়ি কে? নাকি হুঁকো, গড়গড়া, বাসের ইঞ্জিন, কারখানার চিমনী ইত্যাদি যাহারই ধূম্র উদগীরণ করে এবং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আমাদিগকে পান করিতে বাধ্য করায় তাহাদের সবাইকে?

দ্বিতীয়ত : ধূম্রপান যে একটি নেশার বস্তু এই স্বীকৃতি কি আদালত দিয়াছেন? যদি তা দিয়া থাকেন তাহা হইলে এই আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসা আসক্তির কবল হইতে কিভাবে মানবসমাজে মুক্ত করা সম্ভব— এই বিষয় লইয়া তাঁহারা কি সামান্য গবেষণা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বা হইতেছেন বা ভবিষ্যতে কোনো একদিনও হইবেন?

তৃতীয়ত : আদালত কি কখনো ভাবিয়াছেন কোন সামাজিক পরিস্থিতির উপর দাঁড়াইয়া এতাবৎকালে মানবসমাজ আরও নেশাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছে— এমনকি নাবালক বয়সেও? ছ'মাসের শিশু দুগ্ধপান না করিয়া তাড়ি পান করিতে বাধ্য হয় কোন কারণে— ভাবিয়াছেন কি তাঁহারা?

চতুর্থত : আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিড়ি নামক কুটির শিল্পটির শিল্পীদের কি পরিণতি হইবে? অবশ্য বাতাসে সংবাদ আসিতেছে : আই.টি.সি কাগজের বাক্সে বিড়ি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। অতএব...

—না, উপারিল্লিখিত প্রশ্নগুলি সোচ্চারে আদালত কে জানাইবার জন্য নহে। শুধুমাত্র মনে মনে আবৃত্তি করিবার জন্য পাঠককে জানানো হইল। কারণ যখন যুক্তি তর্কের উর্দ্ধে যাইয়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন যুক্তি তর্ক দিয়া নয় সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়াই প্রতিবাদ করিতে হয়।

অতএব প্রকাশ্যে ধূমপান করুন

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

প্রতিদিন যুদ্ধ দেখি আর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টিকিটের তদ্বির করি। ছবি দেখি শুধু। যুদ্ধের ছবি। চার বছরের জারিনার মৃতমুখ দেখে আমার মধ্যে মানবিকতা উথলে ওঠে আর ফেস্টিভ্যালে পাসোলিনি .... একই রকম। বাঃ এভাবে আমেরিকাকে,তার CNN BBC কে আমি একজন প্রকৃত উচ্চমানের ফ্লিমমেকার বা শিল্পীর সম্মান দিতেই পারি। কেন দেব না – কেন ভাই আমেরিকার ভাগে শুধু গালাগালি আর হাতে ধরা পেনসিল? আহা বেচারী জর্জ বুশ, বড় মায়া হয় দেখে, ক্লান্ত ক্যালানে মুখে কেমন বোকা বোকা আত্মবিশ্বাসের ভান করে গুম-গম্ভীর গলায় বহু রিহার্সালে দ্ব্যর্থহীনতা ফুটিয়ে রোজ রোজ বলে ''আমার জিতবই''— আর তার হলিউডের গড়া পৃথিবী জয়ী সেনাবাহিনী রোজ রোজ ৫০০০ ফুট উপর থেকে বোমা ফেলে শত শত নিরীহ নরনারী শিশু মারে অবশ্য খাবারও ফেলে— মিথ্যি বলবো না। আর যে কয়টা কমান্ডো মাটিতে নামে খাম খুঁত হয়ে ফেরে, কারখানাতে যায় সার্ভিসিং করাতে নতুন পেন্ট করে আবার নামাতে হবে আফগান সেটে।

এই সৌম্য ইয়ার্কি মারিস না— কি হচ্ছেটা কি?

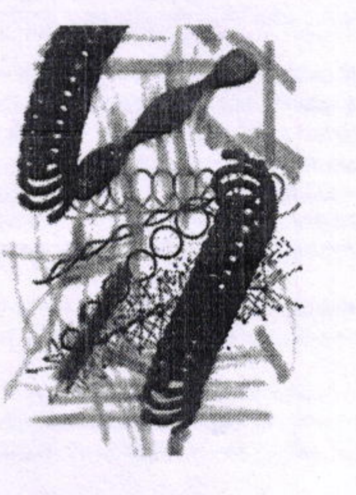
কেন রে ইয়ার্কির কি আছে, সব কিছুর পাছায় পোস্টমডার্নিজম্ ছুঁয়ে দিচ্ছ আর Late capitalism এর বিরুদ্ধে আমেরিকার Image এর যুদ্ধ বললেই গোঁসা। নাকি পছন্দ হচ্ছে না শুধু ভাষাটা।

গত তিনদিনে ফোকটে 'ফাইনাল ফ্যান্টাসী', ''ইন্ডিয়ান' আর 'অশোক' দেখার পর যতসব বিটকেল বিষয়ের News Edit করতে বসাটা বড্ড র‍্যাগের।

রাগে রাগে মাথাটা রগরগে হয়ে থাকে। তাই

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

সক্রিয় গুপ্ত অংশুমান কর



Problem of communication

সাতবছর আগে প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল কেন দৈনন্দিন ও ইস্তাহার তা আবার একবার পাঠককে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করছি।

কেন দৈনন্দিন?

কান পাতলেই চাপা ক্রোধের ঘন নিঃশ্বাস
করা দরকার একটা কিছু
'সেট আপ' এর বিরুদ্ধে
হৈ চৈ গালাগালি আর
আলোচনার পাণ্ডিত্যস্ফুরনে
সাময়িক পরিতৃপ্তি— এই কি শেষ?!?
তবে কেন আবার— আবারও— বারবার
সেট আপ— কী সেটা কেন সেটা
কিভাবে সেটা— কেন? কেন?
অজস্র রক্ত রক্ত আর রক্তের একমুখী ধাক্কায়
কপালশিরার দপদপানি
আগুনের হল্কা যেন
কত গভীরে প্রোথিত শিকড়!!!
নাঃ— আকাশের পানে চোখ
স্বস্তি— আর বিশালতায় বিশ্বাস
হবে— হবেই একদিন এসবের শেষ।।
আয় না সবাই পাতাই ছিঁড়ি কয়েকটা
খাদ্য জোগায় পাতাই তো।
সেট কে দেখো সাবসেট এর সমষ্টিতে
জানো বোঝো কোনটা তোমায় বেশী জ্বালায়
পোড়ায় বেশী
আর ঘুন ধরায়
কবিতা গান নাটক ছবি
আর বস্তাপচা ভালোবাসায়
আঙ্গিককে ভেঙেচুড়ে—
দুমড়ে দলে নিজের করে নাও
ওর কাজ তোমার কথা বলা
তোমার জন্যই ওরা
ওদের জন্য তুমি নও চক্রব্যূহে বাঁধা
তাই
এসো ভেঙে ফেলি একে একে
সব উপসেটকে
শুধু নিজেদের গড়া দিয়ে
গড়ে উঠি
বেড়ে উঠি
জিতে নিই ক্রোধের বিস্ফোটে
আর সুচেতনায়
সুন্দরের লক্ষ্যে
আমাদের যখন কবি হয়ে ওঠবার
কোনো বাসনা নেই
তখন এসো কবিতার সাথে মিশে যাই—
একটাই কবিতা লেখা হবে
একদিন হবে
সারা পৃথিবী জুড়ে
আমাদের জীবন
প্রজন্ম এসো

দৈনন্দিন তোমার
সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র
এবং আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক

ইস্তাহার

মুহূর্তরা মরে যায় মরে যাবে
তবু স্বতঃস্ফূর্ত সেই সব মুহূর্ত যা কিছু লেখে
অঙ্ক খাতার পেছনে বা ছেঁড়া প্যাকেটে
আমরা মমি করে রাখতে চাই
যদি আর কোনো প্রতিবাদ প্রতিবর্ত মুহূর্তে
হঠাৎ আলোর ঝলকানি আসে
জীবন্ত হয়ে ওঠে তারা
অনুভবে— প্রতিবাদে
প্রতিরোধে

কাকে বলবো কবিতা

শুধুই মুহূর্তের মমি
গালাগালির ফোয়ারা
শুধুই খবরের কাগজের হেডলাইন
ব্যক্তিগত রাগ
আর প্রেম
স্বতঃস্ফূর্ত
না
বীজ হতে হবে তাকে
যতই শুকনো হোক,
এবং সৎ
এবং কবির জীবনের মত।
সার এবং জল
প্রাথমিক অঙ্কুরোদগমের জন্য
পাঠকের হেফাজতে
সকলের সঙ্গে।

কেমন হবে মুহূর্ত কবিতা

সব সারিবদ্ধ মুহূর্ত
সংযোগী, সুসংবদ্ধ হয় কি?
খবরের কাগজের মত আপাত
সম্পর্কহীন সমস্তই সম্বদ্ধ।
মুহূর্তরা চিরকাল একা
পাশাপাশি থেকেও
সব মানুষের মত।
তবু মিনিট থেকে ঘন্টা
এবং দিন
মাস-বছর
এবং যুগ
শতাব্দী
আর জীবন

সত্যিই কোনো লক্ষ্য

অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন
অথবা কাটিয়ে দেওয়া কিছুদিন
অথবা লড়াই শুধু
অথবা অস্তিত্বের প্রমাণ
অথবা স্রেফ ব্যঙ্গ সুক্ষ্মতাকে
অথবা সত্যকার সুক্ষ্মতা
অথবা পাগলামি
অথবা বোকা আবেগ
অথবা স্বপ্ন
অথবা জীবন
অথবা শুধুমাত্র কম্পন
অস্থিরতা
এবং জীবন
আবারও জীবন

কেনো গড়তে চাওয়া নাকি শুধুই ভাঙা

যদিও ভাঙাগড়া
যদিও জীবন
যদিও স্বপ্ন
যদিও সুক্ষ্মতা
নাকি শুধুই ভাঙা
যদিও বেঁচেথাকা
যদিও পাগলামি
যদিও কম্পন
যদিও জীবন
এবং জীবন
এবং তারপরেও ভাঙা
ভাঙতে ভাঙতে গড়া
এবং গড়তে গড়তে ভাঙা
এবং গড়ে ভাঙা
এবং ভেঙেগড়া
এবং ভাঙা
এবং সিঁড়িভাঙা
যেজন্য জীবন

জীবন

১০৫ মৌল
জড় সমন্বয়
এবং জীবন
ব্যস্ততা
ছন্দবদ্ধ
সুরে আপাত বেসুরে
স্নায়ু আর পেশী
আর রক্ত
ছুটোছুটি
শুধু বাঁচতে
এবং জীবন
আর আমি!
বসে থাকা!!
চুপ করে!!!
অসম্ভব
এবং
না

কাজ

এসো করি
যে যা পারি
ছবি
কবিতা
ভালোবাসা
গালাগালি
হাসি
গান
রং
শুধু বাঁচি

কোনটা জীবন

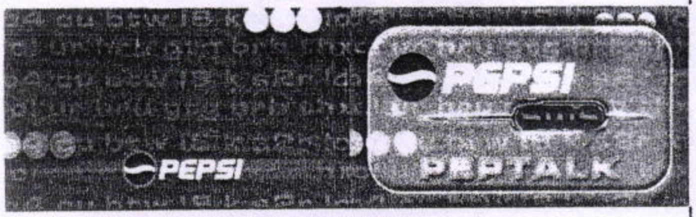
চলতি জীবনের
কিছু কিছু সবুজ
বড় বেশী নকল নকল।
আপাতত তাদের ওপর
এক পোঁচ ধূসরতা চাপিয়ে
ধূসর কালো ছাইগুলো সরাই
কিছুটা সবুজ আনি এবং আগুন
কাজ এবং বাঁচা
এটাই জীবন আপাতত
এবং ছবি আঁকা

দৈনন্দিন

রোজ যা হয়
তাই হতে থাকবে!
কি কি হয়?
সবটাই গতানুগতিক—
খুন জখম
রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি
আর বোদা সাহিত্য নাটক
হিন্দি ফিলিম্
তবু ক্ষুদে বিপ্লব
হয় মস্তিষ্কে
⟺ রোজ প্রতিদিন
সেজন্যই দৈনন্দিন।

bf-ed by ff gt >:-> !:-) ZZ

from Pepsi SMS peptalk



অচেনা, অজানা লোকজনদের সাথে আর কাঁহাতক আড্ডা মারা যায়— তাও আবার লিখে লিখে; না অঙ্ক ক্লাস-এ খাতার পেছনে বন্ধুদের সাথে স্যার-কে নিয়ে কেওড়ামী সে অন্য ব্যাপার; Net-এ chat করা ব্যাপারটা তাই কেমন যেন লাগে।কিন্তু বাজার এখন chat-এর চাট খুব খাচ্ছে— সন্ধ্যের দিকে Internet parlour গুলোতে গেলেই দেখা যায় বেশ কিছু লোক (বয়স ১০—) chat-এ মশগুল। একদিন আমার কিছু সাইট সার্চ করার দরকার ছিল তাই গিয়েছি দেখি ২৫-২৬ বছরের একটা আদ্দামড়া ছেলে Sexy-gay ছদ্মনামে Cool-gal নামে একটি মেয়ের (ছেলেও হতে পারে) সঙ্গে chat বৃত্তি করছে; একটু দেখতে ইচ্ছে করলো; কথপকথনের নমুনা :

Sexy-gay : hi babe wanna chat
Cool-gal : oh!sure honey
Sexy-gay : ur asl(age,sex,location) plz
Cool-gal : 18,f,california and ur's
Sexy-gay : 19,m,paris
Cool-gal : paris, that's cool!
Sexy-gay : what r u doing
Cool-gal : chatting
Sexy-gay : lol
Cool-gal : wanna have cyber......

মহাভাঁট! আফিং কেন, এল.এস.ডি মারলেও বোধহয় এত টাল খাবে না কেউ; আর আশ্চর্য, একঘেয়েও কি লাগে না? আমি ছেলেটার উৎসাহ আর Monitor-এর বোকাবৃত্তি দেখে বেশ একটু মজা পাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখি কিসব বিজাতীয় হরফে আর abbreviation-এর কথা শুরু হলো—

Sexy-gay : ∝qbcosur2sec c
Cool-gal : :-$
Sexy-gay : lmao
Cool-gal : lol

Parlour থেকে বেরোনোর সময় এক কর্মচারী আমার হাতে একটা চোতা বই ধরিয়ে দিল— Peptalk, যার ২"x ৩" পাতাগুলো উল্টে দেখলাম— ff = fully faltoo; gt = ghati type; mna = mera number ayega; tt = total tota; ydmm = yeh dil mange more; ZZ = BADA JHATKA; zz = chota jhatka; bf = bheja fry; *<:-) = santa claus; >:-> = develish; :)8- = male; :)3 = female; :-$ = put your money where your mouth is; ∝qbcosur2sec c = i will fuck you because you are too sexy; lmao = laughing my ass off; (:-< = frawned; lol = laughing out loudly;

Pittman-এর shorthand পদ্ধতিতে যেকোন dictation খুব সহজে কম সময়ে abbreviated form-এ নেওয়া যায় কিন্তু Pepsi company-র ভাষাতত্ত্ববিদরা অনেক গবেষণা করে নতুন প্রজন্মের জন্য যে নতুন ভাষা আবিষ্কার করেছে তা কিছু :,), (, =, #, $ চিহ্নিত, মাঝে মধ্যে abbreviation আর Zমানা হ্যায় Minis-কা, ছোটি, ছোটি cookies, Micro-chips, তাই স্বাভাবতই এই ভাষার Dictionary ও হবে একটা চোতা বই-আর যেসব শব্দ বা বাক্যবন্ধাবলীর কোডিং হয়েছে তার বেশীরভাগই পেপসি MTV মার্কা hiperreal highlife.

যদি ধরা হয় object নেই কোন, আছে শুধু ইমেজ এই ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক কালচারে তাহলে Peptalk-এর SMS কোড একই সাথে পিকটোরিয়াল ইমেজ এবং ল্যাঙ্গুয়েজকে ধারণ করছে এইভাবে....

*<:-) = santa claus ⇔

>:-> = develish ⇔ :)8- = male ⇔ :)3 = female ⇔

:-$ = put your money where your mouth is ⇔

যদি ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের কাল্চার বলতে শুধুই কনজিউমার কাল্চার বোঝায় তাহলে পেপ্সি নামক সফ্ট ড্রিংকস্ জায়েন্টের নতুন কোডিংয়ের প্রবর্তন এতটাই সরাসরি যৌক্তিক যে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন মানেই হয় না Peptalk-এর booklet-টাও শুধুই একটা ইমেজ এবং আমার দেখা ঘটনাটাও।

আর আমার reaction হল 4getit

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৬) মৈনাক সিন্‌হা

আসলে একদিকে থাকে বিপ্লব আর অন্যদিকে প্রতিবিপ্লব,মাঝামাঝি কিছু হয়না। হয় কি? মাঝামাঝি থাকে অপ্রাজ্ঞ-অপরিণত মননের দ্বন্দ্ব অথবা স্থবিরতার সঙ্গে সমঝোতা এবং ইচ্ছাশক্তির উন্মেষহীন আপাত পরাজয়।।....

২১ মে ২০০০, এর বাণিজ্যিক সংবাদপত্রে, 'তিরিশ হাজার সেনাকে ধরা দিতে হুমকি টাইগারদের'; পূর্ব তিমোরের স্বাধীন জাতি হিসাবে প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীলঙ্কার, তামিল জাতিসত্তার লড়াই একটা ঐতিহাসিক পর্য্যায়ের সম্মুখে; জয় এবং পরাজয়, এটা তো সভ্যতা ও খনন নামক সত্যের প্রাকৃতিক ক্রীয়াশীলতায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি বীক্ষার নিরিখে যুগপৎ ঐতিহাসিক পরিক্রমার আলোকউদ্ভাসিত ও অন্ধকারময়তার যথাক্রমিক দৃশ্যায়ণ, আপন শিরদাঁড়ার ওপর পৃথিবীর দৈনিক আবর্তায়ন যেমন।...

এখন লিখতে হবে। লিখতেই হবে? কি নিয়ে লিখতে হবে যখন মেদিনীপুর জেলার কেশপুরে বাজারী ধারণায় রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই এর নামে খুন হয়ে যাচ্ছে আস্ত আস্ত মানুষ; মানুষের বাচ্ছারা হারাচ্ছে সম্পর্ক,.বাবা-ভাই-দাদা-মামা-কাকা-মেসো-পিশে; চারদেওয়ালের আস্তানাগুলো সমতলভূমিতে পরিণত, পরণের পোষাক অবধি লুঠ হচ্ছে অবাধে। আসলে শাসক নামক লুম্পেনগুলোর ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ দস্যুবৃত্তি চরিতার্থায়নে? ঋত্বিক ঘটকের "জ্বালা" নাটকের পিওণের চরিত্র যখন বলে ওঠে— '.... মানুষের ইতিহাস কিসের ইতিহাস'? অফ ক্লাস স্ট্রাগল—২০০০ সালে সংসদীয় বেশ্যাবৃত্তিগামী রাজনৈতিক তকমাধারী দলগুলোর অবিজ্ঞানভিত্তিক, অসভ্যনৈতিক ও সর্বোপরি মানবতাধারণার বিপরীতার্থক ক্ষমতা দখলের লোভের (চাহিদা নয়) বলি হয় যখন সরল সাধারণ মানুষের দেহ, একই আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে ভাতৃঘাতী দাঙ্গায়, তাকে কি ক্লাস স্ট্রাগল বলে মানতে হবে? এর মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক মুখোশের আড়ালে কমিউনিষ্ট তকমাধারী দলের অস্তিত্ব থাকলেই? অবশ্য এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর কারণ শ্রেণী সংগ্রাম, মানুষের মুক্তি, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণমুক্ত পৃথিবী কোনো কাগুজে মিথ্যাচার নয়; এটা বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞান এবং বস্তু ও বস্তুর গতিশীলতার বিজ্ঞান; স্থবিরতার অলৌকিক মাহাত্মের কোনো স্থান নেই সেখানে। নদী আপন গতিপথে কোনা বাধার সম্মুখীন হয়ে যেমন থমকে পড়ে না, গতিপথের পরিবর্তন করে যেমন মোহনায় মেলে তেমনই। তাই সাগর যেখানে শ্রেণীহীন সমাজ, শ্রেণী সংগ্রামের নদীগুলোতো বৈজ্ঞানিকভাবে সেখানে মিলতে বাধ্য।

ভীষণ ভীষণ ভালো লাগা কোনো
অনেকদিনের আগে পড়া বই—
হঠাৎ চোখে পড়ে গেলে, ভালো লাগে তাই
অথবা হঠাৎ ভুলে যাওয়া কিছু
অনেক অনেক চেষ্টার পরে
আবার মনে পড়লে
যতটা ভালো লাগে ততটাই
আমি ভালো আছি তাই—
তুমি ছিলে বলে— তুমি আছো বলে।

তবে কেশপুর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হঠাৎ করে একদল লোক প্ররোচিত হয়ে অন্যদলকে আক্রমণ করছে এমন নয়; এটা শাসক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ খেয়োখেয়ির নিদর্শণ।

যুগ যুগ ব্যাপী মানুষে মানুষে বিভেধ সৃষ্টিকামী চক্রান্তের একটা নমুনা বাস্তবতা মাত্র। যারা এই চক্রান্তের মূল ষড়যন্ত্রী তারা আসলে ভয় পায় মানুষের ঐক্য, ঐক্যবদ্ধ মানুষ।...

"শ্রেণীশত্রুকে খতম করবে তারাই যারা তাদের শ্রেণীশত্রু। তার আগে পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হবে এবং যখন দেখা যাবে যে পরিবর্তিত হচ্ছে না, তাকে খতম করা হবে। ভ্যানগার্ডরা রাজনীতি দেবে, খতম করবে না।"— সত্তর দশকে 'খতমে'র লাইন সম্পর্কে মতাদর্শগত মাওবাদী বিশ্লেষণ, যা শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই অপ্রযোজ্য থেকে গেছিল, এবং শ্রেণীশত্রু চিহ্নিতকরণ ব্যক্তিগত পরিধি ও মুষ্টিমেয়র অভিজ্ঞতার সারসংকলনে জনগণের স্বার্থসম্পর্ক কিঞ্চিৎ উপেক্ষা করে এবং খতম, হতাশা কাটিয়ে ওঠার স্বার্থে; শ্বেতসন্ত্রাসের উপযুক্ত মোকাবিলার বাস্তবিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ব্যর্থতায়, অবশ্যই তিরিশ বা তেত্রিশ বছর পরে তাদের অনেকেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক দল তৎসহ মাননীয় বিধায়ক বা মাননীয় সংসদ; "শ্রেণীশত্রুকে খতম করবে তারাই যারা তাদের শ্রেণীশত্রু।" তবে 'খতম' মানে কি শুধু শারীরিকভাবে শেষ করে দেওয়া? এই মুহূর্তে এই বিশ্লেষণে যেতে ভালো লাগছে না, বিশ্লেষণ করার অধিকার কি শুধু এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের? তা কি ন্যায় সঙ্গত? খাণিক চাপিয়ে দেওয়া নয় কি? অন্য কিছু ইচ্ছে করছে লিখতে...

মগজমারী শারীরিক শ্রমের বিকল্প কতখানি? অবশ্য মস্তিষ্কও শরীরের একটি অংশ; মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বের দোলাচলতা, মগজমারী কি শারীরিক শ্রম থেকে পালিয়ে যাওয়ার অজুহাত? অন্ততঃ বয়সজনিত শারীরিক তারুণ্য যেখানে বিদ্যমান? তবে সরলভাবে বললে পাকস্থলী সংক্রান্ত নিরাপত্তাহীনতা যখন ব্যক্তি চিন্তায় গভীর রেখাপাত করে, অর্থাৎ কোনোভাবে খাবার 'জুটছে না' এরকম অবস্থায় 'জোটাতে হবে' এই চিন্তায় মস্তিষ্কটাই পাকস্থলী হয়ে যায়।...

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

বিজেপিশ্ববিদ্যালয়

বিজেপি সরকার তার শাসনকালে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এবং কমিটিগুলোতে কিভাবে হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে তার নমুনা এইরকম।

১। Indian Council of Historical Research (ICHR) কে তারা ভর্তি করে দিয়েছে সেইসব ঐতিহাসিকদের দিয়ে যারা বিশ্বহিন্দু পরিষদের অযোধ্যা সংক্রান্ত প্রচার-এর সঙ্গী এবং ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে যাঁদের কোনো অবদান নেই। আগের বারোজন ধর্মনিরপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এর মধ্যে কাউকেই পুনর্বহাল করা হয়নি। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রফেসর সুমিত সরকার এবং প্রফেসর কে এন পানিক্কর। একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক টি.কে.ভি সুব্রামনিয়ামকে মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখনটা একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কাউন্সিলের মেম্বার নয়। নতুন মুখদের মধ্যে তিনজন অযোধ্যা মসজিদ ইস্যুতে RSS -এর পক্ষে ছিল। এছাড়া একজন হলেন RSS -এর সক্রিয় প্রচারক এবং আরেক জন 96 বছরের এক বৃদ্ধ। ICHR -এর উপর এই আক্রমণ পরিষ্কারভাবে সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী অনুযায়ী ঐতিহাসিক গবেষণার দিক নির্দেশ করার চেষ্টা। এবং সে অনুযায়ী ব্যয়িত হবে সরকারী অর্থ। সমস্ত নিয়ম ভেঙে বিজেপি গর্ভমেন্ট এখন চেষ্টা করছে তিন জনের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করতে যাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুত্ববাদের হয়ে ওকালতি করেন,আর তার মধ্যে দুজন হলেন RSS -এর মুখপাত্র যারা প্রমাণ করতে চান বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির ছিল।

২। University Grants Commission (UGC) হল দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক নির্ধারক। আর এই সরকার ইতিমধ্যে এই কমিশনের স্বতন্ত্রতা ও কর্তৃত্বকে গ্রাস করেছে। সমস্ত গণতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে বিজেপি সরকার RSS -এর লোক হরি গৌতমকে UGC- র নতুন সেক্রেটারী বানিয়েছে। এবং তার মাধ্যমেই জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত করেছে।

৩। Indian Council of Social Science Research (ICSSR) কেও একইরকমভাবে RSS এর লোকজন দিয়ে পুনর্গঠিত করা হয়েছে যাদের একমাত্র পরিচয় সংঘ পরিবারের হিন্দুরাষ্ট্রের কর্মসূচীর সমর্থক।

৪। Indian Institute of Advanced Studies (IIAS), সিমলাতে ঐ একই আদর্শগত পরিচিতি সর্বস্ব নতুন চেয়ারম্যান ও অনেক সদস্য নিযুক্ত হয়েছে যেমন কিতী জোশী, বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের সদস্য, RSS -এর মুখপাত্র।

৫। Nehru Museum and Memorial Library যার গবেষনার জন্য বেশ কিছু সিনিয়র ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ দেওয়া ছাড়াও বেশ বড় অর্থভান্ডার আছে, এবং যা সমাজ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও সেমিনার এর আয়োজনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, সেখানে ডিরেক্টর হিসাবে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রফেসর মুশীর-উল-হাসান এবং মাধবন পলট-এর প্রার্থীপদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এমন একজনকে বসানো হয়েছে যিনি হিন্দুত্ব কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নরম মনোভাব পোষণ করেন।

৬। National Museum ও অন্যান্য অনেক মিউজিয়াম বিজেপি সরকার দ্বারা ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিষয়ে সংঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রচার করছে। গ্যালারীগুলোর নাম বদলে, প্ল্যাকার্ড এর মাধ্যমে, প্রদর্শ বস্তুর নির্বাচনে ও বিভিন্ন স্পেশাল এক্‌জিবিশনের মাধ্যমে।

৭। Indian Institute of Mass Communication যা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন, তার উপদেষ্টামণ্ডলীর চেয়ারম্যান করা হয়েছে একজন RSS নির্বাচিত ব্যক্তিকে।

৮। All India Council for Technical Education এর উপদেষ্টা হিসাবে RSS এর সঙ্গে সংযুক্ত একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

৯। Delhi University তে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলগুলোতে শুধুমাত্র RSS এর লোকদেরই নেওয়া হয়েছে। এবং ব্যাপক অরাজকতা তৈরী করে দিল্লির বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই একই যোগ্যতা বিবেচিত হচ্ছে।

১০। হিমাচল প্রদেশের তিনটে ইউনিভার্সিটি-তে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে BJP ও RSS কর্মীদের বসাবার জন্য সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। জেনারেল ইউনিভার্সিটি সিমলা, ইউনিভার্সিটি ফর এগ্রিকালচার পালামপুর, ইউনিভার্সিটি ফর হর্টিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রী সোলানে এখন ভাইস চ্যান্সেলর বিভিন্ন ফ্যাকাল্টী ডীন এমনকি হস্টেলে ওয়ার্ডেন পদ পর্যন্ত RSS ক্যাডারদের দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। হর্টিকালচার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার সহ অধিকাংশ বহাল করা হয়েছে আগের যোগ্য ব্যক্তিপদের বেআইনী অপসারণ ঘটিয়ে। স্কুল বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে ডক্টর সি এল সেনগুপ্তকে, যিনি দীর্ঘদিন ABVP -র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বোর্ড অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এর চেয়ারম্যান হয়েছেন প্রফেসর ধানিরাম যিনি স্বঘোষিতভাবেই বিখ্যাত RSS এর শাখা সংগঠনের জন্য।

১১। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতেও চিত্রটা প্রায় একই রকম।

১২। হরিয়ানায় Advisory Committee on Education -এর চেয়ারম্যান প্রফেসর সুরাজ ভাল একজন উল্লেখযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ যিনি RSS এর প্রযোজিত বিকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় লেখক, তাঁকে সরিয়ে একজন হিন্দুত্ববাদীকে বসানো হয়েছে।

১৩। National Elementary Education Mission (NEEM) তৈরী হয়েছে যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় শিক্ষাসংক্রান্ত BJP -র অ্যাজেণ্ডাকে প্রয়োগ করবার জন্য।

১৪। National Institute of Planning (NIEPA) এবং National Council of Research and Training -এর প্রধানদের অপসারণ ঘটানো হয়েছে। NIEPA -র ডিরেক্টর নির্বাচনের জন্য যে সিলেকশন কমিটি তা বদলিয়ে তাঁদের সহায়তায় ডিরেক্টর হিসাবে একজন হিন্দুত্ববাদীকে বসানো হয়েছে। এই পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু যে দায়িত্বের দিক থেকে তা নয় আরো অন্তত ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পদের পূরণ ও স্থায়ী করবার ক্ষেত্রে ডিরেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন।

সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে অশিক্ষার কারাগার বানাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে BJP সরকার। জ্যোতিষ বিজ্ঞান কি না সে সংক্রান্ত প্রশ্ন এখন নেহাৎই অবান্তর হয়ে গেছে। এই পরিবেশে কোনো সুস্থ আলোচনা বা বিতর্কের কোনো অবকাশ পর্যন্ত রাখা হয়নি।

প্রাথমিকভাবে এক এবং একমাত্র কাজ হতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে BJP -কে হটানো যেটা খুব তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। আর তাই কাজটা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থাৎ আমাদেরই করতে হবে। আমি আপনি অন্যদের জানাতে পারি বিষয়গুলো। আর ব্যক্তিগতভাবে এই স্টাফরিপোর্টার আমি যার একটা মোটে ভোট দেবার অধিকার আছে, এই আগ্রাসনের সম্মুখে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি কারণ বহযুগ অব্যবহারে আমাদের নখগুলো তাদের ধার হারিয়েছে।

তারাবাজীর উপর রঙবাজী

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ২.১১.২০০১

টিভিতে রোজই দেখি আলোর ফুলঝুড়ী
আফগানিস্তান আলোকময়
মহান আমেরিকা শব্দভেদী ছোঁড়ে
শব্দদূষণেতে দু'কান যায়

এদিকে কালী পুজো আলোর উৎসবে
শিশুরা যদি জ্বালে তারাবাজী
অমনি তাড়া করে বৌদ্ধরাজনীতি
যেন শুধু এরাই মহাপাজী

দেড়টি যুগ ধরে ভেঙেছে শিঁড়দাড়া
তবুও জনগণ বাধ্য নয়
এরাকী জনগণই, দুধের মতো ঠিক?
নেতার কাছে এটা বোধ্য নয়

মহান আমেরিকা যদি বা বোমা মারে
জানিবে সে মুগুর হালকা বেশ
পদলেহন করো নিজেরা ল্যাং খেয়ে
তবেই ক্ষ্যামা দেবে বুশের দেশ।

ভারতে পর্যটক আনবার জন্য বিদেশের মাটিতে পথনাটিকা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ

একটু নাটক
পথের মাঝে
রাখলে পরে বিকল্পে
ভারত আবার
প্রথম সারি
পর্যটনের শ্রীশিল্পে

আসুন আসুন
মোদের দেশে
আসুন ভ্রমণরসিকজন
দেখুন কেমন
ন্যাটোর সাথে
জুড়তে পারি নাট্যমন

পুরসভা লিমেরিক

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ২.১১.২০০১

সুব্রত ঋণশোধ করিলেন অবশেষে
মমতার বাড়ি ভাঙে পুরসভা নোটিশে
ঘর ভাঙা শেষ হলে
ফ্যালাট নেবেন তুলে
থাকবে সেথায় 'মম' রাজকীয় আয়েশে।

তাল সে তাল মিলা...

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ আজ একটা পুতুল দেখলাম। কথা বলা পুতুল। আমরা যারা বছর পঁচিশেক বা তারও বেশী আগে জন্মে গেছি তাদের ধারণায় যে ধরণের কথাবলা পুতুল আছে এ'পুতুল সেই রকম নয়। এ'পুতুল নরম গা-হাত-পায়ের অধিকারী; সোনালী চুল, নীলাভ চোখ, আর অর্ধোন্মুক্ত কাঁধে যথেষ্ঠ সুসজ্জিতা। একে নিয়ে নাড়াচাড়া করে পিছন থেকে কথা বলতে হয় না। এর শরীরের মধ্যেই ইলেকট্রনিক্স চিপ জাতীয় কিছু একটা আছে, যেটার সুইচ অন্ করলেই গান বেজে ওঠে।

পুতুলটির মালকিন্ আমার ভাগ্নীর বয়স তিন বছর। বয়সোচিত দুরন্তপনা আর যুগোপযোগী বুদ্ধির অধিকারী। প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে পুতুলটা দেখাতে এলো। ''এখানে চাপ দাও, এখানে চাপ দাও'' বলতে বলতে আমার আঙুলটা পুতুলটার বুকের ওপর চেপে ধরল। আর নিমেষের মধ্যে গান কথা বলে উঠল ''তাল সে তাল মিলা...''। আমি দেখলাম পুতুলটার ঠোঁট নড়ছে না তবু গান শোনা যাচ্ছে। যেন শুধুমাত্র মুখের কথা নয় ওটা পুতুলটার মনেরই কথা।

পুতুলটার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ওর স্তনের ওপর লাগানো একটা স্টিকার যেটায় লেখা 'Press here' । কারণ কাকতালীয় ভাবে অথবা সচেতন ভাবেই, পুতুলটির সুইচটা ছিল ওর স্তনের কাছেই।

আমার ভাগ্নী বা ভাগ্নীর বয়সী মেয়েরা, যারা নাকী আগামী পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ, তাদের হাতে পৌঁছে গেছে কথা বলা নারী মূর্তি; যার বুকে হাত রাখলে শুনতে পাওয়া যায় ''তাল সে তাল মিলা...''

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

email : dainandin@hotmail.com

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব

অষ্টম বর্ষ • প্রথম-সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০০১ • মূল্য : দুই টাকা

POTO-পিসীর ধর্মী বাক্‌সো

স্টাফ রিপোর্টার : এদেশ আমার পিতৃভূমি, তাই এই রাষ্ট্র আমার পিতা। তাই সামন্ততান্ত্রিক পরিবার কাঠামোয় প্রিভেনশন অফ্ টেররিজম্ অর্ডিন্যান্স যাঁর ডাকনাম পোটো, আমার পোটোপিসি— স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজরা দেশ ছেড়ে যাবার ফলে পোটো পিসি বাল্যবিধবা হিসাবে আমাদের পরিবারেই রয়ে যান। এরকম আরও কয়েকজন পিসি ছিলেন আমাদের পরিবারে, বিভিন্ন সময়ে যাঁরা বেশী বেশী সেবা করেছেন পিতাকে এবং তারফলে আমাদের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ও শাসন আমরা ভোগ করেছি। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বেশী মনে আছে— মিশা-পিসি আর টাডা-পিসি। পোটো পিসিকে আমাদের লেখাপড়া ও চরিত্র গঠনের দায়িত্ব দেবার কথা বাবা গত একবছর ধরেই ভাবছেন। কিন্তু এখন হঠাৎই তিনি ঘোষিতভাবে এই দায়িত্ব দেবার জন্য তড়িঘড়ি করছেন কারণ আমাদের পাকাপাকিভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী বিশ্বকাকার কয়েকটি অবৈধ সন্তান তাঁরই বাড়ীর চিলেকোঠার ঠাকুরঘরের দুটোচুড়ো ধ্বসিয়ে দিয়েছে। স্রেফ দুটো সাদা পায়রার পায়ে গাত-পেটো বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছিল আর ওরা মন্দিরের চুড়ো দুটোয় বসতেই— ব্যস্ ধুন্ধুমার। ভেঙেচুড়ে টিস্। এইতো গত এগারোই সেপ্টেম্বর...

[এগারোই সেপ্টেম্বরের ঘটনার ফলে উদ্ভূত বিশ্ব আবহাওয়ার সুযোগে বিজেপি অর্ডিনান্সটা পেশ করেছে। এবং আইন হিসাবে পাশ করাতে চায়। কোনো সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার কারণে নয় শুধু নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য। এখন দেশের আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো শুধুমাত্র সংঘ পরিবারের স্বীকৃতির কথা ভেবেই নেওয়া হচ্ছে, এদেশের কোনোরকম উন্নয়নের জন্য নয়। POTO তে টেরারিস্ট হিসাবে চিহ্নিত হবে যে দলগুলি তার মধ্যে মুসলিম, শিখ, খৃষ্টান ও বিভিন্ন জাতিসত্তা আন্দোলনে জড়িত দলগুলি আছে, কিন্তু বিশ্বহিন্দু পরিষদ বা বজরংদল ও তাদের অজস্র শাখা সংগঠনগুলোর কোনোটাই এর আওতায় আনা হবে না। আদবানীর কথা তো বুশেরই মত— 'যারা পোটোর বিরোধিতা করছে তারা সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে' অর্থাৎ মানবাধিকার খর্বকারী, নাগরিকদের ভীত করে রাখবার জন্য পুলিশের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়ার বিরোধিতা করার অর্থ তাঁর কাছে দাঁড়ায়— 'unpatriotic ' এবং 'anti-national '। National Security Act এবং Unlawful Activities (Prevention) Act ই যথেষ্ট সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য একথা অধিকাংশ বিচারক ও অ্যাডভোকেট মনে করেন। এই POTO র লক্ষ্য শুধুমাত্র সংঘ পরিবারকে নিরঙ্কুশ করে তোলা।

US ও UK তে Anti Terroist Act এ Terrorism -এর সংজ্ঞা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু এই POTO তে তা অত্যন্ত দীর্ঘ। সন্ত্রাসবাদের এই সুদীর্ঘ সংজ্ঞা নির্ণয়ের কারণ আসলে সন্ত্রাসবাদ নয়, আসলে উত্তর প্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে হিন্দু-মুসলিম একটা মেরুকরণ করে হিন্দুত্বের রক্ষক হিসাবে সংঘ পরিবারকে নিরঙ্কুশ করে তোলা। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেরই উচিৎ POTO কে বাতিল করা, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাদের ক্ষুদ্র আঞ্চলিক স্বার্থের কথা ভেবে পোটোকে পাশ হতে দেয় তবে তা দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষার দাখিল হবে। আর ভারতবর্ষের নাগরিকেরা যেটুকু মানবাধিকার ভোগ করেন তা আরও সংকীর্ণ হয়ে উঠবে।

বিজেপি ও সংঘ পরিবার গত একমাসে আরও যা যা করেছে :

১) উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন জেলার পুলিশ চৌকিগুলিতে পনেরই ডিসেম্বরের মধ্যে বিজেপি-র জন্য অন্ততঃপক্ষে এক লাখ টাকা করে তোলার জন্য 500 টাকার কুপনের বই দেওয়া হয়েছে স্টেট রিলিফ ফাণ্ডের নাম করে। সেখানকার পুলিশ যত্রতত্র মালবাহী ও যাত্রীবাহী গাড়ী এমনকি প্রাইভেটকার থামিয়ে অকারণে উত্যক্ত করে মিথ্যা কেসের ভয় দেখিয়ে এইসব কুপন দিয়ে জোর করে চাঁদা তুলছে।

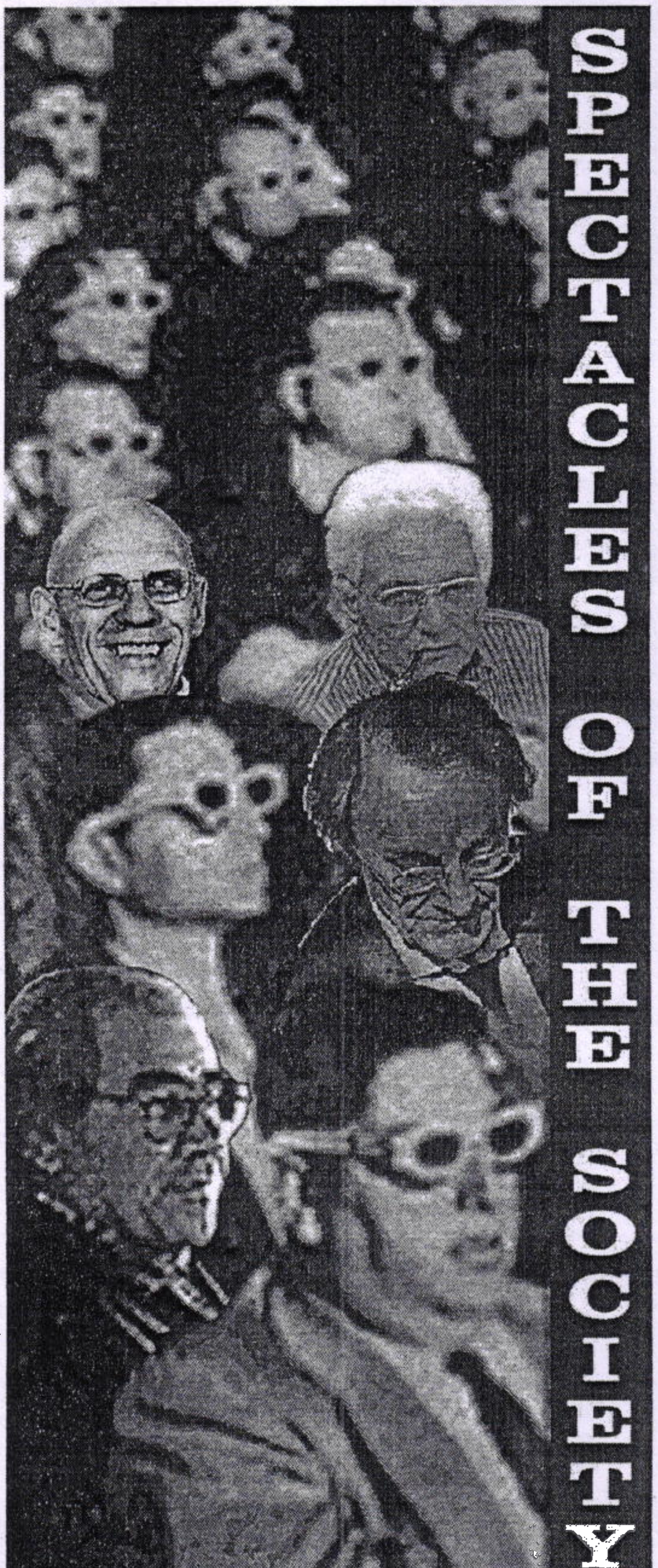
২) বজরঙ্গ দল বিভিন্ন জায়গায় ছোট অস্ত্র হিসাবে পকেট ত্রিশূল বিলি করছে।

৩) শিবসেনা গোয়ার নাম বদলে গোবাপুরী বা গোমলটক্ ও বন্দর শহর ভাস্কো-ডা-গামার নাম বদলে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর নামে শম্ভুজীনগর করতে চেয়ে জঙ্গী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে।

৪) দরিদ্রদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবাসন প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'বাল্মীকী আম্বেদকর যোজনা'— বাল্মিকীর সাথে দেশের দরিদ্র ও তাদের আবাসন প্রকল্পের যোগাযোগ আবিষ্কার করা একমাত্র বিজেপি ও অটলবিহারী নামক গোমাতার সন্তানের পক্ষেই সম্ভব।

৫) দি ইউনিয়ন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি CBSE কে নির্দেশ দিয়েছে তাদের স্কুলগুলিতে ব্যবহৃত সমস্ত ইতিহাস বইয়ের কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দিতে যেগুলি লিখেছেন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকরা যাঁদের মধ্যে আছেন রোমিলা থাপার, সতীশ চন্দ্র, আর এস শর্মা ও অর্জুন দেব। —সেই অংশগুলোকেই বাদ দিতে বলা হয়েছে যেখানে বৈদিক আর্যরা যে গোমাংস খেতে অভ্যস্ত ছিলেন ও গরু বাছুর বলি দেওয়ার প্রচলন ছিল এই সত্য জানানো হয়েছে। নীচু জাতিদের যে বানী দেওয়া হত বর্ণাশ্রম মেনে নেবার ও তদনুযায়ী ঠিকভাবে কাজ করবার কারণ তাহলেই তারা পরলোকে বা পরবর্তী জন্মে উন্নত জীবন পাবে-- তার উল্লেখকারী অংশকেও বাদ দিতে বলে CBSE ডিরেকটর জি. বালসুব্রামনিয়ম কে গত তেইশে October 2001 এ একটা সার্কুলার (No. Dir-A-Hist/2001/12932-19431) ধরানো হয়েছে। সার্কুলারে যত দ্রুত সম্ভব অংশগুলিকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। তার আগে ঐসব অংশ যেন ক্লাসরুমে না পড়ানো হয় ও কোনোরকম আলোচনা না করা হয়, ও প্রশ্নপত্রেও যেন এ সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন না করা হয় এরকম নির্দেশও ঐ সার্কুলারে আছে। ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করে ধর্মীয় বিভাজন ও অন্যধর্মের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির নোংরা স্বার্থান্বেষী হিন্দুত্ববাদীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রাসনের এটা একটা চরম নমুনা। দৈনন্দিনের পরবর্তী সংখ্যায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে বিজেপি কিভাবে পাঠ্য

এরপরে চার-এর পাতায়



দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

আমরা অনেকে চেঁচালাম, কাগজে লিখলাম,
আরো অনেকেই অনেক লিখলেন চেঁচালেন
মিটিং মিছিল প্রতিবাদ অনেককিছুই চলতে
লাগলো – এরই মাঝে [illegible] আফগানিস্থানে
আমেরিকার কার্পেট বম্বিং – প্রায় দুমাস পর
যুদ্ধজয় নর্দান অ্যালায়েন্স এর নামে – যদিও
আমেরিকার যুদ্ধ করার কারন 'লাদেন' এখনও
নিপাত্তা, মিটিং মিছিল লিফলেটে দেশীয়
প্রসঙ্গে সরকারের সমালোচনা অনেক করলেন
– কিন্তু সেটা চলে গেল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের
প্রথাগত বিরোধিতায় – যার ফলে দুমাস ধরে
যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমেরিকার কোনো অসুবিধা
হয় না, বাজপেয়ী বলেছিলেন দেশের বন্দরও
বিমানবন্দরগুলো আমেরিকাকে ব্যবহার
করতে দেওয়া যেতে পারে – আমেরিকা চায়
নি – অনেকে চেঁচিয়ে ছিল – আমরাও – দুদিন
পরই পুরোপুরি অস্বীকার করেন বাজপেয়ী
ও যশোবন্ত – আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে যাই
আদবানী পোটোকে অর্ডিনান্স হিসাবে এনে
এখন আইন করতে চাইলে আমরা সেটার
বিরোধিতা করতে ব্যস্ত হই। কিন্তু এর মধ্যে
ভারত আমেরিকা সরকারী স্তরে সিদ্ধান্ত হয়ে
যায় 'সন্ত্রাসবাদ দমনের' পরবর্তী পর্যায়ে
ভারতের বন্দর ও বিমানবন্দরগুলি ব্যবহার
করতে দেওয়া হবে, সৈন্য নামতে পারে UN
এর পতাকার নীচে।
এবার শুধু বিক্ষুব্ধ হতে পারি – ক্রুদ্ধ হতে পারি
– মাথার ভিতর রাগে রাগে ব্যক্তিজীবনে
ক্ষত তৈরী হয়ে যায়। তবু এই কাগজে
প্রতিবাদ হয়তো কিছুটা রিলিফ দেবে,
ব্যক্তি আমাদের। সেইজন্যই—
'দৈনন্দিন' তোমারও প্রগতিশীল স্বাধীন
চিন্তার মুখপত্র এবং অন্তর্বর্তী দ্বন্দ্বের
ধারক ও বাহক →

সক্রিয় হও অংশগ্রহন করো।

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদেব পক্ষ থেকে।

সত্যি!?!

ওটা তখন সত্য ছিল—
এখন এটাই সত্যি।
তুমি কেন বুঝবে না তা
ছেলে কি একরত্তি?

সত্য যে নয় শাশ্বত
বস্তুবাদের তত্ত্ব।
তাই বলে তা ব্যক্তিগত
কাঁঠালের আমসত্ত্ব!

পূর্বসজ্জা ভেঙে গঠন
বদল বস্তু নিচয়ে
নতুন সত্য তাকেই বলে
পুরোনো সেই পরিচয়ে।

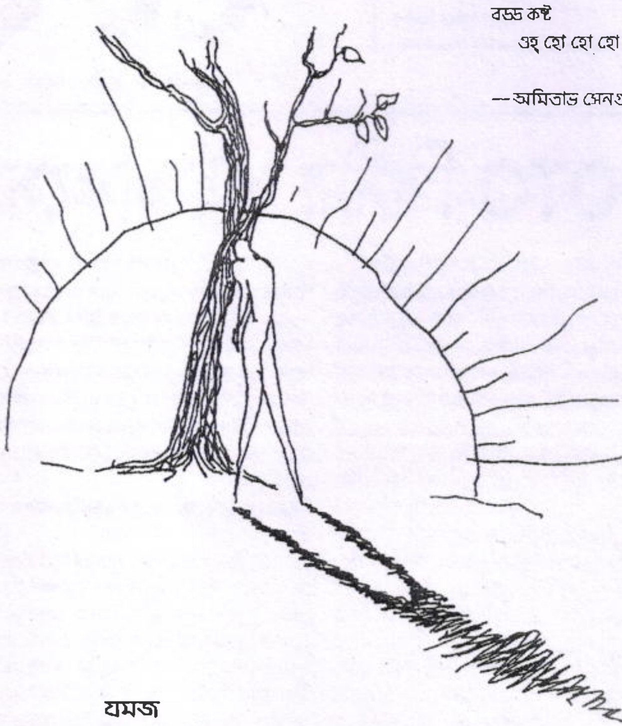
তাহলে কি পূর্বসত্য
ভাঙতে পারে নতুনেরে;
যাকে তুমি আগলে রাখো
ভ্রান্তি বিলাস মিথ্যাচারে?

—সুপ্রিয় পাঠক

●●

তুমিও নষ্ট
আমিও নষ্ট
দুজনে ভ্রষ্ট
বড্ড কষ্ট
ওহ্ হো হো হো

—অমিতাভ সেনগুপ্ত



গঙ্গাজল

স্নান সেরে এসে
চুম্বন করে নারী
পোড়া নিমকাঠে
পড়ে থাকা সৎকার শেষে
আদিগন্ত শ্মশানে
ভাসে নিম
কালো গুঁড়ো
পোড়া বাতাস গঙ্গাজলে
কেমন যেন এক গন্ধ নেমে আসে
চোখ ছুঁয়ে অব্রাহ্মণ স্তোত্রের মত
শূন্য থেকে আরো শূন্য করে
নিয়ে নিতে চায়
বুকের ভিতর ভ্রাতার মুণ্ডিত মস্তক
চৌচির হয়ে ফেটে যায়।
তবু গঙ্গাজল;
গঙ্গাজল বয়ে যায়।

—অনুভব বিশ্বাস

যমজ

১.
সুখের মুখে ছাই ছড়িয়ে স্বর্গে যখন খরা
গাজর ভেবে পাঁজর খেলো দেবরাজের ঘোড়া।
পাঁজর খেয়ে হলটা কি?
সেইটা কেবল বলা বাকি—
পাড়ল সে ডিম শিবের জটায় কয়েক হাজার জোড়া।
২.
নতুন আবিষ্কার শল্যচিকিৎসায়—
ফুসফুসে আজকাল ফ্রিজ ভরে রাখা যায়।
দু'চোখেতে জল এলে,
সেই ফ্রিজে রেখে দিলে
রক্তে ও শ্বাসকাজে শীতলতা আনা যায়।

—অক্ষয় ভাট

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র কাছে জনৈক ছাত্রের খোলা চিঠি—

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সমীপেষু,

আপনি ফ্রানৎস্ কাফকার মেটামরফোসিস-এর ভাষান্তরে নাট্যরূপ দিয়েছেন যার নাম 'পোকা'। যেমনই হোক 'পোকা' অভিনীত হচ্ছে তাতে আমরা খুশী কারণ শহরে ছাত্রাবস্থায় প্রায় সকলেরই একটু ইন্টেলেকচুয়ালিটির বাতিল থাকে। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট ভাৎস্লাভ হাভেল, 'মনঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা'র মত আঁতেল অলিন্দ নাটক লেখেন এসব জেনেশুনে পরে Post Colonial মস্তিষ্কের বাঙালী একটু আধটু কবিতা লেখার শখ থাকা ছাত্রের হীনমন্যতাবোধে আপনার 'পোকা' একটু প্রলেপ দিতে পেরেছিল, কারণ আগের মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা বড় অদ্ভুত ছিল যিনি আপনার সম্পর্কেও বলেছিলেন 'আগে ও শুধু কালচার-ফালচার করত এখন শিল্পপতিদের সাথেও কথাবার্তা ভালোই বলছে'— জানিনা, এসবই বুর্জোয়া কাগজের অপপ্রচার হতে পারে। কিন্তু আপনার 'পোকা' আমাকে একটা ধন্দে ফেলে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পোটো' যেমন সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না তেমনই একরাষ্ট্রের আওতায় থেকে রাজ্য সরকার সংঘ পরিবারের বিরুদ্ধে 'POCA' ব্যবহার করতে পারবে না, ব্যবহার হবে খুচরো-খাচরা নকশালপন্থী দল, যাদের বাজনা বড় বেশী ও শুধুমাত্র বিরোধীদলের গুন্ডাদের ওপরই। এইখানটায় একটা সমস্যা আছে কারণ ''পশ্চিমবঙ্গে গত পঁচিশ বছরের সিপিএম-এর নেতৃত্বে বামপন্থী শাসনের জয়ধ্বজার পেছনে 'নকশাল আন্দোলনের' অবদান'' এইনামে একটা অন্ততঃ বিশপাতার তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখে ফেলা যায়।

আমি শুধুমাত্র পয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করে যাব। হুজুর বুদ্ধিমান।

১) গত ভোট পর্যন্ত কংগ্রেস বিরোধিতা বা বামফ্রন্ট ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দেবার বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে যে শ্লোগান বা ক্যাম্পেনিং হয়েছে : বাহাত্তরের কালোদিন ফিরিয়ে আনবেন না। বাহাত্তরের কালো দিন বা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের কারণ কিন্তু নকশালপন্থা।

২) এখনও মাঝবয়সী থেকে প্রৌঢ় তথাকথিত শিক্ষিত সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিগত নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে টেক্সট্ হলো— একদল 'ভালো ছেলে' যারা দেশের জনগনের উপকার করতে গিয়ে (রাষ্ট্রদ্রোহীতা নয়) পুলিশ ও শাসকদল (রাষ্ট্র বা শাসক শ্রেণী নয়)-এর হাতে প্রাণ দিয়েছিল। যারা আমাদেরই ঘরের ছেলে (অর্থাৎ শহরে মধ্যবিত্ত)। আহারে অকালে ঝরে গেল —কয়েকজন ইতিহাস চেতনার একধাপ এগিয়ে 'আদর্শ ঠিক ছিল, পন্থা ভুল' বা 'গুন্ডা বদমাইসরা ভিড়ে গেল' বা 'নেতারা এক্সপ্লয়েট করল'— এঁদের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগ সিপিএম সমর্থক। এবং আশ্চর্যজনকভাবে 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' শব্দটার কারণে তারা যেন সিপিএমের ভাই— যাদের কংগ্রেসের পুলিশ ঘর থেকে টেনে বার করে মেরে ফেলেছে। এই সিমপ্যাথি সিপিএম-এর ভোটবাক্সে দেখা যায়।

৩) যুক্তফ্রন্টের আমলের ভূমিসংস্কারের ভালো কাজটুকুই এখনও ভাঙিয়ে খাওয়া হয়।

এসব বাদ দিয়ে ভাবলেও POTO -র থেকেও POCA খারাপ কারণ পোটোতে তবু টেররিষ্ট কাজকর্মের নমুনা প্রমান হিসাবে দরকার, পোকাতে নয়— পোকাতে শুধুমাত্র একটা পুলিশ রিপোর্ট হলেই যথেষ্ট— বিচার হবে দ্রুত ও ছোট এবং অপরাধীর অনুপস্থিতিতেও বিচার চলতে পারে।

অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মনে হচ্ছে আপনার 'পোকা' তলায় তলায় আপনার ভোটব্যাঙ্কই কাটবে আর ত্রিশ বছরের পার্টি অভ্যন্তরে আমলাতান্ত্রিকতার নমুনা নিশ্চয়ই এই অর্বাচীনকে দিতে হবে না। আর যাই হোক ছেলেবেলা কাটলে নকশালপন্থীরা যে আপনাদের ফ্রন্টেই আসবে এ কথা তো আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না।

যদি ধৃষ্টতা বলে মনে হয় নিজগুণে ক্ষমা করবেন।



সোমবার রাত সাড়ে নটা। HBO তে xBand of Brothers. Steven Spilburg and Tom Hanks এর Production — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার প্যারাট্রুপার বাহিনীর একের পর এক বিশ্ব উদ্ধার প্রকল্প। War movie দেখতে তো ভালো লাগে— ভালোলাগেই— ক্লাস এইটে র‍্যাম্বো দেখে ঘরের দরজায় স্ট্যালোনের পোস্টারও তো সাঁটা ছিল বছর দুয়েক— একা র‍্যাম্বো আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে হটিয়ে দেয়, বীর র‍্যাম্বো— আমেরিকান হলিউডী পলিটিক্স চোখের সামনে পরিষ্কার হতে হতে ক্লাস ইলেভেন— অন্তত গোটা পঞ্চাশেক ছবি দেখেছি, ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরেছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর মানবিকতার কারণেই, একথাই যেগুলোর মাধ্যমে বলা হয়েছে। এবারে HBO -র মিনি সিরিজ Band of Brothers সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল। আফগানিস্থানে আমেরিকার আক্রমণকে মহান মানবিক কর্তব্য হিসাবে চালাবার, স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ হিসাবে দেখাবার জন্য পরোক্ষ শৈল্পিক আক্রমণ গোটা পৃথিবীর মানুষের সংস্কৃতি ও সচেতনতার জগতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটায় যেন গোটাকয় 'মানুষ আমেরিকান সেনা' সমস্ত দেশগুলো থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে ছিল এমন একটা আদ্যন্ত মনগড়া গপ্পো। জঘন্যভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করা হল 120 মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে এবং সারা পৃথিবীতে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে প্রচারিত হতে থাকলো— TIME.com, Band of Brothers classroom চালু করল ইন্টারনেটে, অজস্র সাইট তৈরী হল যার সবগুলোতেই প্রশংসার ফুলঝুড়ি। শিল্প নির্দেশনা ও স্পেশাল এফেক্টস-এর গুনগানে ঠাসা। কিভাবে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে সেসব বিস্তৃত আলোচনা অনেক ম্যাগাজিন, সাইটে নিশ্চয় পাওয়া যাবে— আমি সেসব নিয়ে কোনো কচকচিতে যেতে চাইনা। মাথাটা এতটাই গরম করে দিয়েছে সমস্ত বিষয়টা যে উপরের পোস্টারটা স্রেফ গায়ের ঝাল মেটাতেই তৈরী করি আমরা। নেকেড আমেরিকান শয়তানির দুটো ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি পাঠকের সুবিধার্থে।

Episode 4. Replacement

ফ্রান্সের Easy company -র সৈন্যরা পৌঁছলে জার্মানরা হটে যায়, সেখানকার জনগণ শহরের মাঝখানে জার্মান মেয়েদের টেনে এনে জামা কাপড় ছিঁড়ে দিতে থাকে, চুল কেটে দেয়— এসব দেখে আমেরিকান সৈন্যদের দুঃখী মুখ— আহা তারা কত মানবিক অথচ তাদের কিছু করার নেই।

একটা বাড়ীতে আশ্রয় চাইতে গিয়ে তিনজন আমেরিকান সেনার ফ্রান্সের জনগণ সম্পর্কে মন্তব্য: They love us. They all speak English. Fantastic Country. এরপর তারা ফ্রান্সের লোকটিকে সিগারেট দেয় ও দূরে বসে থাকা ব্যাজার মুখের ছোটো ছেলেটিকে একটা চকোলেট — তখন সেই বাচ্চার মুখ ভরে ওঠে অনির্বচনীয় হাসিতে আর তার বাবা বলে He never tested a chocolate. বাহ্ বাহ্ বলো জয় আমেরিকা বাবার জয়।

Episode 5. Crossroad ডিরেক্টর টম হ্যাঙ্কস্

Holland 5th Oct. 1944.

একটা জার্মান ঘাঁটি জয়ের পর কমাণ্ডিং অফিসার এক মাথাগরম সৈন্যকে দিয়ে যুদ্ধবন্দীদের আমেরিকান ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবার জন্য তার বন্দুক থেকে একটা বাদে বাকী গুলিগুলো বার করে নেন; কারণ আমেরিকানরা কাউকেই মারতে চায় না। ঐ মাথাগরম সেনাটি যদি নিয়ে যাবার পথে মেরে ফেলে তাদের, তাই এই ব্যবস্থা— কারণ যদি তারা একসাথে ঐ একটি আমেরিকানকে আক্রমণ করে তাহলে একটা গুলি চালালে তারা আর সাহস পাবে না।

Holland এর Driel December 10

কমাণ্ডিং অফিসার ডিক উইনটার্স সবার আগে এগিয়ে গেলে সামনে পড়ে এক সদ্য যুবক জার্মান সেনা, সে মুখ ফেরায়, নিষ্পাপ মুখে যেন হাসি খেলে— ডিক উইনটার্সকে গুলি চালাতে হয় তারপর থেকে তার রাতের স্বপ্নে একা ট্রেন যাত্রায় বারবার ফিরে আসতে থাকে সেই নিষ্পাপ মুখ

—আহারে মানবিক আমেরিকি সেনা

প্রতিটি এপিসোডে আমেরিকান সেনাদের একজন কেউ আহত হলে যেভাবে অন্যেরা ও মেডিক্যাল টিম ছুটে যাচ্ছে তা দেখে মনে হবে যেন নার্সিংহোমে বসে আছে তারা। এটা খোদ আমেরিকাবাসীকেই দেখানো একজন আমেরিকান সেনা সন্ত্রাসবাদী আমেরিকা রাষ্ট্রের চোখে কত মূল্যবান। হাঃ

এইসব দেখতে দেখতে এত রাগ হয় যে বাক্যহারা হয়ে যাই— লজিক্যাল স্ট্রাকচারও থাকতে চায় না, মনে হয় পাগলের মত চিৎকার করে গালাগালি দিই। আফগানিস্তানে প্রতিদিন শতশত হতদরিদ্র মানুষ মারা যান আর প্রতি সপ্তাহে দুবার করে পুনঃপ্রচারসহ Band of Brothers চলতে থাকে। দৈনন্দিনের উপরে লেখা থাকে শিল্প হল যুদ্ধ— আর ওদের 'যুদ্ধ এবং শিল্প' দেখতে দেখতে আমার প্রকাশ শৈল্পিক হল কি হল না সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হয়ে যায় আমার কাছে— ভুলে যেতে চাই স্পিলবার্গের Close encounter with the third kind, যেখানে স্বয়ং ত্রুফো একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন— ভুলে যেতে চাই Forest Gump টম হ্যাঙ্কস্ কে কারণ ওরা একসাথে এখন নির্লজ্জ সন্ত্রাসবাদী আমেরিকার দালাল শিল্পী—BAND OF BASTARDS.

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৭) মৈনাক সিন্হা

মাও-সে-তুং বড় সত্যি— "জীবনে একটা ভালো কাজ করা সহজ, কঠিন হল সারাজীবন ধরে ভালো কাজ করে যাওয়া"; কত জানো দেখেছো! কিন্তু এতসব জেনে আসল কাজটা কি হবে?

"ভেবে দেখেছো তারারাও কত আলোকবর্ষ দূরে,
তারও দূরে—
তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে "........

'quantity নয় quality চাই'..........

রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন ফুলন স্টাফ্ রিপোর্টার নয়াদিল্লী ৬ই জুন : রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি মনোনীত হলেন ফুলন দেবী। ১৭ জন মহিলা সাংসদ দলের সদস্য হিসাবেই তিনি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। রাষ্ট্র সংঘের অধিবেশনে আলোচ্যসূচী লিঙ্গ বৈষম্য, উন্নয়ন এবং শান্তি। ফুলন দেবীও ভাষণ দেবেন। ....১৯৯৫ সালের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বেজিং সম্মেলনের পর এই প্রথম রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন বসছে। তদানীন্তণ প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও সব মহিলা এম. পি. কেই বেজিং পাঠিয়েছিলেন। মহিলা সংসদদের এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সঙ্গে দেখা করে মহিলা সদস্য বাড়ানোর আর্জি জানান। তখনি প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, সব এম. পি কে পাঠানো সম্ভব হবে না কেননা, এতে সরকারের ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। প্রথম যে দশজনের তালিকা তৈরী হয় তাতে কংগ্রেসের গিরিজা ব্যাস, তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণা বসু, সি পি এমের ভারতী রায় রয়েছেন।

কেবলমাত্র এদের সুযোগ দেওয়াতেই ফুলন দেবীরা আপত্তি জানিয়েছিলেন......

মানসিক অপ্রাপ্তির চাহিদাপূরণে কখনো কখনো যুক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ; শহীদ হয়ে যাওয়া যুক্তিতে আবারও সম্বিত ফিরে পাওয়া, ততক্ষণে এ কথাটা বোঝা গেছে সংযমের অভ্যাস বিঘ্নিত; অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় দুঃখিত হয়ে লাভ নেই কেননা, যান্ত্রিক গোলযোগ হতেই পারে। টেলি'ভিক্ষা'এর পর্দায় দ্রষ্টব্য নগ্ননারীরূপে কামিত হয়ে পুরুষ যৌনাঙ্গে হস্তসঞ্চালণের অভ্যাস প্রাকৃতিক নয় তাই স্খলিত বীর্য্যের সঙ্গে বোধ-এ অপরাধ স্খলন হয়না, স্নানোদয়ের পরেও এই পাপকৃত কারণ যাবজ্জীবন কারাবাসের মানসিক চাপ নেই। আর অপরিবর্তিত অকৃত্রিম সৌজন্যে পরিবেশ। খানিক দায়িত্ব তো নিতে হয় নিজেকেই বদলের স্বার্থে, ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা দু'অর্থেই। সংযমী অভ্যাসের দৃঢ়তা শুধু মস্তিষ্কে নয় রক্তেও সঞ্চালনের প্রয়োজন; যে অবস্থা থেকে মনে হয় অসংযমী অপরাধ প্রবণতা বিদপসীমারেখা অতিক্রম করলেও করতে পারে, বোধের অস্তিত্ব সংকট মুহূর্তে, শুধু উদাহরণ হিসেবে থাকবার জন্যে নয়; উদাহরণটা সাধারণীকৃততায় পর্যবসিত হওয়ার স্বার্থে। অপ্রাকৃত যৌণতার বিরুদ্ধে।

'V ডেয়ার্স ইউ' মুম্বাই, ২৩ জুন (পি টি আই)— অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হল চ্যাণেল V। গত ৪জুন সম্প্রচারিত এই চ্যাণেলের 'V ডেয়ার্স ইউ' অনুষ্ঠানে দুই তরুণী মুম্বাইয়ের প্রকাশ্য রাস্তায় নাচতে নাচতে শরীরের সমস্ত পোষাক খুলে ফেলেন। মাত্র ১৫০০ টাকা পুরস্কার অর্থের জন্যে পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর এই সাহসিকতার (!) প্রদর্শন। চ্যানেল V -র বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা ছাড়াও মুম্বাই পুলিস এই মেয়ে দুটিকে খুঁজছে।.......

তবু হয়নি, হাঁটা অসংযমেরই পথে; পিছনে যারা আছে তারাতো সামনের সে পথিককেই দেখবে। বুঝেও সংযমের অভাব— কারণ লোভ লোভ এবং লোভ। সংবরণ করলে বিপ্লব ঘটতে পারে তাড়াতাড়ি তবুও উপর দিকে উঠতে যতটা কষ্ট; নামতে বিন্দুমাত্র নয়, তবে সংবরণ করা মানেই বিপ্লব করা নয়। সেটা শুধু ধৈর্য্য। সংবরণকেন্দ্রিক ধৈর্য্য এবং তা অস্থিতিশীলতার ম্যারাথন দৌড়ে; নিজের কাছে এটুকু আশা বা দাবী করে আন্দোলন সংগঠিত করা যেতেই পারে। ম্যারাথন রানার হওয়ার আগে স্প্রিন্ট ইভেন্ট মাঝারি পাল্লা ও দূরপাল্লা-র অভ্যাস যেমন প্রথম শেণী দ্বিতীয় শ্রেণী...... অবশেষে মাধ্যমিক, আলোকবর্ষের পথ ধরে ম্যারাথণ, মহাশূণ্যের গোটাটায় রানিং শু'এর ছাপ না রাখতে পারলেও, অবশ্য ভাবনাগতভাবে এটা কায়িক দক্ষতার সর্ব্বোচ্চ সীমার অন্তর্ভূক্ত নয় আপাততঃ, সূর্য্য অবধি প্রাথমিক দৌড়টা শেষ কয় যাক।......

পলাতক সত্তার সম্মুখীন হতে হতে অভ্যাসে পালিয়ে যাওয়ার ভয়ানক আকর্ষণ। এর বিপরীতে প্রচেষ্টা যেখানে, সেখানে কাজ করে প্রচণ্ড স্বপ্ন দেখার এবং দেখাটাকে বাস্তবগ্রাহ্যতায় অনুভবে আকাঙ্খা। ভাববাদই ধ্যাণধারণার বশবর্তী হয়ে স্বপ্ন মানে অবাস্তবতার সারসংক্ষেপ বা সুদূর পরাহত হলেও হতে পারে কেন্দ্রীয় ভবিষ্যতের কালপঞ্জী, এমনটা ভাবা স্বপ্ন নামক বিশ্বাসটার প্রতি আপাতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করা নয় কি? অবশ্যই তাই। স্বপ্ন দেখার মধ্যে কতটা আপামর মনুষ্যের বিকশিত হওয়ার সুযোগ অন্তরস্থ তার ওপরেই নির্ভরশীল সৎ স্বপ্নের গুণগত মান, সেক্ষেত্রে অবশ্য ব্যক্তিসত্তা বা সমষ্টিসত্তার মধ্যে বিকাশের দ্বন্দ্ব তাৎপর্যহীন। দ্রষ্টব্য কল্পনা, যাকে স্বপ্ন বলছি তার বস্তুগত ও গুণগত মান মানুষ নামক সমষ্টিকে সভ্যতার মাটিতে সুপোক্ত আরও একটা অবস্থান দেবে, তার বাস্তবায়ন এবং বিকাশশীলতাকে যত দ্রুত সম্ভব সম্ভবপর করা যাবে ততই প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরস্থঃ অসামঞ্জস্য কাটিয়ে ওঠা যাবে এবং স্বপ্ন দেখার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। কিন্তু স্বপ্নের সহজ বাস্তবায়ণ না হলে বা দীর্ঘকালীন প্রলম্বন হলে বাস্তবায়িত প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হতে বাধ্য; স্বাভাবিকতা যা, এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায়। এই স্বপ্নহীন বুর্জোয়া তত্ত্ব সম্বলিত লৌহ শিকলকে পলকা সুতোর মতো একটানে ছিঁড়ে ফেলতে পারে সৎ ও মহৎ স্বপ্ন দেখা ও তার হাতে কলমে বাস্তবায়ণের স্বপাক্ষিকতার স্বার্থে ব্যবস্থা প্রণয়ণে; সেক্ষেত্রে পলাতক সত্তার উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করা শতকরা একশো শতাংশ ন্যায়সঙ্গত.......

আনুমানিক বয়স যার ষাটের কাছাকাছি, রাত ১০-৩৫ মিনিটের শিয়ালদাগামী মেন লাইনের ডাউন ট্রেনে কম্পার্টমেন্ট পিছু গড়পড়তা দশজনের সামান্য কম বা সামান্য বেশী সংখ্যক যাত্রী আছে এইরকম পরিস্থিতিতে প্রায় অবিক্রিত লজেন্স-এর প্যাকেট হাতে বিক্রির আশায় এবং দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দমদম স্টেশনে গাড়ী ঢোকার আগে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন শিস দিয়ে বাউল-ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালী মিলিয়ে মিশিয়ে এক নবসৃষ্টিরসের ধারায় আপ্লুত ব্যবসা শেষের ঘটিগরমওয়ালা, মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-হুগলীর পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেছে প্রায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সত্তরের শ্বেতসন্ত্রাস নামক চলচ্চিত্রের অন্যতম পার্শ্বচরিত্র (গুরুত্বপূর্ণ) কলকাতার মহানাগরিক হলেন কান্তি গাঙ্গুলীকে পরাজিত করে, সেই কান্তি গাঙ্গুলী, যিনি একসময় বন্ধু ছিলেন (ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকতেই পারে) মানুষের মুক্তির আত্মত্যাগী মুক্তির দশকের মহান শহীদ কমরেড আশুতোষ মজুমদার-এর; জয়-পরাজয়-বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়— 'এটা মানুষের জয়'— আমি প্রায়ই এখনো খুঁজি সেই দেশ—

জানিনে অবশেষ,
মরীচিকা হায়—
স্বপ্ন দেখায়—

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ভারতবর্ষের নাগরিকদের কাছে আবেদন

‘হিন্দুস্থান’ শব্দটিকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করুন

যে সমস্ত গান, কবিতা, শ্লোগানের মধ্যে শব্দটি আছে সেগুলোকে পরিত্যাগ করুন, কারণ এই শব্দটির অর্থগত অপব্যবহার আমাদেরই বন্ধ করতে হবে। বোম্বাই যদি মুম্বাই হয়, মাদ্রাজ— চেন্নাই , ক্যালকাটা—কোলকাতা তাহলে সেই একই যুক্তিতে ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র ‘ভারতবর্ষ’ বলা বাধ্যতামূলক করতে হবে INDIA বা হিন্দুস্তান নয়।

নাটকের নাম ভারতবৎস

স্টাফ রিপোর্টার :

(এক এবং একমাত্র দৃশ্য ও অঙ্ক)

স্থান ছাদ, অভিনেতারা সকলে সাত বছরের মধ্যে।

—একটা মজার খেলা খেলবি?

অন্য তিনজন সঙ্গে সঙ্গে রাজি। যে ছেলেটা এই প্রস্তাব দিয়েছিলো সে বলল আমি বুশ, আর একজনকে দেখিয়ে বলল, তুই লাদেন। তৃতীয় জনকে বলল, তুই মুশারফ। শেষজনকে বলল, তুই অটল। শেষ জন চোখে মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল,—

—আমি অটল হবনা।

—কেন?

—আমি খোঁড়া লোক হবনা।

—ওটা লোক নয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

—না, তোমরা সব ভাল ভাল হবে, আমার বেলায়....

—তোরটাতো আমাদের চেয়ে ভাল।

—আমি লাদেন হব।

—এ বাবা! কি বোকারে। আমার বাবা কি বলে জানিস, লাদেন শয়তান।

—তবু আমি লাদেন হব।

আগে ভাগে পেয়ে যাওয়া চরিত্র ‘অবশ্যই পছন্দের’ তাই তিনজনের কেউ নিজের চরিত্র ছাড়তে রাজি নয়।

—তবে তোকে খেলতে হবে না যা।

বুশ চরিত্রের ছেলেটা একরকম নির্দেশ দিল প্রায়। অপছন্দের চরিত্র পাওয়া ছেলেটা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে নেমে গেল। লাদেন চরিত্রের ছেলেটা অটলের প্রস্থানের পথের দিকে হাত উঁচিয়ে গুলি করার ভঙ্গি করে বসে পড়ল। তার বসা দেখে বোঝা গেল বহু প্রচারিত লাদেনের ছবি দেখে সে অনুসরণ করছে। বাকি দুজন হাসি মুখে করমর্দন করল— অবশ্যই বুশ ও মুশারফ চরিত্রের ছেলে দুটো। অন্ধকার।

আরে; এতো সত্যিই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পা চালিয়ে নেমে আসি। কফিহাউসে যেতে হবে।

দেবাং-এর বিটলাসি

বিশেষ প্রতিবেদন : ধীরাজ দাস : তাল পে বাল খিলা ওঃ গুরু কি গেয়েছো! সত্যিই খোপড়ি কাঙ্গাল তোমার; তবে কোন দোষ তোমার আমি দেখি না Bloody Fool বলে কথা; ক্যাওড়ামীটাকেও বেচে দিলে? আমিও শালা জম্মোক্যাও কখনো শাড়ি পরে মুজরো, আবার কখনো ধুতি পরে গৌতমের বাঙ্গালী করেছে ভগবানের সঙ্গে উত্তাল নাচ, তবে কোন Stage -এ বা TV -র পর্দায় না— রাতের বেলা আগুন জেলে টুকুনের ছাদে খোলা আকাশের নীচে— আর গর্ব হয় জগতের ক্যাওড়াকুলের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে নিজেকে ভাবতে— আরো কত ছাদে পৃথিবী জুড়ে টুকরো টুকরো ক্যাও, টুকরো টুকরো মজা, হয় আবার হুস করে মিলিয়ে যায়— অন্ততঃ কোন Camera -য় বন্দী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। Parody গানে কত লোকের মা-মাসিমা এক করে দিই আর মনে মনে বলি শালা সব নিয়ে নিতে পারবে, কিন্ত ক্যাওড়ামি— তাতে হাত দেবে এত ধক্ কার? আর কেওড়া দেবাং, ক্যাওড়াকুলকলঙ্ক শালা বিশ্বাসঘাতক চুপিচুপি কখন গিয়ে ক্যাও বেচে এলি। প্রচণ্ড রাগ হয় মনে হয় TV -টা ভেঙ্গে মালটাকে বার করে ক্যালাই। কিন্ত TV টা তো একটা নয় অসংখ্য Copy ; আর অবশেষে যান্ত্রিক শক্তির কাছে নতি স্বীকার করি, হয়তো করি না, খাতার পাতাতেই চুতিয়াটাকে বধ করি।

কোমল ভিঙ্গ্র পদাবলী

বিশেষ সংবাদদাতা

ছয়যোদ্ধাতে শাস্তি পাইলে
ডালমিয়া ফেলে চাপে।
(বলে)কলঙ্ক লাগিল ক্রিকেটের গায়ে
ডেনেস ডুবিল পাপে।।
গেল গেল গেল বিশ্ববাসী বলে
ক্রীড়া এ বড় সুভদ্র।
ছেলেমানুষীর দাম এতখানি
হয়ে যায় আঁখি আর্দ্র।।
সুভদ্র খেলা ক্রিকেট বলিলে
হাসিয়া মরিবে দাদা।
ছোটুও হাসিয়া ভোঁতা নোখ দিয়া
তুলিবে বলের কাদা।।
যদি কহে কেহ পোলকের দলও
দুষ্ট সমান দোষে।
প্রশ্ন উঠিবে এ' খেলাটি তবে
শুশময় হয় কিসে।।
দুইজনে মিলে করে যাবে ব্যাট
বাকী এগারোটি ভৃত্য।
এর চেয়ে ভালো সামন্ত প্রভুরা
কিছু রেখেঢেকে করত।।
অভদ্রতম এই খেলাটিতে
গালাগালি থাক্ আইনে।
বলে দৈনন্দিনে খেলাটি কেবল
কোক পেপ্সিরই জন্যে।।

POTO-পিসীর ধর্মী বাক্সো

ইতিহাসকে বিকৃত করেছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ ছাপা হবে। সমস্ত পাঠক ছাত্র ও শিক্ষকদের অনুরোধ তাঁরা এ বিষয়ে সোচ্চার হোন— প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করুন। ধর্ম সংক্রান্ত এই জিগির আমাদের রাজ্যেও বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে।]

বাবা যদি আমার এই লুকোনো খাতা দেখতে পায়, পোটো পিসিকে দিয়েই পিটিয়ে আমার পিঠের চামড়া তুলে দেবে, বাড়ী থেকে বার করে তো দেবেই, লেঠেল দিয়ে মেরে মেরে নদীর চড়ায় পুঁতেও দিতে পারে। ‘দৈনন্দিন’ নামে একটা কাগজে ‘পাঠকের প্রতি আবেদন’ পড়েছিলাম, প্রচুর লম্বাচওড়া কথা আছে তাতে— জানে না তো আমার বাবাকে— যাক্ তবু বেনামীতে ওদেরই লেখাটা পাঠিয়ে দেব।

টেলিভীষণ

গতকাল হঠাৎ দেখি মা আর কাকিমা কোন একটা সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আলোচনা করছে। এলোমেলো কথাগুলো কানে আসছিল। ‘আচ্ছা ছোড়দি পারুলের কি হবে? ওর বরও ওকে নিল না....’ ‘তাহলেই বোঝ; একেবারে অমানুষ, কিন্তু মনোহর নিশ্চয় এর একটা মীমাংসা করবে লাঠির বাড়ি যখন মাথায়.....’ হঠাৎ করে মা কাকিমার মুখে এমন প্রতিবাদী কথা শুনে বেশ আগ্রহী হয়েই একটু ঘাঁটাতে গেলাম।

— কি হয়েছে— পারুলটা আবার কে?

— ও কিছু না জন্মভূমি

যা ঘুরে! টিভি সিরিয়াল-এর সমস্যা নিয়ে এত উৎকণ্ঠা; এদিকে পাশের বাড়ির বকুদার বউ বাচ্চাকে বকুদার বোন এসে যদি পিটিয়ে যায় তা নিয়ে কোন রা নেই। আসলে TV -র flat পর্দায় Image এর সারির ওপর দিয়েই এখন emotional experience গুলো হয়, এতে কিছু সুবিধাও আছে— গায়ে আঁচ্ লাগে না কিন্তু মাঝে মধ্যে লোকের দুঃখ দেখে কষ্ট পাওয়া বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো মানবিক আচরণের মাধ্যমে নিজেকে জানান দেওয়াও যায় ‘না-রে এখনো মনটা আমার খাঁটি’, সেই দেশত্ববোধক গরম সিনেমা দেখে সাময়িক তাত খাওয়ার মতো Visual emotianal experience ; মাথার মধ্যে নানা সময়ে নানান সিরিয়াল-এর বিভিন্ন sequence ঘুরপাক খায় আর ভাবায়— এক আকাশের নীচে-র রজতাভদের Drawing room -টা খুব ভালো করে সাজানো, সোফা কাভার আর শো-কেসটা খুব sober ; পাখির সালোয়ারটা দারুণ আমার ঘরটাও ওদের মতো সাজাবো— এমনকি arrangement টাও— মানে Hierarchy -তে আমার ঘরে সর্বোচ্চ স্থানে টিভি আর আমরা তাকে অনুকরণ করি। নিজের জীবনের ছবিটাকে পছন্দসই image টার সঙ্গে match করাবার চেষ্টা করি, সোফা কভারটা কিনতে না পেরে কষ্ট পাই, দুশ্চিন্তা হয় কোনদিন ওরকম শো-কেস বানাতে পারবো কিনা। আর তারপরই টিভিতেই টিভির জয়ধ্বনি শুনি United Television Academy -র ভারতবর্ষে TV transmission -র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। সমস্ত channel -এর anchor রা গলায় গলা মিলিয়ে একটা পূর্ণ অপেশাদারী ভঙ্গিমায় আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে ‘আমরা দেশের মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছি আমরা হয়ে উঠেছি তোমাদেরই পরিবারের এক অন্যতম সদস্য— আমরা তোমাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি’; গানের মাঝে আবার ফুল, চন্দন, টীকা দিয়ে সাড়ম্বরে টিভি পূজো দেখানো হয়। হাসিয়েছ, কাঁদিয়েছো, আনন্দ দিয়েছ না zombie বানিয়েছ! মনে হয় cable wire টা আসলে টিভির পেছনে না ঢুকে সোজা আমাদের পেছনে এসে ঢোকে।

“You are wired, the passive victim of TV. computer and advertising. You are hypnotized by the tube, by the obscene flow of images. You raise your eyelids. A vampress is kneeling over you — voluptuously the muscles of her neck, the ivory curve of her shoulders, illumined as if by cool moonlight. She licks her scarlet lips like an animal, glazing them as it laps the white teeth. She leans closer, you feel her cool breath, then the sharpness of incisors penetrating your neck. You close your eyes in a languorous ecstasy and wait — wait with beating heart.’’ —— *Jean Baudrillard.*

... রঙীন ছবিগুলো

সূর্যের আলোয় হোক্ যাচাই

বিশেষ সংবাদদাতা : ২৫শে নভেম্বর ২০০১ : ছোটবেলায় জামা-জুতো কিনতে গেলে দোকান থেকে মুখোশ, চশমা, সানগার্ড ইত্যাদি দিত। অত্যন্ত সামান্য কাগজের তৈরী সেসব উপহার আমাদের কাছে মহার্ঘ বস্তু ছিল। দোকান থেকে অবশ্যই শুধুমাত্র উপহারদানের উদ্দেশ্যেই ওগুলো দেওয়া হত না, প্রচারের জন্য সস্তাতম মাধ্যম হিসেবেই ওগুলোকে ওরা দেখত— এসব তথ্য অবশ্য বড় হওয়ার পরে বুঝেছি।

একটু ডেঁপো হওয়ার পর ছোটবেলার সেই নির্মল আনন্দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অনেকদিন পরে আজ লক্ষ্য করলাম যা ছিল তাই আছে। শুধু নামগুলো বদলে যাচ্ছে ক্রমশ...

কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী বিসর্জন। রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষ। রাস্তার মাঝে সমাজ সচেতন ট্যাবলো। লাদেন, এডস্, রিফিউজি, আদালত অবমাননা...। এরই মাঝে টুকরো টুকরো ভাবে চোখে আসতে লাগলো সানগার্ড পরা কিছু বাচ্চার মুখ। ওদের মধ্যে কৈশোর খুঁজে পাবার আনন্দ মাটি হয়ে গেল সানগার্ডের ওপরে লেখা নামটা দেখে— ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’। চমকে উঠে স্মৃতির পাতা ওল্টালাম।

আমরা ছোটবেলায় কখনো লক্ষ্য করিনি সানগার্ডে ‘বাটা’র জুতো লেখা আছে নাকি ‘রাদু’-র জুতো। কিন্তু ২০০০-এর বইমেলায় একটি মেয়েকে প্রশ্ন করায় সে বলেছিল, তার সানগার্ডে ‘আনমোল বিস্কুট’ লেখা আছে। তার মানে ছোটরা এখন লক্ষ্য করে এবং ছোটরাতো প্রশ্ন করেই এবং যারা এর উত্তর দেবে তারা যে ‘বিশ্ব হিন্দু পরিষদ’ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ছোটদের জানাবে — এ বিশ্বাস না করাই ভালো।

আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম, সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ খুললাম—

সানগার্ড আমার চাই না।

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
email : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে—

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায়
দেশ কিম্বা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

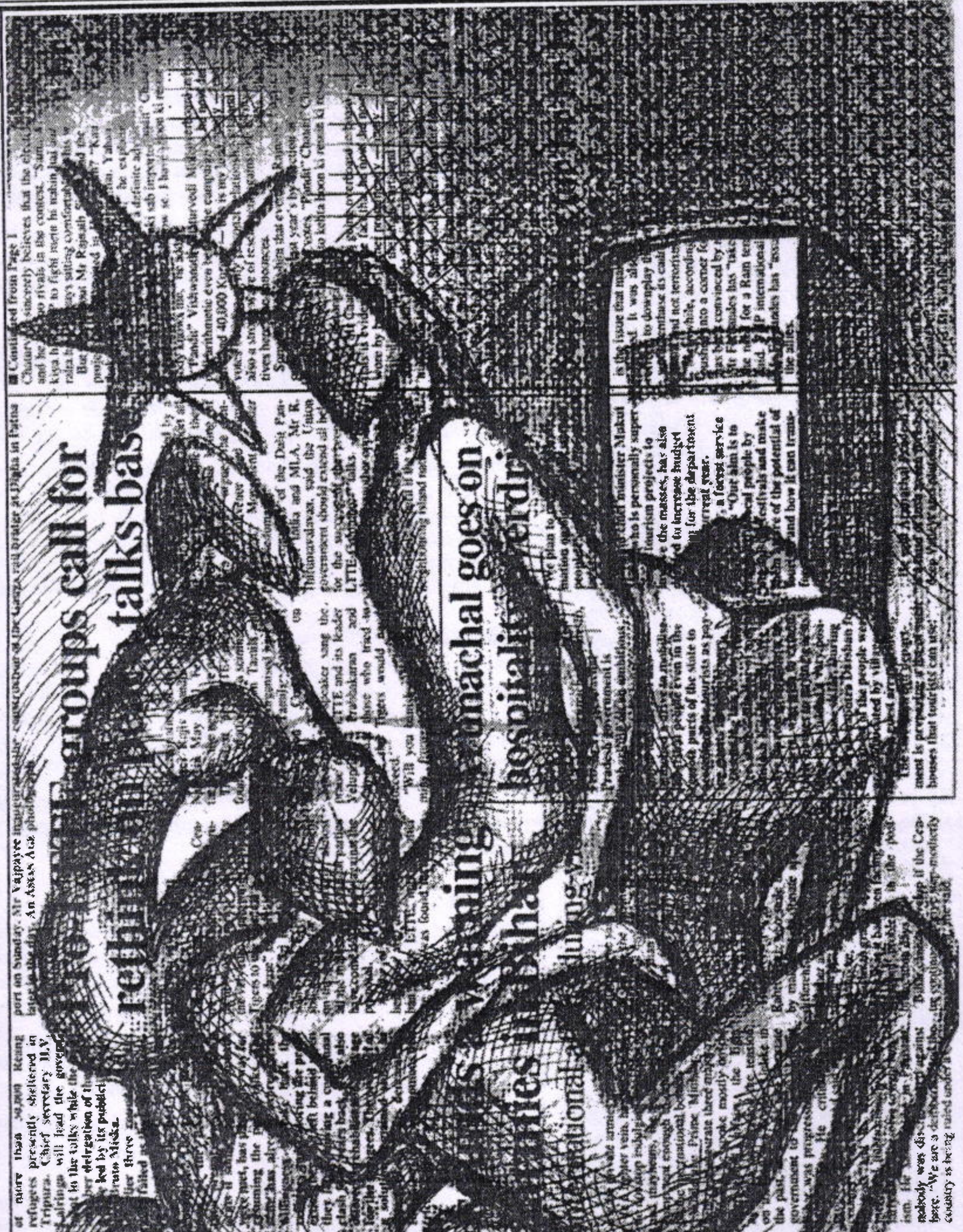
কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব

অষ্টম বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • বইমেলা ২০০২ • মূল্য : দুই টাকা

দেশ প্রেমিকেরা দাড়ি কাটুন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশ নামক তথাকথিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকাটি তার বিশেষ সংখ্যা করে যার দাম ষাট টাকা, প্রচ্ছদ কাহিনী 'সঞ্চয়' এবং ফ্রী দেওয়া হয় গোদরেজের শেভিং ক্রীম ও ব্রাশ। পত্রিকার শেষে একটি দু পাতার প্রশ্নপত্র— উপহার আপনার কেমন লেগেছে? আর কি কি দেওয়া যায়? পত্রিকার মান নেমে গেছে কিনা : ইত্যাদি, তিনটি বা চারটি উত্তরের Option সহ। অবশ্য আরও একটা জিনিস ফ্রী ছিল— নীললোহিতের নতুন সম্পূর্ণ উপন্যাস— তার যা স্ট্যাণ্ডার্ড তাতে ওর জন্য আলাদা ক'রে পয়সা দেওয়া যায় না— তবে নীললোহিতের বয়স সাতাশ ও তার দাড়ি নেই, তাই হয়তো দিকশূন্যপুরের যাত্রী গোদরেজ শেভিং ক্রীম ও ব্রাশের নতুন মডেল হিসাবেই দেশের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-এর সৃষ্টির উপর থেকে কপিরাইট উঠে গেছে— আমরা খুব খুশী। 'দৈনন্দিন রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়ে একটা এক ফর্মার চিলতে কালেকশন বার করবো ভাবছি, আর যে যাই বলুক 'সে'টা তো সঠিক উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদেরই পাওয়া উচিৎ— বিশ্বভারতীর নয়। যদিও রঞ্জনদা বলল কোন্ কোন্ সব পাবলিশার-এর ঘরে দেখেছে 'রবীন্দ্রনাথের গল্প সংকলনের কভারে রিভলবার হাতে একটা লোকের ছবি, 'ক্ষুধিত পাষানের' কভারে আজিজুল হকের ছবি— কে জানে ইয়ার্কি মারছিল কিনা— এবার বইমেলাতে এটা অবশ্য দেখবার মত বিষয় হবে। তবে আনন্দবাজারে শঙ্করলাল ভট্টাচার্য রবীন্দ্রকপিরাইট উঠে যাওয়া বিষয়ে একটা লেখা লিখলেন যেটা সত্যিই বেশ ভালো, কিন্তু 'খারাপ দিক' গুলোর মধ্যে শেষ পয়েন্ট ছিল "রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি ব্যবহার করে রামাশ্যামার কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদ।" ব্যস মাথাটা বিশ্রী ছিটকে গেল, ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে রামাশ্যামা ছাড়া অন্য কিছু ভাবার যে বিশ্রী বাঙালী বদ্ধতা— সেটা থেকে বেরোনো বোধহয় আমাদের পক্ষে আর কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আমার এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়াও বিরূপই হবে আপনার মনে, কিন্তু fact গুলো বলে দিই। একজন ভদ্রলোক বাহাত্তর বছর বয়সে ছবির মতো কিছু আঁকা শুরু করেন ইউরোপ ভ্রমণ ও মিউজিয়মগুলো দেখবার পর। তখনকার ইউরোপীয় ছবি বলতে প্রবল ভাঙচুর, ইমপ্রেশনিজম এক্সপ্রেশনিজম ইত্যাদি— যখন হিজিবিজিই হল আসলে ছবি, তখনকার সমাজ ও প্রযুক্তির ভূমিতে দাঁড়িয়ে— তখন ইউরোপেরও যে দশবারো জনকে আমরা আজও আর্টিস্ট বলে মনে রেখেছি তাঁরা ছাড়াও তো ছবি ও আর্টিস্ট হিসাবে লাখ লাখ হিজিবিজি ও হাজার হাজার বেনোজল ছিল— রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মতই একজন 'হিজিবিজিকার' ভিন্ন কিছু নন। রবীন্দ্রনাথের ছবির গুরুত্ব শুধু এইটাই যে ওগুলো রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বেরিয়েছিল। অবশ্য অবন বা নন্দলাল যদি না পারেন, উল্টে রামকিংকর-এর বিরুদ্ধতা করতে থাকেন, রবীন্দ্রনাথের নিজে আঁকা ছাড়া আর কিই বা করার থাকে? আর 'ফর্ম', যেমনটা বলা হয় রবীন্দ্রনাথের ছবির ফর্ম নিয়ে— অনেক আর্টিস্টই সারাজীবনেও ফর্ম খুঁজে পাননা; অথচ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন— ৭২-এ শুরু, এরপর হাতের ফর্ম বদলাতে পারে? আপনি আপনার বাড়ীর সবচেয়ে বয়ঃবৃদ্ধ লোকটিকে দিয়ে যদি একশটা ছবির মত কিছু আঁকান সেগুলো সবই একটা নির্দিষ্ট ফর্মে হবে। রবীন্দ্রনাথ সাহসী ছিলেন এবং ছবি আঁকার সাহস দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর' বা গুরুদেব হয়ে ওঠার পর— তিনি নিজেও জানতেন ছবি আঁকিয়ে হিসাবে তিনি রামাশ্যামা ব'লে কালচারাল হায়ারার্কি যাদের হ্যাটা করে তাদের থেকে বেশী কিছু নন—



But our lot crawls between dry ribs / To keep our metaphysics warm.

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

ফ্লোরিডায় এক কিশোর পকেটে লাদেনকে অভিনন্দন জানানো চিরকুট রেখে, সেসনাবিলা প্লেন নিয়ে গুঁতো মারে এক বহুতলে — এ ঘটনাকে কি বলা যায় — উদ্ভট মানসিকতা ছাড়া!

CESC কে অ্যাসেট সারচার্জ বন্ধ করতে বললে তারা পুরো মামাবাড়ীর আবদারের মতো — না, তাতেও ঠিক না, এ যে ছোটবেলায় ফুটবলটা যার সে খেপে গেলে যেমন যাকে তাকে বলতেই পারতো 'যা, তোকে খেলা নেব না' — ঠিক সেইরকম যখন তখন লোডশেডিং করে দিতে থাকে — একটা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাকে নিয়ে এরকম অদ্ভুত আচরণ এবং তারপরেও এ ঝগড়ে গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী এ রাজ্যে চুটিয়ে রাজত্ব করে যাবে? CESC প্রতিটি গ্রাহকের বিলে কি কারচুপি করে তা বোঝা সহজ নয় — কারণ হাজার চেষ্টা করেও আপনি আপনার বিদ্যুতের বিলের অর্থ — experimental poetry-র মতোই উদ্ধার করতে পারবেন না। সি পি এম এর অবেবন নীলমনি শিল্পপতিটি (প্রেমসে ঝগড়ে ছাড়া আর কিছু নয়, HMV-র আর্কেস্ট্রা পালিসি দেখলেই বুঝতে পারবেন) কোনোদিন এজন্য সমস্যায় পড়বেন না।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীরা অটল বিহারীকে 'GO BACK' জানিয়েছেন যে কারণে সেটা বাদ দিলেও এটা বিশ্বভারতীর কলঙ্ক যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মত একজন ধর্ম নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা লোক আতিথ্যের(!) বদলে তাদের আচার্য।

অন্যদিকে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতার শেরিফ হলেন। কবি শেরিফ, কবি মুখ্যমন্ত্রী, মহিলা কবি ঔপন্যাসিক হোমরা চোমরা বিরোধী নেত্রী-র মাঝে আমাদের এই কবিতার কারাও আছে ভাবলেই জগৎটা হাঁসজারু হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিলের নতুন প্রস্তাবকে স্বাগত জানান হাফ পাউন্ড কাঁচা পাঁউরুটি দিয়ে গ্রামের ছেলেদের আমাশা না বাড়িয়ে দু মুঠো ভাত দেওয়া অনেক সুবিবেচক কাজ। তবে শিক্ষকদের ম্যানেজমেন্ট কোর্স-এর নামে আবারও শিক্ষাখাতে বরাদ্দের টাকা নয়ছয় করার প্ল্যানও পাশাপাশি রেখেছেন সরকার বাহাদুর।

সোনাগাছিতে ঋতুপর্ণা কি দেখতে গেছিলেন কে জানে — সেখানে তো তাঁর ঢংটাই নকল করতে হয় মহিলা যৌনকর্মীদের, তা কি তার পরিচালক জানেন না, নাকি 'অভিনেত্রী কত মিরিয়াম দেখো' এমন হাইপ তোলা হবে।

আরও অদ্ভুত জিনিস করেছে বইমেলা কর্তৃপক্ষ — টিকিটের দাম একটাকা বাড়ানো হল, কেননা বীমা করা আছে। তাহলে পাঠক, ভয় নেই বীমা করিয়ে ঢুকছেন বইমেলায়, নিরাপদে পুস্তকপ্রেমী, নিরাপত্তা পকেটে নিয়ে — আমাদের উসকানিতে তাতে খাবার দরকার নেই — যে তাওয়ায় বসে আছেন তাই যথেষ্ট। হরেক রকম খাবার খেয়ে বইমেলাতে দু টাকাতে আমাদের কাগজ কিনেছেন বলে ধন্যবাদ — আর যদি জ্বালা কমাতে মন চায়, তাই বলে দিই — দৈনন্দিন তোমারও সৃষ্টিশীল স্বাধীন জোরের মুখপত্র এবং আত্মপুরাণ দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক।

সক্রিয় হও অংশগ্রহণ করো.

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সীমান্ত ১৯৮২

মনে পড়ে অনেকদিন আগে বাড়ি ছেড়েছিলাম। আমরা সবাই, রাত্রের ট্রেনের হুইসিল— ডিসট্যান্ট সিগন্যালের রক্তচোখ আর একজন সঙ্গীর মৃত্যু, সব মনে আসছিল আর চোখে পড়েছিল একসঙ্গে অনেক নৌকার নিরুদ্দেশের একটা সংবাদ।

প্রস্তুত হই। পাপ কাজ সেরে এসে, বসি — আবার প্রস্তুত হই। শীত শেষ। বাতাসে উষ্ণতা। কয়েকটা আখের ছিবড়ে পড়ে থাকে ছাতময়, শীত খেয়ে গেছে সব রস। ধুলো, অতীত যেন টান টান হয়ে ফুটতে ফুটতে হাওয়ায় হাওয়ায় মিশে যায়। গাঁদা গাছের ওপাশে পচা পাতার গন্ধ; ঝরে পড়া বন্ধুদের ছায়া। অদ্ভুত লাগছে কারো চিঠি না পেয়ে — সমকালে সবাই ব্যস্ত, অসুখে। সারাবেলা পায়রারা এ ছাত ও ছাত করে উড়ে যায় সীমান্তের দিকে সার সার — কেউ থেমে নেই আর।

সীমান্তে কি গিয়েছ কখনো — আমার সীমান্তে কোনো বন্ধু নেই। কিংবা সীমান্তেই মিশে গিয়েছে সবাই; আমাকে বলেনি কেউ। তোমাদের সীমান্ত কেমন, সেখানে আজও ফুল ফোটে? আমাদের সীমান্ত, লাল ফুলের ভারে এখন লাল — আর নদী অন্ধকার আবর্জনাভার বুকে সরে গেছে কতদূর আড়ালে আড়ালে।

ইতিকথার পরে

অমরকণ্টক পাহাড়ের মেহগনি গাছ মরে গেল। গাছের কিছুটা ডালপালা এনে রাখি — দেখি মাটি, আর দুপাশের জলার ওপর দিয়ে গাছের খুব পুরোনো আর বিবর্ণ আত্মাদের ডানা মেলে ভেসে যেতে। আর অনেক দূরে সমুদ্রতীরের সেই শহর আর এই সাজানো ছবি এ দুয়ের মাঝখানে নিজেকে লুকিয়ে কাঁদছি — মনে পড়ছে অনেক কথাই। আজও যা মনে হলে ভারসাম্যহীন হয়ে যাই। শূন্য, ফাঁকা। এই এত রাতে গাছের পাতারা হাসছে। কান্নায় জমে যাওয়া বহুকালের হাসি। গাছ আমি জল দেব তোমাকে — অথচ কী ওষুধে সতেজ থাকে গাছ, পাতা জানিনা কিছুই।

হেঁটে হেঁটে মরুশহরের দিকে যাই। বন্ধুরা বন্ধুদের চিঠি দেয় শুনি। অপেক্ষা করি না আর — ক্লান্তিহীন ঘুরি। অবশেষে চার্চ রোড। ফিরে আসে দিন, শহীদ দিবস। চার্চ রোড — আমার খুব প্রিয় রাস্তা; একা নির্জন। আলোছায়া মাখা সেইসব ভোর ওখানেই। শূন্য পাহাড়গুলি ডিঙোতে কেউ আসেনিকো। আর মাথা তুলে আছে বিরাট ঘড়িটি।

বোবা যুদ্ধ

মাঝে মাঝে এত অর্থহীনতার সদুত্তর খুঁজি; হন্যে হই — কেন মেতে থাকি, মেতে যাই। দ্রুত দিন শেষ হয়, দ্রুত রাত — স্মৃতিও অক্ষত থাকে না, থাকেনি। অথচ এই নীরবতা — মাঠ, জলা, দূরে দূরে ছড়ানো ছড়ানো প্যাগোডার মতো বাড়ি; একটা সময় হলে অনেককিছু ঘটে যেতে পারত। বিষাক্ত সাপগুলি পাশ ফেরে — সমস্ত স্মৃতি জুড়ে বিপদের ঘোড়া ছুটে যায় আর তখনই সাঁড়াশির মতো কালো আঙুলে গলা টিপে ধরে কে যেন একটা শিশুকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।

মরা চাঁদ অনেকটা লাভা ঢেলে দিল পরিচিত আকাশে। ওই আকাশ দেখেছে আমাকে — ছোটোবেলা, সুদিন-দুর্দিন। বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই, বাতাসে হিম আর গঙ্গাজলের মতো ঢল। মনে পড়ে সেই তখন কত রাত আর একা, কেবল একা ভেসে যাওয়া। মৃত নাবিকদের পরিত্যক্ত ভেলাগুলি যদি ফিরে আসে কোনোদিন — ভাবতাম। শুধুই ভাবতাম, ভাবা ছাড়া করারও ছিল না কিছুই। তারপর রাত আরও বেড়ে গেলে যখন ইথারে অ্যালকোহলের কটু গন্ধ, গুলির শব্দ, যুদ্ধের প্রস্তুতি ভাবতে ভাবতে তখন সেই দেহ ভেতরে-বাইরে ভেঙে যেত। রাতের পুকুর থেকে জল নেমে নেমে ভিজিয়ে দিত তার সর্বাঙ্গ — খসে পড়া পাতার স্তূপের নীচে একটা গিরগিটি তখনই অকারণ কেঁপে উঠত; শুধুই কাঁপত।

কিছু কাজ বাকি থাকে মৃত্যুর পরেও

দীর্ঘ কোনো ব্যস্ততায় থাকা অনুচিত। কতদিন সু-বাতাস তোমার কথাও ভাবিনি; তাই চলে গেছ। এ পাড়া ও পাড়া পেরিয়ে সমুদ্রতীরের সেই শহরে। রোদ্দুরের দিকে চোখ পড়ে গেলে আবার মনে পড়ে তোমার কথা। তোমাদের কজনার গল্পই আর সেইসব দিনগুলির কথাও যখন মন শুধুই তোমাকে পড়ত। মাথা জুড়ে কেবল বিদ্যুৎহীনতার অন্ধকার। ধরে রাখতেই তো চেয়েছিলাম কত বেশি করে, কত কিছুই তবু শুকিয়ে যেতে যেতে তারপর কোথায় যে চলে গেলে তোমরা — কোন হাওয়ায় ভেসে গেল আঁচল; আজও খুঁজি। না কি এও চেয়েছি আমিই?

কত কাজ পৃথিবীতে অপেক্ষায় থাকে কে জানে। কাজের শেষ নেই আজ, কাজের শেষ নেই কালও। খুব বেশি করে মনে পড়ে সেই সব রাত আর যদি কোনোদিন ভোরে উঠি হয়তো আবারও দেখব মাঠ-জলা-মৃত নক্ষত্র কুয়াশায় ধূসর হয়ে যাওয়া শাখাটি সবুজ — আরও কার ভিজে ওঠা মুখ।

পর্বান্তর

যন্ত্রণা বাসা বেঁধে থাকে। উপশমের জন্য আবোলতাবোল। কতদিন যথার্থ একটাও শব্দ বলিনি। হয়তো চেষ্টায় কিছু হত — কেননা সারাদিন বৃষ্টি নেমেছে — জোড় খুলে যাচ্ছে একের পর এক, বিচিত্র। অন্যকিছু তবু তাও তো হচ্ছে না শুধু একটা টান নড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু একটা ধুলোর বলয় নাড়িয়ে দিচ্ছে এদিক সেদিক।

অতীতের গাঢ় দুপুরগুলি ফিরে আসে। নদীপারের গাছপালার ফাঁকে ঢলে পড়ে সূর্য। সীমান্তে ভেরীর শব্দ। রাজা ফিরে এলেন, না কি আগুন লাগল কোথাও? জলে জলে যন্ত্রণা আঁকা হয়। মানুষ ছিল, সেইসব আবিষ্কারের দিনগুলিতে যখন নতুন পৃথিবী আর তার বুক উজাড় করা মণিমুক্তোয় ভরে উঠেছিল অবগাহন — মানুষ তখনও ছিল, ডুবুরিরা। আজ কিছু নেই। চর জুড়ে বিষণ্ণ বিউগল নীরবতার — সমস্ত আকাশ বাতাস ছুঁয়ে ধরে থাকে তোমার পৃথিবী।

অবশেষে একদিন গাছপালার জঙ্গল সাফ হয়ে যায়, নতুন ঘরদোর। এই-ই আমাদের জীবন, অলৌকিক বাঁশি বেজে ওঠে।।

ছুঁতে চাই

আকাশ ভেঙে রোদ পড়েছে দ্বীপের ওপর। শীতের শেষ সূর্য। একটু পরেই শুরু হচ্ছে বনভূমি। অন্ধকার পশ্চিম থেকে ক্লান্ত বিমান এক উড়ে আসবে ভোরবেলা। কে চালাচ্ছে তাকে? যন্ত্র কাজ করে চলে — রুপোলি সূর্যরেখা ঝিকিয়ে উঠছে ওইসব দিগন্তে। মনে পড়ে কবে যেন জাহাজ নিয়ে গিয়েছি, শুধুই কালো গর্ত — পৃথিবীকে দেখাত তাই। কিন্তু না দেখেই ফিরে এসেছি আবার দলে দলে। কেন আজও বুঝি না কেবল যন্ত্রণা না শুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আনন্দ হতে থাকে।

ছুঁতে চাই জল-মাটি-রোদ আর গাছপালা — বাতাস ও বাড়ির গন্ধ — নির্জন ঘাসের দুপুরগুলি, রাতের সব গ্রহনক্ষত্র আর ভোর। চায়ের দোকানে আঁচ দেবার ধোঁয়া আর একাকী নির্জন নদী। শ্মশানের ছায়াচ্ছন্ন বিকেলগুলি। যেখানে আমি ছিলাম — আমার মতো অনেকেই — ছোটোবেলা যা মিশে গেছে রেলব্রিজ পার হয়ে কুয়াশায় কুয়াশায়।

—রঞ্জন সরকার, ১৯৮২

উপরের কবিতাগুলি রচনার সময়কাল ১৯৮২। তখন রঞ্জনদার বয়স আঠেরো। আঠেরোর রঞ্জনকে দৈনন্দিনের পাতায় পেয়ে আমরা খুশী। রঞ্জনদার বর্তমান দৈনন্দিন কবিতার আশায় রইলাম। —সম্পাদক

To whom it may concern ....

যারা জীবনের কোন না কোন এক সময় মুক্তির কথা ভেবেছো, জীবনের কোন না কোন সময় দেশোদ্ধার করার কথা ভাবতে গিয়ে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বাপ-মা সহ নিজেকে উদ্ধার করে দিয়েছো— ব্যক্তি, সমাজ; ব্যাষ্টি, সমষ্টি; পীর, ফকির; বাউল, বোষ্টম; ভাববাদ, বস্তুবাদ নিয়ে ভাববাদী আলোচনায় মত্ত থেকেছো; যারা ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ভাঙ্গা পাঁচিলে অথবা চায়ের দোকানের বেঞ্চে সকাল দশটা থেকে বেলা দুটো এবং সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত দশটা অবধি বকে বকে অবশেষে পাছা ঝাড়তে ঝাড়তে খোপে ফিরে গেছ, যারা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে কিছু একটা বলতে চাও, যারা প্রেমের প্রচণ্ড উন্মাদনায় পাগল হতে হতে অন্নের জন্য বেঁচে (মরে) গেছ; যারা সঙ্কুচিত শিশু এবং তার অবলা মাকে দেখে কষ্ট পাও অথবা যাদের উপযুক্ত জিনিসে ঘেন্না লাগে এবং উপযুক্ত জিনিসে ভালোবাসা জাগে। মাঝে যাদের মোটের উপর হাত পা নাক চোখ মুখ পোদ সব ঠিকঠিক জায়গায় আছে— তাদের উদ্দেশ্যে এই ইস্তাহার।

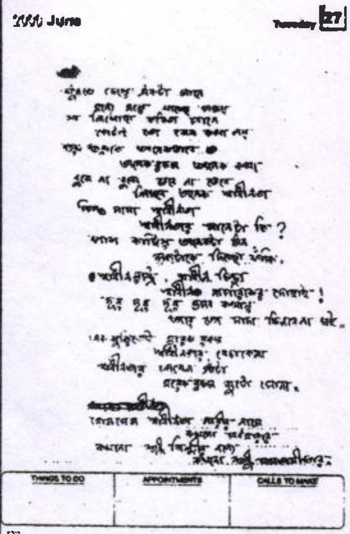
বন্ধুগণ—

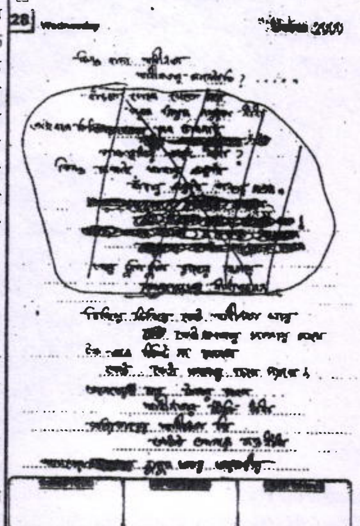
এই পৃথিবীতে সভ্যতা বলতে যে পদার্থটির কথা বারবার বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়, তা যে আসলে সভ্যতা নয়, একথা বহুবার বহু বোকা থেকে বহুভাবে বলবার চেষ্টা করেছে, আমরা সেই বোকামিটা আর করব না। আমরা শুধু ওদের টর্চ লাইটের আলোর দিকে পেছন ঘুরে দাঁড়িয়ে যাবো আর শ্লোগান দেবো হে উ....। আমরা তথাকথিত সংগঠিত নই, আমরা তা চাইও না— আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তুলতে চাই। তাই আমরা সকলে মিলে ওদের দিকে পেছন ঘুরে বলব হে....উ। আমাদের জীবনে আমরা অনেকে অনেক কিছু পারিনি। মানে পারা বলতে যেটা ওদের ভাষায় পারা, যেমন সকাল বেলায় হেগে মুতে সেজে গুজে বেরিয়ে পড়ে সারাদিন ইধারকা মাল উধার আর উধার কা মাল ইধার করে খোপে ফিরে আসা আর রাতে ঢেকুর তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়া— এঁটা আমরা পারিনি একা নাকি একটা মস্ত বড় কাজ ছিল আমাদের পারার জন্য। এটা আমরা যতবার শুনবো, ততবার খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসব আর বিড়ির পোড়া টিপে চুড়ে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলব হে....উ (এটা আমাদের কেন্দ্রীয় শ্লোগান)!

বন্ধুগণ সকল দর্শনের একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। আমাদেরও আছে। এই শহরের কোণায় কোণায়, গঙ্গার পাড়ে, চায়ের দোকানে বেঞ্চের অট্টহাস্যে। শিয়ালদহ স্টেশনের হৃহু করা বিদায় কালে যে সব মুহূর্ত ইতিহাস রচনা করেছি তার সব সংকলনের বিষয়ই হল আমাদের Macro cosun in micro cosun. আমাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী হল প্রেম যা দিয়ে আমরা পড়তে পড়তে প্রমাণ করে দিতে পারি যে এই সভ্যতার সবটাই অর্থহীন, এভাবে বলা যেতে পারে সভ্যতা tends to অর্থহীনতা। আমরা চাই পৃথিবীর সকল লাভের বন্ধুদের জমিয়ে দিতে আমরা বেঁচে আছি বহাল তবিয়তে। আমাদের প্রবল অস্তিত্ব নিয়ে। এসো যোগাযোগ করি। ভালোবাসার তরঙ্গ পাঠাই খাঁচা থেকে খাঁচায়।

বন্ধুগণ —

যদি তুমি মানুষ হও, আর একবার কখনও কোথাও কোন এক মুহূর্তে কিছু দেখে কিছু শুনে অথবা কিছু ভেবে যদি তোমার আনন্দে পাগল পাগল লেগে থাকে, যদি কখনও জীবনের কোন অনুভূতিকে তোমার অনির্বচনীয় বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলেই জেনে রেখো যে তুমিই একজন মানুষ। যদি কখনও তুমি নিজেকে 'আমাদের' বলে ভাবতে পারো — জেনো তাহলেই তুমি হয়ে গেলে 'আমাদের'। আর তখনই তোমার খাঁচা থেকে তরঙ্গ পৌঁছবে আমাদের খাঁচায়। শিহরণের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলবে। পথে ঘাটে ভীড়ের মাঝে হাজার মানুষের মিছিলে দেহটাকে হালকা করে ভাসিয়ে দিয়ে যখন তুমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছো তখন তুমি এটা জেনে রেখো — যে তোমার পাশে পাশে যারা ভেসে চলেছে, তাদের মধ্যে একটু একটু করে 'আমাদের' আছে। একবার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে জিগ্যেস করো পৃথিবীটা সুন্দর কিনা — দেখবে সে 'আমাদের' হয়ে গেছে। আর এভাবে একদিন পৃথিবীটা আমাদের হয়ে যাবে। তখন ওদের টর্চলাইট সদৃশ তর্জনী গুলো দেখে 'আমাদের' হাসি পাবে। কারণ তখন আমরা একসাথে ওই আলো ভেদ করে চলে যাবো। আর বলে যাবো হে — উ —।





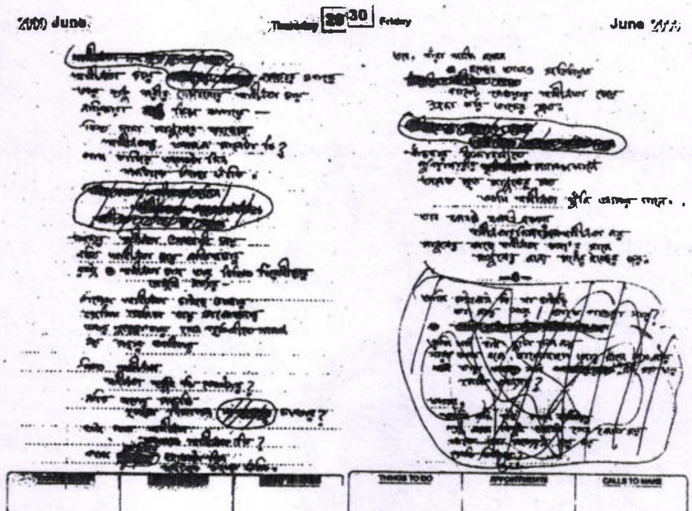
ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৮) মৈনাক সিন্‌হা

অনেক বারই মনে হওয়ার মত এগোবো কি? ভালোলাগা, প্রেমে পড়া, আপন কায়দায় আজও সেই পুরোনো পথ ধরে হাঁটা, এই পথ যদি না শেষ হয়, যদিও সম্পর্কের কাঁটাতারের গণ্ডীতে আটকে পরার এই স্বতঃস্ফূর্ত আল্‌হাদ্, নাঃ, কখনো সে পথটায় স্বতঃস্ফূর্ত হাঁটা হয়নি। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ষোল আনা আল্‌হাদিত হতে চাওয়ার আকাঙ্খা। ভাবতে পারা, লিখতে পারা যতটা সহজ, গলা নিঃসৃত মকধ্বনিতে প্রকাশ করা, আটকে যাওয়া, অথবা সেই গাড়ীটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তাবর্তিতায় প্রথম বাম্পারেই হতোদ্যম হয়ে ব্যাকগীয়ারে গাড়ীকে আবার পূর্ববর্তী স্থানে অর্থাৎ যে স্থান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং নিউট্রালে চালান করে দিয়ে বসে থাকা আবার আরেক মাহেন্দ্রক্ষনের অপেক্ষায়। আসলে যে র‍্যালীতে বেরোনোই হয়নি যথাযথভাবে, পথ শেষ হয় না। 'যদি' বাচ্য, আসলে র‍্যালীর শেষ বা সেই র‍্যালীর নির্দিষ্ট পথের শেষ, সেটা 'যদি' নয়, তবুও হয় না সম্পূর্ণ করা হয় না যে কারণে এড্স্ এর থেকেও মারাত্মক কিছু। কিন্তু হতোদ্যম হলে বৈজ্ঞানিকদের চলে না, প্রতিষেধক শেষমেশ বার করতেই হবে।.....

প্রাথমিকভাবে ডিফেন্সটা ফ্রন্টফুটেই করতে হয়, তবে সেটা বলের লাইন বুঝে, কেননা মাত্রাতিরিক্ত শর্টপিচ বা শর্টপিচ বলকে ব্যাকফুটে খেলাই ভালো, ফ্রন্টফুটে কভার ড্রাইভ, স্ট্রেট ড্রাইভ এবং যে কোনো ড্রাইভ সম্ভব যেমন ব্যাকফুটে স্কোয়ারকাট, লেটকাট, হুক, পুল তবে সবই ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যানের ডানহাত আর বাঁহাতি ব্যাটস্‌ম্যানের বাঁ হাতকে কমজোরী রেখে, উভয়ক্ষেত্রেই বিপরীত। অন্য হাত দুটোতে জোর রাখতে হয় সাঙ্ঘাতিক। অবশ্য ইয়র্কার এর ক্ষেত্রে অন্ দ্যা টো ফ্লিক করাটা শুধু অভ্যাস নয়, চোখের মারাত্মক কাজ, তা না হলেই পড়ে যেতে পারে তিনকাঠির একটি, এই শটটা ফ্রন্টফুটেও নেওয়া যেতে পারে এবং গ্লান্স করার ক্ষেত্রেও বলকে একটু বেশী অ্যালাও করা ভালো। তবে সময়জ্ঞানের ব্যাপারটা সর্বোপরি, অভ্যাস + দৃষ্টিশক্তি = রিফ্লেক্স।....



আমি চাইলে কি যা চাইছি হয়ে যায়?
যাকে চাই তাকে সত্যি কি পাওয়া যায়?
বড় তৃষ্ণায় সব চাওয়া শুকিয়ে যায় —

আমি যদি চাই আর দুটো দেশ নয়
যারা কথা বলে ভালোবাসে বাংলায়
তারা যদি এক হতে চায় সেকি অন্যায়?

আমি আমি আমি চাই
মঠ মসজিদ গীর্জাতে ভাই
হোক লক-আউট হোক ধর্মগুরুরা ছাঁটাই —

আমি চাই সাদা চোখে সাদা কালো দেখুক সবাই
আর সব রঙীন ছবিগুলো
সূর্যের আলোয় হোক যাচাই —

আমি চাই হাতে হাতে হাতাহাতি নয়
যে হাতে ধান বোনা ধান কাটা হয়
যে হাত ঘামে ভেজে কলে-কারখানায় —

চাই সেই হাতে হত্যার বদলে
হাত দিয়ে যেন কবিতাই লেখা হয়
হাতে হাতে একসাথে কেটে যাক সংশয় —

চাই বিশ্বাস ঐ হাত দুটোতেই
হাতের রেখায় নয় তো কোনো মতেই
চাই পড়ুক ছাই জ্যোতিষীদের বাড়া-ভাতে —

আমি চাই সাদা চোখে সাদা কালো দেখুক সবাই
আর সব রঙীন ছবিগুলো
সূর্যের আলোয় হোক যাচাই।

*স্বরলিপি পরবর্তী সংখ্যায়

(ক্রমশঃ)

বইমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতার পাতা

দুঃসময়

দূরে চোখ নিবদ্ধ রেখেছি, দেখি, সাদা কবুতর
কিংবদন্তির দেশে উড়ে যায়, হাওয়ায় হাওয়ায়, মানবিক
স্বপ্নময় — এ স্বপ্নই প্রতিদিন নির্মাণ করেছি, অন্যদিকে
দুঃস্বপ্নের বাজ তাকে ধাওয়া করে আজ, ভাবি
নিয়ত এ যুযুধান দুই অস্তিত্ব নিয়ে এ পৃথিবী একচক্রযান,
নিজেরই কল্পিত মরুদ্যান হয়ে ওঠে মরিচিকা

আহ্নিক গতির আত্মকেন্দ্রিক পরিধি জুড়ে দিন রাত্রি হয়ে
দ্বিরাচারী কায়মন, যেন একচক্রযান দুপায়ে চালাই।

—দেবদাস আচার্য

শুধু জ্ঞানের কথা ভাল্লাগে?

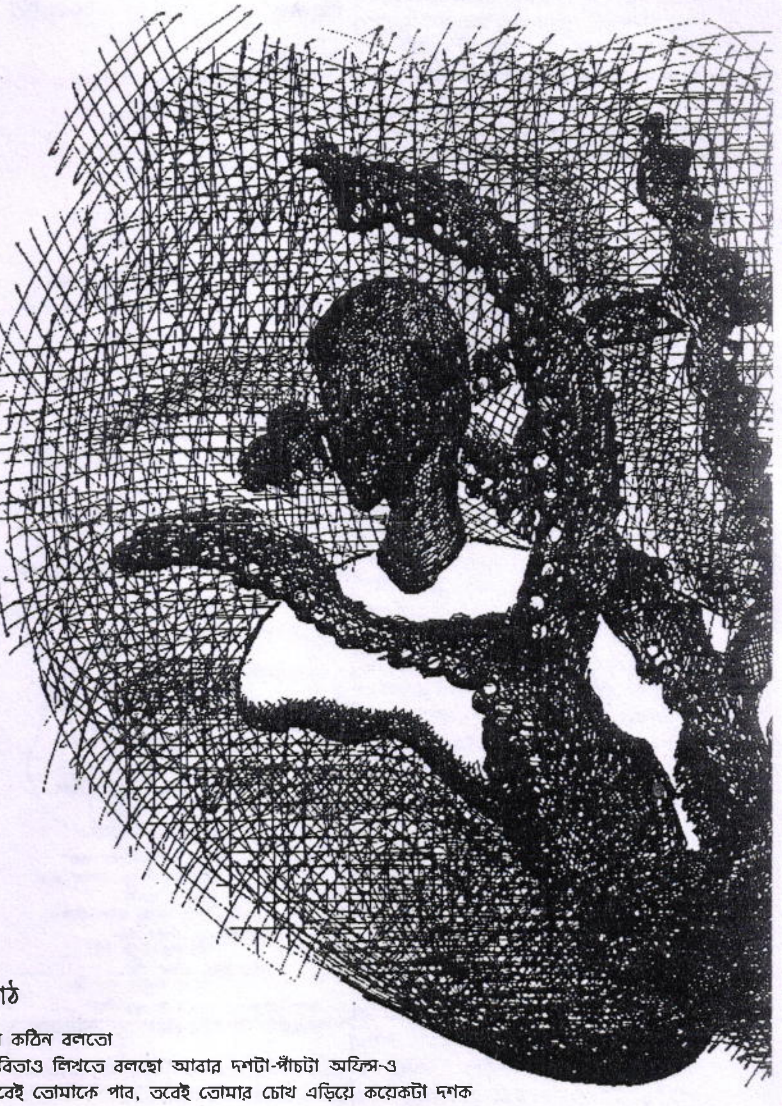
কৃষ্ণনগর লোকালে আসছি — উল্টোদিকে একটা বাচ্চা মায়ের সঙ্গে চলেছে। পাশের ভদ্রলোক স্বভাবে বাচ্চা ভালোবাসেন। একথা সেকথায় আলাপ জমান। বাচ্চাটির হাতে লেবুওলা উঠতে কমলালেবু দেন বলেন 'নাও, বড়রা দিলে নিতে হয়।' দেখুন এ সব নিয়ে না ভাবাই ভালো — ভাবতে বসলে...। যেমন ধরুন এ বিষয়েই — 'বড়রা দিলে নিতে হয়।'

'ওকি অভ্যাস, চেনা নেই জানা নেই যে কেউ কিছু দিলেই তুই হাত পেতে নিবি — অসভ্যতা না?' (মা-র বাড়ি গিয়ে / নিতে নেই অর্থে)

আর — স্টেশনে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ —
'ট্রেনে অপরিচিত ব্যক্তির হাত থেকে কোনো খাবার খাবেন না।'

তাই ভাবি — এরকম নীতিবাক্যমালার মধ্যে ও বড় হতে থাকবে — যা একসময় ও ঘেন্না করতে শুরু করবে আরো আরো বড় হলে এই কথাগুলো আওড়াতেও। তারপর ধরুন গিয়ে...।

—অমিতাভ সেনগুপ্ত



প্রান্তিক নীরবতা

আরো কত দূরে গেলে কোলাহল ম্লান হয়ে আসে —
বিচ্ছেদের গাঢ় স্বাদ ভেসে ওঠে সুখ-সর্বনাশে?
কুসুমের গাঢ় নীরবতা, শব্দহীন রূপের সজ্জায়
স্তব্ধ ক্যাকটাস বীজ, প্রকৃতির এই অসহায়
প্রেম তবু ভালো লাগে, অস্পষ্ট ভীড়ের মাঝে, হায়,
সম্পর্কও ধ্বনিশূন্য হয়। সামুদ্রিক বাতিঘর আর,
ধূমকেতু বুকে জমা পৃথিবীর লোনা অন্ধকার
কোন মন্ত্রে দীক্ষা দেয়? কার কোন ইচ্ছেতে হঠাৎ
একত্রে গর্ভধারন? এর চেয়ে ভালো গর্ভপাত!
শব্দময়-বর্ণময়-কোলাহল ক্লান্ত পরিচয়
রক্তপাতে ভ'রে তোলে গাছেদের বিষণ্ণ হৃদয়।
প্রতারক আলো আর সম্পর্কের পিছুটান ছল;
মদির কটাক্ষ জুড়ে নেচে ওঠে মূঢ়-দাবানল!
এই সব থেকে দূরে কোলাহল ম্লান হয়ে আসে —
বিচ্ছেদের গাঢ় স্বাদ ভেসে থাকে সুখ সর্বনাশে!

—কৌশিক দে



কাঠ

কী কঠিন বলতো
কবিতাও লিখতে বলছো আবার দশটা-পাঁচটা অফিস-ও
তবেই তোমাকে পাব, তবেই তোমার চোখ এড়িয়ে কয়েকটা দশক
বেয়ে বেঁচে যাব হয়ত।

তোমার সহ্য হবে কি হবে না তা-ও জানি না
যেটা সত্যি, তা হল :
তোমাকে আর এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না

যে কাঠ জ্বালিয়ে রাখ প্রসূতি ঘরে আবার সেই একই সদ-বংশজাত কাঠ
জ্বালিয়ে তোল শেষ চিতায়, মাঝখানে সারাটা জীবন ধরে
এ-ভাবেই জ্বালিয়ে রেখেছ কাঠ! কাঠ; আর কাঠে গেঁথে যাচ্ছে পেরেক
তুমি কিন্তু পেরেকের কিছুই করতে পারো নি
কাঠ জ্বেলেছ, কাঠ-দগ্ধ তাপ জ্বেলেছ, তোমার সেই হাড়-মাংস দগ্ধ ধোঁয়া
চোখ মুখ জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার, আমার প্রিয় গোলাপী ফুসফুস
অতিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণে হাঁফিয়ে উঠেছে

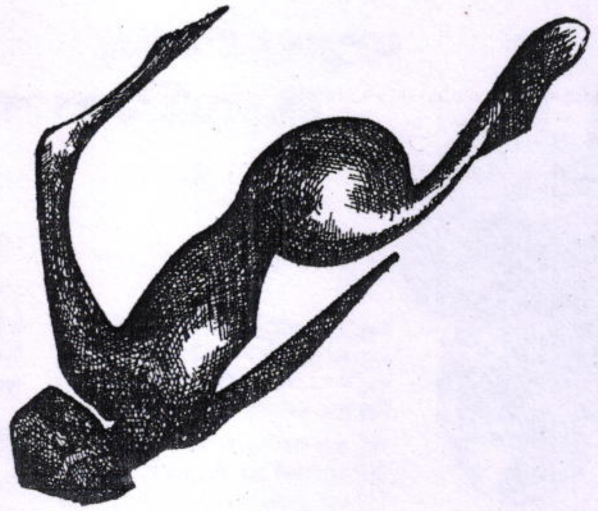
তাই নিয়ে
কবিতা লিখলে লোকে হাসবে

কী কঠিন বলত তুমি, ওহো, আধুনিকা কাঠ
আমাদের এই কাঠ-কাঠ ভালবাসা, কাঠ কবিতা

—মৃগাঙ্ক মৌলি বিশ্বাস

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

দৈনন্দিন



দুটো গালাগাল

●

চক্রব্যূহে আটকে পড়ে থাকা,
মাধ্যাকর্ষণটাও গোল;
Go For Goal;
গোল Keeperরা আসলে দারোয়ান॥
বৃত্তের মধ্যে কলম্বাস,
বৃত্তের বাইরে গ্যাগরিন;
বৃত্তের মধ্যে পৃথিবী
বৃত্তের বাইরে মহাকাল।।

আর একালের অভিমন্যুরা
যদি পাঁচ হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও
চক্রব্যূহ থেকে বেরোতে না পারে,
তাহলে এই প্রগতি —
'ঢপের প্রগতি।

●●

বাঙালীর ছেলেরা এখন আর 'বার' খায়না,
ক্ষুদিরাম হতে তাদের তীব্র অনিহা;
বাংলার মায়েরা, যাঁরা বাকী সব ভুললেও
আজকাল 'পুদিনহারা' ভোলেন না,
তাই-না হলে হজম করার এমন দুর্লভ শক্তি
বাঙালীর অস্থিমজ্জায়;
(হজম = সহ্য) শক্তি বাড়ছে,
ভাগ্যিস কোলস্টেরল বাড়ছে না,
এই না হলে ROYAL BENGAL TIGER
তবে দেবদাস না ঋত্বিক রোশন?
কে বড় প্রেমিক এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে,
প্রেমের সংস্কৃতি মানে তো নুনু-নুনু খেলা,
ইয়ে DIL মাঙ্গে MORE
(MORE ROMANCE = MORE SEX)
শ্যামবাজার থেকে খট্ খটা খট্ বাজিয়ে
বছর দশেকের কুমার শানু ভিক্ষে করে
ধান্না অবধি, ...\
প্রতিবাদটা কেমন হবে?
থান ইট? না ফুলের পাপড়ি?
তাও কি, বুদ্ধিবিচিরা বলে দেবে!

—মৈনাক সিন্হা

পরিচয়

রোদ্দুর ভেঙে যায়, রাত্রি বাড়ে
চেতনা গভীর হয় স্মৃতির ওপারে,
একা একা এসে তারা হাঁটু মুড়ে বসে, স্তব্ধ হয়
আমার কোনো কবিতাই জানো স্বরচিত নয়

এই কথা শুনে অরণ্য, আকাশ, আকাশের তারা
বড্ড অবাক হয়; তারপর দীর্ঘ এক শ্বাসে
বলে — এত সত্য বলেনি কোনোদিন কেউ গভীর বিশ্বাসে

—অভিজিৎ দে



একটি, দুটি জীবনকুচি

কখনো কখনো দেরী হয়ে যায়।
স্টেশনে দেরী করে এলে
ট্রেন ছেড়ে যায়,
কলেজ-পড়ুয়াটির 'ক্লাস মিস্' হয়
শ্যামবাবু-রামবাবুদের
ছুটি কাটা যায়, কখনো বা বেতন।

প্রেমিকা দেরী করে এলে
সাতদিন মান অভিমান
তারপর আবার হাতে হাত
নেশা আর স্বপ্নের ঘোরে
জনতায় আবার হারিয়ে যাওয়া।

কখনো কখনো,
বড় বেশী দেরী করে ফেলে মানুষ।
মুঠো খুলে হারিয়ে যায় জীবন
জনতার কোলাহলে।

ভীড়ের আড়ালে
একটি মানুষ বাঁচে দুটি জীবনে —
ছদ্মবেশে চমৎকার কেটে যায় দিন;
অন্ধকারে নিজের কাছে পরাজিত মানুষ
নিদ্রাহীন রাতে দুটি শয্যা
ভেঙে যায় চারটি শয্যায়!
দুটি বিচ্ছিন্ন জীবন
ঠুকরে খায় একলা মানুষের শব।

তবুও দেরী হয়ে যায়,
কেউ মিস করে বাস, কেউ না ক্লাস
কেউ বা,
না ছোঁয়া একটি জীবন।

—নন্দিনী নাগ

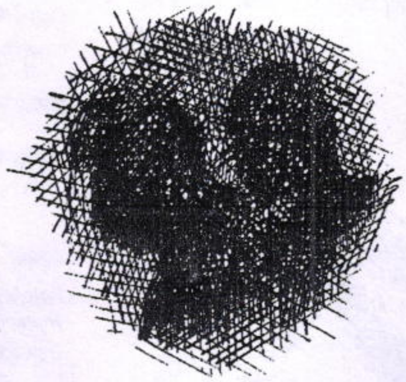
বর্ণালী

সাদা মালা, কালো ধূপ, ছাই-ছাই চাপ-চাপ ধোঁয়া,
হলুদ পায়ের পাতা— লাল লাল আল্তার ছোঁয়া,
রুপালী চুন্নী আর জোয়ারের নীল জলে মিশে
আজ সে রঙীন হল বিবর্ণ জীবনের শেষে।

আস্বাদন

নোন্তা চোখের জল, টুকরো টুকরো মিঠে স্মৃতি,
সম্পর্কেরা সব টক্-ঝাল-কষটা বা তেতো,
মিলেমিশে একাকার। এতো স্বাদ কখনো কি পেতো?
একসাথে, এতোখানি! যদি না পড়ত আজ যতি?

—অক্ষয় ভাট



নষ্টা মেয়ের পষ্ট চাওয়া

স্বপ্ননিবিড় চোখের ভাষা
চাউনি মদির আলোছায়া
বিবশ হয়ে বিকোয় দেহ
আঁচল খসা রাতপরীরা।

ফুসমন্তরে ঘর ডিঙিয়ে
বেরিয়েছিল ঘরের খোঁজে
এহাত ওহাত ঘুরে ঘুরে
ঠাঁই পেয়েছে ছাদের নীচে।

ঘরে তো নয়, জতুগৃহে —
দাউ দাউ দাউ জ্বলছে শুধু
পুড়ছে সতী জহরব্রতে
জ্বলছে আগুন মনের মাঝে।

রব উঠেছে দিকে দিকে —
স্বীকৃতি চাই এই দুনিয়ায়
খেটে খাওয়া মানুষ হয়ে
সমাজচ্যুতা নামটি ঘুচাও।

ভ্রষ্টা মেয়ের জীবন কথা
চাটনি হয়ে বাজারমাত
সমাজ শাসন করে যারা
তারাই করে সর্বনাশ।
বদলেছে তো অনেক কিছু
যুগ বদলের তালে তালে
পরিচয়টা বদলাবে তো
নষ্টা মেয়ের আন্দোলনে!

আর কিছু নয়, শরীর বেচা
এটাই বাঁচার পথ হয়েছে,
ব্রাত্য জীবন চায় যে এখন
সুস্থ হাওয়া দেহে মনে।

— রত্না সিংহ

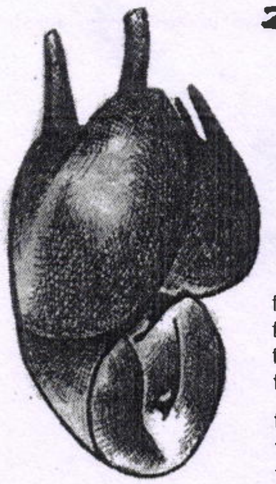
গৃহবধূ

মা তুমি বোকো না.... একটা কথা বলি,.... কাল না ছোটপিসি বলছিল ওদের পাড়ায় শাশুড়ি-ননদে মিলে একটা গৃহবধূ পুড়িয়েছে .... বুবাই বলেছে ও জানে, বলবে না.... মা শোনো, তুমিই বলো না গৃহবধূ মানে কি? বাথরুমে দরজা এঁটে দিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে সিল্কের শাড়ি ..... মা শুনছো তুমিই বলো না, ছোটপিসি বলছিল তার আগে মাফলার দিয়ে গলা টিপে.... আর এই দ্যাখো কাগজে বেরিয়েছে..... এই দ্যাখো ছবি ছাপিয়েছে.... মা, বলো না মা গৃহবধূ মানে কি? শাশুড়ি মানে তো জানি আমার দিম্মা যেমন.... ননদ মানে ছোটপিসি তোমার যা হয়, জানি.... বলো না মা, গৃহবধূ মানে কি?

আমি আর তুমি না একদিন গৃহবধূ-গৃহবধূ খেলবো.... প্রথমে মাফলার দিয়ে আমি.... না না, আমি না, কক্ষনো না, তুমি.... মা শোনো, শুনছো তো, তুমি আমার গলা টিপে দেবে.... আমি সিল্কের শাড়ি.... আমি বলবো কেরোসিন আনো.... দেশলাই আনো.... তারপর বলবো জ্বেলে দাও,... তারপর বাথরুমে, আমার ছবি কালকের কাগজে বেরুবে.... তুমি তো শাশুড়ি, কাম্মাকে ননদ সাজিয়ো.... তারপর তোমরা সবাই পালিয়ে যাবে তো মা? অনেকদূরে.... যাবে তো মা? দ্যাখো সবাই চুপ করে আছে, না পুড়লে বুঝি কেউ গৃহবধূ বলে না?

—সঞ্জয় মৌলিক

বইমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ কবিতার পাতা



কথা

কিছু কথার আলো দ্যাখা আমার সাথে
কিছু কথার পথটি চলা সেই রাতে
কিছু কথার চোখ পিট্‌পিট্‌ দুষ্টুমিতে
কিছু কথা হামাগুড়ি আর চলতে শিখে।

কিছু কথা নার্সারী রাইম ছবি আঁকা
কিছু কথা শুধুই বসে হাতের লেখা
কিছু কথা খাতার পাতায় কাটাকুটি
কিছু কথা কারণবিহীন খুনসুটি।

কিছু কথা পাশাপাশি বেঞ্চে বসা
কিছু কথা মাঝেমধ্যে আড়ি ভাব
কিছু কথা প্রতিদিনের টিফিন ভাগ
কিছু কথা আজকে যেন ভাসা ভাসা।

কিছু কথা হঠাৎ মেঘ আর দু'এক ফোঁটা
কিছু কথা রামধনু আর চোরকাঁটা
কিছু কথা ফুচকা আর আলুকাবলি
কিছু কথার জন্যে যে চাই নিরিবিলি।

কিছু কথা না বললেও ক্ষতি নেই
কিছু কথা ওলো আমার পরান সই
কিছু কথা লাল সিঁথি আর রক্তটিপ
কিছু কথার ছন্দপতন ঠিক-বেঠিক।

কিছু কথা স্বপ্নজাল আর একটুও না
কিছু কথা ফুসমন্তর উড়ে যা
কিছু কথা অস্বাভাবিক তা ধিন্ ধিন্
কিছু কথা বিরক্তিকর রাত্রিদিন।

কিছু কথা অনেক কথা একটু কথা
একটু কথা কিছু কথা অনেক কথা।

কথা কথা ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে নাও
কিছু কথা তোমার সঙ্গে আড়ি যাও।

আমার কথা কিছু কথা অনেক কথা
কিছু কথা ভালোবাসা শুকনো পাতা।

আমার কথা এলো পাথার ঝড়ের তোড়ে
আমার কথা আমার কথার কবর খোঁড়ে।

— সুদীপা ভট্টাচার্য

ক্ষতকথা

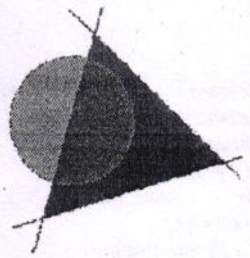
কোনো ক্ষত ভরে যায়
কোনোটা বা যায় না
কোনো কথা মনে রয়
কিছু কিছু রয় না।

কোনো ক্ষত ভরে দ্রুত
কোনোটা বা ধীরে
কোনো কথা ভুলি ধীরে
কিছু কিছু দ্রুত।

কথা ক্ষত ভরে দেয়
কথা ক্ষত বাড়ায়
ক্ষত কথা কেড়ে নেয়
ক্ষত কথা বলায়।

— অনুভব বিশ্বাস





আমরা

সচেতন

When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?

আমি এখন আচ্ছন্ন
বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের তার জালি থেকে....
খণ্ড খণ্ড সুতোয় বেঁধে রেখেছে
ঐচ্ছিক পেশীগুলো
হৃদপেশী দুই দ্বীপের মাঝে....

পরিচয়ে বলতে হয় আমি একজন নাবিক।
অশান্ত সমুদ্রে ভেঙে যাওয়া
জাহাজের একমাত্র কাণ্ডারী। সবাই ছেড়ে গেছে....
শুধু দুই দ্বীপ
স্বর্গ ও নরক
অথবা স্বর্গ ও স্বর্গ
বা নরক এবং নরক
সবাই ছেড়ে গেছে
শুধু দুই....

আমার অস্তিত্ব এখন আচ্ছন্ন
ইন্দ্রিয় মাতাল
ঢেউ আছড়ে পড়ছে
দুই চোখে দুই দ্বীপ
সবাই ছেড়ে গেছে
শুধু....

অবচেতন

When the hurlyburly's done,
When the battle's lost and won.

কূল ভেসে গেছে
উদ্দীপনায়
বাঁধ ভেঙে গেছে
উৎসাহে
ভাঙা জাহাজটা আসছে
ধীরে ধীরে......

অচেতন

That will be ere the set of sun

মন ভেঙে গেছে
যন্ত্রণায়
চোখ ভেসে গেছে
কামনায়
ভাঙা জাহাজটা
সরে যাচ্ছে
ধীরে ধীরে....

আমরা

Fair is foul, and foul is fair;
Hover through the fog and filthy air.

এখন আমরা
শুধু আমি, তুমি ও সে
তিনটি বিন্দু
তিনটি কোণ
তিনটি রেখা
তুমি ও সে
দুটি অক্ষ
দুটি মেরু
দুটি দ্বীপ
আমরা গোটা পৃথিবী
আমাদের হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীই
মহাবিশ্ব

— নিবিড় মিত্র

আমাদের কথা

দেখতে দেখতে দৈনন্দিনের এক আধদিন নয়— আট বছর পূর্ণ। তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির গ্রাফের মতো প্রকাশন বারবার ওঠানামা করেছে। কখনো থামেনি। থামেনি কারণ কবিতা হল এক অন্তহীন প্রতিবাদ যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে। আর 'একটাই বিপ্লব টিকে আছে, তাকে টিকিয়ে রাখতে হবে' এই জেদে আমরা এগিয়ে চলেছি। চলবোও। এখন আমরা নিয়মিত। আর এই মুহূর্তে আমাদের কিছু বলার আছে।

দৈনন্দিন হাতে নিয়ে ইয়ার দুটো নিয়ে সকলে একটু ভ্রূকুঁচকায়। কবিতা কি করে খবরের কাগজের মতো হবে! সাধারণ ভাবে লাইনটা একটু 'Epigrammatic'। খোলসা করে বলি। কবিতা প্রতিবাদ। কোন একটা বাদ (ঘটনা-মতামত... ইত্যাদি প্রভৃতির)-এর প্রতিক্রিয়া। 'প্রতিবাদ' শব্দটাও মাথায় ধাক্কা মারে। মারার জন্যই শব্দটা। মাথায় ঢুকবে। সাধারণ ভাবে গোটা পৃথিবীর ঘটমান কাটাকাটা ছবিগুলোর ক্যাপসুল সহজে সকালে হাতে উঠে আসে খবরের কাগজে। এটাই সাধারণ। এটা টিভি বা ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়। এই অভেদে যুক্তিবিদ বলবেন 'কবিতা হবে টিভির মতো/ ইন্টারনেটের মতো।' গলদ এইখানে।

কবিতা সাধারণ পাঠকের পাঠযোগ্য হোক— এটা আমরা চাই। প্রথমতঃ এই যুক্তিতে খবরের কাগজের হেডিং পাঠককে টানে। ঐ কবিতা (বা আপনাদের অনেকের মতে কবিতার নামে ছেলেখেলা) পাঠককে ভাবাবে এরকম আমার পক্ষে সম্ভব। আমরাও লিখি। আমরা চাই তাঁরা এগিয়ে আসুন। প্রতিক্রিয়া ঠিকরে বেরোনোর সম্ভাব্য উৎস তাই খবরের কাগজ। কবিতা তাই খবরের কাগজ নয়। খবরের কাগজের মতোও নয়। একটু উল্টে পাল্টে দেখুন অনেক কবিতাই (যেগুলো আপনারা কবিতা বলেন) তাই। ঘটনার প্রতিবাদ। খবরের কাগজ ঘটনার সরল উৎস। এটা সাধারণ।

এছাড়াও... এছাড়াও প্রতিবাদ হয়... প্রতিক্রিয়া হয়... ভালবাসার... রাজনৈতিকপ্যাঁচকষাকষির... বোদা সাহিত্য... নাটকের... হিন্দি ফিল্মের...

অথও বিষয় আছে। কলম তুলে লিখতে শুরু করলেই হবে।

এবার প্রশ্ন যা লিখবে তা-ই কবিতা? ভাল-মন্দ নেই। সেকী! অবশ্যই আছে। তবে শুধু ভাল লেখা— সম্ভব কি! আদর্শ গ্যাসের মতো। একটা ভাল কবিতা লিখে কেউ যদি আর না লিখতে পারেন তবে তাঁকে কবি বলা যাবে না। একশ'টা লিখে দশটা দারুণ কিছু লিখতে পারলে তাকে মেনে নেওয়া সম্ভব। ক্রমাগত ভাল লেখা সম্ভব। অন্ধ হয়ে নয়, যুক্তি দিয়ে ভাবুন। Law of Average ভুলে চলবে! তাই ভাল-মন্দ সব ছাপা হবে। সেটাই দরকার। ভাল কবিতার স্বার্থে।

'সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়'— কথাটার যুক্তি খুব সাধারণ,
কবি যা লেখেন তাই-ই কি কবিতা?
কবি কবিতা লিখতে পারেন আবার নাও লিখতে পারেন (উপন্যাস তো লিখতেই পারেন, ফীচারও)।
তাহলে কবিতার সংস্কার মধ্যে একটা 'সাবজেক্টিভ (বাজার নিয়ন্ত্রিত অবশ্যই) ক্যাটাগরী', কেন ঢোকাবো?
তাই বিস্তৃত ও বিশুদ্ধভাবে সমস্ত কবিতাকে পেতে গেলে— 'কবি'-র বিনির্মাণ প্রয়োজন।

তাই প্রাথমিক ভাবে 'ভালো কবিতা'-র বিচার হবে একজনের লেখা কবিতাগুলির মধ্যেই।

একজনের কবিতা ও অন্যজনের কবিতার মধ্যে (ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাপকাঠির মতো) নয়।

আবার মাঝে মাঝে শুনি 'এটা কবিতা হয়নি'! মনে হয় বলি 'তবে এটা কী'? কোনটা কবিতা কেউ যদি নির্ধারণ করার কোনো রাসায়নিক সূত্র বের করে থাকেন তবে পাঠান। পেটেন্ট আপনার। কবিতার সম্ভবতা নিয়ে আমরা পরিষ্কার— অবশ্যই প্রতিবাদ— 'তবে বীজ হতে হবে তাকে— যতই শুকনো হোক, এবং সৎ এবং কবির জীবনের মতো'! সুতরাং প্রতিষ্ঠিত কোন কবির পরপর লেখা নিন, দেখুন প্রতিবাদ কিনা, আর মিলিয়ে নিন সব আপনার মতে কবিতা কিনা, ভাল না মন্দ। মাথায় রাখবেন প্রতিষ্ঠিত বলেই শ্রেষ্ঠ নয়। বেশী বিক্রি বলে সর্বোত্তম নয়। যদি তাই হত কমলকুমার মজুমদার এবং অন্য অনেকে বেস্ট সেলারের দশটার তালিকায় বছরের পর বছর থাকতো... রান্নার বই ঢুকতো না।

শেষে বলি আপনাদের প্রতিবাদের ভাষা প্রয়োজন। দৈনন্দিন আপনার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক।

বিজেপিদ্যালয়

বিজেপির নেতৃত্বে ধর্মীয় বিভাজন ও অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণাসৃষ্টিকারী নোংরা স্বার্থান্বেষী হিন্দুত্ববাদীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের ইতিহাস বা অতীতকে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক মারফৎ বিকৃত করে ভবিষ্যৎকে বিকৃতির চূড়ান্ততায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে— তার নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যে যেভাবে পারেন প্রতিবাদ করবেন এই আশায় — ধর্মসংক্রান্ত জিগির আমাদের রাজ্যেও বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে। বিভিন্ন রঙের রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যেও আনঅফিসিয়ালি নোংরা হিন্দুত্ববাদের পার্শ্বপ্রভাব নিশ্চয়ই আপনার চোখ এড়িয়ে যায়নি—এই তথ্যপঞ্জী আপনার বিরোধিতার ভিত্তি ও প্রতিবাদের অস্ত্র হোক।

From *'BJP's Assault on Education and Educational Institutions'*
by Nalini Taneja, Delhi University.

Ancient history:

Rama and Krishna took birth here to destroy evil and defend justice, religion and Sarasvati, and god took birth here many times to make this land pure. India is referred to as Sone ki chiriya and jagadguru(p 4 ,Gaurav Gatha (henceforth GG), the textbook for Class 4, Sarasvati Shishu Mandir, written in an extremely emotional and provocative style.)

Our land has always been seen with greedy eyes by the marauders, barbarous invaders and oppressive rulers. This story of invasion and resistance is our 3000-year long Gaurav Gatha. When this proud tradition actually began is difficult to say because no books were written at that time...but we believe that the first man was born in this land (p. 8 GG)

To our ancestors these marauders were like mosquitoes and flies who were crushed (p. 8 GG)

Bacchus and Dionysis, among the earliest invaders, suffered such a defeat that feelings of terror ran in Greece (p. 9, GG) Darius had to face such a defeat that never could Iran raise its eyes towards India (p. 10 GG)

About 2200 years ago India's trade was spread far and wide; foreign markets were filled with goods made in India. Heaps of gems and jewels and gold and silver filled the treasures People of the entire world used to look to India with greedy eyes (p. 12 GG)

Mahapadma Nanda had so much wealth that if divided among the population, every person would get Rs. 50 lakhs each (p. 13 GG)

Alexander's army was defeated at the hands of Puru and Alexander himself had to seek forgiveness (p., 15 GG)

Then came Demetrius ...the preaching of ahimsa had weakened North India. The Kshatriyas—followers of the Vedic religion were-feeling frustrated...the ruler of Magadha was a Buddhist. So he did not come forward to fight. But then was the country enslaved/ Did the enemy become victorious in the birthplace of Bhagwan Rama? No, no (p. 31, GG)

Pushyamitra destroyed the Greeks. After this the people of Greece could not attack Bharat Later they came only as refugees. As beggars they begged for their lives but never dared to look with proud eyes...the great man who destroyed the Greek power from its very roots was emperor Pushyamitra. India is proud of him even today. Every day we remember his name. (p. 35-37, GG)

Asoka advocated ahimsa. Every kind of violence came to be considered a crime. Even hunting, sacrifices in yajnas and use of arms began to be considered bad. It had a bad effect on the army. Cowardice slowly spread throughout the kingdom. The state bore the burden of providing food to the Buddhist monks. Therefore people began to become monks. Victory through arms began to be viewed as bad, Soldiers guarding the borders became demoralised. (p. 30, GG)

With the finds of bones of horses, their toys and yajna altars, scholars are beginning to believe that the people of the Harappa and Vedic civilisation were the same. (High School Itihaas Bhaag (henceforth HSIBI), p. 43, history textbook for secondary schools, Government of U. P. revised in 1992 to suit the communal interpretations of Indian history. This book seals with the history of India from pre- historic times to 1526.)

Aryan culture is the nucleus of Indian culture, and the Aryans were an indigenous race." But about the Aryans who were the builders of Bharatiya Sanskriti in Bharat and creators of the Vedas, this view is gaining strength among the scholars in the country that India itself was the original home of the Aryans."(P. 48, HSIB 1.) Archaeological and literary evidence does not support this theory.

Chanakya desired to "see the entire Bharat united into one nation."(P. 77, HSIB 1) empire building is deliberately confused with nationhood.

In a revised textbook three lines have been interpolated which reflect an utter disregard for facts. These lines are"It is worth mentioning that inspite of such a large empire, Asoka had got his edicts engraved only in one script (Brahmi) and one language Pakti-Sanskrit). This symbolises the national unity of the times".

The entire period of Indian history from the death of Harsha till the 12th century has been described as the Rajput *kaal* (p. 168).

The qualities of ancient traditional self-pride, love of freedom, the feeling of pride towards Indian culture among Rajputs confirm the view that the Rajput race is the descendent of ancient Kshatriya families (p. 170 HSIB 1). That they had their ancestry in certain invaders is dismissed as a conspiracy of western historians.

Indus valley civilisation is referred to as Indus-Sarasvati civilisation to suit the current ideological requirement of the Sangh Parivar that the oldest civilisation and man was in India (most of the Mohenjodaro and Harappa sites now being in Pakistan). pg7. question and answers book titled *Bharat Ka Itihas Aiev Sanskriti*, Dr. Rajshekhar Vyas, meant for Class 12 students in Rajasthan schools). India is the original home of the Aryans (pg. 82, BKIAS)

With reference to Indian unity, the symbols of Indian culture have been limited to the seven rivers, seven mountain peaks and seven rivers, identified by them as Hindu (pg. 7, BKIAS)

Indians have always accepted history as a significant branch of knowledge and gave it due significance in the form of the 'Pancham Veda' (pg. 3,BKIAS, Dr. Praksh Vyas, book 2)

Medieval History:

The religious factor was the predominant factor in policies and conflicts throughout the medieval period

Muslim rule in India was a foreign rule (the reference is to the medieval period of Indian history when the rulers were Muslims, although factually even this is incorrect if one takes the entire country into account)

Lakhs of foreigners came during these thousands of years...but they all suffered humiliating defeat....There were some whom we digested...when we were disunited , we failed to recognise who were our own and who were foreigners, then we were not able to digest them. We were not able even those who for some compulsion had separated from us. Mughals, Pathans and Christians are today some of these people." (Itihaas Ga Raha Hai for Class5 in Shishu Mandir schools)

Islam spread in India solely by way of the sword. The Muslims came to India "with the sword in one hand and the Qoran in the other"..."Numberless Hindus were forcibly converted to Islam on the point of the sword. This struggle for freedom became a religious war, Numerous sacrifices were made in the name of religion. We went on winning one battle after another. We did not let the foreign rulers settle down to rule, but we were not able to reconvert the separated brothers to Hinduism."(Itihaas Gaa Raha Hai)

Arabs (barbarians) came to convert people to their religion. Wherever they went, they had a sword in their hand. Their army went like a storm in all the four directions. Any country that came in their way was destroyed, Houses of prayers and universities were destroyed. Libraries were burnt...religious books were destroyed. Mothers and sisters were humiliated. Mercy and justice were unknown to them. (p.s.52-53 GG)

Mohammad Ghori killed lakhs of people. Visvanath Temple and Bhagwan Krishna's birth place were converted into mosques. In turn he was killed by Prithviraj Chauhant p.s. 67-68, GG)

Qutb Minar was constructed by Samundragupta, and its original name was Vushnu Sthambha (p. 73, GG)).

The 'foreign' ruler Muhammad bin Tughlak transferred his capital from Delhi to Deogiri in South India out of fear of the Hindu kings (p. 73, GG).

When Peshava Madhav Rao came to the throne no one could raise his eyes. The English, the French and the Portuguese shivered; they presented gifts in homage in his court with their heads bowed. Delhi's emperor was his puppet. Moghul power had ended. Nizam and other Muslim states with bowed heads sought his (Peshava's) refuge. The entire country was in a sense independent (p. 111 GG)

Due to the circumstances, it (Islam) gradually assumed the form of a military religion (sainik dharma) and with the force of arms, with a lightening speed it advanced and became an international religion.(p. 184, HSIB 1)

Now the sword of Islam was transferred from the Caliphs to the Turks (p. 189, HSIB 1)

The aim of Mahmud of Ghazni and Mohammed Ghori in coming to India, apart from plunder was the spread of Islam in India (p.s. 190, 195, HSIB1).

Allauddin imposed 50% land revenue on the Hindus. (p. 228 HSIB 1).

Hindus accepted Turkish political supremacy only under compulsion. They retained their identity even while leading the life of insult and humiliation. (p. 260 HSIB 1).

Most of the Sultans adopted a policy of religious intolerance. They committed atrocities against Hindus, demolished idols and temples. Because of this the Hindus had surrendered to the Sultanate but they were always making efforts to destroy the Sultanate (p.278 HSIB 1)

The followers of Islam in this country whether they came as traders or as invaders-but with this country they could never establish full cultural harmony. One basic reason for their seperateness was the basic principle of their religion which is monotheism...there was continuous mutual struggle between the two cultures (p. 280, HSIB 1)

The Indian society during the Sultanate period was divided into two main classes—ruling or Muslim classes and ruled or non-Muslims of whom the Hindus were the majority) the majority of the population of the state was Hindu but the Muslim class was patronised by rulers. Hindu was merely the payer of taxes. Inspite of being conquered in the political field, Hindus did not lose courage. To regain their lost independence, they went on raising their voices from time to time. Because of this historians have called it the "period of resistance". (p. 281, p. 283, HSIB 1)

In India the nature of the mussalman state was a religious state (p.282, HSIB 1)

By adopting jauhar vrat, women defended their religion and chastity. (p. 183 HSIB1)

Child marriage, jauhar, sati, purdah, jadu-tona and superstition were all due to the fear of the Muslims (p. 284 HSIB 1)

The Babri Mosque was constructed after destroying a temple, which in turn stood on the exact spot where Rama was born.(High School Itihaas Bhaag 2, p. 146. This book covers the period from invasion of Babur to recent events)

The epithet intolerant is constantly used for Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb

The Qoran was the basis for the state policy of Aurangzeb, and whatever policy was adopted for running the Government was basically for promoting Islam. (HSIB 2, p. 119)

Destruction of temples and schools attached to them and the building of mosques in their place was a general policy with Aurangzeb. (HSIB 2 p. 120)

In the context of the Babri Masjid at Ayodhya there are fantastic propositions that Babar destroyed many temples before turning his attention to Ayodhya. (pg. 118, BKIAS II, Rajshekhar Vyas)

The chapter on the religious policies of the Mughal rulers is filled with prejudices from the beginning to the end and evokes negative feelings towards the Muslims (BKIAS II, DR Prakash Vyas)

Shivaji and Rana Pratap were fighters for national liberation. All the 'Hindu' kings who fought for their kingdoms against the Mughals are presented as such.

Modern Indian history:

About 190 pages of the book deal with the history of modern India, of which only 20 pages are devoted to the nationalist movement (HSIB 2), of which 3 pages are devoted to Dr. Hedgewar. Important nationalist leaders are mentioned incidentally in comparison. Quit India movement has ½ page, Jinnah is the villain.

Although there are 60 pages on the entry of the British and establishment of British rule, there is nothing that would promote an understanding of colonialism (HSIB 2)

Peoples' movements find no place.

The book is full of factual errors, inconsistencies, and chronological lapses.

The Muslims are solely blamed for the partition of India.

The RSS as an organisation is presented as central to the Freedom Movement. Dr. Keshavrao B. Hedgewar is one of the tallest leaders of the freedom struggle. Statements of a large number of national leaders have been quoted in praise of the RSS.

In the section dealing with the movement against the partition of Bengal the name of Hegdewar has been added as a leader of the movement, the other names mentioned being those of Tilak, Aurobindo Ghose, Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal.

In the context of the civil disobedience movement there is no mention of the Lahore Congress or Purna Swaraj.

The Shishu Mandir text book is worse on all these counts, and the RSS and its leaders are said to have removed the evils which hundreds of years of slavery had given...this Sangathan became an object of pride for the country (p. 86)

The false Islam of Jinnah and the League, which resulted from the communalism of the Muslims, was the main cause of the Partition (pgs. 346-348, BKIAS II, Rajshekhar Vyas)

Tipu Sultan was a ruthless invader who led a mass conversion of Hindus to Muslims and forced them to eat beef

The Mappila revolt of 1921 was basically a communal revolt, which resulted in the mass conversion of Hindus.

Similar interpretations and 'facts' on all phases of Indian history abound also in the textbooks from school boards in Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan, Madhya Pradesh and Himachal during BJP rule. In addition, in the textbooks from Maharashtra, the medieval history of Maharashtra begins and ends with Shivaji. All other historical figures exist only in reference to him. The Vyas Committee for reviewing school textbooks in Rajasthan has found many portions in various books objectionable and has recommended that they be removed. A similar evaluation came also from a workshop organised in Ahmedabad with the Gujarat textbooks in mind.

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

ঘোষ্টকল্

স্টাফ রিপোর্টার : 'কমিউনিজম্' নামের এক ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন গত হয়েছেন। আমার সাথেও তার আলাপ ছিল। ওঁর অতীত আমায় আবিষ্ট করেছিল। বর্তমান জ্বালা দিয়েছিল। ভবিষ্যৎ রীতিমত ঘাবড়ে দিয়েছিল। সব মিলিয়ে আমাদের পরিচয় মধুর হয়নি। তবে উনি মরলেও আমি জানতাম উনি মুছে যাবেন না। Eliot এর Hollowmenদের মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকবেন। স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যে জেগে থাকবেন। শত শত লোক তাঁর বাৎসরিক স্মৃতিচারণ করবেন। তবে আমি ভাবিনি উনি মৃত্যুর পর আমার সাথে যোগাযোগ করবেন।

সেদিন হঠ্ করে আমার ফোন কড়কড় করে ককিয়ে উঠতেই আমি ক্রেডেল তুলে বললাম, 'হ্যালো'

আমি কমিউনিজম বলছি....চিনতে পারছো

হুঁ (বেশ ভয়ে ভয়ে)

শুনছি তোমাদের রাজ্যে কর্মসংস্কৃতি ফিরে এসেছে (ও, বলতেই ভুলে গেছি উনি সাঁইবাবা....প্রভৃতির মতো বহু শিষ্যের গুরু। যদিও ওঁর কোন মূর্তি নেই তবুও ওর নাম-গান হয়। আর আমাদের রাজ্যে ওঁর শিষ্যদের রাজ। তাদের অপদার্থতা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া হয়েছিল)

— শুনছি।

— শুনছো! দেখছো না!

— হিঃ হিঃ

— হাসছো

— কি করবো

— সত্যি ব্যাপারটা বলো।

— সহ্য হবে?

— বলই না।

— কদিন আগে দশটার আগে দেখতাম ট্রেন বাস জোড়া লোক। দশটায় নাকি পৌঁছতেই হবে। মাঝে মাঝে সরকারী আপিসগুলোয় নানা কাজে গিয়ে দেখেছি পাঁচটা অবধি বেদম হইচই। মুখে মুখে একটাই কথা, 'শুয়োরের বাচ্চা ডাক্তার মাস্টারদের মস্তি কি! হারামীদের....' আর বলা যায় না।

— তা এখন কি হচ্ছে সেটা ঝেড়ে কাশ।

— আবার কি! যে-কে সেই। যায়-আসে। ইচ্ছামতো।

— আর ঐ ডাক্তার-মাস্টার ওরা কি করছে —

— মাস্টার প্রাইভেট টিউশানি আর ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস্।

— তাতে ওদের কি?

— অতিরিক্ত উপার্জন। ব্ল্যাক মানি।

— সে'ত ওরাও ঘুষ খাচ্ছে....

— তা ওদের কে বোঝায়....

— তারপর বল....

— এখন শুনছি মাস্টারদের টিউশানি বন্ধ করতে হবে। ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ চলবে না।

— বল কি! সব বেঘোরে মরবে।

— হিঃ হিঃ

— হাসছো।

— মরুক না। আপনার ঐ ইয়েদের ঘণ্টা বাজলো বলে....

— বাজে বোকো না। — কোথায়?

— রিটায়ার করেছে।

— সব পাগল। আরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছাড়া টিউশানি তুললে সব মূর্খ থাকবে। আর ডাক্তারদের প্র্যাকটিস বন্ধ করলে সব বেঘোরে মরবে।

— কিন্তু আপনার শিষ্যরা সরেস। ওদের ছেলেপিলের টিউটর আছে— থাকবে। ওরা বেসরকারী চিকিৎসা করায়-করাবে। কি হল.... শুনছেন....

তারপর আমার ফোনটা অচানক্ নিশ্চুপ। ডায়াল টোনও নেই। খানিক পর বাবা জিগ্গেস করলো, 'কার ফোন এসেছিল রে?' আমি বললাম 'ঘোষ্টকল্'। কি বলি বলুন তো? তবে হ্যাঁ, আবার যোগাযোগ হলে আপনাদের জানাতে ভুলব না।

জাতীয় পতাকার ভার

শিল্পপতি নবীন জিন্দলকে অভিনন্দন — জাতীয় পতাকার ভার জাতির হাতে তুলে দেবার জন্য। রক্ষণশীল ভারত সরকার এই ঘটনায় যারপরনাই আশঙ্কিত — ভারতীয়রা অতঃপর তাদের জাতীয় পতাকার মান রক্ষা করতে পারবে কি? এবং এইখানে এসেই গুলিয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি না দুটো বিষয় (১) জাতির ভোটপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতের নেতারা 'জাতীয় পতাকা বলতে কি বোঝেন। এবং (২) এই জাতীয় পাতাকার সম্মান-অসম্মানের মান নির্ধারণের ঠিকা তাঁদের হাতে কে তুলে দিল?

যদিও আমরা সবাই জানি যে আমরা সবই প্রয়োজনের থেকেও বেশী রক্ষণশীল তাই তথাকথিত এগিয়ে থাকা সংবাদপত্র তাদের সম্পাদকীয়তে আমাদের আশ্বস্ত করে "কিছু কাল আগে এক ফ্যাশন মডেল তাঁহার পোশাক হিসাবে জাতীয় পতাকাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ....মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন জাতীয় পতাকা পোষাকে-পোস্টারে-স্টিকারে-অন্তর্বাসে সর্বত্র বহুল প্রচলিত, ভারতে তাহার পুনরাবৃত্তি না হওয়ারই সম্ভাবনা।" (আ. বা. পত্রিকা, ১৭ জানুয়ারি ২০০২) — সেই ফ্যাশন মডেলটির ছবি কাগজে বেরিয়েছিলো। একটু কষ্ট করে ছবিটা খুঁজে দেখবেন, ওই পোশাকটির সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকার মিল শুধু রঙের ক্ষেত্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। প্রশ্নটা জাতীয় পতাকা বা National Flag-এর এবং পতাকা বা ফ্ল্যাগ শুধু সেটাই যেটা একটা খুঁটি বা দণ্ডের মাথায় লাগানো থাকে, অতএব অন্তর্বাসের প্রশ্ন আসে না। আর মডেলের পোষাকে রঙ তিনটি থাকলে তা যদি দেশকে অপমান করা হয় তা হলে শচীন-সৌরভরা প্যাড বা গ্লাভসে জাতীয় পতাকার রঙ ব্যবহার করে দেশের সম্মান বাড়ায় কিভাবে? আর যদি সেই যুক্তিতে রাইটার্সের কেরানী বা সরকারী চাকুরে ঐ তিনরঙা জামা পরে, ট্রামবাসের ভীড়ে চটকাতে চটকাতে, হাতায় ঘাম মুছতে মুছতে অফিসে ঢোকেন তাহলেও তো দেশের সম্মানই বাড়ে নাকি অন্য সবকিছুর মতই এক্ষেত্রেও হিসেবটা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম? ভাবতে অবাক লাগে এ'দেশের জাতীয় রঙের একটা সার্বজনীন নাম আছে— 'তিরঙ্গা'। এই নামটি একটি গুট্‌কা কোম্পানী ব্যবহার করার সরকারী অনুমোদন পেয়ে যায়। তারা বিজ্ঞাপনে লেখে "হিন্দুস্থানী হ্যায় যাঁহা, তিরঙ্গা হ্যায় বঁহা।" (যদিও তাদের প্যাকেটের তিনটে রঙের সাথে এ'দেশের জাতীয় রঙের প্রায় কোন মিলই নেই) সেক্ষেত্রে জাতীর অপমানের প্রশ্ন ওঠে না।

এ'দেশের হাতে গোনা সাক্ষর মানুষের মধ্যেও হাতে গোনা সংখ্যক মানুষ জাতীয় সঙ্গীত জানেন। প্রথমিক স্কুল শুরুর আগে ভুল জাতীয় সঙ্গিত গাইলেও, তা শুধরে দেবার মতো যথেষ্ট শিক্ষক নেই এ'দেশে—তাই জাতীয় সঙ্গীত শেখাতে হয় টিভি-র পর্দায়। যদিও এ'রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সঙ্গীতের সময় নিজে না দাঁড়িয়ে অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

তবুও চেষ্টা করব জাতীয় পতাকার ভার নেবার—সে সুযোগও বোধহয় হল না। কারণ ১৫ই আগস্ট বা ২৬শে জানুয়ারি যেগুলো উড়তে দেখি স্কুলে, কলেজে, পাড়ায়, লাইব্রেরিতে সেগুলো কোনটাই জাতীয় পতাকা নয়। কারণ আমরা জানি জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ হবে ২ : ৩, পতাকার মধ্যস্থিত অশোকচক্রে ২৪টি দণ্ড থাকবে এবং পতাকার রঙগুলি হবে জাফরান, উজ্জ্বল সাদা, গাঢ় সবুজ ও অশোকচক্রের রঙ গাঢ় নীল। যেহেতু রঙ নিয়ে বিভ্রান্তি থাকবেই এবং অন্যগুলোও ঠিকঠাক হয় না কখনোই, তাই জাতীয় পতাকা স্বচক্ষে দেখা হল না এখনো।

কে জানে, অনেক দূরে মহাকরণে বা লালকেল্লার মাথায় যেগুলোকে উড়তে দেখি সেগুলোও জাতীয় পতাকার মতো দেখতে কোনো কাপড়ের টুকরো কি না।

মা'রা ওরকম বলেই থাকে

স্টাফ রিপোর্টার : ছোটবেলা থেকে মা'র মুখে একটা কথা শুনে আসছি — আস্তে, আস্তে। কেউ কেড়ে খাবে না। কিন্তু স্বভাব ম'লেও যায় না। সবটা। তাড়াতাড়ি। 'ওফ্ বিষম্ লাগবে তো।' লাগুক। তবুও সবটা। তাড়াতাড়ি। ব্যস্। সামান্য প্রেটজেল্ দিল মোক্ষম ঘা। বিষম। অচেতন। তক্কও জমতে কসুর করলো না। সাজ সাজ রব। এবার আর সাঁজোয়া গাড়ী, আধুনিক অস্ত্র, মেটাল ডিটেক্টর নয়। কাঁড়ি কাঁড়ি ডাক্তার হাজির। হাস্যকর।

এই ক'দিন আগে ১১ই সেপ্টেম্বর যখন ডব্লু টি সি ভেঙে নিজে হাতে বানানো ফ্রাঙ্কেস্টাইন লাদেন আমেরিকার গালে চড় মেরেছিল তখন Statue of Liberty মুচকি হেসেছিল। আর ঘেরা নিরাপত্তা বলয়ে জর্জ ডবলিউ বুশ যখন বিষম খেয়ে লুটিয়ে পড়লো, তখন তালিবান আক্রোশে চুরমার বুদ্ধমূর্তি যেন খিল্ খিল্ করে হেসে বলে উঠলো : 'দ্যাখ্ কেমন লাগে?'

আমার মনে তখন বাজছে—উফ্! আস্তে, আস্তে! কেউ কেড়ে খাবে না।' কিন্তু আমাকে কাড়তেই হবে। রাশিয়ার তথাকথিত সমাজতন্ত্র, জাপানের বিজ্ঞানমেধা, পোলান্ডের করিডর, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনীতি-বাজার — যা কিছু লোভনীয় সব চাই। কয়েকটা ডব্লু টি সি ভাঙলে ক্ষতি কি! আবার হবে। ওদের টাকায়। কয়েক কোটি লোক মরলে ক্ষতি কি! আবার জম্মাবে। কয়েকবার বিষম লাগলে.... ...সবটা....তাড়াতাড়ি....মা'রা ওরকম বলেই থাকে....

ক্যাহেদোনা ক্যাহেদোনা U R My...

বিশেষ সংবাদদাতা : ২৬ জানুয়ারী, ২০০২

প্রজাতন্ত্রদিবস উপলক্ষে, শিশু প্রজারা আজ নিজের মতো সেজে নিলো। সাজিয়ে দিলো বাবা প্রজা—মাপ্রজারা, সাজা দেবার দায়িত্ব নিলো প্রজাদের তৃণমূল দল।

আমি তখন ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ দূরে, যতটা দূরত্ব রাখতে পারলে নিজের গায়ে আঁচ লাগে না। চোখে দেখেও আটকাতে পারলাম না মনে করে নিজেকে অপরাধী মনে হয় না।

আমি শুধু শুনলাম—

"তুমি কে?" "হিন্দু"

"তুমি কে?" "মুসলমান"

"তুমি কে?" "খ্রীষ্টান"

"তুমি কে?" "বিধবা"

"তুমি কে?" "ভারতমাতা"

"তুমি কে?" "লাদেন", "লাদেন কে" "মুসলমান", "লাদেন কোথায় থাকে."....

আরও শুনতে পাচ্ছিলাম; প্রতিটা উত্তরের শেষে দর্শকদের করতালি আর ক্যাপ বন্দুকের ফটাফট্ আওয়াজ— সম্ভবত ওটা 'সাজানো লাদেনের' বন্দুক থেকে আসছিল।

—ক্ষতি কি? এক বিকেলের এত বিনোদন— এত পুরস্কার—এত আলো; আর তার বিনিময়ে যদি নিজেদের কথা বলিয়ে নেওয়া হয়— ক্ষতি কি?

Go, As you 'Like'

'Like'??!!?

দাড়ি কাটুন

প্রথম পাতার পর

সেটা আজ আমরা বাঙালী মস্তিষ্ক-বদ্ধতায় স্বীকার করি বা নাই করি। রামা বা শ্যামা যদি ভাবেন রবীন্দ্রনাথের ছবি লাগিয়ে কভার করলে তাঁর বই উন্নত হল, তাহলে ছবির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে রামা বা শ্যামার চেয়ে উন্নত করছেন তিনি। হাফ আঁতেল ছাড়া আর কেউ এমনটা করছেন না। যাক্‌গে, রবীন্দ্রনাথের উপর থেকে কপিরাইট উঠে গেছে সেই আনন্দে ভারী ভারী চোখা চোখা কথা ছেড়ে কিছুটা ছ্যাবলামি তো করতেই পারি। রবীন্দ্রনাথ যদি আজকের জীবিত কবি হতেন, এই ধরুন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক— অবশ্যই দেশের ঐ সংখ্যাটা কিনতেন, তিনি শেভিং ক্রীম বা ব্রাশ নিয়ে কী করতেন? দাড়িবিহীন যুবা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে কিন্তু 'গুরুদেব' ভাবা যাবে কী করে। এখনও শতকরা সত্তর জন বাঙালী কবির দাড়ি থাকে, তাই ঐ সংখ্যার পর কবিরা 'দেশ'বিরোধী হোন ও 'দেশ'প্রেমিকেরা দাড়ি কাটুন।

বাণিজ্যেতে যাবোই

বিশেষ সংবাদদাতা : ১৭ জানুয়ারী, ২০০২

'তোতাকাহিনী'-র অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরী করে আর 'তাসের দেশ'-এর মিউজিক ভিডিও তৈরী করে— বিশ্বভারতী এবার প্রমাণ করতেই পারে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রথম পরীক্ষামূলক কাজ তারাই করল।

—এই প্রমাণ তাদের করতেই হবে কারণ প্রমাণ না করে উপায় নেই।

এই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই তারা আগামী দিনে অন্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিক্রি করে খাবে। তাহলে এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধতা, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য রক্ষার নামে কুমীরের কান্নার মানে কি? যদি ঐতিহ্য রক্ষাই মূল লক্ষ্য হত তাহলে আজকে কি বিশ্বভারতীর চোখে ঐতিহ্যের সংজ্ঞা বদলেছে? তাহলেও এমন হঠাৎ করেই! স্বত্ব ওঠে যাবার পরে পরেই!

যাইহোক্, তবু অন্ততঃ 'প্রতিযোগী থাকলে পণ্যের মান উন্নত হয়'—এই নিয়ম মেনেই এবার আমরা কিছু 'উন্নত রবীন্দ্রনাথ' আশা করতে পারি—এমনকি বিশ্বভারতীর কাছ থেকেও।

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
email : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

অষ্টম বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা • মার্চ ২০০২ • মুল্য : দুই টাকা

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোস্লাভ হোলুব

গুজরাট থেকে বলছি

স্টাফ রিপোর্টার : ঘটনাটা শুরু হল কিভাবে? যেহেতু ঘটনার শুরু হিসাবে একটা কোনো বড় ঘটনা বা গোধরা হত্যাকাণ্ডকেই চিহ্নিত করা হবে তাই সেই ঘটনার শুরুকেই নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করা যাক, মিলিয়ে নেওয়া যাক অনেক টুকরো টুকরো ইনফরমেশনের সাথে নিজেদের ইমোশন, হয়তো একটা বাস্তব চিত্র শুধু তাহলেই পেতে পারি। না, আমি উত্তরপ্রদেশে ভোটকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া BJP-VHP রামমন্দির ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে যাব না কারণ সেটা বিফলে গেছে এবং তার জেরে BJP, VHP একই রকম মাথা গোলানো পরিস্থিতিতে রয়েছে— এখন আর তারা খেলাটা পরিচালনা করছে না, নিজেরাই খেলার মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গেছে যে খেলাটাই অনেকাংশে তাদের পরিচালনা করছে-এবং খেলাটা ক্রমশ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

শুরুর থেকে শুরু করি—২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে গোধরার হত্যাকাণ্ড হয়। তার দুদিন পরেও অযোধ্যায় যাবার জন্য করসেবকদের যে জমায়েতের দৃশ্য টি ভি-র পর্দায় দেখা গেছে সেখানে তাদের শ্লোগান ও অঙ্গভঙ্গী যেকোন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ককে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে। এখানে প্রথমেই এভাবে 'ওরা' করে দেবনা, নিজেদের দিয়ে একটু ভেবে দেখি ধর্মমূলক ভক্তিভাব ঠিক কতখানি থাকে। ঠাকুর ভাসানের শোভাযাত্রায় যাবার অভিজ্ঞতা যদি থাকে তাহলে মনে করবার চেষ্টা করুন সেখানে যেকোনো রকম ভক্তিভাবের তুলনায় রেলাবাজীটাই মুখ্য হৃদয়বৃত্তি। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বা কাটোয়ার কার্তিক পুজো দেখবার অভিজ্ঞতা থাকলে আমি কি বলতে চাইছি একদম জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই ক্যাল্লাইকে বাধা দেবার অর্থ ধর্মাচরণে বাধা দেওয়া হতে পারে না। বিশেষত এখানে যখন VHP, RSS ও বজরঙ্গদল-এর সদস্য সমর্থকরা যে হিংস্রতায় ভারতবর্ষের সেরা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বহুদিন আগেই চলে গেছে। মাইলের পর মাইল হেঁটে শিবনিবাসে শিবের মাথায় জল ঢালতে যায় যেসব যুবক-যুবতীরা, যাদের অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণের উৎসারে 'ভোলে ব্যোম তারক ব্যোম'-এর সাথে এই শ্লোগান তুলতে শুনেছি— 'বাবার __, ফুলকো লুচি', 'মায়ের __এ বাবার __/রাস্তা থেকে সরে দাঁড়া'। সেখানে যতই আপনি কানে আঙুল দিন, ভক্তিরসকে উপলক্ষ্য করে এই যে প্রবলরস, তা ভারতবাসীর রক্তমজ্জায় এমনভাবে প্রবহমান যে তাতে যে কোনো রকম 'লড়াই লড়াই' উসকানি প্রতিমুহূর্তে দাঙ্গার জন্ম দিতে পারে। সেখানে বছরের পর বছর ধরে সঙ্ঘ পরিবারের অসাধারণ সংগঠন, অভূতপূর্ব রকমারী অ্যাজেণ্ডা ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি (কাগজ কলমে যাই বলা হোক না কেন) কেন্দ্রীয় সরকার হয়ে উঠলে এমনটা যে হবেই তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যা বলছিলাম, করসেবকদের শ্লোগান ও অঙ্গভঙ্গীকে যদি ধর্মীয় আচরণ বলা হয় যা যে কোনো সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ককে ক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে, সেখানে সংখ্যালঘুদের একাংশ যদি হঠাৎ জোটবদ্ধ হয়ে কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে থাকে, সেটাকেও বোধহয় নিজধর্মের সম্মান রক্ষার্থে ধর্মাচরণ বলা যেতে পারে। কারণ এখনও যদি গিরিরাজ কিশোর, পরমহংস, অশোক সিংহল, নরেন্দ্র মোদী, আদবানী, বাজপেয়ী নিজ নিজ আসনে সম্মান সহকারে বসে থাকতে পারেন তাহলে বিল্লালকে অভিযুক্ত করাটা রাষ্ট্রীয় একপেশেমির বিশ্রী উদাহরণ হিসেবে নিতেই পারেন যে কেউ। ঘটনাটা কিন্তু শুরু হয়েছিল একটা অর্থকরী বিষয় নিয়ে। গোধরা স্টেশনে চা চাইলে করসেবকদের চা দিতে চায়নি স্টেশনের চা-বিক্রেতারা—তার থেকে ঝগড়া শুরু হয় (মিডিয়াসূত্রে পাওয়া খবরের টুকরোগুলোকেই জুড়ে নিতে চেষ্টা করছি আমরা)। চা-বিক্রেতাদের চা বিক্রী করতে না চাওয়ার কারণ কি হতে পারে? যে করসেবকেরা বিনাটিকিটে ট্রেনে চড়ে রিজার্ভেশন করা যাত্রীদের তুলে দিয়ে বসে থাকে, তারা সকল হিন্দু'র হয়ে রামমন্দির নির্মাণের মত মহতী পুণ্যকর্ম করতে চলেছে তারা যে স্টেশনে চা তেষ্টা পেলে সেটা তাদের ফ্রিতে দেওয়া উচিৎ বলে মনে করবেই এটা অনুমান করাই যায়। কারণ কেউ যদি না দিতে চায়, সে হিন্দুধর্ম বা দেশের শত্রু এই বিচারবোধ তাদের শীর্ষনেতারা সর্বত্র সবসময় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে চলেছেন, যা নিয়ত টি ভি পর্দায় প্রচারিত হয়ে চলেছে। আর এই করসেবকদের ফ্রিতে খাওয়ানোর ঘটনা প্রথমবার অযোধ্যা যাবার কালে কিন্তু বিভিন্ন স্টেশনে তথাকথিত সাধারণ মানুষ ঘটিয়েছেন। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর চেন টেনে গাড়ী থামানো হয় ও কামরায় আগুন লাগাবার ঘটনা ঘটে— এর থেকে যৌক্তিকভাবেই ভাবা যায় যে কোনো কিছু কিনে পয়সা না দিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছিল। তাই চেন টেনে ট্রেন থামানো হয়েছে, তারপর হাতাহাতি লোক জড়ো হওয়া ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে—এটা এধরনের ঘটনার বাস্তব সিকোয়েন্সিয়াল লজিককে পুরোপুরি মাথায় রেখেই অনুমান করছি আমি, এটা যে 'নরেন্দ্র মোদী নিউটনের থার্ড ল'-র চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত এব্যাপারে আমি শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত। 'পাবলিক' 'মব' ও 'মাস্' এর সংজ্ঞা ও চরিত্র যে কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইতেই পাওয়া যাবে। ফিজিক্সেই অব্সোলিট হয়ে যাওয়া বেচারী নিউটনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বা সমাজ-মনোবিজ্ঞানে ফেলে এভাবে বলি দেওয়া একমাত্র RSS এর শিক্ষাপ্রাপ্তদের পক্ষেই সম্ভব। আর আমাদের শিক্ষিত, জ্ঞানী, কবি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে ডিফেণ্ড করতে থাকেন এই বলে যে গুজরাটে এর আগের দাঙ্গাগুলোর চেয়ে এটা থামাতে অনেক কম সময় লেগেছে, (যদিও তথাকথিত দাঙ্গা এখনও থামেনি) একবারও তাদের মাথায় আসছে না মানুষের চেহারায় ভেতরে কতখানি জানোয়ার হলে ঐ পরিস্থিতিতে একথা বলা যায় আর কিভাবেই বা আসবে, মাথাগুলো তো আসলে একদম একরকম। গুজরাটে

যা হয়েছে তা দাঙ্গা নয় VHP, RSS, বজরঙ্গ দল-এর পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যাতে প্রশাসন নির্লিপ্ত থেকে সহায়তা করেছে

এবং পরবর্তীতে প্রধানতঃ লুটপাট যা এদেশের অর্থনীতির করুণ হাল, বেকারত্ব, দারিদ্র ও তার ফলে ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। শুধু হতদরিদ্র জনগণের সেই ক্ষোভ আসল শত্রুকে আক্রমণ না করে, শত্রুরই কারসাজিতে শত্রুর স্বার্থেই চালিত হচ্ছে।

আমেদাবাদ সহ অন্যান্য অঞ্চলে সেনা নামানো হল অনেক দেরীতে। পরে বলা হতে থাকলো সীমান্ত থেকে সেনা আনতে দেরী হয়েছে, অথচ স্টার নিউজ-এর ডাইরেক্ট টেলিকাস্টে দেখা গেছে সেনা এসে যাবার পরও তাদের ডিপ্লয় করা হচ্ছে না প্রশাসন থেকে, জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা অবস্থায়, এবং যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল সেনাদের ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। যদিও আমরা সবাই জানি যে সেনা ডিপ্লয় করা হলে তারা যে কোনো গাড়ীকে রিকুইজিশন ধরিয়ে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারে, রাজ্য সরকারকে গাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এসব কথা আবারও বলতে হচ্ছে কারণ সবকিছু চলতে থাকা সত্ত্বেও 'নাতাশা হত্যা'র মুখরোচক সংবাদে ইতিমধ্যেই খেই হারিয়ে ফেলতে পারি, হাস্যকর ভাবে গোধরার হত্যাকাণ্ডকে আই এস আই-এর চক্রান্ত বলে চালাবার চেষ্টাকে ভুলে যেতে পারি, ভুলে যেতে পারি কেন্দ্রীয় সরকারের নক্কারজনক আচরণকে। যেখানে 'নর্মদা বাঁচাও' আন্দোলনের শরিক লেখিকা অরুন্ধতি রায়কে সুপ্রীম কোর্টের রায়-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয় সেখানে 'আদালতের রায় মানব না' একথা প্রকাশ্যে বারবার বলা সত্ত্বেও ভি এইচ পি, আর এস এস নেতারা ও তাদের তথাকথিত ধর্মগুরুরা দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ান! তারপর কাঞ্চীর শঙ্করাচার্যের প্রস্তাব, যে হনুদল বিরানব্বইতে তেড়ে গিয়ে মসজিদ ভেঙে ভারতবর্ষে এক কলঙ্কিত অধ্যায় শুরু করে তাদেরকে অবিতর্কিত স্থানে পূজার অনুমতি দেওয়া হোক।

তারপর সুপ্রীম কোর্ট —সেখানে অ্যাটর্নী জেনারেল সোরাবজী, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে এরকম প্রসঙ্গে কিছু বলতে পারেন না, তিনি পূজার অনুমতি চান সুপ্রীম কোর্টের কাছে আর বাজপেয়ী বলতে থাকেন সরকার এমনটা বলে নি—লোকসভায় একরকম কথা আর প্রতিমুহূর্তে উল্টো কাজ করে তাঁর চরিত্রের যে নমুনা তিনি পেশ করেন তারপরও তাঁকে 'ফ্রড' বলা হলে তা সংসদের কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিতে হয়, আশ্চর্য! পরমহংস নামক হনুমানটি সুপ্রীম কোর্টের রায় বেরোনোর আগে বলেন শিলাপূজা না করতে দিলে আত্মহত্যা করবে, আসল হনুমানজী হলে তবু সন্দেহ প্রকাশ করলে বুক চিরে রামনাম দেখিয়ে দিত, এটাকে কি বলা যায়? মন্ত্রীরা সব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, যেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা ভারতীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সেখানে এই লোকটা আত্মহত্যার হুমকি দেয় এবং তাকে জেলে না ভরে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এইরকম পরিস্থিতিতেও নাটক চলতেই থাকে আর একইসাথে গুজরাটে, রাজস্থানে সংখ্যালঘু হত্যা। সুপ্রীম কোর্টের যথোপযুক্ত রায় ও তা উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের ঠিকঠাক ইমপ্লিমেন্টেশন সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের তড়িঘড়ি প্রতিনিধি পাঠিয়ে শিলাগ্রহন, এই বিজেপির চরিত্র খুল্লমখুল্লা প্রকাশ করলেও তারা দমবার পাত্র নয়, রামমন্দির হয়ে গেলে তো চলবে না এটাকে জিইয়ে রাখতে হবে, আর এই তথাকথিত দাঙ্গা করে দেখিয়ে দেওয়া হল তাদের বিরুদ্ধতা করলে কি হাল হবে। তবু RSS কোনো রিস্ক নেয় নি, ১৭ই মার্চ তাদের অধিবেশনে কাশী ও মথুরায় মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গ সামনে নিয়ে এসেছে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে। এরকম অবস্থায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি এমনকিকেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপির সহযোগী কয়েকটি দলও সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে কিন্তু সরকার ফেলে দেবার কোনো চেষ্টা তারা করবে না কারণ তাতে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রবল চাপের মধ্যে রাখা দরকার বিজেপি সরকারকে যাতে তারা ক্ষতিকর সিদ্ধান্তগুলো না নিতে পারে। টেলি-মিডিয়াকে এইক্ষেত্রে প্রশংসা করতেই হবে তাদের ভূমিকার জন্য, বিশেষ করে স্টার নিউজ ও আজতক। পশ্চিমবঙ্গও বিপদমুক্ত নয় তা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে, আমাদের আরো সক্রিয় বিরোধিতা করতে হবে এইসব হিন্দুত্ববাদী নোংরা রাজনীতি করিয়েদের বিরুদ্ধে, যাদের চ্যালা-চামুণ্ডারা আপনার আমার আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে। এই হিন্দুত্ববাদীদের সাথে খুব বেশী যুক্তি-তর্কে যাবার দরকার নেই কারণ সেটা ওদের একেবারেই নেই, স্রেফ পিটুনির ভয় দেখানো দরকার কারণ তা করলে অধিকাংশ হিন্দুকেই আপনি আপনার পাশে পাবেন। প্রমান চান? খোদ অযোধ্যায় দিগম্বর আখড়া ছাড়া অন্যান্য আখড়ার মোহন্তরা প্রকাশ্যে টেলি-মিডিয়ায় VHP, RSS ও পরমহংসকে নোংরা রাজনীতি করিয়ে, জনগণের শত্রু, ছল, কপট, অধার্মিক, তালিবান বলে অভিহিত করছেন, যাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্তের পক্ষে। অবশ্য এই কলাম লিখতে বসে এই মুহূর্তে আমি ভয় পাচ্ছি কারণ যতই উচিৎ কথা হোক ওড়িশায় যে দলের সমর্থকরা সংবাদপত্রে তাদের নিন্দা করা হলে বিধানসভা ভাঙচুর করে দিতে পারে, তারা আমাদের বেচারী সম্পাদকের বাড়ীর কি হাল করতে পারে ভেবে। পশ্চিমবঙ্গে কি আমরা ওদের হাত থেকে আদৌ নিরাপদ?

দৈনন্দিন শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

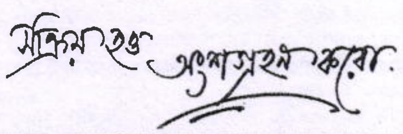
সম্পাদকীয় :

‘গুজরাটে দাঙ্গা হয়নি’ লেখাটিতে আমি সম্পাদকগিরি ফলিয়ে তিনটে যৌনাঙ্গসূচক শব্দের জায়গায় ‘__’ বসিয়েছি; যে ভণ্ড শালীনতা বোধে আমি এটা করি, আমার তথাকথিত সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে (যাদের মধ্যে অন্য সহকর্মীরাও আছে দু-একজন) যাদের খারাপ কথা বলতে মানা, খারাপ কথা শুনতে মানা, সেই আমি ও আমরা চূড়ান্ত অশালীন সামাজিক ঘটনাগুলোর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চাই; অথচ আবার সমাজসচেতন না হওয়াটাও মানতে পারি না, প্রচুর কথা বলি ভদ্র শিক্ষিত সচেতন আমরা, তবুও এইসব বড় বড় সামাজিক দুর্ঘটনাগুলো-তে আমরা এই কারণেই ‘সাধারণ মানুষ’-এর মধ্যে থেকে বাদ পড়ে ‘কেউ না’ হয়ে যাই— আর সবকিছু দেখে যেতে হয় শুধু।

ঠিক এই আভ্যন্তরীণ কারণের মতই আমাদের কবিরা, কবি অটল বেহারী বাজপেয়ীর লেখা গানের ক্যাসেটের অ্যাড দেখবেন আর ‘দৈনন্দিন’কে কবিতার কাগজ বলা হয় বলে সোচ্চার অপছন্দ করে চলবেন। তাঁদের মনন ও মন সেঁচা সুছাঁদ কবিতা যে কোথায় কোন দেশে অনুরণিত হবে ভগাই জানে।

তবুও আবার বলি

‘দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক’



এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

কান পেতে রই

তোমার বাঁশি, তুমিই বাজাও
আমরা সবাই কান পেতে রই।

এ বাঁশির এমনই গুণ—
যদি বাঁশি বাজে, রাধা কাজে
হাজার ব্যস্ত থাকলেও অন্তত: কম করে
একটিবার
রাস্তার দিকের খোলা জানালায়
উঁকি দিতে
তার
ভুল হবে না কখনো কোনোদিন
মাথায় আমার আঁকা-বাঁকা নিয়তি ভাগ্যরেখার
মতন
শিং
আমি তোমাদের যখন যা পাই
তীব্র সাদা দুধ-জ্যোৎস্না অথবা
মন খারাপের কালি, কলঙ্ক
খাই। আমি
ফ্রান্সের চাঁদ অথবা সোমালিয়ার চাঁদ খেতে
ভালোবাসি। একখানি চাঁদ; দু-খানি চাঁদ-ও .....
ভালবাসি

তুমিই বাজাও; বাতাস চঞ্চল হ’লে
মাথাটাকে নামিয়ে আনি বুকে
অতঃপর, গড়িয়ে দিই বুকে......
আমরা সবাই কান পেতে রই

—মৃগাঙ্ক মৌলি বিশ্বাস

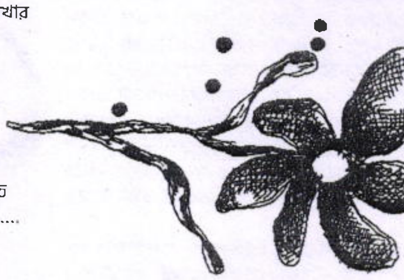
অতিক্রমণ

শরীরে আগুন গন্ধ রাখি, সংপৃক্ত করি ফুলকি।
যে কণ্ঠনালী আহারে পোক্ত, তার আপাত-চাদর আর
ঝলসায় না। এরকমই পরিশ্রুত অঙ্কন আজও সচরাচর।
প্রতিবেশীদের বিষন্নতা রোদের মত ঝ’রে পড়ে না। কেবল উদর পোড়ায়।

অপেক্ষায় রত এষরেণু এবং আশ্রিত ঝোড়ো সংবাদ।
শুরু হবে রক্ত খেলা। এ যাবৎ আমাদের যে কুর্নিশ অর্গল
করে রেখেছিল, আজ থেকে খোলা হাওয়ার সন্ধানে।

কেননা যে রক্ত ঝ’রে পড়ে,তার আগুন কখনই
নষ্ট হয় না, — অভিসারে অতিক্রমণ।

—সমরেন্দ্র রায়



রেঁস্তোরার ভিতরে বাহিরে

সত্য সত্য বলে সত্যদার কেবিনে গিয়ে দেখি
আধ খাওয়া কাটলেট ছাড়া পড়ে আছে শূন্যতার ভাঁড়
টেবিলের পায়া আর দীর্ঘ ছায়াগুলি
অপূর্ব গল্পে মশগুল;—তোমাকে খুঁজতে গিয়ে
আমি ও আমার দেয়াল মিশে যাচ্ছি দেখ
বাইরে বসে আছে মুখ টিপে হেসে যাওয়া
মুখোশের বিক্রেতা বৌ; তার পাশে উদাসীন সিগারেটওয়ালা
তার পাশে ট্রামেদের শোকসভা থেকে
একটি পতাকা শুধু মিথ্যে মিথ্যে বলে
পতপত উড়ে যাচ্ছে—ধীর সমীরে

—রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

ধারাবাহিক জীবন (১)

সামনে রবিঠাকুর। পিছনে গালিব। মাঝখানে
আমি। বড় এলোমেলো। সামনে সূর্য। পিছনে
চাঁদ। মধ্যে আমি। বড় বেমানান। সামনে সাগর।
পেছনে পাহাড়। মধ্যে আমি। বড় বেরঙীন।
সমতল
তবু তল
মালভূমি
তবু ভূমি
মাঝে জল
তবু স্থল
চারপাশে
মিছে বালি তবু নেই। মরীচিকা খোঁজা কেন। মাঝে
মাঝে খেয়ালেতে মরুভূমি তবু ভাল। অকারণ
মাথা নত! কার কাছে! কি খোঁজে...
হাঁস নয়
হাঁসজারু
কচ্ছপ
তাও নয়
বকচ্ছপ
বক্‌বক্
হিজিবিজি
ভজঘট
হাসে না। কাঁদে না। ঘুজুঘুজু। ঘুমঘুম। ফিস্‌ফিস্
স্বপ্ন। অকারণ যত্ন।
তাই বলি
এসো না
দূর থেকে
ডেকো না
পাশে এলে
ভয় পাবে
কাছে এসে
কেঁদো না
ঘর থেকে ঘরে যাবে। পর থেকে পর হবে।
অকারণ জ্বালাতন। ঘুম পেলে বেশ না।
চোখে চোখ
হাতে হাত
মুখে মুখ
ঠেকে যায়
ভয় পেলে
চোখ তুলে
আমাকে
দেখ না।
খ্যাপা খোঁজে। ঘুরে ঘুরে। ঘরে ঘরে। পথে পথে।
রাস্তায় দ্যাখা হয়। ভয় পায়। বলে যায়। পাইলে
পাইতে পারি অমূল্য রতন!
বৃথা চায়
পেয়ে হারায়।

— নিবিড় মিত্র

প্রতিদিন, একদিন

মেট্রোর ভিড়ে ভাড়া করা আর প্রাইভেটে
বইমেলা গানমেলা যৌনমেলার
মহানাগরিক ব্যস্ততা,
কত মুখ—
ভাঙাচোরা, গোল কিংবা আয়তাকার মুখ
চশমা সাঁটা চোখে বিশ্বায়নের বিজ্ঞাপন
বিদেশ যাওনি! তুমি বড় সাধারণ
বর্তে যাবে কেরানী হ’লে।

বছরে এক-আধবার দীঘা কিংবা দার্জিলিং
বউ পাশে, ছেলে কোলে।
অপদার্থ একান্ত না হলে
বিশ্বাস রেখো কোনো ইজম্ বিপ্লবে
দেবতুল্য লোক সব—
জাতির জনক জাতির ভবিষ্যৎ
একরাত ঘুম পাবে আপাদমস্তক।

কাগজের চাহিদা খুব—
খুন ধর্ষণ মন্ত্রীদের হাসিমুখ
চুক্তির চুলোচুলি
জঙ্-এর ময়দানে মাথার খুলি

চারুকলা অনুষঙ্গ নন্দন চত্বর
হৃদয় খোঁড়াখুড়ি হৃদয়ের ভিতর—
ডাস্টবিন খুঁটে খায় মানুষ
নর্মদা-সবুজ মিছিলে।

এরও যে পর আছে তারও পর—
পৌষের ধানকাটা শেষে, একাকী প্রান্তরে
দু’ফোটা বৃষ্টিতে ভেসে ওঠা সন্ধ্যায়
আগাছা জ্বালিয়ে পাওয়া ওমে,
একফালি উত্তুরে হাওয়া ভর করে
কুমারী প্রেম এসে বলে...........
আমিও কবিতা হব!

—সমীর ভৌমিক

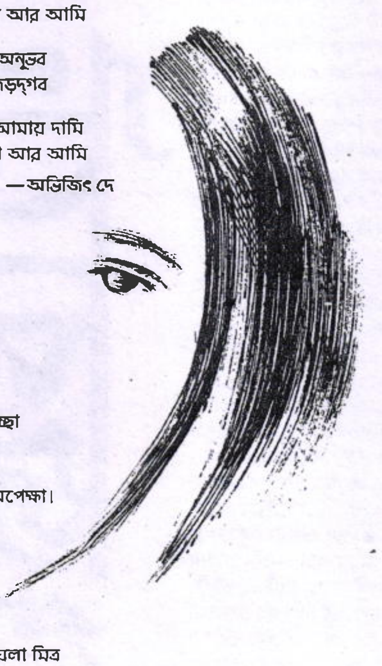
আরশোলা

আঘাত যত করছ আমায় করছ তত দামি
শেষ সময়ে বাঁচবে দুজন আরশোলা আর আমি

এই তো আমার দীক্ষা আমার সত্য অনুভব
মরতে মরতে বাঁচতে শেখে কেমন জড়দ্গব

মারো আমায় আরো মারো করো আমায় দামি
শেষ সময়েও বাঁচতে চাই আরশোলা আর আমি

—অভিজিৎ দে



আত্মমগ্নতায়

সেই ভালো,
ভেঙে দাও সান্নিধ্যের সাঁকো
প্রতীক্ষা রেখো না।

সাঁকো থাকলেই পারাপারের ইচ্ছা
সমস্ত প্রহর জুড়ে তীব্র প্রতীক্ষা
প্রাচীন ভিক্ষুর মত বসে আছি,
অবসাদে ঢেকে যায় অনন্ত অপেক্ষা।
এই ভালো,
অস্তিত্বে শুধু জেগে থাকো
আলিঙ্গনে থেকো না
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাই যদি
নাম ধরে ডেকো না।

—মেঘলা মিত্র

ছায়াবাজী

"I, who could never solidify my shadow."– *Derek Walcott.*

ছায়া হাঁটেন, আমি হাঁটি ; কে বা কাকে হাঁটায়.?
উত্তর কেউ দেয়না, শুধু প্রশ্নগুলো পাঠায়।
আলো-ছায়ায় খেলতে এসে
বুঝতে পারি গেছি ফেঁসে—
ছায়া আমার আটকে গেছেন বিজ্ঞাপনের আঠায়।

—অক্ষয় ভাট

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র-র কাছে জনৈক ছাত্রের খোলা চিঠি—

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় সমীপেষু,

নতুন মোড়কের সরকারের নতুন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েই আপনি যে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের খোলনলচে পালটে ফেলতে পারেন না সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি, সামান্য হলেও আমার আছে, তবুও চিন্তা ভাবনার জগতে কিছু মাত্র মৌলিকতা এবং লোকদেখানো হলেও আধুনিকতা থাকতে পারে ধরে নিয়েই আমার এই পত্র।

গত ৪ঠা মার্চ ২০০২ আনন্দবাজারে ''ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তে মিলল এড্‌স-জীবাণু'' আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কাগজেই ৭ই মার্চ ২০০২-এ লেখা সম্পাদকীয় ''রক্তের ভিতরে'' পড়ে আমি যথেষ্ট আতঙ্কিত। আনন্দবাজারকে অকারণে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মুখে তারা যতই রক্তদানের সচেতনতার কথা বলুক, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের ব্যবসার দিকটাই দেখবে। তাই তাদের তথাকথিত ''ক্যাচি হেডলাইন'' পড়ে যদি সাধারণ মানুষ রক্তদান ব্যাপারটা থেকেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়—সে দায় তারা নেবে না, কিন্তু আপনি কি করছেন? আপনার ব্লাড ব্যাঙ্কের কোনো ম্যানেজারের টেবিলেই কি কাগজ-কলম থাকে না যাতে তারা পরের দিনই ঐ পত্রিকা দফতরে চিঠি পাঠিয়ে সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারে? যদিও এত তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে আপনারা অভ্যস্ত নন্, তবু আশায় মরে চাষা—

পশ্চিমবঙ্গের রক্তদান আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কম-বেশী নয় বছর জড়িয়ে থাকার সুবাদে আমার যে সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এই বিষয়টির সমস্যা নিয়ে, সেগুলি লেখবার মত যথেষ্ট জায়গা এখানে নেই। তবু বাধ্য হয়েই কিছু তথ্য জানাতে চলেছি যাতে রক্তের যোগান বাড়ে। কেননা আমরা জানি যথেষ্ট যোগান থাকলে তবেই মান বিচার করার বিলাসিতা দেখানো চলে। যদিও আপনার অজানা কিছুই নেই তবু, আপনি ব্যস্ত মানুষ—ওই একটু মনে করিয়ে দেওয়া আর কি।

১) পশ্চিমবঙ্গে ৫৮টি সরকারী ব্লাডব্যাঙ্ক আছে—সংখ্যায় যা নেহাত কম নয়। কিন্তু উন্নত পরিকাঠামোর অভাব আর ব্যাঙ্ককর্মীদের অনবদ্য কুঁড়েমি সেগুলিকে মৃতপ্রায় করে রেখেছে। (কোলকাতা ও শিলিগুড়ির কাছাকাছি ব্লাড-ব্যাঙ্কগুলি বাদে)। জেলা সদর হাসপাতালের ব্লাড-ব্যাঙ্কগুলিতে রক্ত সংরক্ষণে যথেষ্ট ব্যবস্থা কি নেওয়া যায় না? ঐ ব্যাঙ্ক কর্মীদের মাসে অন্ততঃ ৫০টা রক্তদান শিবিরে-র আয়োজন ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা কি খুবই অসম্ভব? — এতে কোলকাতা-নির্ভরতাটা অন্ততঃ কমবে।

২) ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছা-রক্তদাতার সংখ্যা ছিল ২৪৯৩, সেখান থেকে ২০০১ সালে প্রায় ৩ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, এবং সেটা হয়েছেন একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অসীম প্রচেষ্টায়—এটা আপনাদের গর্বিত হওয়ার বিষয় না লজ্জিত হওয়ার, সেটা আপনারাই ঠিক করবেন। আমার বক্তব্য হল সাধারণ মানুষের এই সচেতনতাকে পুঁজি করে ব্যবসা করে খাচ্ছে কয়েকটা ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারী ব্লাড-ব্যাঙ্ক—মূলতঃ আপনাদের ঔদাসিন্যের কারণে।

দুঃখিত মন্ত্রী মশাই, রক্ত প্রসঙ্গে উদারীকরণ নীতি আনা সম্ভব নয় বলেই আমার মনে হয়। এক ইউনিট রক্ত পরীক্ষা করতে যেখানে প্রায় ৯০০ টাকা খরচ হয় সেখানে বেসরকারী ব্লাড ব্যাঙ্ক সেটা কিছুতেই ১৫০০ টাকার কমে বিক্রি করতে পারে না। আর যদি তারা ৯০০ টাকার কমে রক্ত বিক্রি করে তাহলে কি ধরে নেওয়া উচিৎ বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। তাই রক্তের ব্যাপারটা পুরোটাই সরকারের অধীনে ভর্তুকি দিয়ে চালোনোটাই একমাত্র পথ। আর যদি নেহাতই টাকার দরকার হয় তাহলে স্পনসর হিসেবে কোক্-পেপসির সঙ্গে কথা বলতেই পারেন—ক্রিকেট থেকে তো ভালোই পিটছে। ও হ্যাঁ, ক্রিকেট বলতে মনে পড়ে গেল—ব্লাড-ব্যাঙ্ক গুলোতে যদি গ্রেডেশন সিস্টেম চালু করা যায় তাহলে কেমন হয়? ওই মানে, পারফরমেন্স অনুযায়ী টাকা আর কী—জানেনই তো 'দুনিয়া টাকার বশ'। আর এইসব চিন্তা ঠাণ্ডা মাথায় করার জন্য আপনি একটু সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে আসতেও পারেন—দেখে আসতে পারেন ওখানকার রক্তদানের হাল হকিকত্—ওখানে তো প্রতি হাজার জনের মধ্যে ১১৮ জন রক্ত দেয়! (ভারতে প্রতি হাজারে ২ জন) আর হ্যাঁ, একটু হিসেবী হতে শিখুন, সেন্ট্রাল ব্লাড-ব্যাঙ্কের কটা নতুন যন্ত্র ব্যবহার না করেই নষ্ট করে ফেলেছেন—শুনে দেখেছেন কখনো?

৩) এখন তো বিজ্ঞাপনের যুগ। রক্তদান নিয়ে কোনো সরকারী বিজ্ঞাপন আমার নজরে পড়েনি। আপনার পড়েছে নাকি? পড়লে আমায় একটু বিজ্ঞাপিত করবেন।

আর কি? এসব লেখা পড়ে খামোকা রক্তচাপ না বাড়াতেও পারেন। কারণ আমাদের মাথায় রক্ত চড়ে গেলেও কিছুই করতে পারবো না।

অতিরিক্ত সংযোজন :

রক্তদাতার চাহিদা ও যোগান কখনোই তো মেলেনা (২০০১-এই প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়েছেন যেখানে চাহিদা ছিল সাড়ে ৪ লক্ষ) তাই একটা টোটকা বাতলালাম্: পশ্চিমবঙ্গেএই বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দেবে ৯ লক্ষেরও বেশী ছেলে মেয়ে। এর মধ্যে শারীরিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে যদি ৫০ শতাংশ বাদ যায় এবং বাকীরা রক্ত দেয়, তাহলে চাহিদার কাছাকাছিই সংখ্যাটা আসে। আরও সুবিধে, এদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য শুধু শিক্ষামন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে জীবনবিজ্ঞান বইয়ে দু-পাতা বেশী ছাপতে হবে আর পরীক্ষায় রক্ত দান বাধ্যতামূলক (সুস্থ শরীর থাকলে) করতে হবে। ভেবে দেখুন এর ফলে কাউকেই জীবনে দুবারের বেশী রক্ত দিতে হবে না, কারণ প্রতি বছরই নতুন পরীক্ষার্থী আসবে। আর পেশাদার রক্তদাতার চিন্তাটা একেবারেই থাকবে না। ভাল থাকবেন।

পুনশ্চ : দেশের জন্য ঘাম ঝরানোর পর সুযোগ পেলে নিজেও রক্ত দেবেন— এ্যাকদম্ লাগে না।

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(১৯) মৈনাক সিন্‌হা

সদ্য যৌবনে প্রবেশ করেছে সে, কথা হয় ভালো লাগে, জোর করে সরিয়ে রাখতে মানসিকতায় বাহ্যিক চাপ চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস সঙ্গত - অসঙ্গত সে যাই হোক ''পরিবেশের অনস্বীকার্য প্রভাবের ক্রিয়াবর্ততা সেই উত্তম-সুচিত্রা, রাজকাপুর-নার্গিস, গুরু দত্ত-ওয়াহিদা রহমান , অমিতাভ-রেখা হালের আমির-জুহি, অনিল-মাধুরী বা অরবিন্দ্-মনীষা'' তবে প্রথম যখন মনে হওয়া সেটল্‌মেণ্ট করতে ভবিষ্যতের সিনেমাটিক্ কল্পনা কৈশোরাবৃত্ত পরিমণ্ডল অর্থনৈতিক সুস্থিতি বা পুঁজির প্রতি নির্ভরযোগ্যতা একজাতীয় এককেন্দ্রীক মোহ হতেই পারে এবং হয়ত এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয় কখনোই, বোধ কাজ করে 'শুধু আমি আর তুমি, বাকী সব হারামী' ভাবনা ভবিষ্যতের এই অনমনীয় আবর্তনে ৩৬৫ দিন কেটে একেকটা মুহূর্ত, একেকটা বেলা, এক একটা দিন-মাস—একটা দুটো তিনটে বছর বাজার চলতি একেকটা প্রেমের গান—বিরহের মাস দ্বৈত ভবিষ্যতের সোনালী ভবিষ্যতের উপন্যাস বিক্রির বাজারে কাটতি ভালোই তবে আপোষকে অভ্যাসের নীতিবাক্য সর্বস্বতা কায়-মন-বাক্য আত্মীকরণ তথাকথিত পথচলার জুতো হিসেবে এবং পাগড়ী হিসেবে পায়ে এবং মাথাতে গলিয়ে নিতে হয় আসলে যাকে মধ্যবিত্ততার এক সীমা হিসেবে পোট্রেট বিছানার নরম নরম দাপাদাপি শীৎকার সভ্যদুনিয়ার দূরদর্শন ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন T.V. মাধ্যমগুলো যতই শক্তিশালী হোক না কেন বা বাজারী মতে খোলামেলা সাহসী, আসলে নারী শরীরের যতখানি মাংস অনাবৃত অংশ বিক্রির মানদণ্ডের মাপকাঠিতে ত্ত পশ্চিমবাংলার তথাকথিত ভদ্র-সভ্য-শিক্ষিত লোকালয়ে রাত বাড়লে যখন ট্রেন-বাস সার্ভিস সরকারীভাবে বন্ধ তখন সার্বজনীন পর্ণোগ্রাফী, অঞ্চলস্থ কেবল্ সেন্টার কর্তৃক কৈশোরের দ্বৈত ভালোবাসায় খানিক অরুচি বিবাহের পরে যেমতাবস্থায় কাটাতে সাহায্য করে। নতুন স্বাদে উত্তেজনা কতটা মননে তা না জানা থাক তলপেটের তলায় সুখানুভূতি রাত্রিকালীন পরিতৃপ্তি পরিবেশনে এবং গ্রহণে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা। আপনা এলাকাতে কুত্তা ভি শের হোতা হ্যায়; তবে এরমধ্যে নিজের কথা বলার ইচ্ছেটা হয় বলেই লিখতে চাওয়া যেমন জোর করে সরিয়ে রাখতে হয়, বাইরে থেকে একটা চাপ সঞ্চালন করে প্রথম দু-লাইন লিখতে লিখতে মনে হয় 'না' ঠিক পরিষ্কার করা গেল না, তবে পরিষ্কার মানে সে-অর্থে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা নয় আসলে খানিকটা প্রকাশিত অস্বচ্ছতাকে খানিক স্বচ্ছ—না, ঠিক খানিক নয় যতটা সম্ভব নিজের ক্ষমতানুসারে স্বচ্ছতা দেওয়া। কচিবয়সের দুর্দম আকাঙ্খা যার জন্যে বাকী প্রায় কোনো কিছুতেই সেই মতন মনঃসংযোগের অভাব যতটা মনোযোগ আকাঙ্খাটাকে বাস্তবে রূপায়ণের ধারাবাহিকভাবে বড় ইনিংস খেলার জন্য টেম্পারমেন্টকে সংযত রাখা যাতে কোনোভাবেই অফ্‌সাইড্ ট্রাপে না পড়ি কিন্তু দ্বৈতসত্তার দ্বন্দ্ব আসলে দ্বৈতবদ্ধতার ধারনা ঠিকমতো বিকশিত না হওয়ার ফলে যৌথতার ধারণাও অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপার্শ্বিক কেন্দ্রীকতার যূপকাঠে বলি হতে সদা উদ্যত দীর্ঘকালীন অধিবেশনের অন্তর্ভুক্তিতে একলাষেঁড়ের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, স্বপ্নটা তা সে যে আকারেই থাকুক ক্যামেরার লেন্সটাই ভেঙে গেলে বাস্তবতা ভবিষ্যত্রে জন্যে যাকে সাজানো হচ্ছিল বর্তমানের ভাবনার ইঁট-সিমেন্ট-বালি দিয়ে, তাসের ঘরের মত ফস্ করে ভেঙে গেল, একটা ডাউন দ্য লাইন ভলিতে ৬-৬, ৪-৬, ৫-৭, ৬-২, ৬-৭ (ট্রাইব্রেক) আসলে নেটের কাছে এগিয়ে এসে অল আউট খেলার চেষ্টায় কিন্তু যখন বলটা আউট অফ্ রীচ্ শরীর ছুঁড়ে দিয়েও শেষ রক্ষা করা যাবে না কোর্টের বাইরে চলে গেল, মানতেই হবে একটুর জন্যেই একটা গ্র্যাণ্ডস্ল্যাম হাতছাড়া হয়ে গেল; এরপরেও সেই একা একা একটা বৃত্ত রচনা; যার প্রাথমিক পরিকল্পনানেওয়া হয়েছে বেড়ে ওঠার La métero তে এখন 'ঠিক' এমন নয় এরপর এবং তারপর চলতে থাকা, গড়াতেই থাকে জল সেই একা একা, বুকের হিমশৈল গলে চোখের উৎসমুখ থেকে গালের উপত্যকা পেরিয়ে নোনতা লাগে জিভে আর সেগুলো অন্যভাবে গতিপথ পরিবর্তন করে চলে যায় অন্যদিকে, তারাও জানে তারা সাগর পাবেনা মোহনাও নয়, ঠিক সেই কারনেই; তবে স্বাদে বোঝা যায় আসলে হিমশৈলটা বা তার বিস্তীর্ণ পার্বত্য উপত্যকা কোনো একসময় মহাসাগরই ছিল। রাত বাড়লে অতৃপ্ত আত্মা অশরীরীর মতো যেন নিশিতে ডাকে; তবে দৃশ্য পরিবর্তন হয় যখন আত্মার অস্তিত্বটা পুনরায় অন্য আরেকটা অলিম্পিক পদকের জন্যে আরেকবার তৈরী হয়, কিন্তু প্রাথমিকভাবে সংযত এবং লক্ষভেদের আকাঙ্খার প্রাথমিক চাপটাকে আত্মিক বিকাশের মাপকাঠিতে রাখার গুণফলে যোগ্যতর হয়ে ওঠাটা হতেই পারে, হয়ত এবং আর একটা বিপরীত লিঙ্গধর্মী রক্ত মাংস মানবিক মস্তিষ্কের অধিকারী অস্তিত্বের রক্তবাহী শিরা উপশিরায় আকর্ষণ জনিত তারল্য প্রবাহিত হতেই হয় অর্থাৎ চলচ্চিত্রায়ণ হলে 'তুমি আমার আমি তোমার'। কিন্তু সমস্যাটা হল কেউ কারো নয় আসলে সবই ব্যক্তিগত সুখানুভূতি, তা সে মানসিক যা অবশ্য মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত এরমধ্যে পুনরায় সেই পুরোনো কাসুন্দি অর্থাৎ স্নায়ুদৌর্বল্য, আপসকামীতা, ভবিষ্যত কেন্দ্রীক ভাবনার অন্তহীনতা এবং সর্বোপরি বর্তমানের যতখানি পর্যন্ত পাওয়া যায় স্পর্শসুখানুভূতিকে তারিয়ে তারিয়ে চাখার ইচ্ছে—কি করা যাবে পৃথিবীতো সব বস্তুকেই আপন কেন্দ্র অভিমুখে আকর্ষণ করবেই! শুধু ভাববো.............



উচ্ছে দিয়ে কাঁকড়া খাবো
মাংস দিয়ে কুলফি,
হাতের তালুতে রাখবো গোঁফ
উরুতে রাখবো জুলফি।।

গীটারের তারে তবলার বোল
খঞ্জনী দিয়ে বাজাবো মাদল
একতারাতে বেহালা বাজাবো
হারমোনিয়ামে বাজাবো খোল।।

কালির বদলে কেরোসিন তেলে
লিখবো কবিতা—প্রেমের চিঠি,
ফুল নয় প্রেমিকাকে উপহার
দেবো একটা দেশলাই কাঠি।।

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

অথ ঃ ক্রিকেট কথন

বিশেষ প্রতিবেদন : অর্চন ডি দত্ত : জিম্বাবয়ের সাথে দুর্দান্ত টেষ্ট সিরিজ জয়ের পর ভারতীয় দল যাচ্ছে ওয়েষ্টইন্ডিজ সফরে। ভারতীয় দলের সেখানে গিয়ে ভাল ফল করার সম্ভাবনা অনেকটাই কারন ওয়েষ্টইণ্ডিজ আজ পৃথিবীর দুর্বল দলগুলোর মধ্যে অন্যতম। টিমে লারা, হূপার ছাড়া ম্যাচ উইনার নেই, নেই ত্রাস সৃষ্টিকারী বোলারও। এইরকম অবস্থায় ওয়েষ্টইণ্ডিজের যে পরিবর্তনটা সবথেকে বেশি লক্ষ করা যায় তা হল 'পিচ', আগের মত সবুজ উইকেট সেখানে বিরল। পাছে বিপক্ষ দলের পেসাররা সবুজ উইকেটের সুবিধা নিয়ে তাদের দুর্বল ব্যাটিং লাইন আপকে কোনঠাসা করে ফেলে। তবে উইকেটের বাউন্সটার কোন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ উইকেট হার্ড হবে। তা না হলে ভারতীয় স্পিনারদের ঘুর্নি বোলিং সামলানর মত ব্যাটিং টেকনিক তাদের ব্যাটসম্যানদের নেই। অন্যদিকে ভারতীয়রা কেউই সমস্যা মুক্ত নয়। প্রত্যেকেই অফস্টাম্পএ দুর্বল। তবে ওয়েষ্টইণ্ডিজের মত একটা অপেশাদার দল সেটা খুঁজে পাবে বলে মনে হয়না। ভারতীয় দলের ব্যাট্‌সম্যানদের থামানোর জন্য প্রচুর চিন্তা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। একটু বাউন্সের উপর করিডোর অফ আনসার্টেনটিজোনে, ফ্রন্ট ফুটে খেলালেই একের পর একজন স্লিপ অথবা উইকেটকিপারের হাতে ধরাদিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে প্যাভিলিয়ানে ফিরবে। কিন্তু ওয়েষ্টইণ্ডিজের বোলাররা তাদের থিংক ট্যাংকদের অসাধারণ পণ্ডিত্যের দ্বারা ভারতীয়দের শর্টপিচ্ (সৌরভবাদে) আর লেগেই বেশি পরীক্ষা করবে। টেক্‌নিক্যাল স্ট্যাটাস অনুযায়ী ভারতীয় ব্যাট্‌সম্যানরা ঘাসবিহীন উইকেটে পরিকল্পনা বিহীন বোলিং-এ খুব ভাল খেলে।
গত একবছর ধরে সৌরভ গাঙ্গুলির ধারাবাহিক ব্যর্থতার মাঝে মাঝে রান করতে দেখে বিশেষজ্ঞরা বিভ্রান্ত। যারা এই সামান্য সমস্যা দেখে বিভ্রান্তিতে ভোগে আমি বুঝতে পারিনা তারা কিসের বিশেষজ্ঞ? তবে এবার সৌরভ সত্যিই কিছুটা ফর্মে ফিরেছে। কারন যে সমস্যাগুলোর জন্যে তার এই অফ ফর্ম সেটা একটু শুধরেছে। অফ ফর্ম অবস্থাতেও সৌরভ একটা সুবিধা বরাবর পেয়েছে। আর সেটা পেয়েছে অফস্টাম্পে-স্ট্রং আর লেগস্টাম্পে-দুর্বল এই রেপুটেশনটার জন্য। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এটা এখন উল্টেগেছে। তবু ওয়েষ্টইণ্ডিয়ান বোলাররা তাকে লেগেই বল করে যাবে (পুল করানোর চেষ্টা বাদদিয়ে) এবং রান করার সুবিধা করে দেবে। শুনেছি আজকাল ব্যাট্‌সম্যানদের ফর্ম ফেরানোর একটা ওষুধ বের হয়েছে। আর—সেই পেটেন্ট বিহীন ওষুধ খেয়ে ভারতীয় ব্যাটস্ম্যানরা (রাহুল, সৌরভ) তাদের ফর্ম ফেরাচ্ছে, তারপর ওষুধের কাজ অস্বীকার করে বলছে 'দেয়ার ইজ্ নো ম্যাজিক্যাল কিওর টু ব্যাটিং ইলস্'।
যাক্‌গে ভেবে লাভ নেই। ভারত জিতুক, সফল হোক। তবে এরকম করে আর কতদিন?

বন্ধ চটকল খোলার গল্প

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কদিন আগে আবার একটি চটকল ধর্মঘট হল, এবং শ্রম দপ্তরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তা প্রত্যাহৃতও হল। এটা একটা বেশ বাৎসরিক উৎসব হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দলমত নির্বিশেষে রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন মিলিত ভাবে পশ্চিমবাংলার প্রায় দু লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থে এই ধর্মঘট ডেকেছিলেন। প্রতিবারই গতিশীল সরকার ও তার অতিগতিশীল শ্রমদপ্তরের হস্তক্ষেপে তা আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যাহৃত হয়ে থাকে। তবে এবার শ্রমিক নেতারা খালি হাতে ফেরেন নি। এবার তারা মালিকপক্ষের কাছ থেকে শ্রমিকদের বেশ কিছু দাবী মানবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। যথা—শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ১০০ টাকা হবে। প্রতি কারখানায় ২৫০ স্পেশাল বদলীকে পার্মানেন্ট করা হবে, ২৫০ বদলীকে স্পেশাল বদলী করা হবে ইত্যাদি। এক্ষুনি এ লেখা থামিয়ে বীরেন চাটুজ্যের ষ্টাইলে জিগ্যেস করা যায় ''কবে মহাশয় কবে?'' কিন্তু আমি তা করছি না, কারণ আমি জানি তা হবে না। সুতরাং আজ আর কাল নিয়ে আমার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমি জানি চুক্তি চুক্তির মতন থাকবে, কারখানা কারখানার মতন চলবে। চুক্তি হয় চুক্তির নিয়মে। কারখানা চলে কারখানার নিয়মে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে এসবের অর্থ কি? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রমিকরা কি এতই বোকা? তারা কিছু বলেনা কেন? প্রশ্ন উঠুক, সকলে জানতে চাক, কেন? কি হয়েছে? কিভাবে? কেন হয়েছে? তা সামাজিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আমি বলব— চলুন দেখে আসি পাট শিল্প থুরি চটকলগুলো এবং তাদের শ্রমিকেরা কেমন আছে। আমরা জানি পশ্চিমবাংলার শিল্পের মেরুদণ্ড ছিল এই পাটশিল্প। প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক তাদের পরিবারবর্গ সমসংখ্যক পাটচাষী এবং তাদের পরিবার বর্গ এই শিল্পর ওপর নির্ভর করে বেঁচেছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার-উড়িষ্যা-অন্ধ্রপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশের লোকজনেরা এখানে আসত কাজের খোঁজে। তারপর বিশ্ব জুড়ে প্রাকৃতিক তন্তুর বাজারে মন্দা দেখা দিল। তাই মন্দা দেখা দিল পাটশিল্পেও। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক কারখানা হয়ে গেল মরশুমি। সে একটা অধ্যায়। তার পর সোনালী তন্তুর বাজারে আবার জোয়ার এল। উন্নত দেশগুলিতে কৃত্রিম-তন্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ হল। কিন্তু পাটশিল্পের হাল ফিরল না। কেন ফিরল না? কারণ আছে অনেকানেক। জানতে গেলে ঢুকতে হবে ভেতরে। চলুন দেখা যাক, কি ভাবে চলে পাটশিল্প থুরি চটকল। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় চালু আছে গোটা পঞ্চাশেক চটকল। তাও সেগুলোর কোনোটা আজ খোলা কাল বন্ধ। কোনোটার মালিক আজ নন্দগোপাল ভুজিয়াওয়ালা তো আগামী কাল ব্রজগোপাল ঝুনঝুনওয়ালা। চটকল হচ্ছে এ সব ভন্‌ভন্ ধন্‌ধন্, খ্যাম্ খ্যাম্ ওয়ালাদের মৃগয়াক্ষেত্র। তারা জমিদারসুলভ কোঁচার চালে ভূমিদাসদের মুলোক্ষেতে আসেন এবং যখন খুশী রাঙা রাঙা মুলো ভেঙে খেয়ে থাকেন। ঘটনাটা কেমন? ধরুন আমার নাম শ্যামশরণ গধিয়াওয়ালা। আমি আমার বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বড়বাজারে বিভিন্ন রকম দালালি করে লাখ তিরিশেক টাকা জমিয়ে ফেলেছি। এরপর ধরুন আমার বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের জামাইয়ের মেজো জ্যাঠার ছেলে I.R.B.I. এর একজন হোমড়া চোমড়া। এছাড়াও ধরুন আমার একটু ওপরমহলে হাঁটাহাঁটির অভ্যাস আছে। ব্যাস হয়ে গেল। আমি কারখানার মালিক মানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে গেলাম। কিভাবে? B.I.F.R. এ প্রচুর রুগ্ন কারখানা পড়ে রয়েছে। আমি এদের একটাকে নিয়ে একটা স্কীম জমা দিলাম। তাতে দশ বছরের একটা হিসেব নিকেশ দেখালাম—এত প্রোডাকশন করব। এত শ্রমিককে কাজ দেব, এত ধার শোধ করব, এত পুনর্বিনিয়োগ করব ইত্যাদি।

B.I.F.R. আমায় কারখানা দিল, I.R.B.I. দিল লোন। আমি কারখানা খুললাম। আমি কারখানার মালিক হলাম। কারখানার ভ্যালুয়েশন কত? একশো কোটি থেকে এক হাজার কোটি। আমার ইনভেস্টমেন্ট কত? মাত্র তিরিশ লক্ষ। যা হোক সব মিটে গেল। এইবার শুরু হল আমার খেল। আমি কারখানা থেকে সমস্ত স্ক্র্যাপ বেচে দিলাম। দাম? পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি। তার পর ধরুন পুরোনো আমলের যা যা কিছু যেখানে যেমন পেলাম সব বেচে দিলাম (আধুনিকীকরন করতে হবে তো)। এরপর কিছুদিন কারখানাটা চালিয়ে হপ্তার ঠিক আগের দিন (জুটমিলে পনেরো দিন অন্তর শ্রমিকদের বেতন হয়, একে হপ্তা বলে) কারখানায় সাস্‌পেনশন অফ্ ওয়ার্ক এর নোটীশ ঝুলিয়ে দিলাম। প্রসঙ্গতঃ এখন কারখানায় লক্-আউট হয়না, সাস্‌পেনশন অফ্ ওয়ার্ক হয়। ব্যস হয়ে গেল।

অতঃপর অঙ্কটা কি দাঁড়ালো:

আমার বিনিয়োগ — তিরিশ লক্ষ, আমার মুনাফা — তিন কোটি, মধ্যবর্তী সময় — ছ'মাস

এবার আমি গেলাম পরের কারখানায়, এবার কিন্তু আমি আর বড় বাজারের দালাল নই। আমি একজন শিল্পপতি। সর্বত্র সম্মানিত। C.I.I. ই বলুন আর বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ই বলুন, সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। সকলে আমাকে তরুন বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি সংগ্রামী উদ্যোগপতি বলে জানে। মানে সে এক বিশাল ব্যাপার— দুকথা বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।

বাজেট বাঁদরামো

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আমি ও আমার মতো একশো কোটি রক্ত-মাংসের মানুষ মার্কা লাগানো জীবকে ভারত নামক একটা তৃতীয় বিশ্বের দেশে খেয়ে পড়ে বাঁচতে 'বার্ষিক বাজেট' নামের কয়েক দিস্তে চোতার ধোঁয়ায় প্রতিবছর নাস্তানাবুদ হতে হয়। নাকে কান্না নয়, বোধ হওয়া ইস্তক দেখছি বাজেটের দরাদরি। এবারও দেখলাম, নতুন নয়। এক ছক। 'ওল্ড ওয়াইন ইন্ আ নিউ বট্‌ল্'। সকালে ছাপা পাতায় ছড়িয়ে থাকা ইতস্তত: বিশ্লেষণ থেকে এক চুমুক—আর মুখ কোঁচকানো। একই বুলি — গ্যাস, সিগারেট,... (পড়ে নিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের) দাম বাড়বে। উল্টে বিলাসদ্রব্যের দাম কমছে। ইক্যুয়েশানটা উল্টে নিলে দেখবো নিত্য-ব্যবহার্যের দাম বাড়ায় বিলাস করে জীবন কাটালে বেড়ে হয়। নাকের বদলে নরুণে ক্ষতি কি! খেতে না পারি ফুর্তি হল। আবার চাকুরেরা মহা খাপ্পা। সরকারের ঘরে 'নো পয়সা' এই স্কিমে ট্যাক্স বাঁচাতে সঞ্চয়ে বড় ল্যাং খেয়েছে। চাকরীর ঘানি টানতে টানতে ধূসর বস্তু শুকিয়ে যাওয়া মানুষগুলো ভুলে গ্যাছে ঐ সঞ্চয়ের পয়সা সরকারের কাছে খাটে। জমা টাকায় বাৎসরিক অধিকার সরকারের ৯০ শতাংশ। তবে এবার ল্যাং-টা সামনে থেকো। কুছ পরোয়া নেই ভোটের সময় লালকার্ড তৈরী থাকবে। কিন্তু লঙ্কায় গেলে কে যে রাবণ হবে না সেটা বিরোধীরা হলফ করে নির্বাচনী ইস্তাহারে নিশ্চয়ই জানাতে ভুলবে না।
বিলাসে লিপ্ত নাগরিকদের জীবনের ভাঁড়ার ফাঁকা। আয় কমছে। জীবন বীমার থাউকো প্রয়োজন নেই। তাই বীমার প্রিমিয়ামে ১০ শতাংশ ট্যাক্স। এটা বাজেটের সমীকরণ দুই। এরকম অজস্র সমীকরণ থাকে; আছেও। সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রাশির মান হিসাব করুন, আর অসমীকরণের ছকে ফেলে দেখুন শেড্রেড এরিয়ায় মধ্যবিত্ত নেই। কারন মধ্যবিত্ত নিধনের কুরুক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিজেপি চিরকালই খুব তৎপর। বিশ্বায়নের ঢাক বাজিয়ে 'স্যাসে সভ্যতা'র সাম্যবাদ যতই গর্জন করুক না কেন পুঁজিবাদ লং-রানের আশায় দোলনায় বসো ফুর্তিসে শিষ দেবেই। 'গরীবি হাটাও' ছেড়ে 'মধ্যবিত্তের বিনাশ চাই' এবার বাজেটের মূল শ্লোগান। তাই চাকরীর সুযোগ অপ্রয়োজনীয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানো বোকামো; আর প্রয়োজনে ছলে বলে দু-তিনবার ট্যাক্স চাপানো—খাস্তা পলিসী।
ভ্যাজ্ করে লাভ নেই। চোখ বুজে ঘরে বসে ফিস্‌ফিস্ করি আসুন 'জনবিরোধী বাজেট মানছি না মানবো না।' ফালতু রোদ্দুরে ফেস্টুন হাতে দাপাদাপি করে কি লাভ! সব ভিতরে এক। খবরের কাগজের পাতাগুলোতে এখন বাজেট হাওয়া। বাজপেয়ীদের বাঁচাতে সিংহল অযোধ্যা এপিসোডের যা স্যাসে মেড়েছে—জবাব নেই। কিন্তু গোটা হিসেবটা বুমেরাং হয়ে এলে ডাঃ রানওয়াতে বাজপেয়ী সরকারের হাঁটুর জোর বাড়াতে পারবে তো?

পথিকৃৎ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কয়েকদিন আগে একটা মুখে মাখার ক্রীমের বিজ্ঞাপন দেখলাম। দেখলাম গ্রামের রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে ছাত্রীরা পথে—এরই মধ্যে একজন লক্ষ্য করল, গর্ভযন্ত্রনায় কাতর একটি মেয়েকে নিয়ে তার মা-বাবা চলেছে বহুদূরের হাসপাতালে কারণ কাছাকাছি কিছুই নেই, সেই ছাত্রী বড় হল বিজ্ঞাপিত ক্রীমটি মুখে মাখতে মাখতে--- আত্মবিশ্বাসী হল— ডাক্তার হল আর প্রতিজ্ঞা করল গ্রামে গিয়ে ডাক্তারী করার। সেই মুহূর্তে ওটাকে সামাজিক সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞাপনের ছেনালপনা বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু...... ২৩.২.২০০২-এর আনন্দ বাজারেও দেখলাম হুবহু একই রকম বাস্তব রিপোর্ট। এই হুগলী-হাওড়া জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সমস্যা এটা। এই বিজ্ঞাপনটির মতোই গর্ভযন্ত্রনায় কাতর মায়েরা পথেই প্রসব করেন তাঁদের সন্তানদের। সেই সব সন্তানেরা ''পথিক'' নামে পরিচিত হয়।
কিছুক্ষণ থামতে হয়েছিল রিপোর্টটা পড়ে, আমি জানি কোনো ক্রীম মেখেই আত্মবিশ্বাস বাড়ে না। আমি জানি, ক্রীম মেখে মুখের দাগ পরিষ্কার করা গেলেও সমাজের দাগ পরিষ্কার করা যায় না। কিন্তু আমি আরও জানি, ওই রিপোর্টটার মতোই একই রকম কাঁচা রাস্তার হাসপাতালহীন গ্রাম ভারতে প্রচুর আছে। আর তাই মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম তাকে — যে বিজ্ঞাপনটি প্রথম ভেবেছিল।
বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে ক্রীমটার বিক্রি বাড়ুক — কোম্পানী নিজে এমন আশাই করবে। কিন্তু আমি আশা করব ওই বিজ্ঞাপনটি দেখেই, ওই রকম কোনো একটি গ্রাম থেকেই কেউ ডাক্তারী পাশ করে সিদ্ধান্ত নিক নিজের গ্রামে থেকে যাওয়ার।

হর দিল যো চাহে থো ড়া প্যায়স্‌া........

বিশেষ সংবাদদাতা : বাঙালীর সাংস্কৃতিক তীর্থক্ষেত্র রবীন্দ্রসদন চত্বর সংলগ্ন মেট্রো ষ্টেশনে ক্যাসিনো বসেছে। চমকাবার কিছু নেই, এটা নেহাতই একটা খেলনা ক্যাসিনো। দু'টো ট্রেনের মাঝের সময়ে জুয়া খেলে হাত পাকাবার মতো সাবালক আমরা এখনো হইনি। তবে 'হামভি হোঙ্গে উনকে য্যায়সে, মগর ক্যায়সে.........' প্রাথমিক পাঠ দেবার দায়িত্ব নিয়ে একে একে এসেছে অ্যামওয়ে, মোদীকেয়ার, ওরিফ্লেম........। আমরা স্বপ্ন দেখছি, স্রেফ দালালী করে মাসে মাসে রোজগার করব ২৫ হাজার, ৩০ হাজার ...., আর দেখব নাইবা কেন? বানিজ্যেই তো 'বসতে লক্ষ্মী'। বাঙালী এখন তাই ফোকট্-লক্ষ্মীর জন্য স্রেফ দালালী ব্যবসামুখী। আমার সাড়ে-তিন বছরের দুষ্টু ভাগ্নীটা ১০২° জ্বর গায়ে আমার বলে ওঠে 'জানো আমি বিস্‌নেস্ করছি— সাম্পুর বিস্‌নেস্'— আর আমরা বলে উঠি, 'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে'...

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা স্রেফ মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
email : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে—

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

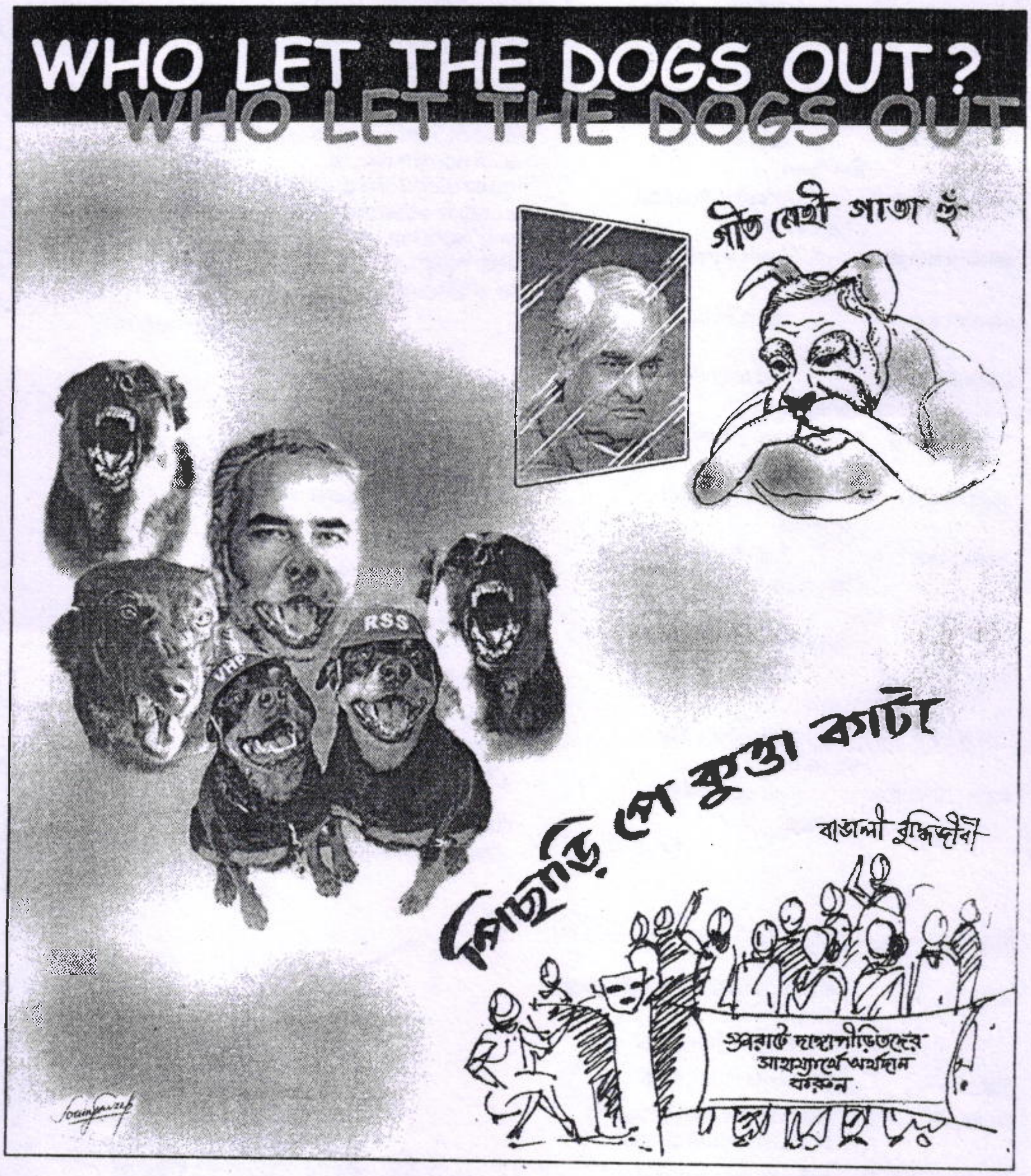
কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব

অষ্টম বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • মে ২০০২ • মূল্য : দুই টাকা

আসুন আমরা যুদ্ধ করি

স্টাফ রিপোর্টার : বজরং দল, আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ— যারা গুজরাটে হাজার হাজার নিরীহ মুসলিম নরনারী শিশু-বৃদ্ধকে ঠান্ডা মাথায় পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় খুন করে, তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো সীমান্তের ওপারে গিয়ে সন্ত্রাস চালাবার তাহলে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাদের তা নেই, জনাকয় সংখ্যালঘুর ওপর বিশগুণ সংখ্যা ও পুলিশী ক্ষমতা আরোপ করে হত্যা করাটাই তাদের কাছে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা, তাই এখন যুদ্ধ চাই। পুলিশকে কাজে লাগানো গেছে গুজরাটে এবার সেনাবাহিনী চাই — তাই যুদ্ধ। আর এই জন্তুদের মুখই ভারতবর্ষের মুখ, এই জন্তুদলের শিরোমণি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর বাক্যই ভারতবাসীর মত। পাঠক নিশ্চয়ই পাকিস্তানকে বেশ একটু শিক্ষা দেবার পক্ষে তাই কথাগুলো ভালো ঠেকছে না, একপেশে মনে হচ্ছে — হোক, এই যুদ্ধ বাতেলার পরিপ্রেক্ষিতটা আমি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। বিশ বছর ধরে পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে সীমান্তে কি করছে — উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের কিভাবে মদত দিচ্ছে ওসব গল্পে কোনো কাজ নেই কারণ এজাতীয় কাজ ভারতবর্ষ একচিলতে কম করে না, আফগানিস্তান বা শ্রীলঙ্কা যার উদাহরণ। পাঠক আপনি শুধু মনে করুন একটা দেশ স্রেফ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে, সে দেশে বসবাসকারী মানুষের মতামতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই, তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে সেই সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় দালালদের দ্বারা দুদেশেই শুধু ছড়িয়েছে শত্রুতার আবহাওয়া অকারণ তাদের স্বার্থের পরিপুষ্টিতে। আর আজ গুজরাট নামক রাজ্যটিতে সরকারী মদতে ধর্মভিত্তিক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ নামক সমগ্র দেশটির (অন্য সকলের প্রতিবাদের গল্প বাদ দিন, তাতে ফল হয়নি একচিলতে) আর তার ফলে যদি মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি তাদের ক্ষমতায় ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করে তাহলে সেটা আপনার আমার চোখে দোষের ঠেকছে কেন? আমরা ইন্টারবর্ডার যা খুশী তাই চালিয়ে যেতে পারি, ক্রসবর্ডার টেররিজম চলবে না এবং আমরা তার জবাব দেব যুদ্ধ করে, খাসা যুক্তি। আচ্ছা যুদ্ধটা কার? আপনার আমার? ভারতবাসীর? ভারতবাসীর সংজ্ঞাটা কি? গুজরাটের পর সংজ্ঞাটার সত্যতা কতটুকু? আমি কোন্ মত প্রকাশ করলে সেটা দেশবিরোধী হবে না? বাদ বাদ এসব কথা বাদ, ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে যায় অথচ কাজের কাজ কিছুই করার নেই। কারগিলে একটা শ্যাডো-ফাইটের ফলে একবছর ধরে ইনকামট্যাক্স-এ ওয়ান পারসেন্ট সারচার্জ দিতে হয়েছে কারণ আমরা তো যুদ্ধ চাই, তাই না! বাজপেয়ী বলে দিয়েছেন আমাদের ধৈর্য্যের সীমা পেরিয়ে গেছে তাই না? জানি এসব ব্যাঁকা কথা বলার কোনো মানে নেই কোনো অধিকার নেই আমার। যারা এসব ভাবতে চাইবো তারা এই ভারতবর্ষের জান্তব মুখের খাদ্য হয়ে যাবো। সেই সন্ত্রাসের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না কারণ 'জনগণ' যুদ্ধ চান— তাই যুদ্ধ হোক। সোনিয়াজী রাজনৈতিক অপরিপক্কতা থেকে একলাফে অতিপেকে (পচে) গিয়ে একনিঃশ্বাসে বলুন যুদ্ধে সমর্থন ও গুজরাটে রাষ্ট্রপতি শাসন জারীর কথা— কেননা আমরা যুদ্ধ চাই। শুধু আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে এই পত্রিকার কাছে 'শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না' এই শ্লোগানটা বদলান তার বদলে লিখুন 'শিল্প হল পিঠ বাঁচানোর অন্য নাম' নইলে কলম ধরা দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে।



Yes

স্টাফ রিপোর্টার :

আজতক নিউজ চ্যানেলেটি টেলিফোন, SMS ও ইন্টারনেট এর মাধ্যমে- 'নরেন্দ্র মোদির ইস্তাফা দেওয়া উচিৎ এই প্রশ্নে 'হ্যাঁ'ও 'না' ভোট দেবার আবেদন জানায় —এই অপিনিয়ন পোল-এর ফলাফল সাথে সাথেই দেখা যাচ্ছিল। প্রথম দিন কাটাবার পর যখন সংসদে রাত সাড়ে নটার সময়েও বিতর্কের নামে বিজেপির চূড়ান্ত অসভ্যতা দেখা যাচ্ছিল টিভিতে তখনও হ্যাঁ-এর পক্ষে 45.42 আর 'না' এর পক্ষে 54.58। দুদিন ধরে ভোটটা দেওয়া উচিৎ, দিচ্ছি, দেবো করছিলাম—তার মধ্যে এক বন্ধু ফোন করলো, কথায় কথায় রেজাল্টটা বলতেই সে বলল 'মোটামুটি তো সমান সমানই আছে' 'কি বলছিস যারা STD করে SMS করে ইন্টারনেটে যারা ভোট দিচ্ছে তাদের মধ্যে 95% যদি 'হ্যাঁ' বলতো তা হলে গোটা দেশের বিচারে সেটা তবু হয়তো সমান সমান হতে পারতো —মানে যারা ভোট দিচ্ছে তারা তো হাই-টেকনোলজি ইউজ করছে —উচ্চমধ্যবিত্ত তো বটেই— বলতে বলতে নিজেরই যেন প্রথমবার প্রত্যয়ে আসে কথাগুলো। নির্ঘ্যাৎ স্বয়ংসেবকেরা নির্দেশ মত সকাল থেকে ভোটিং করে চলেছে। আর আমি কি করছি। আমরা যারা ওদের বিরোধিতা করছি কথা বলে, তাদের চেয়ে কাজ-এর ব্যাপারে ওরা অনেক সিরিয়াস আর সংগঠিত। এরপর log in করি www.ajjtak.com এ। Yes-এ ক্লিক করার পর একটা পপ্ আপ উইণ্ডো এল সদ্য ফলাফল নিয়ে, যাতে লেখা Your vote has been counted. কি মনে হতে ওটা বন্ধ করে আবার একবার Yes ক্লিককরতেই আবারও একই মেসেজ : Your vote has been counted. ভোট বাড়ছে এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় তিনশোটা, তবু 'না' বেশী অনেক। আমি ছাপ্পা দেবার মত বার-বার Yes মারতে থাকলাম, গোটা কুড়ি হবার পর মেসেজ আসতে থাকলো যে ঐ সাইটে অনেক বেশী লোক log in করেছে। আরো গোটা দশেক অনেকক্ষণ চেষ্টার পর দিতে পারলাম — তখনও ফলাফল প্রায় একই।

পরদিন সকালে 'এশিয়ান এজ' কাগজটার সূত্রে জানা গেল বিজেপির মুখপাত্র বলেছেন পাকিস্থান থেকে মোদিকে হারাবার জন্য সাইবার অ্যাটাক হয়েছে, 30000 ভোট নাকি মঙ্গলবার সাড়ে নটার পর একটানা মোদির বিপক্ষে দেওয়া হয়েছে এবং সেটা নাকি পাকিস্থান থেকে আর তার ফলে আজতক ভোটিং-এর রায় মোদির পদত্যাগের পক্ষে। যদিও মজার ব্যাপার বিজেপির অন্তত দুজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন মোদি সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল ঐ অনলাইন ভোটিংএর ফল যেন মোদির পক্ষে যায় সে ব্যবস্থা করতে। —যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন, এখন আমি নিশ্চিন্ত আমরা অন্তত হাজার জন আছি যারা আপনাদের সাথে সেয়ানে সেয়ানে লড়তে পারি যে কোন অস্ত্রেই।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

সন্দীপ দত্ত অংশগ্রহণ করো.

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

দি নাইট ওয়াচ্

ফি-বছর ঘোরাফেরা প্রকৃতি ও মানুষেরা
জীবন বেহাল
গুজরাট অবশেষে গিয়েছে মাটিতে মিশে
কে ধরবে হাল
হাল না হলেও তুলি নিয়েছেন হাতে তুলি
ঘোড়ার সওয়ার
খেয়েছেন জল-আদা আমিও হয়েছি ফিদা
তাঁহার উপর
তিনি নাকি সৈনিক এঁকে যান দৈনিক
যুদ্ধ ভয়াল
অসি নেই দরকার বোধই আয়ুধ তার
এবং খেয়াল
খেয়ালের বশে তিনি আসেন কল্লোলিনী
করতে লড়াই
গুজরাট পাবে প্রাণ তাঁর তুলি দিলে টান
সেটাই তো চাই
সিমা আর্ট গ্যালারীতে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিচিতে
জানায় সাবাস
মকবুল এফ হুসেন মহাকাজ করেছেন
শেষ সন্ত্রাস.....
.... সন্ত্রাস শেষ করে নিজেকে তৃপ্ত করে
ছবি সম্রাট
নিরাপদ তিনি হেথা তাই ভালো কলকাতা
নয় গুজরাট

—অক্ষয় ভাট

নিন্দুকদের খবর ০৩.০৪.২০০২

দুপুর ৩টে	:	নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক উঠে পড়ল ফুটপাতে নিহত ২ আহত ৩ (দুটি শিশু ও মা)
দুপুর ৩টে ৫	:	ড্রাইভার লরি নিয়ে পলাতক
বিকেল ৫টা	:	নিহত ২ জনকে ফটাফট নিমতলায় পোস্টমর্টেমের প্রয়োজন হয়নি
রাত ৮টা	:	দেরী করার প্রবল চেষ্টা করেও 'শালা কইমাছের জানগুলোকে' দিতে হ'ল মেডিকেল কলেজে
রাত ৯টা ৩০	:	পুলিশ ⇨ পাওয়া যায়নি গাড়ীর নাম্বার নিহতদের পরিচয়ও অজানা।
রাত ১০টা	:	ফুটপাত মন্ত্রী ⇨ ফুটপাত বাসিন্দাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সরকার ফুটপাতগুলির পুনর্বাসনের জায়গা করেছে রাইটার্সের ছাদে।
রাত ১০টা ১০	:	ফুটপাত ইউনিয়ন নেতা⇨ ফুটপাতবাসীরা আমরণ অনশনে বসছে (!)
গভীর রাতের খবর	:	আহতদের মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেডে নয়, মর্গে।
পরদিন সু-প্রভাতে	:	প্রধানমন্ত্রী রামমন্দির নির্মাণের জন্য ফুটপাতে নামছেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে।

—কৌশিক

পৃথিবীর সমস্ত কর্ণেলদের জন্য

আমার সমস্ত কিছু 'তুমি''তুমি' বলে হাওয়ায় মিশে গেল
ঐ হাওয়া অথবা আবহের ভিতরে
স্নিগ্ধ গোলাপির মশারির ভিতরে
অসহায়ভাবে গুছিয়ে রাখছি—শুধু তোমাকে
(তবুও ফুটো দিয়ে দু একটা মশা কি করে যে গলে যায়....)

হয়তো এলোমেলো ঘুমের ভিতরে
তুমিও ভাবছ কোন ইন্দ্রধনুক
তুমিও ভাবতে পার, আমি কিছু ভাবতেই পারিনা

কারণ সমস্ত কারণের অপরূপ বিন্যাস,—
ঝরে পড়তে দেখেছি দুচোখে
আমি তখন মায়ের হাতে বোনা সোয়েটারের
এক এক করে খুলে দিচ্ছি ঘর
সমস্ত ঘর থেকে চিৎকার করে উঠছে স্নেহ
আর তোমার ও স্নেহবোধের কাছে
আমার পিতৃদত্ত লিঙ্গ—কি অপূর্ব!
দাঁড়িয়ে পড়েছে দ্যাখ
ওকে পৃথিবীর সমস্ত কর্ণেল স্যালুট করে যাচ্ছে...

—রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিকথা

ভূমি: একটি কাঠের টেবিল, রোদ-চশমা, ভরা গ্লাসে জল
পুরোনো হয়ে গেছে
ব্যাগের দখল রাখা চেয়ারে সাজানো আসর
তুমি একা

যেদিকে রেখেছো চোখ,
এ জীবন সঙ্গবিলাসে একটু আদেখলে
তবু অন্ধকার তোমার ভিতর
ভিতর একটু অন্য আলোয় পুড়ছে
বুঝবে...না বোঝানো যাবে?

আলো
চতুর্দিকে চোখ শুষছে
তুমি তোমার মধ্যে

শিকারী চতুর, গভীর সুযোগ বুঝে...
তোমার ঐ দেবতামূর্তির একটি চিত্র রাখি তুলে।

—রঞ্জন সরকার

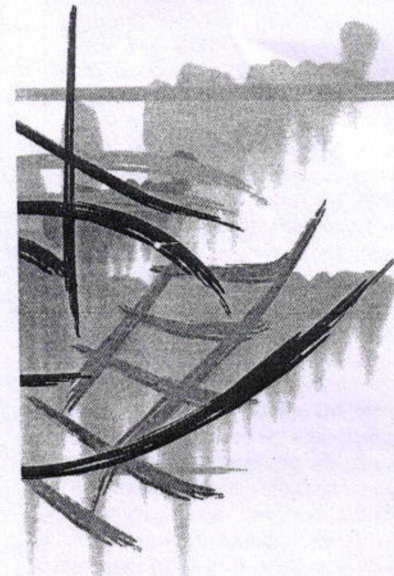


একাকী, অরণ্যে

ঝড়ে ভেঙে গেছে ঘর
বাড়ি চাস? আশ্রয়?
এখনো সেই বোকাটি-ই রয়ে গেলি!
শুনেছি যীশু বুদ্ধদেব
দিতেন আশ্রয়
এখনো দেয় শুনি লোকনাথ টোকনাথ
বিশ্বাসীকে তাদের পায়ে।
[তাছাড়া কোথায় আশ্রয়?
বাকী সব পা তো জুতোয় মোড়া,
জুতোর আড়ালে সকলের পা-ই
মচ্‌কানো আর বিশ্রীরকম খোঁড়া]

আশ্রমের খোঁজে ভালোবাসাবাসি—
ভালোবাসা মেলে কখনো সখনো,
কিন্তু ভাল'বাসা' মেলে না কোথাও।
রোদবৃষ্টিতে কোনোদিন ছাতা পাবি
ছাতার তলায় দুদণ্ড দাঁড়াবি
অনন্ত ঘরবাড়ি কখনো দেবে না কেউ।
শুধু তুই-ই নয়; বোকা—
আমরা সবাই খুব একা।
কখনও বুঝি, কখনও বুঝিনা
কখনও বলি, কখনও বলিনা,
চোখে দেখি তারারা খুব কাছাকাছি
তবু তো তারা আলোকবর্ষ দূরে!

—মেঘলা মিত্র



স্রোত

বৃদ্ধের গালে হাত, চোখের কোণে এখনও আহত আগুন।
নুইয়ে পড়া শুকনো হাড়ে যেটুকু মেদ, গন্ধর্ব স্বপনে বিস্ফার।
আগে পিছে হাতে গুটানো উন্নাসিক জীব, কেমন যেন সৌখিন।
সবুজ পাতারা বৃন্তচ্যুত, মাটির উষ্ণতা পেতে চায়।

বৃদ্ধের চোখ পলকহীন, গিলে নেয় অতীত রোমন্থন।
আজও যারা রোপণ করে সদ্যচারা, তারাও ক্রমশঃ হামা দেয়।
বিকল চলাচল। কেননা উল্কাপাতেই যেন রূপান্তর বাজে।

বৃদ্ধের পা দুটি ঋজু হতেই স্ফীত মাংস দৃশ্যমান তখনই
বক্ষদেশ থেকে আগত পাতাহীন শাখা ফুঁসতে থাকে। আর,
মাটিকে ফলনযোগ্য করার জন্য স্পর্শ করে বৃদ্ধ-চয়ন

—সমরেন্দ্র রায়

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

দৈনন্দিন

ধারাবাহিক জীবন (২)

অশনির সংকেত
অচানক
অকারণ
অনেকেই ভয় পায়
ভালবাসা
আর নয়
রোজকার চিন্তায়
চিন্তারা
পাক খায়
চিন্তার সাথে
আড়ি
এজীবনে
আর নয়
আর নয়। কেন নয়! চিন্তারা মশ্‌গুল।
চিন্তারা হাঁক পাড়ে। কোনখানে গেলি তুই!
জীবনেতে
শুধু নেই
নেই কেন
কেন নেই
কথা ছিল
বলে গ্যালো
কথা কই
কথা কই
আজ আর হাসি নয়। নয় শুধু কান্না। সব
কিছু ঝেড়ে ফেলে। হোক শুধু রান্না।
মজাদার
পদ সব
হেঁসেলের
কর্ত্রী
চিন্তার
সাথে দেন
ঘি
এক মুকুটি
জিরে ভাজা
মিশে যায়
বিস্বাদ ভাবনায়
লঙ্কাটা
ভেঙে দেয়
দুঃখের মশলায়
দু'চামচ
চিনি দিও
ঝাল হলে
খাব না

—নিবিড় মিত্র

একটি (অ) স্বাভাবিক গল্প

বৃষ্টি পরে রাতের আকাশে
ত্রিভুজ আর চতুর্ভুজ নক্ষত্রের ভীড়
কোণের সাথে কোণাকুণি শতাব্দী ধরে
যুদ্ধ চলে স্বাভাবিক।
কালের পাশে সহবাসে, তরোয়াল হাতে
সাম্যবাদ, ত্রিভুজের জন্য চতুর্ভুজ, বা কখনও উল্টো
কেউ রাগে কাঁদে, কেউ ভাবে ব্যবিলনের শূন্যোদ্যানে
প্যারিসও তো বাঁচে স্বাভাবিক।
কেউ সাঁকোর এপারে, কেউ থাকে
ও-পারে দেখা যায়—ক্লান্তিহীন,
আমি না পারি কেউ তো পারে
সাঁকোটা পেরোতে স্বাভাবিক।
এরপর ভূজের ভূমিকম্প শেষে ধ্বংসস্তূপ, পরে
সোনালী পাখিগুলো ওড়ে আর বলে,
"গৃহস্থের খোকা হোক"—
হয়ও তো স্বাভাবিক।
জ্যামিতিক গল্পটা আমিও জানি,
আশ্চর্য স্বাভাবিক
আমার, স্ব-অভাবের মত।

— সমীর ভৌমিক

হিমগন্ধ

সম্পূর্ণ গোল চাঁদ..... তার
হিম হিম আলোয় পৃথিবী ভেসে যায়।
অনেকটা পরিষ্কার বিশাল নীল আকাশ।
চাঁদের উপরে
ঝকঝকে সাদা মেঘেরা দলে দলে ভেসে যায়
নীচে,
অজস্র ঘর-বাড়ী, নদী-নালা, জলের ঢেউ-এর মত
সেইসব নির্জন পথ-ঘাট
অজস্র গাছ-গাছালির বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে
হিম ভালবাসে বলে বেঁচে থাকে।
দীর্ঘ নারিকেল গাছের গোড়ায় স্বচ্ছ জলের দিঘি
কাঁচের মত পড়ে আছে।

হিম ভালবাসে আলো হিম ভালবাসে এইসব ঘর-সংসার!
সুগন্ধ ভালবেসে জীবনধারণ করে মানুষ
অথবা, অল্প একটু জীবন পোড়ালে পরিবর্তে সুগন্ধ....।
চারিদিকে
ছবির মত সব মানুষজন, জীবজন্তু, গৃহপালিত....
ছবির মত সব প্রাণীদের মুখ থেকে
হিমের অল্প ভাপ ওঠে।
গোল চাঁদ থেকে—
হিমের মতন আলোয় পৃথিবী ভেসে যায়!
সেই ঠাণ্ডা আলো, তার থেকে কিছুটা কেমন মায়া
কেমন রজনীগন্ধার গন্ধের মতন
পৃথিবীকে অল্প ভালবাসে...
থেকে যায়

—মৃগাঙ্ক মৌলি বিশ্বাস

তুমি নেই তাই

তুমি নেই তাই—
বেহাগে বেজেছে আজ বিশ্বচরাচর।
প্রিয় অধিত্যকা, শ্যামল বনানী
নিশ্চুপ পড়ে আছে ম্রিয়মান—
আর এই দাম্ভিক পাহাড়ের দল
শ্লাঘাহীন, হয়েছে বিনয়ী।
তুমি গরবিনী পদক্ষেপে
প্রবাসে রয়েছ আজ—
তাই পাখিরাও কাকলিবিহীন।
পাথরের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
যে পাহাড়ী ছোট্ট নদীটি বহে যায় অনুক্ষণ
সেও আজ মৌনব্রতী, কলতানহীন।
আমার বিলীন-আত্মা
তবু ধরে রাখে এই সব—
বিনিদ্র রজনী আর
অতলান্ত বিরহের দিন
এভাবেই হয়ে যাই পার
তুমি নেই তাই—
বেহাগে বেজেছে আজ বিশ্ব-চরাচর।

—সুবীর সিংহ রায়

শোকগাথা

ঘাটসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যখন
সাবানের
বিজ্ঞাপন করছো হাসিমুখে
তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বড়
ভালো লাগছিল — যুদ্ধ নয়
আমি সূর্যপ্রণামের ছলে জলে নেমে
বলছিলাম
হে ঈশ্বরী, আমাদের শান্তি চাই।

লোকের সামান্য চোখে তখন তুমি বুলিয়ে
নিচ্ছিলে সোডা
অন্ধকে যেন স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েছি
একটা গাছ — একটা প্রাণ
তুমি ধ্বংস করছো প্রতি পলে—
সেকথা বলবো কাকে? কাকে?
মৃত্যু যেখানে শ্যাম, শ্যামলিমা।

—সঞ্জয় মৌলিক

মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অনিল বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি জনৈক ছাত্রের খোলা চিঠি :—

এইরাজ্যে ৪০৭টি কলেজের মধ্যে ৩০০টি কলেজ ইউনিয়নে SFI ক্ষমতায় রয়েছে। SFI এর পক্ষে এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলাফল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে পার্টির, রাজ্য বা এই জাতির প্রসঙ্গে এই ফলাফলটিকে একটু তলিয়ে দেখলে দৃশ্যটা অন্তত আমার চোখে ভয়াবহ ঠেকছে— তাই আপনাদের এই খোলা চিঠি লেখা।

SFI পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট বা সিপিএম-এর ছাত্র সংগঠন। এরকম শোনা গেছে এবং এখনও যায় যে ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। বিপ্লবে বা বিদ্রোহে প্রতিবাদে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। এবং ছাত্ররাই যুগ পরিবর্তন এনে থাকে অথবা স্রেফ বাবাদের ভাষায় বললে বাপের হোটেলে খেয়ে আদর্শবাদের বুলি কপচায় বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। যাইহোক যেকোনো একটি ধরে নিলেও একটি জাতির ছাত্র সমাজ যদি (সাধারণ কলেজস্তর রাজনীতি যেখানে পাঁচটা ভালো ছেলে একটা কলেজের বিজয়ী সংগঠন গড়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট) পঁচিশ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা শাসক দলের ছাত্র সংগঠনকে ভোট দিয়ে ক্রমাগত জেতাতে থাকে— তাহলে সেই ছাত্রসমাজের ছাত্রত্ব বলে যে আর কিছু নেই সেটা বেশ বোঝা যায়, কারণ বাবাদের ভাষায় 'ঠেকে শেখা' পর্যন্ত তারা আর অপেক্ষা করছে না— শুরুতেই সুবিধেবাদ আর গা বাঁচানোর লাইন ধরছে।

ছাত্র সমাজের মধ্যেও যদি সরকার-বিরোধিতা ব্যাপারটা উবে যায় তাহলে কিন্তু সেটা সরকার বা আপনাদের পার্টির পক্ষেও আদৌ স্বাস্থ্যকর নয় কারণ সুবিধেবাদী ও গা বাঁচিয়েদের আখড়া টিকিয়ে রাখতেও সামনে অন্তত কিছু আদর্শবাদী, বুদ্ধিমান, সৎ ও ভালোমানুষের প্রয়োজন প্রত্যেক পার্টিরই থাকে, আপনাদেরও আছে, থাকবে। আর আগামী দশ কিংবা পনের বছর পর তাদের আপনারা কোথা থেকে পাবেন? আপনাদের এই SFI নামক ছাত্র সংগঠন থেকে? এটা নেহাৎই দুরাশা হয়ে যাবে কারণ এখনই একটা বামপন্থী টিভি চ্যানেল তৈরী করতেও প্রায় প্রতিটি কর্মীই নিতে হয়েছে তথাকথিত থার্ড স্ট্রীম রাজনীতি করিয়ে ছেলেদের মধ্যে থেকেই। যাইহোক যদি আপনারা মুখে বলেনও যে এটা আজকের বাঙালী ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক তাহলেও সত্যটাকে না এড়িয়ে একবার ভেবে দেখবেন এই ছাত্র সমাজের মধ্যে থেকেই আসবে ভবিষ্যৎ নাগরিক, চাকুরে, আমলা ইত্যাদি সবই; তখন নিশ্চয়ই এরা আরো আরো বেশী করে সুবিধেবাদী হয়ে উঠবে— তখন এই বাঙালীজাতির ভবিষ্যৎটা ঠিক কেমন হবে? কেমনই বা হবে আপনাদের পার্টির চেহারা?

অর্চন ডি দত্ত'র কলাম

মাননীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সমীপেষু,

একজন সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে কাগজে বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে একশো কোটির দেশে জনপ্রিয়তম বিনোদন মানে ক্রিকেট নিয়ে আপনাদের মনগড়া ব্যাখ্যা আমার বিরক্তি বিস্ময় দিনকে-দিন বাড়িয়ে তুলছে। ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত বাংলা দৈনিকে শনিবারের পাতায় সুড়সুড়ি দেওয়া মুচমুচে আপনার বিশ্লেষণ পড়ে হিপনোটাইজড্ ক্রিকেটপ্রেমীরা চায়ের দোকান বা ট্রেনের কামরা যে সব ব্যাখ্যায় মুখর করে তুলছে তার নাট-শেলটা এইরকম— (ক) সৌরভ গাঙ্গুলির একটা সফর বাতিল করে বাড়িতে বসে ফর্ম ফেরানোর চেষ্টা করা উচিৎ। (খ) ওয়েস্টইন্ডিজের প্রথম সারির ট্যালেন্টরা বর্তমানে ভলি, বাস্কেট-বলের প্রতি আকৃষ্ট। (গ) ওয়েস্টইন্ডিজের বিচ্-ক্রিকেট লুপ্ত তাই টেষ্ট ক্রিকেট অ্যাটলান্টিকে। এর থেকে বোঝা যায়, আপনি ভারতীয় ক্রিকেটের সাথে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়েও ভাবেন তবে কতটা বোঝেন সেটা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই হচ্ছে।

(ক) ফর্ম খারাপ হওয়ার কারণ দুই বা দশটা হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে কোনোটাই ভগবানের হাত নয়। কারণগুলি খুঁজে বার করে আপনি যদি সৌরভ গাঙ্গুলিকে না বলে দিতে পারেন তাহলে আপনি তাঁকে ঘরেই রাখুন বা বাইরে ঘোরান তাঁর ফর্ম ফিরবে না। অন্যদিকে একজন ব্যাটসম্যানের ফর্ম নির্ভর করে তার ভাল বল খেলার কৌশলের উপর। উন্নত মানের বোলিং খেলাই খারাপ ফর্মের কারণগুলোকে শোধরানোর সহজতম উপায়। আপনার নিশ্চয়ই কলকাতা ময়দানের বোলিং স্ট্যান্ডার্ডটা অজানা নয়। সেটা কী আন্তর্জাতিক মানের? তাছাড়া রণক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে কে কবে কোন্ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে?

(খ) ভলি বা বাস্কেটবল দুই ধরনের খেলাতেই লম্বা সুগঠনের খেলোয়াড়রাই সফল। এই সত্যটা গুপ্ত নয়। শুধু ব্যাটসম্যানদের কথা ধরলে ওয়েস্টইন্ডিজের সেকালের কানহাই, কালিচরণ থেকে রিচার্ডস, গ্রিনিজ কিংবা আজকের লারা কেউই ম্যাজিক জনসন বা মাইকেল জর্ডনের মত বিশাল দেহের অধিকারী নন। এরা প্রত্যেকেই মাঝারি গড়নের। এই মাঝারি গড়নের ব্যাটসম্যানরাই চিরকাল রাজত্ব করেছে। টিভি দেখতে বসলেই দেখা যায় ওয়েস্টইন্ডিজে ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি/

(এরপরে চার-এর পাতায়)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

বন্ধ চটকল খোলার গল্প ২

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত সংখ্যায় চটকল খোলার গল্পে আপনারা গল্পের একটা দিকসম্পর্কে শুনেছেন। এবারে চলুন দেখা যাক এর বিপরীত প্রান্ত। এই গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে আষ্টেপৃষ্টে যুক্ত যারা অর্থাৎ চটকল শ্রমিকেরা তারা কেমন আছে তা জানা যাক। গঙ্গার দুপারে চার পাঁচটা জেলা জুড়ে যেখানে যেখানে কারখানা আছে, সেখানে সেখানেই ছড়িয়ে আছে শ্রমিক পল্লীগুলো। চটকল শ্রমিক পল্লীগুলোতে ঢুকলেই যেটা নজরে পড়বে, তা হল, দেওয়াল জুড়ে শ্রমিক ঐক্য মেহনতী মানুষের সংগ্রাম, ধক ধক খৈনি পানের পিক, একগাদা কাছাকাছি বয়সের বাচ্চাদের হুটোপাটা খেলাধূলো অথবা মারামারি। এই সমস্ত শ্রমিকেরা থাকে লেবার লাইনে। এদের বাড়ী বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এইসব পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে (পশ্চিমবাংলার দূরতম অঞ্চলের কিছু বাঙালী শ্রমিকও লেবার লাইনে থাকে)। এরা কাজ করে কারখানায় থাকে কারখানায় আর স্বপ্ন দেখে দশ বিঘে জমির। কারখানায় বিশ মাস ত্রিশ মাস কাজ করে যা কিছু সঞ্চয় করতে পারবে, তা দিয়ে নিজের দেশে কিছুটা জমি কিনে গরু কিনে চাষ আবাদ করবে। রিটায়ারমেন্টের পর এদের অধিকাংশই দেশে চলে যায়, নিজের জমিতে দু-দশটা লেবার খাটায় আর মাঝে মধ্যে কলকাতায় এসে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটির টাকার খবর নিয়ে যায়। দাদাদের ধরে, প্রয়োজনে কিছু ঘুষও দেয়। দ্বিতীয় আর একদল শ্রমিক আছে যারা কারখানা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে থাকে। এদের প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর জমিজমা আছে। গ্রামের মধ্যে পাকা বাড়ী আছে। ফ্রীজ মোটর-সাইকেল না থাকলেও খাট, আলমারী, টিভি, রেডিও সকলেরই আছে। নিজের নিজের গ্রামে এরা সকলেই সম্মান পায় মূলতঃ দুটো কারণে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিকভাবে এরা বাকিদের থেকে কিছুটা উচ্চতায় থাকে, দ্বিতীয়তঃ কারখানায় কাজ করবার কারণে নিয়মিত শহরে যায়— বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ, কারখানার জটিল রাজনীতির সংস্পর্শে এরা বাকিদের থেকে বেশ কিছুটা স্মার্ট হয়। ফলতঃ গ্রামে এরা একটু সম্মানীয় হয়। গ্রামে এদের সমাজের মাথা না বললেও 'মুখ' বলা যেতে পারে।

এর পরে পড়ে থাকে আর একদল শ্রমিক, যারা কারখানা পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে থাকে। এদের নিজেদের ঘরবাড়ী থাকলেও অধিকাংশেরই অন্য কোন রোজগারের রাস্তা বিশেষ একটা নেই। কারখানা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এরা থাকে বলে কারখানার প্রতি অধিকারবোধ একটু বেশী হয়। অন্যান্য অঞ্চলের শ্রমিকরাও এলাকার শ্রমিক বলে এদের একটু বেশী রেয়াৎ করে।

চটকল মরশুমি। ফলতঃ শ্রমিকদের একটা মানসিক প্রস্তুতি সব সময়ই প্রায় থাকে যে, যে কোন মুহূর্তে তারা কাজ হারাতে পারে। দূরের শ্রমিকরা কারখানা বন্ধ হলে দেশে চলে যায়। ছমাস একবছর চাষবাসের কাজকর্ম করে। তারপর একসময় কারখানা খোলার খবর পেলে এসে কাজে যোগ দেয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকেরা কারখানা খোলার পর অপেক্ষা করে পনেরো দিন। প্রথম হপ্তার টাকা পেতে দেখলে তারপর এসে জয়েন করে। তবে সত্যিই দুরবস্থার মধ্যে পড়ে পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলের শ্রমিকরা। কারখানা বন্ধ হলে এদের বিকল্প রোজগারের কোন নিশ্চিত রাস্তা থাকেনা। কেউ কেউ ট্রেনে হকারী করে, কেউ ট্রলি চালায়, কেউ জন-মুনিশ খাটতে যায়, আবার কেউ কেউ ভাউচারে অন্য কোন কারখানায় কম মজুরীতে কাজ করতে যায়। এই সময় এদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, আত্মীয়-স্বজনরা কম যোগাযোগ রাখে।

কারখানা বন্ধ হবার পর প্রথম কিছুদিন রাজনৈতিক দাদা ট্রেড-ইউনিয়ন নেতারা কারখানা গেটে মিটিং, মিছিল, সভা, সমিতি, মানতে হবে, করতে হবে এসব করে। তখন সেই সব কর্মযজ্ঞে এদের যেতে হয়। তারপর অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই অঞ্চলে শ্মশানের নীরবতা নেমে আসে। শ্রমিকরাও কেউ কারখানা চত্বরে ভেড়ে না।

একটা কথা বলে নেওয়া ভালো—চটকল শ্রমিকদের খুব দুঃখ, আহাঃ উহুঃ —এসব কথা বলবার উদ্দেশ্য আমার মোটেই নেই। কারণ আমি জানি চটকল শ্রমিকদের তুলনায় আমাদের দেশে এমন অনেক সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিক আছে যাদের অবস্থা অনেক বেশি খারাপ। এছাড়াও ভারতবর্ষে বহু মানুষ খেতে পায় না, বহু মানুষের পরবার কাপড় এবং থাকবার জায়গা নেই, ফলতঃ তাদের কথা বাদ দিয়ে, চটকল শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলবার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি একজন পার্মানেন্ট চটকল শ্রমিক অথবা একজন বদলি শ্রমিক মাসে যদি চব্বিশ থেকে পঁচিশ দিন কাজ পায় তাহলে মাসিক রোজগার দাঁড়ায় চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। আর এই টাকায় আমাদের দেশে সংসার চালানো যে মোটেই কষ্টকর নয় তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বামপন্থী রাজনৈতিক স্টাইলে শ্রমিকদের দুরবস্থা বা তথাকথিত শ্রমিক শোষণ নিয়ে আমি কথা বলছি না। এ আলোচনার একমাত্র উপজীব্য হল কারখানা।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে পেটের দায়ে শ্রমিকদের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে হয়। এই ছড়িয়ে পড়াটা কঠোর বাস্তব। একমুঠো ভাতের সংস্থান তো তাদের করতেই হবে। আবার কাউকে কাউকে ওই কারখানাটা ব্যবহার করে শিল্পপতি হয়ে উঠতে হবে, বাপ-ঠাকুরদার মুখ উজ্বল করতে হবে —এটাও বাস্তব। সাথে সাথে এটাও বাস্তব যে কারখানাটা এই পর্যায়ে একা একা পড়ে থাকবে। কারখানা। উৎপাদনের উপকরণ। শ্রমিকের উৎপাদনের হাতিয়ার, মালিকের খানদান গড়ে তুলবার উপকরণ। দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে পড়ে ঘুন ধরবে, অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠবে। অথচ কারখানাটা ওই সময় চলতেই পারতো। কয়েক হাজার শ্রমিক ওই সময় কারখানায় কাজ করতেই পারতো। অথচ তা না হয়ে কারখানাটা একা একা পড়ে থাকবে —একা একা।

(তৃতীয় পাতার পর)

৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার মানুষের অভাব নেই। এই ধরনের ট্যালেন্টরা নিশ্চয়ই ভলি বা বাস্কেটবল খেলে নিজেদের পরিশ্রম পণ্ড করে না। তাহলে মাঝারি গড়নের ছেলেরা কি ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মায় না? এটা মানা যায় না। জন্মালে এরা কোথায় যায়? তাহলে সমস্যাটা অন্য কোথাও। বোঝা গেল এখানেও আপনি সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছতে পারলেন না।

(গ) ওয়েষ্টইন্ডিজ সফরের সময় আপনি দেখেছেন বিচ্-ক্রিকেট লুপ্ত হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ্য করেননি বিচ্-ক্রিকেট অবলুপ্তির সাথে সাথে কত অসংখ্য ক্রিকেট একাডেমির সেখানে জন্ম হয়েছে। নামী দামী কোচেরা সেখানে প্রশিক্ষণ দেন। যেটা বিচ্-ক্রিকেটে ছিল না। যদিও, নামী কোচেরা কি শেখান? প্লেয়ার প্রডাকশন দেখে, এই প্রশ্নটা রয়েই যায়। তবু বিচ্-ক্রিকেট ছিল একটা ন্যাচারাল ওয়ে। যে যুগে কম্পিউটার ভিডিও টেপ দিয়ে ক্রিকেটের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় সেখানে একটা ন্যাচারাল ওয়ে কতটা ফলপ্রসু, আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন? আপনি এটা কি ভেবেছেন, এক ধরনের খেলায় একটা দেশের ক্রমাগত ব্যর্থতার জন্য জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়, নাকি, জনপ্রিয়তা নষ্ট হওয়ার ফলে কোনো দেশের খেলোয়াড়রা নিজেদের উৎকর্ষতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন। তাই দাদা আপনাকে আমার অনুরোধ, নিজে বুঝে লোককে বোঝান।

এবার উথ্‌নাউ

বিশেষ সংবাদদাতা : কুনাল দেব, বীরভূমের একটি অঞ্চলে দীর্ঘ ছ'বছর ধরে ওখানকার পাথরখাদান ও পাথর ভাঙা কলের আদিবাসী শ্রমিকদের হয়ে কাজ করছিলেন—সম্প্রতি একটি মিথ্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ইন্‌ট্রোটা পড়েই আপনি লেখাটা পড়া বন্ধ করে দিতে পারেন; কারণ ভালো লোকেদের মিথ্যা মামলায় অতীতেও বহুবার জড়ানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে—কুনাল দেব এই ঐতিহাসিক সত্যের একটা সংযোজন মাত্র, ব্যতিক্রম নন। আর তাই পাঠককে লেখাটার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে আমি অত্যন্ত দ্রুত গতিপথ পাল্টাচ্ছি—

মল্লারপুর অঞ্চল- জেলা বীরভূম

পশ্চিমবঙ্গের আরও অনেক জায়গার মতো এখানকারও একটা প্রধান ব্যবসা হল পাথরখাদান। আরও অনেক ব্যবসার মতোই এরও দুটো ভাগ আইনী, বেআইনী— এবং অবশ্যই বেআইনীর রমরমা অনেক বেশী, তাই বেআইনের কথা আপাতত থাক্‌। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সেখানকার শ্রমিক দিনে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত খেটে রোজগার করে খুব বেশী হলে ১০ টাকা। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে কোনো শ্রমিকের চোখে পাথরের টুকরো ছিট্‌কে ঢুকে গেলে, সে ডাক্তারবাবুর কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে, যদি দয়া করে ডাক্তারবাবু তাকে একটু দেখে দেন— এই আশায়। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটাই ২০০২-এর চলমান স্বাভাবিক জীবন। আর খুব স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো ঘটে কারণ শ্রম আইন বা দূষণ আইন প্রথম ঘোষিত হয় এই সেদিন মে '৯৮তে। তারপরেও অবশ্য যথাপূর্বম। সরকারী ঘোষিত নূন্যতম মজুরীর (মাসে ১৯১৪ টাকা) থেকেও এতই কম দেওয়া হয় যে অনিরপেক্ষ কাগজ গণশক্তি পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হয়, মালিকরা প্রাপ্যের ১/৩ অংশ শ্রমিকদের দেয়— বাস্তবটা বলাই বাহুল্য। ওইসব অঞ্চলের শ্রমিকদের একটা অসুখ হয়েই থাকে যার পোশাকী নাম 'সিলিকেসিস্'— পাথর ভাঙতে ভাঙতে শ্বাসের সাথে ফুসফুসে বালির কণা ঢুকে গিয়ে অসুখটা হয়। স্থানীয় ডাক্তাররা অবশ্য মানতেই চাইবেন না— বলবেন ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্য প্রমাণ হলে মালিকপক্ষ প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস-এর আওতায় পড়বেন যে! আর বেআইনের বিষয়গুলো আরও পরিচিত। মালিকের দালাল অথবা স্বঘোষিত মালিকদের, বিনা অনুমতিতেই নির্দ্বিধায় ব্যবসা কিংবা ভয় ও লোভ দেখিয়ে বিঘা বিঘা ধানী জমি দখল নেওয়া— এই সব আর কি।

এই রকমই কিছু দালাল হল শোহ্‌রাব শেখ আর শ্যামসুন্দর মণ্ডল আর তাদের চ্যালারা, শোহরাবের তক্‌মা হল সে একটা ছোট মাফিয়া তবে শ্যামসুন্দরের তক্‌মাটা আরও ভালো— সে রেশন দোকানের মালিক আবার স্কুল শিক্ষকও। এরাই চেয়েছিল আকাল চন্দ্র কর্মকারের একুশ বিঘা জমি ও আরও কিছু জমি কিনে নিতে— জমির দাগ নম্বর ১৪৬৯ ও ১৪৭৪। আইন অনুযায়ী যেহেতু আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যেই শুধু জমি কেনাবেচা করতে পারে সেহেতু ক্রেতা হিসেবে একটা নতুন নামের জন্ম হল— পানসূলী মূর্মূ, যার কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই। স্বাভাবিকভাবেই জমিটা বেচার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ প্রথমতঃ জমিটা অত্যন্ত ভাল ধানী জমি আর দ্বিতীয়তঃ জমিটা থেকে ২০০ ফুট দূরত্বে গ্রামের শুরু। যেখানে ডিনামাইট্‌ দিয়ে পাথর ফাটালে এক-কিমি পর্যন্ত পাথর ছিটকে যায় সেখানে কিভাবে এই প্রস্তাবে রাজী হওয়া সম্ভব! কিন্তু কি আর করা— 'বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে'।

এখানেই প্রবেশ কুনাল দেব-এর। কুনাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের স্নাতক, C.R.Y-এর ফেলো হিসেবে বছর দুয়েক মল্লারপুরের খাদান শ্রমিকদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে। পরে ১৯৯৬-এ আরও কাজ করার আশা নিয়ে তৈরী করে 'উথ্‌নাউ'। উথ্‌নাউ সাঁওতালী শব্দ যার মানে— উঠে দাঁড়াও। কুনাল উঠে দাঁড়ায় আদিবাসীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে। সাঁওতাল মেয়েদের তৈরী ঘাস পাতা বীজের গয়না সে বিক্রী আর প্রচার করতে লাগল। শিক্ষা-স্বাস্থ্যর সাথে এবার যোগ হলো শিল্প আর অধিকারবোধ। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই কুনাল আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল সোহ্‌রাব শেখ- শ্যামসুন্দর মণ্ডলের বিরুদ্ধে। কুনাল বেশী কিছু চায়নি --ভারত সরকারের প্রবর্তিত আইনকেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিল শুধু। আর তাই মিথ্যা কেসে বন্দী কুনাল। কেসটাও খুব পরিচিত— জনসমক্ষে আদিবাসী মহিলার বস্ত্রহরণ ও তার নগ্ন ছবি তোলা, অন্ততঃ আমার পক্ষে এরকম মিথ্যা কেস কল্পনা করা কষ্টকর নয়। এখন আবার বলা হচ্ছে কুনাল নাকি জনযুদ্ধের সদস্য; আই এস আই-এর চর বললেও অবাক হতাম না। যা হোক্‌ একটা বললেই হল — যাতে POTA বা POCA প্রয়োগ করা যায়।

থাক্‌গে— কুনালের কেস কোর্টে উঠেছে, কুনালের পক্ষে-বিপক্ষে যারা আছে উভয়েই জিতে ফিরতে চাইবে। কে জিতবে এখনই বলা সম্ভব নয়। লেখাটা ছেপে যখন আপনার হাতে পৌছাবে তখন জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে.... তাই কুনালের কথা থাক।

ইনট্রোটা বাদ দিয়ে লেখাটায় যথেষ্ট মশলা আছে। যদি পারেন বাসে-ট্রেনে-ঠেকে-রকে এই মশলাদার সত্যি ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করুন। মনে রাখবেন; এটা অমিতাভের 'কালাপাথর' বা শাহরুখের 'কোয়লা' নয়—এটা আপনার পাশেই বীরভূমের মল্লারপুর। গীতিকার জাভেদ আখতার ক'দিন আগে পশ্চিমবঙ্গকে স্বর্গ বলেছিলেন। যাঁরা যেখানে নিরাপত্তা পান তাঁদের কাছে সেটাই স্বর্গ। আখতার সাহেব বা হুসেন সাহেবরা বিখ্যাত। আমি তো বিখ্যাত বা নিরাপদ নই তাই পশ্চিমবঙ্গ আমার কাছে এখন আর স্বর্গ নয়।

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা স্রেফ মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফি হাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
e-mail : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে—

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

অষ্টম বর্ষ • পঞ্চম সংখ্যা • জুন-জুলাই ২০০২ • মূল্য : দুই টাকা

> কাকে বলে কবিতা
> যদি তা না বাঁচায় দেশ
> কিংবা মানুষ
>
> চেশোয়াভ মিউশ

> কবিতা হবে
> খবরের কাগজের মত
>
> মিরোশ্লাভ হোলুব

বোধি বিনা বুদ্ধদেব

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ৭.৭.২০০২

ছোটবেলায় ইতিহাস বইয়ে পড়েছিলাম বুদ্ধদেবের পূর্বের নাম সিদ্ধার্থ। বোধি লাভের পর তাঁর নাম হয় বুদ্ধদেব। আমরা ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থের সত্যিই বুঝি বোধি প্রাপ্তি হয়েছে। তাই তিনি এখন বুদ্ধদেব। কিন্তু কোথায়?

শুধুমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখবার এক কৌশল-এর বিরোধিতা অপর কৌশলে পরিণত হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শ্লোগান ছিল 'বাহাত্তরের কালো-দিনগুলো ফিরিয়ে আনবেন না' (আমি জ্ঞান হওয়া ইস্তক এই শ্লোগান শুনে আসছি)। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত কোন এক বিধবা মায়ের পুত্র হারানোর 'অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'। 'বাহাত্তরের কালো দিন' আমার কাছে শোনা আর লিখিত বাক্য শুধু কিন্তু বর্তমানের ঘটনাবলী যা'ও কিনা লিখিত বাক্য সংবাদপত্র গুলিতে, সেগুলি পড়ে জানতে ইচ্ছে করে কি এমন ঘটে যাতে পুলিশ না ছুঁলেও লকআপে থাকলেই গায়ে কালসিটে পড়ে যায়, কি এমন ঘটে যাতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার না করে শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিলেও তাকে আত্মহত্যা করতে হয়? লকআপের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল কিদুহাজার দুই-এর দিনগুলিকে কালো হিসাবে চিহ্নিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? আশাকরি আগামী নির্বাচনে ঐ বিরক্তিকর বাহাত্তুরে শ্লোগানটা আর ব্যবহার করা হবে না।

TINTIN=VAJPAYEE, CALCULUS=A. KALAM, SNOWY=SECULARISM



আপনাকে বলছি স্যার

বিশেষ প্রতিবেদন : অক্ষয় ভাট

ওসি যখন একটার পর একটা রুলের গুঁতো দিয়ে বলে যাচ্ছিল—
"বল্ শালা — নইলে পেঁদিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।"
তখনও আমার শুধুই স্কুলের কথা মনে পড়ছিল....

সেই যে সেই ক্লাস সেভেনের কথা—
হোল ক্লাস বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে
আর হেডমাস্টারমশাই বেত হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন
"বলো, তোমাদের মধ্যেই কেউ এটা করেছে—
এই ক্লাস থেকেই আওয়াজটা এসেছিল।
ভয় নেই, বলো কে করেছে—
অন্যদের তাহলে কিচ্ছু বলবো না;
না হলে কিন্তু হোল ক্লাস সাস্‌পেন্ড।"

আমরা কেউ বলিনি।
আসলে কাজটা করেছিল...

নাঃ, এখানেও বলা যাবে না।
নাইন্টিওয়ানের ক্লাস সেভেন-বি'র ইউনিটি!
এখনও স্যারেরা গর্ব করে জুনিয়ারদের বলেন।
মানছি, যে করেছিল দোষই করেছিল
তবু অ্যা - অ্যা - অ্যা - অ্যা—
"এখনও বলছি শালা, বল্ -- নইলে..."

যন্ত্রণায় কোমরটা ফেটে যাচ্ছে—
চোখে জল এসে গিয়েছিল আর একটু হলে—
মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—
"সত্যি বলছি স্যার আমি কিচ্ছু জানি না,
আমি ওদের সঙ্গে কোনোদিনও ছিলাম না।"
কিন্তু না—
চোয়ালে চোয়ালে চেপে শুধু মনে মনে বললাম—
—জানলে সবকটার নাম বলে দিতাম স্যার;
তুলে এনে একসাথে ক্যালাতেন।
একসাথে ক্যালানি না খেলে আমরা কোনোদিনও বুঝবো না
আমাদের একসাথে থাকাটা কত জরুরী।

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সম্পাদকীয় :

জনযুদ্ধের লাইনে কোনো সারবত্তা আছে বলে আমরা কখনও মনে করিনি—অদ্ভুত বিরক্তিকর, শূন্য এইসব প্র্যাকটিস, কিন্তু রাজ্য সরকার-এর এই অদ্ভুত কাণ্ড মনে হয় না কোনো রাজনীতিসচেতন মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব। দলটিকে আগে নিষিদ্ধ করা হোক তবে তো তার প্রকাশনাকে বেআইনী বলা যাবে? বামফ্রন্ট-সরকার-এর এই লাইনও অত্যন্ত নক্কারজনক, তাঁরা দেশবিরোধী বলে তুলে নিয়ে যাবেন অথচ PW, MCC-কে নিষিদ্ধ করবেন না কারণ BJP গোটাতে ওদের নিষিদ্ধ করেছে, ঠিক যেমন তাঁরা বেসরকারি উদ্যোগ আনবার বা বিনিয়োগ আনবার চেষ্টা করছেন সরকারী ক্ষেত্রে অথচ 'বেসরকারীকরণ' বা 'বিলগ্নীকরণ' করেন না কারণ কেন্দ্রে BJP সেটা করে। মার্কস বলেছিলেন ধর্ম হল আফিম—সেই আফিম যারা ব্যবহার করে তারা খুব খারাপ, কিন্তু মার্কসকে যারা আফিম বানায় তাদের কি বলা হবে? আজ সারা ভারতবর্ষেই বিরোধী রাজনৈতিক মতকে দেশবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করার এক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যার ফল সকলের পক্ষেই মারাত্মক হতে বাধ্য। এর বিরুদ্ধে সমস্ত সচেতন, গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের সরব হবার সময় এখন

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

সুপ্রিয় গুপ্ত [illegible]

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

একা পাখি

পাখিটি রাত্রির নদীতটে
একা পাখি রাত্রির নদীতটে
রাত্রির বালুচরে ডানা ঝাপটায়

খয়েরি ডানার উপরে মোহময় পান্ডুর আলো
পিছলে পড়েছে কিছু
ভৌতিক টিলার উপরে
ফিরে যেতে চেয়েছিল
অন্ধকারে
দৃষ্টি সরেনি
রাত্রির ব্যাধ তাকে ঘিরে ধরে
গ্রীক সেনানীর মত
দীর্ঘ বর্শায়
দূরে জোনাকিরা
কতদূর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে
ঘুমের শিবিরে
ঘুমায়
ঘুমের শব্দ
শ্বাস-প্রশ্বাস
মৃদু-মৃদু
বায়ুপ্রবাহ
রাত্রির নদীতটে
একা পাখি
অন্ধকার রক্ত ডানায়।

—সুজয় বিশ্বাস

আন্তাণবিক ছড়া

আকাশবিহারী বাজপাখী
শুনুন না দাদা করল কি
পোখরানে পারমাণবিক
ডিম ফোটালেন দানবিক
এক আধটা না পাঁচটা
কেউ পায়নিকো আঁচটা
এমুদা বলল আণবিক
ডিম ফোটানো অমানবিক
ধমক লাগান চিঠিতে
সই কর সিটিবিটিতে
বাজপাখী বলে 'উহুঁ-হুঁ'
ধমক দেবার 'হু আর ইউ'
মারিলে মারিও আমারে অন্নবস্ত্রে
হতে পারি দীন থাকির না হীন অস্ত্রে
পাশের বাড়ীর চিল পাখী বলে কাজটা
করল না ভালো বুড়ো বেয়াদপ বাজটা
আমার বাসার ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই
ডিম না ফুটালে করবে আমাকে জবাই
এমুদা বলল ফুটিওনা ডিম হও আজ শরিফ ভাইয়া
উপঢৌকনে তোমারে ফেলিব ছাইয়া
নই আজ শরিফ বলিয়াই তন্দন্ত
চিল ফোটালেন পাঁচ আণবিক অস্ত্র
এমুদার মাথা হেঁট হয়ে গেল লজ্জায়
বাজপাখী আর চিল থাকিল না কজ্জায়
বাজপাখী আর চিলের ফেরাতে বোধ
এমুদা ঘোষিল সার্বিক অবরোধ।
তুই বেড়াল না মুই বেড়ালের দ্বন্দ্বে
দুটি বাসা ভরে পারমাণবিক গন্ধে।।

—শ্রীশ্রী অলোক বিশ্বাস

পরিক্রমা

রাবি ঝোঁকে ঘরে ঢুকি
চুপ পায়ে ঘরে
কথা কণ্ঠ কানে আসে, বুঝতে পারি
ছেলেমেয়েগুলি তাদের মায়ের কাছে গল্পকথা বলে।
মায়ের আমার কথা মন পড়ে
মা দূর দেশে দূরে
মার কাছে আমিও থাকি না।

হয়তো মায়ের কাছে আমি থাকি আজও
মা আমার গল্পকথা নেই
না-লেখা কবিতাকথার এই তো সময়
পিছনে ফেউ দিচ্ছে কুকুর শেয়াল

বন্ধুরা গল্প বলে বন্ধুদের কাছে
বন্ধুরা গল্প বলে বান্ধবীর কাছে
গল্প বলে পথ চলে
আমায় চারপাশে ঘিরে অনেকে অনেক বলে
অনেকের কাছে আমি থাকি না কখনো
হয়তো আমার কাছে থাকে না কেউই
না-লেখা কবিতাকথার এই সে সময়
পেছনে ডাকছে ফেউ কুকুর শেয়াল

ঘুরি একা
একা ঘোরে ঘোরে
আমার সামনে কিছু শব্দ থাকে পড়ে
ভারে তার জব্দ আছি ঢের
আমার সামনে ওঠে নিবিড় দেওয়াল
এই রাজদুপুরে একা ঘোরে একা সে দেওয়াল
কিছুতে এঁটে উঠতে পারি না

পেছন-ডাক ডাক দিচ্ছে কুকুর শেয়াল
না-লেখা কবিতা-কথার এই সুসময়।

—রঞ্জন সরকার

প্রত্যালাপ

বেশ কিছু কথা হল সেদিন, কিছুটা হেলায়।
পরিচয় হল আরও কতজন উপস্থিত বইমেলায়।।
আদান প্রদানে কবি সব কেউ মিষ্টি সৃষ্টিছাড়া।
কেউ উত্তপ্ত রঞ্জিন লজ্জা মাখানো প্রাচীনধারা।।
কেউ বা হটপাট বিশারদ দেখা হলে ভাবে মহীয়ান।
পাশ দিয়ে ফেটে যায় নিরস হাসি এঁচড়ে বর্ষীয়ান।।
একে অপরের পরে হীন চাউনি মন ভার হয়।
তবুও কথা বলি আলাপ সারি এ এক গোপন বিস্ময়।।
একা একা আর কত দিন বয়ে যাওয়া মিথ্যা ব্রত।
চেয়ে চেয়ে দেখে নিই প্রতিটি বিন্দু ঝরা বিষ আর ক্ষত।।
আমাদের চলা আর বলা চেষ্টা করি না মিলাতে।
অথচ জন্মক্ষণে বুঝে নিই সাবালক হয়ে গেছি বুদ্ধিতে।।
পিছনে কপট চাউনি সমুখে মৃদু ঠোঁট হাসি।
যে যেখানে আছি আসলে নিজেকেই ভালোবাসি।।
দোষের আর কি বা আছে, যদি একটু এগিয়ে যাই।
তোমাতে আমাতে মিত্র প্রেম দিলখোলা রোশনাই।।
আমাদের পায়ে ঈর্ষা শিকল মুক্ত হতে পারি নি।
বলয় ভেঙে গেলেও অদৃশ্য রেখায় সে অভিমানিনী।।
আমাদের সব বন্ধু সখা যে যেখানে হারিয়ে।
একা আমি নির্বিকার অতি চেতনার মর্মরে অথবা সংহারে।।

—সমরেন্দ্র রায়

টিউটোরিয়াল

১.
হাঁসের গায়ে পা রাখলাম
জানা প্রশ্ন আয়—
বংশীবদন দিন-দুপুরে
খারাপ পাড়া যায়।

বিদ্যাসাগর ধরে ফেলেন
বংশী, আরে তুই?
আমি যে তোর বউকে নিয়ে
পাশের ঘরে শুই।

২.
পাঠক্রম শুয়ে আছে
দশ বাই দশ ফুটে—
বুকের কালো বোতাম দুটো
মুরগী তুলছে খুঁটে।

একটা সুঁচের ফুটোর কাছে
তিরিশটা মুখ ঝুঁকে—
নিচ্ছে ইচ্ছে-সরস্বতীর
ব্লাউজের মাপ টুকে।

—সঞ্জয় মৌলিক

জলছবি

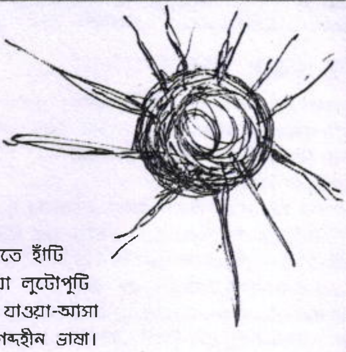
সোঁদা গন্ধে শরীর ডুবিয়ে দেহজ্বর নিভে গেছে। জেগে আছে চঞ্চল ভ্রমর কোনো যুবতী নক্ষত্রের নীরবতা। চিরকাল না হলেও বারবার ফেরানো যাবে না জলসম ফসলে উদাসীন, অসমাপ্ত প্রবাহ—নদীর মতো অন্তর। পরিশোধ করি চোখপাতায় যেটুকু জমেছে রোদের ইঙ্গিত লৌহিত্যের জলে ভেসে যাব জগিত ফুল অথবা অক্ষরে মরণশীল, পরদিন খোলাশূন্যতায় ফিরে আসি—

জানিনা কোন মন্ত্রে ছুঁয়ে গেছি দুরুদুরু কম্পমান.....

—শিবশঙ্কর বসু

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



শেষ বাসের নিত্যযাত্রী

হাউলিয়া পার্ক মোড়ে এ দুপুরে ছাতা হাতে হাঁটি
খাটো ধুতি, ধূসর পাঞ্জাবী, ধুলো, হাওয়া লুটোপুটি
সারা হল কাজ, আজ, আর কটা দিন যাওয়া-আসা
বিদায় অতঃপর, চিরতর, কানে কাজে শব্দহীন ভাষা।

টিকিটে নম্বর নিই, জানালায়, কণ্ডাক্টর ভাই
মেয়ে মাধ্যমিক দিল? ছেলে গেছে সুদূর দুবাই?
সীমান্ত-ডাকাত বুঝি কেড়ে নিয়ে গেছে জোড়া গাই?
আর মাত্র ক'টা দিন, তারপর তোমরাও জানিও বিদায়!

বাস চলে হাউলিয়া মোড় ছেড়ে কেষ্টনগর বাসষ্ট্যাণ্ড
ছাদে ছাগলের ভিড়, চালকের ঘরে বহু পণ্য-সামগ্রী, নানা ব্রাণ্ড,
গ্রাম্য মহিলার কোলে ঠ্যাং-বাঁধা হাস-মুরগি, দুর্গন্ধ পুঁটুলি,
জীবনের যাত্রা-পথে এ সবই সংগ্রহ করে ভরিয়েছি ঝুলি।

কেরানীবাবুটি ছিল দীর্ঘকাল অন্ন-বন্দী, ফাইলে ফাইলে,
নেই নেই করে প্রায় সাঁইত্রিশটি বছর গেল চলে,
নত মাথা, জো হুজুর, 'সাহেবের' ইচ্ছাদাস, সিদ্ধান্ত-বিহীন
কেটে গেল, বোধ-বুদ্ধি শূন্য এক জরদ্গব মানব-মেসিন!

সব কাজ সেই-ই করে, কোনো কাজই ছিল না তাহার,
নিজের চেহারা দেখে হাসি পায়, আহা, কি বাহার,
রক্ত-মাংসে গড়া এক মাণব-কংকাল--- তারও কেঁপে ওঠে মন,
ইচ্ছে ছিল পৃথিবীর বুকে সেও পুঁতে দেবে নিজস্ব কেতন!

হাউলিয়া পার্ক থেকে একে একে ছেড়ে যায় পরিচিত বাস,
শেষ বাসে যাবো আমি, শেষ বাসে যাবো, শেষ এই প্রবাস,
এবার ফিরব ঘরে সারাৎসার হীন, প্রৌঢ়, ক্ষীণ-দ্যুতি-চোখ, পক্ককেশ,
বিকেলের মৃদু আলো চোখে নাচে, জানি, তবু যাত্রা অনিঃশেষ!

--দেবদাস আচার্য

আদার ব্যাপারী

১.
নিশ্চিত পোড়ামাংস। অন্যথা ও-মুখ দেখে চমকে উঠিনি
জানি এ-নগর সত্য, সত্য হত্যা, কালের পশ্চাতে জ্বালা ধুনি
বজরায় বণিক সত্য, বহুজাতি-হানা সত্য জানালো স্বকাল
সুরধুনী। হাড়ের সুরুয়া সত্য, ক্ষুধা সত্য, প্রাতঃরাগে সত্য
পুত্র রাজার নন্দিনী। তথাপি ভ্রমণ সত্য, পর্যটনে যৌনতা সত্য
আর সত্য এশিয়ার নির্বিষ তটভূমি। উদারনীতিও সত্য
তার বাঁশি সত্য সত্য কহে পদকার শুনে পুন্যরজনী। সীমান্ত
মায়ার সত্য, ফটকপরিখা সত্য অচিরে জানিলা দেশ অবিশ্ব জননী

২.
পিরীতি তোমার অঙ্গ, আমি সাদামাটা অভিধানে চিনি। কিংবা
সাক্ষাৎ দেবী, ফেরিওয়ালার মতো সকৌতুক বেচেছি বন্দরে
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল, আমি হাবা, ক্ষুৎকাতর
নিত্যকাল বেচি পথে কলা। শুধুই পথেই নয়, নদীতীরে যতো
ন্যাকাবোকা, তাহাদের হাতে দিই তৃণকাণ্ড, চর্বনে কি দোষ?
চিবাও গো-কুল যত, বীর্যমতি, রাখো বিষ্ঠা ভুবন সমীপে।

৩.
চলো হে প্রেমিক যতো, যৌনভাণ্ড সবেগে উন্মাদ। রতিগন্ধে ভেসে যায়
বিশ্বগ্রাম, জনতার মতি। আর জানি অলিকুল উড়াবে বিস্তর ডানা
তথাপি অন্ধ উপবন। অগ্রে কানুর গীত, নষ্টগ্রাম, নগরবাতাস
বেশ্যালয়ে চলে বিদ্যাপাঠ। আর যতো অপগণ্ড, ব্যাণ্ডতাসা
অসি ও অস্ত্রশীর্ষে তুলেছে নিশান। চলেছে প্রেমিকষণ্ড
উপমহাদেশ লেখে অন্ধকার তাহার বাখান

—সমীরণ ঘোষ

ডি লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস— ইয়াক্-ইয়াক্

একেবারে ছোট্টবেলায় বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় বাবার পাশে আবছা অন্ধকার মশারির মাঝে শুয়ে শোনা 'ফাউষ্ট' এর স্বর 'কে - কে তুমি'?

—'আমি সেই শক্তির অংশ যার অশুভ ইচ্ছাই মানুষের পক্ষে কল্যানকর.' এরকমই কিছু ছিল মেফিস্টোফিলিসের উত্তর— সেই খসখসে ঠান্ডা স্বরে ভয় লাগতো আমার (লাগতো কারণ নাটকটা বোধহয় বহুবার পুনঃপ্রচারিত হতে শুনেছি কিন্তু স্মৃতি একটাই চিত্রকল্প আনে আর বারবারই ভাবনায় আসে 'লাগতো' —এইভাবে)।

হিটলারের 'মাইন কাম্ফ' পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম— 'নো, দ্য জিউজ্ হ্যাভ নট দ্য ক্রিয়েটিভ এবিলিটি হুইচ আর নেসেসারী টু দা ফাউন্ডিং অফ এ সিভিলাইজেশান, ফর ইন দেম দেয়ার ইজ নট, অ্যান্ড নেভার হ্যাজ বিন, দ্যাট স্পিরিট অফ আইডিয়ালিজম হুইচ ইজ অ্যান অ্যাবসলিউটলি নেসেস্যারি এলিমেন্ট ইন দ্য হায়ার ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যানকাইন্ড। দেয়ারফোর দ্য জিউইশ ইনটেলেক্ট উইল নেভার বি কনষ্ট্রাকটিভ বাট অলওয়েজ ডেসট্রাকটিভ। অ্যাট বেষ্ট ইট মে সার্ভ অ্যাজ এ ষ্টিম্যুলাস ইন রেয়ার কেসেস্ বাট ওনলি উইদিন দ্য মিনিং অফ পোয়েটস্ লাইনস্ : ''দ্য পাওয়ার হুইচ অলওয়েজ উইলস্ দ্য ব্যাড, অ্যান্ড অলওয়েজ ওয়ার্কস্ দ্য গুড' আর এই গত মাসে বিভিন্ন বাঙালী বিখ্যাত নাট্যকর্মীর সমবেত প্রয়াসে অভিনীত ক্লাউস মান লিখিত 'মেফিস্টো'র প্রথম রূপায়ণ, যা নাকি গুজরাটে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শৈল্পিক প্রকাশ, তা দেখতে গিয়ে মঞ্চ ও দর্শকাসনে আসীন বুদ্ধিজীবীদের দেখে মেফিস্টোফিলিসের বাক্যটাই উল্টে মনে এলো ''দ্য পাওয়ার হুইচ অলওয়েজ উইলস্ দ্য গুড, অ্যান্ড অলওয়েজ ওয়ার্কস্ দ্য ব্যাড''

কথাটা মনে হবার কারণ হল ঐ গুজরাটের উল্লেখ— নইলে এমনি একটা নাটক হিসাবে দেখলে কোনো অসুবিধা নেই, বেশ ভালোই। গোল পেকে গেল যেহেতু এটা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গুজরাট সংহতি সমিতির সমর্থনে, গুজরাটে গণহত্যার প্রতিবাদ হিসাবে করা হল। নামপত্রে লেখা হল ''সম্প্রতি গুজরাতে যা ঘটেছে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো চলছেই, আর চলছে আরও এক ভয়ানক মহড়া। ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ প্রণয়নের মহড়া। এই অবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের নানা কোণ থেকে প্রতিবাদ উঠছে, জোট বাঁধবার চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে নানা ধরণের মিটিং মিছিল সমাবেশ হচ্ছে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে। আমরা নাট্যকর্মীরা, মনে করেছি, যে আমাদের কথা যদি আমরা একটা নাটকের মধ্যে দিয়ে বলতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। ....ঐতিহাসিক প্রয়োজনটাই এখানে বড়। যুক্ত থাকাটাই কাজ।'' অথচ এসব কথার সাথে নাটকের বিষয়বস্তুর সম্পর্কটা কি সেটাই বোঝা গেল না।

হেনড্রিক হফগেন এক প্রতিবাদী নাট্যদলের তরুণ প্রতিভাবান অভিনেতা, সে চায় জার্মানীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হতে। সে উন্মাদের মত চায় বার্লিন যেতে। নাৎসীরা ক্ষমতায় আসার সময়েই সে বার্লিনে পৌঁছয়। মেফিস্টোর চরিত্রে তার অভিনয় তাকে বিখ্যাত করে। তার মেলামেশা শুরু হয় সরকারী উঁচু মহলে, হেনড্রিক ভুলে যায় তার কমিউনিষ্ট অতীত ও তার বন্ধুদের। 'অটো' নামক তার কমিউনিষ্ট বন্ধুকে একবার সে প্রধানমন্ত্রীকে বলে মুক্ত করায়। হেনড্রিককে জার্মানীর ষ্টেট থিয়েটারের সর্বোচ্চ পদ দেওয়া হয় কিন্তু যখন অটোকে আবার ধরা হয় তাকে মুক্ত করবার কথা বলতে গেলে হেনড্রিককে চূড়ান্ত ধমকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তার ক্রীড়নক অবস্থান। বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদীরা ফ্যাসিবাদী-নাৎসী সমতুল্য এবং এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা কমিউনিষ্ট ব্যাস্ শুধু এই তুলনাতেই বোধহয় নাটকটা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে গেল -- আমি বিস্মিত। একটা দৃশ্য আছে যেখানে অটোর গ্রেফতারের সংবাদ নিয়ে একজন পুরোনো সহঅভিনেতা এলে হেনড্রিক তাকে বার বার চলে যেতে বলে, কারণ সেই সম্পর্ক তার অবস্থানের পক্ষে বিপদজনক, টাকা দিতে চায় তার বিনিময়ে--একমাত্র এখানেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গুজরাট গণহত্যা সংক্রান্ত অবস্থানের মিল পেয়ে যাই আমি কারণ নাটক শুরুর আগেও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গুজরাট সংহতি সমিতির পূর্ববর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে টাকা পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়। মনে হয় টেনিদার মত চেঁচিয়ে উঠি ডি লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক্ ইয়াক্।

নাটকের শুরু ও শেষে নির্দেশক সুমন মুখোপাধ্যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগমথিত কণ্ঠে বারবার বলেছেন ''আমি ভাবতেই পারছি না, আমরা সবাই মিলে এটা করতে পারলাম— ভাবাই যায় না'' আমরা মানে গৌতম হালদার, ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন ইত্যাদি ষ্টারেরা। সত্যিই ভাবাই যায় না এতদূর আকাশে পৌছে গেছেন তারা যে ষ্টারের বদলে নিজেদের সূর্য ভাবতে শুরু করেছেন (তিন চারটে সূর্য তো এক আকাশে ভাবাই যায় না)। কিন্তু এখন রাত্রি, গুজরাট অন্ধকার এনেছে আসমুদ্র, আর আমাদের টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটিল ষ্টাররা ভুলে গেছেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থানই এটা— কোনো অভাবনীয় ঘটনা নয়, বরঞ্চ তাঁদের গুনগ্রাহীদের হাততালিতে তৈরী মেঘে ঢেকে গেছেন তাঁরা। প্রয়োজনের তুলনায় বড় কম কাজ করলেন তাঁরা, সেই ক্ষমতার স্বাদে মাতোয়ারা —''দ্য পাওয়ার হুইচ অলওয়েজ উইলস্ দ্য গুড, এ্যান্ড অলওয়েজ ওয়ার্কস্ দ্য ব্যাড''।

অর্চন ডি দত্ত'র কলাম

বাঙালীর ক্রিকেট রোমান্টিকতা দেখে এটা বোঝা সম্ভব নয় মাত্র দুজন কলকাতাবাসী পঙ্কজ রায় ও সৌরভ গাঙ্গুলী ভারতীয় ক্রিকেটে দাগ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের দিনে কলকাতা শহরে কারও বাড়িতে বড় সড় একটা উঠোন থাকলেই একটা ক্রিকেট কোচিং সেন্টার করার ভাবনা তার মাথায় নিশ্চয় একবার হলেও উঁকি মারে। ক্রিকেট ব্যবসাটা এখন এতটাই সহজ। ময়দান বা লেকের ধারের যে কোন সকাল বা বিকালের চিত্রটা কেমন? লোহার জালে ঘেরা লাল সুরকি বাঁধানো একফালি জমি, কয়েকটা সুতোর জাল প্র্যাকটিস পিচ ঘিরে। অবশ্য বেশিরভাগই কংক্রিট পিচ। আর অসংখ্য খুদে ক্রিকেটার সচিন, সৌরভ, রাহুল হওয়ার দৌড়ে নাম লিখিয়েছে। এগুলো সবই আশার কথা। উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবাংলার মোষ্ট পপুলার কোচিং সেন্টার এ. এল. একাডেমির কথাই ধরা যাক। বড়, মেজ, সেজ, ন, সব মিলে এখানে অন্তত জনা পনের কোচ। ময়দানের গত দশ পনের বছরের ক্রিকেট ইতিহাস ঘেঁটে এদের প্রত্যেকের কেরিয়ার প্রোফাইল বানানো সম্ভব। এটাই এদের একমাত্র কনফিডেন্সের অথবা গর্বের কারণ। বড়দার অতীতটা একটু রঙিন। সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করেই এ বিশাল ব্যাবসা। গ্ল্যামারের দিক দিয়ে এ একাডেমির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এ রাজ্যে নেই। বড়দার গ্ল্যামারের প্রভাবে খুদে ক্রিকেটারদের মায়েরা পর্যন্ত ক্রিকেট বুঝে যান। এহেন প্রশিক্ষণ শিবিরে বড়দা, মেজদা বাদে সকলেরই ব্যাচ, সময়, দিন নির্ধারিত। সকলেই নিজেদের সাধ্যমত শেখাতে চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা চলছে গত দশ বছর ধরে। তবু এ পরিশ্রমের ফলের স্বাদ পাওয়া থেকে আমরা বঙ্গবাসীরা আজও বঞ্চিত। এখান থেকে একটি ছেলেও আজ পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে বড়দার নাম উজ্জ্বল করতে পারেনি। দশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে হারাধনের একটি ছেলে কোন এক ঝুনঝুনিওয়ালাকে ন্যাশনাল একাডেমির ইষ্টজোন শাখায় ঢোকাতে বড়দার মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। এ সবের পেছনে একটা করে 'কেন' লাগালে ওনারা বলবেন— এ রাজ্যের ছেলেরা টালেন্ট নিয়ে জন্মায় না। আমি বলব ছেলেরা নয়, কোচেরা ট্যালেন্ট নিয়ে জন্মায় না। ভাবলে অবাক লাগে এত বড় একটা একাডেমির কোচেদের মধ্যে কোন ডিসিপ্লিন নেই। প্রায় প্রত্যেকেরই শেখানোর ধরন আলাদা। প্রত্যেকেই বাকি চোদ্দ জনের থেকে ক্রিকেটটা একটু বেশি বোঝেন এই আনন্দে দিন কাটান। এর পরেও আবার আছে বড়দা মেজদার স্পেশাল টিপস্। ফলে, একটা ছেলে

(এরপরে চার-এর পাতায়)

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এই তো জনবুদ্ধ

ছোট আঙারিয়ায় জনযুদ্ধের এগার জনকে হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে আমি এই দৈনন্দিনের পাতায় (বইমেলা ২০০১) 'জনযুদ্ধ' সম্পর্কে বলেছিলাম 'আগামী প্রজন্মের সামনে বিপ্লবে বিশ্বাসের অর্থ বন্দুক হাতেরংবাজী আর 'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতং' মার্কা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধারণা তৈরী করা ছাড়া কোনো 'কাজ' এই 'বিপ্লবী' দলগুলো করতে পারে না', তাদের বলেছিলাম 'মেগালোম্যানিয়াক কালেক্টিভ ইগোইজম'-এর রোগী। এরপর অনেক জল গড়িয়েছে। এ রাজ্যে জনযুদ্ধের সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত কারণে বিভাজন হয়েছে। রাজ্য সম্পাদক ইস্তাফা দিয়েছেন। যিনি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে। এসবই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান মূল জনযুদ্ধ সংগঠন সম্পর্কে আমি আমার মতামত একটুও বদলাচ্ছি না। যদিও তাদের অস্তিত্ব প্রায় নেই এখন।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেভাবে বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে চলেছেন তাতে তাঁকে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এর বর্ধিত রূপ ছাড়া আর কিছু বলা যাচ্ছে না। বর্ধিত রূপ কারণ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সময় ও সে সময়ের নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতার পাশে আজকের বিষয়টি এতটাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং তাতেই বুদ্ধদেববাবু যা করছেন সিদ্ধার্থ রায়ের মত পরিস্থিতির প্যাঁচে পড়লে তো তিনি হিটলারকেও ছাপিয়ে যেতেন। বিধানসভায় রীতিমত ঝগড়া করেছেন 'আমি আপনাদের সিদ্ধার্থ হবো না' কিন্তু সেটা যে কোন যুক্তিতে কে জানে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন 'খুনের রাজনীতি রুখবই'— মেদিনীপুরের ভয়াবহ অবস্থা তো আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে সংবাদমাধ্যম দ্বারা আমরা শুনে আসছি, ওখানে খুনের, লুঠপাটের রাজনীতি যখন শুরু হয় তখন কোথায় জনযুদ্ধ? গ্রামকে গ্রাম সিপিএম ফরসা করে দিয়েছে তারপর তৃণমূল যেখানে পেরেছে সিপিএম গ্রামগুলি জনশূন্য করে দিয়েছে— দিনের পর দিন দেখা গেছে তৃণমূল সমর্থকরা ক্যাম্পে রয়েছেন নিজের বাড়ীতে ফিরতে পারছেন না। তৃণমূল ও সিপিএম এই দুই দলই কত খুন করেছে, কতজন মহিলাকে ধর্ষন করেছে তার তো কোনো হিসাবই নেই— আর সেই নারকীয় পরিস্থিতিতে নেহাৎই শিশুসুলভ রাজনৈতিকপন্থা অবলম্বনকারী জনযুদ্ধ আজ হয়ে গেল সবচেয়ে বড় অপরাধী কারণ সবটাই সিপিএম পুনর্দখল করে ফেলেছে। বুদ্ধদেববাবু খুনের রাজনীতি রুখবেনই কারণ গত কয়েকমাসে জনযুদ্ধ নাকি ১২ জন সাধারণ মানুষকে খুন করেছে। এই সাধারণ মানুষ জিনিসটা বড়ই অদ্ভুত। যেমন বুদ্ধদেববাবুর এই ঘোষণার সাথে সাথেই মেদিনীপুর থেকে সিপিএম নেতৃত্ব বলেছে 'আমরা এর পাল্টা ব্যবস্থা নেব' 'আমরা যেসব কৃষকদের জমি পাইয়ে দিয়েছি তারা যদি জনযুদ্ধের ওপর বদলা নেন আমাদের কিছু করার নেই', 'ওরা যদি আমাদের গুলি ছোঁড়ে আমরা কি রসগোল্লা ছুঁড়ব নাকি' ইত্যাদি —বুদ্ধদেববাবু আপনি সিপিএম-এর মুখ্যমন্ত্রী নন, আপনি সমস্ত পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী. শুধু সিপিএম নেতারা যদি আপনার কাছে 'সাধারণ মানুষ' হন তাহলে আমরা কোথায় যাই? আমি তো সিপিএমও নই, তৃণমূলও নই, জনযুদ্ধও নই তবু কেন এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে আমার মনে আপনার পুলিশ দ্বারা হেনস্থা হবার আশঙ্কা আসছে? এটা কি কোনো সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ? আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের মতই জনযুদ্ধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন না কেন? বা এখনও কেন সেটা সরকারীভাবে ঘোষণা করছেন না? বিধানসভায় বিরোধীরা আপনাকে কোনঠাসা করলে আপনি যীশুর মত বলে ওঠেন 'এরা জানে না এরা কি করছে, এদের ক্ষমা কোরো' অথচ একজন সাধারণ সরকারী চাকুরীজীবী পুলিশী হেনস্থার পরদিন আত্মহত্যা করলেও আপনি 'দুঃখজনক' এই সামান্য শব্দটা উচ্চারণ করতে পারলেন না উল্টে 'তদন্ত চালু থাকবে' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন —অভিজিৎ সিনহা 'সাধারণ মানুষ' ছিলেন না? আমি আমার জীবনে পরিচিত গন্ডীতে কখনও কোনো সাধারণ মানুষকে 'খুন' হতে দেখিনি বা শুনিনি (পাঠক যদি দেখে বা শুনে থাকেন— জানাবেন)— সাধারণ মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান, পরিকল্পিত গনহত্যার শিকার হন, আচমকা দুষ্কৃতির গুলিতে মারা যান, ডাকাতের গুলিতে মারা যান কিন্তু খুন হন না।

বুদ্ধদেববাবু এতদিন মেদিনীপুরে যারা খুন করেছে সেই সমস্ত অপরাধীকে শাস্তি দিন, কিন্তু দল বেছে নয়। কারণ ওখানে সবদলই খুনের মতান্তরে আত্মরক্ষার বা বদলার রাজনীতি করেন।

পঁচিশ বছর আপনাদের কমিউনিষ্ট তকমাধারী দল এই রাজ্য শাসন করছে, ক্লাস এইটের ইতিহাস বইতেও নভেম্বর বিপ্লব, মাও-এর লংমার্চ পাঠক্রমে এনেছেন অথচ একজন অধ্যাপক অপর একটি অনিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট তকমাধারী রাজনৈতিক দলের (জনযুদ্ধ) ছাপা ডকুমেন্ট পড়তে পারবেন না, বাড়ীতে রাখতে পারবেন না, এই যদি আপনাদের দাবী হয় তাহলে 'ফ্যাসীবাদ', যে শব্দটি আপনাদের ক্ষুদ্রতম নেতারাও প্রতিটি বক্তৃতাতে ব্যবহার করেন, তার প্রকৃত অর্থটা কি জানাবেন?

অদ্ভুতভাবে লিখে চলেছি, আপনার কাছে জবাব চেয়ে। আমি জবাব পাবো? নিশ্চয়ই নয় বরঞ্চ আপনাকে প্রশ্ন করবার ধৃষ্টতা কি করে হল সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। নাম প্রকাশ হলে আমার পাড়াতেই। নতুবা সম্পাদক ও অন্যান্য রিপোর্টাররা অন্য কোথাও। এবং এটাই পশ্চিমবঙ্গের ন্যূনতম রাজনৈতিক সচেতন সাধারণ মানুষের অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে জনযুদ্ধের ভাঙনের খবর ও এই গত মাস দুয়েক ধরে তথাকথিত সাধারণ মানুষ খুনের খবর পড়ে মনে হচ্ছিল— প্রদীপ নেভার আগে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে ঘটনাটা তেমনই। কিন্তু মেদিনীপুরের নেহাতই **আঞ্চলিক ঘটনাটাকে রাজধানী পর্যন্ত** টেনে এনে, একজন অধ্যাপককে নির্যাতন ও একজন নিরপরাধ ব্যক্তির আত্মহত্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে হয়তো আপনি সেই নিভন্ত প্রদীপে নতুন করে তেল ঢালছেন আপনার অজ্ঞাতসারেই যা ভবিষ্যতের জন্য হতাশা ছাড়া কিছুই আনবে না। (বুদ্ধদেববাবু, এই অংশটুকু এক্সক্লুসিভলি আপনার জন্যই লেখা।)

আর সম্পাদক মশাই গত সংখ্যায় একজন রিপোর্টার এই বলে লেখা শেষ করেছিলেন ''শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না' এই স্লোগানটি বদলান তার বদলে লিখুন 'শিল্প হল পিঠ বাঁচানোর অন্য নাম' নইলে কলম ধরা দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে''। আমি আরও দুটো সাজেশান দিচ্ছি (১) শিল্প হল সিপিএম বিরোধিতা না করা (২) শিল্প হল সিপিএম এর জয়গান —এরপর আপনার পছন্দ। পরে বলবেন না সময়মত সাবধান করিনি।

ভারত এবার 'সকার' সভায় ....

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ শেষ হল শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল— নায়ক সেই ব্রাজিলই। অমল দত্ত-র মত সৃজনশীল এশিয়ান (!) কোচেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কাগজের পাতায় পাতায়; অঘটনের বিশ্বকাপে নাকি শেষ পর্যন্ত শিল্পের কাছে শক্তির পরাজয়ে বেঁচে গেল ফুটবল।

অঘটনের বিশ্বকাপ!

কোথায় অঘটন? ফাইনাল খেলল ফুটবলের সর্বকালের সেরা দুটো দল, সেমিফাইনালে দুটো ইউরোপিয়ান দেশ ছিল, প্রথম রাউন্ডে যারা বিদায় নিয়েছে তারা যথেষ্ট যোগ্য ছিল না বলেই বিদায় নিয়েছে, সেনেগাল-জাপান-তুরস্ক-দঃ কোরিয়া কেউই কোনো অঘটন ঘটায়নি— একটু তলিয়ে দেখলেই সেকথা বোঝা যাবে।

আসলে ফুটবল এখনো পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের বিনোদন (চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত বিভাগকে মাথায় রেখেই বলছি)। সেই বিনোদনের নিয়ন্তা ফিফা এমন কোনো অঘটনের রিস্ক নেবে না যাতে সে দর্শক সংখ্যা হারায়। শেষ একমাস যাবৎ অমল দত্ত থেকে গৌতম ভট্টাচার্যরা ফুটবল খেলার বর্তমান আঙ্গিককে প্রায় টেনিসের জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। এটাও ঠিক যে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ফুটবলের পরিণতিও টেনিসের মতোই হতে পারত, আমরা নস্টালজিক লাতিন আমেরিকান সমর্থকরা তাতে যতই দুঃখ পাই সেটাই স্বাভাবিক পরিণতি হতো। কিন্তু যেহেতু ফুটবলই সর্বোচ্চ মানের বিনোদন তাই ফুটবলকে কিছুতেই যন্ত্র হতে দেবে না ফিফা— বরং তার প্রসার ঘটাবে একটু অন্যভাবে। প্রডাক্টের মান কমুক ছাই বাড়ুক একটা জিদান বা একটা রোনাল্ডোকে ঠিকই তারা ব্র্যান্ড সিম্বল করে তুলবে। মনে পড়ে যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে ববি চার্লটনের একটা উক্তিটি 'চীন-ভারত' বিশ্বকাপে নেই মানে সারা বিশ্বের ৩০ শতাংশ দর্শক সরাসরি বিশ্বকাপে নেই'। এরই সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন ১৯৯৫ সালে জগমোহন ডালমিয়ার উক্তিকে— ক্রিকেটকে আমি সবার রান্নাঘরে ঢুকিয়ে ছাড়ব। ডালমিয়াই যদি এতটা সফল হতে পারেন ফিফা তো পারবেই। কারণ ফিফার অধীনে যত দেশ আছে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনেও তত দেশ নেই। আর তাই এই ৩০ শতাংশ দর্শকসংখ্যা ধরার খেলায় নেমে ফিফা যা করে ফেলছে তা আসলে ফুটবল থাকছে না, তা হয়ে যাচ্ছে পেশাদারিত্বের একটা স্তরের সাথে আর একটা স্তরের লড়াই।

প্রথম খেলা থেকেই যদি ধরি তাহলেও প্রথম ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের পরাজয় এখন আর অঘটন নয়— এবারে তা মোটামুটি ট্র্যাডিশনে পরিণত হতে চলেছে। এতে ব্যবসা জমে ভালো টানটান উত্তেজনাটা প্রথম থেকেই তৈরী হয়ে যায়।

খেলাটা অবশ্য শুরু হয়েছে আরও একটু আগে। এশিয়াতে বিশ্বকাপের আয়োজন করে এবং চীন সমেত একগাদা এশিয়ান দেশকে বিশ্বকাপে জায়গা করে দিয়ে টার্গেট অর্ডিয়েন্সের অনেকটাই ফিফা এরই মধ্যে পুষিয়ে নিয়েছে। গতকালই টিভিতে ফাইনাল খেলা দেখেছে সাড়ে চারশো কোটি দর্শক (প্রায়)। আর এখান থেকেই শুরু হয় ফিফার পেশাদারিত্বের সঙ্গে ইউরোপিয়ান ক্লাবগুলোর পেশাদারিত্বের সংঘাত। তাই ডেনমার্কের বিরুদ্ধে জিদান খেলতে নামলে রিয়াল মাড্রিদ কেস করে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে— তাদের ৮৬ মিলিয়ন ডলারের প্লেয়ারকে চোট পাওয়া অবস্থায় নামানোর অভিযোগে, তাই ইতালিকে হারালে দঃ কোরিয়ার গোলদাতার ইতালিয়ান লিগে খেলার সম্ভাবনা কমে যায়।

একদিকে ক্লাব ফুটবলের চাপ অন্যদিকে ফিফার চাপ। এই মন্থনে একে একে পতন ঘটে ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, ইতালির। অন্যদিকে উত্থান ঘটে জাপান, সেনেগাল, তুরস্ক, দঃ কোরিয়ার। ফুটবলের এই ব্যবসাটা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে খুব দ্রুতই ফুটবলের ইউরোপ-নির্ভরতা কমাতে হবে বুঝে গিয়েছিল ফিফা। চেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক দিন থেকেই। ক্যামেরুন...নাইজিরিয়া... কেউই সেভাবে পারল না। সেক্ষেত্রে সেনেগাল-জাপানরা সফল দল না বলে 'ফিফার সফল গিনিপিগ'-ও বলতে পারি। ফিফা এবার সফল কারণ টেক্কাটা খেলেছে অনেক আগেই— এশিয়াতে বিশ্বকাপের আয়োজন করে। টার্গেট অডিয়েন্স পূর্ণ করতে বাকী শুধু ভারত। ২০১০ না হোক ২০১৪ বিশ্বকাপটা নিশ্চয়ই আবার এশিয়াতেই হবে (এবারেই যা প্রশংসা শুনলাম)। সেক্ষেত্রে হাতে থাকছে বারো বছর। এবছরই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে সুব্রতকে এশিয়ার সেরা কোচ করে দিয়ে। আগামী বারো বছরের মধ্যে ভারতকে বিশ্বকাপ খেলার যোগ্য করে তুলবেই ফিফা। আর তখন যদি ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ানের সঙ্গে ভারতকে প্রথম ম্যাচ খেলতে হয় তাহলে ফিফার অলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী তো ভারতকেই জেতাতে হবে! লাতিন আমেরিকান ফুটবলের ভক্ত ভারতীয়রা সে জয় সহ্য করতে পারবেন তো! হৃদযন্ত্র সবল করুন এখন থেকেই— সাফোলা খান নিয়মিত। কারণ ফুটবলের প্রসার মানেই তো আরও আরও প্রোডাক্টের প্রসার। কারণ ফুটবলই তো সর্বোচ্চ মানের বিনোদন— সর্বোচ্চ মানের প্রোডাক্ট— সব খেলার সেরা.....

(তৃতীয় পাতার পর)

কোন কারণে একজন প্রশিক্ষকের হাত থেকে অন্যের হাতে পড়লে তার অতীতের শিক্ষার অনেকটাই বদলে দেওয়া হয়। এবং নতুন নিয়মের সাথে অভ্যস্ত হতে বলা হয়। এতে খুদেদের বিভ্রান্তির সীমা থাকে না। এটা আরও মাত্রা পায় যখন বড়দা বা মেজদা অন্য কিছু দেখান বা একই বল খেলার টেকনিক দুদিন দুরকম দেখান। একটা একাদেমির পনের জন কোচ একই টেকনিক শেখাবেন অন্তত এটুকু ডিসিপ্লিন ওদের কাছে আশা করাটা কি খুব অন্যায়? কোচিং করানোর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন গত দশ বছরে এখান থেকে একটা প্রডাকশনও হয়নি। কারণ এঁরা গোপাল ভাঁড়ের এক পা এগোই তো দু পা পেছোই মন্ত্রে দীক্ষিত। আমি এমনও দেখেছি কোনো মফস্বল শহরের ছেলে তার উন্নত মানের খেলাকে উন্নততর করতে এখানে এসে খেলাটি খুইয়ে প্রতিভাহীন উপাধি নিয়ে ঘরে ফিরেছে। আমি যদি দাদাদের দেশসেবক না ভেবে ব্যবসায়ী হিসাবেও ধরি, সেক্ষেত্রে ওনারা প্রডাকশানের দিকটা কেমন করে ভুলে যান। ওনাদের এটাও ভোলা উচিত নয় যে ব্যবসায়ীদের টাকা রোজগারের সাথে সাথে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে।

তবু মা-বাবাদের বিশ্বাস ওঁরাই সব জানেন, যা করার ওঁরাই করতে পারেন। তাই এতকিছু সত্ত্বেও ওদেরই দ্বারস্থ হন কিছু রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার আশায়। এটা ভুলে যান বাইশ গজের ভেতরে কোন রাজনীতি কাজে আসে না।

বুদ্ধির বিচারে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বোধকরি আমরা সকলেই নিঃসংশয়, তবু কেন এই ভুল?

যোগাযোগ ঃ প্রযত্নে ঃ অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
সরাসরি যোগাযোগ ঃ কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা
e-mail : dainandin@hotmail.com
বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু
স্টাফ রিপোর্টার ঃ সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা
সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ

সম্পাদক কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোশ্লাভ হোলুব

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • অক্টোবর ২০০২ • মূল্য : দুই টাকা



GRAPHICS : SOUMYADEEP

গুজরাটে ভোট : গণতন্ত্র কাকে বলে স্যার ?

স্টাফ রিপোর্টার : গুজরাটে ভোট হবে, ইলেকশন কমিশন ভোট গ্রহণের উপযুক্ত পরিস্থিতি নেই বলে ভোট স্থগিত রেখেছেন, রাষ্ট্রপতি শাসন চেয়েছেন, সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছেই বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন 'নো কমেন্টস্' আর তাঁর উপ তেড়ে গাল দিচ্ছেন চীফ ইলেকশন কমিশনার লিংডোকে। আর মোদী গৌরবযাত্রা শেষ করলেন, এসব চলুক চলতে থাকুক কারণ যাই ঘটুক চিত্রটা বদলাবে না।

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। সেই গণতন্ত্র রক্ষিত হয় ভোটগ্রহণের মাধ্যমেই। অতএব আজ না হোক কাল গুজরাটে ভোট হতেই হবে। এখন ভোট হলে বিজেপি ড্যাং ড্যাং করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে, কারণ অজস্র মুসলিমকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে তারা এখন সেখানকার হিরো। আর যে প্রশাসন এর সহায়তায় বিজেপি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এমন নারকীয় হত্যাকান্ড চালাতে পারে এবং নির্দ্বিধায় টিকে থাকতে পারে সেখানে একটা ভোটে জেতা কোনো ব্যাপার নয়, এটা বুঝতে একটুও দেরী হয় না। কিন্তু সেসব কিছুরও দরকার নেই আসলে বিজেপি জনগণ এর দেওয়া ভোটেই জিতবে। মুসলিমরা ক্যাম্প থেকে বাড়ী ফিরতে পারলেও অবস্থা বদলাবে না কারণ গণতন্ত্রের হিসাবটা সংখ্যার। যদি বাইরে থেকে জোর করে মানবতার নিরিখে সঠিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আর গণতন্ত্র থাকে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের এহেন গাড্ডায় পড়ে যাওয়া এ জীবনে দেখতে পাবো আশা করিনি, স্কুল জীবনের মতই আরেকবার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে 'গণতন্ত্র কাকে বলে স্যার?'

গুজরাটে পরিকল্পিত গণহত্যা ঘটেছে, এই গণহত্যার নক্সাকার ও অংশগ্রহণকারীদের চরমতম শাস্তি হওয়া উচিৎ বলে মনে করি। আর যদি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড না বলে 'দাঙ্গা' হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে গুজরাটের অধিবাসীদের যারা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এই হত্যাকাণ্ডে, তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া উচিৎ কারণ বন্যপ্রাণীদের ভোটাধিকার ভারতীয় সংবিধানে নেই নিশ্চয়ই।

অক্ষরধামে জঙ্গীর প্রবেশ ও হত্যাকাণ্ডের পর দাঙ্গা হয়নি কারণ নাকি মুসলিম সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলি সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা করেছে আর গোধরার সময়ে চুপ করে ছিল সবাই। এখনও এই সব কথা চিৎকার করে বলে চলে নরেন্দ্র মোদী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ভি এইচ পি, আর এস এস, বজরঙ্গ দলের অযোধ্যা নিয়ে শয়তানি খেলা বাদ দিলেও ফরেনসিক রিপোর্টে কিন্তু বলা হয়েছে গোধরায় রেলগাড়ির কামরায় আগুন বাইরে থেকে লাগানো হয়নি যতজনকে হিসাবে মিসিং ধরা হয়েছে তার তুলনায় খুব সামান্য মৃতদেহ পাওয়া গেছে— যেগুলো অজানা কারণে খবরের কাগজগুলিতে ছোট ছোট হেডলাইন হয়েছে, গুজরাত গণহত্যার পূর্ব প্রস্তুতির ডিটেল রিপোর্ট অজস্র ছোট বড় কাগজে প্রমাণসহ ধরা আছে, তবু প্রতিদিন জন্তুগুলোর দাপাদাপির আওয়াজ, গর্জন শুনতে হয় গণতন্ত্রের নামে। কিছু না করতে পেরে আমি আরো একবার নাদান আক্রোশে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করবো—

গণতন্ত্র কাকে বলে স্যার ??????????

এ প্রশ্ন নিরাপদ দূরত্বে গুজরাত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ নয়, গুজরাত উদাহরণ মাত্র। এই কাগজ বাংলায় লেখা হচ্ছে, এই বাংলার গণতন্ত্রপ্রেমী বিরোধীদল, গণতন্ত্রের রক্ষাকারী ও গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় থাকা বামপন্থী শাসক দলের কাছেই আরো বেশি করে— 'গণতন্ত্র'-র একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা চাই, স্বাভাবিকভাবেই যেখানে আগে পরিষ্কার ডেফিনিশন দিতে হবে 'মানুষ' শব্দটার।

কবিতার কাগজ
দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সম্পাদকীয় :

কবিরা বড় বেশী একা—
একা অমরত্ব খোঁজে
পত্রিকায় নিজের লেখাটাই
বার দুই পড়ে
বাকি পাতাগুলো
সরকারী বাসে জানালার ধারে সীট
পেলে প্রকৃতি দর্শনের মত
ফর্ফর্ উল্টে
সংগ্রহে রাখে।

কবিরা বড় বেশী একা
মৃত কিংবা অচেনা কবির বইয়ের
বুক খুঁড়ে লুকোনো অমৃতের পাত্র খোঁজে
আদপে অসহিষ্ণু
ক্লান্তিতে বিশ্রাম হয়তো কখনো
ভালোলাগা উচ্চারণে
শ্বাস স্বাভাবিক হলে
একা অমরত্ব খোঁজে।

পুরাণে কথিত আছে
অমৃত মন্থনে
দেব ও দানব একসাথে খাটে
বাসুকী রজ্জুর বিষে
সত্য-সুন্দর কণ্ঠ নীল হয়
পয়সাওয়ালীর গহনা ঝম্ঝম্ বাজে
উমার স্তন্য
নারী-বিষ্ণুর লাস্য
একাকার হয়ে যায়
কোনো কোনো প্রয়োজন মেটে
শুধু হাম্বা ডাকে
চুরির শাস্তিতে আজও সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে।

এসবের পরেও
কবিরা বড় বেশী একা-একা অমরত্ব খোঁজে।

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

একটা সহজ গল্প

একটা
খুব সহজ করে
গল্প বলার কথা ছিল আমাদের।
আমরা তা বলতে পারিনি।

গল্প চলবার মধ্যে
বারবার
হিংসা যৌনতা খুন রাহাজানি লাম্পট্য
প্রতারণা রক্তক্ষয়
এসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আর হ্যাঁ, অর্থনীতি। পরে জেনেছিলাম,
আমাদের সাধের অর্থনীতি
আমাদের আড়ালে আবডালে
এমন অনেক কাজ করে, যা
অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ঠিক ঠিক পছন্দ করি না

গল্পটা
খুব সহজ তো হয়ই-নি। এমনকি
সহজ-ই হয়নি। গাছ সমুদ্র নদী পাহাড় প্রজাপতি
বাঘ ও ফুল
এদের
আলাদা অর্থনীতি। এদের নিয়ে গল্প বলা তাই
অনেক সহজ...

একটা খুব সহজ সরল
অর্থনীতি
গড়ে তুলবার কথা ছিল আমাদের। আমরা তা পারিনি।
আমাদের লালায় গিঁট পাকিয়ে গেছে বারবার

—মৃগাঙ্ক মৌলি বিশ্বাস

দক্ষিণের ব্যালকনিতে
সকাল থেকে ফেলে রেখেছি
আমার মস্তিষ্ক

পা দিও না যেন—

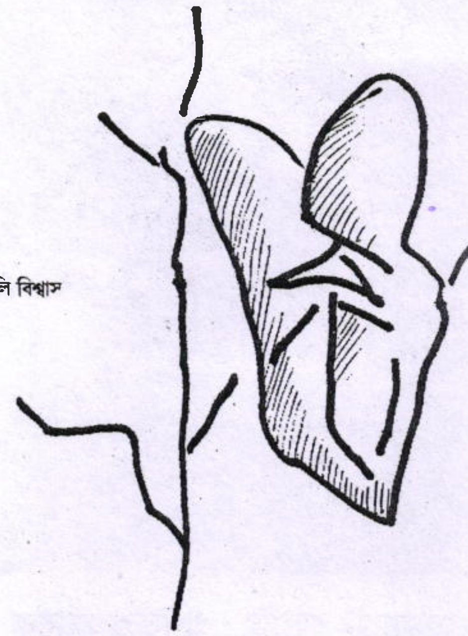
আর ওই তারে দুলছে আলগা, তামারঙ....
ওইটি আমার হৃদয়,
দু'দিন বৈ তো নয়—

এ বাড়ির রোদটা বেশ।

যকৃৎ, অন্ত্র, পাকস্থলী আর অন্যসব
জিনিসপত্র ট্রাঙ্কের,
ভাবছি নতুন ভি আই পিটায় তুলে ফেলি
ন্যাপথালিন দিয়ে—

বাড়িটা ছেড়েই দেব।

—সুরঞ্জনা সেন



প্লাবনের পরে

এখানে ওখানে কাঁঠাল সেগুনের কঙ্কাল
উর্দ্ধবাহু রামকিংকরের দারুশিল্প
এদের জল সয় না।
কলা আর পেঁপেরা ছেলেপুলে বুকে নিয়ে
কবেই পলি হয়ে গেছে
এরা আরো ফুলটুসি।
রেল লাইন, কালভার্ট সাঁকোগুলোর
পায়ের তলা থেকে, না বুকের তলা থেকে মাটি ভেসে গেছে
খোলা আকাশের নীচে নিরবলম্ব।
ওদের কোলে কাঁখে ঘর করা ধাড়ি ইঁদুরেরা
সপরিবারে এখন ওপরে
উদ্বাস্তু মানুষের সহবাসী হয়ে।
ছোঁ মেরে নিয়ে যায় রিলিফের পাঁউরুটি
কাঁদুনে শিশুর অমনোযোগে।
ঝরা শিউলির দল প্রসাধিত হয়ে আছে
পৌর ব্লিচিং-এ।
জল সরে যাওয়া বাবলার কাঁটা ডালে
বিঁধে আছে পাথুরে যৌবন
অনার্য সুছাঁদ মুখের একদিক খেয়ে গেছে
অভিজ্ঞ বোয়াল
দেহাতি যুবতীর শখের দাঁতের সোনা
বন্যা-ধোয়া সকালের রোদে ঝিকমিক করে।

—অর্দ্ধেন্দু কুণ্ডু

পুতুল তারানা

রিক্ত ছিল ঈর্ষা সকল এসব কথা মন বোঝানো
উদর খোরাক জৈবনিক সৃষ্টি লগ্নে সত্য মানো
যেমন করে যে যা-পারে আবডালে তার মন
এতদ জানে ছল-চাতুরী সাচ্চা বল ক-জন
হাজার রকম পশু মিলন মনের মধ্যি বিচরণ
এটা নিয়েই দিব্য সমাজ সাজিয়ে রাখে আভরণ
মুহূর্তটা এলেই হলো ড্রয়িং ঘরে দরজা খোলা
সুযোগ বুঝে প্রয়োগ করি নিজেই সাজি আত্মভোলা
তত্ত্ব তথ্য নানা সূত্র গঠন ভোলায় আপাতত
কেউ বা মানে নাই বা মানুক ব্যাখ্যাত হয় যত্রতত্র
আশার খেলায় এগিয়ে চলি রীতি নীতি নিত্য মেনে
বিভেদটা বেজায় চোখা মানত করি তাহার জন্য
ঢাক পিটিয়ে সারি বাঁধি প্রীতির টানে ভাই ভাই
পরস্পরে রক্ত চুষি, সং সেজে তাই সংহতি চাই।

—সমরেন্দ্র রায়

ভয় মুখ

আমি তার ভয় মুখ দেখতে পারি না
আমি তার ক্ষয়রোগ জেনেও জানি না
নগর সন্ধানে যেই রণ-পা খুলেছি
বিউটি-পার্লারগুলো হা-হা করে ওঠে
ঔষধ-বিপণি হাসে জুলজুল চোখে
এই মুখ পাল্টে নাও, বুকের ক্ষরণ,
সবাই পাগল করে, পাগল মানে না
খোসা ওঠা মুখ থেকে সে ছড়ায় লালা
বুকের রক্ত মুখে এনে ফুৎকারে ছাড়ে
সহস্র কীটের জাল বাতাসে ভাসায়।
মুখোশে মুখোশে ঢেকে শহরের মুখ
ভয়ে থাকে ক্ষয়ে পাওয়া বেড়াল-কুকুর
আমি তার রক্তবমি উঠতে দেখি না
আমি তার ভয়মুখ দেখেও দেখি না।

—উমাপদ কর

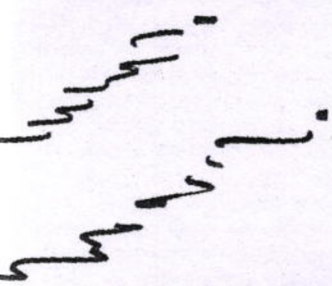
আমারই চলার দোষ, পা ফেলবার

এই গলিটাতে যদি থাকে
ভালোবাসার কোণ আধো-অন্ধকার
কোনো ঘর
এক প্রৌঢ়া জ্যেষ্ঠা
তবে জেনো ছায়া আছে গাছ
আছে প্রকৃতি নদীর বাঁক
উঁচু কুল-পাড় ঘাস
সূর্যাস্ত-চুম্বনের পর সাঁঝবিকেল ভরা মন
ঘরে ফেরা পথ

এত কিছু আছে তবু এ শহরে
শুধু ঠোক্কর হোঁচট
কংক্রিটে কালভার্টে
—আমার ভালো লাগে না

আমারই চলার দোষ, পা ফেলবার।

—অনুভব বিশ্বাস



টিউটোরিয়াল ২

(আবেশ প্রক্রিয়া)
চ্যারিটি বিগিন্‌স অ্যাট হোম। সেইমতো
আপাততঃ লক্ষ্য হোক্ পাশের টেবিল।

তাকে জিগ্যেস করো : প্রিয় রং
তাকে জিগ্যেস করো : বসনিয়া
তাকে জিগ্যেস করো : জেহাদি
জিগ্যেস করো : সন্ন্যাস

তারপর বলো : 'ভালো'—যা কিছু সত্যিই ভালো (অথবা নয়)
বলো : পোশাক-আশাক, চেয়ার-টেবিল, চায়ের দোকান,
কাফেটেরিয়া সবকিছু ভালো
ভালো নয় বসনিয়া, টাডা, পোটো ও পোকা, ন্যাকাপনা
বলো : ভালো নয়—যা কিছু সত্যিই ভালো নয় (অথবা ভালো)

আহা কী প্রক্রিয়া, কী অপরূপ বিমোহন, গায়ে
বেড়ে ওঠা ব্যাকটেরিয়া লাফালাফি করে, ম্যাডোনাও
ভালো, রামকেষ্ট ভালো, জ্যাকসন ভালো, স্কুল বালিকাকে ঠেসে
দেওয়া ভালো ভালো শেষের কবিতার রবিঠাকুর (অথবা অ্যাল্)
ভালো উচ্চাঙ্গ গান (অথবা অ্যাল্)
ভালো লিভার টনিক, বিউটিপার্লার
গভঃ রেজিঃ গর্ভপাত কেন্দ্রগুলো ভালো, ভালো, খুব ভালো
চুল চেঁছে নেওয়া ভালো, রেজুভেনেশন ভালো, বিপ্লব ভালো
তাই যৌবন ভালো যৌবন চাই যৌবন মানে
একটু আধটু এর বউ, ওর শালী...

শালা, তোকেও ঘিরে যেন প্রশ্নমালা থাকে
আহা, তোর এত এত বাইরের জ্ঞান!

সময় এয়েছে, এইবার খুলে ফ্যাল দিকি চার-অক্ষর নামে
টিউটোরিয়াল

—সঞ্জয় মৌলিক

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(২০) ব্রত মিত্র

মৈনাককে আজকাল আর ঠোঙা বানাতে হয় না, তাই চেতনে অবচেতনে গোটা বিশ্ব মৈনাকের পায়ের তলায় চাপা পড়ে না, ফলত মৈনাকের বিশ্বদর্শন এখন থেকে আর আমাদের জানাতে পারবে না, বলে সম্পাদক জানালো। সাথে সাথে বললো ''তাতে কি খবরের কাগজ তো দেশে কিছু কম ছাপা হয় না, আর খবরের কাগজ দেখেই যে লিখতে হবে তারই বা কি মানে আছে তার চেয়ে বরং তুই এক কাজ কর— বেরিয়ে পড়, এদিক ওদিক যা দেখবি.... অবশ্য তোর দেখা তো, রামের ভাই যে লক্ষ্মণ এটা দেখে ভালো করে বুঝতে হয়তো পাঁচ বছর লেগে যেতে পারে —খেয়াল রাখিস্ সেরকম যেন না হয়— যা যা ওঠ্, একটু গতর নাড়া''

— অগত্যা উঠতেই হল, কিন্তু সমস্যা বাধলো যাবো কোথায়? প্রথমে ভাবলাম এক কাজ করি গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটি বিকেলের দিকে জায়গাটা বেশ মনোরম থাকে হাঁটাহাঁটি করলে ডাঙ্গার হাওয়ায় চেহারাটাও বেশ ভালো হবে, আবার সাথে সাথে বিভিন্ন মানুষের সমাবেশে ঘনিষ্ঠ বাক্যালাপ থেকে লেখার কিছু উপাদানও পাওয়া যাবে। তো কয়েকদিন টানা স্ট্যাণ্ড রোড থেকে বাবুঘাট হয়ে ফেয়ারলি পর্যন্ত যাওয়া-আসা করলাম। কখনও কখনও হেলান দিয়ে সিমেন্টের চেয়ারে বসে গঙ্গার শোভা দেখলাম, আইসক্রীম কিনে খেলাম, মাঝে মাঝে একজন সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করলাম— লেখা এগোল না একটি লাইনও। শেষে নিজের পক্ষে কথা সাজাতে লাগলাম— ''কি হবে লিখে, এ পৃথিবীতে সাদা সাদা বইয়ের পাতায় কালো কালো অক্ষরে শায়িত সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র কি কিছু কম লেখা হয়েছে, কি হয়েছে তাতে? তাহলে আর আমার নতুন করে লেখার অর্থটাই বা কি? তার চেয়েও বড় কথা নতুন করে কি লিখতে পারি আমি? কত মহাপুরুষ এলো গ্যালো— এখন মশা বলে কত জল!'' বেশ জমিয়ে যুক্তিগুলো সাজিয়ে প্যাণ্ট ঝেড়ে উঠে পড়লাম। ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উৎপাত কমলো। মনটাও হালকা হল, নিজের বিবেকের কাছে তো কৈফিয়ৎটা দেওয়া গেল।

গঙ্গার পাড় দিয়ে হাঁটছি গন্তব্য কফিহাউস, হেঁটে হেঁটে বড়বাজার অব্দি গিয়ে বাসে উঠলেই হবে, আশপাশে যারা বসে রয়েছে একটু নিরালার অপেক্ষায়, তাদের দিকে তাকিয়ে না তাকানোর ভান করে আমার পঞ্চইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে তাদের অনুভব করছিল

— আজ বৌদির সাধ ছিল। দাদা যা সুন্দর একটা শাড়ী এনেছে না.....
একই সাথে চলছে, —এই চলো না মহব্বতে যাবে?
— মহব্বতে যাবো না দীঘা যাবো
—ধ্যাৎ, জানো....
পায়ে পায়ে শব্দবাক্যপিছিয়ে পড়ে আর একটি এগিয়ে আসে,
— ইয়েস, প্রমিসিং ছিল বলেই ও এতটা উঠতে পেরেছে. তোমার কোনো উচ্চাকাঙ্খাই নেই

সমস্ত বাজারী গল্প-উপন্যাস-সিরিয়ালে যে সব ডায়লগ থাকে, তাই-ই শুনতে শুনতে ভেতরের যুক্তিগুলো আরো ধারালো হয় —এই সব বাক্যাবলী যদি আমি পরপর খাতার পাতায় লিখতে থাকি তাহলে বিচার্য কি হবে? তাকে নিশ্চয়ই কেউ মহৎ সাহিত্য বলবে না— আর তাতে আমার প্রগতিশীলতা ইন্টেলেকচুয়ালিটি নিয়ে কি যথেষ্ট হাসাহাসি হবে না? তার চেয়ে চেপে যাওয়াই ভালো। চুপচাপ থাকবো, বেশি কথা বলবো না, মাঝে মাঝে হাসবো ব্যাস্ আর যাইহোক স্বরূপটাতো লুকিয়ে রাখা যাবে— ও শালোকে কয়েকদিন এড়িয়ে চললেই ব্যাপারটা তামাদি করে দেওয়া যাবে, ভাবতে ভাবতে হাওড়া ব্রীজের ঘিঞ্জিতে পৌছে গেছি।

সন্ধ্যাবেলা এই জায়গাটায় রীতিমত ভীড়ভাট্টা লেগে যায়, হুটোপাটা করে মানুষজন দৌড়চ্ছে হাওড়া স্টেশনে, যাবার পথে অতি ব্যস্ত কেউ কেউ কালকের বাজারটা রাস্তার ধারে সেরে নেয় কেউ কেউ সময় বাঁচাতে শুধুমাত্র ব্রীজটুকু পেরোবার জন্য বাসে উঠছে। আর বাসগুলো একে অপরের পেছনে ধাক্কা মারতে মারতে 'ওড়া' 'ওড়া' বলে চেঁচাচ্ছে আসলে বলছে 'হাওড়া', বাসের সারির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কখন ব্রীজের ওপর উঠে পড়েছি খেয়াল নেই; ভাবলাম ঠিক আছে ওপাড়ে গিয়ে বাস ধরলেই হবে। ব্যস্ত মানুষের ধাক্কাধাক্কি এড়াতে রেলিং ঘেঁষে হেঁটে চলেছি, রেলিঙের পাশ দিয়ে ব্যাপারীরা বসেছে, কেউ বেচছে কলা, কেউ ছোলার শাকের আঁটি, কেউ পাটালি গুড়, কেউ বা সাজিয়ে বসেছে গান নাটক হাস্য-কৌতুকের ক্যাসেট আর তার পাশে আছে হলুদ মলাটের বই। হালকা আলোয় সেলোফেন পেপারে মোড়া বইয়ের কভারে ছাপানো নারী শরীরের খাঁজগুলো চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। সন্ধানী চোখ সময় মত জায়গা মত হাজির।..... মাইনাস করতে হবে—ঘুরে ফিরে এই একটা সুখ কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই আমার জন্য অপেক্ষা করে, একটা বিড়ি ধরিয়ে সার সার লোকের পাশে দাঁড়িয়ে ভারমুক্ত হওয়া.... বেশ লাগে। বাথরুমের দেওয়ালে অত্যন্ত পরিচিত কে এল আনসারি অথবা হেকিম মহম্মদ এল খোদাবক্স এর গোপন রোগ নিরাময়ের আশ্বাসাবলী। পাশাপাশি লোকগুলোকে দেখে মনে হয় পৃথিবীতে যে যেটুকু দায়িত্ব নিয়ে জন্মেছিলো, এই বোধহয় সেটুকু সাঙ্গ করে ফেলল। শরীরটা হালকা করে বাসের পাদানির কাছে সিগারেটের টুকরোটা পা দিয়ে পিষে জানলা'র ধরে গিয়ে বসা— ব্যস্, পৃথিবী ধন্য, জনগণ ধন্য......... বাথরুমের বাইরে দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে মোটা তুলিতে কেউ একজন লিখে রেখেছে 'সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, পৃথিবী স্থির'— এই লেখাগুলো এর আগেও অনেক জায়গায় দেখেছি, কোনো এক পাগলের কাজ— তবে পাগলের তেজ আছে, অন্তত এটুকুতো বলা যায় পাগল যা বুঝেছে, যা ভেবেছে, তা লিখে ফেলেছে — আবার সেই নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে, ও শালো কথাটা শুনলেই বলবে ''তোর সমস্যাটা কোথায় বলতো —তুই আসলে জীবনে কিছুই ধরতে পারলি না, পাঁকাল মাছের মত পাশ কাটিয়ে হড়কে গিয়ে ভাবলি বেশ ফাঁকি দিলাম, কিন্তু আসলে ফাঁকি পড়লি তুই নিজে, অন্ততপক্ষে লিখতে তোর পারা উচিৎ, এটা থেকেও হড়কাচ্ছিস, বেশ একটা কিছু করছিস কিন্তু আসলে কি হচ্ছে বল দিকি?''

একটা অনুশোচনা গ্রাস করল— এরা সকলেই সত্যি বলছে এরা সকলেই আমার শুভানুধ্যায়ী, আসলে আমিই অপদার্থ। অনেকদিন আগে আমার এক কমরেড আরেক কমরেডকে বলেছিল 'আপনার নিজের কবিতা পড়তে এত সংকোচ কিসের? ও তো অপনার নিজেরই কবিতা?' সে বলেছিল 'আমার লজ্জা করে' তখন মনে হয়েছিল আসলে তার আবেগের জোরটাই বড্ড কম অথচ এখন নিজেকে দেখে মনে হচ্ছে, ও তো তবু লিখেছিল....

(ক্রমশঃ)

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

সহযাত্রী কথা

স্টাফ রিপোর্টার : বেলা সাড়ে-চারটে নাগাদ, ট্রেনটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা, ঠিক উল্টোদিকে একজন ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন— ভালো স্বাস্থ্য, মাঝবয়েসী চোখে চশমা, দেখে মনে হল চোয়ালটা শক্ত, রগ দুটো টিপটিপ করছে। সেজন্যই হয়তো আমি একটু বেশীক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ তিনি চোখ তুলে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন 'খানকির ছেলে'... আমি চমকে উঠেই প্রচণ্ড রাগে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে একটা কিছু বলতে যেতেই, তাঁর দৃষ্টি নরম হয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে হাত রেখে বললেন 'সরি দাদা, মানে আপনাকে কিছু বলিনি, মানে আপনার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেছে— এই দেখুন না, পড়লে মাথাটা এমন বিগড়ে যায়— প্রীজ কিছু মনে করবেন না এই দেখুন', খবরের কাগজটা দেখিয়ে উনি বলতে লাগলেন 'গুজরাটে মোদী বরোদার আদিবাসী সমাবেশে বলছে, ইলেকশন কমিশনার লিংডো— পুরো নাম বলছে, জেমস্ মাইকেল লিংডো, নামেই বোঝা যাচ্ছে খ্রীষ্টান, তার মানে কংগ্রেসের এজেন্ট কেননা সোনিয়া গান্ধী যতই হোক খ্রীষ্টান'' হাতের 'এশিয়ান এজ'-টায় আঙুল দিয়ে দেখালেন— আমি হেডিংটা দেখলাম **Is Lyngdoh from Italy, asks Modi**. উনি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে চলেছেন 'চিন্তা করুণ, মোদী বলছে 'আমার গভর্নমেন্ট সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার, আমি ভারতের সেরা মুখ্যমন্ত্রী। এটা আমাদের কাছে গৌরবের বিষয়। অথচ আমাদের ভোট করতে দিচ্ছে না' —আপনি ভাবুন একবার কুড়ি হাজার আদিবাসীর মধ্যে লোকটা বলছে, গুজরাটে আদিবাসীদের খেপিয়ে গ্রামগুলোতে ঐসব করিয়েছে— বলছে, 'সোনিয়া আর লিংডোর চার্চে দেখা হয়', বলছে— 'আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল জেমস্ মাইকেল লিংডো ইতালিয়ান কিনা, আমি বললাম রাজীব গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করুন গে'—এই সব কথা, এই দেখুন 'The BJP's vanavasi Kendras in the tribal belt are very active and have started a concerted campaign to 'reconvert adivasis from christian to vanavasis ' পড়ুন, বলুন তো মাথার ঠিক থাকে, সরি ভাই কিছু মনে করবেন না।' আমি তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়তে থাকি— পাশাপাশি ভাবনা চলে আমার মাথায় — হয়তো ভদ্রলোক কংগ্রেস মাইণ্ডেড কিন্তু যদি নরেন্দ্র মোদী একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে চীফ ইলেকশন কমিশনার লিংডো সম্পর্কে এরকম কথা জনসভায় বলে বেড়াতে পারে তাহলে এই মুহূর্তে আমার সাথে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা আমি রিপোর্ট আকারে লিখতেই পারি।

আসুন অনিলবাবু, আমরা আলোচনায় বসি

স্টাফ রিপোর্টার : আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু যারা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নই, কয়েকপাতা মার্কস পড়েছি, আপনার পার্টি বা অন্য কোনো পার্টিভুক্ত নই, ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাপ-মার ছেলেমেয়ে যারা কারোর থেকে কেড়ে খেতে চাই না আর সমাজ সম্পর্কে চিন্তা বলতে মোটামুটি সব মানুষ মানুষের মর্যাদা পাক, সমান সুযোগ পাক মানুষ হয়ে উঠতে— এটুকুই শুধু। তাই আমাদের সাথে আলোচনায় বসতে নিশ্চয়ই আপনার কোনো অসুবিধা থাকবার কথা নয়, সেজন্য ধরে নিচ্ছি আপনি আমাদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী। **আসুন অনিলবাবু আমরা আলোচনায় বসি।**

ধরুন আমি মেদিনীপুরের কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা (যে অঞ্চলটিতে আপনাদের ভাষায় উন্নয়ন হয়নি) আমি দারিদ্রসীমার নীচে বাস করি, আমার উন্নয়ন চাইবার পদ্ধতিটা কেমন হবে?

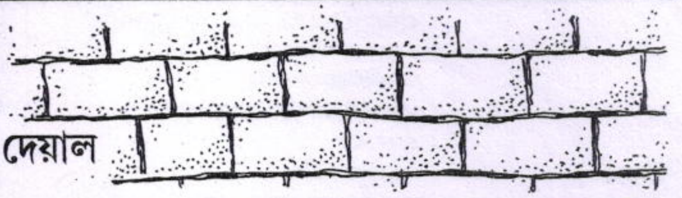
আসুন অনিলবাবু আমরা আলোচনায় বসি।

আপনার পার্টিনেতারা সেখানকার সর্বেসর্বা, তাঁরা গরীব বললে অমি গরীব নইলে নই, গরীবীর সার্টিফিকেটের জন্য আমাদের তাদের দ্বারস্থ হতে হবে তিনি বলবেন 'আয় যোগাযোগ রাখ, পার্টিটাকে দেখ', ইত্যাদি। যদিও তারা আমাদের অঞ্চলের মার্কামারা বদমাইস লোক তবুও তারা আপনাদের মেহনতি মানুষের পার্টির নেতা। আর যদি ওই বছর চারেক আগের মত তৃনমূল হতে যাই তাহলে পুরো গ্রামই লুটমার হয়ে যাবে। আর তখনও এলাকা দখল, একে মারতে হবে ওকে মারতে হবে ছাড়া তো কোনো পার্টিরই অন্য কোনো কাজ থাকবে না। অর্থাৎ এলাকার উন্নয়ন চাইলে আমাকে আপনার পার্টি নেতাদের কাছে কাজের লোক হয়ে উঠে নিজের স্বার্থ উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এভাবে প্রত্যেক্যেরই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হতে হতে এলাকার উন্নতি বা উন্নয়ন ঘটবে। —তা এটা কোন মতবাদ?

আসুন অনিলবাবু আমরা আলোচনায় বসি।

আদপে মেদিনীপুরে যারা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতির কথা বলে তাদের সাথে আপনাদের তত্ত্বগত বা প্রয়োগগত কোনো রকম পার্থক্য নেই, একই সব শব্দ ব্যবহার করে আপনারা একই কথা বলেন— সর্বহারা, বিপ্লব, শ্রমিক, মেহনতী, সাম্য, খতম ইত্যাদি ইত্যাদি। অনিলবাবু, আপনার পার্টির নেতার সঙ্গে ওদের পার্থক্য বলতে আপনারা বড়লোক এবং জোতদার শ্রেণীতে পড়েন। হয়তো সবটাই ভুল বুঝেছি, তাই **আসুন অনিলবাবু আমরা আলোচনায় বসি।**

— আমাদের পথ দেখান।



দেয়াল

বিশেষ প্রতিবেদন : অভিজিৎ মৈত্র : এটা একটা সেল। চারটে দেয়াল যেন ওকে গিলতে আসছিল। একটুকরো ফোকর অবশ্য আছে, যেটার ভিতর দিয়ে এই নিয়ে তিনবার ওকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে ঢুকিয়েও দিয়েছে। কাজ মানে একই গতানুগতিক প্রশ্ন। না একবারও গায়ে হাত পড়েনি। শুধু ঠান্ডা চোখের চাহনি। লোকটাকে তার মনে হচ্ছিল একটা বরফের দেশের মানুষখেকো বুড়ো শিয়াল। ওর বন্ধুটিকে এই ফোকরটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। যখন অন্য আরেকটি সেল থেকে তাকে এই ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে আসা হয়েছে। জায়গাটির চারিপাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল দিয়ে ঘেরা। একে বলে জিজ্ঞাসাবাদের ঘর। কোন আসবাবপত্র নেই, শুধু একটা দড়ি নেমে এসেছে। বোঝা যাচ্ছে দড়িটি ঝোলানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ওকে একবারও ঝোলানো হয়নি শুধু ওর বন্ধুটিকে ঝোলানো হয়েছিল।

বন্ধুটি ভালো ছবি আঁকে। তাকে যখন ঝোলান হচ্ছিল সে দেখছিল। যখন তাকে নামানো হল— সে দেখছিল। কারণ এই দেখে যাওয়া ছাড়া তার কোন কাজ ছিল না। সে ভয় পাচ্ছিল, মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে সে অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাইছিল। আর পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে আসছিল অথচ ঢোক গেলার মত থুতুও তার অবশিষ্ট ছিল না। তার মনে হচ্ছিল তাদের অপরাধটা ঠিক কি? কেন রাতের বেলায় তাদের গলা ধাক্কা দিয়ে একটা কালো ভ্যানের মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল?

এখানে দিনরাতের কোন প্রভেদ নেই। এখানে কোন আলো ঢোকে না। পাখির ডাক শোনা যায় না অথবা কোন হর্ণের আওয়াজ বা কলরিত মানুষের কণ্ঠস্বর। এই স্থান সাপের গর্তের মত শীতার্ত। তার সেই সৌম্যকান্তি চিত্রকর বন্ধুকে যখন নামানো হলো, সে দেখছিলো তার চোখ যেন আগের থেকেও শান্ত—এতটাই যেন এইমাত্র সে তার ক্যানভাসে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ এঁকে এলো। তার হাতগুলো ঝুলে পড়েছিল, তবু সে দাঁড়িয়ে থাকার জেদী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একটা বুট এসে সজোরে তার মাজায় লাথি মারলো। এটা ছিলো সেই বুট যা কাউকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেয় না। বন্ধুটি পড়ে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞা হারালো। বন্ধুটির কি অপরাধ সে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু তার মাথায় মনে হচ্ছে অন্তত একশোটা ডাঁশা লাল পিঁপড়ে সম্মিলিতভাবে কামড়ে যাচ্ছে। অপরাধ মানে সে বুঝতো চুরি করে ঠাকুরের বাতাসা খেয়ে ফেলা, অথবা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউকে দিনের পর দিন ঘোরানো অথবা স্বার্থপরের মত একা টিউশান পড়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া। কিন্তু এসবইতো তারা করেনি। শুধুমাত্র একটা ছবি আঁকা বা দেখার জন্য এতসব। এসবই ভাবতে ভাবতে সে দেখল তার বন্ধুটিকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—যেভাবে মরা কুকুরের ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভাবনার শেষ অংশটুকুও যখন মরা কুকুরের চিত্রকল্পটির মত সামনের সেলটিতে ঢুকে পড়েছে তার মনে হতে লাগল পৃথিবীর সব থেকে বড় সমস্যা বোধহয় এই দেয়ালগুলো। এই মুহূর্তে সে যদি এই দেয়ালগুলোকে ভাঙতে পারত তাহলে ঐ ওপারের মানুষগুলোকে হয়তোবা বোঝাতে পারা যেত যে একটা ছবি কখনই তাদের পক্ষে এতটা বিপদজনক হতে পারে না। কিন্তু সে কোন সুপারম্যান নয়, সুপারমন্যারা তো শিশুদের কার্টুন নেটওয়ার্কেই থাকে। এই সেলে? হায়! এটা তৃতীয় বিশ্বের অখ্যাতনামা একটি মফস্বল শহরের ততোধিক অখ্যাতনামা জেলের নিছকই সাদামাটা নিরামিষ একটা সেল। কিভাবে ওরা আসবে পর্দার বড় বড় সমস্যা ছেড়ে।— সে ভাবতে পারছে না, শুধু একশোটা ডাঁশা লাল পিঁপড়ে তার ঘিলুতে কামড় বসাচ্ছে।

অনেকটা সময় হয়ত বা ওপারের পৃথিবীতে বয়ে গেছে। ঝিমুনি আসছিল— কিন্তু হঠাৎই ফোকর দিয়ে তাকে দুটো রুটি ও একটু লপসি দেওয়া হলো। তার কোন ক্ষিদের বোধ ছিল না। সে একটু জল চাইলো এবং পেলো। তার সঙ্গে কোনো বাজে ব্যবহার করা হয়নি।

পরেরদিন সকালে, হয়তো সেটা সকালই হবে, 'মায়াবীর মত আশ্চর্য যাদুবলে' তাকে ওরা যে ভ্যানটিতে করে নিয়ে এসেছিল ঠিক সেই ভ্যানটিতেই চাপিয়ে নামিয়ে দিয়ে এল। কালরাত্রে যাকে মনে হয়েছিল মানুষখেকো বুড়ো শিয়াল সেই তিনিই তাঁর আশ্চর্য সাদা দাঁতে একগাল হেসে পাদ্রীর মত করমর্দন করতে করতে বল্লেন— স্যরি, আমাদের ভুল হয়েছিল, মানুষ মাত্রই তো ভুল হয়, আমরাও তো মানুষ, কিছু মনে করেননি তো? সব ভুলে যান, ভালো থাকুন। দমদেওয়া পুতুলের মত টানা কথাগুলি বলে গুবরেপোকা সদৃশ ভ্যানে চেপে তিনি চলে গেলেন।

এবার সে ঘরে ফিরছে। রেললাইন ধরে ধরে একটু এগোলেই তার ঘর—মা, বাবা, স্ত্রী— ভরা সংসার। আর একটু এগোলেই। কিন্তু কোন ঘর, কোথায় সে ছিল, কোন দেয়াল — এই ভোরবেলা, নুয়ে যাওয়া হাত নিয়ে চিত্রকর সহসা তার সামনে এসে দাঁড়ালো, একটি ট্রেন ঠিক তখনই সেলের দেয়ালের মত তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, কাল রাত্রের লাল বিষাক্ত পিঁপড়েগুলো সারিবদ্ধ দেয়ালের মত ট্রেনটির মত যেন ধেয়ে আসছে। তার মনে হল সে অতি নগন্য। তবু একটি দেওয়ালকে অন্তত ভাঙতে পারে। সে ছুটে গেল। ভোরের বাতাসকে স্পন্দিত করে মিলিয়ে গেল হুইসেলের শব্দ আর ভেসে উঠল চিত্রকরের আঁকা ছবির সেই চোখ। যে চোখের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে নিকটস্থ সিগন্যালের আলো ক্রমশ সবুজ হয়ে জ্বলে উঠছে।

রেল-ভাগ

স্টাফ রিপোর্টার : ''তখন বেশ ছোট। আমার আট। বোনের ছয়। আমি বড়সড় বিস্কুটপ্রেমী। আর বোন বিস্কুট পেলেই বিন্দাস। টিনসুদ্ধ না কিনে বাবার উপায় কি। যথারীতি হড়াৎমাল। তাই মাঝে কিছু ভাল বিস্কুট কিনে স্বাদ জাগাতেন। একবার কটা ভাল বিস্কুট এনে দুজনকে দিলে বেশ ঝামেলা বাধলো। দুজনেই বেশী খাব। কিন্তু অঙ্ক বেশী দিতে লাচার। শাক্ত বাবা বল্লেন যে আমার জোর বেশী তাই আমি বেশী খাব। বোন নিরুপায়। প্রথমে নাটক। তারপর চোখ রাঙিয়ে কান্না। শেষে ভুখ হরতালের হুমকি। এবং....''

''...দা, অনেক ভাটিয়েছো। থামো...।'' চায়ের ধোঁয়া সরিয়ে ট্যাবলেট চোখ ঝেঁঝে উঠলো। অন্যদের চোখে নীরব সম্মতি। আমি বুঝতে পারলাম না আমার দোষ... নেহাৎ ভাটাইনি বলে কি ওরা বিরক্ত। নাকি ফিক্‌শানের ভাব দুনিয়ায় ভেসে ওরা বাস্তব মানতে চায় না। কবিতার প্রতি ওদের অদ্ভুত এলার্জি। তাই গল্পই করছিলাম...! তবুও! কবিতার শব্দ গঠন সব ভুয়ো। ওদের যদি বলা যায় অঙ্কটা কোনভাবে উত্তর মেলেনি বলে ভুল নয়। কবিতাও বোঝার চেষ্টা ছাড়াই ভুয়ো বলা যাবে না। আমার গল্পটাও তাই ভাট নয়। ধরা যাক বাবা একটা বাস্তব রাশি। এবং যার মান হতে পারে অটল বিহারী বাজপায়ী (কার্যত বর্তমান ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পিতা) দাদার মান নীতিশ কুমার, আর বোন মমতা ব্যানার্জী। বিস্কুটের মান দিয়ে দিলাম উত্তরমালায়- — 'পূর্বরেল'। উত্তরটা মনে মনে মিলিয়ে দেখি। মেলেনি বলে তাই ভাট বলে আলগোছে ছাড়লে চলবে না। আমার গল্পটা ভাট নয়। ট্যানিনের আস্তরণ পড়া ধূসরবস্তুতে ধরা পড়েনি। যেমন মমতার নিস্ফলা বন্ধের আপেক্ষিক সাফল্যের পেছনে রবির পর সোমবার অতিরিক্ত ছুটি ভুল্‌লে চলবে না। 'রেল বিভাজন ইস্যুতে' মমতার পাগ্‌লামো পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সামনে আসার চেষ্টা। বামদলের নিশ্চিন্ত নীরবতা তেমনি বিচ্ছিন্ন বিরোধীদের ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার ছক। আমরা কোনো সিনেই নেই। দর্শক। তাই চায়ের সুখটানটা দিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে (বিড়ি ধরাবার আগেই) ভাট বলতে অসুবিধা কি। আগুন ধরলে কি হবে কেউ জানে না।

যোগাযোগ : প্রযত্নে : অমিত ঘোষাল, ৩২ এ, ঘোষ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬

সরাসরি যোগাযোগ : কফিহাউস, বৃহস্পতিবার বেলা ৫টা থেকে ৮টা

e-mail : dainandin@hotmail.com

বিশেষ সংবাদদাতা : দেবব্রত মিত্র, ভুবন চ্যাটার্জ্জী, সম্বিত বসু

স্টাফ রিপোর্টার : সৈকত মুখোপাধ্যায়, অমিত ঘোষাল, নন্দিনী নাগ, সোমা সেনগুপ্তা

সম্পাদক : সৌম্যদীপ

সৌম্যদীপ মন্ডল কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া পিন : ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • ৬ ডিসেম্বর ২০০২ • মূল্য : দুই টাকা

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

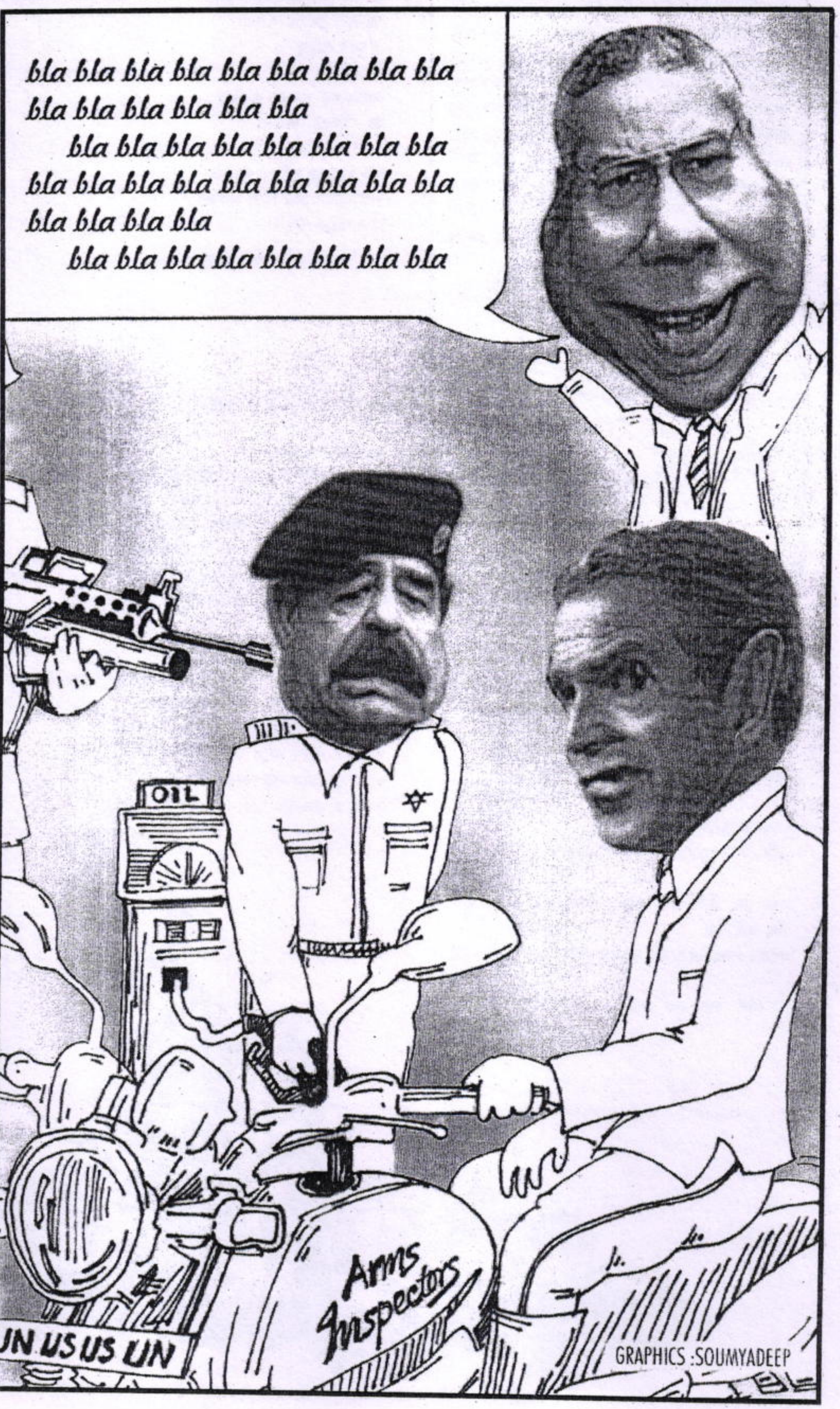
মিরোস্লাভ হোলুব

ইবারে তোমায় খাইতে আন্‌ছে ম্যাকিন্‌ছে

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রামবাংলার কৃষকের কি হবে এনিয়ে আমাদের চিন্তা করবার কিছু নেই, আমাদের সরকার মুখে, মুখপত্রে সবেতেই মেহনতি জনতার পক্ষে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন ও ম্যাকিনসে কোম্পানির গত মে মাসের রিপোর্ট নিয়ে অনেক কথাই হয়ে গেছে। বিপক্ষেই বলা হয়েছে বেশি, সেটাও মেহনতি কৃষকের দিক থেকেই বলা, নীল চাষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর পক্ষে তাঁবেদারি করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক বিক্রীত সংবাদপত্র অবশ্য তারা মুখ ও মুখপত্র উভয়তই 'পুঁজিবাদী' (তারাও চার বছর আগে তাদের কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করতে ও হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্টের জন্য ম্যাকিনসেকে নিয়োগ করেছিল, এবং তাদের পরামর্শে এবিপি টিভি প্রাইভেট লিমিটেড উদ্বোধন করে কিছুই না করতে পেরে লাটে তুলে দিয়েছে। খাসখবর খ্যাত দিব্যজ্যোতি বসুকে রেনবো থেকে ভাঙিয়ে এলেও প্রায় বছর দুয়েক কাজ দিতে পারেনি। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে সামান্য মূলধন নিয়ে 'খোঁজখবর'-এর মত ভালো প্রোগ্রাম করছেন। (এই দারুণ ইন্টারেস্টিং তথ্যসূত্র পাওয়া গেছে অম্বয় মিত্রর, 'বাম সরকার অভীক সরকার ও ম্যাকিনসে'— নামক লেখায়, এখন বিসংবাদ, নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায়) ম্যাকিনসের পরামর্শে এবিপি লিমিটেডের যা হয়েছে তাকে সাদা বাংলায় ক্ষতি বলে— যদিও পশ্চিমবঙ্গের এই পুঁচকে পুঁজিবাদীদের বড় সাংবাদিকের পোস্ট এডিটোরিয়াল পড়ে তা বোঝাবার উপায় নেই, বুদ্ধবাবুকে ম্যাকিনসে রিপোর্ট কার্যকরী করবার জন্য সাহস যোগানোর মত মহৎ কাজে ব্যস্ত আছেন) কিন্তু পুঁজিপতি বা তথাকথিত মেহনতি জনতা কোনটাই হওয়া আমার ক্ষমতায় কুলোবে না এবং এই পত্রিকার পাঠকেরাও কেউই প্রায় ঐ দুই শ্রেণীতে পড়েন না বলেই মনে হয়। আমি ও পাঠকেরা অধিকাংশই যেহেতু মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত এই শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টা দেখবো আর আমাদের মেহনতি জনতার পক্ষের সরকার আসীন দল মানুন বা না মানুন, এটা সত্য যে এই শ্রেণীটির কাঁধে ভর দিয়েই তাঁরা পঁচিশ বছর ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছেন। একটা ছোটকাগজ মেহনতি জনতা বা সাধারণ মানুষের কথা বলছে না এটা আশ্চর্যের হতে পারে কিন্তু আমি অপারগ, কারণ এই শ্রেণীরই চেতনার হাল এমন যে তারা অন্যশ্রেণীর মধ্যে চেতনার উন্মেষ ঘটাবে বা ঘটতে সাহায্য করবে, এমনটি ভাবতে পারি না। হয়তো এ ভূমিকার ফলেই বহুপাঠক বিরূপ হলেন কিন্তু কিছু করবার নেই, কারণ আমি আমার ব্যক্তিগত চিন্তার সততার প্রতি দায়বদ্ধ।

ঐ ম্যাকিনসে রিপোর্ট ও নীলচাষ এর মধ্যে সদৃশ সঠিক সম্পর্কটা এ রাজ্যের গরীব ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে 'ইবারে তোমার খাইতে আনছে ম্যাকিনছে' মার্কা ভাষায় একমাত্র পৌঁছে দিতে পারতো বামফ্রন্ট (পড়ুন সিপিএম) তার ক্যাডার-সমর্থক-মেশিনারী দিয়ে (পাঠক আপনিও তারই অংশ হলেও আশা করি অসহমত পোষণ করবেন না) কিন্তু দুঃখের বিষয় এরাজ্যে তাদের প্যারালাল কোনো প্রকার সংগঠন নেই যারা এখন এটা করতে পারে। (এরপরে চার-এর পাতায়)



শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সম্পাদকীয় :

আমরা তো সে কথাগুলোই বলবার চেষ্টা করি যেগুলোর যুক্তি আছে প্রমান আছে, বাস্তব সত্য অথচ বড় কাগজ তার ব্যবসা টেঁকাতে ছাপতে পারে না— কাউকে দোষ দেবার নেই। তহেলকা ডট কম ভারতীয় সাংবাদিকতার জগতে অভাবনীয় কাজ করার পর কি হল? তাঁদের অ্যাতো-রকম আইনের প্যাঁচে ফেলা হল, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা করা হল যে তরুণ তেজপাল পোর্টালটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন, আর জর্জ ফার্নান্ডেজ লোক-দেখানো নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে ইস্তফা দেওয়ার পর, নির্দোষ প্রমাণিত হবার আগেই মন্ত্রীসভায় ফিরে এলেন মাথা উঁচু করে, আর তদন্ত কমিশনের কাজ প্রায় শেষের মুখে এমন কাজ করা হল যাতে ভারপ্রাপ্ত বিচারক বেঙ্কটস্বামী পদত্যাগ করলেন— আবারও দুবছর নিশ্চিন্ত— কিছু বলার আছে?

তবুও কিছু বলার ইচ্ছা তো হয়, আমার আপনার, প্রত্যেকের সেজন্যই এই পত্রিকা— দৈনন্দিন

'দৈনন্দিন তোমার সৃষ্টিশীল স্বাধীন ক্রোধের মুখপত্র, এবং আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের ধারক ও বাহক'

সক্রিয় হও অংশগ্রহণ করো

শিল্পগামী মন

কেন উপুড় শরীর ঘিরে, শঙ্খগামী পোকাদের
তৃষ্ণা জেগে ওঠেঃ

তার-ও আগে, কেন উপুড় কেনই বা চিৎ....

ভারসাম্যের এমন অদ্ভুত উল্লাস...
আর কোন কোন জীবকুলই বা আঁকতে পারে!

ওষ্ঠ, স্তন, গ্রীবা, স্কন্ধ, পানি, কটি, উরু, আঁখি, নিতম্ব,
পদ, কর্ণ, শঙ্খ...
এইসব শব্দগুলো আগে, নাকি রক্তমাংসের ওরা নিজেরাই

কে বেশী কামোদ্রেক করে!

— মৃগাঙ্কমৌলি বিশ্বাস

ছিটমহল

আমাদের কোনো রেশন ঘর নেই
ভোট পর্বে আমাদের ভূমিকা নেই
আমরা দু'পা দুই মাটিতে রাখি
মূলতঃ গৃহছাড়া পৃথিবী কুঞ্জে
কাটাকুটি খেলায় আমরা
দ্রু করে যাচ্ছি
দিনরাত্রি।
আবাহনের সুতোয় যা কিছু
তা পরিচয়ে ধোঁয়াশা

ছিট মহলের মাটিতে দাঁড়িয়ে
ব্যর্থ সার্টিফিকেট নিয়ে একজন
অ-নাগরিক বলছি।

— চৈতালি ধরিত্রীকন্যা

কোন এক জঙ্গীর প্রতি

এই ছেলেটি কে?
হাতের পাতায় যে আলো বসিয়েছে
ঝিঁঝির শব্দে ঘুমে ঢুলে পড়া পথ
বইবিক্রেতাদের মুখে ঠিকঠিক মুখোশের মুখ বানাচ্ছি।
খবর কাগজ থেকে মৃত কে ও হাঁটছে শহরে
এখানে ঐ গলির ভিতরে তার বান্ধবীর টব
টবে পাহাবাহার গাছে কচিপাতা হিম মেখে নিল

ঐ ছেলেটি কে?
ওকি কেউ হয়? তাহলে এমন করে ওকে কেন খোঁজ?
হাওয়াদের পিঠে বসে ও এখন গ্রামে।
গ্রামে গ্রামে সাজাচ্ছে গাছ,
গাছেদের পাশে পাশে ঘর
ঘরে ঘরে ভাপ ওঠা ভাত
সকলকে খাওয়াবে তাই, ও এখন প্রথম পাতায়।

— রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

ওদিক দিয়ে যাবো না

ওদিক দিয়ে যাবো না
ওর সাথে দেখা হয় যদি
বারান্দায় থাকে।
বড় লজ্জা লাগে, ঘেন্না হয় নিজের ওপর
বুকের ধক ধক বাড়ে—
'ও'কে দেখবো না।

ওদিক দিয়ে যাবো না
ও রাস্তায় জলকলের পুকুরটা
দেখলেই মনে হয়
ঝুপ করে পাড়ে বসে পড়ি
বুনো ঝোপ হয়ে যাই—
ওরকম করবো না।

ওদিক দিয়ে যাবো না
ও মোড়ে নারানদার চা দোকানে
নিধুরা আছে
ডেকে সাতসতেরো পার্টি পলিটিক্স
হালকা শাসানি যেন
—ওদলে যাবো না।

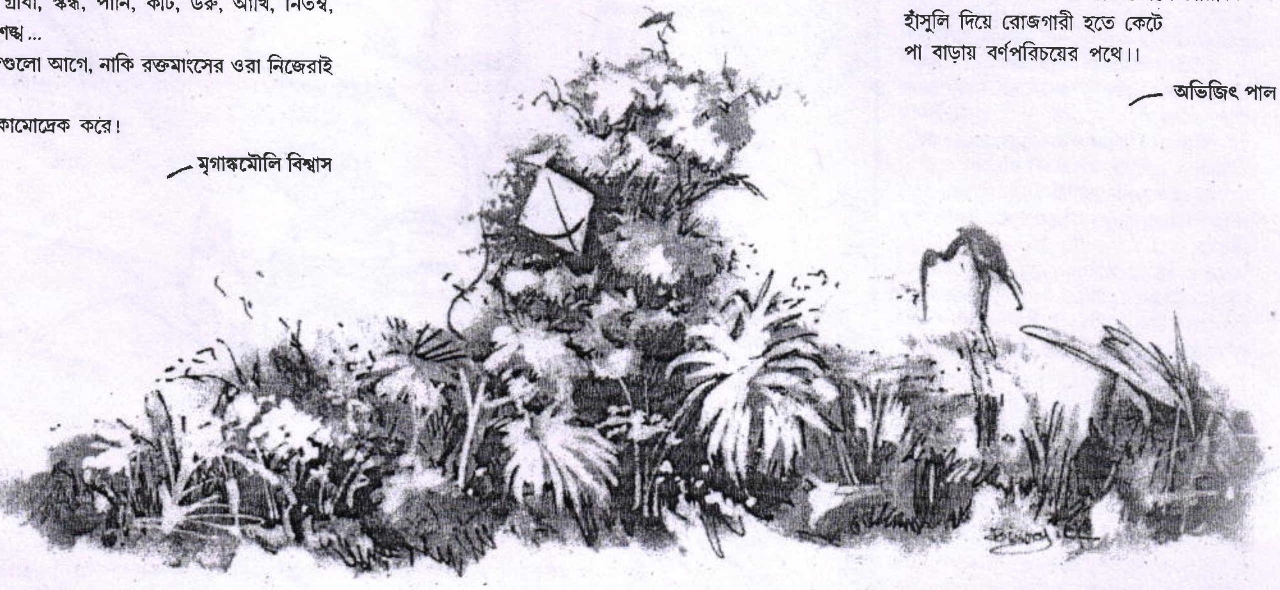
ওদিক দিয়ে যাবো না আমি
এদিকটা ভালো চিনি না।

— অনুভব বিশ্বাস

শ্রম ব্যথী

বাজী বেঁধে তিনটাকা সারাদিনে
বিপদ ভুলে বাধ্য হয়েছে এ কাজে ব্যস্ত
হাফ্ প্যান্ট পরা কচিমুখে স্পষ্ট
অনাহারের ছাপ।
ভুখা পেটে গণচিতা চেপে
শুয়ে থাকা রাস্তার কুকুরের সাথে।
এভাবে কেটেছে কত দীপাবলি রাত।
এরই মাঝে কোন ফাঁকে—
শৈশব চিৎকার করে জাগিয়ে তোলে চারিদিক
হাঁসুলি দিয়ে রোজগারী হতে কেটে
পা বাড়ায় বর্ণপরিচয়ের পথে।।

— অভিজিৎ পাল



জগদীশ কাকুর মেয়ে

আমাদের এই পিলখানা থেকে
হারিয়ে গেল জগদীশ কাকুর মেয়ে

দিনটা ছিল রোববার
খেলতে গিয়ে আর ফিরৎ আসেনি সন্ধ্যায়

তিনদিন পর থানা পুলিশ; দিল্লি থেকে ফোন
'ভালো আছে শেফালি!' খবর পৌঁছে দেয় পি.সি.ও মালিক

বলতে বলতে জগদীশ কাকুর মুখ যেন শ্যাওলাপাথর

বুড়োদের এইড্স সারাবে বলে আমাদের বাচ্চা মেয়েরা
দিল্লি বম্বে এমনকি আরবদেশেও চলে যায়

যৌনকর্মীদের নাটকের দল প্রাইজ নিতে ছুটে যায়
কলকাতা।

— সুজয় বিশ্বাস

রুমমেট

ড্রয়িংরুমে সোফা চেপে বসে আছে ভয়
যতক্ষণ না আমি থলে হাতে বের হই
সে ওখান থেকেই গলাখাকারি দিয়ে যাবে।
ভালোবাসা একাই শুয়ে ও-ঘরের বিছানায়
সে জানাচ্ছে অসুখের কথা, যতক্ষণ না আমি
অ্যান্টিবায়োটিক আর জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়াবো
সে এপাশ-ওপাশ করে যাবে।
মাঝখানে ডাইনিং স্পেসে আয়নায় আমি দেখে নেব
কয়েকদিনের দাড়ি, ক্রীম-ফেনা-ভর্তি মুখ থেকে
উঠে আসবে বমি, রাতের অজীর্ন, সাথে রক্ত,
শেষে শুধু রক্ত, বেসিনভর্তি, সমস্ত আয়নায়
রক্তের ছিট, ফাঁক-ফোঁকরে আমার ভাঙা মুখ।
দরজা খোলা রেখেই সে কোথায় যে চম্পট দেবে
রক্তাক্ত আয়নার দিকে ফিরেও তাকাবে না।
আঁচল লুটিয়ে কোনওমতে উঠে আসবে ভালোবাসা
জল-ন্যাকড়ায় রক্তছিট তুলে আমার ভাঙা-মুখগুলো
জোড়া লাগাবে।

— উমাপদ কর

উপসংহার

মাটি মাখা দিগন্তের ছুটোপুটি কৈশোর
ফিরে তাকায় প্রান্তরেখা বরাবর
রেখা বরাবর লাল রঙে আঁকা হতো
লাল রঙে আঁকা হতো দিব্যি দেওয়ার
'মা কালী'র চোখও
চোখে চোখে রাখতে চেয়েছিল সে
ভেবেছিল শুধু তার করে নেবে
করে নেবে কোলের কুকুর
কুকুরের জিভ বড্ড বেশী লাল কমরেড।

— ঋজু রায়

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(২১) ব্রত মিত্র

মন খারাপ হয়ে গেল। হাওড়া বাসষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অগণিত মানুষের ব্যস্ত পদচারণা দেখে ভাবতে লাগলাম আমার কোন কাজ নেই। প্রত্যেকটা মানুষই দৌড়চ্ছে উর্দ্ধশ্বাসে। এদের সকলকেই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটা স্থানে পৌঁছতে হবে, নাহলে গোল বাঁধবে। অথচ জগতের সর্বত্র আমার উপস্থিতিটা হলে হয়, না হলেও হয়; আগে হলে হয়, পরে হলেও হয় এরকম। বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা মজলিস, সেমিনার, রাজনৈতিক সভা— জীবনের কোথাওই নিজেকে অপরিহার্য করে তুলতে পারিনি। L7A ষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সামনে দিয়ে একের পর এক বাস বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসগুলোতে মানুষ বাদুড় ঝোলা হয়ে ঝুলতে বুলতে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে সাতটা। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 44 গুলোর পেছনের ফাঁকা একটা বাসে গিয়ে উঠি। দ্বিতীয় দরজার পাশে জানলার ধারের সীটে গিয়ে বসে পড়লাম। বাসের ভেতরে ড্রাইভার কন্ডাক্টর মায় একজন প্যাসেঞ্জার ও নেই। সীটগুলোকে দেখে বড্ড একা অবহেলিত মনে হল। এই সীটই আগামী দশ মিনিটের মধ্যে দুর্মূল্য হয়ে উঠবে; ঠেলাঠেলি, গুঁতো গুঁতির কারণ হয়ে উঠবে। দমদম, বেলঘরিয়া, খড়দহ, সোদপুর ষ্টেশন দিয়ে যখন লোকাল ট্রেনগুলো শিয়ালদহ অভিমুখে যায় সীট তো দূরের কথা, দু পায়ের পাতা রাখবার মতন এক বর্গফুট জায়গা অসংখ্য মারামারি, ঠেলাঠেলির কারণ হয়ে ওঠে। অথচ যেই ট্রেনটা শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেল, অতবড় ট্রেনটা একবারে একা। কারশেডে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষারত ট্রেনগুলোকে দেখে মনে হয়, সারাদিন লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে অতঃপর প্ল্যাটফর্মে যখন তাদের পাঠানো হয়, তখন রেডি হয়েই আসে। এতক্ষণ অপেক্ষার উপযুক্ত শোধ তুলতে। বস্তুর সাথে সময়ের একটা সম্পর্ক আছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বস্তু মূল্যবান, সময় পেরিয়ে গেলে তার আর কোন মূল্য থাকে না। চিরকাল স্কুল ছুটির পর ফাঁকা বেঞ্চগুলোর দিকে ফিরেও তাকাতাম না অথচ স্কুল বসার সময়ে ফার্ষ্ট বেঞ্চ সেকেন্ড বেঞ্চ কেমন লোভাতুর চোখের দেখে এসেছি। বাসের পেছনে সাবওয়ের বাইরের দেওয়ালের গায়ে এক পাঁজা আবর্জনা ডাঁই করে রাখা আছে। গরমে আবর্জনা থেকে ভোঁটকা একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। সোজা তাকালে সীটগুলোর ওপর দিয়ে ড্রাইভারের সীটের পাশ দিয়ে কাচ ভেদ করে দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূর। বড় বড় লোহার পাতগুলো ধনুকের মত পতিতদ্ধারিনী এপাড় থেকে উঠে ওপাড়ে গিয়ে নেমেছে। সামনে দু পাশে দুটো ভেপর ল্যাম্প থেকে আলো এসে এক মায়াবীত পরিমন্ডল তৈরী করেছে। আলোক অদৃশ্য কিন্তু তা চরাচরকে দৃশ্যমান করে। শুধু দৃশ্যমানই করে না আলোক বস্তুতে অতিরঞ্জনও ঘটায়। আলো থাকলে জগৎ আছে। আর না থাকলে নেই। আঁধার এসে জগৎকে ঢেকে দিলেই শূণ্যতা। আলো হল দাদুর কাছে শহর থেকে বেড়াতে আসা নাতি। এলে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বুকের ভেতরটা চলকে ওঠে— আর না এলে— না এলেও জীবন থাকে। কিন্তু তা ঠিক থাকার মতন নয়, আছে ওই পর্যন্তই। স্থবির বৈচিত্র্যহীন— কিন্তু তখনও জীবন থাকে। অন্ধকারেও জীবন থাকে জগৎ থাকে। অন্ধকার....চোখ বন্ধ করি। চোখের পাতায় বাসের হালকা হলুদ আলো পাখা নেড়ে নেড়ে অন্ধকারের শান্তি ভঙ্গ করে। হঠাৎ পূর্ণ অন্ধকারের কথা মনে হয়। দেখেছি কখনও— জানলা দিয়ে মুখ বের করি। ওপরে আকাশে চাই। আকাশ পর্যন্ত চোখ যায় না। তরল আলো মাটি থেকে ওপরে পাতলা হতে হতে উঠে গেছে। বলছে এই অবধি সীমা এঁকে দিয়ে গেলাম এর ওপরে যেন কখনও চেওনা। ওপাড়ে অন্ধকার আছে। চোখ নামাই গঙ্গার দিকে তাকাই— সেখানে বিভিন্ন উৎস থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোথাও অন্ধকার নেই। চোখ ফিরিয়ে আমি বাসের ভেতর পায়ের দিকে তাকাই। গোটা কয়েক মশা ভনভন করছে। বাসের হলুদ আলোক উৎস থেকে কোটি কোটি ফোটন কণা অ্যালুমিনিয়াম শিট্ এ, রঙ করা কাঠে, সীটের রেকসিন কভার আরও বহু দৃশ্য অদৃশ্য তলে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়েছে নির্জনতম স্থানগুলোতে। প্রকৃতি সাম্যে বিশ্বাসী। তাই পাহাড়ের পাথর নদী দিয়ে ক্ষইয়ে বদ্বীপ বানায়। ছোট্ট অলোক উৎস তার সমস্ত বিক্রম নিয়ে অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে সীটের ওপর রাখি, বাস থেকে নেমে— বাসের নিচে তাকাই। আমার বুকের ছাতির থেকে চওড়া চাকাগুলো অদ্ভুত শান্ত। এখুনি গড়াতে শুরু করবে। ঘাতকের মতন বিকারহীন চোখে তাকিয়ে আছে। আমি চাকার দাঁতের ফাঁকে আঙুল দিই, আঙুলে বালি লাগে। বালি— ক্ষুদ্র খন্ডবস্তু আমার আঙুল তাকে আবিষ্কার করে। বাসের নীচ থেকে মাথা বের করে উঠে দাঁড়াই। অন্ধকার নেই। অন্ধকার কোথায়? পৃথিবীর কোথাও হয়ত সত্যিই অন্ধকার আছে। যেখানে অরণ্য আছে, পাথর আছে, গ্রাণাইট পাথরের মানুষ আছে, সেখানে পাথরের ওপর নির্জনে বসে থাকলে— ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামে— প্রথমে সংকোচে কাছে আসে না— একটু দূরে বসে অপেক্ষা করে। তারপর চেতনা আচ্ছন্ন হলে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে— আমার গর্ভে আছে। তুমি যে আছো, কেউ জানে না।

তোমাকে ঘিরে আমি আছি। আমার উপস্থিতি তোমারই নাস্তির পরিপূরক। তোমার মধ্যে আছে অস্তি এবং নাস্তি। আমি তোমার নাস্তির প্রকাশক, আলোক তোমার অস্তিকে সাজায়। তোমার যা কিছু খেয়াল ইচ্ছে কু, সু আমি আমার গর্ভে ধারণ করে নেবো। আমি অন্ধকার— আমি মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থান করি। যদি কখনও নিজেকেও সব কিছু বলতে না পারো, তাহলে আমার কাছে এসো, আমি তোমার ক্ষতে স্পর্শ দেবো। পাথরে হাত ছোঁয়ালে, শীতল পাথর অন্ধকারকে সমর্থন করে। বৈশাখের হাওয়ায় আন্দোলিত শাখাগুলো ঝরঝর শব্দে অন্ধকারকে সমর্থন করে। আমি দুহাতে পাথর বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারি— তুমি মূর্তিমান অন্ধকার। তুমি আমার নাস্তি, নৈঃশব্দ্য থতমত খাবে— অন্ধকার আমার সর্বাঙ্গে স্পর্শ দেবে— পাথরেই চিৎ করে দেবো শরীরটা— আকাশের নক্ষত্রেরা নিরাপদ দূরত্বে মিটিমিটি হাসবে

(ক্রমশঃ)

ইবারে তোমায় খাইতে আনছে্ ম্যাকিনছে্

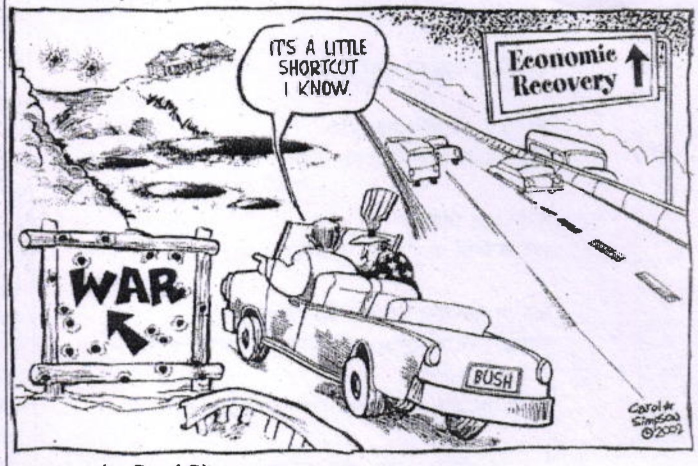
এখনও পর্যন্ত যতগুলি অসরকারী 'কৃষকের পক্ষে' .লেখা আমার চোখে পড়েছে তাদের ম্যাকিনসে রিপোর্ট-এর বিরোধিতার মূল পয়েন্টগুলোর মধ্যে আছে

—চুক্তিভিত্তিক চাষে কৃষিব্যবসায়ী বেসরকারী/বিদেশী কোম্পানীরা সার বীজ ও প্রযুক্তি দেবে, এবং উৎপন্ন দ্রব্য কিনে নেবে। বহুবছর ধরে অজস্র চাষীর অভিজ্ঞতাপ্রসুত নানারকম চাষের প্রথা অকেজো হয়ে পড়বে। হাজার বিভিন্ন প্রথার সাথে গবেষণালব্ধ আবিষ্কারকে জুড়ে যে ফলন বেশি লাভজনক হবে শুধু সেই প্রযুক্তি দেশী-বিদেশী কোম্পানীর মোড়কে আজকের চাষীদের কিনতে হবে। এর কোনো বিকল্প থাকবে না কিন্তু দায়িত্ব চাষীর। পুরোন বীজ জমিয়ে রাখার প্রথা বাতিল করা হবে, এবং প্রতি বছর চাষীদের কোম্পানীর কাছ থেকে চড়া দামে বীজ কিনতে হবে। তাতে ক্ষতি চাষীরই। দুশো রকমের চালের উৎস এই রাজ্য তার সেই চালগুলিকে হারাবে। প্রথমদিকে কোম্পানিগুলো ব্যাপক সংখ্যক চাষীর সাথে ছোট ছোট চুক্তিতে যাবে; কিন্তু চাষীদের সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে আসা ঠেকাতে প্রথমদিকে ছোট ছোট চুক্তিতে হলেও শেষে পর্যন্ত পুরোটাই কোম্পানি কিনে নেবে। একই পণ্য চাষীর কাছে বিভিন্ন পরিমাণ বিভিন্ন দামে কিনবে। প্রথমে কিছুটা অংশ নির্দিষ্ট দামে, বাকিটা বাজারের দামে, চাষীর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রথম অংশটা বাড়াকমা করবে। বিভিন্ন রকম পণ্যের ক্ষেত্রে ঐ প্রথম অংশের পরিমাণ বিভিন্ন হবে। অথবা পুরো অংশ নির্দিষ্ট দামে কিনে তারপর বাজারে পাওয়া দাম অনুযায়ী চাষীকে বোনাস দেবে। কোম্পানিগুলো চাষীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ না রেখে মাঝখানে দালাল বসাতে পারবে, যাতে চাষীদের সাথে ওপর অত্যাচার সরাসরি না করে দালাল মারফৎ করানো যায়। সরকার কোথায় কি চাষ হবে তা চিহ্নিত করবে কিন্তু কোম্পানীগুলো সেগুলো মানতে বাধ্য থাকবে না, সরকার তার পরিকাঠামো দিয়ে এই চুক্তিভিত্তিক চাষকে সাহায্য করবে। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে একজন আধিকারিক নিয়োগ করা হবে যিনি এই প্রকল্পের 'রিলেশনশিপ' ম্যানেজার-এর মত কাজ করবেন। জেলাশাসকেরা কলহ মেটাবেন।

—আমার বক্তব্য হল এই কারণগুলির জন্য ম্যাকিনসে রিপোর্ট-এর বিরোধিতা করা হলেও প্রায় এই একই ব্যবস্থা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে চালু আছে। শুধুমাত্র বেসরকারি বা বিদেশী কোম্পানির বদলে আছে ছোট ও বড় ব্যবসায়ী মধ্যসত্বভোগীরা। যাঁরাই মূলত যে কোনো গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতার উৎস— পশ্চিমবঙ্গও বিন্দুমাত্র তার অন্যথা নয়। খুবই স্বল্প উদাহরণ দিয়ে আমি মূলবিষয়টাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যে কথা বলবো তার অধিকাংশ বিষয়ে প্রচুর লেখালিখি খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে

—এখনও বেসরকারি ও বিদেশী কোম্পানিরা বীজ সার ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে থাকে, কোনো চুক্তির কারণে নয়, উচ্চফলনের মোহে বা লোভে চাষীরা সেই বীজ ও সার ব্যবহার করেন। সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বছর বছর উত্তোরত্তর বেড়েই চলে। জমি প্রায় কোনো সময়েই ফাঁকা রাখা হয় না— ফলে তার স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি আর একেবারেই থাকছে না— অজৈব রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহারে মাটির ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে— এখন যে দুশো প্রকারের চালের উৎস হিসাবে পশ্চিমবঙ্গকে ধরা হচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশই চাষ হয় না। প্রায় চল্লিশ বছর আগে এর অন্তত দ্বিগুণ প্রকারের চাল এই অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে চাষীরা চাষ করতেন, যে কোনো গ্রাম বা মফস্বলের যে কোন ষাটোর্ধ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেই প্রত্যেকে অন্তত পাঁচটা করে চালের নাম করতে পারেন যা বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। বাজারে বলে নয়, সে সব ধানের বীজই আর নেই। অতএব কোম্পনী সরাসরি উৎপাদন কিনে না নিলেও তাদের বীজ, সার, বা প্রযুক্তির বাজার তৈরী করে নিতে এবং দেশীয় কৃষিপদ্ধতিকে উন্নয়নের নামে ভবিষ্যতে অবসম্ভাবী ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে কোনো অসুবিধে হয়নি— কারণ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন। পঞ্চাশ বছর পর কি হবে তা ভেবে বর্তমানে উপোস করে মরা যায় না নিশ্চয়ই। তাই এখনও হাইব্রীড ধানের কোনো বিকল্প নেই। এবং দায়িত্ব চাষীরাই, বীজ বা সার কোম্পানির নয়। —এখনও কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য চাষীরা পুরোপুরি ভাবে দালাল, মহাজন, ছোট ও বড় ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী। খুচখাচ সবজি ছাড়া সমস্ত বড় ফসল চাষীরা ঐ দ্রব্য বাজারে যে দামে বিকোবে তার প্রায় এক পঞ্চমাংশ দামে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। কোটি কোটি টাকা সরকারী ব্যয়ে কোল্ড স্টোরেজগুলি তৈরী হয়েছিল যাতে ছোট চাষীরা তাদের ফসল (প্রধানত আলু) মজুত রাখতে পারে কিন্তু সেই আলুর বণ্ড কি ছোট চাষীরা আদৌ পায়। বণ্ড তো থাকে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে আর সামান্য কিছু পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত সমর্থক গুটিকয় ছোট চাষীর হাতে যায়। পঞ্চায়েত এখানেও রিলেশনশিপ ম্যানেজারের কাজই করে। এখনও চাষীকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো আছে কিন্তু ছোট চাষীর পক্ষে সাধারণত সে পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয় না— যদিও বিভিন্ন রকম প্রকল্পও চালু থাকে। তরকারী বাজারে মধ্যস্বত্ব ভোগী ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিই যেটা আপনি যে বাজারে বাজার করেন একটু সকাল সকাল গেলেই দেখতে পাবেন। ধরুন মফস্বল শহরে আশেপাশের গ্রাম থেকে কোন চাষী এক ঝুড়ি ভালো লাউডগা বেচতে এলো। তাতে যা ঘটবে তা হল তরকারীর বাজারে যাদের স্থায়ী দোকান আছে তারা দুটাকা আঁটি দুরে পুরোটাই কিনে নেবে। বলা ভালো ঐ চাষীকে বাধ্য করবে তাদের বেচে দিতে তারপর প্রতি দুটি আঁটিকে তিনটি আঁটিতে পরিণত করা হবে এবং আপনাকে চার টাকা আঁটি দরে কিনতে হবে। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখতে পারেন। বাজারের স্থায়ী তরকারী বিক্রেতাকে আপনি কোন শ্রেণীতে ফেলবেন? চারবছর আগে যে পেঁয়াজ ষাট টাকা কিলো হয়েছিল তা কি চাষীরা পেয়েছিল, প্রতিবছরই এ সময়টা সরষের তেলের দাম চড়চড় করে বেড়ে যায় তা কি সরষে যাঁরা চাষ করেন তারা পান? সমবায় পদ্ধতির এ রাজ্যে হাল কি হয়েছে?

—যাইহোক মূল যে কথাটা বলতে চাই সেটা হল ম্যাকিনসে রিপোর্ট কার্যকরী করা হলে চাষীদের এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না তাঁরা যে তিমিরে আছেন প্রায় যে তিমিরেই থাকবেন বড়জোর দুএক পরত গাঢ় হবে হয়তো (একটা লাভও হতে পারে একটু প্ল্যানমাফিক চাষ হলে চোখের সামনে হয়তো ফসল নষ্ট হতে দেখবার মনকষ্ট পেতে হবে না) কিন্তু কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে কোম্পানী দালাল অবশ্যই রাখবে কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের আর যেখানে ম্যাকিনসে রিপোর্ট চাররকম চুক্তির যে কোনো একটি নেবার কথা বলা আছে ১) কর্ণাটকের মত কোম্পানির ও চাষীর মধ্যে অলিখিত দ্বিপাক্ষিকচুক্তি ২) পাঞ্জাবের মত আইনী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ৩) তামিলনাড়ুর মত আধা আইনী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (গন্ডগোল হলে রাষ্ট্র আইনী হস্তক্ষেপ করবে) ৪) উত্তরপ্রদেশের মত চাষী কোম্পানী আর সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি— ঐসব রাজ্যের চাষীদের থেকে এ রাজ্যের চাষীরা বেশি ভালো আছেন কি আদৌ?) কিন্তু কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে



cartoon by Carol Simpson, source : www.zmag.org



cartoon by B. Deutsch, source : www.zmag.org

কোম্পানী দালাল অবশ্যই রাখবে কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের। এতোগুলো স্টেপ কিন্তু বরদাস্ত করবে না, তারা বড়জোর দুটি স্তরকে মান্যতা দিতে পারে এখন বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তরা কোথায় যাবেন, কি করবেন, যারা এ রাজ্যে বামপন্থীদের মূলশক্তির আধার। শ্রেণী সংগ্রামকে তার করে তুলবেন নাকি? ম্যাকিনসে রিপোর্ট কার্যকরী করলে ব্যাপারটা সরাসরি পুঁজিবাদের দিকে একটা পদক্ষেপ হবে নিশ্চয়ই কিন্তু পুঁজিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রতে কোনো একটি দলের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতে চায় না তার সুবিধার্থে, তাই কোম্পানী যে দালালদের নিযুক্ত করবে তারা সকলেই যে বামফ্রন্টের ক্যাডার হবে তা কিন্তু নয়— সব দলেরই কোটা থাকবে।

তাই হে বামফ্রন্ট সমর্থক পাঠক আপনি আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থেই ম্যাকিনসে রিপোর্ট কার্যকরী করার বিপক্ষে জনমত তৈরী করুন— এর বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে মেহনতি জনতার ভাষায় তা কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। তাতে আপনাদেরও ভালো, অন্যদেরও ভালো।

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ email : dainandin@hotmail.com

সৌম্যদীপ মণ্ডল কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। ছাপা হয়েছে নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রতিবাদ হল এক অন্তহীন কবিতা যার জন্ম জড় থেকে জীবের রূপান্তরে

কবিতার কাগজ

দৈনন্দিন

কাকে বলে কবিতা
যদি তা না বাঁচায় দেশ
কিংবা মানুষ

চেশোয়াভ মিউশ

কবিতা হবে
খবরের কাগজের মত

মিরোস্লাভ হোলুব

নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা • নবপর্যায় ১ বর্ষ ২ সংখ্যা • ৬ মে ২০০৩ • মূল্য : ২ টাকা

WINKLE TWINKLE LITTLE STAR

HOW I WONDER, WHAT YOU ARE

স্টাফ রিপোর্টার : ২.৫.২০০৩ : 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' প্রথম অভিনয়ের দিন একাডেমিতে একটা টিকিট জুটেছিল। চর্তুদিকে গিজগিজ করা সেলিব্রিটি সিল্যুয়েটের মাঝখানে ও তাঁদের উচ্ছ্বাসের ঘনঘন ঘনঘটার মধ্যে পুরো 'কনফিউজড্' না, বলতে গেলে 'ফিউজড্' হয়ে বসেছিলাম।

হাফটাইমে চা খেতে গিয়ে আমার প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীকে উচ্ছ্বসিত সপ্রশংশক মন্তব্য করে চলতে শুনলাম তিনি বর্তমান বাংলা নাট্যজগতের সর্বাধিক খ্যাতিমান পরিচালক৷ অভিনেতা ও গ্রুপ কর্ণধার— দেবশঙ্করের যাত্রাভিনয়ের প্রসংসাও শুনতে হল। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই ফিউজে তার পড়ালাম 'কতখানি পোক্ত সিপিএম কানেকশনে নাটকটা করা যায়'।

বাড়ী ফিরে খাতায় একটাই বাক্য লিখেছিলাম, সেটা নাটকটির নাম আসলে যা হওয়া উচিৎ ছিল **'ভালো সিপিএম কোথায় গেল'**। তারপর সে পাতায় একটা ঢ্যাড়া কেটে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম খাতাটা— লিখিনি কিছু, কারণ লোকের খুঁত কাটা ছাড়া 'দৈনন্দিন' আর কোনো কাজই করতে পারছে না বলে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন— কি হবে কথাগুলো বলে... আজ পয়লা মে ২০০৩-এ অশোকনগরে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' অভিনীত হতে না পারায় মাথার পোকাটা নড়ে উঠলো— সেদিন ঢ্যাড়া দিতে দিতে যা ভাবছিলাম তা হল 'গ্রুপ থিয়েটার' বা 'স্যাস'-এ নাটকটা যদি ছাপা হয় আর মফস্বলের কোনো দল যদি এটা অভিনয় করতে যায় তাহলে তাদের হাল কি হবে? যদি দলটা মূলত সিপিএম পন্থী হয় তাহলে তারা কি স্থানীয় উস্তাদদের বোঝাতে পারবে যে ওটা পুরোপুরি সিপিএম-এর পক্ষে একটা নাটক যাতে আজকের কিছু ঘটনার বিরোধিতা করে দেখানো হয় সিপিএম আগে ভালো ছিল এখন কিছুটা খারাপ হয়েছে বা কিছু খারাপ লোক ঢুকে পড়েছে— তথাকথিত উন্নততর বামফ্রন্ট গড়ে তোলার ডাক, পারবে তারা তাদের লোকাল ভোটিং মেসিনারীকে এ'তত্ত্ব বোঝাতে? আর নাটকের দলটা যদি সিপিএম বিরোধী হয় (জানি না সেরকম কিছু এ বঙ্গে আদৌ আছে কিনা— থাকলেও কাজ করতে পারে কিনা?) এবং স্রেফ ভুল বুঝে খুব একটা প্রতিবাদী নাটক ভেবে মঞ্চস্থ করবে ভাবে— (যে কথাটা কোলকাতার নাটকের সাথে যুক্ত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশরাই প্রচার করে চলেছেন) তাদ্দেরই বা কি হাল হবে?

যাক্ অতদূর যেতে হল না খোদ কলকাতার দলটাই অশোকনগরে অভিনয় করতে পারলো না— প্রথমে বলা হল জেলাশাসকের অনুমতি পাওয়া যায়নি, তারপর টিকিট বিক্রি হয়নি। কি হয়েছে তা আমরা সবাই সহজেই বুঝে নিতে পারি।

শ্রী রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দবাজারের পোষ্ট-এডিটোরিয়ালে সিপিএম প্রসঙ্গে দুটো ঘ্যামা টার্ম জনপ্রিয় করেছেন 'শো-কেস' আর 'গো-ডাউন'। তা দিয়ে সিপিএমকে বেশ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে কিন্তু সমগ্রতায় ব্যাপারটা হল আমাদের মত সাধারণ দু-পেয়েরা যখন যেমন দরকার তেমন 'শো-কেস' অথবা 'গো-ডাউনের' কাছে যাই কার্যদ্ধারে আর ব্যক্তিজীবনে কখনও শো-কেসের কখনও বা গো-ডাউনের মাল হয়ে যাই। সাধারণ 'দু-পেয়ে'দের সমস্যাই সবচেয়ে বেশী কারণ সাধারণ দুপেয়ে একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ্ প্রডাক্টস্—এদ্দের মধ্যে বিভিন্ন ব্রাণ্ড ক্যাটাগরী আছে— কোন একটা বিশেষ ক্যাটাগরীকে 'সাধারণ দু-পেয়ে' হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। 'সাধারণ' শব্দটাই একটা ম্যাসিভ গোলমেলে ব্যাপার। যাক্-গে নিন্দুকদের 'শোকেস-গোডাউন' উপমা ও বামফ্রণ্টের বিকল্প উন্নততর বামফ্রন্ট-এর ডাক দুটোকে মিলিয়ে সিপিএম কিন্তু শিগ্রী একটা ঘ্যামা তত্ত্বকথা নামাতে পারে যাতে বার্ণস্টাইন-ও লজ্জা পাবেন, যার মূল বক্তব্য হবে এইরকম : সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেও মেহনতী জনতাকে সাথে নিয়ে তাদের দল হিসাবে একদলীয় শাসনব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব। সেই একদলীয় শাসনব্যবস্থায় পার্টির আভ্যন্তরের দ্বন্দ্বই (শোকেস ও গোডাউনের দ্বন্দ্ব) তাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাবে, ইহাই মার্কসবাদ। ইহা সত্য কারণ ইহা বিজ্ঞান।

তারপর হয়তো বলা যায় না কিছুদিন পর আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক মুখ্যমন্ত্রী 'কালচারাল রেভোলিউশন'-এর ডাক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'বমবার্ড দ্য হেড কোয়ার্টার'—

শ্ শ্ শ্ শ্ চুপ চুপ ঐ যে মাইকে শোনা যাচ্ছে বাবুর গলা 'টেনে জিভ ছিঁড়ে নেব' 'মেরে মাথা ভেঙে দেব'

স্যরি বস্, চারধারে নৌটঙ্কি দেখতে দেখতে, মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে, আমি তো নৌটঙ্কি নয় নাটক সম্পর্কে লিখতে বসেছিলাম— 'উইঙ্কল টুইঙ্কল', পার্টির মধ্যে থেকে পার্টির সমালোচনা করাটাই তো নিয়ম বা উচিৎ— ব্রাত্য বসুর এই অসাধারণ পার্টিম্যানশিপের প্রসংশা করতেই হয়।

গুজরাটের হত্যাকাণ্ডের পরপরই অকাডেমীতে নাটকটা হয়েছিল— ভিনরাজ্যের বেশকিছু সম্বর্ধিত সেলিব্রিটির সামনে— আহা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি— যেথায় রাজধানীর একনম্বর প্রেক্ষাগৃহে বসে মুখ্যমন্ত্রীকে গাল দেওয়া যায়— প্রতিবাদী নাটক করা যায়। কিন্তু কলকাতা পেরোলেই ঘরের কাছেই অশোকনগর, এই শোকেস শহরের গোডাউনগুলি। আবার আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ঘাড় নেড়ে কাগজে মন্তব্য করবেন 'এটা মেনে নেওয়া যায় না' 'লারে লাপ্পা মার্কা নয় নাটকটায় ভাবনার খোরাক আছে'— অ্যাই ব্রাস্— প্রতিবাদ প্রতিবাদ প্রতিবাদ— সম্ভব, কেননা 'ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি কলকাতা আছে কলকাতাতেই'।

নাটকটার শুরু যে ঘটনা দিয়ে সে গল্পটা আমরা সবাই শুনেছি সরোজ দত্তের মৃত্যু প্রসঙ্গে— ভোরবেলা পুলিশের জীপ থেকে নামিয়ে চলে যেতে বলে পেছন থেকে গুলি করে মেরে দেওয়াটা পুরনো নকশাল গল্প হিসাবেই জানতাম— সিপিএম নেতাদের এমন করা হয়েছিল প্রথম জানলাম— দ্বিমত থাকবে অনেকের জানি, হয়তো উদাহরণও, কিন্তু নাটকটার মূল শয়তানিটা এই স্মৃতি-বিস্মৃতির ভুলভুলাইয়া থেকেই শুরু হয়। যাঁরা দ্বিমত জানাবেন তাঁদের বলি সেই সময়ের সবটা মনে করুন 'পুলিশের বন্দুকে কি নিরোধ পরানো আছে'-র থেকে সবটুকু— আর যে বুলি অন্য ফ্যাসিস্ট দলগুলি প্রসঙ্গে দেন 'এভাবেই ফ্যাসিস্টরা ইতিহাসকে তাদের মত করে গড়ে প্রচার করে' তার সাথে নাটকটাকে মিলিয়ে দেখুন।

রাজ্য সরকারের কোষাগার শূন্য এখবর চালু অনেকদিন, অথচ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে (যে নির্বাচনে অধিকাংশ জায়গায় বিরোধী কোনো দল প্রার্থীই দিতে পারেনি) সরকারী কোষাগারের অর্থে সমস্ত নামী দামী সংবাদপত্রে দিনের পর দিন পাতার পর পাতা বিজ্ঞাপন দেওয়া হল 'পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজ— বিশ্বের বিস্ময়'— সত্যিই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর সমস্ত নাটক প্রতিদিন অভিনীত হয়ে চলে, সে তুলনায় নেহাৎই জোলো যাত্রাপালাটাকে নিয়ে প্রতিবাদ প্রতিবাদ খেলাটা বন্ধ হলে ভালো হয়।

গল্পের রিপ ভ্যান উইঙ্কল কুড়ি বছর পর ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখেছিল যে বন্দুকটা নিয়ে সে বেরিয়েছিল তার বাঁট উইতে খেয়েছে। মরচে ধরে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে নল। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে সেই উইঙ্কল এর উল্লেখ করা হয়েছে, এই উইঙ্কল যখন ঘুমিয়েছিল দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা ছিল 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস'— জেগে উঠে তার বুঝতে পারা উচিৎ ছিল সে কথা লেখবার দরকার নেই— চুপচাপ প্রয়োগ দরকার আর বোঝা উচিৎ 'বন্দুকের নলই একমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে'।

সংযোজন :

—না:, এভাবে শেষ করবো না, বড় বেশী রাগী রাগী হয়ে গেল লেখাটা— আসুন আমরা রিপ ভ্যান উইঙ্কল গল্পটার কয়েকটা লাইন ধরে হাঁটি— সেই ছোটবেলার মত নয়— একটু বড়দের মত— মজা পাবেন—

রিপ ভ্যান উইঙ্কল আসলে কোনো লাভজনক কাজ করতে পারতো না, একটা ভারী ছিপ নিয়ে হয়তো সারাদিন ভিজে পাথরের ওপর বসে মাছ ধরার চেষ্টা চালিয়ে যেতো একটা দুটো কাঠবেড়ালী বা বুনো পায়রা মারার জন্য মাইলের পর মাইল পাহাড়ী চড়াই উৎরাই বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতো, অন্য কেউ কোনো কাজে সাহায্য করতে বললে কখনো 'না' বলতো না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর কি : "In a word Rip was ready to attend to anybody's business but his own; but as to doing family duty, and keeping his farm in order, he found it impossible."

সে মনে করতো নিজের খেতেকাজ করার কোনো মানে হয় না, তার খেতটা ছিল সবচেয়ে মড়া, সে থাকা সত্ত্বেও কিছুই ঠিকঠাক ঘটত না। বেড়া সবসময় ভেঙে যেত, গরুগুলো হারিয়ে যেতো অথবা সবজির খেত লণ্ডভণ্ড করতো, তার খেতেই আগাছা গজাত সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, বাইরে করার কোনো কাজ সে শুরু করলেই ঠিক সেখানেই বৃষ্টি হত। একরের পর একর জমিতে সামান্য ধান আর আলু হয়তো থাকতো শেষমেশ—

Rip Van Winkle, however, was one of those happy mortals, of foolish, well-oiled dispositions, who take the world easy, eat white bread or brown, whichever can be got with least thought or trouble, and would rather starve on a penny than work for a pound.

—তাকে যদি তার মত ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে সে দিব্যি শিটি বাজিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিত কিন্তু বউ সারাক্ষণ খিচখিচ করে চলতো, তার অলসতা, অকর্মণ্যতা আর ভ্রূক্ষেপহীন ভাব সংসারের যে ধ্বংস ডেকে আনছে তাই নিয়ে।

(এরপরে ৪-এর পাতায়)

জয় জয় জয় জয় হে-র অন্তরালে

স্টাফ রিপোর্টার : ৮.৫.২০০৩ : নিজেদের যাঁরা প্রতিবাদী মানুষ বলে মনে করেন এবং বিভিন্ন ভুং-ভাং প্রতিবাদী অ্যাজেণ্ডায় নিজেদের কিছুটা সময় ব্যস্ত রেখে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে খুব একটা কল্কে না পাবার দুঃখ ভোলেন, ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর বাংলা কবি জয় গোস্বামী তাঁদের বেশ সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন। জয়ের কবিতা নিয়ে তো নতুন কিছু বলার নেই তাঁর কবিতা 'পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়' কিন্তু আনন্দবাজারে সি পি এম ভীতি সংক্রান্ত আর্টিকেল কি যেন.... 'ওয়াইদিপাউস....' লিখে প্রতিবাদী কূলে সমস্যা তৈরী করেছেন, গোদের উপর বিষফোঁড়া জয়-কে পুরুষসিংহ ও বুদ্ধিজীবীদের কেঁচো প্রমান করার জন্য পাঠক পাবলিকের পত্রবাণ। সমস্যা হল জয়ের লেখাটা সরাসরি, ভালো লাগছে, বিরুদ্ধে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে 'দৈনন্দিনে'র এ সমস্যা নেই কারণ দশ বছর আগে থেকে এধরণের লেখাগুলোকে কবিতা বলবার অপরাধে সে এতটাই ব্রাত্য যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিবাদী শিবিরেও তার ন্যূনতম স্বীকৃতি নেই, আর কে না জানে 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়', তাই হাসি হাসি মুখে ইয়ার্কি মারতেই পারি

> **'জয়দা, বলুন না জয়দা,**
> **এতে আপনার কি ফয়দা?'**

করতেই পারি, কেননা এসব ফিচলেমি তো ইতিহাস-এ থাকবে না, ইতিহাসে ঠাঁই পায় শুধু 'চিরন্তন' সাহিত্য। জয়ও পাবেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ টেগোর (নেহাৎ 'কবিপক্ষ' বলেই মনে হল) সারাজীবন বিদেশীদের বিকৃত উচ্চারিত পদবী সগর্বে বহন করিলেন, Tagore বানানে, (শুধুই কি পূর্বপুরুষের দায়? মনে করি না।) ও করিয়া চলিয়াছেন তিনিও জালিয়ানাওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিদেশী শাসক কুলের দেওয়া 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন'।

যাইহোক ইয়ার্কি ছেড়ে একটু সরল মনে কথা বলি। আনন্দবাজারে ছাপা হওয়া জয় গোস্বামীর লেখাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে 'এ পারফেক্ট একজাম্পল অফ্ সিম্যুলাক্রা'— ফরাসী উত্তর আধুনিক দার্শনিক বড্রিয়ার যেমন বলেন আর কি— এই প্রতিবাদ এমন, যা এই প্রতিবাদকে ঢেকে দেয় যে, জগতে আর কোনো প্রতিবাদ নেই। —পাঠকের যে সমস্ত চিঠি ছাপা হচ্ছে তার অধিকাংশই আমার এই ভাবনাকে সমর্থন করছে। ব্যক্তিগতভাবে জয় গোস্বামীর কোনো দোষ এতে নেই বরঞ্চ একটি অত্যন্ত সঠিক লেখার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। আমার কাছে এটাই এখনও পর্যন্ত তাঁর সেরা কবিতা।

জয়ের লেখার মধ্যের 'স্বরূপ' বা 'বড়দি' এবং পরবর্তীতে পাঠকের লেখা বা ছাপা হওয়া অধিকাংশ চিঠির এই ধারাণাটাই প্রকট যে আমাদের যেটা মত বা প্রতিবাদ, সেটা অন্য কেউ করে দেবে— সাধারণ মানুষ হিসাবে তাঁরা আনন্দবাজারের পাতায় বুদ্ধিজীবীদের গালি দিয়ে দিলেন কিন্তু নিজস্ব বলয়ে তাঁরাও 'বুদ্ধিজীবী' এবং প্রায় একইরকম কাজ করে থাকেন, যা জয়ও বলেছেন— আসল ভয় এটাই— এই ধারণাটাই, যে তার মত অন্য কেউ প্রকাশ করে দেবে— তাঁর মনের কথা অন্য কেউ কবিতায় বলে দেবেন, দিয়ে গলায় মালা নেবেন, তাঁর প্রতিবাদ অন্য কেউ করে দেবেন —সেই ভয় যা মানুষের মধ্যে প্রতীকী মহামানব গড়ে তুলেছে যুগে যুগে।

জয়

.... ছাড়া কাউকে ভয় পায় না।

বিশেষ সংবাদদাতার সংযোজন :

জয়কে অনুসরন করেই বলি :

আমরা কেউ মনে রাখছি না যে জয়কেও শাসন করছে, ভয়। ভয় সাধারণ মানুষের সত্যকার ধারণাকে। মতকে। মত প্রকাশের অধিকারকে। তাই মস্তানের সাহায্য নেওয়া (মস্তান মানে এখানে আনন্দবাজার) সাধারণ মানুষের তো বাঁচতে গেলে মস্তানের সাহায্য লাগে না। ভয় পায় বলে, চেয়ার রাখবার জন্য মস্তানের সাহায্য নিতে হয় শুধু কবিদেরই।

অথবা মস্তান বানানো হয় জয়কে। 'বাঙালী মননের সঙ্গী' (পড়ুন শাসনকর্তা)কে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী করে রাখতে। জনগণের 'পেছিয়ে পড়া'র ভয়কে বাড়িয়ে তুলতে। কারণ প্রতিদিন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কলকাতা' বিভাগে সঠিক জীবনচর্যার পথে আমাদের এক কদম এগিয়ে দেন।

কবিতার কাগজ **দৈনন্দিন**
১ বর্ষ ২ সংখ্যা ৬ মে ২০০৩ (২)

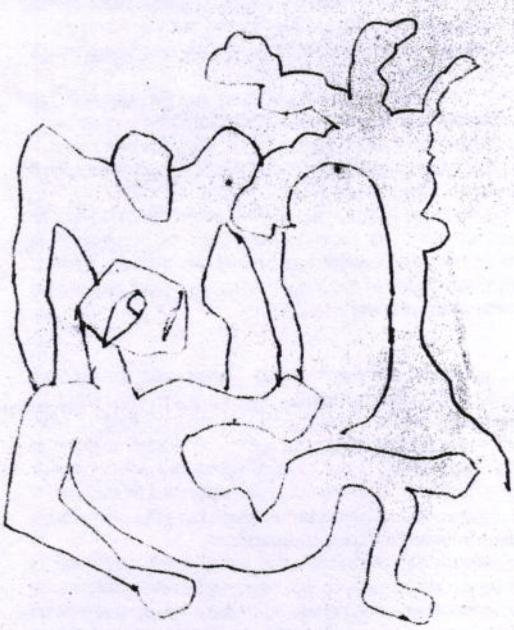
শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

এখানে প্রতিটি কবিতার লেখকই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা আমাদের পক্ষ থেকে।

সম্পাদকীয় :

কবিতারা ভেসে যায়
ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতার মেশামিশি স্রোতে
গভীর থেকে গভীরতর সংবাদ-সমুদ্রে,
সমুদ্রের ভিতরে আজও অজানাই আছে বেশী
শুনেছি অতীব বৃহৎ প্রাণীর কথা
অত্যন্ত গভীরে আঁচ করা গেছে
স্যাটেলাইট পিকচারে।

অতিকায় প্রাণীদের নিঃশব্দ নির্দেশে
খুন হওয়া কবিতারা ভেসে ওঠে
সোনালী সমুদ্রতটে
ফুলে ওঠা মৃতদেহ নিয়ে।



আমেন-আমেন

শহরে বৃষ্টি পড়লে গ্রামে কেন বন্যা হয়
তুমি জান হে সম্রাট?
তুমি জান, বৃষ্টি হলে শহরের অবৈধ অংশগুলো
কেমন অসহায় পোয়াতির মত দাঁতে দাঁত চিপে লড়াই করে?
তুমি সেই লড়াইয়ের জেতা হারা অব্দি কোনও দিনও অপেক্ষা
করেছ?
বড় গীর্জ্জায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজলে
তোমার পোষা বেড়াল ক'টা রাস্তায় টহল দেয়
কয়েকটি ভিক্ষুক দূর থেকে দ্যাখে
মধ্যরাত্রে তোমার নর্তকীরা মাংস-পরোটা নিয়ে বাড়ীতে ফিরছে
তোমার প্রেমিকা কি জানে— সবচেয়ে প্রিয় যে জুতো
তুমি তাকে উপহার দিয়েছ, তার চামড়ায় নরমাংসের গন্ধ লেগে
আছে!
তুমি এসব জান না,
আর জান না বলেই তোমার ঝুলন্ত উদ্যান এখনও অমলিন
তোমার ঝুলন্ত উদ্যানে প্রাচীন আখ্যানধর্মী বৃষ্টি পড়ে
তোমার মোটাসোটা বাচ্চারা বৃষ্টি মেখে গড়াগড়ি খায়
মুক্তোর ফলের মত রাশিরাশি চকোলেট আসে
গীর্জ্জার ভেতর থেকে স্বয়ং ক্রাইস্টের নামে বেজে ওঠে ঢং ঢং
ঘন্টার ধ্বনি।
আমি ও অবৈধ কুকুরেরা ঠিক ঠান্ডা মেঝেতে স্থির, নতজানু থাকি
গোটা বিশ্বের হয়ে চিৎকার করে উঠি— আমেন, আমেন।

—অভিজিৎ ভৌমিক

পায়চারি

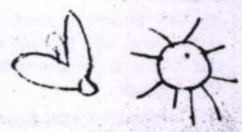
বালিকার মন খারাপের পাশে জ্বলুক মোম
আমি নিস্পলক তার দিকে চেয়ে থাকব
সেনেগালে জাহাজডুবি হয়ে ৬০০ লোক তলিয়ে
চিরতরে
ইরাক দেশ ক্রমে বোমারুদের মরুদ্যান হল
এই ভরা শরতেও দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে
আকাশের আজকের রাত তারাময়, তবু
ঈশানকোণে
বিদ্যুত চমকে গঙ্গা নদীর জল মাঝে মাঝে হয়ে
পড়ছে লাল।
ভাবছি কোন গান গাওয়া যেতে পারে?
মাঝে মাঝে বৃষ্টির বিকেলে তোমার নিঃশব্দ চলে
যাওয়া মনে পড়ে
ছমছমে হাওয়ার গন্ধে পর্দার ভিতরে তার নিঝুম
পায়চারি।
সোনালির বাড়িতে সন্ধ্যায় যেসব যুবকের ভিড়
তাদের কার কার ঘুখে, সোনালির নির্জনতা

—রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতি

নদীর আঁচল জুড়ে কুয়াশা
আর
রাজপুত্তুরের ঘোড়াসহ ডুবে যাবার দৃশ্য
স্মৃতিকে গ্রাস করেছে নদী আর নদী হয়ে
তোমার পালিয়ে যাওয়া
মুখোশ
বাঘশিকার শেষেই মুখোশ মিলবে আনন্দে শিং গুঁজে রাখো
উদ্ধত শিকারী।
ঘনবনে যখন সূর্যের লাইট অফ
ধরে নিচ্ছি, কিছু পরেই শিকারী মুখোশ খুলবেন
বৃষ্টি হলে বাঘছাপ বোঝা যায়
স্পষ্ট
বৃষ্টি হলে রং ধুয়ে যায় তাড়াতাড়ি
শুধু খয়েরী একটা শালিক অশনী ডাক দেয়....
বাঘশিকার শেষে মৃত হরিণ মিলবে।

—সুমন ঝা



আগুনবিহীন



রক্তকাপড় গায়ে মেয়েদের ঘুম
শেষস্বপ্ন মাছিদের খুদ
আগুনবিহীন কবি
ভিজে গেছে দেশলাই তার

আগুনবিহীন কবি সারারাত
চোখ লাল মাথায় হাত
ক্রমাগত বমিতে ভাসায় উঠোন

উহ! যন্ত্রণা।

মুখপুড়ি মেয়েটার সাথে
চুক্তি হয়ে গেল অমুক ওস্তাদের

আজও কবি ছাদে
ঘুম পাচ্ছে না
উহ্ যন্ত্রণা
মাথা থেকে পা পর্যন্ত

আগুনবিহীন তার শয্যায়
চিরন্তন ঘুম, মেয়েদের

—সঞ্জীব চক্রবর্তী

মাটি

যারা আমাকে মাটি ভাবছ
তাদের হাতে স্টিয়ারিং পাল্টে দিয়ে
বলতে চাই : চালাও ট্রাক্টর
মাটি থেকে আসছি আমরা সবাই
মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে কিন্তু
আমরা আমরা
তোমরা তোমরা।

গ্রাম থেকে আসছি ভেবে
বীজের দাম যারা বাড়িয়ে এবং
শস্যের দাম যারা কমিয়ে রেখেছ
তোমাদের মুখের চামড়া তুলে
দেখিয়ে দিতে চাই কসমেটিকসের গন্ধ
কোথা থেকে আসে
এক মাটিতেই তৈরী শহর এবং গ্রাম
মাটিতে মিশে যাওয়ার আগে কিন্তু
শহর শহর
গ্রাম গ্রামই।

মনে রেখ, এক একটা ঘোষণা
বাতাসের আগে পেঁছায় বাতাসের কানে
মাটির কানে কানে
নদীর কানে
গাছেদের অরণ্যে পাথরের পাহাড়ে
হাজার বছর ধরে
যে সিঁদ কেটেছ গ্রামের গোলাঘরে
যে ব্লটিং পেপার সেঁটেছ গ্রামের মুখে

মনে রেখ, একটা বন্যা কিংবা একটা ঝড়
একটা ভূমিকম্প
কিংবা ভালবাসা একটা যথার্থ বিপ্লব কিংবা...
এদের যে কোন একটা
তোমাদের মাটি করে দিতে কাফি
যারা আমাকে মাটি ভাবছ
মাটিতে যাওয়ার আগে
তাদের সাবধান করে যাচ্ছি।

—তাপস গুপ্ত

দ্বেষতত্ত্ব

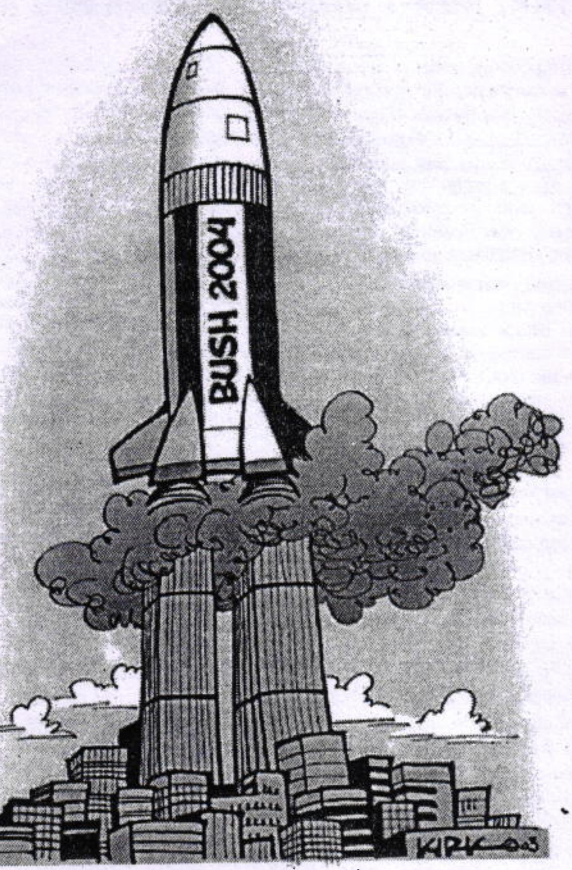
চতুর্দিকে যুদ্ধ খেলা গোলায় যত গোল।
লাঠির ঘায়ে ভুতটি পালায়
এমনই সোরগোল।
এটাতো আপ্তবাক্য, ধরায় ধরে সত্য।
লাঠি নাকি বাঁশী হবে,
মানুষ এবার কল্কি পাবে,
এটাই নাকি তত্ত্ব।

দিকে দিকে এমন ভাব চেয়ার নড়ে বসে।
ঘরের কোনে লুকায় অস্ত্র,
যখন সুযোগ পাবে, নিতে হবে প্রাণ।
নতুন সূত্রে বাঁধবে তখন, বিপ্লবেরি গান।
তবুও বলি, সাধু সাবধান।
খুললম্ খুললা মন।
তোমার মধ্যে বেঁচে আছে
অবাধ বর্ণাশ্রম।

—সমরেন্দ্র রায়

কবিতার কাগজ দৈনন্দিন
১ বর্ষ ২ সংখ্যা ৬ মে ২০০৩ (৩)

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না



cartoon by Kirk Anderson, downloded from zmag.org



cartoon by B. Deutsch, downloded from zmag.org

ধারাবাহিক কবিতা

তিলোত্তমার সন্ধানে এক সাংবাদিক

(২২) ব্রত মিত্র

আগে আগে চৈত্র-বৈশাখ-জৈষ্ঠে ছাদে শুয়ে এভাবে তারা দেখতাম। পড়বার ছুতো করে ছাদে আসা হত। পাশে হ্যারিকেন থাকত কখনো। তারারা একে একে এসে চোখের পাতা ভরাট করে দিয়ে যেত। আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। খোলা বইয়ের পাতা তারাদের সামনে উম্মুক্ত থাকত।

লেখাপড়ার বারোটা যখন পুরোপুরি বাজল, তারারা তখন আমার চেতনায়। কাস্তে, হাতুড়ি, শ্রমিক, কৃষক। কোন রকমে স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে ঢুকেছি,— দ্রুত বুঝতে শুরু করে দিয়েছি অজস্র ঝকঝকে কামানো মুখ, পাটভাঙা জামা প্যান্ট, তারাদের মাঝে অমি খুবই তুচ্ছ। আমার চোখে তারা হবার অদম্য বাসনা। বেছে নিতে হল অন্য পথ। বালতি বোঝাই চুনের গোলা আর মাটির ভাঁড়ে রঙ— এ দেয়াল ও দেওয়ালে লিখে চলেছি আঁকাবাঁকা অক্ষর মে দিবস জিন্দাবাদ, শ্রমিক ঐক্য, মেহনতি মানুষ ঐক্য, খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম জিন্দা বাদ। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক। মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ তা সত্য, ষাটের দশক সত্তরের দশকের ছাত্র আন্দোলন জিন্দাবাদ ইত্যাদি। মাটির হাঁড়িতে অ্যারারুট গুলে আঠা আর খবরের কাগজে পোষ্টার, খরখরে দেওয়ালে খুঁজে চলেছি উপযুক্ত স্থান যেখানে মানুষ সহজে তাকায়।

কানে ঢুকলো মন্ত্র— শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণী নিজেই ঘটাবে— তুমি যদি সেই মুক্তির অংশীদার হতে চাও তো যাও তাদের কাছে। তোমার ভাইসেসগুলো তাদের সংস্পর্শে শুদ্ধ করে নাও। তারা যদি তোমাকে গ্রহণ করে, তবেই তুমি মুক্তি সংগ্রামের সৈন্য হতে পারো। সুতরাং কলেজ থেকে ঝাড়া এক লাথি। গেটের বাইরে। সামনে রাজপথ। অজস্র মানুষের পদচারণা, সেখানেও হারিয়ে যেতে পারলাম না। আমার বিপরীত গতি আমাকে ঠেলতে ঠেলতে এসে ফেলল মহানগরে।

আস্তানা নেই, চুলো নেই— যদিও মহানগরে অর্দ্ধেক মানুষের চুলো থাকে না। ধর্মতলা, শিয়ালদা, রাজাবাজার, বাবুঘাট-এর অসংখ্য ঝাঁপের দোকান চুলোর সমস্যা মিটিয়ে দেয়। আমারও মেটাচ্ছিল, কিন্তু এভাবেও কাটল না। জগতের সর্বত্র যে নিয়মটি প্রযোজ্য 'গিভ এন্ড টেক' ঝাঁপের দোকানদারও তার উর্দ্ধে নয়, ফলত দেবার মত কিছুই যখন আর আমার থাকল না, তখন ঝাঁপের দোকান আমার জন্য বন্ধ হল। হাত বাড়ালো সুজয়দা। সুজয়দাই একটা ব্যবস্থা করেছিল শ্যাম আর কূল রক্ষা করে। দুবার খাওয়া জুটত, থাকাও জুটে যেত। অনেক অনেক পরে সুজয়দার মুখেই একটা সত্যি বাচন শুনেছিলাম মহানগরে কেউ না খেয়ে মরে না। সাথে সাথে সেই কবিতার লাইনটা 'কঠোর বিকল্পের কোন পরিশ্রম নেই'।

পোষ্টার লিখে চলি। চোঙা বেঁধে গলা ফাটাই— ''যারা কাফেতে মোড়াতে বসে আছো, আমি তোমাদের ছেড়ে চললাম''। কিন্তু চলে আসলে যাই না। ঘুরে ফিরে প্রতি সন্ধ্যায় একবার কফি হাউসে আসি। এর মেরে কফি খাই, ওর মেরে পকোড়া, জীবন এগোয়। শুভানুধ্যায়ীরা সাহায্য করে। অর্থ সাহায্য। আমি হাত পেতে নিই। আমার জন্য নয় বিপ্লবের জন্য। যারা সমর্থ, রোজগারে সক্ষম, তাদের ট্যাক্স দিতে হবে। বিপ্লব ট্যাক্স। বিপ্লবীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। মধ্যবিত্ত সুলভ লজ্জা ঝেড়ে সোজাসুজি হাত পাতি। বেঁচে থাকি, বিপ্লব বাঁচে। এ মাথায় ও মাথায় রাজনৈতিক লাইন, আশু কর্তব্য, দীর্ঘ-মেয়াদী কর্তব্য, আধা আধা সামন্ততন্ত্র ঔপনিবেশিকতা নিয়ে চেঁচাই আর মাঝে মধ্যে মহানগর থেকে বিপ্লব রপ্তানী করতে গ্রামে যাই। মুড়ি দিয়ে চা খাই, চাদর মুড়ি দিয়ে বসে স্বপ্ন বিলোই। সন্ধ্যে গাঢ় হয়ে এলে সকলেরই ঝিমুনি আসে তা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। মাথা ধীরে ধীরে অকেজো হতে থাকে। হাত পা শিথিল হয়ে আসে। যে বাড়ীতে উঠি সেই গৃহকর্তা কমরেড বলে, 'নাও নাও খেয়ে নাও দিকি, জার্নী করে এয়েচো তো শরীল বইচে না' হ্যারিকেনের ঝাপসা আলোয় খেতে বসি। দাওয়া ছেড়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটা, পরিবেশনরত কমরেডের বউ সকলকেই ঝাপসা দেখি। খেয়ে উঠি। কোন একটা ঘরে কারও একটা পাশে শুয়ে পড়ি। এই গোটা সময়টাই বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয় আমার আমিত্বটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেউ কোথাও জেগে নেই।

সকালে যখন ঝকঝকে রোদ উঠে যায়, আমি ঘুম থেকে উঠি। গ্রামের জীবন তখন পূর্ণ গতিতে চলছে, কমরেড কাজে চলে গেছে বহুক্ষণ। বাকিরাও কাজে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে— ''ডেকে কাজ নেই, শহুরে মানুষ; বেলা করে ওঠার অভ্যেস। আমি শহুরে মানুষ; চোখে সূর্যের ক্রোধ চুঁইয়ে ঘুম থেকে উঠি। কমরেডের বউ চা করে দেয়। চোখে মুখে জল দিয়ে জামা প্যান্ট গলিয়ে গঞ্জে যাই। সভা হবে; তার প্রস্তুতি করি। একে বলি ওকে বোঝাই— ধরা যাক বাস ভাড়া বাড়ে কেন,— অথবা কোন দলই গরীব মানুষের পক্ষে নয় কেন, কেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, কেনই বা সোজাকে সোজা আর বাঁকাকে বাঁকা বললে পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে? সভা হয়, ডেকে হেঁকে লোক জড়ো হয়, নেতা আসে প্রয়োজনীয় বক্তব্য বলে। গ্রাম্য মানুষেরা শোনে বক্তব্য। আশা নিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। সব শেষে বাড়ী চলে যায়। আমি নেতাদের সাথেই ফিরে আসি আবার মহানগরে।

(ক্রমশঃ)

জয় গণতন্ত্রের, জয় ধর্মনিরপেক্ষতা

সমীরণ ঘোষ

যথারীতি মহোৎসব। নদে-ই নয়, বিলকুল বঙ্গই ভেসে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার বানে। শচীমাতার উঠোনে গোরাচাঁদের এমন উদ্দন্ড স্ফূর্তি, স্বয়ং শচীমা-ই হতবাক! সম্প্রীতির কশাকান্তি দৌড়ে এ-ওর পা-মাড়িয়ে এগুচ্ছে এমনই সব স্বয়ংসেবকের দল। কে নেই মহোৎসবে! ডাক্তার থেকে ভ-ফোঁটা বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ থেকে প্রোমোটার, ব্যবহারজীবী থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কেরাণী অফিসার, শিক্ষক থেকে বিপুল অর্থজীবী ফিল্মস্টার, খেলোয়াড় থেকে ঘোড়দৌড়ের দালাল রেসমেকার কিংবা সংস্কৃতিকর্মী থেকে গলিঘুঁজির লাল্লুপাঞ্জুর স্বেচ্ছা উল্লম্ফন, চলো মুরারি হিরো বন্‌নে। তবেই না বুকের পাটা। তবেই না এতো গর্বের ইতিহাসের বাংলা। তবেই না ধর্মনিরপেক্ষ শাসকবর্গ অমন বুক বাজিয়ে বলতে পারেন— তপন তথাগত কোন ছার, স্বয়ং সুদর্শন-শংকরাচার্যকেও নেহাত নাকেই টেনে দেওয়া যায়। অপূর্ব। যথার্থ ঘোষণা। বঙ্গবাসীর জন্য যথার্থ শংসা। ঘষাকাচের ভেতর দিয়ে যে অব্দি দৃষ্টিদৌড়, যে অব্দি কহতব্য, আমাদের সংস্কৃতিবান শাসককুল ততোটুকুই বললেন। কিন্তু অপর পিঠ, যে দিকটি অলোকবিচ্ছুরণক্ষম, অন্তরপ্রবেশী, উদোম— সে দিকটি বড়ই জবজবে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এঁদোপুকুর থেকে বেরিয়ে আসা বু। যে গন্ধ আমরা রাম-বিহারী হনুসর্বস্ব কিংবা আধুনিক বাবা-তস্যবাবা-আকীর্ণ গোদা ধর্মাচারী কিংবা সংঘসেবীদের শরীর মন থেকেও উত্থিত হতে দেখি। যাবতীয় ব্যক্তিগত আলোচনা, আচার-আচরণ, খোসগল্প, আহার-বিহার কিংবা মতবিনিময়ের মধ্যেও নিয়ত উদ্বাহ তাদের সম্প্রদায়-বৈর। জাতি-কুটুম্বিতা কিংবা সম্প্রদায় মিলন তাদের যাবতীয় শিক্ষা ধৈর্য কিংবা তিতিক্ষার পরিপন্থী। সমাজের যে কোনো হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্ঘটনা, গ্রেপ্তার, ডাকাতি, গণপ্রহার কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলিদের মধ্যেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ধান এবং তুলনামূলক ক্ষতির নিরিখে বিধর্মীর সংখ্যাধিক্য তার প্রবল সোৎসাহের কারণ। কী ভয়াবহ সেই গোপন নখদাঁত। কী রিরংসা সে ভাষায়। এমনই সব গোপন সংঘসেবীর দল ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে গোকুলে ক্রমবর্ধমান। পৃথিবীব্যাপী এমনই সব মুখগুলোকেই সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করলাম পৃথিবীর আনাচ-কানাচসহ গুজরাটে। দীর্ঘদিনের প্রতিবেশীর ঘরে লুঠতরাজ, খুন-ধর্ষণ কিংবা অগ্নিসংযোগেও যাদের হাত কাঁপে না। সেই খুনী লুঠেরা ধর্ষকরাও ছিলেন রাষ্ট্রনির্দিষ্ট, রাষ্ট্রনন্দিত ধর্মনিরপেক্ষ। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপারটাই এক মস্ত ফাঁকি এবং স্বভাবতই মুখোশের বেসুমার প্রদর্শন। যা দিয়ে ধর্ম ও জিরাফের দুই বিপরীত গতিই সম্ভব। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জীর্ণ ঢলঢলে পোষাকটিকেও মনে হয় রাজপরিচ্ছদ। ভোট চলে। ধর্ম-তোয়াজ চলে। মানুষের যাবতীয় হিংসার শেকড় জলবাতাস পায়। মন্দির মসজিদ-গির্জার পরস্পর বিরুদ্ধমুখী অবস্থানও ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। ধর্মনিরপেক্ষভোজী আমিষ-নিরামিষাশী উভয় সরকারের সিংহাসন নিশ্চিত হয়। কিন্তু নবজাগরণ বা গণতান্ত্রিক বিপ্লব আহৃত ধর্ম-সংশয়, ধর্মনির্লিপ্ততার যে সারসংশ্লেষ আমাদের চর্চার দুয়োরে সেই কবে হাজির, সেটুকুই রয়ে গেল দুয়োরাণীর মতো প্রান্তবাসী। বাম-ডানের সমবেত গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ হিক্কায় ধর্মস্পৃহতা কেবল কিছু মানুষের চর্চায় দুষ্প্রাপ্য গরিমাময় সম্পদ হয়েই রয়ে গেল। নতুবা গণতন্ত্রের মুখোশ ভাঙে। রাষ্ট্র বা সিংহাসনের নিশ্চয়তা জেরবার হয়। সুতরাং.... সুতরাং.... যথাপূর্বং....পরম্....অতএব গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার জয় হোক।

লেখাটি মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলা ২০০৩ উপলক্ষে আকাশ প্রকাশিত বইমেলা দৈনিকে দ্বিতীয় দিন ছাপা হয়েছিল, সমীরণদার অনুমতিতে পুনঃপ্রকাশিত হল।

শিল্প হল যুদ্ধ পিঠ বাঁচানো চলে না

অসমাপ্ত ইরাক যুদ্ধের প্রাপ্তি

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ শঙ্খ গুপ্ত

ইরাকে আমেরিকার ধ্বংসলীলা প্রায় শেষের মুখে। এখন বাগদাদ সহ সমস্ত শহরে মার্কিনী লুটেরাদের রাজত্ব। ইরাক প্রশ্নে বিশ্বের জনগণ মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও তাতে আমেরিকার সামরিক কার্যক্রমে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। ইরাকের প্রতিবেশী দেশগুলিও ইরাকের জনগণের পাশে সশস্ত্র সমর্থন নিয়ে এসে দাঁড়ায়নি। সাদ্দাম আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুললেও কোন আরব দেশই আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে সাদ্দাম ইরাকে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও জীবনাচরণকে তার রাষ্ট্র পরিচালনায় অগ্রাধিকারে রাখায় ইসলামী জেহাদী ঐক্যের স্লোগানও অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলি তোলেনি। চীন-রাশিয়া বিবৃতি দানের বাইরে আর কিছু করেনি। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি যখন ইরাক প্রশ্নে মার্কিন-বিরোধী অবস্থানে আসতে পারল না তখন চীন-রাশিয়া কি করল আর কি করল না তাতে অবস্থার খুব একটা হেরফের হত কি? বিপরীত পক্ষে আমেরিকা এ যুদ্ধ চালাল মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরিন আবার সাবেক রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির বিমান ও নৌ-ঘাটি এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করল। এমনকি লাদেনও এই ইরাক হত্যার ধ্বংসলীলা দেখেও চুপ করে রইল। ফলে ইরাক-যুদ্ধ শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের কবর খুঁড়ল না— বরং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রণকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল এবং বিশ্বের মার্কিন বিরোধী দেশগুলিকে ঠারে-ঠোরে সবক শেখালো। রাশিয়া ও চীনের এই সংযম প্রমান করলো অন্তত এই দুটি দেশ এখন আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে তৈরী নয়। মার্কিনী সাহায্যের প্রতি দায়বদ্ধ ভারত সরকার যুদ্ধে আমেরিকার জয় নিশ্চিত জানার পর সংসদে নিন্দা প্রস্তাব নিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সরকার ও তার জনগণের সংগ্রামী মার্কিন-বিরোধী অবস্থানের দ্বন্দ্ব এই যুদ্ধে সাদ্দামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরো বাড়বে। সাদ্দাম শেষ মুহূর্তে দেশের মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন— যা তিনি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কখনই দিতেন না। এই অস্ত্র সাদ্দামের অনুপস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায় আমেরিকার পুতুল সরকার গুলির বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত সেইসব দেশের জনগণের আন্দোলনে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে তেলের ওপর মার্কিনী দখল প্রতিষ্ঠা হলেও মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান শক্তিগুলির প্রতি সাধারণ জনগণের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব এই যুদ্ধের পর তুঙ্গে। রাষ্ট্রীয় নীতি এবার মুহুর্মুহু গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে ইরাকের সম্পদ লুঠের বখরা নিয়ে মার্কিন-ব্রিটিশ স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবার তীব্র হবে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে সাদ্দামের প্রসঙ্গ এখন বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেছে। ইরাকে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির পুঁজির নিরাপত্তা রক্ষা করতে এরা মার্কিনের সঙ্গে দরকষাকষি শুরু করেছে যার পোষাকী নাম ইরাকে পুনর্গঠন প্রয়াস। আমেরিকা যুদ্ধের আগেও রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশ্বজনমতকে পাত্তা দেয়নি, যুদ্ধের পর ইরাক পুনর্গঠনে মার্কিনী ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির স্বার্থ না দেখে তারা রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা মেনে চলবে— এটা ভাবা কষ্টকল্পিত। কাজেই মার্কিনী লুঠেরারা বিশ্বের সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলিসহ অগণিত নির্দোষ নারী-শিশু-বৃদ্ধদের মেরে ইরাক লুঠ করবে এবং লুঠের মাল কারো সঙ্গে ভাগ করতে চাইবে না— এটাই স্বাভাবিক। ইরাকের পর উত্তর কোরিয়ার পালা কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়— তবে কোরিয়া-সিরিয়া-লিবিয়া-প্যালেস্তাইন এই সব দেশ আমেরিকার বিষ নজরে পড়ে গেছে। লক্ষ্যনীয় চীন-রাশিয়া কিন্তু আমেরিকার বিষ নজরে নেই— তাদের সঙ্গে আমেরিকা আলোচনা চালাচ্ছে। এই যুদ্ধে প্রত্যাশিত ফলাফলই হয়েছে— তবে এর প্রতিক্রিয়ায় সারা বিশ্বে যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন হল তা এর বস্তুগত শক্তিতেও পরিণত হয়েছে— যদিও তার সীমাবদ্ধ চরিত্র মার্কিন যুদ্ধাভিযানকে রুখতে পারেনি। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়নের ফলে মার্কিনী সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের প্রতি নতুন প্রজন্মের নাগরিক ও হবু-নাগরিকদের যে মায়াবী আকর্ষণ ছিল তা এই যুদ্ধ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা যে আসলে দখলদারদের বে-আইনী লুঠের ও শোষণের বিশ্ব-ব্যবস্থা তা বিশ্বের জনগণের কাছে প্রমান হয়ে গেল। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শ্রেণীসংগ্রাম এই যুদ্ধের ফলে আরও তীব্র ও দ্বন্দ্বমুখর সংঘর্ষের চেহারা নিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মানুষ আশায় বাঁচে। যুদ্ধের বিপদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সংহত যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও বিশ্বজুড়ে সর্বত্র নিপীড়িত মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নাঙ্গারূপ দর্শনের ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনই আরো নির্দিষ্ট চেহারা নেবে— এটাই ইরাক যুদ্ধের পজিটিভ প্রাপ্তি।

WINKLE TWIKLE LITTLE STAR, HOW I WONDER, WHAT YOU ARE

(প্রথম পাতার পর)

—কেন গল্পের রিপ-ভ্যান-উইঙ্কল-এর স্বভাব চরিত্রের পরিচয় দিচ্ছি আশাকরি পাঠক বুঝতে পেরে গেছেন এতক্ষণে, না হলে চলুন কয়েকটা প্যারা বাদ দিয়ে এই লাইনটাতে যাই—

দিনের পর দিন পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে, বয়সের সাথে সাথে বাড়তে থাকব বউয়ের খিটখিটানি আর জিভের ধার।

For a long while he used to console himself, when driven from home, by frequenting a kind of perpetual club of the sages, philosophers, and other idle personages of the village; which held its sessions on a bench before a small inn, designated by a rubicund portrait of His Majesty George the Third. Here they used to sit in the shade through a long lazy summer's day, talking listlessly over village gossip, or telling endless sleepy stories about nothing.

—কিন্তু যখন হঠাৎ করে কোনো পুরোনো খবরের কাগজ কোনো পথিকের কাছ থেকে তারা পেত তখন যে আলোচনা হত তা যে কোনো রাজনীতিকের পক্ষে কাজের হত। ছাপা বিষয়টা গাঁয়ের মাস্টার পাড়ে শোনাবার পর মাসখানেক বা তারও আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে প্রবল আলোচনা করতো....

থাক্ এবার একটু দ্রুত এগোই—

Poor Rip was at last reduced almost to despair; and his only alternative, to escape from the labor of the farm and clamor of his wife, was to take gun in hand and stroll away into the woods.

—এরপর রিপ ভ্যান উইঙ্কল এর সঙ্গে আর একজনের দেখা হয়। তাকে একটা মদের পিপে বইতে সে সাহায্য করে, তারপর পাহাড়ের কোলে অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত একটা জায়গায় দেখে একদল অদ্ভুত দর্শন লোক 'নাইন পিনস্' খেলছে। ('নাইন পিনস্' খেলাটার আধুনিক রূপ হল যেটাকে 'বোলিং' বলা হয়, কলকাতাতেও শুরু হয়েছে— অভিজাত মহলে, সাধারণ ভাবে ওটা 'স্টিকল'-এর পরবর্তী রূপ। 'টেবল্ স্টিকল'টা একটু অন্যরকম, নটা লাঠি টেবিলের ওপর খাড়া করে রেখে উপর থেকে ঝোলানো বল দুলিয়ে সেগুলোকে ফেলতে হত। আর ব্রিটেনের গাঁয়ে এলোমেলো ফালতু দাবা খেলাকেও 'নাইন-পিনস্' বলা হত, আমরা এই শেষেরটাই ভাববো— কারণ তাহলে রিপ ভ্যান উইঙ্কল এর যে রাজনৈতিকতার দিকে আমি আঙুল তুলতে চাইছি তা বুঝতে সুবিধে হবে। এলোমেলো দাবা খেলা মানে থাউকো নকল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা— ডায়ান্যাস্টির ভাঙাগড়া।) —রিপ ভ্যান উইঙ্কল এর সঙ্গী তাদের বয়ে আনা পিপের মদটা আরেকটা মস্তপিপেয় ঢেলে দেয়। দাড়িওয়ালা অদ্ভুত দর্শন লোকগুলো আবার 'নাইন পিনস্' খেলতে থাকে। রিপ চুরি করে দুপাত্তর খেয়ে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

এই গল্পটা বলবার মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক উপমা আমি দিয়ে চলেছি আশাকরি বামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পাঠক ধরতে পারবেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা মস্করা করবার মত জায়গা দৈনন্দিন আমায় দিতে পারবে না— তাই এই ভেবে এগোচ্ছি যে 'সমঝদারকো ঈশারা কাফি'—

জেগে উঠে, He looked round for his gun, but in place of the clean well-oiled fowling-piece, he found an old firelock lying by him, the barrel incrusted with rust, the lock falling off, and the stock worm-eaten.

—হাঃ হাঃ ঐ আগে যা দিয়ে লেখাটা শেষ করছিলাম আর কি।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল এর গল্পেও রাজনৈতি-কতা আছে সরাসরি সেই জায়গাগুলোয় চলে আসবো এবার— গাঁয়ে ফিরে সেই আড্ডা সরাইখানার সামনে এসে রিপ দ্যাখে

Instead of the great tree that used to shelter the quiet little Dutch inn of yore, there now was reared a tall naked pole, with something on the top that looked like a red night-cap, and from it was fluttering a flag, on which was a singular assemblage of stars and stripes—all this was strange and incomprehensible." He recognized on the sign, however, the ruby face of King George, under which he had smoked so many a peaceful pipe; but even this was singularly metamorphosed. <u>The red coat was changed for one of blue and buff," a sword was held in the hand instead of a sceptre</u>, the head was decorated with a cocked hat, and underneath was painted in large characters, GENERAL Washington.

আণ্ডারলাইন করা অংশটা আরেকবার পড়ুন পাঠক। আরও আছে—

....a lean, bilious-looking fellow, with his pockets full of handbills, was haranguing vehemently about rights of citizens—elections—members of congress—liberty—Bunker's Hill—heroes of seventy-six—and other words, which were a perfect Babylonish jargon" to the bewildered Van Winkle.

তারপর গল্পের উইঙ্কল এর কি হয় উদ্ধৃতির মাধ্যমেই দেখা যাক।

The appearance of Rip, with his long grizzled beard, his rusty fowling-piece, his uncouth dress, and an army of women and children at his heels, soon attracted the attention of the tavern politicians. They crowded around him, eyeing him from head to foot with great curiosity. The orator bustled up to him, and, drawing him partly aside, inquired "on which side he voted?" Rip stared in vacant stupidity. Another short but busy little fellow pulled him by the arm, and, rising on tiptoe, inquired in his ear, "Whether he was Federal or Democrat?"" Rip was equally at a loss to comprehend the question; when a knowing, self-important old gentleman, in a sharp cocked hat, made his way through the crowd, putting them to the right and left with his elbows as he passed, and planting himself before Van Winkle, with one arm akimbo, the other resting on his cane, his keen eyes and sharp hat penetrating, as it were, into his very soul, demanded in an austere tone, "what brought him to the election with a gun on his shoulder, and a mob at his heels, and whether he meant to breed a riot in the village?"

....

...........To make a long story short, the company broke up, and returned to the more important concerns of the election. Rip's daughter took him home to live with her; she had a snug, well-furnished house, and a stout cheery farmer for a husband, whom Rip recollected for one of the urchins.that used to climb upon his back. As to Rip's son and heir, who was the ditto of himself, seen leaning against the tree, he was employed to work on the farm; but evinced an hereditary disposition to attend to my thing else but his business.

Rip now resumed his old walks and habits; he soon found many of his former cronies, though all rather the worse for the wear and tear of time; and preferred making friends among the rising generation, with whom he soon grew into great favor.

তাহলে ফিরে এসে রিপ ভ্যান উইঙ্কল দিব্যি ছিল, ছেলে ছোকরাদের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ভালোই। অলস ভাববাদী উইঙ্কল ফিরে এসে আর কি করতো দেখা যাক্ তার রাজনৈতিক অবস্থানটা।

Having nothing to do at home, and being arrived at that happy age when a man can be idle with impunity, he took his place once more on the bench at the inn door, and was reverenced as one of the patriarchs of the village, and a chronicle of the old times "before the war." It was some time before he could get into the regular track of gossip, or could be made to comprehend the strange events that had taken place during his torpor. How that there had been a revolutionary war—that the country had thrown off the yoke of old England—and that, instead of being a subject of his majesty George the Third, he was now a free citizen of the United States. Rip, in fact, was no politician; the changes of states and empires made but little impression on him; but there was one species of despotism under which he had long groaned, and that was-petticoat government. Happily that was at an end;

—এখন সে যা খুশী তাই করতে পারে কেউ খিটখিট করবার নেই— হ্যাঁ আগে 'চোঙা ফোঁকা পার্টি' করতে গেলে বাড়ীর গালি খেতে হতো। আজকে বাপ-মা-বউ ভাবে থাক্ এতদিনে সংসারে মতি ফিরেছে, এই আর কি।

গল্পটার শেষে আরো আছে যে হোটেলে নতুন কেউ এলেই রিপ তার গল্প শোনাত, প্রত্যেকবারই গল্পটা কিছু না কিছু বদলে যেত। যেন সে সদ্য ঘুম থেকে উঠল। সবসময়েই গল্পটায় সন্দেহ প্রকাশ করতো কিছু লোক, কিন্তু আসেপাশের অঞ্চলের সব অত্যাচারিত স্বামীর যখন জীবনটাকে খুব ভারী মনে হত, তারা চাইতো উইঙ্কলের বলা সেই বড় পাত্রের থেকে দু এক ঢোঁক মদ....

উইঙ্কলের যে চরিত্রের কথা প্রথমে বলা হয়েছে সেখানে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'-এর উইঙ্কলকে.... বসালে গোডাউন-পন্থীদের বক্তব্য সমর্থিত হবে— অলস ভাববাদী ভুংভাং আদর্শবাদী আলপটকা কথা— বস্তুবাদে এর স্থান নেই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে হবে, পার্টিকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। আর শো-কেসে রাখতে হবে জেগে ওঠা উইঙ্কলকে, যে রোলটায় আমাদের নাটুকে বুদ্ধিজীবীরা নাটকটাকে প্রতিবাদী আখ্যা দিয়ে বেশ ভালোই অভিনয় করছেন। যে উইঙ্কল যখনই তার গল্প বলে মনে হয় যেন সদ্য সে ঘুম থেকে উঠেছে।

সমস্ত পাঠকের কাছে আবেদন

যে কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে
যে কোনো ব্যক্তিগত অনুভবে
কোনো মুহূর্তে যদি স্বতঃস্ফূর্ততায়
কয়েকটি লাইন লিখে ফ্যালেন
তবে তা প্রতিবেদন হিসাবে পাঠান
যে কোনো স্বতঃস্ফূর্ত মুহূর্তই
আমাদের কাছে কবিতা হিসাবে গন্য
তা যদি হয়
কোনো রাজনৈতিক নেতাকে
সরাসরি গালাগালি
বা হয় প্রেমের আবেদন পত্র
বা স্রেফ মজার কথা
অথবা কোনো নিজস্ব ইস্তাহার
বা সংবিধানের একটি বা দুটি ধারা
তবুও

সম্পাদক ঃ সৌম্যদীপ email : dainandin@hotmail.com

স্বত্বাধিকারী সৌম্যদীপ মন্ডল কর্তৃক ২২ জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্র বাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

....

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে
তাদের দিনের আলো হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি — পাড়াগাঁর ভাঁড় —
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে লয়ে জন্মিয়াছে আজ এই ক্ষেতের ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইঁদুরেরা জানে তাহা - জানে তাহা
নরম রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল!
সে সব পেঁচারা আজ বিকালের নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধরে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নীচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে নড়ে উঠে জানায় কী অদ্ভুত ইশারা!

আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে!
কোটালের মতো তারা নিশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মতো তারা করে নাই ভয়!
প্রণয়ীর মতো তারা ছেঁড়ে নি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে!
চাষাদের মতো তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায় নি - কাটায় নি কাল!
অনেক মাটির নীচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে
যোদ্ধা- জয়ী- বিজয়ীর পাঁচফুট জমিনের কাছে
পাশাপাশি
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি!

....

শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভিজা পথ ধরে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি - পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ;
অবসর আছে তার অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চলে যাবে পশ্চিমের পানে
এটুকু সময় তাই কেটে যাক **রূপ আর কামনার গানে!**

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই - কোনো কৃষকের মতো দরকার
নাই দূর মাঠে গিয়ে আর;
রোধ অবরোধ ক্লেশ কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে
কোথায় নতুন করে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিয়ো না সৈন্যদের মশালের আগুনের রঙ
দামামা থামায়ে ফেল পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে ডুবে যাক
রাজ্য আর সাম্রাজ্যের সঙ!

এখানে নাহিকো কাজ - উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।

এখানে চকিত হতে হবে নাকো ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে!

অবসরের গান, পৃ : ১০২, প্রগতি, কার্তিক ১৩৩৬ (মহাপৃথিবী)

এ গুঞ্জনে মস্তিষ্ক স্বস্তি পায় আমার বহুদিন পর — মুখোমুখি বসি তাঁর,
শ্রান্ত হৃদয়ে জেনে নিতে চাই কিছু তাঁর ভাবনার—

কবিতার কাগজ
দৈনন্দিন
মার্চ ২০০৭, একটি ভৌতিক সংখ্যা

মস্তিষ্কে কোনো ক্ষুদে বিপ্লব হয়নি,
বোমা ফেটেছে একের পর এক
প্রতিদিন তার স্প্লিনটার আর
খুলি গুঁড়ো অশ্রাব্য গালাগাল
ছড়িয়েছে বাতাসে আসেপাশে
সেইসব শব্দেরা
লেখা বা ছাপার অযোগ্যতায়
মরে গেছে
শাদা কাগজের পাতে
অবশেষে সেই কাফনের 'পরে

মৃত আত্মারা নেমে আসে
জরাগ্রস্ত লেখনীর পাখে
অতি দূর অন্ধকার শীত শীত হেমন্তের আভা
যেন ভূত হয়ে
উটের গ্রীবার মতো বক্ররেখ ধরে
তার কান লতি ছুঁয়ে যায়
বলে আছিগো আমরা আজও
হেমন্তের হিম হাওয়া কুয়াশা আর
এক মানুষের কষ্ট অপরের বেদনার অনুভব মাঝে ....

ভূত হয়ে যাওয়া দৈনন্দিনের
এটি একটি ভৌতিক-সংখ্যা,

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম বিষয়ে কবি জীবনানন্দ দাশের সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্পাদক স্বয়ং। পড়ুন হে
পাঠক ধুলো ঝেড়ে আরো একবার

তদ্ব্যাতীত,
পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাব্যরসিক হইতেই
হয় বহুযুগের নিয়মানুসারে নহিলে কবিগণ
প্রশস্তিবাক্য শুনাইবে কাহারে খ্যাত হইবার তরে।
আমাদিগের রাজা নাকি শুধু তা-ই নন স্বয়ং কবিও
একজন
দেখা যাক প্রমাণ তাঁহার কাব্যরসিকতার, তজ্জন্যই
এ কাব্যরসিকতা লয়ে রাজদরবারে— সেই
কবেকার পাড়াগাঁর ভাঁড়েরা এখন।
রাজার 'হাজার চোখ হাজার হাত'
এ কাগজ পহুঁছিবে নিশ্চয়— লাল সে কেল্লায়।

কবিকে প্রশ্ন করি
সিঙ্গুরে টাটাদের মোটরগাড়ী কারখানা সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে?

মোটরকার সব-সময়েই একটা অন্ধকার জিনিস
যদিও দিনের রৌদ্রআলোর পথে
রাতের সুদীপ্ত গ্যাসের ভিতর
আলোর সন্তানদের মধ্যে
তার নাম সব চেয়ে প্রথম।

এই মোটর অগ্রদূত,
সে ছুটে চলেছে
সেই পথে সকলের যাওয়া উচিত;
একটা মোটরকারের পথ
সবসময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো

একটা অন্ধকার জিনিস;
রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার কার হু হু করে ছুটছে
প্যারিসে - নিউইয়র্কে - লণ্ডনে - বার্লিনে - ভিয়েনায় - কলকাতায় -
সমুদ্রের এপার ওপার ছুঁয়ে
অসংখ্য তারের মতো,
রাতের উল্কার মতো,
জঙ্গলের রাতে অবিরল চিতার মতো,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম সংকল্প ও আয়োজনের অজস্র আলেয়ার
মতো
তারাও চলেছে –
কোথায় চলেছে, তা আমি জানি না।

একটা মোটরকারের পথ - মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

উনিশশো চৌত্রিশের, পৃ : ৬৪৫, কৃত্তিবাস আষাঢ় ১৩৪০

সিঙ্গুরে যারা জমি ও বাস্তুচ্যুত হবে তাদের দিকটা আপনি কিভাবে দেখেন?

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।
নামগুলো কুশ্রী নয়, পৃথিবীর চেনা-জানা নাম এইসব।
আমরা অনেক দিন এ-সব নামের সাথে পরিচিত; তবু,
গৃহ নীড় নির্দেশ সকলই হারায়ে ফেলে ওরা
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।

এইসব দিনরাত্রি, পৃ : ২৮১, চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৬

সঙ্গে দেওয়া পৃষ্ঠাঙ্ক ভারবি প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের।

বা নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর গেছিলেন এরমধ্যে? কি মনে হল দেখেশুনে?

দেখা গেল পথ আছে – ভোরবেলা ছড়ায়ে রয়েছে –
দক্ষিণ, পশ্চিম, পূর্ব, উত্তরের দিক
একটি কৃষাণ এসে বারবার আমাকে চেনায়;
আমার হৃদয় তবু অস্বাভাবিক।

পরিচয় নেই তার – পরিচিত হয় না কখনও;
রবিফসলের দেশে রৌদ্রের ভিতরে
মনে হয় সুচেতনা, তোমারও হৃদয়ে
ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।

সময়ের নিরৎসুক জিনিসের মতো
আমার নিকট থেকে আজও বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়ায়ে
ডান পথ খুলে দিল ব'লে মনে হল
যখন প্রচুরভাবে চলে গেছি বাঁয়ে।

এ রকম কেন হয়ে গেল তবে সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?

ভাষিত, পৃ : ২৪৫, চতুরঙ্গ, আশ্বিন ১৩৪৯ (সাতটি তারার তিমির)

নন্দীগ্রামের মানুষের রুখে দাঁড়ানোটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

বড়ো বড়ো গাছ কেটে ফেলেছে তারা।
এইসব উঁচু উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিল;
আমার দেহের ভিতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ,
আমার মনে শহর ও সভ্যতার মতো শূন্যতা,
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্রের যে আভা আনে রাতের পর রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

কারা যেন অগ্রসরের কবিতা লিখছে কোথায়
কমিউনিজমের স্তম্ভ তৈরী করছে
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজও মানুষের প্রয়াস।

অনেক দিন দেখেছি : উঁচু উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
আরো অনেকদিন দেখেছি : উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভিড়ে
নীল জাফরান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব;
তবুও তারপর দেখেছি : রাত্রির সমুদ্রের পারে
নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন এক-একটা গাছ
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে বলে

কিন্তু তোমার এ বিস্ময় থাকুক
গাছ নয় – মানুষকে দাঁড় করাও।

বড়ো বড়ো গাছ, পৃ : ৬২০, কবিতা, আশ্বিন, ১৩৬৬

CPM কে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেন?

—— পৃথিবীর পথে **রূঢ়**
রক্তাক্ত অন্যায় আলো বেনামদারের মতো জেগে
নিজেকে প্রাণের সূর্য বলে যদি এখনও প্রচার করে তবে
সে আলোর প্রতিবাদে আজকের পৃথিবীতে অন্য আলো নেই
অন্ধকার রয়ে গেছে।

এখন এ পৃথিবীতে, পৃ : ৬৬০, ১ মাঘ ১৩৯১

এখনকার নেতাদের প্রসঙ্গে অথবা সার্বিকভাবে –

মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর গুনে – কুকুর ক্ষেপিয়ে।
'...'
'আমরা সকলে জানি বাণরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে;
হয়তো সরমা তাকে তুলে ধ'রে **সারমেয়দের**
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষে ক'রে— **ঘুমাবার পরে**
আবার সে দেখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপি ব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মতো হেসে।

প্যারাডিম, পৃ : ৪৬২, পরিচয়, আশ্বিন ১৩৪৭

বিপ্লবে বিশ্বাস করেন–

আমার দেখেছি ঢের সমাজের ভাঙন-গড়ন—
বিপ্লবের সূত্রগুলো ভুল গণিতের মতো কূট ভাসা-ভাসা

কনভেনশন, পৃ : ৬০৭, অনুক্ত, আশ্বিন ১৩৬৪

কিভাবে দেখেন এখন বিষয়টাকে?

এ রকম **চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল**
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত
অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে,
অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?
যদি তারা টেঁসে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন-অবশেষে
শেয়াল পেঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়–
তখন স্বপ্নই সত্য, গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে
জীবনের বাস্তবতা সে সময়।
মানুষের শেষ বংশ লোপ পেলে কে ফিরায়ে দেবে
জীবনের বাস্তবতা? – এমন অদ্ভুত স্বপ্ন নিয়ে
মাঝে মাঝে গিয়েছি নাগাড় কথা ভেবে।

বিভিন্ন কোরাস, এক

কিন্তু প্রতিবাদ তো অনেকেই করছেন, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের ভূমিকা তো যথেষ্টই –

সময় কীটের মতো কুরে খায় আমাদের দেশ।
আমাদের সন্তানেরা একদিন জ্যেষ্ঠ হয়ে যাবে;
স্বতসিদ্ধতায় গিয়ে জীবনের ভিতরে দাঁড়াবে;
এ-রকম ভাবনার কিছু অবলেশ
তাদের হৃদয়ে আছে হয়তো বা; **মাঠে ময়দানে**
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

তাহলে?–

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে,
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির করে নিতে হলে লাগে সকালের আকাশের মতো বয়স
সে সকাল কখনও আসেনা ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।
পশ্চিমে অস্তের সূর্য ধূলিকণা, জীবাণুর উতরোল মহিমা রটায়ে
পৃথিবীকে রেখে যায় মানবের কাছে জনমানবের ঋণে।

বিভিন্ন কোরাস, দুই

কিন্তু আমরা তো ভাবছি এখনও—

আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মতো
নেই – তবু রয়ে গেছি স্বভাববশত।
এই ক্রান্তি জীবন বা মরণের বলে মনে হয়।

ঠিক কি বলতে চাইছেন?

আকাশের ফিকে রঙ ভোরের, কি সন্ধ্যার আঁধার?
এই দূরত্যয় সিন্ধু কি পার হবার?
আমরা অনেক লোক মিলে তবু এখন একাকী;
বংশ লুপ্ত করে দিয়ে শেষ অবশিষ্ট ডোডো পাখি
হতে গিয়ে পারাবতপক্ষধ্বনি শুনি,
না কি ডেডোমির অতল ক্রেংকার।

বিভিন্ন কোরাস, চার, নিরুক্ত, আশ্বিন ১৩৪৯, পৃ : ২০৫ (মহাপৃথিবী)

আজকের পৃথিবীকে কিভাবে দেখছেন?

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পূব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতো ঘনঘটাচ্ছন্নতা;
ইয়াঙ্কির লেন-দেন ডলারে প্রত্যয় –

রাত্রির কোরাস, পৃ : ২৫৫, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় ১৩৫১,
সাতটি তারার তিমির

'আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।'

রাশিয়া? চীন?

কোথায় সমাজ, অর্থনীতি? – স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নীচে রক্তনদীর মতো –

যতিহীন, পৃ : ৫০৪, চতুরঙ্গ আশ্বিন ১৩৫৫,
বেলা অবেলা কালবেলা

আজকের আমেরিকা?

গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে
এখনও দাঁড়ায়ে আছে।
সূর্যের আলো সব উদ্ভাসিত পাখি
আসে তার কাছে।
জান না কী চমৎকার!
বলিল মৃতের হাড়, বিদূষক, তরবার,
আর **যে বলদ তার জুড়িকে চেখেছে ঘানিগাছে।**

কোরাস, পৃ : ৪৭২, কবিতা, পৌষ ১৩৪৮

কোনো আশা নেই বলছেন?

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিত–
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিল ভুলে,)
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিত,
পরচুলা এঁটে নিত স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এসব কাজ করে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হত, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হত, কে নিজের মুখের রগড়ে।

মনোকণিকা, নিরুক্ত, আশ্বিন ১৩৫০, পৃ : ২১১(মহাপৃথিবী সংযোজন)

এইখানে এক প্রেত হাসি ঘুরে ঘুরে
উড়ে যায় এ মহাপৃথিবী হতে সাতটি তারার তিমিরে।
সেই সাত তারা গুঁড়ো হয়ে
ঝরে ঝরে পড়ে হেসে
'আমরা কি তিমিরবিলাশী
আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।' **বলে।**
আর ১৪ই মার্চ রাত্রি-র পর আমি খুঁজে নিই কয়েক লাইন
এখন যা প্রয়োজন নিদারুন আমার, সে নির্মিত সত্য-ভাষন

....................................তবু অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্য শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায় অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে, পৃ : ৩৮৮ বেলা অবেলা কালবেলা

.... কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো : তবুও তো উৎসাহিত করে?
সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভবভাবে মরে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।
আরো স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

পৃথিবীর রৌদ্রে পৃ: ৩৭১ বেলা অবেলা কালবেলা

সম্পাদক সৌম্যদীপ কর্তৃক ২২, জে. এন. বিশ্বাস লেন, পাত্রবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন ঃ ৭৪১১০১ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত